REGISTERED No 38.

সাধারণী

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—১৫ই কার্ত্তিক। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ৩১শে অক্টোবর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। { ১ সংখ্যা।

আজি ১১ ই কার্ত্তিক বুধবার ১২৮২। আজি আমাদের সাধারণীর বয়ক্রম পূর্ণ দুই বৎসর হইল। বিজয়া দশমীর পর নূতন বৎসরের আরম্ভে গ্রাহক অনুগ্রাহক সকলকে অভিবাদন করি।

বাঙ্গালায় সংবাদ পত্রের জীবন একান্ত ব্যাধি-সঙ্কুল ও নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর। যে প্রভাকর এককাল, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, চতুষ্পাঠী বা শৌণ্ডিকালয়, বিলাস ভবন বা পণ্যশালা সর্ব্বত্রে স্বীয় রশ্মি বিকীরণ করিত। কি তৈলহীন লম্বশিখ দীর্ঘায়ত সংস্কৃতজ্ঞ ভট্টাচার্য্য, আর কি স্নেহ-চিক্কণ খর্ব্বাকৃত কাশীদাস-পাঠী আপণ-রক্ষক, কি স্থুলোদর বিলাস-পরায়ণ জমিদার, আর কি কৃশকায় প্রবিষ্ট চক্ষুঃ ইংরাজি-পাঠী ছাত্র, সকলেই যে প্রভাকর আদরে পাঠ করিত, সেই রস-রচনা-ভাণ্ডার প্রভাকরের এখন কি দুর্দশা হইয়াছে দেখুন। 'ভাস্কর' এককালে অস্তাচল চূড়াবলম্বী। 'প্রভাকর' 'ভাস্করের' যখন এইরূপ, তখন 'চন্দ্রোদয়' 'চন্দ্রিকার' যে সেইরূপ হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। এমন যে 'সোমপ্রকাশ' কালে তাহাও মলিন, নিষ্প্রভ। এমন যে বঙ্গদর্শন, কেবল এক সম্পাদক পীড়িত বলিয়া বঙ্গদর্শন আর সময়ে সতেজ-সন্দর্ভসহ দেখা যায় না। 'প্রভাত সমীর' পাতা কাঁপাইয়া, লতা দুলাইয়া, সর সর বহিতেছিল, কোথায় গেল? কেবল দেশীয় জনগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত পত্রেরই যে এইরূপ অবস্থা এমন নহে; যে বেঙ্গল হর্করার নির্ঘোষ ত্রাসে ইংরাজ রাজ কম্পিত হইতেন, তাহা এখন কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে! যে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া মিশনরির গৌরব ও গবর্ণর গণের দক্ষিণ হস্ত ছিল, তাহা দাস মত বিক্রীত হইল, স্বস্থান হইতে নির্ব্বাসিত হইল, এখন স্বরাজ্য শত্রুকে প্রদান করিয়া পরান্নে প্রতি-পালিত হইতেছে। বাঙ্গালায় সাময়িক পত্রের জীবন একান্ত রোগসঙ্কুল ও নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর। এরূপ জীবনের দুই বৎসর, সাধারণীর অসাধারণ আহ্লাদের কথা। সেই আহ্লাদে সাধারণী আজি তৃতীয় বৎসরের আরম্ভে সকলকে অভিবাদন করিতেছে, সকলে একবার ঊর্দ্ধভুজে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রসারিত বক্ষে ইহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করুন।

বাঙ্গালায় সাময়িক পত্রের জীবন যেরূপ ব্যাধি-সঙ্কুল ও ক্ষণভঙ্গুর, সেই রূপ চপলতা-ময় ও অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিপূর্ণ। সকলে বলুন, বালা সাধারণী যেন বয়োবৃদ্ধি সহকারে নাম যশোলোভে সহযোগী বা সহযোগিনী গণের সহিত অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডায় ও অমঙ্গলকর মনোবাদে প্রবৃত্ত না হয়, অথচ যেন অনুরোধবশে কখন সত্যের অবমাননা না করে।

ধর্ম্ম শাস্ত্রে এরূপ উপদেশ আছে যে, প্রত্যহ প্রভাতে নিত্য কৃতি স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সেই উপদেশ মত আমরাও সাধারণীর মূল কথা গুলি আপনারা স্মরণ করি ও সকলকে স্মরণ করিয়া দি।

"সাধারণী হিন্দু জাতির পক্ষপাতিনী, বাঙ্গালির পক্ষপাতিনী। সাধারণী বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে; সাধারণের

হিত কামনা করে। প্রজার মঙ্গল হয় ইহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা। সাধারণী উপকার ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম জানে না; পীড়ন ব্যতীত যে অন্য কোন অধর্ম্ম আছে, তাহা বোঝে না। ঐ ধর্ম্মই ইহার বল, ঐ অধর্ম্মেই ইহার ভয়। আর স্বদেশীয়েরাই ইহার ভরসা, তাঁহারাই ইহার আশ্রয়। কৃতবিদ্যের লিপী সাহায্য ইহার জীবন।" কৃতবিদ্যের অমনোযোগে আমাদের হৃৎকম্প হয়, জীবন-গ্রন্থি শিথিল হইতে থাকে;—ভরসা করি স্বদেশ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীগণ আমাদের এই মর্ম্ম কথায় কর্ণপাত করিয়া সাধারণীর সাহায্য ও সাধারণের উপকার করিবেন।

অভাগিনী বঙ্গভূমি আর একটী পুত্ররত্ন হারাইয়াছেন। আজি এক মাস হইল, কলিকাতার প্যারীচরণ সরকার মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন; আমাদের নিতান্ত দুরদৃষ্টক্রমে এই বিজয়ার উৎসব পরে সাধারণীর জন্ম বাসরে আজি সেই হৃদয়-ভেদকরী বার্ত্তা ঘোষণা করিতে হইতেছে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সাধন কি কষ্টকর!

আজি কালি এমনই কাল পড়িয়াছে, যে যথার্থ ভদ্রলোকের উন্নতি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দেবাসুরের সেবা না করিয়া এই বিচিত্র ক্ষেত্রে কৃতিত্বলাভ করা অতীব সুকঠিন। এখন প্রকৃত ভদ্রলোককে প্রায়ই নিস্তেজঃ, নির্জ্জীব, ও নিষ্প্রভ হইয়া কালাতিপাত করিতে হয়। এ হেন সংসারে, এহেন সময়ে, প্যারীবাবু অতি ভদ্র লোক হইয়াও নাম যশ লাভ করিয়াছিলেন; সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কৃতিত্ব উপার্জ্জন করিয়াছেন। প্যারীবাবু ভদ্র লোকের ভরসা, দেশের যথার্থ মুখোজ্জ্বল কারী। প্যারীবাবু আমাদের ভদ্রতার জয়পতাকা ছিলেন। আমরা এই বয়সে ভদ্রতায় ভর করিয়া সংসারের সহিত যে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে বাবু প্যারীচরণকে সেই সমরক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ একজন শক্তিধর সেনানীরূপে বরণ করিয়াছিলাম; তাঁহাকে হারাইয়া আমরা আজি একজন নেতার অভাব উপলব্ধি করিতেছি। এই শোকাবেগের আমাদের কে শান্তি সাধন করিবে?

১৮২২ সালে বাবু প্যারীচরণ সরকার জন্ম পরিগ্রহ করেন। ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুলে সাহেবের অতি প্রিয়ছাত্র ছিলেন। ক্রমে হিন্দু কলেজে ৪০ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ মধ্যে বাষ্পবলে নৌচালন সম্বন্ধে প্যারী বাবু একটী প্রবন্ধ লেখেন, তৎকালে তাহা বিলাত পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে প্যারী বাবু আমাদের হুগলি ব্রাঞ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন; এখান হইতে বারাসতের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান; সেই অবধি বারাসতের প্রসিদ্ধ মিত্র গোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য। বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, বাবু নবকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া, এক যোগে এক পরামর্শে অনেক সদনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েন। বারাসতের উন্নতির মূল এই সকল মহাত্মারা।

বারাসত হইতে প্যারী বাবু কলিকাতা হেয়ার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান। সকলেই জানেন তাঁহার সময়ে হেয়ার স্কুল (বা কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল) বাঙ্গালার সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্রমে গবর্ণমেণ্ট প্যারী বাবুর যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে শিক্ষা বিভাগে শ্রেণীভুক্ত কর্ম্মচারী করিয়া প্রেসিডেন্সি কালেজের সহকারী ইংরাজি অধ্যাপক নিযুক্ত করেন; প্যারী বাবু এই সম্মানের কর্ম্ম গৌরবে সাধন করিতে করিতে ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

প্রথম পাঠোপযোগী ইংরাজি গ্রন্থ সকল প্যারী বাবু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত; বিনা অনুরোধে সেই সকল গ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালার বিদ্যালয় সমস্তে প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতার হিন্দু হোষ্টেল প্যারী বাবুর স্থাপিত। এরূপ ছাত্রাবাস এখন গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়াছে। প্যারী বাবুর সদনুষ্ঠানের সুফল এখন সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইবে।

মদ্যপান নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা প্যারী বাবু। তাঁহার উদ্যোগে কত শত অন্ধ যুবক অকাল নরক ভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। অনন্তকাল অনন্তধামে প্যারী বাবুর এই সকল কীর্ত্তির কীর্ত্তন হইবে।

পূজার পূর্ব্বে যে নূতন রাজনৈতিক সভার সূচনা ও উদ্বোধন হইয়াছিল। গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবারে তাহার অধিবেশন হইয়াছিল; 'ক্রমে ইণ্ডিয়ান লীগ্' এই নামই পাকা হইয়া গেল। ইণ্ডিয়ান লীগের ভাবী শুভাশুভ সম্বন্ধে কলিকাতায় মহা গণ্ডগোল চলিতেছে। সকল কার্য্যেই যেমন হইয়া থাকে, ইণ্ডিয়ান লীগ্ লইয়া ইতি মধ্যে সেই রূপ মহা দলাদলি চলিতেছে। সহচর পূর্ব্ব পর একই ভাবে নব সভার বিপক্ষে লেখনী চালনা করিতেছেন। সভার নাম রাখিয়াছেন "ব্যাস কাশী"; এবার প্রচার করিতেছেন, যে, বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু আনন্দমোহন বসু নব সভার কোন সংস্রবে নাই। এবং এরূপ অনুমান করেন, যে যাঁহার কিঞ্চিৎ দূরদর্শিতা আছে, তিনি কখনই এ সভায় যোগ দিবেন না। তাঁহার মতে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা থাকিতে এ সভার প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞ এডুকেশন সম্পাদক এই কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমরাও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার উপকারিতা স্বীকার করি। কিন্তু জমিদার ভিন্ন অপরাপর শ্রেণীরও অভিমতি ব্যক্ত করিবার জন্য একটী পৃথক্ সভার সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়া থাকি। ক্ষুদ্র জীব হইতে বৃহৎ বৃক্ষের উদ্ভব হইয়া থাকে; অতএব ইণ্ডিয়ান লীগের প্রারম্ভ যেরূপই হউক না কেন, ভরসা করি সময়ে কৃতবিদ্যদল ইহাকে প্রকৃত রূপেই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর মুখ স্বরূপ করিয়া লইতে পারিবেন।" ইংলিশম্যানও সেই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক, কালে এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইতে বৃহৎ বৃক্ষের উৎপত্তি হউক বা না হউক, সাত শত আট শত বাঙ্গালী একত্র হইয়াছিলেন, ও তাহার সঙ্গে বাঙ্গালীর শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া কতকগুলি সাহেব যোগ দিয়াছিলেন, একথা শুনিয়াই আহ্লাদিত হইয়াছি, ফলে কিছু হউক, আর নাই হউক। রাজনীতি আর কিছু শিখুক বা না শিখুক, এই রূপে অভাগা বাঙ্গালি যদি কেবল এক মনে একত্র হইতে শিক্ষা করে, তাহাই আমাদের পরম লাভ। বাঙ্গালি খোশ-গল্প ও বৈঠকের আমোদ অনেক দিন ভোগ করিয়াছে, এখন দিন কতক যদি আন্দোলনের আনন্দ উপভোগ করিতে চায়,—দোহাই ধর্ম্মের—তোমরা প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না।

বিগত অধিবেশনে ইণ্ডিয়ান লীগ্ কলিকাতার মর্ম্ম কথার আন্দোলন করিয়াছেন; প্রধান রোগের ঔষধ ব্যবস্থার কল্পনা করিয়াছেন। কলিকাতা রাজধানী; যতদিন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির উন্নতি না হয়, ততদিন মফস্বলে কোন মিউনিসিপালিটির বিশেষ উন্নতির চেষ্টা করা বৃথা। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি কিরূপ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, তাহা বোধহয় এখন আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মিউনিসিপালিটির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট পদে একজন উপযুক্ত ব্যক্তির নির্ব্বাচন লইয়া কি গণ্ডগোলই বাধিয়াছে। রবর্ট সাহেব নিজ স্পষ্টবাদিত্ব ও সত্যপ্রিয়তা গুণে অধিকাংশ কলিকাতাবাসীর প্রিয়পাত্র; অনেকেরই ইচ্ছা যে, তিনি ঐপদলাভ করেন কিন্তু তাঁহার সেই স্পষ্টবাদিত্ব জন্যই তিনি আবার সভাপতি হগ সাহেবের বিষ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন। হগ সাহেব ও তাঁহার লাঙ্গুলবাহীগণের 'জিদ্', যাহাতে রবর্ট সাহেব ঐপদ না পান। সুতরাং দুই দলে মহা সংগ্রাম চলিতেছে। সভাপতিই যে সভার সর্ব্বে সর্ব্বা একথা সকলেই বুঝিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, যে, মিউনিসিপালিটির কিছু মাত্র স্বাধীনতা নাই। নাই থাক্, তাহাতেও বাঙ্গালি বা কলিকাতাবাসী বড় কাতর নহে। যদি জলের টেক্স, আলোর টেক্স, পথের টে বাজারের টেক্স, ঘরের টেক্স, প্রভৃতি টেক্স না লাগিত, ত বোধ হয় কে স্বাধীনতা লইয়া এত গণ্ডগো

না। পীড়নে কলিকাতাবাসীরা জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে। এখন অনেকে কমিশ্যন্ মনোনীত করিতে চান। ইণ্ডিয়ান্ লীগ্ এই মর্ম্মে কথার আন্দোলন করিয়াছেন। এ বিষয়ে আবেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আর কলিকাতা যাহাতে মিউনিসিপাল আইনের আমূল পরিবর্ত্তন ও শোধন হয় এরূপ চেষ্টা করিতে কৃত সংকল্প হইবেন। অভিনব ইণ্ডিয়ান লিগের এইরূপ উৎসাহ, উদ্যোগ ও সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্তি, দেখিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি আমরা নিয়ত প্রার্থনা করি। তবে ইণ্ডিয়ান লীগের কর্ম্মচারী ও কমিটি নিয়োগ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, বারান্তরে আমরা সেই কথা আলোচনা করিব।

✓ রেলওয়ে শকটে গমনাগমন দেশীয়গের পক্ষে যে অতীব কষ্টকর, তাহা আর জানিতে কাহারও বাকি নাই। একেত আমরা ঢিমে তেতালা পাইলে আর কখনই কওয়ালিতে সঙ্গত করিতে প্রবৃত্ত হই না, তাহার উপর রেলওয়ের সঙ্গীত চৌদূন্ চৌতালের উপর কবির চীতেনের চীৎকার। বেগ দেখিলে হাঁফ ছাড়িতে ভয় করে; এদিকে আবার বিকট চট্‌চটা শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়। রেলওয়ে সহজেই আমাদের স্বভাবের বিপরীত; তাহার উপর কোম্পানির কুনিয়মে ও কর্ম্মচারীগণের কুব্যবহারে রেলপথে গমন ভারতবাসীর পক্ষে অতীব কষ্টকরই হইয়াছে। লর্ড মেয়ো একবার রেলওয়ের এই সকল রীতি নীতির সংস্কারে মনোযোগী হয়েন। এবং পূর্ব্বাপেক্ষা আরোহীগণের অনেক সুবিধাও করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি এখনও যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা ভারতবাসী ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন জাতি যে নীরবে সহ্য করিতে পারে এমন বোধ হয় না। [illegible]শেষ গত বৎসর রেলওয়ে কোম্পানি বাবু [illegible]কমল মিত্রের সহিত গাড়ীর বন্দোবস্তের [illegible]াল করিয়া মনোবাদে তাঁহার মিত্রালয় [illegible]ইয়া দিয়াছেন; যাত্রীগণের কষ্টের একশেষ হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক আরোহীগণের কষ্ট নিবারণ জন্য প্রবুদ্ধ হইয়াছেন; আমরা ভারতবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর ইণ্ডিয়া গেজেটে এবিষয়ের সমালোচন করিয়াছেন। অনেক গুলি কষ্টের কথা লিখিত হইয়াছে। সাধারণত প্রায়ই গাড়ীতে লোকের সংস্থান হয় না, বিশেষতঃ পর্ব্বাহের বা মেলার সময় লোক উঠিতে পারে না; ইহার উপর দেশীয় আরোহীগণের প্রতি অসদ্ব্যবহার আছে; পোলিশের অত্যাচার আছে, ষ্টেশনের বারেন্দায় আসিতে অনর্থক নিষেধ করা আছে; আর স্নানের কষ্ট, জলপানের কষ্ট, আহারের কষ্ট, শৌচ সাধনের কষ্ট—এ সকল নিবারণের কোন চেষ্টাই নাই। এদিকে সঙ্গে যে চাল চিড়া লইবে, গায়ে দিবার লেপ তোষক লইবে, পান ভোজনের সুবিধা জন্য যে ঘটি বাটি লইবে, তাহারও সুবিধা নাই, লগেজের বা আরোহীর নিকটস্থ দ্রব্য জাতের ভাড়ার নিয়ম অতি কঠোর। এদিকে আবার দেশীয় দরিদ্রগণের প্রতি রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণের এমনই অনাস্থা ও অনাদর যে, যেখানে গাড়ী বিশ মিনিট থামিবে সেখানে দশ মিনিট পরে নিম্নতম শ্রেণীর গাড়ী খুলিয়া দিবে; গরিব গোবেচারাগণ স্বভাবের নিত্য নিয়ম পালনেরও সময় পায় না। আর গৃহস্থ লোকের পক্ষে পরিবার লইয়া রেলপথে যাতায়াত যে কি কষ্টকর, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। লজ্জা রক্ষা হয় না, ইজ্জৎ রক্ষা হয় না, কুলবতীর কুলমান রক্ষা হয় না। ভারতবাসী নিতান্ত নিরুপায়, তাহাতেই অর্থব্যয় করিয়া এই সকল কষ্ট সহ্য করিতেছে। যদি লর্ড নর্থব্রুক এই সমস্তের প্রতিবিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন হইবে।

সংবাদ।

ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হস্পিটালের স্ত্রী বিভাগের আয়তন বৃদ্ধি জন্য ভূমি ক্রয় করণার্থ জমীদার রায় কালী নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর মহাশয় ২০০০০ টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন; এজন্য লেভটেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে যোড়হাতে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

লর্ড মেয়োর প্রতিমূর্ত্তি ইংলণ্ডে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রাফিক নামক পত্রিকায় ইহার একটী চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। লর্ড মেয়ো অশ্বোপরি বসিয়া আছেন। গ্রাফিক বলেন যে কেহ লর্ড মেয়োকে দেখিয়াছেন সকলেই স্বীকার করেন যে প্রতিমূর্ত্তিটি অবিকল[illegible]ন। যদি চিত্র ঠিক হইয়া থাকে তবে আমরা ব[illegible] লর্ড মেয়োর মুখের সহিত প্রতিমূর্ত্তির মুখের কো[illegible] নাই। বরং সর্ব্বাংশে বিকৃত করা হইয়াছে।[illegible] লেখা না পড়িলে আমাদের মধ্যে বোধ হয় কেহই [illegible] মেয়োর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিতে পারেন না।

উপরোক্ত পত্রিকা বলেন "সূর্য্যে যে কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষাকৃত বড় বড় কলঙ্ক বিন্দু দর্শন করা যায়, [illegible] হইতে একজন জ্যোতির্ব্বিদ দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "উহা, সজীব,—কোন কোন স্থানে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতেছে; কোথাও রেলওয়ে শকট, কোথাও বাষ্পীয় কল ও বাষ্পীয় জলযান সমূহ, কখন বাণিজ্যের জন্য কখনও বা যুদ্ধের নিমিত্ত, প্রস্তুত রহিয়াছে ও ধূম নির্গত করিতেছে। আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে বিন্দু গুলি দেখা যায় তাহা পাল্কি গাড়ি, ফেটিং ও বগির ছাদ মাত্র, অথবা যাহারা পদব্রজে গমন করিতেছে তাহাদিগের মস্তকের উপর ছাতা মাত্র। দেখিলে বোধ হয় সমস্ত যেন উপর হইতে নিম্নের দিকে ঝুলিতেছে"। আমরাও উপরোক্ত বর্ণনার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, কেননা বাঙ্গালায় ফরাসডাঙ্গা, আর ভারতবর্ষে লক্ষৌ।

মিস্ মেরী কার্পেণ্টার বোম্বায়ে আসিয়াছেন। তথা হইতে করাচি যাত্রা করিবেন। করাচিও হাইদ্রাবাদে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নবেম্বর মাসে পুনরায় বোম্বাই প্রত্যাগমন করিবেন। সেখানে শ্রম সম্বন্ধীয় আইন ও প্রজাদিগের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া মান্দ্রাজ যাত্রা করিবেন। তথা হইতে দক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থানে, কোথাও বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় কি না পরীক্ষা করিয়া ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আগমন করিবেন।

চীনের সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। মারগারী সাহেবের হত্যার ক্ষতিপূ[illegible]রূপ চীনেরা ১৮৭৫০ মণ রৌপ্য ইংলণ্ডকে দিবেন [illegible] আমাদের মহারাণীকে দোষ স্বীকার করিয়া এ[illegible] পত্র লিখিবেন। একজন সম্ভ্রান্ত চীন কর্ম্মচারী এই পত্রের বাহক হইবেন।

মান্দ্রাজ মেইল নামক পত্রিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার বেলা ৪৷৹ টার সময় তিন জন গোলন্দাজ সৈন্য সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া মাইলাপুর নামক স্থানে এক রজকের বাটীতে উপস্থিত হয়। রজক তখন বাটীতে ছিল না। তাহারা রজকের স্ত্রী ও কন্যার উপর আক্রমণ করে। কাপড় দিয়া তাহাদের মুখ চাপিয়া ধরায় তাহারা চীৎকার করিতে পারে নাই। ভাগ্য ক্রমে একটী ছোট বালক বাটী হইতে চীৎকার করিয়া উঠায় পল্লীস্থ লোকেরা আসিয়া পড়িল। রজকও সেই সময় আসিয়া অত্যাচার নিবারণ করিতে যাওয়ায় রুল দ্বারা একজন সৈনিক তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত করিল। রজককে সেই অবস্থায় হাসপেতার চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হয়। তথা তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। রজকের হাড় জুড়াইয়াছে। জীবিত থাকিয়া কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রী ও কন্যার উপর এরূপ অত্যাচার চিন্তা করিতে [illegible] এক্ষণে দেখা যাউক সৈনিক দিগের উপর কি [illegible]য় হয়।

[illegible]গার সহিত বাণিজ্য খোলা হইয়াছে। একটী নূতন কোম্পানি হইয়াছে। প্রথম রসেল সাহেব যখন কাসগার প্রদেশের সহিত বাণিজ্যের প্রস্তাব করেন সকলে বলেন যে, তাঁহার পণ্যদ্রব্য কাসগার পর্য্যন্ত কখন পৌঁছিবে না। কিন্তু রসেল সাহেব আপন দ্রব্যাদি লইয়া নির্ব্বিঘ্নে য়ারকন্দে আসিয়াছিলেন। আমির প্রথমতঃ তাঁহার কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করেন। দেশের সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রা তাহার হস্তগত থাকায় রসেল সাহেব দ্রব্যের বিনিময় করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে আর আমীর অধিক প্রতিবন্ধকতা না করিয়া বাণিজ্য করিতে দিয়াছেন। রসেল সাহেব দ্রব্যাদি ডাল্‌গেস সাহেবের নিকট রাখিয়া ভারতবর্ষে অন্যান্য বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আসিয়াছেন। কোম্পানির মূল ধন ২,০০,০০০ টাকা, ক্রমে ১২,০০,০০০ করিবার জন্য ১০০ টাকা করিয়া সেয়ার করা হইয়াছে। মধ্য আসিয়ার বাণিজ্যে প্রথম সকলের সাহস হইতে পারে এজন্য অল্প টাকার সেয়ার করা হইয়াছে। ১০০ টাকার সেয়ার কিনিতে অনেকের সাহস হইতে পারে।

সংবাদ আসিয়াছে যে যুবরাজ এথেন্স নগরী হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তথা তাঁহাকে অতীব সম্মানের সহিত গ্রহণ করা হয়। এথেন্স হইতে এডেন নগরে আসিবার কথা আছে।

সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স্ মহীসূর দেশে হস্তীর রথে চড়িয়া ভ্রমণ করিবেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি নিয়ম করিয়াছেন যে, ১ লা নবেম্বর হইতে সকল শ্রেণীর আরোহীগণ মাইল প্রতি মণকরা দেড় পয়সা মাশুল দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে পারিবেন। আর প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীরা যেমন কিছু কিছু ওজনের মাল বিনা মাশুলে লইয়া যাইতে পারেন, সেইরূপ ইণ্টারমিডিএট এবং তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীগণ বিনা মাশুলে ১৫ সের ওজন পর্য্যন্ত মাল লইয়া যাইতে পারিবেন।

মিস মেরি কার্পেণ্টার, পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিবেন।

একটী হিন্দু স্ত্রীলোককে এক পাষণ্ড মুসলমান পথিমধ্যে অপমানিত করে, কলিকাতা পুলিসের মাজিষ্ট্রেট তাহার এক সপ্তাহ মাত্র মেয়াদ দিয়াছেন। হিন্দুপেট্রিয়ট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন [illegible] অপরাধে কর্ণেল বেকার

৫ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড দিয়া এক বৎসরের জন্য কারাবাস ভোগ করিতেছেন, সেই অপরাধে কলিকাতার অপরাধীর ৭ দিন মাত্র মেয়াদ হইল কেন? বিলাতি বিবি ও হিন্দু স্ত্রীলোকের সতীত্বেও কি ইতর বিশেষ আছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার লর্ড ইউলিক ব্রাউন বারাসত পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র রেলওয়ে স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। যশোর এবং কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের শা নির্ম্মাণ জন্যও তিনি অনুরোধ করিয়াছেন।

অনরেবল ডেবিড কাউই সাহেব গবর্ণর সভায় পুনর্নিয়োজিত হইয়াছেন।

রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের সভ্যপদে মনোনীত হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ১৩ টী দেশীয় রাজা কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের অতিথি হইবেন;—কাশ্মীরের মহারাজা, মহারাজা হোলকার, মহারাজা সিন্ধিয়া, জয়পুরের মহারাজা, ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজা, যোধপুরের মহারাজা, কচ্ছের রাও, ভূপালের বেগম, স্যার সালার জঙ্গ, রেওয়ার মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা, রামপুরের এবং ঝিন্দের রাজা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বি, এ, এবং বি, এল, পরীক্ষার সময় পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত পরীক্ষা ২৭ এ ডিসেম্বর সোমবার না হইয়া ১৮৭৬ অব্দের ৫ ই জানুয়ারি বুধবার গৃহীত হইবে। এই পরিবর্ত্তনটী এই বৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। কারণ উক্ত সময় আমাদিগের যুবরাজ কলিকাতায় আমোদ সম্ভোগ করিবেন এবং তৎকালে সমুদায় কার্য্যালয় প্রভৃতির অবকাশ থাকিবে।

হুগলীর একটীং মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর মেঃ এ, উই এম, এ, রাজসাহীর এং মাঃ কঃ হইলেন।

সার উইলিয়ম জেম্‌স্ হর্শেল বারোনেট হুগলির একটীং মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হইলেন।

পুলিসের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু গদাধর খাঁ কিছুদিনের জন্য মুরসিদাবাদের ডিঃ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

নূতন গুহকুমার প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্‌কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বোম্বাই গমন করিবেন, দুই হাজার লোক ইহাঁর সমভিব্যাহারে গমন করিতেছে।

বোম্বাই হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, তত্রত্য অন্যতম প্রধান অধিবাসী সর মঙ্গলদাস নথুভয় প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্‌কে দেশীয় বিবাহ কার্য্য দর্শনার্থ বিবাহ স্থলে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রধান লোকেরা এই রূপ নিমন্ত্রণ করেন, ইহা আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা।

আমরা অবগত হইলাম পিনাঙ্ দ্বীপে চার চাস আরম্ভ হইয়াছে। দায়মালী আসামীরা চার ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া চা উৎপন্ন করিতেছে।

হুগলিজেলার কোননগর প্রভৃতি স্থানে এবং পশ্চিম ভাগে অনেক গ্রাম জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপ হইয়াছে।

অবগত হওয়া গেল কাশ্মীরের মহারাজ তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া জম্মুনগরে একটি মনোহর রাজ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। প্রিন্স অব ওয়েলসের অভ্যর্থনার্থ এই ইন্দ্রভবন নির্ম্মিত হইতেছে। তিনি আতসবাজিতে লক্ষাধিক নাকি ব্যয় করিবেন।

হওয়া গেল, সার রিচার্ড টেম্পল দিল্লিগলের চাসের তত্ত্বাবধায়ক কাপ্তেন ক্যাম্বেলকে আম দেশে তামাকের আবাদ বিষয়েপরামর্শ জিজ্ঞাসা করির নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন। সর রিচার্ড যথার্থই ঙ্গদেশের হিতসাধনার্থ চেষ্টা দেখাইতেছেন।

সেরাপিস নামক যে জাহাজে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ আগমন করিবেন, নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উহাতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। কাপ্তেন, মান্যবর সি ফ্লিন সাহেব; কম্যাণ্ডার এফ বেডফোর্ড; লেপ্টনাণ্ট জি হটন; এফ, হ্যামেট, প্রভৃতি; ধর্ম্মযাজক রেভরেণ্ড ই, ইয়র্ক এম এ; ডাক্তার এ, ওয়াটসন এম, ডি; পে মাষ্টার টি, ব্র্যাড্‌ব্রজ; প্রধান ইঞ্জিনিয়র জি, সীয়রস্যাল। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক নিম্নস্থ কর্ম্মচারী আসিতেছেন।

৯ই অক্টোবরে যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৫৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে কলিকাতার মৃত্যু অতিশয় কম হইতেছে, পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহে ৩১টী মৃত্যু কম হইয়াছে।

অতঃপর হাইকোর্ট মোকদ্দামা সমূহের রিপোর্ট করিবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। কলিকাতা হাইকোর্টের মোকর্দ্দামা সকল রিপোর্ট করিবার জন্য গুডিভ, গ্রেগরী, রেলী, ও আমীর আলি এই কয় জন বারিষ্টর রিপোর্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সিমলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে সর হেনরী নর্ম্মান কাউন্সিলের সভাপতির কার্য্য করিবেন।

আমরা অবগত হইলাম, মান্দ্রাজের ভাবী গবর্ণর ডিউক অব বকিংহাম ১৬ ই অক্টোবর তারিখে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। শুনা গেল শরীর অসুস্থ বলিয়া ইনি বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস কাল নীলগিরিতে ব করিবেন।

বাঙ্গালা গবর্ণ আফিস আগামী ৫ই নবেম্বর তারিখে কলিকাত বার নিমিত্ত দার্জ্জিলিঙ্ পরিত্যাগ করিবে।

রাণী শরৎ সুন্দরী রাজসাহী কালেজের নিমিত্ত মাসিক দুই শত টাকা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। বোধ হয় তিনি মাসিক দুই শত টাকা উঠিবার জন্য টাকা জমা দিবেন। গবর্ণমেণ্টও কালেজের সাহায্যার্থ বার্ষিক ৮৫০৲ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শুনিলাম যে রাজসাহী এডুকেশন কমিটি গবর্ণমেণ্ট দান গ্রহণ করিবেন কি না, তাহার স্থির করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য ব্যতীত যদি রাজসাহীবাসীগণ কালেজ

সংস্থাপন করিতে সক্ষম হয়েন, তাঁহাতে তাহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এতদিনের পর চীনরাজ্যের সহিত গোলমাল মিটিল। এক্ষণে এই সন্ধি হইল যে চীনের গবর্ণমেণ্ট মারগারির হত্যাকারীদিগকে সাজা দিবেন এবং চীন ব্রহ্মরাজ্যে কুশলে বাণিজ্য ব্যবসা করিতে পারিবে।

গয়া হইতে বাঁকিপুর পর্য্যন্ত যে রেলের গাড়ি হইবার কথা হইয়াছিল তাহা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট মত করিলেন না। এই রেল হইলে গয়া যাত্রিদিগের অত্যন্ত সুবিধা হইত এবং রেলওয়ে কোম্পানিরও লোকসান হইত না।

রেওসাহেব নারায়ণ ডানডেকরকে বেরার শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর করা হইয়াছে। আমরা ইহার নিমিত্ত লর্ড নর্থব্রুককে শত শত ধন্যবাদ দি।

লর্ড নেপিয়ার সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া আগামী বসন্তকালে বিলাত গমন করিবেন সার ফ্রেড্রিক হেন্স সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন।

ভারতসংস্কারক হইতে উদ্ধৃত।

মজিলপুর উৎপীড়ন মোকদ্দামায় বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এইরূপ রায় প্রকাশ করিয়াছেন;—

গত ৫ই ও ১২ই ভাদ্রের "ভারত সংস্কারকে" মজিলপুরের জমীদার শ্রীনাথ দত্ত কর্ত্তৃক পীতাম্বর দত্ত নামক এক ব্যক্তির প্রতি পীড়ন করা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পুলিস ইন্‌স্পেক্টার বাবু হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে এই বিষয়ের তদন্ত জন্য হুকুম দেওয়া হয়। তিনি এই মোকদ্দামার অনুসন্ধানের ভার জয়নগরের সব্ ইন্‌স্পেক্টর চাঁদ চৌধুরীর উপর অর্পণ করেন এবং তদনুসারে তদন্ত করিয়া পুলিস সব্ ইন্‌স্পেক্টর (এ) ফারমে রিপোর্ট পাঠান। বাদী পীতাম্বর এবং তাঁহার সাক্ষীগণের (বাদীর পুত্র নিবারণ ছোকরা, এই আদালতের মোক্তার রামতারণ সরকার, তারাধন চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, কালীনাথ দত্ত, হেমনাথ দত্ত, সব্ ইন্‌স্পেক্টার চাঁদ চৌধুরী) জবানবন্দীতে সন্তোষ জনক রূপ প্রমাণ হইয়াছে যে প্রধান আসামী শ্রীনাথ দত্তের কাছারি হইতে কিছু চুরি যায় এবং বাদীকে চোর সন্দেহ করিয়া উপরি উক্ত কাছারিতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া গদির উপর পার চিহ্ন তুলনা করিয়া তাহাকে জুতাদ্বারা প্রহার ও রসি দ্বারা দুই হস্ত বন্ধন, তাহার শরীরে জল বিছুটী প্রদান, ও কয়েদ রাখা হয় এবং অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার মানসে তাহাকে কবুল করাইবার জন্য (কয়েদ করিয়া) প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৯৷৷০ টা পর্য্যন্ত রাখা হয়। তৎপরে আসামী বিরাজের পিতা দত্ত পরিবারদিগের প্রধান ব্যক্তি গোপালদাস দত্ত তাহাকে খালাস দেন। খোলসা হইবার অব্যবহিত পরেই বাদী পীতাম্বর একেবারে আসিয়াই সাক্ষী কালীনাথ দত্ত, হেমনাথ দত্ত এবং অন্যান্য সাক্ষীদিগের নিকট তাঁহার দুঃখ বিবরণ ব্যক্ত করে এবং সাক্ষী কালীনাথ দত্তের নিকটে যে যে আসামী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিল তাহাদের নাম ব্যক্ত করে। আরও তাহার গায়ের দাগ উপরোক্ত সাক্ষীকে দেখায়। বাদী, আসামী শ্রীনাথ দত্ত এবং অন্যান্য আসামীদিগের সম্বন্ধে একজন গরিব জাতি। আসামীগণ ধনী এবং ক্ষমতাপন্ন জমীদার;—তাহাদের বিপক্ষে কোন প্রকার অভিযোগ করিতে বাদী অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। যে পর্য্যন্ত পুলিস বাদীকে আহ্বান না করিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত বাদী নিশ্চেষ্ট ছিল। যখন ইং ১৮৭৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বাদী আমার নিকট ঘটনার ১৭ দিন পরে হাজির হয়, তখন আমি তাহার উভয় হস্তের ভয়ানক দাগ দেখিয়াছিলাম। এই মোকদ্দামায় যে সকল সাক্ষীর আমার সমক্ষে জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল, আমি বিশ্বাস করি তাহারা বিশ্বস্ত ব্যক্তি। বাদীর পুত্র সাক্ষী নিবারণ ছোকরা ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক; বালক; তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইতেছে যে এ পর্য্যন্ত মিথ্যা কথা কহিতে শিক্ষা করে নাই। সাক্ষী রামতারণ সরকার এই আদালতের একজন মান্য মোক্তার এবং সত্যবাদী ব্যক্তি; এ জন্য মিথ্যা কথা কহিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। সাক্ষী কালীনাথ দত্ত একজন গণনীয় ব্যক্তি ও অনুরাগী ব্রাহ্ম। তাঁহার উক্তির সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ লক্ষিত হইতেছে না। অন্যান্য সাক্ষীদিগের জবানবন্দী অকাট্য। সাক্ষী কালীনাথ দত্ত ভারত সংস্কারকের একজন লেখক; যদি তিনি এই বিষয় "ভারত সংস্কারকে" লিখিতে সাহসী না হইতেন এবং দরিদ্র পীতাম্বরকে আশ্রয় না দিতেন তাহা হইলে এই বিষয় অন্ধকার গর্ভে নিহিত হইয়া থাকিত।

আসামী শ্রীনাথ, বিরাজ, ভূপেন্দ্র মজিলপুরের জানিত ক্ষমতাপন্ন জমীদার এবং আসামী হারাণচন্দ্র মিত্র ঐ পরিবারদিগের জামাতা। সকল সাক্ষী যে তাহাদের বিপক্ষে কোন কথা বলিতে সাহসী হইবেক, ইহা সহজ ব্যাপার নহে। যে সকল সাক্ষী তাহাদের (আসামীদের) সপক্ষে বলিয়াছে, তাহারা নিকট সম্পর্কীয় এবং বাধ্য ব্যক্তি। সাক্ষী সব্ ইন্‌স্পেক্টর চাঁদ চৌধুরীর সাক্ষ্যে এরূপ প্রকাশ যে যে সকল সাক্ষী এই ঘটনা দেখিয়াছে, আসামীরা স্বকীয় প্রভাবে তাহাদিগের অনেককে বশীভূত করিয়াছে। যাহা হউক, প্রমাণ দ্বারা এই মোকদ্দমায় আসামীগণ নিঃসন্দেহরূপে দণ্ড পাইবার উপযুক্ত।

মূল আসামীদিগের হুকুমানুসারে আসামী নামদার এবং অন্য এক ব্যক্তি দড়ি দ্বারা বাদীকে বন্ধন করিয়াছিল। আসামী অম্বিকা চাকর জল এবং বিছুটি প্রদান করিয়াছিল ইহা প্রকাশ পাইতেছে। এই মোকদ্দামার নথি দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে আসামী শ্রীনাথ দত্তের কাছারিতে চুরী যাইবার বিষয় জীবনকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তি পুলিসে সংবাদ দেওয়ায় জয়নগরের সব্ ইনস্পেক্টরের অনুমতিক্রমে হেড কনষ্টেবল রেসালদ্দিন এবং হাফেজউদ্দিন ও হাতেম কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া উক্ত,

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বাদীকে হাত বাঁধা ও এক গৃহে কয়েদাবস্থায় থাকা দেখিয়াছিল। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই বিষয়টি উহারা একেবারেই গোপন করিয়াছিল এজন্য উহাদের মোকদ্দমা স্বতন্ত্ররূপে, বিচার হইতেছে।

সকল আসামী নির্দোষী বলিল। এই মোকদ্দমার উপর সাক্ষীগণের জবানবন্দীতে উত্তমরূপে প্রমাণ হইয়া এরূপ চার্জ্জ আসিল যে আসামী শ্রীনাথ, বিরাজ, ভূপেন্দ্র, হারাণ, নামদার খাঁ ও অম্বিকা চাকরকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৩০, ৩৪৭, ৩৪২, ও ৩৫৩ ধারানুসারে তাহাদের বিচার জন্য দায়রা সোপরদ্দ করা গেল।

২৩শে সেপ্টেম্বর } (স্বাক্ষর) শ্রীমহিমচন্দ্র পাল
১৮৭৫। } ডেঃ মাজিষ্ট্রেট।

খাসিয়া পাহাড়।

(সিলং হইতে)

এখন সিলংয়ের আর সে কাল নাই; সিলং দিন দিন নূতন নূতন রূপ ধারণ করিতেছে। প্রবালমালিকার ন্যায় অসংখ্য অসংখ্য সু-প্রশস্ত বর্ত্ম সকল, সিলং হৃদয়ে শোভা পাইতেছে। সিলং ক্রমে 'সহর' হইয়া উঠিল।

সিলংয়ের প্রাকৃতিক শোভা অতি চমৎকার! এমন কি ইহাকে প্রকৃতি দেবীর আবাসস্থান বলিলেও বলা যায়। ইহার তিন পার্শ্বে সাগরোর্ম্মির ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গ সমূহ নিরন্তর হাসিতেছে! সম্মুখে গগনভেদী এক অত্যুচ্চ শৃঙ্গরাজ আকাশভেদ করিয়া ঊর্দ্ধ-শিরে চন্দ্র সূর্য্যের গতি-রোধ করিতেছে। এদেশীয়েরা এই শৃঙ্গকে 'ইহু' কহে। 'ইহুর' স্কন্ধদেশ হইতে যজ্ঞ-সূত্রাকারে একটী অপূর্ব্ব নির্ঝর নির্গত হইতেছে, ইহাকে 'নর্থব্রুক ফল' বলে। যখন মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুক্ এস্থানে আগমন করেন, তখন তাঁহার সম্মানার্থ উল্লিখিত অভিধান প্রদত্ত হইয়াছিল। এই নির্ঝরের শোভা অতি চমৎকার। ঊর্দ্ধ হইতে দুগ্ধ-ফেন-সন্নিভ-শুভ্র আকারে প্রভূত জলরাশী নির্গত হইয়া 'ইহুর' কক্ষদেশে পতিত হইতেছে। এবং এই স্থানে একটী অতি অপূর্ব্ব সুগভীর ক্ষুদ্র সরোবর সৃজন করিয়া, স্বভাব-নির্ম্মিত অসংখ্য অল্প প্রশস্ত সোপানাবলী অবলম্বন করতঃ মুক্তা কলাপের ন্যায় সহস্র ধারে শৃঙ্গরাজের পাদমূলে নিপতিত হইতেছে। ঐ সকল সোপান সমূহ দেখিতে অতি মনোহর। যেন কোন সু-চতুর শিল্পকর বিশেষ সাবধানের সহিত এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহা দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের অর্দ্ধ গোলাকার সোপানের ন্যায়; নিম্নদেশ হইতে ক্রমে অল্প অল্প সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক এসকল দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

এখানে আরও একটী অপূর্ব্ব ঝরণা আছে, সেটী ইহা অপেক্ষাও মনোহর। তাহাকে 'বিডেন্স ফল' কহে। প্রায় সহস্রাধিক হস্ত ঊর্দ্ধ হইতে ইহার জলরাশী নির্গত হইয়া, ভয়ঙ্কর রবে পাতালে পতিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত 'বিসপ্স ফল' নামক আরও দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর আছে, সেগুলিও দেখিতে মন্দ নহে।

সিলংয়ে অন্য আরও একটী দর্শনীয় স্থান আছে, ইহাকে 'সিলং পীক' বলে এখানে বৃহৎ বৃহৎ স্বভাবজাত সাতটী 'ওক্' বৃক্ষ আছে।

উল্লিখিত 'দুই' পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে 'নংক্রম্' নামক স্থানে খাসিয়া রাজবাটী। খাসিয়াদিগের অনেক রাজা আছে, কিন্তু ইনিই প্রধান। দিন কয়েক হইল আমরা কতকগুলি বন্ধু একত্রিত হইয়া, উক্ত রাজবাটী দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। বেলা দুই ঘটিকার সময় উঠিতে আরম্ভ করিয়া সাড়ে চারিটার সময় রাজ বাটীতে উপস্থিত হইলাম। আমাদের দূর হইতে দেখিতে পাইয়া মহারাজ তাঁহার এক সর্দ্দারকে আমাদের অগ্রসরণ করিতে পাঠাইয়া দেন। রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাটীটি মন্দ নহে, ইংরাজদিগের 'বাঙ্গালার' ন্যায়। ইহার সম্মুখে প্রাঙ্গন মধ্যে রাজা এক সামান্য আসনে (চেটাই) উপবিষ্ট; তাঁহার বয়স আন্দাজ ২৬। ২৬ বৎসর হইবে। উহাঁর কিঞ্চিৎ দূরে ঐ প্রকার অপর এক আসনে মন্ত্রি আসীন। ইনিও রাজার সমান বয়স্ক। চতুর্দ্দিকে প্রায় শতাধিক প্রজা মণ্ডলাকারে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আমরা এখানে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা ও মন্ত্রী উঠিয়া অভ্যর্থনা সহকারে আমাদিগকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। আমরা বসিবামাত্র, খাসিয়া জাতির প্রথানুসারে কতকগুলি পান ও কাঁচা সুপারী আমাদিগকে দেওয়া হইল, আমরা বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলাম। পরে অর্দ্ধঘণ্টা যাবৎ মন্ত্রীর সহিত নানা কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম মন্ত্রিবর অতিশয় বিচক্ষণ। ইহার বাঙ্গালা, হিন্দি, ইংরাজী প্রভৃতি অনেক ভাষা জানা আছে, এবং অবলীলা ক্রমে আমাদিগের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন। আমাদের আগমন কারণ মহারাজকে জাতীয় ভাষায় অবগত করাইয়া, তাঁহার প্রত্যুত্তর গুলি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। পরে বেলা অবসান দেখিয়া আমরা বিদায় চাওয়াতে, রাজার আজ্ঞামত দুইগাছি ইক্ষুদণ্ড ও কতকগুলি রম্ভা আনিয়া আমাদিগের নিমিত্ত সম্মুখে রাখা হইল; এবং ১০টি টাকা উপঢৌকন স্বরূপ গ্রহণ করিতে মহারাজ আমাদিগকে অ[illegible] ক[illegible]লেন। কিন্তু আমরা ঐ সকল লইতে কোন মতে [illegible] না করায়, মন্ত্রিদ্বারা রাজা বিশেষ দুঃখ প্রকা[illegible] ইহাতে অগত্যা আমরা তাঁহার সম্মান [illegible] ইক্ষু দুইগাছি লইয়া বিদায় হইলাম। অসভ্য খাসিয়া জাতির মধ্যে এতদূর সভ্যতা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

গত ১১ই অক্টোবর তারিখে অত্রস্থ ইংরাজ সম্প্রদায়ের উদ্যোগ ও অর্থ ব্যয়ে এখানকার দেশীয় সৈন্যগণের ব্যায়াম প্রদর্শন হইয়া গিয়াছে। রঙ্গস্থলে প্রায়

সহস্রাধিক দর্শক উপস্থিত ছিল। এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত চিফ্ কমিসনার সাহেবের আজ্ঞানুসারে এখানকার 'রেজিমেণ্টাল ব্যাণ্ড' তথা উপস্থিত থাকিয়া সকলের মন মোহিত করিতে ত্রুটি করে নাই। রঙ্গস্থলে এই কয়েকটী প্রদর্শিত হইয়াছিল, দৌড়, উল্লম্ফন, কুর্দ্দন, মুদ্গর-ব্যায়াম, তলবার ক্রীড়া, কুস্তি ও প্রস্তর প্রক্ষেপ ইত্যাদি। পশ্চিম প্রদেশীয় সিপাহিরা সকল বিষয়েই অন্য অন্য মল্ল অপেক্ষা প্রধান হইয়া ১০ হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালকগণের এক বার দৌড় হয়, ইহাতে ৩ টী হিন্দুস্থানী বালক প্রত্যেকে ১ হইতে ৩ টাকা পর্য্যন্ত পারিতোষিক লাভ করিয়াছিল। অবশেষে সমস্ত ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে বালকদিগকে পয়সা বিতরণ করিয়া রঙ্গালয় ভঙ্গ করা হয়। ইহার সমস্ত পারিতোষিক ইত্যাদি ধরিতে গেলে সর্ব্বসমেত প্রয় দেড় শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ কার্য্যে অর্থব্যয় করা সার্থক বটে। এই জন্য আমরা অত্রস্থ ইংরাজ রাজপুরুষগণকে অগণ্য ধন্যবাদ দিই। তাঁহারা এইরূপ মঙ্গলজনক কর্য্যে যতই উৎসাহ প্রদান করিবেন, ততই তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, এবং ততই সকলের শ্রদ্ধার ভাজন হইবেন। উপসংহার কালে মান্যবর শ্রীযুক্ত 'কাপ্তেন আলস' ও সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তার 'ওব্রায়েন' মহোদয় দিগকে অগণ্য ধন্যবা[illegible] না দিয়া থাকতে পারিলাম না। ঐ দুই [illegible]হাস্নাই ইহার প্রধান উদ্যোগী। ইহাঁদের পরিশ্রম[illegible]ই আমরা এই নয়ন তৃপ্তিকর বিষয় অবলোকন করিয়া সুখী হইলাম। যদি সকল স্থানেরই ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষেরা এই রূপ মধ্যে মধ্যে ইহাঁদের প্রথানুসরণ করিয়া দেশীয় সৈন্য দিগকে উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধন হয়। এবং সিদ্ধি ও গাঁজার ধূমে বিভোর হইয়া পশ্চিমবাসীগণ ঘোর বিলাসী হইয়া ভুড়ি নামাইয়া আপনাদের শরীর মাটী করিতে পারেন না।

বিগত ১২ই তারিখে শ্রীযুক্ত 'চিপ্ কমিসনার' মহোদয়ের বাটীতে পুষ্প প্রদর্শন মেলা (Flower show) হইয়া গিয়াছে। এই মেলাটি বৎসরে দুইবার হয়। পর্ব্বত-জাত নানাবিধ উত্তম উত্তম অভিনব পুষ্প সমূহ আনীত হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত প্রায় দুই শত প্রকার নূতন কুসুম দৃষ্টিগোচর হইল। উহার মধ্যে শ্রীযুক্ত চিপ কমিসনার সাহেবরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে যত প্রকার কুসুম-ফুলের সমাগম হইত, এবার তাহার অর্দ্ধেকও আসে নাই। যাহা হউক পুষ্পের শ্রেষ্ঠতা অনুসারে অধিকারীদিগকে পাঁচ টাকা করিয়া পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছিল। এখানে এত বাঙ্গালি বাবু থাকিতে কাহারও নিকট হইতে একটী মাত্রও পুষ্প উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গালি জাতি কি সকল বিষয়েই উৎসাহ হীন?

শুনিলাম পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার সিলংয়ে শীতের অংশ অত্যন্ত কম। কেহ কেহ জনতা বৃদ্ধি ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

প্রয়োজন ও বিলাস।

(প্রাপ্ত।)

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য ও শ্রম কার্য্যের আবশ্যক। আমরা যতদূর স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রকৃতি রাজ্য সর্ব্বত্র জটিলতায় সরলতা পূর্ণ। যেটী প্রথমে ভয়ানক দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীত হয়, একবার তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার চতুর্দ্দিক পরিষ্কৃত ও যাহারপর নাই সুদৃশ্য অনুভূত হইয়া থাকে। মানব প্রতিনিয়ত স্বভাবের সেই আদি লক্ষণটি অমান্য করিয়া চলিতেছে। কি অনাবৃত দেহ, শীত বাতাতপের ক্রীড়া-পুত্তলি অর্দ্ধাহারী দরিদ্র সন্তান, কি কিঙ্খাপ পরিহিত ক্ষীর-সর-ভোজী লক্ষীর প্রিয়পুত্র, কি মাতৃ ক্রোড়স্থ রোরুদ্যমান অজ্ঞান শিশু, কি পরিপক্ক বুদ্ধি পলিত কেশ অশীতি বর্ষ বয়স্ক মানব, সকলেই কোন না কোন প্রকারে স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন। তবে তাহাদিগের মধ্যে বৈলক্ষণ্য এই যে, এক পক্ষ আপনাদিগের ইন্দ্রিয় ভোগলালসা পরিতৃপ্তি সাধনার্থ যত্নবান্, অপর পক্ষ যাহা না হইলে চলে না, তাহার অনুসন্ধানেই ব্যস্ত। এস্থলে আবার এরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, যাহাকে তুমি ইন্দ্রিয় ভোগ লালসা পরিতৃপ্তির পদার্থ বলিয়া নির্ণয় কর, আমি তাহাই না হইলে চলে না এমন বস্তু জ্ঞান করি। এ তর্ক বড় সহজে মীমাংসা হয় না। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, স্বভাব স্বল্পেই সন্তুষ্ট, বিলাস লালসা কেহ অদ্যাপি পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। স্বভাব নদী গর্ভ প্রবাহিত স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে, সামান্য ভোজনে স্বভাবের ক্ষুধা শান্তি হয়, বিলাস স্বদেশ বিদেশ জাত পানীয় পান করিয়াও সন্তুষ্ট নহে এবং তাহার ভক্ষ্যেরও সংখ্যা নাই। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, ব্যাধি প্রত্যহ প্রাতঃস্নানকারী হবিষ্যান্নভোজী ব্রাহ্মণের শরীর একবারে পরিত্যাগ করিয়া যাহার স্নানাহারের সময় নাই, তাহারই দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। শরীর মাত্রেই ব্যাধি মন্দির। তবে অপর্য্যাপ্ত ভোগ (Luxury) এবং ভোগাভাব (Privation) এই দুইটি কারণের মধ্যে কোন্‌টি হইতে বেশী রোগোৎপত্তি হইতেছে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কিন্তু সে সন্দেহ থাকাতেও একটি কথা আমরা একটু সাহস করিয়া বলিতে পারি। পৃথিবীতে যত প্রকার ভোগস্পৃহা আছে, তীব্র পানীয় প্রভৃতি পান করিবার স্পৃহাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। এবং ঐ স্পৃহা যে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য, তাহা মনুষ্য স্বাস্থ্য বিষয়ে যত চিন্তা করিবে, ততই তাহার স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

এই সংসারে জ্ঞানীর ন্যায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে সংসারস্থ সমুদায় সামগ্রীর যথার্থ ব্যবহার করা চাই। সেই সকল সামগ্রীর যথার্থ ব্যবহার অর্থ—ভাল সামগ্রীর পরিমিত ব্যবহার এবং মন্দ সামগ্রীর একেবারে পরিত্যাগ করণ। এই খানে আবার কোন্ সামগ্রীকে ভাল বলিব, কোন্ সামগ্রীকে মন্দ বলিব, কোন্ বিষয়ে ভাল বলিব, কোন্ বিষয়ে মন্দ বলিব, ইত্যাদি নানা কথা আসিয়া পড়ে। এই সকল কথার যিনি সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার মতই গ্রাহ্য। অন্যান্য মতের প্রতি ততটা আস্থা বা ভক্তি জন্মায় না।

পুস্তক নির্ব্বাচন।

মাইনর বার্ণাকুলার পরীক্ষায় পাঠ্য পুস্তক লইয়া লেঃ গঃ যে গোলযোগ ঘটাইয়াছিলেন তাহা অতঃপর এক রকম শেষ হইয়াছে। বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই মান কথঞ্চিৎ বজায় রহিয়া গিয়াছে। সর্ রিচার্ড যে সাধারণ মতের এত খাতির রাখিবেন, তাহা আমরা মনে করি নাই।

কমিটি কি নিয়মানুসারে পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। Marshman's Brief Survey, 'Wilson's World বাঙ্গালায় এ দুই কেতাবের নাম অনেকে জানেন না।

ইতিহাস গ্রন্থ ১৫ খানি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহার মধ্যে যাহা হয় একখানা পড়িলেই চলিবে—না—অন্ততঃ তিন বিষয়ের তিনখানা পড়া চাই? রামগতির, বিদ্যাসাগরের ও রাজকৃষ্ণের বাঙ্গালার ইতিহাস এবং কৃষ্ণচন্দ্রের, যদুগোপালের ও তারিণীচরণের ভারতবর্ষই অধিক চলিত; তবে বোধ হয় যাহা ছিল তাহাই রহিয়া গেল।

সামান্য গরিব ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের বালকদিগকে উদ্ভিজ্জ, রসায়ন ইত্যাদি উৎকট বিষয়ের পুস্তক না দিয়া বরং স্বাস্থ্যরক্ষার দুইচারি গথ্ শিখাইয়া দিতে পারিলে ভাল হইত। কাজে লাগিত।

জেলার কমিটির উপর পুস্তক নির্ব্বাচন করিবার ভার হইয়াছে। কমিটি অবশ্যই পাঠশালার পণ্ডিতদিগের এবং ডেঃ ইঃ দিগের মত লইয়া কার্য্য করিবেন।

যাহা ছিল তাই রহিল বলিয়া দিলেই কাজটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত; ফলেও বোধ হয় তাই হইবে—তবে কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম।

———

চন্দননগর পুস্তকাগারের গত বৎসরের কার্য্যবিবরণ। খৃষ্টাব্দ ১৮৭৪। ৭৫—১ লা অক্টোবর হইতে ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত।

এই বৎসরে ৮১ টাকা এককালীন দান পাওয়া গিয়াছে।

আট জন গ্রন্থকার নিজ নিজ কৃত পুস্তকাবলী পুস্তকাগারে দান করিয়াছেন।

১৬ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ৬৮ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত

Bengal Magazine, National Paper, বান্ধব ও দর্শকের সম্পাদক মহাশয়েরা উক্ত পত্রিকাগুলি বিনা মূল্যে নিয়মিতরূপে দান করিয়া থাকেন।

'বঙ্গদর্শন' ও 'সাধারণী' বাবু মতিলাল শেঠ, Home News বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, 'ভ্রমর' বাবু কেদার নাথ পাল পুস্তকাগারে বিনামূল্যে নিয়মিত রূপে দান করিয়া থাকেন।

পুস্তকাগারের ব্যয়ে নিম্নলিখিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা গুলি ক্রয় করা হইয়া থাকে।

দেশীয়— Indian Daily News.
জ্ঞানাঙ্কুর এবং বসন্তক।
বিলাতী—Saturday Review.
Cornhill Magazine.
Macmillan's Magazine.
Every week.

এই বৎসরের মধ্যে ২৪৬ খানি পুস্তক বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসর ও এই বৎসর, দুই বৎসরের মধ্যে পুস্তকাগারে সমুদয়ে ১৭৫১ খানি পুস্তক হইয়াছে।

৪১৪৩ জন পাঠক এই বৎসরের মধ্যে পুস্তকাগারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই বৎসরের আয়।

এককালীন দান	৮১
মাসিক দান	৪৯২৶০
পুস্তক তালিকা (Catalogue) বিক্রয়	২৯।০
গত বৎসরের স্থিত	১৩৵১০
	৬১৫।৵১০

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট, ও চন্দনগর বাসী কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি সকলেরই এক্ষণে পুস্তকাগারের প্রতি বিশেষ যত্ন আছে। মাসিক দান দুই টাকা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত থাকায় কি ধনী কি নির্ধন সকলেই পাঠক শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন এতদ্ব্যতীত অর্থবান্ লোকে এক কালীন ৫০ টাকা দান করিলে চারি আনা শ্রেণী ভুক্ত পাঠকের ন্যায় একখানি করিয়া পুস্তক এক এক বারে পাইতে পারেন। মাসিক দান করুন বা না করুন সকলেই পুস্তকাগারে গিয়া বসিয়া পাঠ করিয়া আসিতে পারেন। পুস্তকাগারে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজি ও ফরাসী পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে।

মফস্বল।

বীরভূম।

(পাঁচতোপী হইতে।)

শারদীয়া পূজারপর জল অভাবে এতদ্দেশে হাহাকার রব উঠিয়া পড়িয়াছে। জলাভাবে আমন ধান্য গুলি মারা গেল। চাষাদের দুঃখের পরিসীমা নাই। নদীতে বাঁধ বাঁধাইয়া নদী তীরস্ত জমি গুলিকে বাঁচাইয়াছে। ডাঙ্গা জমি গুলির ত কথাই নাই। লোকে ৺কালী পূজার পর জল পাইব এই আশায় আছে। এক্ষণে যদি ৫।৭ দিবস জল না হয়, তাহা হইলে বিগত বর্ষের ন্যায় দুর্দ্দশা, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উপর চোরের দৌরাত্ম্য আছে। সেদিবস জিলা বীরভূমের সন্নিকট মুনি গ্রাম নামক পল্লীতে ধান্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম উক্ত মুনিগ্রামের নিকটস্থ ভাঁড়ারা গ্রামের কতক গুলি গোয়ালা একত্র হইয়া এই অহিতকর কাজ আরম্ভ করিয়াছে। মুনিগ্রামের জমিদারগণ এবিষয় থানায় জানাইয়াছেন। পুলিস কি প্রকার তদন্ত করেন বলিয়া উঠিতে পারি না।

আজি কালি পাঁচতোপী গ্রামে জমিদারে জমিদারে মহা হ্যাঙ্গাম উপস্থিত। স্থানে স্থানে মারামার হইতেছে। ইহাতে সাধারণ লোকের রাস্তা দিয়া যাতায়াত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সে তারিখ একজন ভদ্র লোকের একজন পদাতিক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ঘোষ মৌলিক মহাশয়ের পাড়ায় গিয়াছিল। তাহাকে অতিশয় প্রহার করে।

এতদ্দেশে জ্বর বিকারের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। পাঁচতোপী, জজান, টগড়া, সিংহাড়ী, রূহা, বোদপুর, মধুপুর, বিল্বগ্রাম, প্রভৃতি স্থানে জ্বরের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছে। পাঁচতোপীর শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন ঘোষ জমিদার মহাশয় রোগীদিগকে যত্নের সহিত দেখিতেছেন। এবং তাঁহার দাতব্য ঔষধালয় হইতে রোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন।

সমালেচন।

দুখসঙ্গিনী। গীতিকাব্য। গ্রন্থকার নাম প্রকাশ করেন নাই, আমরাও প্রকাশ করিলাম না; নতুবা আমাদের নিকট অপ্রকাশ নাই। নব কবির অনেকগুলি উচ্ছাস বহুদিন হইতে সাধারণীর অঙ্ক শোভিত করিয়াছে, সুতরাং দুখসঙ্গিনী আদরের পাত্রী। আমরা ইহার অন্য সমালোচন করিব না, তবে এই বলিতে পারি যে দুখ সঙ্গিনী পাঠ করিয়া যাঁহার দুঃখ বেগ উচ্ছলিত না হয়, তিনি হয় দেবতা, না হয় পশু।

এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমরা অনেক সময় ইহার উচ্ছাসে উদ্ভাসিত হইয়াছি ও নব কবির শোক প্রতিবিম্বে মর্ম্মে পীড়িত হইয়াছি। গ্রন্থকার 'জন্মভূমি' উল্লেখে আপনার হৃদয়চ্ছবি প্রদর্শন করিয়াছেন; আমরা সেই ভাগের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যাঁহারা গত বৎসরের সাধারণীতে প্রকাশিত "আক্ষেপ" "রজনীর প্রতি" "সরস্বতী পূজা" প্রভৃতি পাঠ করেন নাই, তাঁহারা এই উদ্ধৃত ভাগ হইতে কবিহৃদয়ের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে পরিবেন।

তুমিই কি অভাগার জনম-ভবন-
জননী সমান চিরস্নেহস্বরূপিণী,
তোমারি উদরে কিগো লভেছি জনম,
তুমি কি নয়নে মম আনন্দদায়িনী,
খেলেছি কি মা তোমার সুকোমল কোলে
সরল শৈশব কালে নাচিয়া নাচিয়া,
বিকচ অধরপুটে মৃদুল হাসিয়া
সুকুমার সুকোমল আনন্দ-হিল্লোলে?

কেন তবে জননী গো বসিয়া বিজনে,
অনন্ত মনের দুঃখে করিছ রোদন?
কেন হেরি ম্রিয়মাণ ম্লান দুনয়ন?
দাসত্বের জ্বালা কি গো পশেছে মরমে?
একদিন ছিলে তুমি রাজরাজেশ্বরী!—
রাজরাজবিমোহিনী রূপের ছটায়,
কেন তবে কোন্ দুঃখে ভুবনসুন্দরী!
পড়ে আছ অনাথিনী কাঙ্গালিনী প্রায়?

রত্নমণি নিরুপম অঙ্গ-আভরণ,
কি বিষাদে তা সবারে দিলে বিসর্জ্জন,
অশান্ত অতল ভীম নীলাম্বুর জলে?
কিম্বা সর্ব্বহর কাল কেড়ে নিল বলে;
কেন মা গো হেরি তোরে এহেন দশায়?—
অচল নিষ্প্রভ দুটী কমল নয়ন,
সুচির বিষাদে মাখা প্রসন্ন বদন,
মলিন বসন খানি ভূতলে লুটায়।

কোথা আজি সেই দিন হায় মা জননী!
নিরখি তোমার দশা প্রাণ কেটে যায়,
বহিছে সহস্রধারে যুগল নয়নী
উপপ্লুত চন্দ্র হেরি কে না কাঁদে হায়!
কোথা আজি সেই শোভা নয়নরঞ্জন
স্রোতস্বতী বিদ্যাধরী, রজতের হার—
তোমার শ্যামল গলে কুসুম কানন
বিকচ প্রসূন কুলে রূপের আধার!

হায় রে কোথা সে সন্ধ্যা?—যে সন্ধ্যার কালে
ছড়াত বিহঙ্গমালা মধুর কাকলী!
মন সুখে বন মাঝে বসি তরু ডালে,
প্রকৃতির কণ্ঠে যেন অমৃত আবলী—
বাজাত গম্ভীরে শঙ্খ মঙ্গলের ধ্বনি
তারাময়ী নিশি হেরি, প্রতি ঘরে ঘরে,
পীনপয়োধরা যত কুলের রমণী,
জালিত প্রদীপ মালা সুকোমল করে।

সেই সুখময় দিন কোথায় এখন,—
অনন্ত দিনের তরে গিয়াছে চলিয়া,
কোন দিন আর নাহি আসিবে ফিরিয়া
উজলিতে মা তোমার শ্যামল বদন;
কোথা তব স্নেহময়ি! প্রিয়পুত্রগণ
সকলি কি তন্দ্রীভূত অনন্ত নিদ্রায়,—
যে নিদ্রার আর নাহি হবে জাগরণ,
একটি তনয় নাহি যুড়াতে তোমায়?

কোথা আজি ভ্রাতৃগণ এস একবার,
জনম ভূমির দশা কর বিলোকন,—
মা আমার হইয়াছে শ্মশান-অঙ্গার,
কত সবে তনয়ের বিচ্ছেদ-যাতন,—
হরিলে নিদয় কাল নয়নের মণি
জীবনের প্রিয়তম একটী রতনে,
এক পুত্র শোকে হয় কাতর জননী
শত পুত্র শোক তবে সহিবে কেমনে?

অন্যস্থানে;—

যে মণ্ডপে এক দিন শরদে যতনে,
অন্নপূর্ণা অম্বিকার অম্বুজ চরণ,
শরদ সরসীরুহ অরপি চরণে,
পূজিল মন্দির নাথ পবিত্র জীবন;
বাজিল যথায় মৃদু মধুর নিস্বনে
সুখদ উৎসবে মরি! মৃদঙ্গ বাঁশরী,
উথলিল তিন দিন আনন্দের সনে,
কামিনির কলকণ্ঠে অমৃত লহরী।

কোন পাপে সেই স্থান নীরব এখন
সকলি কালের করে গিয়াছে চলিয়া!
মন্দির ভিতরে শুধু টিট্টিভ পতন!
ধবল সৈকত চাপ পড়েছে খসিয়া!
সকলি গিয়াছে যদি তবে কেন হায়!
রহিয়াছে এই ভূমি বিষাদ দর্শন,
সুদুস্তর মরুভূমে ভূমি খণ্ড প্রায়,
এখনি সমুদ্রে ইহা হোক্ নিমগন।

———

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগমী ১লা জানুয়ারী হইতে তরুণ তরুণী দিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫ ফর্ম্মা আকারে নভেল বাহির হইবে। অনুমান ১০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৵০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমজাদর্পণ আপীস
৩৫ চোর বাগান কলিকাতা।

সমাজদর্পণ সম্পাদক ও
ভাগবত [illegible]
প্রকাশকগণ।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	৩
ডাকমাসুল ...	।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য	১॥০
ডাকমাসুল ...	৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্রলিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামরতন বসু, কাশী ...	২
,, ,, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা ...	৪
,, ,, ফকীরমোহন সেনাপতি, বালেশ্বর ...	৩
,, ,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, আন্তিপুর	৬॥০
,, ,, রসিকলাল নিয়োগী, কলিকাতা ...	৩
,, ,, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, শেয়ালদহ ...	২৸৶০
,, ,, অঘোরনাথ কোঙার, কলিকাতা ...	২
,, ,, জগদীশনাথ রায়, কলিকাতা ...	৬॥০
,, ,, দুর্গানারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা	৭৸৶০
,, ,, গোপালচন্দ্র সুর, [illegible]রমপুর ...	৬॥০
,, ,, মনোমোহন সরস্বতী, রাজারামপুর ...	৩॥০
,, ,, তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ববনপুর ...	৸০
,, ,, রামরতন সাহো, মোজঃফরপুর ...	৩॥০
,, ,, প্রিয়নাথ মান্না, কলিকাতা ...	৮।০

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডারপাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৶০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

ব্যায়াম শিক্ষক।

প্রথম ভাগ।

হুগলি কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক

শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ কৃত।

মূল্য ।০। কলিকাতার চীনাবাজার শ্রীপদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও চুঁচুড়া হিন্দু হোটেলে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৬॥০	অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...	[illegible]
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	২	মাসিক ...	[illegible]
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...		...	[illegible]

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—২২শে কার্ত্তিক। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ৭ ই নবেম্বর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। { ২ সংখ্যা।

ইংরাজের ভারতীয় সাম্রাজ্য।

ইংরাজ এক্ষণে এই বিপুলবিস্তার ভারতীয় সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর! ইংরাজ রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, আর পঁচিশ কোটি ভারতবাসী অবনত মস্তকে তাঁহাদের পদ সেবা করিতেছে। ভারত জাত মণি মুক্তা প্রবালাদি দ্বারা ইংরাজের অঙ্গ শোভা সম্পাদিত হইতেছে, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা ইংরাজের রসনার তুষ্টি ও শরীরের পুষ্টি সাধন হইতেছে, আর ভারত ভূমি বক্ষ ছিন্ন করিয়া হৃদয় শোণিত দিয়া ইংরাজের পূজা দিতেছে। বৃটিশ সিংহের বিকট গর্জ্জনে কুত্রাপি "টুঁ" শব্দটি নাই; আফগানস্থানের সীমান্ত প্রদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত, হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সকল লোকেই ইংরাজ প্রতাপ সন্দর্শনে স্তম্ভিত। ভারতবাসী মাত্রেই নিমেষ শূন্য নয়নে ইংরাজের অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিভব অবলোকন করিতেছে। ইংরাজ ভারত ভিন্ন আরও অনেক স্থানের রাজা; কিন্তু ভারত শাসন করিয়া ইংরাজ যে সুখানুভব করিয়া থাকেন, অন্যান্য স্থান শাসনে বোধ হয় তাঁহাদের ততটা সুখোৎপত্তি হয় না। কেনেডা বা অষ্ট্রেলিয়া নিবাসীগণের নিত্য নূতন আবদার; ইংরাজ সেই আবদার মিটাইবার জন্য প্রতিক্ষণ ব্যস্ত, সুতরাং শাসন সুখ অনুভব করিবার সময় পান না। আমাদের মুখে কথাটি নাই। আমরা বলি "ত্বয়া ইংরাজ! স্কন্ধে স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোঽস্মি।"

ইংরাজের এহেন সুখের সাম্রাজ্যে কেবল একটী মাত্র কণ্টক আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া নয়ন গোচর হইতেছে। সেটি সকলের চক্ষে কণ্টক বলিয়া বোধ না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আমরা বহুদিন হইতে সেটিকে কণ্টক বিবেচনা করিয়া আসিতেছি; বহুদিন হইতে কণ্টকের ক্রমশঃ বর্দ্ধন দেখিয়া ইংরাজ রাজকে সাবধান হইতে বলিতেছি এবং আজও সেই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

আমরা অনেক দিন হইল অনেকের বিদ্রূপোক্তির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছি যে, আমরা রুষভীতিগ্রস্ত; সেই রুষদিগের নিকটাগমনই ইংরাজের সুপরিষ্কৃত সুখ বর্ত্মে এক মাত্র কণ্টক। সে কণ্টক ভয় আমরা এতদিন পরিত্যাগ করিতে পারিতাম, সে কণ্টককে সামান্য তৃণ জ্ঞান করিয়া হয় ত তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতাম না, কিন্তু ইংরাজের আজ কাল ব্যবহার দেখিয়া আমাদের সেই ভয়ের ক্রমে হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে। ইংরাজ মস্তিষ্ক শুনিয়াছি অতি কোমল; আবার তাহার আর একটি গুণ, একবার তদুপরি কোন অঙ্কপাত হইলে তাহা শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না; কিন্তু আমাদের পোড়া কপালে আজ কাল তাহার বিপরীত দেখিতেছি। ৫৭ সালে ইংরাজ ঠেকিয়া শিখিলেন যে ভারতে যে সকল স্বাধীন বা করদ রাজগণ আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের সপক্ষ থাকিলে তাঁহাদের কোন বিপদপাতের আশঙ্কা নাই; আর ৭৫ সালে ইংরাজ সেই শিক্ষা ভুলিয়া গেলেন। ঈশ্বর

করুন, ইংরাজের গায়ে কাঁটার আঁচড় না লাগুক; আর লাগিলেও যে উক্ত রাজগণ তাঁহাদের বেদনায় পীড়িত না হইয়া আনন্দে নৃত্য করিবেন, আমরা এমন কথাও বলিতেছি না; তবে আজ কাল যে উক্ত নৃপতিগণ ইংরাজ রাজের প্রতি কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, চক্ষু কর্ণ সত্বে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আর একথাও স্বীকার্য্য যে, ইংরাজগণ তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিলে শত রুষিয়াও তাঁহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। যথার্থ কথা বলিতে কি, আমরা ইংরাজরাজের সহিত দেশীয় রাজ গণের মনোমালিন্য দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি।

এ মনোমালিন্যের কারণ কি? ইংরাজ প্রসাদপ্রিয়গণ বলিবেন, দেশীয় সম্বাদ পত্র সকল এই অসন্তোষাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া প্রতিনিয়ত তাহাতে ইন্ধন প্রদান করিতেছে। কিন্তু আমরা বলি ফরেন আফিসের অবিমৃষ্য কারিতাই ইহার মূল কারণ। ফরেন আপিষ এক্ষণে যেরূপ কাজ কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের যে বিবেচনা শক্তি ও ধর্ম্ম জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই, একথা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারা যায়। ফরেন আপিষ সর দিনকর রাও, সর সালার জঙ্গ প্রভৃতি লোককে অপমানিত করিতে কিঞ্চিৎ মাত্রও কুণ্ঠিত হয়েন না। ফরেন আপিষ তিলকে তাল করিয়া অথবা শূন্যে ফাঁদ পাতিয়া দেশীয় রাজগণকে অনায়াসে অপদস্থ করিতেছেন। এতদবস্থায় তাঁহারা যে বৃটিশরাজের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইবেন তাহা বিচিত্র কি? ফলতঃ ফরেন আফিসের মূর্খতায় যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা যে কবে নির্ব্বাপিত হইবে, তাহা দেবতাই জানেন। আমাদের এক একবার এমন সন্দেহ হয় যে, মহাত্মা ডালহৌসির অত্যাচারেও দেশীয় রাজগণ এক্ষণকার ন্যায় বিরক্ত হয়েন নাই। দেশীয় রাজগণ এক্ষণে দুঃখিতান্তঃকরণে দেখিতেছেন যে, বৃটিশরাজের রাজনৈতিক ব্যবহারের সমুদায়গুলিতেই অসাধুতের ও স্বার্থের লক্ষণ স্পষ্ট জাজ্বল্যমান। ইংরাজ রাজ সম্প্রতি যে যে বিষয়ে দেশীয় রাজগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেন তাঁহাদের একটা সাহস হইল না যে সেই গুলি কোন এক পক্ষপাত পরিশূন্য সালিসি দ্বারা নিষ্পত্তি করিয়া লন। এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভাবিতেছেন যে সেই গুলি সাধারণের নিকট হইতে লুক্কায়িত রাখিতে পারিলেই সকল মিটিয়া যাইবে। রাজ্ঞী পুত্রের আগমনের অন্যান্য কারণের মধ্যে এটীও একটী। দেখা যাউক, তাঁহার শুভাগমনে এই মনোমালিন্যের কতটা দূর হয়। কিন্তু আমরা আক্ষেপের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইংরাজ শাসন কর্ত্তাগণের মধ্যে এমন মহাত্মা অতি বিরল, যিনি অন্য কিছু না ভাবিয়া যাহা ন্যায় সঙ্গত, শুদ্ধ সাহসে ভর করিয়া তাহা করিতে পারেন। তাঁহাদের সকল কার্য্যেই স্বার্থ বিবেচনা প্রবলা।

যাহা হউক, যুবরাজ কল্য আসিবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার শুভাগমনে যেন সকল গোল মাল মিটিয়া যায়। আমরা জানি যে আমাদের আশা দুরাশা। কেন না আমরা যে অসন্তোষের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা দূরীকরণেচ্ছায় যুবরাজ এখানে আসেন নাই। ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার ক্ষমতা নাই। তিনি বলবান্ ইংরাজ রাজ হস্তে ক্রীড়া পুত্তলি ব্যতীত আর কিছুই নহেন। তথাপি আমরা আমাদের একটি অন্তরের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলাম। তিনি যেন উক্ত অসন্তোষাগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া গিয়া ইংরাজ হৃদয়ের স্বভাবিক কুটিলতার পরিচয় প্রদান না করেন। আমরা ভারতবাসী, সরলতা ভাল বাসি, আর অন্তরের সহিত ন্যায়ের উপাসনা করিয়া থাকি। যুবরাজ! দেশে আসিয়া একটী ন্যায় সঙ্গত কাজ করিয়া যাইও, একটী সরলতার পরিচয় প্রদান করিও; তাহা হইলে আমরা তোমার দরবার চাহি না, তোমার অসংখ্য দীপালোক চাহি না, আমরা তোমার চিরকাল ক্রীতদাস হইয়া থাকিব।

ব্রাহ্মণের উপদেশ।

আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—একদিন, এই সাগরাম্বরা তুষারকিরীটিনী ভারত ভূমির রাজগুরু ছিলাম, আজি পেটের দায়ে ক্রিয়া-ভবনের ভিক্ষার্থী হইয়াছি। একদিন আমরা যাহা কল্পনা বলে চিত্রিত করিতাম, তাহা সকলে বিজ্ঞান বাক্য বোধে বিশ্বাস করিত, আজি মাথা মুণ্ডকুটিয়া চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া কোন কথা বুঝাইয়া দিলেও, কেহ কিছু শুনে না ও বুঝে না বলিয়া—আজি গায়ের জ্বালায় সাধারণীর পংক্তি পূরণ করিতেছি। ভাল বলি, মন্দ বলি, আমার কথা গুলায় একবার কর্ণপাত কর।

আমি বৃদ্ধ, তুমি যুবা; সহজেই, কেবল এক বয়োবলে আমি তোমার উপদেষ্টা হইতে পারি। আর আমার এক বিশেষ সার্টিফিকেট্ আছে—আমি এক দিন লক্ষ্মীমন্ত ছিলাম, আজি নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি—আমার মুখে স্পষ্ট কথা শুনিলে তোমার উপকার হইবে। লক্ষ্মী ছাড়ার যদি জ্ঞান থাকে, তবে সে যেমন লক্ষ্মীর কদর জানিবে, লক্ষ্মীকে আদর করিবে, লক্ষ্মীমন্তে তেমন কদর কখন জানিবে না, তেমন কদর কখন করিবে না।

ইংরাজ লক্ষ্মীমন্ত বটে, কিন্তু বুনিয়াদি হইয়া উঠিয়াছে, কিরূপে লক্ষ্মীর আবাহন করিতে হয়, তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, আর কোন্ পথে লক্ষ্মী পলায়ন করেন, তাহা এখনও শিখে নাই—সুতরাং ইংরাজ উপদেষ্টা হইবার যোগ্য নহে। আমি লক্ষ্মীকে আপন দেশে আসিতে দেখিয়াছি, আবার যাইতেও দেখিয়াছি; সকল কথা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি, আমি তোমায় শিক্ষা দান করিব।

লক্ষ্মী চঞ্চলা—বিচরণশীলা। আমি তোমাকে সার কথা বলিয়া দিই, যদি কেহ ভারতের এই বিপুল ভূভাগে—গৃহে গৃহে, কুটীরে কুটীরে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, লক্ষ্মীকে লইয়া যাইতে পারেন, তবেই লক্ষ্মী চিরস্থায়িনী হইবেন, নহিলে লক্ষ্মীকে কারাবাসে বদ্ধ রাখিয়া কখন তুমি ভারত লক্ষ্মীমন্ত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে না। মর্ত্ত্যে আসিয়া ধনাধিষ্ঠাত্রী যদি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে না পান, তবে তিনি কেন কুবের ভবনের স্বর্গসুখ ত্যাগ করিয়া আসিবেন?

এই হতভাগারা ব্রাহ্মণেরা, একবার দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ লক্ষ্মীকে স্বেচ্ছা বিচরণ করিতে দেয় নাই। কৃষ্ণকায় শূদ্র সন্তানকে চিরদিন লক্ষ্মীমন্তের বরযাত্র করিয়া রাখিয়াছিল, এক বার দেবীর মুখসন্দর্শন করিতে দেয় নাই। শূদ্রের পক্ষে ধন সঞ্চয় নিষিদ্ধ ছিল। যখন ধন লোভে যবন আসিয়া সিন্ধুতীরে আক্রমণ করিল, তখন নির্ধন সুতরাং নির্ব্বোধ, নিস্তেজ, নিবীর্য্য, দুর্ব্বল শূদ্র কথা কহিতে পারিল না—লক্ষ্মী উদ্ঘাটিত দ্বার দর্শনে আর্য্যকারাবাস হইতে পলায়ন করিলেন। এখন এক আধ বার দেখা দেন মাত্র। এই কারাভূমি বাস করিতে এখনও কুণ্ঠিত হয়েন। তবু এখন এক আধ বার দেখা দিতেছেন, আবার কি তোমার নূতন উপদেষ্টার কথা শুনিয়া তাঁহার সন্দর্শন লাভেও বঞ্চিত হইবে?

ইংরাজ স্বতঃ পরতঃ লক্ষ্মীর বিচরণে বাধা জন্মাইয়া দিয়া থাকেন। দেশে কোম্পানির কাগজ চালাইয়াছেন; ধনীর পক্ষে চিরস্থায়ী কর, নির্ধনীর পক্ষে বর্দ্ধন শীল কর বন্দোবস্ত করিয়াছেন; ধনী ধনের যত বৃদ্ধি চায়, তাহাকে ততই প্রদান করিতে প্রস্তুত; নির্ধনীকে কর ভারে পীড়িত করেন; ধনীর ধন বৃদ্ধির অংশ লইতে প্রস্তুত নহেন; ইংরাজ সর্ব্ব প্রকারে লক্ষ্মীদেবীকে আবদ্ধ করিতে যান, তোমাকেও সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তুমিও তাহাই গ্রহণ করিতেছ; তুমি তোমার ক্ষেত্রপালকে পাঁচটাকা বেতনের উপর আর এক কপর্দ্দক প্রদান করিতে ইচ্ছা কর না, অথচ রায় বাহাদুরের পৌত্রীর অন্নপ্রাশনে পাঁচটী সুবর্ণ প্রদান কর—তৈলাক্ত চিক্কণশিরে তৈলসেক করিতে চাও। আমি পুরাণ পাপী, আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি—লক্ষ্মীকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিও না—এই রূপ করিতে গিয়া ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে।

হিন্দুদিগের পূজা।

গত অক্টোবর মাসের বেঙ্গল মেগাজিনে সম্পাদক দুর্গোৎসব এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন ও এই উৎসবের কুৎসা গান করেন। উক্ত সাময়িক পত্রের সম্পাদক বিধর্ম্মী, খ্রীষ্টিয়ান তাঁহার দুর্গোৎসবের নিন্দাবাদ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু অনেক হিন্দু যুবককে আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া আর্য্য পূজা ও উৎসবাদির নিন্দা করিতে দেখা যায়। এটি অতীব দুঃখের বিষয়।

বেদাদির চর্চ্চা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। স্মৃতি ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণ অত্যল্প লোকেই আলোচনা করিয়া থাকেন। আজ কাল বিজাতীয় ইংরাজি বিদ্যার আলোচনারই বিশেষ প্রাদুর্ভাব। বাঙ্গালার চর্চ্চা পূর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালা পড়িয়া থাকেন ও বাঙ্গালার প্রতি বিদ্বেষী নহেন, তাঁহারা সচরাচর বাঙ্গালা ভাষায় কোন্ কোন্ পুস্তক পড়েন? হয় কোন অভিনব লেখকের রচিত নবন্যাস বা কবিতাবলী বা ইংরাজি হইতে অনুবাদিত কোন বাঙ্গালা পুস্তক। আর কালের বিদ্বান্মণ্ডলীর অনেকেই কেবল ইংরাজি বিদ্যাজ্ঞ। তাহাতে উক্ত প্রকারের পুস্তকাদি পাঠে আর্য্য ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞানলাভ দুরূহ ব্যাপার। কাজেই দেশীয়গণের মধ্যে অনেকেই আর্য্য পূজা ও উৎসবাদির কুৎসা গানে প্রবৃত্ত।

আধুনিক যুবা পণ্ডিতসম্প্রদায়ের গুণসংখ্যা অধিক হইলেও তাঁহারা হঠকারিতাদোষশূন্য নহেন। আর সত্যের অনুরোধে ইহা বলিতে হইবে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে চিন্তাশীল নহেন। কয় জন আধুনিক পণ্ডিত যুবক সকল দিক ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া কোন্ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকেন? বিধবা বিবাহ উত্তম; তাহা প্রচার করিবার জন্য পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা নারীগণের স্বাধীনতা ভিন্ন আমাদের মঙ্গলের গত্যন্তর নাই, কৃষ্ণ বন্দ্যো, বাবু কেশবচন্দ্র সেন গগনভেদী নাদে প্রচার করিলেন। বাল্যবিবাহ উঠাইয়া না দিলে বঙ্গের অকাল মৃত্যু ঘুচিবে না, বাঙ্গালী পুনর্ব্বার তেজস্বী ও বলিষ্ঠ হইবে না, ব্রাহ্মনেতৃগণ তূর্য্যসাহায্যে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। আধুনিক বিদ্বান্গণের এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মস্তক ঘুরিয়া গেল। মিল্, হারবার্ট স্পেনসার, ডারবিন প্রভৃতি ইঁহাদের প্রায় অনেকেরই জিহ্বাগ্রে। ঐ সকল ধ্বনি শুনিয়া ইঁহারা সকলেই ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বিষয় মাত্রই দেশ কাল পাত্রের সাপেক্ষ, এই সারগর্ভ মূল কথাটি অনেকেরই স্মৃতিপথে উদয় হইল না—যাঁহার হইল তিনি তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না, অথবা তদ্গ্রহণে অক্ষম হইলেন।

ভারতবর্ষের আনারস ইংলণ্ড দ্বীপে ভাল রূপ ফল প্রসব করে না। কাবুলের বেদানার বীজে আমাদের বাঙ্গালায় যে দাড়িমবৃক্ষ জন্মে, তাহার দাড়িম বেদানার ন্যায় সুরস ও সুমিষ্ট হয় না। আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্যেরা প্রায় এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। কাজেই যাহা বিলাতীয় বিজাতীয় তৎপ্রতি শ্রদ্ধা এবং আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

হিন্দুজাতি আজি প্রায় সহস্র বৎসর পরাধীন, পরপ্রত্যাশী। যবনেরা হিন্দুধর্ম্ম বিলোপ করিবার জন্য কি না করিয়াছেন? ইংরাজগণ তদ্ধ্বংস পক্ষে বিশেষ কিছু করিতেছেন না, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু আর্য্য ধর্ম্মের কোনরূপ সহায়তা করেন না। তথাপি আর্য্য ধর্ম্ম আজি পর্য্যন্ত সুদৃঢ় পর্ব্বতের ন্যায় অটল রহিয়াছে। হিন্দুজাতি স্বাধীন এবং বিদেশ বিজয়ে তাহাদের লোভ থাকিলে বোধ হয় জগৎ ব্যাপ্ত হইত। আমাদের কৃতবিদ্যের মধ্যে কয়জন এই কথাটি বুঝেন? দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা কালী পূজায় শ্রাদ্ধ, তর্পণাদির সার মর্ম্ম, প্রকৃতার্থ কয় ব্যক্তি ধারণ ও গ্রহণ করিয়া থাকেন? মহালয়া, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এগুলির অর্থ কি? তাহা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী এডুকেশন গেজেট সম্পাদক মহাশয় অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং এই দুই অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও অতি সুন্দররূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। দুর্গোৎসবে কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের উদর পূর্ত্তি এবং ছাগ মাতার সর্ব্বনাশ হয় না। মহাভারত রামায়ণাদি মহামূল্য গ্রন্থ কেবল অনেক অসম্ভব কথা পূর্ণ নহে। আমাদের আধুনিক যুবাদিগকে যিনি এই সকল বুঝাইয়া দিবেন, তিনি আমাদের দেশের একটি মহোপকার সাধন করিবেন। তাঁহার যশের পরিসীমা থাকিবে না। শুনা যায় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা সমুদায় রামায়ণটি যে একটি বৃহৎ রূপক মাত্র, ইহা দেখাইবার জন্য এক খানি পুস্তক লিখিয়া সুযোগ্য পুত্র হস্তে তাহা দিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বাবু ভূদেব তাহা সত্বর সাধারণ্যে প্রচার করিলে, আমাদের উপকারের প্রত্যাশা আছে।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে হমিওপেথী ডাক্তারের প্রায় দর্শন পাওয়া যাইত না। কয়েক বৎসর হইতে তাঁহারা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল ডাক্তারেরা অন্য কোন উপকার করুন আর না করুন আলোপেথী বৈদ্যের ঔষধের পরিমাণ কমাইয়া ও তাহার নানাত্ব ঘুচাইয়াছেন। আমাদের দেশে কমটি এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের পুস্তকাদি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অসার নাস্তিকতার রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে এটী দুঃখের বিষয়। কিন্তু তৎসঙ্গে এই মঙ্গলটী ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, খৃষ্ট ধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়াছে এবং অনেকে স্বার্থের প্রতি নয়ন ফিরাইয়াছেন এবং কেহ কেহ স্বধর্ম্মানুরক্তও হইয়াছেন। এটি শুভলক্ষণ।

আমরা পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি, যে, লর্ড নর্থব্রুক দেশীয় লোকের পক্ষে রেলওয়ে গমনাগমনের সুবিধা করণার্থ কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। এই সময়ে আমরা আমাদের দেশীয় জনগণকে একটু উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করি। যখন স্বয়ং গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর এবিষয়ে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন সকলে এই সময়ে রেলওয়ের রীতি নীতি দোষ প্রদর্শন করিয়া সেই সকল সংশোধনের উপায় বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিরূপ নিয়ম প্রণালী করিলে দেশীয় মহিলাগণের যাতায়াতের সুবিধা হইতে পারে, তাহা দেশীয়েরা পরিষ্কাররূপে বলিয়া না দিলে, কর্ত্তৃপক্ষ কোন মতেই জানিতে পারিবেন না। সাহেবেরা মহিলাগণের নিত্যক্রিয়া সাধনের সুবিধার্থ একবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে, স্ত্রীলোকদিগের গাড়ীর বসিবার বেঞ্চের নীচে পায়ুক্ষালন প্রকোষ্ঠ থাকিবে, আবশ্যক হইলে বেঞ্চের উপরকার কাষ্ঠ-ফলক উত্তোলিত হইবে। আমাদের বিবেচনায় ইহাতে দেশীয় মহিলাগণের সুবিধা না হইয়া মহা যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। বাঙ্গালীর স্ত্রীলোক সে রূপ আসনে বসিতে বিশেষ ঘৃণা বোধ করিবে। তাহাতেই এই সময় দেশীয়গণের এ বিষয়ে আবেদন করা কর্ত্তব্য। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন, রেলওয়ে যাত্রীগণের সোসাইটি, নূতন ইণ্ডিয়ান লীগ্ প্রভৃতি সকল সভারই এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

সমালোচন।

গ্রন্থকারগণের নিকট আমরা নিতান্ত অপরাধী রহিয়াছি। প্রায় দুই তিন মাস হইল, কয়েকখানি পুস্তক সমালোচনার জন্য আমাদের হস্তে আসিয়াছে; আমরা নানা কারণে সকলগুলি পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, সুতরাং সমালোচন করিতে পারি নাই। সাধারণতঃ বাঙ্গালাগ্রন্থ পাঠ করাই কষ্টকর; তাহার উপর যদি আবার হিমালয়ের শৃঙ্গমালার ন্যায় একখানির পশ্চাৎ হইতে আর একখানি উঁকি মারিতে থাকে, ক্রমে আর একখানি, আর একখানি, —তাহাহইলে আতঙ্কে হৃৎকম্প হয়; একখানিও পড়িতে ভরসা হয় না। আবার যখন মনে হয়, যে, এইগুলি পড়িয়া শুনিয়া পরে সেইগুলি সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিতে হইবে, যে কখন বুঝে না তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে, যে নিতান্ত নির্ব্বোধ তাহার উপর রসিকতা বর্ষণ করিতে হইবে, যাহার তিন পুরুষে লজ্জা নাই তাহার মনে কোমল-কঠিন কথায় লজ্জা উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে, যে কখন কোন ভাষা অধ্যয়ন করে নাই,

তাহার গ্রন্থ সমালোচনার সময় বলিতে হইবে, যে মম্মট ভট্ট বা আরিষ্টটলের মতে এরূপ রস রচনার নানা দোষ আছে; যে গদ্য পদ্য বিভেদ করিতে জানে না, তাহাকে বলিতে হইবে, যে তোমার গ্রন্থের এই সকল পদ অলঙ্কার দুষ্ট;—যে ব্যাকরণের স্বর সন্ধি জানে না তাহার গ্রন্থ হইতে সমাস দুষ্ট পদগুলি বাছিয়া বাছিয়া নিষ্কাসিত করিতে হইবে, এই সকল কষ্টকর কথা যখন মনে হয়, তখন আর কোন পুস্তক-স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হয় না, কেবল মনে হয়, কিরূপে এ ভুক্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব। এইরূপে প্রায় দুই মাসকাল কাটাইলাম, এখন অগত্যা আবার অদ্য সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি। অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলি নাটক আসিয়া জমিয়াছে; এইগুলির সমালোচন করিয়া উঠিতে পারিলে যথার্থই পৌরুষ আছে, এই বিবেচনা করিয়া অগ্রে সেইগুলি গ্রহণ করিলাম,—কাচ কাঞ্চন একত্র করিলাম—গ্রন্থকার গণ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

১। সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটক। (শরৎসরোজিনী প্রকাশক) শ্রী উপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা প্রকাশিত।

২। হেমনলিনী। (বিয়োগান্ত নাটক) শ্রী উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

৩। বীরবালা নাটক। (সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক বীর সিলিউকস এবং মগধেশ্বরের যুদ্ধ) শ্রী উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

৪। বীরবালা নাটক। গ্রন্থকারের নাম নাই।

৫। চিতোর রাজসতী পদ্মিনী। ঐতিহাসিক নাটক। মহাত্মা কর্ণেল টড্ প্রণীত রাজস্থান হইতে সংগৃহীত। শ্রীমহেন্দ্রলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

৬। জেল-দর্পণ নাটক। চা-কর দর্পণ নাটক প্রণেতা শ্রী দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

৭। ভারত দুঃখিনী নাটক। (রূপক) শ্রীহারাণচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

এই সাতখানি নাটক একত্র সমালোচন করিবার একটি উপযুক্ত কারণ আছে। সৌভাগ্যক্রমেই বলুন, আর দুর্ভাগ্যক্রমেই বলুন এই কয়খানিতেই দেশহিতৈষিতা প্রসূত শোকমিশ্রিত বীররস উদ্ভাবনের চেষ্টা আছে। আমরা বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমরা দেশহিতৈষিতা হুজুকে আহ্লাদিত নহি। আমরা উপেন্দ্র বাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত শরৎ সরোজিনী পাঠ করিয়া যেরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম, এবার তাঁহার সুরেন্দ্রবিনোদিনী-পাঠ করিয়া সেরূপ আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। শরৎ-সরোজিনী সমালোচনকালে আমরা বলিয়াছিলাম যে, "রস-উদ্ভাবনাতে নাটককারের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎ-সরোজিনী গ্রন্থে এরূপ রসোদ্ভেদ মধ্যে মধ্যে আছে। দুর্গাদাস বাবু পরলোক গত না হইলে, আমরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার নাটক লিখিতে অনুরোধ করিতাম।" আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে আমাদিগের নরলোকের কথায় কর্ণপাত করিয়া প্রেতাত্মা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া শালিকার বটবৃক্ষমূলে প্রকাশক উপেন্দ্র বাবুকে প্রদান করিয়াছেন। যখন প্রেতাত্মা আমাদের কথা রক্ষা করিয়াছেন, তখন এবার তাঁহাকে স্পষ্টতঃ অনুরোধ, তিনি যেন এবার এই দেশহিতৈষিতা হুজুকের দল বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত না হয়েন, যদি ইহার অন্য কোন যুক্তিও না দেখাইতে পারি, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরূপে একথা বলিতে পারি, যে, যে সময়ে ভেক মক্ মক্ করিতে আরম্ভ করে, সে সময়ে কোকিলের নিস্তব্ধ থাকাই উচিত।

সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটকে মফস্বলের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার, আচার ও অত্যাচার কিঞ্চিৎ রঙ্গ চড়াইয়া স্পষ্টাক্ষরে চিত্রিত হইয়াছে। পাঠ করিতে করিতে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। বোধ করি রঙ্গভূমিতে সুরেন্দ্রবিনোদিনী বিলক্ষণ সফলতালাভ করিয়াছে ও করিবে।

হেম-নলিনী। (বিয়োগান্ত নাটক), ও প্রথম বীরবালা নাটক একই লেখনী প্রসূত। বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত সদ্বিদ্বান্ ও সুরুচি সম্পন্ন ও দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। 'বিয়োগান্ত' নাটক লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠকের কাছে প্রশংসা লাভ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এক নীলদর্পণ ব্যতীত কোন নাটক কিঞ্চিন্মাত্রও সফলতা লাভ করিয়াছে কি না সন্দেহ। হেমনলিনীর হেমচন্দ্র রাজ্য ভ্রষ্ট ও মনোকষ্টে নিতান্ত পীড়িত, তাঁহার জন্য দুঃখ হয়। দুঃখ হয় এইমাত্র, কিন্তু হেমচন্দ্র রঙ্গভূমিতে ইহলোক পরিত্যাগ কালে আমাদিগের মনে কোন স্থায়ীভাব চির অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং স্থায়ীভাব উদ্দীপক (Tragedy) নাটক রূপে হেমনলিনী কোন সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

হেমনলিনীর ইন্দ্রদমন অতি সুন্দর। ইন্দ্র দমন একরূপ পাগল। এই বিচিত্র বাতুলের সহিত উপন্যাসের সংস্রব আছে; তাহাতেই তাহার বাতুলতা চিত্তাকর্ষণ করে। ইন্দ্র দমন নৃত্য করিতে করিতে ঊর্দ্ধ হস্তে গীত গাইতেছে। ইন্দ্র দমন পীড়িতের জন্য পীড়িত, পীড়িতকে সান্ত্বনা করিতে ব্যস্ত, পাপীর দণ্ড বিধান করিবার আহ্লাদে ইন্দ্র দমন একেবারে উচ্ছ্বসিত। ইন্দ্রদমন গান করিতেছে,—

সোণার পুত্তলী কেন, ধরায় পড়িয়ে রে?
হায় হায়! কোলে লও, কেন্দে যে আকুল রে।
কূল নাই, কোল নাই, আমি নিব ওকে রে?
ধরিব চোরেরে আমি, দিবে ব ফস রে
কান্দুক তাহার নারী, আমি বসে হাসি রে।

উমেশচন্দ্র বাবুর বীরবালা সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক বীর সিলিউকসের কন্যা। ইতিহাসে লিখিত আছে, সিলিউকস্ এবং

মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, পরে যবনরাজ চন্দ্রগুপ্তে কন্যা সম্প্রদান পূর্ব্বক সন্ধিবন্ধন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করেন। এই ঐতিহাসিক মূল হইতে গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থ হইতে সৈনাগণের সমর ঘোষণা উদ্ধৃত করিলাম।

বিজয় নিশান উড়াও ভারতে,
সাহস ভরেতে চলরে ত্বরিতে,
ভীষণ বীরদর্পে ম্লেচ্ছে দলিতে,
সুখেতে হাসিয়া সংগ্রামে খেলাতে।

মাতিয়ে রণে অভীত অন্তরে,
নাশরে সমস্ত অরাতি নিকরে,
লহ ধনুর্ব্বাণ আর খরশাণ
ম্লেচ্ছ মুণ্ড খণ্ড কররে নির্ভীতে।

আর্য্যপুত্র সম, কেবা বলী, বলে,
অপার শকতি সংগ্রাম কৌশলে,
স্মর ভীষ্ম কর্ণ অমর নিকরে,
বামা হয়ে চণ্ডীকে দৈত্য মাঝেতে।

কি ভয়, আর্য্যশিশু, ম্লেচ্ছ সমরে,
সিংহশিশু কি হেঁ মেষপালে ডরে?
স্মর কুতূহলে, ছেঁড় ম্লেচ্ছ শূরে,
একজনে বধ কর শতে শতে।

সমূলে সসৈন্যে নাশরে, ম্লেচ্ছেরে,
কাঁপাও মেদিনী বীর দর্প ভরে,
হুহুঙ্কার রবে কর আক্রমণ
ভাসাও ভারত পিশাচ শোণিতে।

বীরবালা নামে আমরা আর একখানি নাটক পাইয়াছি, ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই; আমাদেরও ভাল মন্দ কিছু বলিবার নাই, তবে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে গ্রন্থের নায়ক নায়িকা—শশিশেখর ও সত্যবতীকে নিরর্থক প্রাণে মারা হইয়াছে। উপাখ্যানের অঙ্গ সংস্থান দেখিলে এখানি আহ্লাদ-পরিণাম নাটক বলিয়াই বোধ হয়। হঠাৎ দুর্জ্জন হস্তে পঞ্চমাঙ্কের শেষ গর্ভাঙ্কে ১১০ পৃষ্ঠায় শশিশেখরের মৃত্যু, পরক্ষণেই সত্যবতীর আত্মহত্যা। এরূপ আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনা কি কঠোর ধর্ম্মোপদেষ্টা আর কি রস-রচয়িতা, কাহারও আলোচ্য বিষয় নহে। যে ব্যক্তি এই সংসারের বৈচিত্র মধ্যে অন্তরে অন্তরে, স্তরে স্তরে শৃঙ্খলা না দেখিতে পায়, সে সংসারের কিছুই বুঝে নাই, আর যে উপন্যাস বা নাটক লেখক, প্রতি পরিচ্ছেদে অঙ্কে অঙ্কে ফল্গুনদীর স্রোতের মত অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতী প্রবাহিত না রাখিতে পারেন, তিনি কবিই নহেন। লীয়র নৃপতি যখন বার্দ্ধক্যসুলভ রাগভরে কর্ডেলিয়াকে পিতৃধনে একেবারে বঞ্চিত করিলেন, তখন শেক্ষপীয়র যে স্রোতস্বতী প্রবাহিত করিলেন, তাহা পরিণামে শত মুখে, গভীর ধারে খরবেগে যখন সাগরে মিলিল, তখন সেই লীয়র সেই কর্ডেলিয়াকে ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। মাকবেথকে যখন পিশাচীগণ ভাবী রাজ বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন যে বীজ উপ্ত হইল, তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, একদিনে বটবৃক্ষে পরিণত হয় নাই; সংসারেও একদিনে, বা হঠাৎ একটি কাণ্ড হয় না, কাব্যগ্রন্থেও হওয়া উচিত নহে। যেখানে কোন নিয়ম দেখি না, সেখানে মনে কিছুই থাকে না। যেখানে গূঢ়ভাবে, মৃণালতন্তুর মত অতি সূক্ষ্ম নিয়ম ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইখানেই বিস্ময় হয়, মনে অতি প্রগাঢ় ভাবের উদয় হয়। যে রস-বচন-পটু গ্রন্থকার মনোমধ্যে এইরূপ ভাবের উদ্দীপন করিতে পারেন, তিনিই সুকবি। আমাদের এই বীরবালায় সেরূপ কিছু দেখিতেছি না।

চিতোর রাজসতী পদ্মিনী— নাটক অবয়বে, যে শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পদ্মিনী উপাখ্যান অপেক্ষা অধিকতর রসপুষ্ট হইয়াছে এরূপ আমাদের বোধ হইল না। আমাদের বিবেচনায় পদ্মিনী উপাখ্যান নাটকের উপযুক্ত নহে। গ্রন্থকার অন্য কোন উপাখ্যান গ্রহণ করিলে সদ্বিবেচনার কার্য্য করিতেন। পদ্মিনী নাটক হইতে আমরা একটী গান উদ্ধৃত করিলাম। আজি তিন চারি বৎসর হইতে এই গানটী কলিকাতা রঙ্গালয় সকলে ও অন্যান্য স্থানে প্রচলিত আছে।

তিলক কামদ ঝাঁপতাল।
মলিন মুখ চন্দ্রিমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিতেছে লোচন বারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমারি, হায় রে, সহিতে না পারি॥

জেল-দর্পণ নাটক। এই নাটকে জেলের দুরবস্থা বর্ণনের চেষ্টা আছে। নাটকের গুণের মধ্যে গ্রন্থকারের সদিচ্ছা। নাটকের মুখ পত্রে একটী মোহমুদ্গরের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিত শোভিত দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডং॥

এখানকার নাটককারগণের তাহাই হইয়াছে,—লেখা জানেন না, পড়া জানেন না, গল্প জানেন না, বন্ধুবান্ধবকে চিঠি লিখিতে পারেন না, পাঁচ জনের সমীপে কথা কহিতে পারেন না—তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডং।

ভারতী দুঃখিনী। নাটকে, ভারতবর্ষের ও বঙ্গ, বোম্বাই মান্দ্রাজ, মালব, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর প্রভৃতি প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সকল স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কোন রচন পারিপাট্য বা নৈপুণ্য নাই। তবে ভারতের দুঃখের কথা যেমন ইচ্ছা করিয়া বলিলেও অশ্রু আকর্ষণ করে। গ্রন্থের শেষ ভাগ হইতে আমরা

একটী গান উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহাদের গীত শক্তি আছে একবার নির্জ্জনে, এক মনে গভীর রাত্রিকালে গান করিয়া দেখিবেন, দেশের জন্য দুঃখ হয় কি না।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

হায়, কি ঘটিল।

জগত পূজিতা ভারতী জননী,

বুঝি কাননেতে জীবন তেজিল।

কবির জননী, বীর প্রসবিনী,

সে ভারতী আজি হয়ে অনাথিনী,

ভূতল শয্যায় যেন পাগলিনী, নিদয় তনয়ে ফিরে না চাহিল।

ওরে মূঢ়গণ কি সুখে এখন, বিলাস সাগরে রহেছে মগন,

জ্ঞানেরি লোচন কর উন্মীলন, সুখের দিন ফুরাল—

যরি দুখে মার দহিছে হৃদয়, ভাবী দশা ভাবি জীবন সংশয়

তোদেরি মনেতে ব্যথা নাহি হয়,

অভাগিনী দুখে জগত পূরিল।

—...—

সংবাদ।

সার্জ্জন গোপাল চন্দ্র রায় খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ডিহিরি নামক স্থানে উইল্‌কিন্সন্ সাহেব যাজন করিয়াছেন।

টীকারির মহারাজা রামকৃষ্ণ সিংহের মৃত্যু হইয়াছে; বেহারের মধ্যে তিনি একজন প্রধান রাজা ছিলেন।

আমাদের যুবরাজ ১লা নবেম্বর প্রাতে এডেনে আসিয়াছিলেন। জেনেরল সেনিডর তাহাকে সম্মানের সহি গ্রহণ করেন, কৌরাসজী দিন সা নামক বণিক, দেশী বণিকদিগের হইয়া এক প্রশংসাবাদ পাঠ করেন। এডেন অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। রাজকুমারও দেখিয়া অতীব সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। ২রা নবেম্বর তথাকার সেনানিবেশ দর্শন করেন। পরে রেসিডেন্সিতে তাঁহার জন্য স্বল্প আহারের উদ্যোগ হয়। রাত্রি দশটার সময় লেভি হয়। অবশেষে তাঁহার আগমনের জন্য যে সকল বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, তজ্জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। সিরাপিস জাহাজ বন্দরে লাগিবা মাত্র চতুর্দ্দিক হইতে তোপ ধ্বনি হয়। প্রাতে ৯ টার সময় তিনি জাহাজ হইতে অবতরন করেন এবং সহর প্রদক্ষিণ করিবার সময় কামান দাগা হইতে থাকে। পর দিন তিনি সৈন্যদিগের রিভিউ পরিদর্শন করেন। এডেনে এরূপ সমাদরের সহিত গৃহীত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। গত মঙ্গলবার দশটার সময় তিনি এডেন পরিত্যাগ করিয়াছেন। আগামী সোমবার তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবেন। ঐ দিন তাঁহার সম্মানার্থ ভারতবর্ষস্থ সমস্ত আদালত বন্ধ হইবে। তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইবামাত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তারযোগে এই সংবাদ প্রচারিত হইবে এবং যেখানে যেখানে কামান আছে সেখানে তোপ ধ্বনি হইবে।

গত মঙ্গলবারে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছেন।

আমাদের গবর্ণর জেনারেলের অবিবাহিতা কন্যা অনরেবল মিস বেয়ারিং এক খানি পুস্তক লিখিতেছেন। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি যাহা দেখিয়াছেন ও দেখিবেন তাহা ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। নর্থব্রুক সাহেব গবর্ণর জেনারেলের পদত্যাগ করিলে এই পুস্তক প্রকাশিত হইবে। যখন এদেশ হইতে চলিয়া যাইবেন ও এদেশের সহিত কোন সংশ্রব থাকিবে না, তখন এই পুস্তক খানি দেখিয়া সমুদায় কথা মনে পড়িবে এই তাঁহার উদ্দেশ্য। কুমারীর ভারতবর্ষের প্রতি এত যত্ন দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই আহ্লাদিত হইবেন।

"কৃষ্ণনগরের ট্রামওয়ে লইয়া একটু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। লর্ড ইউলিক ব্রাউন এবিষয়ে প্রথম প্রস্তাব করেন, এবং তিনি বলেন যে রাণাঘাট হইয়া উলার মধ্য দিয়া ইহা গমন করিবে কিন্তু রোডসেস কমিটির মেম্বরেরা বলিতেছেন যে, বগুলা হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ করিলে ভাল হয়। লর্ড ইউলিক ব্রাউন কৃষ্ণনগর গিয়াছেন। তিনি সেখান হইতে ইহার মীমাংসা করিয়া আসিবেন।"

"অমৃত বাজার বলেন, আমরা অবগত হইলাম আজিমগঞ্জের রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর বহরমপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত একটী ট্রামওয়ে কিম্বা ক্ষুদ্রাকারে রেলওয়ে স্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি আজিমগঞ্জ রেলওয়েটি তাঁহার নিকট বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। রায় ধনপৎ বাহাদুরের অনেক দিনকার ইচ্ছা যে, তিনি আজিমগঞ্জ রেলওয়েটি ক্রয় করেন। যদি তিনি প্রকৃত বহরমপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিবেন। রায় ধনপৎ এই কার্য্যটি করিতে পারিলে শুদ্ধ বিপুল অর্থ লাভ করিবেন না, একটী চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিও স্থাপন করিয়া যাইবেন।"

গত মঙ্গলবারে লর্ড নর্থব্রুক বোম্বাই পৌছিয়াছেন।

লণ্ডনের এই কয়েক খানি পত্রিকা ভারতবর্ষে বিশেষ সংবাদ দাতা পাঠাইয়াছেন। টাইম্‌স্—রসেল সাহেবকে, ডেলিনিউস্—আরচিবল্‌ড্ ফর্‌বস্ সাহেবকে, ষ্টাণ্ডার্ড—হেণ্টি সাহেবকে, ডেলি টেলিগ্রাফ্—ড্রুগে সাহেবকে এবং ইকো—লেংমিসন সাহেবকে প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রিন্স মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলে দেশীয় সম্প্রদায় তাঁহার সন্তোষার্থ নল দময়ন্তীর অভিনয় করিবেন।

বেহারে বিবাহ ব্যয় যাহাতে কমে, সে জন্য মুন্সী প্যারী লাল সবিশেষ যত্ন করেন। তাঁহার যত্নের বিষয় স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ অবগত হইয়া যাহাতে তাঁহার যত্ন সফল হয়, তজ্জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। পাটনার কমিসনার মেটকাফ সাহেব সভাপতি স্বরূপে তথাকার রাজা ও জমিদারগণকে মুন্সী প্যারী লালের কার্য্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বিবাহ ব্যয় লাঘব করা ভিন্ন স্ত্রীশিক্ষা, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি এই রূপ অন্য কয়েকটি বিষয়েও মুন্সী প্যারী লাল মনোযোগী হইয়াছেন।

মোজঃফার পুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল য়াব্বার কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি পদের প্রার্থী হইয়াছেন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট একটী নূতন পূর্ত্ত বিভাগ সংস্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন, ডেলিনিউস এইরূপ শ্রুত হইয়াছেন। রাজসাহি ভাগলপুরের কমিসনের অধীনস্থ জেলা সমূহ এই নূতন বিভাগের অন্তর্গত এবং দারজিলিং এই বিভাগের প্রধান কার্য্যের স্থল হইবে। ডবলিউ স্মিথ সাহেবের এই বিভাগের সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার হওনের সম্ভাবনা।

গত ২৭ শে অক্টোবর দিবসে জলেশ্বর পাটনা হইতে এক ব্যক্তি ডেলিনিউস পত্রিকায় লিখিয়াছেন যথা;—দুই সপ্তাহকাল গত হইল এতদ্দেশে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি আর কিছু অধিক হইলে পুষ্করিণী আদি উথলিয়া বন্যা হইত। এক্ষণে আমন ধান্যের অবস্থা ভাল।

উত্তর বেহার অঞ্চলে শস্যের অবস্থা অতি মন্দ। লেঃ গবর্ণর বলিয়াছেন, দারভাঙ্গা রেলওয়ের পুনর্নির্ম্মাণ বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ বিগত বিজয়ার দিন পোতারোহণ করেন, এবং ঐ সময় জাহাজে দুইটা গোবৎস প্রসূত হয়। ভারত সংস্কারক বলেন, এগুলি শুভ লক্ষণ। যুবরাজের আগমনে আমাদের কি কি শুভ ঘটে, তৎপ্রতীক্ষায় ব্যাকুলচিত্তে আমরা কালহরণ করিতে লাগিলাম।

কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক "দি ষ্টাটিষ্টিকেল রিপোর্টার" অভিহিত একখানি মাসিক পত্র এই নবেম্বর মাস হইতে বেঃ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতে চলিল। ইহার অগ্রিম মূল্য ১২ টাকা।

বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ সর উইলিয়ম হার্সেলের পৌত্র ডবলিউ, জে, বেরোনেট হার্সেল সাহেব হুগলির কালেক্টর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে কিছু দিনের জন্য আমাদের জেলায় একটিং জজ্ ও কমিশনর ছিলেন। দেশীয় ভদ্র সন্তানদিগের সহিত আলাপ করিতে ইনি অনিচ্ছু নন। সিন্ধুগর্ভে রত্নই জন্মিয়া থাকে। এই মহা-চেতার নিকট আমরা অনেক আশা ভরসা করি। ইহার বিষয় আমরা পরে বলিব।

চুঁচুড়াতে এবৎসর আকাশ প্রদীপের বিশেষ ধূম দেখা যাইতেছে। এই নগরেতে পূর্ব্বে সং হইত।

কলিকাতা ডেলহাউসী ইনষ্টিটিউটের সভাপতি ডাক্তার চিবর্স সাহেব বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া উক্ত ইনষ্টিটিউট, অভিনব জাতিসভা (কিনা নেটিভদিগের) হস্তে সমর্পণ করা বিধেয়।

বম্বে চেম্বার অব্ কমর্স নূতন টারিফ আইনের বিরুদ্ধে যে এক আবেদন পত্র গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করেন, তাহা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

বোম্বাই নগরে আর একটি উত্তম কার্য্য হইতে আরম্ভ হইল। তথা কলে সুতার কাপড় হইতেছিল, এক্ষণে আবার কলে রেসমের কাপড় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই নূতন ব্যাপারটি সেই মৃত পাদপের একটা ক্ষুদ্র শাখা বলিলে হয়।

এডুকেশন গেজেট বলেন, কোন্ ধর্ম্মাক্রান্ত কত লোক পৃথিবীতে আছে তাহার নিশ্চয় নাই তথাপি এই রূপ মোটামোটী হিসাব হইয়াছে যথা;—

বৌদ্ধ	৪০,৫৬,০০,০০০
খ্রীষ্টান	৩৯,৯২,০০,০০০
মুসলমান	২০,৪২,০০,০০০
হিন্দু	১৭,৪২,০০,০০০
য়িহুদী	৫০,০০,০০০
জড়োপাসক	১১,১০,০০,০০০

যুবরাজ কোন্ দিন কোথায় উপস্থিত হইবেন, টাইমস্ পত্র তাহা প্রচার করিয়াছেন। যথা;—

৮ ই নবেম্বর	...	বম্বে
২৩ শে ঐ	...	বেপুরে
২ রা ডিসেম্বর	...	বাঙ্গালোরে
৬ ই ঐ	...	মান্দ্রাজে
৮ ই ঐ	...	ত্রিচিনপলি
১১ ই ঐ	...	কলম্বোয়ে
১৭ ই ঐ	...	ত্রিবনকমলীতে
২৩ শে ঐ	ঐ	কলিকাতাতে
৪ ঠা জানুয়ারি	...	বারাকপুরে
৪ ঠা ঐ	...	বারাকপু হইতে কাশীতে
৬ ই ঐ	...	লক্ষ্ণৌয়ে
১০ ই ঐ	...	কানপুরে
১১ ই ঐ	...	দিল্লীতে
২০ শে ঐ	...	অমৃতসহরে
২১ শে ঐ	...	লাহো[illegible]
২৪ শে ঐ	...	জ[illegible]
২৭ শে ঐ	...	[illegible]
২৮ শে ঐ		[illegible]
২৯ শে ঐ		[illegible]

৩ রা ফেব্রুয়ারি,		...	গোয়ালিয়ারে।
১১ ই	ঐ	...	জয়পুরে।
৩১ ই	ঐ	...	বেরিলিতে।
২৮ শে	ঐ	...	লক্ষ্ণৌতে এবং ঐ তারিখে এলাহাবাদে।
২ রা	মা,	...	জব্বলপুরে।
৭ ই	ঐ	...	খাণ্ডুয়ায়।
৯ ই	ঐ	...	ইণ্ডোরে।
১১ ই	ঐ	...	খাণ্ডোয়ায়।
১২ ই	ঐ	...	ইনোয়ারে।
১৪ ই	ঐ		দৌলতাবাদে এবং তথা হইতে বোম্বায়ে প্রত্যাবর্ত্তন।
১৯ শে	ঐ	...	বম্বে হইতে পুনা ও সেতারার গমন।

(এডুকেশন হইতে উদ্ধৃত)

নূতন ইণ্ডিয়ান টেরিফ আইনের দ্বারা বিদেশীয় তূলার আমদানির উপর যে শতকরা ৫ টাকার হিসাবে শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের অধিকারিগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিক্ সম্প্রদায়ের অযথা পক্ষ গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এই প্রতীতি খণ্ডনের জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ আবেদনের প্রত্যুত্তরে শুল্ক সংস্থাপনের যুক্তি যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

১ ম। কার্পাস-প্রস্তুত শিল্পজাতের উপর শতকরা ৫ টাকা করিয়া শুল্ক নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং এক্ষণে বিদেশীয় কার্পাসের উপর ঐরূপ শুল্ক নির্দ্ধারিত করায় উৎকৃষ্ট শিল্প সম্বন্ধে দেশীয় এবং বিদেশীয় শিল্পগণকে শুল্কদান সম্বন্ধে সম অবস্থাপন্ন করা হইয়াছে মাত্র। দেশীয় শিল্পগণের প্রতি কোন অযথাচরণ হয় নাই।

২ য়। এই শুল্ক সংস্থাপনের দ্বারা আপাততঃ বিদেশীয় শিল্পীদিগের অনেক সুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টে, সুদ্ধ রাজস্বের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কার্য্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষজাত তুলা হইতে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে না, এবং এক্ষণে কার্পাস-প্রস্তুত শিল্পজাতের উপর শুল্কের দ্বারা যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহার অধিকাংশই উক্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্রের উপরেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। ১৮৭৩।৭৪ অব্দে কার্পাস শিল্পের উপর ৮০ লক্ষ টাকা শুল্ক গৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা মাত্র নিকৃষ্ট প্রকারের শিল্পজাত হইতে। গত ...র্পাসজাত শুল্কের দ্বারা ৯০ লক্ষ টাকা রাজস্ব ...ল। এ দেশে শিল্পের বৃদ্ধি দেখিয়া গবর্ণ... ...য়াছেন, কিন্তু একটি লাভজনক এবং ...উপায় নষ্ট করিয়া শিল্পের বৃদ্ধি ... অন্যায় করা হয়। কোন ...হইলে, ঐ বিদেশীয় শিল্পজাতের শুল্ক হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত, তাহার পূরণার্থ সচরাচর এ দেশীয় শিল্পের উপরেও কর নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এক্ষণে এ দেশে উৎকৃষ্ট প্রকারের কার্পাস শিল্পের প্রবর্ত্তনার সম্ভাবনা হইয়াছে। সুতরাং কার্পাস প্রস্তুত শিল্পজাত হইতে রাজস্ব বজায় রাখিতে হইলে দেশীয় কার্পাসশিল্পের উপর কর নির্দ্ধারিত করিতে হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ওরূপ কর সংস্থাপনে অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ যখন উৎকৃষ্ট প্রকারের শিল্প হইতেই গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়া থাকে, এবং ঐ প্রকার শিল্প বিদেশীয় তুলা ভিন্ন প্রস্তুত হইতে পারে না, তখন শুদ্ধ বিদেশীয় তূলার আমদানির উপর শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করিয়া অপেক্ষাকৃত অনেক সহজে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এখনও ত উৎকৃষ্ট প্রকারের শিল্প দেশে প্রস্তুত হইতে অনেক বিলম্ব আছে, এত তাড়াতাড়ি এরূপ শুল্ক নির্দ্ধারণের প্রয়োজন ছিল না। গবর্ণমেণ্ট একথার প্রতিবাদে বলেন যে, প্রথম হইতে এরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে, পরে কোন কর নির্দ্ধারিত করিলে দেশীয় শিল্পীদিগেরই ক্ষতি হইত। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়ায় সকল পক্ষেই মঙ্গল হইবে।

অবশেষে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, বিদেশীয় তূলার উপর ৫ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু সূতার উপর ৩॥ টাকা মাত্র আছে, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় বিবেচনা করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সারবত্তা বিষয়ে কিছুই বক্তব্য নাই। তবে আমাদিগের একটি কথা এই, গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সংস্কার পক্ষে অর্থশাস্ত্র হইতে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু দেশে কোন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হইলে, কতক দিন বিদেশীয় শিল্পের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণে টোকভিল প্রভৃতি কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি যুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি এই নূতন প্রবর্ত্তিত কার্পাসশিল্পটি এ দেশে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ তত্ত্বাবধান করিয়া কিরূপ বুঝিয়াছেন তাহাও প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত।

এক সময়ে এ দেশের কার্পাস বস্ত্রের সুখ্যাতি জগদ্ব্যাপক ছিল। কোনরূপে তাহার পুনঃসংস্থাপনের সূত্রপাত দেখিলেও এতদ্দেশীয় জনগণের পরম আহ্লাদ হয়। সুতরাং তাহার কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে মনে করিলেই তাঁহারা সেই পরিমাণে ব্যাকুলিত হইতে পারেন। বাষ্পীয়যন্ত্র প্রস্তুত বস্ত্র যেরূপ স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, দেশীয় তন্তুবায়দিগের হস্তপ্রস্তুত বস্ত্র তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও কখন তাহার প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। বাষ্পীয়যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমে এ দেশের প্রর্ত্তিত হইয়া পুনর্ব্বার দেশ মধ্যে বস্ত্র-বয়ন-শিল্পের বিস্তার হইতেছে। অতএব ঐ শিল্পের বৃদ্ধি হইয়া, এখান হইতে বস্ত্রের রপ্তানির সময় দেশের যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল, পুনর্ব্বার সেইরূপ হয়, তাহা সকলেরই অভিলাষণীয়।

মায়ের দুঃখ।

নাহিক দয়ার লেশ তোমার শরীরে,
রে বাছা! মা বলে ভুলে গেলি একেবারে;
মায়ের কি দোষ পেয়ে, নিজ রীতি তেয়াগিয়ে,
যবন আচারে আজ লইলি আশ্রয়,
পাষাণ হৃদয় তোর পাষাণ হৃদয়।

গর্ভে ধরে তোরে বাছা এত যে যন্ত্রণা,
সহিনু নীরবে হায় ভাবিয়ে ভাবনা;
দশ মাস দশ দিন দিন দিন শক্তি হীন,
বড় আশা মনে ছিল যদি পুত্র হয়,
ঘুচিবে সকল দুঃখ হবে সুখোদয়।

পুত্র মুখ নিরখিয়ে ভুলিব যাতনা,
পুত্র রত্ন কোলে লয়ে পূরাব বাসনা;
সোণার কুমার হলো, ঘর মম আলো হলো,
দুঃখের অবস্থা তবে ভুলিনু সত্বরে,
বুঝিনু সংসার সুখ আমারই তরে।

আমার কুমার দেখে প্রতিবাসী যত,
আনন্দের কথা সবে কহে কত মত;
ভূমিষ্ঠ নবকুমার, আনন্দ সবাকার,
গরবে আমার পদ পড়ে না ধরায়,
সুত লয়ে নিজ কোলে দেখাই সবায়।

যদি কেহ কাল বলি নিন্দিত কুমার,
মর্ম্ম ব্যথা হৃদয়েতে লাগিত আমার;
কালো রূপে আলো ময়, আজি আমার আলয়,
কাল বর্ণে এত রূপ কভু দেখি নাই,
এমন মুখের গঠন নাহি কোন ঠাঁই।

দিন কত পরে বাছা মা বলে ডাকিলে,
সব দুঃখ দূরে যেত নিকটে আসিলে;
মায়ের কোলেতে শুয়ে, সব দুঃখ ভুলে গিয়ে,
মনের বেদনা যত মায়েরে বলিতে,
এখন মনের কথা পারিনা জানিতে।

লেখা পড়া শিখে বাছা! সুধন কিনিলে,
দেশে না মিটিল আশা বিলাত চলিলে;
আমি ভাবি মনে মনে, বিদ্যা ধন উপার্জ্জনে,
পুত্র মম নিয়োজিত;—আহ্লাদ ধরে না,
আহ্লাদে মায়ের পদ মাটীতে পড়েনা।

মনে ভাবি দিবা নিশি কুমার আমার,
দেশের সকল বিদ্যা উদরে তাহার;
সাহেবের বিদ্যা রাশি, উপার্জ্জন করে আসি,
দেশেতে যশের রাশি করিবে অর্জ্জন,
কবে বাছা আসিবে রে! করিব দর্শন।

বাছা মোর ঘরে এলো আনন্দে ভাসিনু,
বৎস মুখ নিরখিয়ে সকলি ভুলিনু;
আয় বাছা আয় কাছে, তোরে হেরে প্রাণ বাঁচে,
কোথা খেতে, কোথা শুতে, সব কথা বল্,
কার বাছা, কার কাছে, ছিলে এত কাল।

কর্ম্মের কারণ গৃহে না পারে থাকিতে,
হেথায় ওথায় যায় ভ্রমিতে ভ্রমিতে;
মাঝে মাঝে গৃহে আসে, তবু এসে কাছে বসে
আমার হাতের খাদ্য কাছে আসি খায়,
মা বলিয়ে তবু আসি যতন দেখায়!

থাক্ মদ্য মাংস আদি সাহেবের সনে,
তাহে নাহি আসে যায় আমারই রতনে;
আজ কর্ণ কি শুনিল, গোপাল খৃষ্টান হলো,
জন্মদাতা জননীরে কেমনে তাজিলি,
জন্ম ভূমি বঙ্গভূমি সকলি ভুলিলি?

কার বাছা? কোথা রবি? কে করে যতন,
কে তোরে দেখিবে বাছা আমার মতন;
আয় বাছা ফিরে আয়, কর্ম্ম ছেড়ে ঘরে আয়,
খৃষ্টান ধর্ম্মের তোর প্রায়শ্চিত্ত করি,
ফিরে তোরে লব ঘরে, তুইরে আমারি!

যত দিন বেঁচে রব কাছেতে রাখিব,
কাছ ছাড়া এক দিন হইতে না দিব;
রে ... কথা কেন, ভুলালি আমারে হেন,
আর কি কুমার মোর হইবে আমার,
ভুলে কেন বলি ছাই আমার আমার।

এত সাধে যত্নকরে পালিনু আদরে,
সকলি কি বৃথা হলো কহিব কাহারে;
ফিরে চেয়ে দেখ ও রে, মাতা তোর যায় যে রে,
পুত্র ছেড়ে দুঃখধামে কেন রে রহিব,
কি সুখেতে দেহ ভার আমি রে বহিব।

ভারতের মাতৃগন—শুন নিবেদন,
পুত্র যত্নে পুনঃ আর করো না প্রেরণ;
ইংলণ্ড কুহক দেশ, পুত্রে ভুলাইবে শেষ,
করিবে ক্রন্দন ওগো আমার মতন,
জানে না পুত্রেরা—কভু মায়ের বেদন।

যশের সাগর কোথা আমার নন্দন,
হিন্দুস্থান বঙ্গভূমি আনন্দ বর্দ্ধন;
গোপাল যবন হলো, এত কি প্রাণে সহিল,
ভারতের এ দশা কে গো তুমি করিলে?
ভারতের সুখ শশী রাহুর কবলে?

প্র, না, নি।

TORN PAGES

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	... ...	৩৲
ডাকমাশুল	...	।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য	... ...	১॥০
ডাকমাশুল	...	৵০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্রলিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে তরুণ তরুণী দিগের নিমিত্ত ৮ জেফপেযার ৫ ফর্মা আকারে নভেল বাহির হইব। অনুমান ১০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৵০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমজাদর্পণ আপীস
৩৫ চোর বাগান কলিকাতা। } সমাজদর্পণ সম্পাদকও ভাগবত প্রভৃতির প্রকাশকগণ।

দুখ সঙ্গিনী।

গীতিকাব্য।

মূল্য ৵০ আনা।

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরি, নূতন ভারত যন্ত্র, ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতেও ঢাকা, বান্ধব কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডারপাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস অফিস, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

ব্যায়াম শিক্ষক।

প্রথম ভাগ।

হুগলি কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক

শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ প্রণীত।

মূল্য ।০। কলিকাতার চীনাবাজারে শ্রীপদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও চুঁচুড়া হিন্দু হোষ্টেলে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	... ৬॥০	অগ্রিম ষাণ্মাসিক	... ৩।০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	... ২৲	মাসিক	... ৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য			... ৵০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দলাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—২৯শে কার্ত্তিক। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ১৪ ই নবেম্বর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। { ৩ সংখ্যা।

শুভ সমাচার—বার দিন ছুটি।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে যুবরাজের আগমন উপলক্ষে বাঙ্গালার সমস্ত আফিস এবং কাছারি ২৩ শে ডিসেম্বর হইতে ৩রা জানুয়ারি পর্য্যন্ত বার দিন বন্দ থাকিবে। এই বার দিন ছুটি লইবার জন্য হাকিমদিগকে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়া বিদায় লইতে হইবে না। আপন আপন উপরওয়ালাকে বলিয়াই আসিতে পারিবেন; বিশেষ কোন কার্য্য ক্ষতি না হইলেই হইল।

এই শীতকালে বার দিন ছুটি বড় অল্প আহ্লাদের কথা নয়। বিগত ত্রিংশদ্বর্ষের মধ্যে এরূপ হয় নাই। ইংরেজের বড় দিন। ইংরেজের পারলৌকিক পরিত্রাতা যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে ইংরেজের যুবরাজ—ভাবি রাজ, এই ইংরেজের ভারতবর্ষে বিচরণ করিতেছেন,—কাজেই সেই দিন ইংরেজের বড় দিন। আর আমাদের চিরকারাবাস সময় মধ্যে, বার দিন বেকসুর খালাস—আমাদেরও বড় দিন। এই কেরাণী আজি কত বৎসর এক ভাবে বসিয়া সাহেবের লেখা নকল করিতেছে, আর কত কাল করিবে,—পূজার সময় একবার বার দিন বন্দ হয়, তা আপনার কাচ্চা বাচ্চার বস্ত্রের চিন্তাতেই কাটিয়া যায়, আজি সেই কেরাণী এই শীতে বার দিন বন্দ পাইল—তাহার বড় দিন। মুন্সেফ বা সব জজ্ বাবু পূজার সময় গেজেটে ছাপাইয়া বা গোপনে লুকাইয়া বাড়ী আসেন, তাঁহার লুইস্ জ্যাকসন সিমলায় গিয়াছেন শুনিয়া হতাশ হইয়া সময় ক্ষেপণ করেন, সেই হাকিম আজি উকীলের বাগ্‌বিন্যাস হইতে অব্যাহতি পাইবেন—যুবরাজের কল্যাণে হাইকোর্টের যুবরাজ জ্যাকসন সাহেবকে কলিকাতায় পাইবেন। সুতরাং সেই দিন—তাঁহার বড় দিন। আর আমরা এই এক মাত্র ইণ্ডিয়ান লীগ্ নাড়িয়া চাড়িয়া জীবন ধারণ করিতেছি, এই ছুটির সম্বাদে আমাদের এক স্তম্ভ পূর্ণ হইল; সুতরাং ছুটিতে আমাদেরও বড় দিন। বার দিন ছুটি,—সত্য সত্যই শুভ সমাচার।

ব্রাহ্মণের ক্রোধ।

এই অশীতি বর্ষ বয়সে আমি এই বাঙ্গালা দেশে যাহা দেখিলাম, তাহা এত দিন যদি লিখিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে অষ্টাদশখণ্ডে অদ্বিতীয় বোকামি-কল্প-দ্রুম আমা কর্ত্তৃক আজি প্রকাশিত হইতে পারিত; আজি স্বচ্ছন্দে আমি অণুবীক্ষণযন্ত্রের স্থূলবীক্ষণ সম্পাদককে তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিয়া সুখ্যাতিলাভ করিতে পারিতাম। এত দিন আরম্ভ করি নাই, এখন আর আরম্ভ করিলেও শেষ হইবে না। বিগত ষাট বৎসরের কাণ্ড, আর ষাট বৎসর না বাঁচিলে আর লিখিয়া উঠা যায় না। সুতরাং তাহা আর হইল না। এত যে দেখিলাম, তথাপি এখনকার হাপ সাহেবদের যেরূপ হিতাহিত বিবেচনাশূন্য বোধ হইতেছে, যেরূপ অসার বোধ হইতেছে, এমনটী আর কখন দেখি নাই। বাবুদের চিত্র চরিত্রের কথা ভাবিলে এই বায়াত্তর বৎসরের যজ্ঞোপবীত গাছটী মনুমেণ্টের মাথায় বসিয়া

ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। সন্তান আমার সিবিল হবে, মহকুমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হবে, মাসে মাসে রাশি রাশি টাকা বেতন পাইবে,—এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বাপ খুড়ায় বাবুকে বিলাতে পরীক্ষা দিতে পাঠাইয়া দিল; বাবু পাশ হইয়া, মিষ্টর নাম লইয়া, দেশে ফিরিয়া আসিলেন,—সভাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, অর্থোপার্জ্জন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে, আমরা সাহেব বাঙ্গালি মধ্যে সামঞ্জস্য সম্পাদন করিব। ভাল কথা, ভীম শার্দ্দূলে ও মেষ শাবকে সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে কেহ পারে নাই—তুমি করিবে—পার ভালই। স্বয়ং ভগবান দিন রাত্রির সামঞ্জস্য করিয়া সন্ধ্যা কালের স্বষ্টি করেন। কাল সাঁঝিতে পৃথিবীর কোন কর্ম্ম হয় না। তুমি সাহেব বাঙ্গালী একত্র করিয়া গোমেষ গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিবে, তাহাদের দিয়া ভারতের কোন কার্য্য হইবে না, হিন্দু সমাজের কোন উপকার হইবে না।

কি সে সাহেবে ভাল বলিবে, কিসে সাহেবেরা নিন্দা করিবে না,—এই ভাবিতে ভাবিতে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, তোমার দ্বারা ভারতের উপকার হইবে? হা রাম!

তুমি যে, হিন্দু সমাজের উপকার সাধন করিবে, তোমার সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা কৈ? তুমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া হিন্দুসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছ। আমি অভক্ষ্য ভক্ষণের কথা, অপেয় পানের কথা ধরি না; গোপনে কে কি করিল, তাহা আমি ধরি না;—যে দিন পৃথীরাজ, লক্ষ্মণসেন গিয়াছেন, সেইদিন হইতে আমরা ওসকল ধরি না। আমরা রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি, রামগোপালের মাতৃশ্রাদ্ধের সময় তাঁহার বাগানটির বাস ভবন পবিত্র করিয়া, সকল কথা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার মস্তকে পদধূলি প্রদান করিয়াছি—কিন্তু বাপু সকল! তোমাদের রীতি চরিত্র দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। তোমরা বার মাস ত্রিশ দিন, বাবুর্চির মেষমেধ সেবন করিবে, একজন হিন্দু ভিখারী মধ্যাহ্নকালে গিয়া তোমার ভবনে এক মুষ্টি অন্ন পায় তাহার উপায় নাই। তোমার বাটীতে হিন্দুর বসিবার আসন নাই। পাছে সাহেবে নিন্দা করে, এই ভয়ে তুমি হুকাটি পর্য্যন্ত বাড়ীতে রাখিতে চাও না। নিতান্ত গরজ না হইলে, বল দেখি, কোন্ হিন্দু সন্তান তোমার প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিবে। তুমি এইরূপে স্বতঃ নির্ব্বাসিত থাকিয়া ইংরেজ বাঙ্গালী মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে চাও—তোমাকে আমি বাতুল ব্যতীত আর কি বলিব? তুমি সাহেবের ভয়ে বাঙ্গালীকে ঘৃণা কর, আর আপনার খানসামার ভয়ে আপনি কুণ্ঠিত থাক। জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমার সচিপিটক আম্ররস খাইতে ইচ্ছা হইল, খানসামার ভয়ে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিলে। কাগজের কর্ণ্ডিকা মধ্যে আম্রের খোসাগুলি ইকলুক রাখিলে। গৃহিণীর শাকের ঘণ্ট খাইতে ইচ্ছা হইলে, তুমি তাহাকে গাড়ী করিয়া বাঙ্গালীবন্ধুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলে—এ সকল কি বিড়ম্বনা নহে? আমি তোমাকেবাতুল ব্যতীত আর কি বলিব? তোমার কথা লিখিতে লিখিতে আবার মনে হইতেছে, যে, আমার এই বায়াত্তর বৎসরের তিন দণ্ডী পইতা মনুমেন্টের মাথায় বসি ছিঁড়িয়া ফেলি!

ইণ্ডিয়ান লীগ্ সম্বন্ধে কলিকাতাবাসী লোক সকলে এক মত হয়েন নাই; এজন্য লীগের শুভাকাঙ্ক্ষী অনেকে কিছু কুণ্ঠিত হইয়াছেন। আমরা ইহাতে লজ্জার বা কলঙ্কের কথা কিছুই দেখিতেছি না। বাঙ্গালায় একটী সাধারণ সমবেত সভা স্থাপিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে? এমনসকল কার্য্যে দুই মত থাকাই মঙ্গলের কথা। প্রতিযোগিতায় জীবনীশক্তির স্ফূর্ত্তি হয় এবং বিরুদ্ধ সমালোচনে আত্মদোষ সমস্ত লক্ষিত হইয়া থাকে।

এক ইণ্ডিয়ান লীগের অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নানা কথা আছে।

১। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন রহিয়াছে, আবার ইণ্ডিয়ান্ লীগ্ কেন? কেহ বলিবেন—বিশেষ আবশ্যক আছে, কেহ বলিবেন—কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

২। যদি বলেন যে দেশের কৃতবিদ্য সম্প্রদায় সকলে কিছু পঞ্চাশ টাকা দিয়া ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য হইতে পারে না। তাহারা কি নীরবে থাকিবে? এবিষয়েও দুই মত হওয়া সম্ভব। এক পক্ষ বলিবেন কেন নীরবে থাকিবে? তাঁহারা লীগ্ করুন, আর এক পক্ষ বলিবেন, তাহারা নীরবে নাই, তাঁহারাই বাঙ্গালার সম্বাদ পত্রের লেখক। বাঙ্গালার সম্বাদ পত্র সকল শত মুখে তাঁহাদেরই মত ঘোষণা করিতেছে।

৩। ইণ্ডিয়ান লীগ্ স্থাপনে ভারতবর্ষীয় সভার বলক্ষয় হইবে কি না? কেহ বলিবেন, হইবে;—কেহ বলিবেন,—হইবে না।

৪। কেহ বলিবেন বলক্ষয় হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? অপর পক্ষে বলিবেন বিশেষ ক্ষতি আছে।

৫। কেহ বলিবেন সাহেবেরা যে ইণ্ডিয়ান লীগে যোগ দিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের অসদভিপ্রায় আছে; তাহারা কেবল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন জন্য এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। "অর্থাৎ দুইটিকে মস্তকে মস্তকে আঘাত করিতে পারিলেই উভয়কেই ক্ষমতাহীন হইতে হইবে।" কে শপথ করিয়া বলিতে পারে যে, যে সকল সাহেব লীগে যোগ দিবেন, তাঁহাদের সকলেরই এইরূপ মন্দ অভিপ্রায় আছে? আর, এদিকেও দেখুন, কেই বা শপথ কয়িয়া বলিতে পারে যে যাহারা লীগে যোগ দিবেন তাহাদের মধ্যে কাহারও এরূপ মন্দ অভিসন্ধি থাকিবে না?

এই রূপ লীগ সম্বন্ধে যত কিছু কথা উঠিতে পারে সকল বিষয়েই দুই মত হওয়া সম্ভব। সেই রূপ লীগের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে দুই মত হওয়াই মঙ্গলের কথা। এ হেন ডিস্রেলি, গ্লাড্ষ্টোন, ফসেট্, ব্রাইট, ইঁহাদের উপযুক্ততা লইয়া যখন মহা গণ্ডগোল হইতে পারে, তখন শম্ভু বাবু বা কালীমোহন বাবু, শিশির বাবু বা যোগেশ বাবুকে লইয়া যদি কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকে আপত্তি করেন, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছু নাই, লজ্জার কথা কিছু নাই, কলঙ্কের কথা কিছু নাই। যাঁহারা আপত্তি করিতেছেন, তাঁহাদের ইহাতে নিন্দা নাই, যাঁহাদের লইয়া আপত্তি হইতেছে, তাঁহাদের ইহাতে অগৌরবের কথা কিছু নাই, বাঙ্গালি জাতির অগৌরব বা লজ্জার কথা কিছু নাই।

তবে এই গণ্ডগোলে যদি অপোগণ্ড সমাজের কিছু ক্ষতি হয়, তাহা হইলে সেটি আমাদের ঘোর কলঙ্কের কথা।

আর কলঙ্ক—সহচর এবং মিররের। সহচর এবং মিরর যেরূপ আচরণ করিতেছেন তাহা এক রূপ ভদ্রতা বিরুদ্ধ। কোনরূপ জাত ক্রোধ না থাকিলে, কেহ কখন এরূপে গাত্র জ্বালা নিবারণের চেষ্টা করেনা। আমরা এই দুই পত্রের লেখা দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইয়াছি। ইণ্ডিয়ান লীগ নিতান্ত অপোগণ্ড শিশু, এখন কাহারও কিছুই মর্ম্মান্তিক করে নাই, এখন ইহার মস্তকে কটূক্তি বর্ষণকরা নিতান্ত অন্যায়—তাহাতেই আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। নহিলে দুই মত বা দশ মত দেখিয়া আমরা কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ নহি; বরং এরূপ আশা করি যে এই ইণ্ডিয়ান লীগ চির দিন অগ্র পশ্চাতে শত্রু রাখিয়া, সভয়ে অথচ সদর্পে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে রত থাকিবে। বিপক্ষ আক্রমণে ইহার জীবনী শক্তির স্ফূর্ত্তি হউক, আর বিরুদ্ধ সমালোচনে সভা আত্মদোষ দেখিতে থাকুক।

কৃষ্ণনগর।

কৃষ্ণনগর হইতে।

কৃষ্ণনগর একটী প্রাচীন স্থান। প্রাচীন বলিলেই যথেষ্ট হইল না; পূর্ব্ব ঐতিহাসিক উন্নতি সম্বন্ধেও বঙ্গদেশ মধ্যে ইটি একটী প্রসিদ্ধ নগর। আধুনিক ইংরেজ সভ্যতার সমাগমে ইহার খ্যাতির হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়াছে। যে দিন স্যর্ উইলিয়ম জোন্স্ এখানে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, সেই দিন হইতে এখানে ইউরোপীয় ভাম,

বিজ্ঞান এবং আচার ব্যবহার প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ক্রমে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। সুশিক্ষিত যুবকগণ প্রথমে নানা উপায়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু আজি কালি এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। অনেকেই এখন সভ্যতার ধুয়া উঠাইয়া সকলকে সকল কার্য্যেই নিরস্ত করিতে যত্নবান! বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নীতি শিক্ষার পরিবর্ত্তে ছাত্রগণকে কুক্রিয়াসক্ত হইতে প্রশ্রয় দেন, উকীল মহাশয়েরা অর্থলোভে সুযোগ মতে একবার বাদীর পুনরায় প্রতিবাদীরপক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন, প্রতিপত্তির নিমিত্ত দলাদলিতে যোগ দেন, সমাজের শিরোমণিরা হাকিমগণের মনস্তুষ্টি জন্যই হউক বা আপনাদের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্যই হউক ভ্রমেও মিউনিসিপাল কমিটী প্রভৃতি প্রকাণ্ড নামধারী আড়ম্বরপূর্ণ সভাতে প্রভুর মতে অমত দেন না, অথবা সম্মতির লক্ষণ মৌন অবলম্বন করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দেন;—উচ্চ-বেতনভোগী কর্ম্মচারীরা উচ্চতম উপরওয়ালা আসিতেছেন ঐ ভয়ে মাঠে ঘাটে, জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া সম্বর্দ্ধনা সূচক পদ সমষ্টি স্বর্ণাক্ষরে কাষ্ঠ-ফলকে অঙ্কিত করিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, বহু অর্থ ব্যয়ে অগম্য পথ সকল, স্প্রিং-ওয়ালা যানের গমনোপযোগী করণার্থ প্রচণ্ড রৌদ্রে বিচরণ করিতে থাকেন। অপক্ক-বুদ্ধি তরুণ-বয়স্ক যুবকগণের কথায় প্রয়োজন নাই, তাঁহারা যাহা দেখেন তাহাই শিক্ষা করেন, যা বল তাহাই করেন, তাঁহারা পিতার অনুগামী হইয়া মদ খান, তাহাতে কতই বা বাহবা পান, ভ্রাতুষ্পুত্র রঙ্গভূমিতে অদ্ভুত অভিনয় দক্ষতা পরিচয় দিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে, ইংরাজি সম্বাদপত্রে সাহেব বাহাদুরদের সুখ্যাতি লিখিয়া, আপনার গৌরব এবং বন্ধুবর্গের আহ্লাদ উৎপাদন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যশস্বী হয়!

বাহিরের লোকে যে যাহা বলুক কৃষ্ণনগরের এই প্রকৃত অবস্থা। এ দুঃখ কি মরিলে যায়, যে আমরা কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচয় দেই, আর সম্বাদ পত্রে লেখার উদ্দেশ্য কেবল শত্রুর কুৎসা গাওয়া আর মহতের প্রশংসা কীর্ত্তন করা ব্যতীত আর জানি না! যে নবদ্বীপাধিপতিদিগের অন্নে অস্থি মাংস গঠিত এবং যাঁহাদের বিদ্যোৎসাহিতা হেতু, এখনও আমরা কৃষ্ণনগরবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত নহি, সেই রাজপরিবারের সর্ব্বনাশ হইলেও সে কথা সম্বাদপত্রের দ্বারা সাধারণের গোচর করি, বা কর্ত্তৃকপক্ষদের নিকট আবেদন করি, এই ইচ্ছা হওয়া কি নিতান্তই দোষের কথা? স্বচক্ষে দেখিতেছি, অনেক টাকা বেতনে একজন উচ্চবেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছেন। দুইবৎসর পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য কি? জমিদারীর পরিমাণ করা। ফল কি হইল?—ঈশ্বর জানেন। আবার শুনা যায় কুমার বাহাদুরকে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদানের জন্য একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবে কেন?—দূর হউক, অন্যের কথায় কাজ নাই। আমাদের যাহাতে বিশেষ প্রয়োজন, যে জন্য একবার কৃষ্ণনগর উচ্ছিন্ন গিয়াছে, যে সংক্রা[illegible] পাড়ার কথা মনে হইলে এখনও হৃৎকম্প হয়, যাহার নিবারণের জন্য আমাদের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব মহোদয়ের নিকট কৃষ্ণনগরবাসী চিরবাধিত, সেই জ্বর বোধ হয় অনতিবিলম্বে মিউনিসিপ্যালিটির দোষে পুনরায় দেখা দিবে। নগরের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি আমাদের "আদর্শ" মাজিষ্ট্রেটের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, লোকের এসম্বন্ধে যত্ন নাই, কিছু বলিতেও কাহারও সাহস নাই। অদ্য যাহা বলিলাম তাহাই যথেষ্ট। কেনই বা বলি, বলিয়া কেবল লোকের অপ্রিয় হওয়া। পক্ষান্তরে সময়ের দোষে কর্ত্তৃপক্ষদের হস্তে পড়িলে নিস্তার পাওয়া কঠিন।

কি হবে?

এক যুগ হইল ইংরাজ আমাদের রাজা হইয়াছেন; এই চিরব্যাপী সময় মধ্যে আমরা অনেক দেখিয়াছি, অনেক ঠেকিয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এত কালেও কি

কিছু শিখিতে পারিয়াছি? ইংরাজ আমাদিগকে ইতিহাস পড়াইয়াছেন, আমাদের নিজের ইতিহাস নাই, এই দিব্য জ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে আমরা বুঝিয়াছি যে সিরাজুদ্দৌলা পামর, পাষণ্ড, পাপিষ্ঠের শিরোমণি, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গ রাজগণ—ভারতাধিপতি মাত্রেই—অল্প ইতর বিশেষে, সিরাজুদ্দৌলারই অনুরূপ; তাহাতেই আবার বুঝিয়াছি যে ক্লাইব সংস্কৃত নাটকের ধীরোদাত্ত নায়ক,—সুধীর, মহাবীর, পরোপকারী, পরম ধার্ম্মিক; তাঁহার পরবর্ত্তী শ্বেতকায় কোট্ হ্যাট্ ধারী মাত্রেই তদ্রূপ। ইংরাজ আমাদিগকে অতি যত্নসহকারে বহু ব্যয় ও বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, এই সমুদায় বুঝাইয়া দিয়াছেন, আমরাও এই মাত্র বুঝিয়া কত আস্ফালন করিতেছি; শিক্ষার অভিমান, উন্নতির অভিমান, সভ্যতার অভিমান করিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা কি কিছু শিখিয়াছি? কৈ, কিছুই ত দেখি না! শিক্ষার পরিচয় পরীক্ষায়। আমরা কি পরীক্ষা দিয়াছি? ক্লাইবের মত আমাদের মধ্যে এক জনও কি হইতে পারিয়াছেন? ক্লাইবের চরণধূলি লেহন করিতে অগ্রসর হইতে পারেন, এমন ব্যক্তিও কি কেহ জন্মিয়াছেন? কেহই না। তবে আমাদের শিক্ষা কি হইল? নন্দকুমার জাল করিয়াছিলেন, তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল; আমরা জাল করিলে আমাদের দশাও প্রায়ই সেইরূপ হয়। নন্দকুমার যে শিক্ষালাভ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা ততোধিক কিছুই শিখিতে পারি নাই। সেই জন্যই বলিতেছি যে আমাদের শিক্ষা কিছু মাত্র হয় নাই।

শিক্ষাত হয়ই নাই, লাভের মধ্যে অনেকগুলি কুলক্ষণ দেখা যাইতেছে; আড়ম্বর যথেষ্ট হইয়াছে; মুখভারতীর আত্যন্তিকী বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের ভাবনা হইয়াছে, কি হইবে? বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন অনেক দিনের সামগ্রী; সংবাদ পত্র, তাহাও বাল্যকাল অতিবাহন করিয়াছে, আবার ইণ্ডিয়ান লীগ্ হইল। ক্রমে ক্রমে বলিয়া বেড়াইবার সকলই হইল; কিন্তু ভারতের পোড়াকপাল যা তাই রহিয়াছে। তবে এই সমুদয়ে কি হবে? আমরা যে স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, তাহার প্রতীপগমনের প্রত্যাশা করি না, চাহি না; কূল কিনারার উপায় চেষ্টাও ত করা উচিত। আমরা এখনও হতাশ হই নাই, আশাও আর অধিক কাল থাকে না, বলিয়া বড়ই শঙ্কা হইতেছে। আমাদের দশায় কি হবে,—আমাদের গতি মুক্তি কিসে হবে—সকলের একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য হইয়াছে। ভারতবাসিগণ! আমাদের নিতান্ত অনুরোধ, একবার ভাবিয়া দেখ, আমাদের কি হবে; ভাবিয়া দেখ, দেখিলে অবশ্যই কূল কিনারা হইবে।

ভবিষ্যদ্বাণী।

রাজা জনমেজয় সভাস্থলে আসীন, চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন ও রাজ্যের মঙ্গল বিধাতৃ দেবগণের পূজাদির আয়োজন হইতেছে। দেশ দেশান্তর হইতে করপ্রদ নৃপতিগণ জনমেজয়ের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত নানাবিধ উপহার সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান; সভার বহির্দ্দেশে প্রজামণ্ডলী রাজাকে আপনাদিগের সকল সুখের নিদান জানিয়া তাঁহার জয় ধ্বনিতে গগন ভেদ করিতেছে, এমন সময় বৈশম্পায়ন রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভারতকুলতিলক জনমেজয়! অদ্য কলিযুগের কাহিনী যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিব, শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।

কলিযুগের শেষভাগে এইসাগরাম্বরা, তুষারকিরিটিনী ভারতরাজ্য শ্বেতদ্বীপ নিবাসী ম্লেচ্ছগণের হস্তগত হইবে। ম্লেচ্ছগণের স্বেচ্ছাচারে আর্য্য লক্ষ্মী জ্বালাতন হইয়া ক্রমে ভারতভূমি হইতে অন্তর্হিত হইবেন। রাজ্যে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ মারীভয় প্রভৃতি দুর্ঘটনা প্রাত্যহিক ঘটনার স্বরূপ হইয়া উঠিবে। প্রজাগণের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না, করভারে জর্জ্জরিত হইবে, ভূতযোনিপ্রাপ্ত জীবের ন্যায় ইহার বিরুদ্ধে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইবে এবং অভীপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া হৃদয়ের যে আনন্দ জন্মে সে আনন্দোপভোগ হইতে চিরকাল বঞ্চিত থাকিবে। মহারাজ! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই পাপ রাজ্যে আপনার প্রপিতামহ যুধিষ্ঠির রাজসূয় নামক যে মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে। ইদানীন্তন রাজা অশ্বিনী সাধুধর্ম্মবিশিষ্ট প্রজাদিগের পিতাস্বরূপ না হইলে রাজসূয় যজ্ঞ করণে অধিকার প্রাপ্ত হয়েন না, কলিযুগে

যুগধর্ম্মানুশাসনে অবিকল ইহার বিপরীত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইবে। রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রজাদিগের অসন্তোষাগ্নি সুদীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় সাধারণের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে, রাজার শিরোদেশ পর্য্যন্ত ঋণপঙ্কে নিমগ্ন থাকিবে, তথাপি রাজার পারিষদবর্গ তাঁহাকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দিবেন। রাজাও অন্যান্য সাধুধর্ম্মবিরহিত হইলেও শুদ্ধ ক্ষত্রিয়বলে আপনাকে বলীয়ান্ জানিয়া পারিষদবর্গের পরামর্শে সম্মতিপ্রদান করিবেন ও মহাসভারূপী শ্রীকৃষ্ণকে তৎসম্বন্ধে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ নানা জ্ঞানে জ্ঞানী; আপনি কখন রাজসূয় করেন নাই; তথাপি যজ্ঞ সমাধার্থে কোন্ কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা সমস্তই জানেন।

মহাসভারূপী শ্রীকৃষ্ণ ম্লেচ্ছরাজের পরম বন্ধু। ম্লেচ্ছরাজ সর্ব্ব কার্য্যে সেই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবহ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ ম্লেচ্ছরাজকে দিগ্বিজয় কার্য্য সমাপন করিতে পরামর্শ দিবেন। তৎকালে পঞ্চ নদ প্রবাহিত সিন্ধুদেশে এক প্রবল প্রতাপ নরপতি থাকিবেন। আপনার প্রপিতামহ যুধিষ্ঠিরকে জরাসন্ধ বধ করিবার নিমিত্ত যে আয়াস স্বীকার ও কৌশলাবলম্বন করিতে হইয়াছিল, শ্বেতদ্বীপ নিবাসী ম্লেচ্ছরাজকেও সেইরূপ বা তদপেক্ষা নীচতর কৌশলে সেই সিন্ধুরাজের নিপাতসাধন করিতে হইবে। সিন্ধুরাজ নির্ধন হইলে পরও ম্লেচ্ছরাজ্য ভারত সর্ব্বত্র কণ্টক পরিশূন্য হইবে না। উত্তরে অযোধ্যা প্রদেশীয় যবনরাজ তখন পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গে ম্লেচ্ছরাজের শত্রুতাচরণ করিতে থাকিবে। ম্লেচ্ছরাজের শত্রু নিধনার্থ যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শত্রুদিগের মধ্যে বিগ্রহোৎপাদন করিয়াই অধিকাংশ আপন কার্য্য সাধন করিবেন। যবনরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত "শাখাসঞ্চারী" নামক জনৈক সেনাপতি ম্লেচ্ছরাজ কর্ত্তৃক উত্তরাঞ্চলে প্রেরিত হইবে। "শাখাসঞ্চারী" যবনরাজ ও তদীয় প্রজাগণের মধ্যে বিগ্রহোৎপাদন করিয়া দিয়া যবনরাজের পতন সাধন করিবেন। প্রাগুক্ত নৃপতিদ্বয়ের পতনের পর, বিন্ধ্যাচলের উত্তরাংশে ম্লেচ্ছরাজের আর কোন শত্রু থাকিবে না। তৎপরে দক্ষিণের নৃপতিগণকে আয়ত্তাধীন করিতে ম্লেচ্ছরাজকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইবে। মহারাজ আপনার বিদিত আছে, ভারতের দক্ষিণাংশ শৈলরাজি পরিপূর্ণ প্রযুক্ত কি প্রকার দুর্গম স্থান। দক্ষিণাঞ্চলীয় নৃপতিগণ সেই সকল পর্ব্বত কন্দরের সাহায্যে ও আপনাদিগের কন্যা বিক্রয়ের উপর ভর করিয়া বহুদিন ম্লেচ্ছরাজের সহিত সমান যুদ্ধ করিবে। পরে গৃহ বিবাদ নিবন্ধন তাহাদের সকলের পতন হইলে পরও এক জন যথা কথঞ্চিৎ আপন কুলগৌরব রক্ষা করিতে থাকিবে। তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য ম্লেচ্ছরাজকে নানা ছল করিতে হইবে। কিছু দিন কোন উপায়েই কিছু হইবে না। পরিশেষে ম্লেচ্ছরাজধানীস্থ এক জন অতি অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি কতকগুলি নীলপরিচ্ছদধারী কর্ম্মচারীর সাহায্যে তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে। পূর্ব্বাঞ্চলে দিগ্বিজয়ের জন্য ম্লেচ্ছরাজকে কোন কাহাকেও প্রেরণ করিতে হইবে না। উহা স্বতঃই ম্লেচ্ছরাজের হস্তগত হইয়া থাকিবে।

এই সমস্ত নৃপতি ম্লেচ্ছরাজাধীন হইলে পর অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রতাপ রাজাগণ আপনা হইতে ম্লেচ্ছরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিবে। তাহারা ভয়ে আর আপনাদিগের কুল মান রক্ষার নিমিত্ত অঙ্গুলিটী পর্য্যন্ত উত্তোলন করিবে না। ম্লেচ্ছরাজ এইরূপে নিঃশত্রু হইলে পর পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে পরামর্শ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন এক আপত্তি উত্থাপন করিবেন; যজ্ঞস্থলে গমন করিতে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা কোথা হইতে সঙ্কুলান হইবে? শ্রীকৃষ্ণের আপত্তি নিবন্ধন শ্বেতদ্বীপে একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। তৎপরে সেই ব্যয়ের অধিকাংশ করজর্জ্জরিত ভারতবাসীর স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে। এই সমস্ত গণ্ডগোল মিটিয়া গেলে পর ম্লেচ্ছরাজ যজ্ঞ সমাধার্থে অপূর্ব্ব নৌকারোহণে ভারতবর্ষে গিয়া সমুপস্থিত হইবেন।

মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপুরুষ অর্জ্জুনাদি মহাবীর কুরুক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে যেরূপ অভ্যর্থনার সহিত পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, ম্লেচ্ছরাজ ততোধিক সমাদরে পরিগৃহীত হইবেন। তাঁহাদের মস্তকে দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন, ম্লেচ্ছরাজের পদতলে সুবর্ণ বৃষ্টি হইবে। দগ্ধ ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিগণ ভয়েই হউক বা ভক্তিতেই হউক আপনাদিগের যাহা কিছু আছে তাহা দিয়া ম্লেচ্ছরাজের তুষ্টি সাধন করিবে। দরিদ্র ভারত সেই উপলক্ষে আপন দরিদ্রতা ভুলিয়া গিয়া অতি নিভৃত স্থান-স্থিত রত্নরাজি আনয়ন পূর্ব্বক ম্লেচ্ছরাজকে উপহার দিবে। আপনার পূর্ব্বপিতামহ যুধিষ্ঠির যখন যজ্ঞ করেন, তখন শুনিয়াছি "দীয়তাং" "ভুজ্যতাং" শুদ্ধ এই শব্দে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক শব্দিত হইয়াছিল। ম্লেচ্ছ রাজার যজ্ঞে এক পক্ষের প্রতি "গৃহ্যতাং" অপর পক্ষের "প্রতি গৃহ্লামি" শব্দে ভারত ভূমির সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইবে।

এই উপলক্ষে কেবল এক জন রাজা ম্লেচ্ছরাজকে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে কিঞ্চিৎ অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন। হোমের ঘৃত আমি কখন প্রাণ থাকিতে ** কে প্রদান করিতে পারিব না, উক্ত রাজা সাহস করিয়া এমন কথা বলিতে সক্ষম হইবেন না, তথাপি তিনি অনেক প্রকার ভাণ করিয়া যাহাতে যজ্ঞস্থল হইতে অনুপস্থিত থাকিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ম্লেচ্ছরাজ তাঁহাকে নানা মত ভয় প্রদর্শন করিবেন। এমন কি তিনি যজ্ঞে ম্লেচ্ছরাজকে অর্ঘ্য প্রদান না করিলে চেদীরাজ শিশু পালের ন্যায় তাঁহাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। তিনি এরূপ আশঙ্কায় আশঙ্কিত হইবেন। পরিশেষে তিনি আপন মন্ত্রিদ্বারা যথাবিহিত অর্ঘ্য ম্লেচ্ছরাজকে পাঠাইয়া দিবেন। ম্লেচ্ছরাজকে চক্রবর্ত্তিতে এইরূপে সকল নৃপতি স্বীকার করিলে পর তিনি একবার আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে ভারত রাজ্য সমস্ত পরিভ্রমণ করিবেন; তৎপরে যখন তাঁহার ভোগ লালসা ও অন্যান্য লালসা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইবে, যখন আমোদ ও অন্যান্য স্পৃহনীয় পদার্থের নামে তাঁহার বমনোদ্রেক হইবে, তখন তিনি স্বরাজ্যে প্রস্থান করিবেন, ভারতীয় সমস্ত নৃপতিগণ যতক্ষণ না তাঁহার যান দৃষ্টির বাহির হইয়া যায়, ততক্ষণ সমুদ্রকূলে দণ্ডায়মান থাকিবেন। পরে স্ব স্ব গৃহে আসিয়া আবার দ্বিতীয় যজ্ঞের অর্ঘ্য সংগ্রহ করণে যত্নবান্ থাকিবেন। এই রূপে কলিযুগে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে।

বৈশম্পায়ন এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়াছেন, এমন সময় সভাভঙ্গ-সূচক ধ্বনি হইল। সভাস্থ সমস্ত লোক আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং রাজা জনমেজয়কে যথাবিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিল।

সিরাপিস জাহাজের বর্ণন।

যে জাহাজখানিতে আমাদের রাজ্ঞীপুত্র যুবরাজ আলবার্ট ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন সেখানির নাম সিরাপিস। আমাদের কেহই আজি পর্য্যন্ত তাহা দেখে নাই। অনেকেই তাহার বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য কৌতূহলী হইতে পারেন। কৌতূহলী পাঠকের কুতূহল দূর করিবার জন্য নিম্ন লিখিত কথাগুলি অদ্য প্রকাশ করিলাম।

অক্টোবর মাসের সচিত্র লণ্ডন নিউস নামক পত্রিকায় সিরাপিস জাহাজের একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সিরাপিস লৌহ নির্ম্মিত, বাষ্পীয় জাহাজ। ইহার চাকা বাহিরে নাই—ভিতরে;মধ্যস্থলে লৌহ পাখা আছে,তাহারই বলে এবং আঘাতে ইহার গতি সম্পন্ন হয়। ৭০০ শত অশ্বের একত্র বল যে পরিমাণ, ইহার কলের বেগ বলও তাই। ইহা প্রায় ২০০০০ মণ বোঝাই লইতে পারে। কলিকাতার গঙ্গায় যে সকল জাহাজাদি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে বৃহত্তর জাহাজ সকল ৯০০০ ১০০০০ মণ বোঝাইয়ের অধিক গ্রহণ করিতে পারে না। কলিকাতার পি-এন কোং-এর যে সকল মেলষ্টিমার আছে, আয়তনে এবং বোঝাই গ্রহণ শক্তিতে সিরাপিস দ্বিগুণ এবং তাহার দ্বিগুণ শক্তি ধারণ করে। ভারতবর্ষের জল বায়ু উষ্ণ। এই জন্য সিরাপিসের সমুদায় বাহ্যাঙ্গ শ্বেতরঙ্গে রঞ্জিত। জাহাজের "গোলুই" কি না ঠিক সম্মুখ ভাগটী সুন্দররূপে চিত্রিত এবং অনেক "লতপতের" কাজযুক্ত। ঐ স্থানে এই কয়েকটি কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে যথা স্বর্গীয় আলোকে আমাদের পথ আলোকিত। সিরাপিসের পশ্চাদ্দেশে ভারতাদি ভূভাগের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। সিরাপিস যুদ্ধ জাহাজ নহে, ইহাতে পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে অন্য দেশে সৈন্য প্রেরিত হইত। যুবরাজের ভারতবর্ষ আগমন জন্য জাহাজখানিতে অনেক পরিবর্ত্তন এবং বিশেষ করিয়া সুসজ্জা সম্পাদন করা হইয়াছে।

প্রধান কামরা অর্থাৎ "সালুনটী" পরদার দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত, ইহার এক খণ্ড যুবরাজের বৈঠকখানা, আর এক খণ্ড লোক জনের আহ্বান জন্য এবং তৃতীয়খণ্ড তাঁহার আহারাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জাহাজের উপর দরবার করিতে হইলে পরদা সকল স্থানান্তরিত করিয়া ঐ খণ্ডকে এক বৃহৎ সভাস্থল সম করা যায়। "সেলুনে" যে সমস্ত কোচ কেদারা ও টেবিল ইত্যাদি আছে, তৎসমুদায় সুচিক্কণ চর্বির বাতির ন্যায় পরিষ্কৃত ওক কাষ্ঠ-নির্ম্মিত এবং সুন্দর পিত্তলের কাজ করা। খড়খড়ির পেনেল সকল স্থানে স্থানে সাচ্চা জরির খোপ্পা ও রেসমের পরদাযুক্ত। আরসী সকল সুন্দর ওক কাঠের ফ্রেম-বিশিষ্ট এবং কৌচ এবং লিখিবার ডেক্স সমূহ মরোক্কো চর্ম্মাবৃত। সেলুনমধ্যে একটি বৃহৎ বাজানো যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রের মূল্য ১৭০০ টাকা। অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে একটি অতীব সুন্দর ঘড়ী এবং কয়েকটা অতি মনোহর ফুলদান আছে। শীতলতা সম্পাদন করিবার জন্য ঐ গৃহ মধ্যে দুই যোড়া লম্বমান পাখা আছে। ছয় জন চীনেম্যান এই সকল পাখা টানিয়া থাকে। কাপ্তেনের কামরার নিকট যে একটা বৃহৎ ঘড়ী আছে সেলুন হইতে কতক বৈদ্যুতিক ছোট ছোট ঘণ্টা বাহির হইয়া তাহাতে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বৃহৎ সেলুনের দুই পার্শ্বে রাজপুত্রের শয়নের, বিশ্রামের, স্নানের এবং অন্যান্য কার্য্যের ঘর। শয়নাগারের খাটখানি পিত্তলের। জাহাজের দোলনের সঙ্গে সঙ্গে উহা দুলিয়া থাকে। স্নানাগারে একটী লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ জলাধার আছে। উহাতে ১২ হান্দর জল ধরিয়া থাকে। প্রয়োজনানুসারে ঐ আধারে শীত উষ্ণ এবং সাগর বারি আইসে। সর্ব্বপ্রধান ডেকের অগ্র পশ্চাৎ দুই ভাগে রাজ্ঞীপুত্রের সঙ্গিদ্বের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

জাহাজের উপরিভাগে যথায় চার্ট অর্থাৎ ভূচিত্র ও অন্যান্য উপকরণ ছিল,তথা হইতে ঐ সকল দ্রব্য স্থানান্তরিত করিয়া তৎস্থান রাজপুত্র এবং সঙ্গিদের আরাম এবং বিশ্রামের জন্য নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এ স্থানটী দৈর্ঘ্যে ১৬ এবং প্রস্থে ১২হস্ত প্রায়। তাপ নিবারিত হইবে বলিয়া এই বসিবার স্থানের সম্পূর্ণ ছাদটি কাপড়ের এবং ইহাতে বড় বড় জানালা আছে।

সিরাপিসে বরফ রাখিবার জন্য দুইটা কামরা আছে, আর ইহার প্রত্যেকটীতে ৩০০ মণ করিয়া বরফ রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সৈন্যপোতসমূহে যে পরিমাণে বরফ লওয়া হয়,তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে বরফ এই জাহাজে লওয়া হইয়াছে। রাজপুত্রের ব্যবহার জন্য ছয়খানি ঘোড়ায় গাড়ি এবং তাঁহার দুগ্ধ পানের সুবিধার জন্য এক যোড়া গাভী জাহাজের মধ্যে লওয়া হইয়াছে। বিদেশীয় রাজগণকে নজর দিবার জন্য রাজ্ঞীপুত্র নানাবিধ দ্রব্য আপন সঙ্গে জাহাজের মধ্যে লইয়াছেন।

জালি ইত্যাদি ১৫ খানি ছোট নৌকা সিরাপিসের উপর লওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে যদ্দ্বারা রাজপুত্র তীরে অবতরণ করিবেন সেইখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই শেষোক্ত নৌকাখানি প্রায় ৩৬ হাত লম্বা এবং ইহাতে ১৪ জন দাঁড়ী থাকিবে। নৌকাখানির চারি দিকে লৌহের রেল এবং উপরে রেসমের ডামাস্কের ঝালর যুক্ত পরদা ঝুলান

সংবাদ।

দেশীয় ভদ্রলোকেরা মান্দ্রাজে একটী সভার অধিবেশন করেন; সেই অধিবেশনে যুবরাজের আগমন জন্য আতশ বাজির দিন দেশীয়দিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দেশ করা হয় ও সেই বিষয় কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। ভদ্রলোকেরা পরিবারদিগকে লইয়া অগ্নিকাণ্ড দেখিতে পারে এই নিমিত্তই স্বতন্ত্র স্থানের প্রয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতাতেও ঐরূপ করা আবশ্যক।

মান্দ্রাজে 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের রিসেপ্সন' সভায় ইহা সিদ্ধান্ত করা হয়, যে যত দিন যুবরাজ মান্দ্রাজে অবস্থিতি করিবেন, তত দিন গবর্ণমেণ্ট ও সদাগর আপীস বন্ধ থাকা উচিত। আমরা ভরসা করি, যে যে স্থানে যুবরাজ গমন করিবেন, সেই সেই স্থানে উক্ত মত অবলম্বন করা হইবে।

এডেন নগরে একজন পার্সী, যুবরাজের ভার বর্ষ শুভাগমন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বোম্বাই নগরে দশাভাইফ্রামজী নামক পুলিস মাজিষ্ট্রেট যুবরাজের সম্মুখে তাঁহার শুভাগমন বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমরা ভরসা করি উক্ত কার্য্যের ভার, কলিকাতায় একজন বাঙ্গালি হাইকোর্টের বিচার পতির হস্তে অর্পিত হইবে।

ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, মান্দ্রাজে যুবরাজের প্রবেশ কালীন সমারোহ দর্শনেচ্ছুদিগকে যানারোহণে দর্শন জন্য ৫ পাঁচ টাকা মূল্যে টিকিট বিক্রীত হইবে। রাস্তার রেল বসাইবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫ পাঁচ টাকা মূল্যে টিকিট বিক্রয় হইবে।

জয়পুর মহারাজার এই একটি প্রশংসনীয় গুণ আছে, যে তিনি সাধারণের মতের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন। তিনি প্রত্যহ অপরাহ্নে ক্রীড়ান্তে সম্বাদপত্র শুনিতে বসেন ও যেগুলি ভাল সেগুলি অনুবাদ করিয়া লইতে বলেন ও তাহা যথেষ্ট অনুমোদন করেন। তিনি এইরূপে রাত্রি ১ টা পর্য্যন্ত যাপন করেন। রাজাদিগের এ রীতি প্রশংসার্হ তাহার সন্দেহ নাই।

সাসুন কোম্পানি কর্ত্তৃক বোম্বাইয়ে আর একটি রেসমের কুঠি খোলা হইবে। বোম্বাইয়ে, জাপানের গুটি ও দেশীয় গুটি মোট বাঁধার পরীক্ষা করা হইবে।

সার্ট ক্লিফ সাহেব পুনরায় রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন।

মেঃ বিহারী লাল গুপ্ত সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হওয়াতে ৪০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

মেঃ জে এফ্ ব্রাড্‌বেরি উর্দ্দু ভাষায় উত্তম পরীক্ষা দেওয়াতে ১০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

—রাজপুত্র ভারতবর্ষের যেখানে যখন থাকিবেন তাঁহার সহিত এক একটী পোষ্টাফিশ থাকিবে। "যুবরাজের ক্যাম্প" শুদ্ধ এইরূপ লিখিলেই হইবে, অন্য কোন বিশেষ ঠিকানা লিখিতে হইবে না।

—রাজপুত্রের শরীর রক্ষার্থ এক দল ইউরোপীয় তুরুকসোয়ার অনবরত তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিবে। যাহাতে কোন রূপ দুর্ঘটনা না হয় তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে। জেলার মাজিষ্ট্রেটগণ তাঁহার বিপদ আপদের নিমিত্ত দায়ী থাকিবেন। কয়েক জন প্রহরী অনবরত তাঁহার শরীরের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন। রাত্রে যখন রেলওয়ে শকটে তিনি গমন করিবেন তখন রেলওয়ের দুই ধারে কুলিরা আলো হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং তাহারা প্রত্যেকে এরূপ দূরে দাঁড়াইবে যে পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায়।

১৮৭৪ সালের বাতুলালয় সকলের বিবরণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। রোগীর সংখ্যা বৎসরের প্রথমে ১০০১ হইতে বৎসরের শেষে ১০৭৪ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল। এতন্মধ্যে কেবল ২০৯ জন মাত্র আরোগ্য লাভ করে। সমস্ত বাতুলালয়ের ব্যয় মোট ১১৬৪৭৪ টাকা হইয়াছে। বিবরণ দৃষ্টে বাতুলের সংখ্যার বৎসর বৎসর বৃদ্ধিই দেখা যায়। এত দিন নির্ধন বাতুলের সংখ্যাই অধিক হইয়া আসিয়াছে, এবার যুবরাজ আসাতে টাকার শোকে অনেক ধনীদের বা শ্রীঘর দেখিতে হয়।

উপরোক্ত গেজেট পাঠে জানা যায় যে গত বৎসর আবকারী হইতে মোট রাজস্ব ৫৬২৯২৬১ টাকা আদায় হয়। দুর্ভিক্ষহেতু রাজস্বের ১৮০০৬৪ টাকা হানি হইয়াছে। আবকারীর কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের মত এই যে আবকারীতে রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সামাজিক উন্নতির উপায় হওয়া উচিত। প্রশংসনীয় বটে।

ভূমি সম্বন্ধীয় রাজস্ব চতুর্ব্বিধ ভূসম্পত্তি হইতে ৩৩১০৩৯০২ উৎপন্ন হয়। ১ম, চিরস্থায়ী বন্দবস্তি মহল, ২য়, বিশেষ ব্যক্তিগণের সম্পত্তি (যাহার বন্দবস্ত অচিরস্থায়ী) ৩য়, গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তি। ৪র্থ, রাইয়তি বন্দবস্তি ভূমি। বেহার এবং উত্তর বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত ও ১৮৬৬ সালের উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের অনাদায়ে পরিত্যক্ত ১২২৭০২৯ টাকা রাজস্ব মাপ হইয়াছে। নূতন বন্দোবস্তে ৪১০৯১ টাকা রাজস্বের বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজা জমিদারের অকৌশল ভাব পূর্ব্ব বাঙ্গালায় প্রায়ই চলিয়া আসিতেছে। কাহার দোষে?

২৪ পরগণার একটীং মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর জে, সি, কুইন সাহেব এক মাসের ছুটী লওয়ায় রেজিষ্টারী আফিসের প্রধান ইনস্পেক্টর মেঃ আর, এইচ, উইলসন সাহেব ঐ পদে কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হইলেন। বোধ হয় সংসারের সকল বস্তুর অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্যই ছোট লাট সাহেব এত শীঘ্র শীঘ্র ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সার উইলিয়ম জেম্‌স্ হর্শেল বারোনেট সাহাবাদের মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু হুগলির মাজিষ্ট্রেটের পদে একটীং থাকিবেন। দলিল পাইলেন সাহাবাদে, কিন্তু দখল রহিল হুগলিতে।

আমরা ১৫ ই কার্ত্তিকের সাধারণীতে ভাওয়ালের জমীদার রায় কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুরের সাধারণের উপকারার্থ দান শৌণ্ডতার বিষয় লিখিয়াছিলাম। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর তাঁহাকে যাবজ্জীবন রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

যুবরাজের আগ্রা গমনোপলক্ষে যে নৃত্য গীতাদির আমোদ হইবে, তাহা দুর্গস্থ দরবারগৃহে হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলোয়ের ট্রাফিক ম্যানেজার মেঃ জে, সি, ব্যাচিলর বিদায়ান্তে পুনর্ব্বার আপন কর্ম্ম গ্রহণ করাতে মেঃ কার্টার যিনি তাঁহার কার্য্য করিতেছিলেন তিনি এলাহাবাদের ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজর নিযুক্ত হইলেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে বোম্বাই বন্দরে যুবরাজের সমভিব্যাহারে যে সকল জাহাজ আছে, কোন দেশীয় রাজার তাহার কোনখানিকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে তিনি অনায়াসে তাহা দেখিতে পারেন। কেবল তাঁহাকে এজেণ্ট বা রেসিডেণ্টের ন্যায় ইউনিফর্ম্মধারী দুই এক জন কর্ম্মচারীর সহিত যাইতে হইবে!

বিগত বৃহস্পতিবার প্রাতে আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আর দুই জন সম্রান্ত সাহেবের সহিত যেখানে নূতন পশুশালা হইবে, সেই স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন। পশুশালার কার্য্য অতি ত্বরায় আরম্ভ হইবে।

বোম্বাই নগরে নূতন সম্বৎসরের প্রথম দিবসে মহা ধুমধামের সহিত প্রথম সূতার কল চালান হয়। মেঃ তাপিদাস ভরদাজ এই কলের স্বামী। আমরা ভরসা করি উক্ত মহাত্মা যে মহৎকার্য্যের সূত্রপাত করিলেন, তাহা সাধারে অনুকরণ করি শতেতে করিবেন।

যুবরাজের অভ্যর্থনার নিমিত্ত কতকগুলি লোক সোনাপুরে আতসবাজি নির্ম্মাণ করিতেছিল। হঠাৎ বারুদে আগুণ লাগিয়া তাহাদের মধ্যে ৯ জন পুড়িয়া মরিয়াছে। গরিব বেচারাদের নিয়তি।

লর্ড নর্থব্রুক যে রেইল গাড়িতে চড়িয়া বোম্বাই যাইতেছিলেন, সেই গাড়ি তিচাড়া ষ্টেশনের নিকট এক জন লোকের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লোকটীর রগে কেবল একটু আঘাত লাগিয়াছিল।

রুষিয়া দেশে গত বৎসর ৭৬৩০ দম্পতি বিচ্ছেদ হইয়াছে। খ্রীষ্টিয় নীতি ও ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধন্য।

সার্ রিচর্ড গার্থ সম্প্রতি জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। এক্ষণে কিঞ্চিৎ আরোগ্য পাইয়াছেন।

ব্রহ্মরাজ যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য আপন পুত্রকে কলিকা পাঠাইবেন।

কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিয়াছেন। যুবরাজের অভ্যর্থনার নিমিত্ত কাশ্মীর রাজ কলিকাতায় আসিয়া যাহাতে স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারেন, তিনি অগ্রে আসিয়া তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

মক্ষমূলারের "chips" নামক গ্রন্থের নূতন সংখ্যা শীঘ্র প্রচারিত হইবে। তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কোলব্রুক সাহেবের জীবন-চরিত ও ডারুইনের পরিণামবাদের প্রতিবাদ থাকিবে।

মফস্বল।

বর্দ্ধমান।

বর্দ্ধমানাধিপতি প্রিন্সকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুককে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে, যুবরাজ যে যেস্থান পরিদর্শন করিবেন, তাহার প্রোগ্রাম স্থির হইয়া গিয়াছে; এখন আর তাহার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না। শুদ্ধ বাড়ী মেরামত ও ঘোড়া ব্রেক করাই সার?

যুবরাজ বঙ্গে পৌঁছিয়াছেন বলিয়া ২৪ শে কার্ত্তিক মঙ্গলবারে এখানে তোপ ধ্বনি হইয়াছিল।

শ্রুত হইলাম বর্দ্ধমানাধিপতি যুবরাজকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত ৬০ হাজার টাকা মূল্যের একটী হীরকাঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করাইয়াছেন।

বিগত ২১শে কার্ত্তিক শনিবারে শ্রীমতী রাণী হর সুন্দরী দেবী এবং রাজা বিশেশ্বর মালিয়াকে খেলাত দিবার নিমিত্ত এখানকার সারকিট্ হাউসে একটি বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে এখানকার সমস্ত সম্রান্ত ইংরাজ এবং দেশীয়েরা উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে দেশীয় যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল সকলেই শালের পাগড়ি মাথায় দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপতির সম্বন্ধীয়র তাজ মাথায় দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা সভা হইতে বহিষ্কৃত হন।

কৃষ্ণনগরে ট্রাম্‌ওয়ে।

প্রথম পত্র।

কিছু দিবস গত হইল অবগত হইয়াছিলাম যে, রাণাঘাট হইতে উলার ভিতর দিয়া কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে হইবে, এই সুখ সংবাদে সকলেই যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, কারণ উক্ত রাস্তার জন্য উলাবাসীরা অনেক বার গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রন্দন করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে সকল ক্রন্দনে একবারও কর্ণপাত করেন নাই, তাহার পর গবর্ণমেণ্ট যখন উক্ত রাস্তায় ট্রামওয়ে করিবার মনস্থ করেন, তখন এই সংবাদ শুনিয়া সকলের আর সুখের সীমা ছিল না, সকলে মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, আর দুরন্ত শীতকালে ট্রেনামস্ হওয়ার ভয়ে দ্বিপ্রহর রাত্রে উঠিয়া কাহারও কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিতে হইবে না, বর্ষাকালে বিনামা হস্তে জানুর উপর বস্ত্র উত্তোলন করিয়া আর রাণাঘাটাভিমুখে গমন করিতে হইবে না। কিন্তু হায়! গবর্ণমেণ্ট বুঝি আমাদিগকে সে আশায় নিরাশ করিলেন। রোডশেস্ কমিটীর মেম্বর মহাশয়েরা যখন এই বিষয়ে আপাত্ত উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা যখন বলিতেছেন যে, উক্ত ট্রামওয়ে বগুলা হইতে হইলে ভাল হয়, তখন নিশ্চয়ই তাহাই হইবে, মেম্বর মহাশয়দিগের মন কি প্রকার তাহা বলিতে পারি না। বগুলা হইতে ট্রামওয়ে হইলে বোধ হয় তাঁহাদিগের কোন সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে অপর সাধারণের উপকার হইল কই? মেম্বর মহাশয়েরা বড় লোক তাঁহাদের সামান্য দুই একটা মকথ যাহা হইবে

আমাদের সমস্ত গ্রামবাসীর ক্রন্দনেও তাহা হইবে কি না সন্দেহ। সম্পাদক মহাশয়! উক্ত ট্রামওয়ে হইলে যে,কেবল উলাবাসীদিগের সুবিধা হইবে এমত নয়, আরও অনেক গ্রাম বাসীদিগেরও মহৎ উপকার হইবে। সেই সকল গ্রামের মধ্যে কতকগুলি গ্রামের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না,—যথা বৌচা, মোশ্ডাঙ্গি, আড়বাঁদি, ভাদুরি, টাঁরপুর, টাকশাল রাধাকান্তপুর, শিশ্মা, বরাসত, বাদ্কুল্যা, ইত্যাদি। এই সমস্ত গ্রামের লোকেরও যারপর নাই সুবিধা হইবে। আর যাঁহারা কলিকাতার ওদিগ হইতে কৃষ্ণনগর যাইবেন, তাঁহাদের বগুলা হইতে ট্রামওয়ে হইলেও যে সুবিধা এই স্থান দিয়া হইলেও সেই সুবিধা। ইহাতে বোধ হয় সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন, যে উলা দিয়া ট্রামওয়ে হইলেও উপরি উক্ত গ্রামবাসীদিগের যারপর নাই উপকার হইবে এবং ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও লাভ বই অলাভ হইবে না। উলা দিয়া ট্রামওয়ে হইলে যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইতে গমনাগমন করিবেন, তাঁহারা ত করিবেনই, ইহা ব্যতীত উপরোক্ত গ্রাম সমূহের ব্যক্তিরা রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগর গমনাগমন করিবেন। সম্পাদক মহাশয়! বেশী আর কি লিখিব, এই সমস্ত গ্রামবাসীরা যদি এই সুবিধা নষ্ট করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। আজন্ম কাল রাস্তার ঐ সমস্ত দুরূহ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তজ্জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট সানুনয়ে ও সকাতরে এই প্রার্থনা করিতেছি, যে, যাহাতে উলার ভিতর দিয়া ট্রামওয়ে যায়, সেই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট একটু মনোযোগ করিয়া এই চিরদুঃখী প্রজাগণের দুঃখমোচন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করুন। উপসংহারে আমাদিগের এই বক্তব্য যে, যদি বগুলা দিয়া ট্রামওয়ে যায়, তাহা হইলে প্রত্যহ অপর সাধারণ সকলেই আন্তরিক মন খুলিয়া উক্ত মেম্বর মহাশয়দিগকে গালাগালি না দিয়া জলগ্রহণ করিবে না।

শ্রী ন, গু, ম

দ্বিতীয় পত্র।

রাণাঘাট হইতে ট্রামওয়ে সম্বন্ধে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে,অল্প লোকের অভীষ্ট সিদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে প্রভুত্ব প্রকাশ না করিয়া কমিসনর সাহেবের উচিত যে নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করেন। বগুলা হইতে রাণাঘাট ৫৷০ ক্রোশ মাত্র,—রাস্তা পরিপাটি, হাঁসখালি এক ব্যবসায় স্থান ও অনেক বৃহৎ পল্লি। রাস্তার পার্শ্বস্থিত, রাণাঘাট ৮৷০ ক্রোশ, রাস্তা অতি কদর্য্য, ব্যবসায়ের সুবিধা কিছু মাত্র নাই। কুষ্টিয়া হইতে যে মালের আমদানি হয় তাহা বগুলা দিয়া হওয়াই সম্ভব। রাণাঘাট দিয়া আমদানি করিতে হইলে ব্যবসায়ীরা কোন ক্রমেই সম্মত হইবে না। রাণাঘাট দিয়া রাস্তা হইলে কেরাঞ্চি গাড়ির প্রতিযোগিতা থাকিবেই থাকিবে। ১০ মাইল [illegible] গাড়ি চালাইলে রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর আসিতে ১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট লাগিবে, বগুলা হইতে কৃষ্ণনগর যাইতে ১৷০ ঘণ্টার অধিক লাগে না। লাভের মধ্যে রাণাঘাটের উত্তরস্থিত লোকের অধিক সময় নষ্ট ও অধিক অর্থব্যয়। পেঁয়াজের উপর পয়জার। রাণাঘাট দিয়া লাইন খুলিলে পরিণামে কলিকাতার ট্রামওয়ের দুর্দ্দশা এ লাইনেরও যে হইবে, তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। সাধারণের টাকায় সাধারণের উপকার না হইলে,কর্ত্তৃপক্ষদের আমার বলা বাহুল্য যে,ইহাতে পরস্বাপহরণ হয়; তবে সাহস এই দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয় না।

অপক্ষপাতী হইয়া বলিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রস্তাবিত শাখা বগুলা হইতে হওয়াই উচিত বোধ হয়। রাণাঘাট হইতে হইলে উলা প্রভৃতি কয়েক খানি ভদ্র পল্লির সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণের সুবিধা দেখাই দ বহু রোড শেষ কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য। বগুলা ও রাণাঘাট এই দুই লাইনের ন্যূনাধিক দূরতা, দুই রাস্তার অবস্থানুসারে ন্যূনাধিক ব্যয় সাধ্যতা, রাণাঘাটের উত্তর প্রদেশীয় লোক দিগের ও ব্যবসায়ীদিগের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিলে আমরা অবশ্যই রোডশেষ কমিটীর পক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য হই। বিশেষতঃ লোকের কৃষ্ণনগর আসা যাওয়াই সর্ব্বদা আবশ্যক, রাণাঘাট হইতে লাইন হইলে কেরাঞ্চিগাড়ির সহিত প্রতিযোগিতা হেতু ভবিষ্যতে লাইনের কৃতকার্য্যতা সন্দেহ স্থল হইয়া পড়িবে।

স্বা-স

আহ্বান।

১। মধুরা যামিনী পোহায়ে যায়,
ঘন নীল প্রভা বিচরে গগনে,
ফুটিছে নীরবে কুসুম মালায়,
অমল অমৃত ভাসিছে বদনে;
নব অনুরাগে কুসুম কাননে,—
কুহু কুহু রবে কোকিল ঝঙ্কারে;
চুম্বি নলিনীর বিকচ বদনে,
নন্দন সৌরভে সমীর সঞ্চারে;
চারু পরিমল চৌদিকে বিস্তারে।

২। রঞ্জিত গগনে, কোথায় কোথায়—
কাদম্বিনী দাম করে বিচরণ,
সোনার লহরী সুনীলে মিলায়!
আবার তরল রকত বরণ;
নীল প্রভাময় উজলি গগন,
নব রাগে অই আনন্দ স্যন্দনে—
উদয় দিনেশ সহস্র কিরণ,
তরল কাঞ্চন কর পরশনে,
চুম্বিছে মহীর শ্যামল বদনে।

৩। অই রবি করে! সরসীর জলে,
ফুটছে নলিনী,—অমৃত আধার!
অই রবি করে! গোলাপের দলে,
শুকায় নিশীথ- ঝরিত-নীহার;
অই রবি করে! উছলে আবার,
সরস সজল বসন্ত যৌবনে,
ফুল প্রেমদার প্রেম পারাবার,
প্রভাতে প্রাণেশ বিদায়ি চুম্বনে!—
যাচিলে বিদায় মলিন বদনে।

৪। অই রবি কর! করি পরশন,
জীবের মঞ্জরী, জাগে ধরাতলে,
পায় চরাচর, নবীন জীবন;
দেবী বসুমতী হাসে কুতূহলে;
অই দিনমণি পূরব অঞ্চলে,
করিতেছে আজি সুধা বরিষণ!
সহস্র কিরণে আনন্দ উছলে!
আনন্দ কিরণে প্রফুল্ল গগন!
আনন্দ উচ্ছ্বাসে পূর্ণিত ভুবন!

৫। বল দিননাথ! বল কি কারণ!
আনন্দের রূপে, ভারতে উদয়!
ভারতে কি আছে আনন্দ দর্শন,
কি সুখে ভারত হবে সুখময়,
আজি এ ভারত দুঃখের নিলয়!
উছলে বিষাদে দুঃখের লহরী!
অনন্ত অনলে দহিছে হৃদয়!
হায় সে বেদনা কেমনে পাসরি,
ভাসিবে সুখের সলিল উপরি।

৬। দেবী জগদ্ধাত্রী নিস্তার কারিণী!
আবির্ভূতা মাতা ভারত ভবনে,
দিনেকের তরে, হর্য্যক্ষ-বাহিনী!
প্রতি ঘরে ঘরে, প্রসন্ন বদনে;
দিনেকের তরে, বঙ্গের সদনে;
জ্বলিল সুখের প্রদীপ নিচয়!
উজ্জ্বল শীতল কর বরিষণে,
জুড়াইল চির তাপিত হৃদয়!
আজি অই পুন সব লীন হয়।

৭। পোহাল যামিনী,—সুখের যামিনী!
নবমীর চাঁদ, গেল অস্তাচলে,
মুদিল বিষাদে আনন্দ নলিনী!
ভাসিল ভারত নয়নের জলে!
কার্ত্তিক দশমী আজি বঙ্গ তলে,
অই যে বাজিছে বিষাদ বাজনা!
কাংস্য করতাল শংখ অবিরলে;
যাইবেন আজি উমা চন্দ্রাননা,
"নিরঞ্জন" সনে শ্রীকণ্ঠ বাসনা।

৮। এ দুঃখের দিনে কেন দিনমণি,
আনন্দ ময়ূখ কর বরিষণ?
এ দুঃখের দিনে কেন অভাগিনী,
কেন বঙ্গ তুমি আনন্দে মগন?
* * * *
হও আজি বঙ্গ প্রফুল্ল বদন,
মুছগো জননী নয়নের জল!
দেখ মা মেলিয়া যুগল নয়ন,
তোমার করুণ মলিন বিমল—
বদন কমল, হতেছে উজ্জ্বল।

৯। এস যুবরাজ! আদরের ধন;
ডাকিছে তোমায় ভারত দুঃখিনী,
পেতেছে অভাগী, অঙ্ক সিংহাসন,
অভাগী তোমার দুঃখিনী ভগিনী!
ভগিনী তোমার চির কাঙ্গালিনী!
নাহি ধন জাল নিখিল ভুবনে,
কি দিয়ে ভুষিবে? হায় সে দুঃখিনী;
সহোদরে তার, রতন ভূষণে;
(কোথা পাবে বল) সাজাবে কেমনে।

১০। উছলিত আজি স্নেহ পারাবার,
ভারত দুঃখিনী, সেই স্নেহ ভরে,
ডাকিছে তোমারে এস একবার!
বস যুবরাজ! উৎসঙ্গ উপরে;
স্নেহের ভগিনী প্রফুল্ল অন্তরে,
চুম্বিয়া তোমার কমল বদন,
নিরখি তোমায় ম্লান নেত্র ভরে,
যুড়াক বিদগ্ধ তাপিত জীবন;
মনের বেদনা হৌক বিস্মরণ।

১১। কোথালো গঙ্গে! অয়ি! গিরিবালা!
দুরিত দমনি, পতিত তারিণি!
বিকাশি অনন্ত, তরঙ্গের মালা,
যাও দেশে দেশে, তুরঙ্গ ব্যাপিনি!
মৃদু কল রবে, কল সংবাদিনি!
প্রতি ঘরে ঘরে, সহস্র বদনে,
গাও এ সঙ্গীত! অয়ি সুরঙ্গিণি;
"আজি যুবরাজ বঙ্গের ভবনে
আসিছেন আহা! প্রফুল্লিত মনে।"

১২। সাজ গো প্রকৃতি, কুসুম বসনে!
অকালে কর লো বসন্ত সঞ্চার!
লতা ফুল দামে, মঞ্জরী ভূষণে,
সাজাও কোমল শ্রী অঙ্গ তোমার!
এস যুবরাজ! এস এই বার,
ডাকে বঙ্গ কবি, বঙ্গের সনে,
অই শুন অই, বঙ্গে অনিবার;
আনন্দের ধ্বনি! উছলে সঘনে,
তুষিতে তোমারে প্রেম আলিঙ্গনে।

শ্রীহঃ—

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	৩৲
ডাকমাস্থল ...	।৵০
অগ্রিম যাণ্মাসিক মূল্য	১॥০
ডাকমাস্থল ...	৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা ।০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্রলিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে তরুণ তরুণী দিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫ ফর্ম্মা আকারে নভেল বাহির হইবে। অনুমান ১০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৶০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমজাদর্পণ আপীস, ৩৫ চোর বাগান কলিকাতা। } সমাজদর্পণ সম্পাদকও ভাগবত প্রভৃতির প্রকাশকগণ।

দুখ সঙ্গিনী।

গীতিকাব্য।

মূল্য ৸০ আনা।

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরি, নূতন ভারত যন্ত্র,ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতেও ঢাকা, বান্ধব কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করি কামশ্যান পাঠইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডারপাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

ব্যায়াম শিক্ষক।

প্রথম ভাগ।

হুগলি কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক
শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ কৃত।

মূল্য ।০। কলিকাতার চীনাবাজার শ্রীপদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও চুঁচুড়া হিন্দু হোষ্টেলে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৬॥০	অগ্রিম যাণ্মাসিক ...	৩৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	২৲	মাসিক ...	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...		...	৶০

ডাকমাস্থল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—৬ই অগ্রহায়ণ। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ২১শে নবেম্বর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। { ৪ সংখ্যা।

ভারতবাসীরা যে অতি ভয়ানক মিথ্যাবাদী তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আজি এখন একও বৎসর হয় নাই, দুর্ভিক্ষের পরে দেশশুদ্ধ লোক চীৎকার করিল—যে, দেশে নিতান্ত অর্থাভাব হইয়াছে, এ বৎসর গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব রেহাই না করিলে, আর কোন রূপে নিস্তার নাই। নহিলে জমীদারেরা একেবারে উচ্ছিন্ন যাইবে। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন প্রজায় আজি দুই বৎসর জমীদারকে এক কপর্দ্দকও দেয় নাই, প্রজার স্থান হইতে না পাইলে জমীদার কোথা হইতে রাজস্ব দিবে? যদি গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব এক বৎসরের জন্য ছাড়িয়া না দেন, তবে জমীদারেরা একেবারে মারা পড়িবেন। তাহার পর এক বৎসর এখনও গত হয় নাই, ইতিমধ্যে যুবরাজের আগমন উপলক্ষ করিয়া চারিদিকে টাকার শ্রাদ্ধের ঘটা দেখ! এই সে দিন বলিলে, আমাদের কিছু নাই, দোহাই সাহেবের! দোহাই কোম্পানির! আজি আতস বাজীতে সহস্র সহস্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিতেছ, আবার সাহেবেরা তোমাদের মিথ্যাবাদী বলিলে তোমরা অভিমান কর? ভারতের দুরদৃষ্ট ক্রমে দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, ও হইবেও; এবার দুর্ভিক্ষ হইলে, যখন তোমরা আবার অর্থাভাব প্রদর্শন জন্য ক্রন্দন করিতে থাকিবে, তখন সাহেবেরা অবশ্য বলিবেন যে "নেটিব, জমীদারেরা ঐরূপ অনর্থক রোদন করিয়া থাকে, ৭৪ সালে উহারাই নির্ধনতার ছল করিয়া খাজানা রেহাই চাহিয়াছিল; ৭৫ সালের ডিসেম্বর না যাইতে যাইতে উহারাই আবার অনল-উৎসবে টাকা উড়াইয়া দেয়। উহাদের রীতিই ঐরূপ। উহারা ঘোর মিথ্যাবাদী। একথার উত্তর নাই।

তবে এক কথা আছে, সকল হৃদয়ের রাজভক্তি কিছু সমান ভাবে এক দিকে যায় না। তোমরা বলিবে, আমরা ঋণগ্রস্ত হইয়াও রাজভক্তি দেখাইব। এ কথার উত্তর নাই।

অর্থের সদ্ব্যয় হইলে, আর কেহ কোন কথা বলিতে পারে না। এই যে বেহারের বড় মানুষেরা সকলে যুটিয়া বেহারের মধ্যে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন জন্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা, এই উপলক্ষে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাতে কি কেহ কোন কথাটি কহিতে পারে? কেহই পারে না। সদ্ব্যয়ে ব্যাঘাত প্রদান করে, এমন ভারতবাসী অতি অল্প আছে। কিন্তু এমন লোকও অতি অল্প আছেন, যে আলোক-রাজিতে বা আতস বাজিতে যে অর্থনাশ হইবে, তাহা অর্থের সদ্ব্যয় বলিয়া মনে করেন! অথচ বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা আর কিছুই বুঝিবে না, আর কিছুই করিবে না!

যদি দেশীয় লোকের ধনে, দেশীয় লোকের অধীনে দশটা কল থাকিত, তাহা হইলেও বা একবার আস্ফালন করিয়া, আলোক মালায় সজ্জিত করিয়া, যুবরাজকে বলা যাইতে পারিত, "এই আমাদের কাপড়ের কল, এই আমাদের সূতার কল, এই আমাদের তৈলের কল"। তাহা কিছু নাই। যদি দশটা বড় আফিস থাকিত

ত বলা যাইতে পারিত "এই আমাদের মল্লিকদের হাউস; ইঁহারা ডণ্ডীতে পাটের রপ্তানি করিয়া থাকেন,"—"এই আমাদের শীলেদের হাউস, ইঁহারা বিলাতে রেশম, তিসি রপ্তানি করিয়া থাকেন," তাহাও কিছু নাই। যদি দশ খানা জাহাজ থাকিত তাহা হইলে, সেইগুলি আলোকিত করিয়া বলা যাইতে পারিত "এই আমাদের বাণিজ্য পোত—আমরা চীন, জাপান, মার্কিনে বাণিজ্য করিয়া থাকি" তাহাও আমাদের কিছুমাত্র নাই। শ্লাঘা করিয়া দেখাইবার কিছুমাত্র নাই। আছে এক এক অন্ধীকৃত বন্দীঘর। সেই কলঙ্ক-কবর,—আলস্য আবাস—উজ্জ্বলীকৃত করিয়া যুবরাজকে দেখাইবে? তাহারই নাম রাজ ভক্তি! আমরা বলি যাহাদিগের জাতি-ভক্তি! এত দূর নীচগামিনী, তাহাদিগের রাজ ভক্তি প্রলাপ রচনা।

ইংরাজ আমাদিগের রাজা, আমরা ইংরাজের পদানত। সাহেব মাত্রেই রাজার জাতি, আমরা সাহেবদেরও পদানত। আমরা সাহেবকে ভয় করি, ভক্তি করি, পূজা করি এবং নিয়তই কায়মনোবাক্যে নতশিরে সাহেবের পদসেবা করিয়া থাকি। তথাপি সাহেব তুষ্ট রহেন; সাহেব আমাদিগকে মনের সহিত ঘৃণা করেন, অতি রূঢ় ভাষায় গালি দেন, নির্দ্দয় রূপে পীড়ন করেন এবং সময়ে সময়ে কৃষ্ণোজ্জ্বল সুচিক্কণ চর্ম্মপাদুকা বিশোভিত পদে আঘাত করিতে ত্রুটি করেন না। আমরা আপীশে সাহেবের গালি খাই, রাজপথে সাহেবের ধাক্কা খাই এবং ষ্টেশনে সাহেবের তাড়না খাই। তাহাতেই আমাদের উদর পূর্ত্তি থাকে, এ সকলই আমাদের এক রূপ গা-সহা হইয়া গিয়াছে। তুমি ভদ্র সন্তান, সাহেবের চাকরি কর, আপীশ হইতে গৃহগমন কালে কেন সদা তোমার মুখ এমন মলিন ও বিশুষ্ক দেখা যায়? তুমি লক্ষপতি বাঙ্গালী, জাহ্নবী তীরস্থ রাজবর্ত্মে বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেছ;—পথ ছাড়িয়া দাও, ঐ দেখ কোট হ্যাট ধারী ভিক্রুজ সাহেব আসিতেছেন; আরও একটু সরিয়া দাঁড়াও, নতুবা এখনি সাহেব তোমাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিবে। তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মহামান্য জমীদার, ফীটনে যুড়ী হাঁকাইয়া যাইতেছ, অশ্ব সংযত কর, ঐ দেখ এক সাহেব অশ্বারোহণে তীরবেগে আসিতেছে; বামে রাখ, পাশ দাও, তোমার শকট পয়ঃপ্রণালীতে পড়ে পড়ুক, নতুবা কল্যই তোমাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে ইহার জন্য জবানদিহি করিতে হইবে। তুমি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, ষ্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছ, বিশ্রাম কক্ষে যাইও না,—উহা তোমার জন্য হয় নাই,—তন্মধ্যে সাহেব আছেন, এখনি তোমার অবমাননা করিবেন। ট্রেন আসিল, গাড়ীতে স্থান নাই, লোকে পরিপূর্ণ, সাহেবের গাড়ীতে স্থান আছে সত্য, তথাপি উঠিও না, সাহেব একাকী যাইবেন, বাঙ্গালীকে কাছে বসিতে দিবেন না। বস্তুতঃ আমরা সাহেব কর্ত্তৃক এই রূপই নিপীড়িত, অপমানিত ও পদ-দলিত হইতেছি; সাহেবেও এইরূপ অবাধে আমাদের উপর একাধিপত্য করিয়া আসিতেছেন। কেন আমরা এ ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করি? কেন আমরা হেঁটমুণ্ডে ভূষ্ণীম্ভাবে এ কঠোর অত্যাচার সহা করি? তাহার কারণ এই, ইংরাজ আমাদের রাজা, আর সাহেবেরা সেই রাজ-জাতীয়। ইংরাজরাজ একান্ত স্বজাতিপক্ষপাতী, সাহেবকে এবং আমাদিগকে কখনই সমান চক্ষে দেখেন না। এই প্রশ্রয়েই সাহেবের এতদূর স্পর্দ্ধা! এই সাহসেই সাহেব ভারতে বীরদর্পে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। এই কারণেই রেলওয়ে কোম্পানি ও তাঁহাদের অশিক্ষিত সাহেব কর্ম্মচারীগণ এদেশীয় আরোহীদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন।

সে দিবস চন্দন-নগর ষ্টেশনে তিনটী বাবু রেল শকটের এক গাড়ীতে উঠিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিত হয়েন। একজন সাহেব নিজস্ব ভাড়া না করিয়া স্বচ্ছন্দে একাকী এক গাড়ীতে যাইতেছিলেন। অন্য গাড়ীতে স্থানাভাব প্রযুক্ত বাবুরা সাহেবের গাড়ীতে উঠিতে চাহেন। সাহেব কোন মতেই উঠিতে দিবেন না, বাবুদেরও দুর্ব্বুদ্ধি সেই গাড়ীতেই উঠিবেন। এমন সময়ে গার্ড আসিয়া বাবুদিগকে অতি কর্কশ স্বরে বলিল "অন্য গাড়িতে যাও, আর সময় নাই।" বাবুরা আর কি করেন, নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া অগত্যা অধোবদনে অপর গাড়ীতে উঠিলেন। শুনা গেল, ঐ সাহেব পাণ্ডুয়ার ষ্টেশনে একবার অবতরণ করেন, এই অবসরে দুইটি বাবু উহার গাড়ীতে উঠিয়া বসেন। সাহেব আসিয়া নামিতে বলেন, বাবুরা অসম্মত হওয়ায়, রূঢ় বাক্যে তাঁহাদের বিলক্ষণ অপমান করেন। তৎক্ষণাৎ গার্ড আসিয়া বাবুদিগকে অপমানের উপর অপমান করিয়া নামাইয়া দেয়। দেশীয় আরোহীগণের এইরূপ দুর্দ্দশা। পদে পদে অবমাননা, পদে পদে কষ্ট! যাত্রীগণের উপর আরও যে কত রূপ অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? এদেশীয়গণ নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই এ সকল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এ গোবেচারাদিগের উপরই রেলওয়ে কোম্পানির যত নিয়মের আঁটা আঁটি, জাতিভায়া সাহেবের উপর কোনও নিয়ম নাই। সাহেব ঘরের ভিতর যাইয়া টিকেট লইতে পারেন, রিজর্ব না করিয়া, স্বচ্ছন্দে একাকী এক গাড়ীতে গমনাগমন করিতে পারেন, আরও যে কত কি পারেন, তাহা কে বলিবে? সাহেবের সর্ব্বত্রই সুখ, সাহেবের সুখের পথে কুত্রাপি কণ্টক নাই। কালা বাঙ্গালার কপালে সে সুখ কোথায়? কখনও যে হইবে, বোধ হয়, সে আশাও নাই।

ভারতবর্ষে একটি বিজ্ঞান সভা স্থাপিত করা কর্ত্তব্য, যদি সত সত্যই এরূপ কথা অনেকের মনে হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। আর বিলম্ব করিলে আমাদের কোন কথায় আর কেহ কখন বিশ্বাস করিবে না। ডিউক অব্ এডিনবরার শুভাগমন সময়ে অনেক রাজা শুভ কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সুযোগে বাবু মহেন্দ্র লাল সরকার এই সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেন, তাহা অপেক্ষাও এবার অধিকতর সুযোগ উপস্থিত, এই সময়ে একবার বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শুনিতে পাওয়া যায় অনুষ্ঠাতা মহেন্দ্র বাবু শারীরিক অসুস্থ আছেন, সভার পক্ষে এটি নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই কার্য্য অতি বৃহৎ ব্যাপার, মহেন্দ্র বাবু সুস্থ থাকুন, আর কিছু অসুস্থই থাকুন, এটি এক জনের কর্ম্ম নহে। মহেন্দ্র বাবুর এখন কর্ত্তব্য, সাধারণ বিদ্বন্মণ্ডলীকে ডাকিয়া এই অতীব গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ লওয়া, আর কলিকাতার কৃতবিদ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের কর্ত্তব্য—তিনি ডাকুন, আর নাই ডাকুন, সকলে সমবেত হইয়া এ বিষয়ে যুক্তি করা। যখন আমাদের দেশের কতকগুলি লোকে বিপুল অর্থদান করিতে স্বীকৃত, তখন দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই সে বিষয়ে অবশ্য মত প্রদান করিতে পারেন। এই ভাবী বিজ্ঞান-সভা লইয়া কলিকাতার মধ্যে বিলক্ষণ দলাদলি দেখিতে পাই। অনেকেই বলিয়া উঠেন "ইহাতে কিছু হইবে না।" কেন হইবে না তাহার কারণ আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। যাহাতে কিছু হয়, এখন অবধি তাহার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাহার পর যদি যত্নে কৃতে "ন সিদ্ধতি," তাহাতে ক্ষতি কি? তাহাতে দোষ কি?

'এই বিজ্ঞান সভার সঙ্গে সঙ্গে একটী বিস্তৃত ব্যবসায় চলিতে থাকে এরূপ কৌশল করিতে আমরা পরামর্শ দিই। মনে করুন, ঔষধতত্ত্ব ও রসায়ন শাস্ত্রে শিক্ষাদান জন্য পরীক্ষাগার থাকা চাই। আমাদের প্রস্তাব এই যে, এই পরীক্ষাগারের (বা Labratory) সঙ্গে সঙ্গে একটী ঔষধালয় (Dispensary) থাকুক; সেই স্থান হইতে রীতিমত ঔষধাদি বিক্রয় হউক, এবং সেই লাভের টাকায় বিজ্ঞান সভার উন্নতি সাধন হউক। সেইরূপ যন্ত্রবিজ্ঞানে, বাষ্পীয় যন্ত্রাদি থাকা চাই; সেই গুলি কোন বিশেষ ব্যবসায়ে খাটাইয়া

লওয়া হউক। ইহাতে আর একটী বিশেষ উপকার আছে; কেবল কৃতবিদ্যের জন্য যন্ত্রশালায় কতকগুলি কাটা কাটা যন্ত্র থাকিলে শিক্ষকের সাহায্যে তাহাতে কেবল কতকগুলি ছাত্রবৃন্দের উপকার হইতে পারে, কিন্তু রীতিমত বৃহৎ একটা কল কারখানা রাখিলে আপামর সাধারণকে হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা দিলে, সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে ও যন্ত্রের উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। শিক্ষা প্রাপ্তির সুবিধা আছে এরূপ জানিলে, অনেক বুদ্ধিমান্ দরিদ্র সন্তান অতি অল্প বেতনে কলে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং ব্যবসায় পক্ষে ইহাতে ব্যয়লাঘব এবং বিজ্ঞান পক্ষে অক্লেশে জ্ঞানের প্রচার সাধন হইবে। আর এক কথা বিজ্ঞানের জন্য ভিক্ষা মিলা দুরূহ, কিন্তু শেয়ার করিয়া, দুই চারি জন প্রধান লোকে একটী বিজ্ঞান কোম্পানি খুলিলে, টাকার অভাব কিছুমাত্র থাকিবে না, অতি অল্প দিনে দুই লক্ষ বা দশ লক্ষ টাকা মূলধন দাঁড়াইবে।

দেশীয় ঔষধাদি সম্বন্ধে সেই রূপ। আমাদের দেশীয় ঔষধ মধ্যে উদ্ভিদই অধিক। এই সকল ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য, অকর্ম্মণ্য ও কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে। দেশীয় উদ্ভিদ ঔষধাদি সম্বন্ধে বিক্রেতা গন্ধবণিক গণ্ডমূর্খ, ক্রেতা হস্তীমূর্খ, এবং ব্যবস্থাদাতা কবিরাজ, অনেক সময়ে কপিরাজ; সুতরাং রোগের উপশম হয় না, ও লোকেরও শ্রদ্ধার ক্রমে দিন দিন হ্রাস হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমেই বলুন, আর অসৌভাগ্য ক্রমেই বলুন, কলিকাতায় না হউক, মফস্বলের ডিস্পেন্সরি সকলেরও অবস্থা তদ্রূপ, সুতরাং ইংরাজি ঔষধের প্রতিও লোকের পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধা নাই। তাহা থাকুক বা না থাকুক, দেশীয় ঔষধাদি একটি ভাল বিপণি ও দুষ্প্রাপ্য ঔষধের গাছ গাছরা উৎপাদন জন্য একটী ঔষধক্ষেত্র, এই দুইটি এখন অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞান সভার এই ভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এবং আমাদের প্রস্তাবমত ব্যবসায়ের জন্য অথচ বিজ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা হেতু, এইরূপ একটী বিপণি ও ঔষধক্ষেত্রে রাখিলে, তাহার আয় হইতে সভার উন্নতি হইবে এবং দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা হইবে। বিজ্ঞানের সকল শাখার সহিত কোন না কোন ব্যবসায়ের সংস্রব আছে; আমাদের স্থূল কথা এই, যাহাতে বিজ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় চলে এরূপ কৌশল স্থাপন করা কর্ত্তব্য। শেয়ার করিয়া ধনী সংগ্রহ করিতে হইবে এবং বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে সভা বা কোম্পানি স্থাপিত করিতে হইবে। কলিকাতার বাহিরে সভা স্থাপন করিতে অনুরোধ করিবার আর একটি কারণও তাই। এইরূপ করিলে দেশীয় উৎসাহে, দেশীয় যত্নে, দেশীয় ধনে, একটি দেশীয় কীর্ত্তি হইবে।

তুরস্ক সুলতান।

যুবরাজ দীর্ঘায়ু হউন! কিন্তু সংবাদপত্র লেখকগণের এক্ষণে বড় বিপদ। তাঁহারা শয়নে স্বপনে, ভোজনে উপবেশনে, সর্ব্বক্ষণ যুবরাজকেই দেখিতেছেন। যুবরাজ ভিন্ন তাঁহাদের অন্য চিন্তা নাই, যুবরাজ ভিন্ন তাঁহাদের মুখে অন্য কথা নাই। সহরের চতুর্দ্দিকও "যুবরাজ" "যুবরাজ" শব্দে শব্দিত। সুতরাং পাঠকগণের মনোরঞ্জনার্থ এক্ষণে কোন নূতন বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া তৎসম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা সম্পাদকদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই রূপ ঘটনা সম্প্রতি আর একবার হইয়াছিল। গতবৎসর দুর্ভিক্ষের ভীষণ নিনাদে যখন চতুর্দ্দিক কম্পিত হয়, তখনও সম্পাদকগণ এই রূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সে বিপদ হইতে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এখন আবার হরিষে বিষাদ উপস্থিত। তাঁহারা নিশ্চয় জানিতেছেন যে, যদি তাঁহারা যুবরাজ প্রতিক্ষণ কি করিতেছেন, কোথায় আহার করিতেছেন, কোথায় আচমন করিতেছেন, শুদ্ধ এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনায় পত্র পরিপূর্ণ করেন, তবে তাহা কখনই সাধারণের প্রীতিকর হইবে না। তথাপি অধিকাংশ সম্বাদপত্র অনন্যোপায় হইয়া শুদ্ধ যুবরাজকেই আপনাদিগের নায়ক

বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আমরা কিন্তু আজ বিবিধত্বের অনুরোধে তুরস্ক সুলতান সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব, ভরসা করি ইহাতে রাজদ্রোহিতা কিছু মাত্র নাই।

তুরস্ক সুলতান বহুদিন হইতে ইউরোপীয় অন্যান্য রাজগণের চক্ষুঃশূল হইয়াছেন। রুষিয়া, প্রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশীয় নৃপতিগণ দীর্ঘকাল হইতে তাঁহাকে ইউরোপ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টায় রহিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন সুলতান ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত, খ্রীষ্টধর্ম্ম পরায়ণ নৃপতিগণের মধ্যস্থলে তাঁহার অবস্থান ভাল দেখায় না, অতএব তাঁহাকে ইউরোপ হইতে তাড়াইয়া দাও। কেহ বলিতেছেন, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে ইউরোপের সর্ব্বত্র আলোকিত, সুলতানের দোষে শুদ্ধ তুরস্কে সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্র[illegible] করিতে পারিতেছে না, অতএব তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজ্যে যাহাতে আলোক প্রবেশ করে এমন চেষ্টা কর।

কিছু দিন হইল, বর্লিন নগরে রুষিয়া, প্রুষিয়া, ও অষ্ট্রিয়া সম্রাট একত্রিত হয়েন; তথায় সমবেত হইয়া তাঁহারা কি পরামর্শ করেন, তাহা সাধারণের অজ্ঞাত থাকে। এক্ষণে ভাবগতিকে সকলে অনুভব করিতেছেন যে, সেখানে তুরস্ক সম্বন্ধেই তাঁহাদের কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। সম্প্রতি তুরস্ক সুলতানের বিস্তর টাকা দেনা হইয়াছে। রাজ্যের আয় হইতে সে দেনা যে কখন পরিশোধ হইবে, সে প্রত্যাশাও নাই; সুতরাং রাজ্যশাসনে নানা বিশৃঙ্খল ঘটিতেছে। হার্জগবিনা ও বনিস্য়া প্রদেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্মপরায়ণ প্রজাগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে। সুলতানের চারিদিকে বিপদ। এই সময় রুষিয়া আবার সুলতানকে সমাচার পাঠাইয়াছেন যে, হয় যাহাতে রাজ্যে সুশাসন প্রচলিত হয় এমন কর, নতুবা আমরা তোমায় যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছি, তাহার সুদের কিয়দংশ আমাদিগকে দাও। সুলতান ইতস্ততঃ ভাবিতেছেন, রুষ সম্রাটকে অদ্যাপি কোন উত্তর পাঠাইতে পারেন নাই।

এদিকে রুষিয়া, প্রুষিয়া ও অষ্ট্রীয়া মনে মনে লঙ্কাভাগ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন তুরস্ক সুলতানকে সৎপরামর্শ দেওয়া বৃথা, বহুদিন হইতে আমরা তুরস্ক রাজ্যের বিশৃঙ্খল দূর করিবার নিমিত্ত সুলতানকে অনুরোধ করিতেছি; আজও সুলতান আমাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না; অতএব আর আমরা কাল বিলম্ব করিব না; আপনাদের সুবিধা মত তুরস্ক রাজ্য আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইব।

ইংলণ্ড তুরস্কের হাঙ্গামায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্যের অধিকাংশ তুরস্কের সহিত। ইংলণ্ডে যে সকল দ্রব্যজাত প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার অর্দ্ধেক তুরস্কে বিক্রীত হয়। সুতরাং তুরস্কের একত্ব রক্ষা করা ইংলণ্ডের এক প্রকার অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ড আবার দেখিতেছেন যে, সে একত্ব রক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এবার ফ্রান্স নাই যে, রুষ[illegible]রা তজ্জন্য তাঁহার সাহায্য করিবে। তিনি একা যে তিন জন সম্রাটের অভিসন্ধি বিফল করিয়া দিতে পারেন, এমন ক্ষমতাও তাঁহার নাই। সুতরাং নানা সম্বাদ পত্র ইংলণ্ডকে নানা মত পরামর্শ দিতেছেন। কেহ বলিতেছেন অষ্ট্রিয়া ও রুষিয়ার কখন একত্র হইবার সম্ভাবনা নাই, প্রুষিয়াও রুষিয়ার বর্দ্ধনশীল প্রতাপ সন্দর্শনে অসন্তুষ্ট, এই ত্রিপ্রতাপে কখনই সদ্ভাবে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না; অতএব ইংলণ্ডের এক্ষণে কোন কিছু না করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকাই উচিত। আবার এতদ্দেশীয় ইংলিশম্যান প্রভৃতি পত্র সকল বলিতেছেন যে, ইউরোপীয় নৃপতিগণ যেমন তুরস্ক লইবার চেষ্টা করিতেছেন, ইংলণ্ড সেইরূপ মিশর করায়ত্ত করিবার উপায় দেখুন। মিশর ইংলণ্ডের হস্তগত থাকিলে তাঁহাদের বাণিজ্যের পথ নিষ্কণ্টক থাকিবে। আবার এক পক্ষ বলিতেছেন যে, ইংলণ্ড রুষ ও অন্যান্য সম্রাটগণের সহিত সখ্যতা করিয়া তাঁহাদের অভিসন্ধি সুসিদ্ধ করণে

যত্নবান্ হউন। তাহা হইলে ইংলণ্ড আপন সুবিধামত তুরক্কের একাংশ পাইতে পারিবেন। তুরক্ক লইয়া এই প্রকার অনেকেই শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন। কিন্তু এই খানে আমাদের গুটি কত বলিবার কথা আছে।

ভূগোলের পূর্ব্বার্দ্ধভাগে প্রথমতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম দ্বিতীয়তঃ ইসলাম ধর্ম্ম দীক্ষিত নৃপতিগণই সমধিক প্রতাপশালী। খ্রীষ্টয়ান নৃপতিগণের তুলনায় মুসলমান নৃপতিগণ কিছুই নহে, একথা সত্য; তথাপি আসিয়া খণ্ডের এক তৃতীয়াংশে আজও চন্দ্রপতাকা উড্ডীয়মান। চন্দ্রপতাকাধারী নৃপতিগণ সকলেই তুরক্ক সুলতানকে ঈশ্বরের ন্যায় মান্য করিয়া থাকেন। তাঁহার কোন বিপদ হইলে অন্যান্য মুসলমান নৃপতিগণ যে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। আরব, পারস্য, আফগানস্থান ইহারা প্রত্যেকে হীনবল হইলেও সকলে একত্র হইলে ইউরোপীয় দুই জন নৃপতির সমকক্ষ [illegible] তে পারে। ইহা ভিন্ন মধ্য আসিয়ায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য আছে। রুসিয়া তাঁহাদের অধিকাংশের উপর চক্রবর্ত্তীত্ব ক্ষমতা বিস্তার করিলেও তাহারা রুষ শাসনে সন্তুষ্ট একথা কেহই বলিতে পারিবেন না। রুষিয়া তুরক্ক আক্রমণ করিলে মধ্য আসিয়াস্থ অধিকাংশ রুষ সৈন্য ইউরোপে লইয়া যাইতে হইবে; তখন সম্ভবতঃ মধ্য আসিয়ায় রাজ বিদ্রোহ প্রভৃতি নানা দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হইতে পারে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, তুরক্ক বিজয় ইউরোপীয় নৃপতিগণ আপততঃ যত সহজ কার্য্য বিবেচনা করিতেছেন উহা ততটা সহজ নহে। উহার নিমিত্ত উহাদিগকে বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হইবে এবং অনেক শোণিত পাতও হইবে।

সেকালে সংস্কৃত করিয়া মুনি ঋষিরা যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে যেরূপ বেদবাক্য, একালে ইংরাজি করিয়া সাহেবেরা যাহা কিছু বলেন, তাহাও সেইরূপ অকাট্য। ইতিমধ্যে তুর্কি দেশের একটী প্রদেশে বিদ্রোহ হয়, সাহেবেরা প্রচার করিলেন, যে তুর্কি গবর্ণমেণ্টের সমূহ বিপদ উপস্থিত, তুর্কি গবর্ণমেণ্টের উপর তুর্কির প্রজাদিগের আর কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। সেখানকার কোম্পানির কাগজের দর দিন দিন কমিতেছে। ক্রমে স্থির হইল যে, ইউরোপে মুসলমান রাজ্য আর বহুদিন থাকিবে না। সাহেবেরা এই রূপ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের দেশীয়েরাই সকলে মিলিয়া তাহাই বলিতে লাগিলেন, এবং এই সুযোগে "নেড়েদের" উপর যে সেকেলে আক্রোশ ছিল, তাহাতে তাহাদের ভাবীপুরাভব অনুমান করিয়া সেই প্রতিহিংসা [illegible] চরিতার্থ করিতে লাগিলেন।

সত্য সত্যইকি,—তুর্কি, তাতার, আরব, [illegible]শর, পারস্য, কাবুল,—এই কয় জাতি মধ্যে —মুসলমান জাতি মধ্যে এতটুকু জীবনী নাই যে, ইউরোপীয়েরা ভ্রূকুটী করিয়া এই জাতিকে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করিবে? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রজা হইয়া আমরা এ কথা কখন স্বীকার করিতে পারি না। সামান্য দুইজন বা দশ জন ওয়াহাবী ভয়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কি রূপ ব্যতিব্যস্ত তাহা সকলেই জানেন। এক আমীর খাঁকে লইয়া কত কাণ্ডই হইয়া গেল। এরূপ শুনা হইয়াছে যে পাটনার যখন ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে মোকদ্দামা হইত, তখন খোদ বিচারপতি আপনি থাকিয়া প্রতিদিন সিমলায় গবর্ণমেণ্ট সমীপে টেলিগ্রাফ করিতেন। দুই দশজন বাঙ্গালী মুসলমানে যখন এই দুর্জ্জয় বৃটীস সিংহকে এরূপ ব্যতিব্যস্ত করে, তখন সমস্ত মুসলমান বল যে, ফুৎকারে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত হইবে, এ কথা সাহেব সম্পাদকেরা বলিলেও আমরা বিশ্বাস করিব না। আমরা দেখিতেছি, যে পুনর্জ্জীবিত মুসলমান গৌরবে দিন দিন বল সঞ্চার হইতেছে।

টেম্পল সাহেব ও নর্ম্মাল বিদ্যালয়।

"ভাঙ্গা আর গড়া" এই মনুষ্যের কার্য্য। কিন্তু ক্যাম্বেলের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার কার্য্যের মধ্যে ভাঙ্গার ভাগই অধিক। কাম্বেল মহোদয় বড় গঠনপ্রিয় ছিলেন। তিনি তিন বৎসর মাত্র এই বাঙ্গালা প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময় মধ্যে যে সমস্ত নূতন গঠন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বগামী কোন শাসনকর্ত্তা পাঁচ বৎসর থাকিয়াও করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে কাম্বেল মহোদয়ের বড় অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্য করা অভ্যাস ছিল না; এই জন্য দূরদর্শী লোক মাত্রেই তাঁহার কার্য্যের তত পক্ষপাতী নহেন। সাধারণের মতামতের প্রতি কাম্বেল সাহেবের ততোধিক আস্থা ছিল না, সুতরাং তিনি নূতন গঠনে প্রবৃত্ত হইলে আর বিরত হইতেন না। কিন্তু টেম্পল সাহেব বড় যশোপ্রয়াসী। সাধারণের ইচ্ছা বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কিছুতেই চাহেন না। অথচ কাম্বেল সাহেব কৃত অনেক গুলি বিষয় ইনি উল্টাইয়া দিয়াছেন। কে বলিতে পারে আর কিছু দিবস [illegible]রে অপর গুলির দশা কি হইবে?

সকলে জানেন ক্যা[illegible]ল সাহেব দেশীয় নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ও এতৎসম্বন্ধে নানা নিয়ম প্রচার করিয়া যান। বিগত গেজেটে টেম্পল বাহাদুর নর্ম্মাল বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, নিজ বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এখানে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার জন্য গুরু কিম্বা পণ্ডিতের অপ্রতুল নাই। সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর যে ১৮টি নর্ম্মাল বিদ্যালয় নিজ বাঙ্গালায় আছে, তাহা থাকার আর তিনি কোন আবশ্যক দেখেন না।

ক্রমে তিনি এইগুলি উঠাইয়া দিবেন এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ১৮টী বিদ্যালয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের ৫২,১৪৪ টাকা ব্যয় হয়, এই টাকা লইয়া টেম্পল মহোদয় দেশে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার উপায় বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। তিনি বলেন এদেশের লোকের ইংরাজী শিক্ষা করিতে ইচ্ছা এতই প্রবলা, যে, অবস্থা নিতান্ত মন্দ না হইলে কেহ দেশীয় ভাষা শিখিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না। প্রজাবর্গের এরূপ ইচ্ছার সুফলোপযোগী উপায় বিধান জন্য টেম্পল বাহাদুর বিশেষ ব্যগ্র আছেন। অল্প দিন হইল, তিনি গেজেটে ব্যক্ত করেন যে, আর তিন চারিটি ইংরাজী কালেজ এই বাঙ্গালা দেশে স্থাপিত করা নিতান্ত আবশ্যক। তিনি সরকার হইতে বিস্তর টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন। আবার উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সুবিধার জন্য বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। ইহাতেও তিনি সাধারণ ধনাগার হইতে ১৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। এই সমস্ত টাকার সংকুলান জন্য তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নর্ম্মাল বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণীর পাঁচটি নর্ম্মাল বিদ্যালয় বজায় রাখা টেম্পল মহোদয় আবশ্যক বোধ করিতেছেন। মধ্য শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের জন্য যেরূপ পণ্ডিতের প্রয়োজন তাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। সেইরূপ শিক্ষকের অভাব দূরীকরণ জন্য প্রথম শ্রেণীর নর্ম্মাল বিদ্যালয় কয়টি আপাততঃ রাখা গেল। চুঁচুড়া ও কলিকাতায় দুইটী পৃথক্ বিদ্যালয় রাখার কোন আবশ্যক নাই জানিয়া, লেঃ গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন [illegible] এই দুটীকে একত্র করা হউক, নচেৎ তিনি [illegible] তা নর্ম্মাল বিদ্যালয়টীকে সংস্কৃত কালেজের একট [illegible] মাত্র করিয়া দিবেন।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের [illegible] অনেকে গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু কিছু বৃত্তি পাই[illegible] বাহাদুর বলেন এরূপ বৃত্তি দেওয়া ন্যায় বিরু[illegible] দিগকে বিনা বেতনে লেখা পড়া শিখান হয় এই [illegible] তবে তিনি বৃত্তি দিতে অস্বীকার নহেন। ইহাদিগের নাম পরিবর্ত্তন আবশ্যক। stipend না বলিয়া scholarship বলা উচিত। আবার বৃত্তি দিবার প্রথাও নূতন করা আবশ্যক। এখন অবধি উচ্চ শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য দুইরূপ বৃত্তি ধার্য্য হইল। এক শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়া বালকগণ ইংরাজী স্কুলে পড়িতে যাইবে; অপর শ্রেণীর বৃত্তি পাইলে বালকদিগকে নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বে যে বিনা পরীক্ষায় বৃত্তি দেওয়ার প্রথা ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে একটি সুপ্রথা প্রচলিত হইল।

বেহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও কুচবেহার প্রদেশে পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি খাটিবে না, কারণ ঐ সমস্ত প্রদেশে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা অতি অল্প।

শুনা যাইতেছে যে, যে সমস্ত নর্ম্মাল স্কুল উঠিয়া যাইতেছে উহার শিক্ষকগণ সব ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইবেন।

যুবরাজ-পঞ্জী।

৮ ই নবেম্বর।

সিরাপিস জাহাজ বোম্বাই বন্দরে উপনীত হইলে চতুর্দ্দিকে যুবরাজের সম্মান সূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। বড় বড় রাজ কর্ম্মচারিগণ ও দেশীয় যাবতীয় ভূপালগণ উপনীত হইলেন। নগর লোকে লোকারণ্য; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই উৎসাহে পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর আপন পারিষদবর্গ লইয়া পোতারোহণ করত সিরাপিসে যাত্রা করিলেন; তাঁহার সম্মানার্থ জাহাজ হইতে তোপধ্বনি হইল। তাহার পর বোম্বায়ের গবর্ণর ও সেনাপতি আপন আপন সহচর অনুচর লইয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাদের আহ্বান সূচক তোপধ্বনি হয়। অগ্রে বোম্বায়ের গবর্ণর সিরাপিস হইতে প্রত্যাগত হইলেন এবং অপরাহ্ণ ৪টার পর গবর্ণর জেনে-

রেলের সমভিব্যাহারে যুবরাজ সিরাপিস হইতে বন্দরে আগমন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার সম্মান সূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। তীরে ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য সারি হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। বোম্বায়ের গবর্ণর চীফ জষ্টীস, প্রধান সেনাপতি, মন্ত্রিসভার সভ্যগণ, সিন্ধু প্রদেশের কমিসনর প্রভৃতি বড় বড় লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করি[illegible]। দেশীয় রাজা ও সরদার এবং যাবতীয় [illegible] ওমরা এবং সৈন্য সামন্ত রাজীপুত্রের সমভিব্যা[illegible]ন করিতে লাগিলেন। যুবরাজকে লইয়া সর[illegible] হাউসে উপনীত হইলেন।

৯ ই নবেম্বর।

[illegible]পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে জাহাজ হইতে [illegible] হইয়াছিল, এবং পোতরাজি ও সৈন্যগণ সুস[illegible]য়াছিল। পরে গবর্ণমেণ্ট হাউসে দরবার হয়;

যুবরাজ কোলাপুর, [illegible]রকুন্দ্র, রাজপিপল, বরিয়া, সুনাওয়ারা, উদয়পুর, সুন্ত, ধর্ম্মপুরের রাজাদিগকে ও গুড়কুমার এবং সর সালার জঙ্গকে এবং নিজামের প্রতিনিধিগণকে, ইন্দোরের, মহিসুরের, জাম নগরের মহারাজা সকলকে, ভাউনগরের ঠাকুরকে, পলাশপুরের দেওয়ানকে ও নানা স্থানের নবাবদিগকে ও সর্দ্দারগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। বিকালে সিরাপিসে গমন করিয়াছিলেন; তাহার পর যুবরাজ সৈনিক পরিচ্ছদ পরিধান করত, নগর দর্শনে মহাসমারোহের মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নগর দীপমালায় আলোকময় হইয়াছিল; আমোদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না; রাস্তা ঘাট লোকে পরিপূর্ণ।

১০ ই নবেম্বর।

অদ্য যুবরাজ সমাগত প্রধান প্রধান রাজগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাযোগ্য সকলের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে নগর আলোকময় হইয়াছিল; গবর্ণমেণ্ট হাউসে নৃত্য ও ভোজ হইয়াছিল।

১১ ই নবেম্বর।

যুবরাজ বোম্বায়ের বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন করিয়াছিলেন তথা তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি প্রত্যুত্তর স্থলে আপনার বাল্যকালের শিক্ষা ও ঘটনা সকল—অর্থাৎ যৎকালে তিনি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন তৎকালের অবস্থা উল্লেখ করিলেন। যে সকল রাজা, সরদার ও আমির ওমরাও কর্তৃক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় পরিপোষিত হইতেছে, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তাহার পর নাবিকগণের মহাভোজে উপস্থিত হইয়া বিলাতী সওদাগরদের ও বোম্বাই অধিবাসীগণের কুশল প্রার্থনা করিয়া পান ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর সৈনিক পরিচ্ছদ পরিধান করত, "প্রিন্স ডক" নামক বন্দরের পত্তন করেন। তাঁহাকে যে অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি ৩ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। এখানেও ভোজ ও নৃত্য হইয়াছিল।

১২ ই নবেম্বর।

এলিফেণ্টা গুহা পরিদর্শনার্থ যুবরাজ গমন করেন; ৪ টার সময় তথা উপস্থিত হইয়াছিলেন। বোম্বায়ের গবর্ণর সেথানে মহা সমারোহের সহিত ভোজ দিয়াছিলেন। গুহা সকল দীপমালায় আলোকময় হইয়া অতি মনোহর দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। যুবরাজ গুহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ছিলেন।

১৩ ই নবেম্বর।

অদ্য বোম্বায়ের গবর্ণরের সমভিব্যাহারে যুবরাজ পুনরায় উপস্থিত হইলে রেলওয়ে ষ্টেসনে সর চার্লস ষ্টেবলী এবং তাঁহার পারিষদবর্গ ও অপরাপর উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে অতি সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য সকল সমবেত হইয়া ও সারি দিয়া যুবরাজের সমভিব্যাহারে গণেশখন্দে উপনীত হইয়াছিল। দেশস্থ অসংখ্য লোক একত্র হইয়া অতি উৎসাহ সহকারে যুবরাজের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে পত্র ও পুষ্পের তোরণ সকল দ্বারা চারিদিক সুদৃশ্যভাব ধারণ করিয়াছিল। এখানেও ভোজ হইয়াছিল।

১৪ ই নবেম্বর।

পুনা নগরে যুবরাজকে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। ইংরেজ রাজ্যে প্রজাগণ যে মহাসুখে জীবন অতিবাহিত করিতেছে তাহাতে তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট নিকট চির রাজভক্তিপাশে বদ্ধ আছেন। সুতরাং যুবরাজের আগমন তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ আহ্লাদের বিষয় হইয়াছে। অর্থ সম্বন্ধে পুনা যদিও দরিদ্র তথাপি প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিক বিবরণাদির জন্য ইহা বিখ্যাত। যুবরাজ ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত, সুন্দর ও ঐশ্বর্য্যশালী নগর দেখিতে পাইবেন সত্য, কিন্তু এতাদৃশ রাজভক্ত ও একাগ্রচিত্ত প্রজাবৃন্দ কোথাও দেখিতে পাইবেন না, ইত্যাদি কথা তাহাতে লেখা ছিল। যুবরাজ সদুত্তর প্রদান করেন। সন্ধ্যাকালে যুবরাজ সেণ্ট মেরিস চর্চ্চ নামক ভজনালয়ে গমন করিয়াছিলেন।

১৫ ই নবেম্বর।

যুবরাজ আপন পারিষদবর্গ লইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পার্ব্বতীমন্দির দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তথা উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করত হস্তী পৃষ্ঠে বহুদূর বিস্তৃত প্রস্তর সোপানোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন। অপরাহ্ন সময়ে তিনি পুনা নগর ও তত্রত্য ছাউনী, পারেড ক্ষেত্র, উদ্যান ও সংবাদ এবং সৈন্যদলের রিভিউ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে আতস বাজি হইয়াছিল। অদ্য রাত্রি ১২ টা ৪৫ মিঃ সময়ে তিনি পুনা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৬ ই নবেম্বর।

যুবরাজ বোম্বাই নগরে প্রত্যাগমন করেন।

১৭ ই নবেম্বর।

যুবরাজ পার্সী টাউয়ার অব সাইলেন্স ও যাঙ্কেশ্বর মন্দির ও পবিত্র সরোবর, মালাবার অন্তরীপ এবং চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থান সমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় চিকিৎসালয়ের বন্দোবস্ত দেখিয়া তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় নূতন গৃহ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; অবশেষে সিরাপিসে গিয়া ৫০ জন মনোনীত বন্ধু সহ পান ভোজন করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

বঙ্গদর্শন সম্পাদকের অসুস্থতা নিবন্ধন ভাদ্র, আশ্বিন, ও কার্ত্তিক মাসের বঙ্গদর্শন প্রকাশে বিলম্ব হইয়াছে। অনর্থক "রসাভাবপ্রিয়" লোকে রটনা করিতেছে, যে বঙ্গদর্শন উঠিয়া গিয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। আগামী সপ্তাহ মধ্যে ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবে। পৌষমাসের মধ্যে পৌষ সংখ্যা পর্য্যন্ত নিশ্চয় বাহির হইবে।

বান্ধব সম্পাদকের অসুস্থতা ও কিয়ৎ কালের জন্য স্থানান্তর থাকা নিবন্ধন আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের বান্ধব প্রকাশে ঐরূপ বিলম্ব ঘটিয়াছে ঐ দুই সংখ্যা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

১৮৭৫ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইয়াছে তাহার তালিকা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাষা	পুস্তক	চটিবহী
আসামী	৩	৩
বাঙ্গালা	৭২	৮৭
বাঙ্গলা মুসলমানী	১	৪
ইংরাজি	১০	১৬
হিন্দী	১	১০
খসিয়া	০	১
পারসী	১	০
সংস্কৃত	১৪	৯
উর্দ্দু	৩	৩
উড়িয়া	৪	৭
বাঙ্গলা ইংরাজি	১	৬
বাঙ্গলা-গারো	২	১
বাঙ্গলা সংস্কৃত	১৮	৩
ইংরাজি-হিন্দী	২	০
ইংরাজি-সংস্কৃত	৩	২
ইংরাজি-উর্দ্দু	১	০
ইংরাজি-উড়িয়া	০	১

আরবী, বাঙ্গলা, ইংরাজি, পারসী, এবং সংস্কৃত এই পাঁচ ভাষায় একখানি।

সাময়িক পত্র—বাঙ্গলা ভাষায় ৭২। ইংরাজিতে ২৬। হিন্দীতে ৭। পারসীতে ১। সংস্কৃতে ৬। বাঙ্গলা এবং সংস্কৃতে ৩। হিন্দী-সংস্কৃতে ৩খানি। সংবাদপত্রের তালিকা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় না। হইলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদক মহাশয়ের টীকা টিপ্পনী থাকিলে অতি অপূর্ব্ব হইত।

এই পুস্তকের তালিকা হইতে আমরা কয়টি আদর্শ অনুবাদ সঙ্গ্রহ করিয়া দিলাম।

কণ্ঠকৌমুদী—The Throat's Moonlight.

পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস অভিনয়—The Ambush of the Paudabs, a Drama.

পার্শ্বে মন্তব্য মধ্যে লিখিত আছে;—The waiting in ambush of the Pandabas for their enemies the Kurus, whom they slew.

কলির দশদশা—The Ten Conditions of the Kali (or iron age.)

ঠকাঠকি তর্জ্জা—The Poetical Rencontre; being verses of exrtacts from the various Purans.

ইহারি নাম চক্ষুদান প্রহসন[illegible] called giving Eyes; a Comedy.

বেদান্ত পরিভাষা—I[illegible]ns.

ইংলিশ মানে পক (P[illegible]ক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যে "বা[illegible] তাঁহাদের মৃত্যুর পর দেহের কি দশা হইবে। [illegible] খ্রীষ্টান বা মুসলমানে তাঁহাদিগকে কখনই আপনাদিগের কবর স্থানে সমাহিত করিতে দিবেন না এবং তিনি হিন্দু পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দেহ হিন্দু শবদাহ ঘাটে পোড়াইতে দিবেন না, তবে তাঁহাদের দশায় কি হইবে? ইংলিশমান সম্পাদক বলেন এটি অতি গুরুতর কথা এবং যেহেতুক এক দিন না একদিন সাধারণকে এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে, তখন দিন থাকিতে একটা মীমাংসা করিয়া রাখাই ভাল। বহু দিন হইল আমরা এই "গুরুতর" কথার উত্থাপন করিয়াছিলাম, কোন মতামত প্রকাশ করা যায় নাই। আমরা মোটা মুটি বুঝি এই, বাঙ্গালি সাহেবেরা পতিত হিন্দু, আর মা গঙ্গা পতিতপাবনী, তিনিই এক দিন না একদিন তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন।

ইংলিশমানের আর একজন পত্রপ্রেরক আর একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। সট্‌ক্লিফ্ সাহেব শিক্ষাবিভাগ পরিত্যাগ করিবেন বিবেচনায় তাঁহার স্মরণার্থ কোন নিশানা রাখিবার জন্য চাঁদা করা হইয়াছিল। আর মৃত বাবু প্যারীচরণ সরকারের প্রতিমূর্ত্তি প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থাপনার্থও তাঁহার কতকগুলি ছাত্র চাঁদা তুলিয়াছেন। প্রায় ৪০০০, টাকা চাই। ১২০০ টাকা উঠিয়াছে। সমস্ত টাকা যে উঠে, পত্রপ্রেরকের মতে এমন সম্ভাবনা নাই। তাহাতেই তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত "সট্‌ক্লিফ মেমারিয়াল ফণ্ডের" টাকা গুলি প্যারী বাবুর স্মরণার্থ ব্যবহৃত হউক; কেন না সট্‌ক্লিফ সাহেব যখন কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার স্মরণার্থ আপাততঃ চাঁদা না করাই ভাল। প্রস্তাবটি মন্দ নহে, কিন্তু এও বড় কলঙ্কের কথা, যে, প্যারী বাবুর একখানি প্রতিমূর্ত্তি থাকে এমন টাকা বাঙ্গালীরা দিতে পারেন না।

১৮৭৪-৭৫ সালে বঙ্গদেশের পুলিস কর্ম্মচারীর সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৩০৩, তন্মধ্যে সাধারণ পুলিস প্রহরী ৩১০, ট্রেজরী লবণ ও অহিফেণ প্রহরী ১৪৩০, এবং সীমান্ত প্রহরী ৬১৩ জন। কলিকাতা ও উপনগর ছাড়া অন্যান্য স্থানে মিউনিসিপাল পুলিস ৬৪৮০ জন। পুলিস ব্যয় ৩৭,৫৫,৬৬০ টাকা, পূর্ব্ব বৎসর ৪৩,৬৯,১৯৬ হইয়াছিল।

পুলিস কর্তৃক ৯৫,৭১৯ জন অপরাধী ধৃত হয়, তন্মধ্যে ৬৭,৭০৪ জন দণ্ডিত ও ৩১,৮০১ জন মুক্ত হইয়াছে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর বেঙ্গল পুলিসের অকর্ম্মণ্যতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

জষ্টিসদিগের গত বুধবারের অধিবেশনে কলিকাতার বাইস চেয়ারম্যান পদে [illegible] ষ্টাণ্ট কমিসনর বাবু শ্রীনাথ ঘোষ মনোনীত [illegible] ৫ জন তাঁহার সপক্ষে ও ২৭ জন বিপক্ষে [illegible] এই যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগে সর্ব্বসাধার[illegible]

[illegible] চর্চ্চা হউক্ না কেন, তথাপি [illegible] শিক্ষার্থীরই সংখ্যা অধিক। [illegible] রিপোর্টে সমুদায় বঙ্গদেশে [illegible] গণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩,৯ .০০০ বঙ্গবিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষা করে। অবশিষ্ট ৬৭,০০০ ছাত্র ইংরাজী স্কুলে পড়ে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও কিয়দংশ কেবল বাঙ্গালা পাঠ করে। সমুদায় ছাত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে ৯ জনের মধ্যে ৮ জন বাঙ্গালা শিক্ষা করে।

সমুদায় নর্ম্মাল স্কুলের জন্য গবর্ণমেণ্টের ১,৫৭,৬৮৬ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, ইহা কমাইয়া ১১৭,৭৩৪ টাকায় আনিবার চেষ্টা হইতেছে। ব্যয়াংশ আরো কমে, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। এই উদ্বৃত্ত টাকা শিক্ষা বিভাগের অন্যান্য অংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়োজিত হইতে পারে।

সুরার উপর কর স্থাপন দ্বারা গত বর্ষে বঙ্গদেশে ইং রাজরাজের ৫৯, ২৯,২৬১ টাকা আয় হইয়াছে। আমরা মনে করিয়াছিলাম, বিলাতী সুরাই অধিক ব্যবহৃত হয়, কিন্তু দেখা গেল, গত বর্ষে দেশীয় সুরার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ৯২২৮৬৬ টাকা আয় হইয়াছে! তথাপি দুর্ভিক্ষ বৎসর বলিয়া লক্ষাধিক টাকা আয় অল্প হইয়াছে!

গবর্ণমেণ্ট, চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া আজ কাল পুষ্পাঘাতের ন্যায় সুরার বাণিজ্যের প্রতি আঘাত করিতেছেন। সে আঘাতে আয়ের বৃদ্ধি বই হ্রাস নাই। মহানগর কলিকাতায় গতপূর্ব্ব বর্ষে ৮৯২ খানি লাইসেন্স ছিল, গবর্ণমেণ্ট নূতন লাইসেন্স বিক্রয় প্রথা প্রচলন করায় ৮২২ খানি হইয়াছে। ৭৩।৭৪ সাল অপেক্ষা গত বর্ষে ৮৩ খানি ন্যূন হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লোকসান না হইয়া গত বর্ষে ৯০০৫৯ টাকা অর্থাৎ গত বর্ষাপেক্ষা ১০২৫৬ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ৪৪৩৬ টী ভাঁটিতে ২৪৩৯৯০ গ্যালন বিষ প্রস্তুত হইয়াছে!

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটী যুদ্ধে বিবৃত হইতেছেন। মালয়া উপদ্বীপের পশ্চিমে পিরাক নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। উহা এক রূপ অৰ্দ্ধ স্বাধীন অবস্থায় ছিল, কিন্তু উহার রাজা সুলতান আবদুল্লা ইংরেজদের অধীনতা স্বীকার করেন। সুলতান আবদুল্লা তাঁহার প্রজার প্রতি উৎপীড়ন করেন এবং ষ্ট্রেটস সেটলমেণ্টের গবর্ণর সর উইলিয়াম জরবিস তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পিরাক ব্রিটিশ রাজ্য ভুক্ত করিয়া লন। গত ২৫ ই অক্টোবর এই মর্ম্মে একটী ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হয় যে, সুলতানের পরিবর্ত্তে ইংরাজেরা পিরাক রাজ্য শাসন করিবেন। কতকগুলি ইংরেজ কমিশনর ও আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এই নিমিত্ত নিযুক্ত হন এবং পিরাকের প্রধান প্রধান রাজারা একটী সভা করিয়া এই কমিসনর ও আসিষ্টাণ্ট কমিসনরদিগকে সাহায্য করেন এরূপ বন্দোবস্তও করা হয়। উক্ত ঘোষণা পত্রে লিখিত থাকে পিরাকে অনেক গুলি রাজা আছেন যাঁহারা প্রজার প্রতি উৎপীড়ন করেন, পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ করেন, দেশীয়দিগকে ভয় প্রদর্শন এবং ইংরেজ প্রজাদের প্রতি অসৎব্যবহার করেন। তাঁহারা ভবিষ্যতে এরূপ সমুদায় কার্য্য করিলে শাস্তি প্রাপ্ত হইবেন। এই ঘোষণা পত্র প্রচারিত হওয়ায় পিরাকের সমস্ত রাজা ও সর্দ্দারেরা দলবদ্ধ হইয়া সুলতান ইসমাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজ সিংহাসনে বসাইয়া ইংরেজ দূত বর্চ্চ সাহেবকে হত্যা করে এবং যাহাতে আর ইংরেজেরা এখানে থাকিতে না পারেন তাহার জোগাড় করিতেছে। ইহাদের বিরুদ্ধ এক দল সৈন্য পাঠান হয় কিন্তু তাহারা উহা বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। শিঙ্গাপুর হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রথম টেলিগ্রাম আসে যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে পাঁচ শত সৈন্য পাঠান, তৎপর টেলিগ্রাম আসে যে হাজার সৈন্য ও শেষ টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, পনের শত সৈন্য যেন প্রেরিত হয়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। তবে পিরাকের লোকেরা ইউরোপের যুদ্ধ প্রণালী জানে না, তাহাদের অস্ত্র শস্ত্রও ভাল নহে, সুতরাং অবশেষে যে তাহাদের ইংরেজদিগের পদানত হইতে হইবে তাহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। কলিকাতা হইতে সত্বর সৈন্য প্রেরিত হইবে। সংবাদ পাওয়া গেল, যে আগামী কল্য সোমবারে এক হাজার দেশীয় সৈন্য সমুদ্র পথে যাত্রা করিবে।

বাবু কেদারনাথ ঘোষ, যিনি কিছু দিনের নিমিত্ত বর্দ্ধমান বিভাগে সব্ ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি হুগলি জেলায় থাকিবেন।

গয়ার ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত ভুবুয়া মহকুমার ভার পাইলেন।

মানভূমের সব্ ডেঃ কলেক্টর বাবু রাইচরণ ঘোষ উক্ত জেলায় এং ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ হইলেন।

ঢাকার এং মাজিঃ কলেঃ মাং ডবলু এফ্ নিয়ার্ন হুগলিতে তাঁহার এং ১ম শ্রেঃ জঃ মাজিঃ ডেঃ কলেক্টারের পদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

২৪ পরগণার ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র সুন্দর বনের কার্য্যের নিমিত্ত যশোহর ও বাকরগঞ্জ জেলায় ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহর জেলায় নিযুক্ত নিম্নলিখিত রুরাল সব্ রেজিষ্ট্রারগণ বদলি হইলেন।—

বাবু তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কালিয়া হইতে লক্ষ্মীপাশায়।

মৌলবী আলাল হক্ লক্ষ্মীপাশা হইতে কেশব পুরে।

বাবু দুর্গাপ্রসন্ন দাস কেশবপুর হইতে কালিয়ায়।

জলপাইগুড়ির মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস মজঃফরপুরের অন্তর্গত সীতমারির মুন্সেফ্ হইলেন।

বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত মুন্সেফ্ বাবু শ্যামচাঁদ দর বগুড়ার মুন্সেফ হইলেন ও তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদোন্নতি হইল।

বর্দ্ধমানের আসিঃ মাঃ কলেঃ মাং এচ্ লি হাবড়ায় বদলি হইলেন।

মাং এফ্, জি, মিলেট পুরীর এং মাজিঃ কলেঃ হইলেন।

প্রেরিত।

দয়া।

পরম পরাৎপর পরম কারুণিক জগৎপাতা পরব্রহ্ম পরমেশ্বর আমাদিগকে পূর্ব্বে নানা গুণে বিভূষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যেখানে নদী সেখানে চড়া, যেখানে চড়া সেখানে নদী, যেখানে জল সেখানে বালি, যেখানে বালি সেখানে জল। অধিক কি বলিব এই কলিকাল একে একে সকলই লোপ পাইল, বিজ্ঞবর সম্পাদক প্রবর! আমাদের দেশ ছার খারে গেল। অতএব হায়! যাহাতে ইংরাজ রাজত্ব চিরস্থায়িনী হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের এবং আপনাদেরও বটে, সম্যক্ প্রকারে সর্ব্বথা সর্ব্বদা যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য! ইংরাজ দয়ার সাগর; আমাদিগকে বিদ্যা দান (অত্যল্প মূল্যে যে বস্তু পাওয়া যায়; তাহাকে দান রূপে প্রতিগ্রহে বিশেষ আপত্তি করা অর্ব্বাচীনের কার্য্য,) এবং অন্যান্য বহুতর দান করিয়াছেন। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইংরাজ আমাদিগকে পুলিশ দান, পিনাল্ কোড্ দান এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি দান করিয়াছেন। অতএব এখন যে কিছু দয়া আছে, তাহা ইংরাজেরই আছে। ইংরাজ এখন গোব্রাহ্মণ রক্ষক। হিন্দুর আর হিন্দুয়ানী নাই; যাহা আছে, তাহাও আর থাকে না। ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়?

গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল।

(উলা।)

সাধারণীর পাঠকগণ!—আপনাদের বোধ হয় অবশ্যই মনে থাকিতে পারে যে, বিগত সাধারণীতে 'কৃষ্ণনগরের ট্রামওয়ে' বলে দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নাই, কারণ তাঁহারা আপন আপন সুবিধা মত লিখিয়াছেন কিন্তু 'সা-স' কিছু না জানিয়া শুনিয়া কি বলে কলমের আঁচড় পাড়িলেন বলিতে পারি না। আমার সেই বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে।

আপনাদের হস্তের নিকট উক্ত সাধারণী না থাকা সম্ভব বিবেচনা করিয়া উক্ত সা-স লেখনী নিঃসৃত মধুময় প্রাণজুড়ানে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতে বাধিত হইলাম। ক্ষমা করিবেন।

"প্রথমেই সা-স ধরেচেন 'অপক্ষপাতী হইয়া বলিতে হইলে' (আপনাকে কে বল্‌তে বল্‌ছে?) 'অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে' কেন স্বীকার করিতে হইবে? আপনি স্বীকার করিলেও করিতে পারেন, কারণ আপনার নিবাস চুঁচুড়ায়, এখানকার সুবিধা অসুবিধার কোন ধার ধারেন না, কিন্তু আমরা স্বীকার করি কেন? সাধারণীর পাঠকগণ ক্রমে দেখুন 'বেঙ্গল রেলওয়ের প্রস্তাবিত শাখা বগুলা হইতে হওয়াই উচিত।' উচিত কিসে? আপনি যদি কৃষ্ণনগর যাইতে চান, তাহা হইলে কোন্ লাইন দিয়া গেলে আপনার সুবিধা হয় বলুন দেখি? বিশেষ একটু ভেবে দেখুন যে, যে উলায় পূর্ব্বে স্বভাবের ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার একটু স্থান পাওয়া যাইত না, সেখানে আজ বাঘের ভয়। জঙ্গলের নিমিত্ত সন্ধ্যার পর বাটীর বাহিরে পা বাড়াইবার যো নাই; কেন বলুন দেখি? শুদ্ধ কর্ত্তৃপক্ষদিগের এস্থানে আসা যাবার অসুবিধার জন্য। সেই উলা যাহাতে একটু পুনর্জীবিত হয়, তাহাতে কি কাহার, বিশেষ আপনার বাধা দেওয়া উচিত? আর এই উলা এককালে উত্তম ব্যবসায় স্থান ছিল, কিন্তু এখন তাহা কোথায়? এখানে একটী বারমেসে বলে খাল ছিল এবং তাহা শান্তিপুরের গঙ্গার সহিত যোগ থাকাতে এতদ্দেশের মধ্যে উলা একটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান ছিল; সেটিও ক্রমে অন্তর্হিতা হইল। বোধ করি 'সা-স' তাহার শেষ অংশ কিছুই দেখিয়াছেন। পরে মহামারি যা করিবার তা করিয়া গেছে, এখন রেল হইলে আবার সেই রকম ব্যবসার স্থান হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। ইহাতে আপনার বিরুদ্ধ কথা বলা কি উচিত? পাঠকগণ আবার দেখুন, 'রাণাঘাট হইতে হইলে উলা প্রভৃতি কয়েক খানি ভদ্র পল্লীর সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণের সুবিধা দেখা রোড্‌শেষ কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য' কেন ইহাতে কি সাধারণের সুবিধা নাই? কয়টা লোক উত্তরদিক হইতে যাতায়াত করে, এবং কয়টা লোক দক্ষিণ দিক হইতে কৃষ্ণনগর যাতায়াত করে, একবার তুলনা করিয়া যদি সুবিধা পান তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন। এবং ইহা বলা অনাবশ্যক যে, কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর যাইতে হইলে উলা দিয়াই সুবিধা হইবে। পাঠকগণ এইবার 'সা-স' একটি ভয়ানক কথা লিখিয়াছেন, ইহাতে আমাদের আশা ভরসা সমুদায় এককালে গিয়াছে, যথা বগুলা ও রাণাঘাট এই দুই লাইনের ন্যূনাধিক দূরতা, দুই রাস্তার অবস্থানুসারে ন্যূনাধিক ব্যয়-সাধ্যতা, রাণাঘাটের উত্তর প্রদেশীয় লোকদিগের ও ব্যবসায়ীদিগের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিলে অবশ্যই রোড্‌শেস কমিটীর পক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য হই। আপনার পক্ষ সমর্থনে আসে যায় কি? বল্‌ছেই বা কে? যদি উক্ত ট্রামওয়ে বগুলা হইতে হয়, তাহা হইলে কখনই মনে ভাবিবেন না, যে, আপনি উক্ত কমিটীর পক্ষ সমর্থন করায় এটী হইয়াছে, এবং এই জন্য আপনার মস্তিষ্ক গরম করিবার আবশ্যক ছিল। তজ্জন্যই পূর্ব্বে পত্রের শিরোভাগে বলিয়াছি 'গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল'।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ।৷০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... ... ৩৲
ডাকমাশুল ... ।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০
ডাকমাসুল ... ৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা ।৵০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্রলিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মুজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১ লা জানুয়ারী হইতে তরুণ তরুণী দিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫ ফর্ম্মা আকারে নভেল বাহির হইবে। অনুমান ১০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৶০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমজদর্পণ আপীস ৩৫ চোর বাগান কলিকাতা। } সমাজদর্পণ সম্পাদকও ভাগবত প্রভৃতির প্রকাশকগণ।

দুখ সঙ্গিনী।

গীতিকাব্য।

মূল্য ৸০ আনা।

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরি, নূতন ভারত যন্ত্র, ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতেও ঢাকা, বান্ধব কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করি কামশ্যন পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৸০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর

ইহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

ব্যায়াম শিক্ষক।

প্রথম ভাগ।

হুগলি কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক

শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ কৃত।

মূল্য ।০। কলিকাতার চীনাবাজার শ্রীপদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও চুঁচুড়া হিন্দু হোষ্টেলে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ... ৬৷৷০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ... ৩৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ... ২৲ মাসিক ... ৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৶০
ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৪ ভাগ } চুঁচুড়া—১৩ই অগ্রহায়ণ। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ২৮শে নবেম্বর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। { ৫ সংখ্যা।

অবনতির পর উন্নতি।

(আশা।)

এই জগতে যে কেবল স্থূল-সূক্ষ্ম-দৃশ্য পদার্থ সকল অবিশ্রান্ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে এরূপ নয়, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ" মনুষ্যের সুখ দুঃখাদিও বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস, ভয়, পাপ, পুণ্য, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি আভ্যন্তরিক গুণ-দোষ-নিচয়ের সহিত, অপ্রতিহত নিয়মে চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে। যে সময়ে সুখ বা দুঃখের ও গুণ কিম্বা দোষের চরম সীমায় পদার্পণ করা যায়, তাহার অব্যবহিত পরেই যে, উক্ত অবস্থার বিপরীত স্রোত প্রবাহিত হইবে, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। আকবার শাহের পরবর্ত্তী যবনগণ ক্রমে ক্রমে সুখভোগ ও অহঙ্কারের শেষ সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। নবাব, বাদসাহ, আমীর, ওমরাগণ, মূল্যবান্ মুক্তা পোড়াইয়া চূণপ্রস্তুত না করিলে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে পারিতেন না। স্বর্ণ নির্ম্মিত দেগ, পতিলা ব্যতীত তাম্রাদি পাত্রে পাক সম্পন্ন হইয়াছে শুনিলে, ভোজন করা দূরে থাকুক, ভোজন গৃহে প্রবেশ করিয়াই দুর্গন্ধে বমি করিয়া ফেলিতেন। আমীরীর অনুরোধে ও অহঙ্কারে তাঁহারা মূল্যবান্ পরিচ্ছদ সকল আর নিজে পরিধান করিতে পারিতেন না। মণি মুক্তা খচিত তাস, কিংখাব আদির পোষাক্ বেহারা ও খেদ্মতগার গণকে পরিধান করাইয়া, আপনারা ঢাকাই মল্ মল্ কিম্বা নম্ নমের আচ্কান ও চোগা ব্যবহার করিয়া বহির্গত হইতেন। কোন কোন পুরাতন সনন্দে বাদসাহী পঞ্জা অঙ্কিত থাকা দেখাগিয়াছে। তদ্দ্বারা আরও একটী অভূতপূর্ব্ব আমিরী বা "উপসর্গ" হৃদয়ঙ্গম হয়। বাদ্সাহী পঞ্জা অর্থাৎ বাদ্সাহের কুঙ্কুম--গৌর-পলান্ন-রস--সিক্ত-স্বর্ণ--তবকাঙ্কিত কয়েকটি অঙ্গুলী সহিত হস্তের কিয়দংশের চিহ্ন। কোন পুরস্কৃত ব্যক্তি আপন জায়গীর বা নিষ্করের সনন্দে সাহের শ্রীকর কমলের চিহ্ন থাকিবার নিতান্ত প্রার্থনা, ও দরবার করিলে বাদ্সাহের ভোজন সময়ে, উজীর নিয়মানুযায়ী শত সহস্র সেলাম, ভূমি চুম্বন ও অগ্র পশ্চাৎ দৌড়া দৌড়ি করিতে করিতে ক্লান্ত ভাবে উপস্থিত ও দুইটি জানুতে মাত্র ভর দিয়া অর্দ্ধোপবেশন পুরঃসর করপুটে আগমন প্রয়োজন নিবেদন করিয়া, সনন্দ খানি দপ্তরখানের উপর রাখিয়া দিলেন; প্রার্থনাকারীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে বাদ্সাহ ভোজনাবসানে উচ্ছিষ্ট হস্তে দলীলের শিরোভাগে এক চপেটাঘাত করিলেন। সেই বাদ্সাহী পঞ্জাযুক্ত দলীলের গৌরবের আর সীমা থাকিল না। অন্যান্য মনুষ্য লেখনীধারণ পূর্ব্বক দলীলাদিতে নাম লেখে বা কোন চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেয়। এই ইতরবৃত্তি নবাব, বাদসাহেরা কিরূপে অবলম্বন করিতে পারেন, অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যে যাহা করে, আমীরীর কায়দা অনুসারে তাহা অত্যন্ত নিষিদ্ধ। এই সমস্ত ও অন্যান্য বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, যে সুখের কণিকার নিমিত্ত লোক লালায়িত, তৎকালে

যবনগণ সেই সুখ ও অহঙ্কার সাগরে সাঁতার খেলিতে আরম্ভ করিযাছিলেন। অদ্য সেই ভোগ লালসা ও অভিমান প্রায়ই দর্জির কিম্বা বাবুর্চির বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইতে দেখা যাইতেছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবিতা বিষয়ে ততোধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে নিরস্ত হওয়া গেল। এক্ষণে দেখা যাউক, আমরা কোন্ কোন বিষয়ের চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছি। প্রথম "অনুচিকীর্ষা।" এই মনোবৃত্তিটী সদসৎ নির্ব্বাচন শক্তি সহকৃতা হইলে যেরূপ উন্নতির অদ্বিতীয় উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়, উক্ত শক্তির অসহকারে তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট উৎপাদন করে। আমরা এক্ষণে ইংরাজের অনুকারী, ইংরাজেরা "বলে" স্ত্রী পুরুষে একত্রে নৃত্য গীত ও আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। আমরা যদিও নৃত্য করাইতে পারি নাই, তথাপি লজ্জায় জড়ীভূতা কুলবধূ রাজকুমারী মিত্র, কুসুমকামিনী গুপ্ত, প্রভৃতিকে এক এক পিরাণের উপর সাটী পরাইয়া বলপূর্ব্বক নীরবগুণ্ঠনে টাউন হলের এক পার্শ্বে আনয়ন পূর্ব্বক, ব্রহ্ম সঙ্গীত করাইয়া নূতন সভ্যতা ও উন্নতির পরিচয় দিয়াছি। হিমপ্রধান দেশবাসী ইংরাজগণ অভ্যাসবশতঃ এতদ্দেশেও লোমজ স্থূল পরিচ্ছদ সর্ব্বদাই পরিধান করেন। আমরাও প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘামাচির অসহ্য যাতনার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাদৃশ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিয়াছি। ইংরাজেরা নিজ দেশে শীতল শরীর ও শোণিতকে উষ্ণ করণাশয়ে চা সেবন করিতে অভ্যাস করিয়া দেশান্তরেও সেই নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকেন। আমরাও গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে চা খাইতে শিখিয়াছি, ইংরাজগণ দেশাচার অনুসারে শেকহ্যাণ্ড করিয়া থাকেন। আমরাও পিতা পিতৃব্য বা প্রতিবাসিনী বয়স্থা কুলনারীর সহিত শেকহ্যাণ্ড করিতে সঙ্কুচিত নহি। প্রণাম আদি কুপ্রথা একেবারে উঠাইয়া দিয়াছি। দন্তে লেখনী ধারণ করিতে শিখিয়াছি। অধিক কি বলিব, কোন ভদ্রলোক আগমন করিলে, তাঁহার নাসিকা সন্নিধানে টেবিলের উপরিভাগে পাদুকাসহ পাদদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক আগন্তুক ব্যক্তির অভ্যর্থনা করিতেও ত্রুটি করি না। কিন্তু ইংরাজের সাহস, অধ্যবসায়, উদ্যোগ, পরিশ্রম, একতা এবং ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি গুণের অনুকরণে কখন সচেষ্ট নহি। আবার এই জঘন্য অনুকরণ স্পৃহাকে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি। কোন সাময়িক পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক দেশের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়াও পুস্তক বিশেষের সমালোচনার পরে এই কদর্য্য অনুকরণ বৃত্তিকে উন্নতির সোপান বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এরূপ অবস্থায় আমরা অবনতি পথে বোধ হয় পাতালের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়াছি। গ্রীষ্মানন্তর বর্ষা, শীতের পর বসন্তের ন্যায় নৈসর্গিক নিয়মানুসারে অতঃপর জাতীয় জীবন অবশ্যই উন্নতি পথে ধাবমান হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। এরূপ অবনতির পর অবশ্যই আমাদের উন্নতি হইবে।

কৃষ্ণনগর।

২।

(কৃষ্ণনগর হইতে,—বিভিন্ন লেখক।)

আপনার ২৯শে কার্ত্তিকের সাধারণীতে কে কৃষ্ণনগরের গুণ্ঠিকত কথা বলিয়া আমার নির্ব্বাপিত অনল জ্বালিয়া দিল? কৃষ্ণনগরের দুর্দ্দশা কি তথাকার কোন অধিবাসীর লিখিত? ঈশ্বর করুন, তাহাই হউক! কৃষ্ণনগরবাসীরা যে দিন আপনাদিগের ঘোর অবনতি বুঝিবে এবং বুঝিয়া কাঁদিবে, সেই দিন তাহাদিগের মঙ্গলের সূত্রপাত হইবে। নতুবা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী যেরূপ অধঃপাতে গিয়াছে তাহাতে আর আশা নাই। যে কৃষ্ণনগর এক দিন উদ্যমে ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ছিল, অদ্য সেখানকার অকালপ্রসূতা "জাতীয় সভার" সূতিকাগৃহে মৃত্যুই তাহার অধিবাসীদিগের অধ্যবসায় এবং একতার প্রমাণ দিতেছে। জাতীয় সভার কথা বলিতে "জাতীয় মেলা" মনে পড়িল। অভিমানের ত্রুটি নাই। জাতীয় মেলার নাম করিয়া কি না হইল! নাটকাভিনয়, আবৃত্তি, রচনা পাঠ; আরও কত;—কি বলিব? অভিনয় করিতে বাছিয়া বাছিয়া ইংরাজি শব্দ ত্যাগ করা হইল, কেন না তাহাতে "আদর্শ" মাজিষ্ট্রেটের অপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা। আবৃত্তি হইল না—কারণ তাহাতে হিন্দুজাতির অবনতি ও দুর্দ্দশা বর্ণিত আছে এবং তাহা শ্রবণ করিলে শুষ্ক বাঙ্গালীর চক্ষেও জল আইসে, এমন ঘৃণিত পদার্থ কেমন করিয়া ইংরাজ ভক্ত কৃষ্ণনগর বাসীর মুখ হইতে নিঃসৃত হইবে? রচনাও পাঠ করা হইল না, কেন না তাহাতে অন্ধের ন্যায়, ভক্তের ন্যায়, গৌরাঙ্গ প্রভুদিগের সুখ্যাতি নাই। যদি এত করিবার ইচ্ছা ছিল, তবে জাতীয় মেলার নাম করিয়া বাহিরের লোককে বাহ্যাড়ম্বরে এবং জাঁকজমকে ভুলাইয়া এত ঢলাঢলির কি প্রয়োজন। লোকে বুঝিয়াছে, সম্পূর্ণভাবে জানিয়াছে যে,—যেদিন কৃষ্ণনগর বাসীদের অযত্নে ও আলস্যে তথাকার "সাধারণ পুস্তকালয়" উঠিয়া গিয়াছে, সেই দিনই জানিয়াছে, যে কৃষ্ণনগর বাহ্যাড়ম্বরে পরিপূর্ণ, অসার। আবার যে তখনও না বুঝিয়াছিল, সে সেদিনের কৃষ্ণনগর সমাজকে দিবা দ্বিপ্রহরে ভদ্র সন্তানের গৃহ-লুণ্ঠন এবং কুলস্ত্রীর অবমাননা সহ্য করিতে—শুদ্ধ সহ্য নয়, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—অনুমোদন করিতে দেখিয়া—বুঝিয়াছে যে, এত কালের দীপ নিবিয়াছে, আশা ফুরাইয়াছে, কৃষ্ণনগর অধঃপাতে গিয়াছে। যাহারা আপনাপনি এরূপ, তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়। এতাদৃশ সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ যদি "আদর্শ" কর্ত্তৃপক্ষ না হইতে পারেন, তবে তাঁহার দুরদৃষ্ট। আর এই সমাজের লোক হইয়া যিনি সমাজের উপকারার্থ অর্থাৎ কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত 'অনররী' কর্ম্ম স্বীকার এবং সংবাদ পত্র সকলে প্রভুবর্গের সুখ্যাতি ঘোষণা না করেন, তাঁহারও দুরদৃষ্ট। আবার এই সমাজের লোকের নিকট যিনি কর্ত্তৃপক্ষের দোষকীর্ত্তন আশা করেন, তিনিও ঘোর মূর্খ;—দণ্ডবিধি আইনে দণ্ডার্হ। আর আমারও ঘোর মূর্খ যে অনর্থক সাধারণীর স্থান ক্ষয় করি!

ইংরাজের ন্যায়পরতা।

ইংরাজ-রাজের তুল্য ন্যায়পর নৃপতি পৃথিবীতে অতি বিরল। দিগের শাসন প্রথা সম্পূর্ণ ন্যায়াভিসারিণী। তাঁহাদের ন্যায়জ্ঞান এতটা প্রবল যে, একবার যাহাকে তাঁহারা নিঃসহায় ও স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম জানিয়া আপন ক্রোড়ে টানিয়া লন, তাহাকে আর তাঁহারা কখন ছাড়িয়া দেন না। ক্রোড়স্থ শিশু ইংরাজ-রাজের চক্ষে চিরকালই অপোগণ্ড থাকিবে ও ইংরাজ-রাজ চিরকালই তাহাকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় লালন পালন করিবেন। ইংরাজের এ ধর্ম্মটী চির প্রথিত ধর্ম্ম। যাঁহারা আয়র্লণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও স্কটলণ্ড বিজয়ের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সাক্ষণবংশ সম্ভূত ইংরাজ, যেখানে সূচি রূপে প্রথমে প্রবেশলাভ করেন, তাঁহাদিগের বিবেচনা বলবতী হইয়া তৎপরে তাঁহাদিগকে সেইখানে মূষলমূর্ত্তি ধারণ করিতে পরামর্শ দেয়। পরের কথা দূরে থাকুক, আমাদের নিজের দুর্দ্দশার কারণ ভাবিয়া দেখিলেই ইংরাজের সেই অপূর্ব্ব ন্যায়জ্ঞানের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা ইংরাজের সহিত যখন প্রথম সখ্য করিলাম তখন একবারেই হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দিলাম, ভাবিলাম না যে, যে জাতির সহিত আমাদিগের কোন বিষয়ে ঐক্য নাই, সে জাতির সহিত কিরূপে আমরা চিরবন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ থাকিব। এক্ষণে আমরা সেই মূর্খতার বিষময় ফলভোগ করিতেছি। এক্ষণে আর আমাদিগের ইংরাজের সহিত বন্ধুত্ব সম্বন্ধ নাই। এক্ষণে এক পক্ষ স্বর্ণসিংহাসনোপবিষ্ট অপর পক্ষ পরিচারক। যাহা হউক দাসত্ব আমাদের গলার হার হইলেও আমরা ন্যায় বিবেচনাকে অদ্যাপি জলাঞ্জলি দেই নাই। যিনি রক্ষক তিনি ভক্ষক হইলে তাঁহার যে ইহকালও নাই, পরকালও নাই,

সে জ্ঞানটি অদ্যাপি আমাদের বিলক্ষণ আছে এবং সেই জন্যই আমরা ইংরাজ-রাজের দুই একজন দেশীয় করপ্রদ রাজার প্রতি অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হই। আজ কাল তাঁহারা বিদর্ভরাজ নিজামের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা আমাদের মতে কখনই ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। অদ্য আমরা সেই সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

নিজাম বহুদিন হইতে ইংরাজের পরম বন্ধু। দক্ষিণে সাম্রাজ্য সংস্থাপনার্থ যখন ইংরাজ ফরাসিসে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তখন হইতে নিজাম সাধ্যমত ইংরাজের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। ৫৭ সালের বিদ্রোহাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ দক্ষিণে গিয়া পড়িল, কিন্তু নিজাম ইংরাজের যে বন্ধু সেই বন্ধুই রহিলেন, কখন ভ্রমেও ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন না। ইংরাজ নিজামের অপরিসীম রাজভক্তি সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তজ্জন্য যে সৈন্য সামন্তের আবশ্যক তাহাদিগের ভরণ পোষণ ভার অবশ্যই নিজামের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইল। ইংরাজ প্রাণ দিয়া কখন কখন পরের উপকার করিয়াছেন, কিন্তু যে সকল কার্য্য ব্যয়সাধ্য তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা অনেক বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, নিজামের রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত প্রথমে যে সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে সংখ্যায় এত বাড়িয়াছে যে, তৎসাহায্যে ইংরাজ আবশ্যক হইলে দক্ষিণ ভারতবর্ষ দমন করিয়া রাখিতে পারেন। এই অপর্য্যাপ্ত সৈন্যগণের ভরণপোষণ ভার নিজামকে বহন করিতে হইতেছে। নিজাম তন্নিমিত্তও বড় দুঃখিত নহেন। সম্প্রতি তাঁহার মন্ত্রী স্যর স্যালার জঙ্গ ব্রীটীশ রাজের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আপনারা রক্ষিত সৈন্যগণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আমাদের যে প্রদেশ অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করুন, আমরা সেই আয়ের কোম্পানির কাগজ আপনাদিগের নিকট গচ্ছিত রাখিতেছি। বৃটীশ রাজ সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। কেন করিবেন? এক দিকে এক ঝুড়ি কোম্পানির কাগজ আর এক দিকে একটী খণ্ড প্রদেশ রাখিলে কোন্ দিক ভারি হয়, তাহা ইংরাজ কেন সর্ব্ব সাধারণেই জানেন। আর এক কথা এই। ইংরাজ গোমাংস ভোজী বলিয়া তাঁহাদের জঠরাগ্নি বিলক্ষণ প্রবল। একবার যাহা ইংরাজের উদরস্থ হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়; তাহার কণামাত্রও পুনঃপ্রাপ্তির আশা থাকে না। ইংরাজ যে কোন কালে আবার নিজামের বস্তু নিজামকে প্রত্যর্পণ করিবেন, ইংরাজের আনুপূর্ব্বিক আচার ব্যবহার দেখিয়া আমরা সেরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না।

ইংরাজ আর এক বিষয়ে নিজামের সহিত ঘোর অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। নিজামের রাজ্য ইংরাজ সৈন্যবাসের একটি কেন্দ্র স্থান। সেই জন্য লৌহ-বর্ত্মাদি নির্ম্মাণ করা তথা হইতে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত ইংরাজ নিজামকে প্রস্তাব করেন। নিজাম তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, তাঁহার রাজ্যের অভাব মোচনার্থ অতি সামান্য প্রকারের রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলেই হইবে। এক্ষণে তাহা না হইয়া দেশের অন্যত্র যেমন উৎকৃষ্ট প্রথায় রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, নিজামও সেইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর সেই রেলওয়ে নিজাম আপন বিবেচনানুসারে রাজ্যের প্রধান প্রধান নগর দিয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই। ইংরাজদিগের সৈন্য প্রেরণাদির সুবিধা সহিত তাঁহাকে তাহার গতির সামঞ্জস্য রাখিতে হইয়াছে। তাহাতে এই ফল ফলিয়াছে যে, সেই রেলওয়ে দিয়া অধিক লোকের গতিবিধি কার্য্যের সুবিধা হয় না সুতরাং তাহার আয়ও অল্প হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ নানা কারণে ইংরাজের

সহিত বন্ধুত্ব অটল রাখিতে গিয়া নিজামের বিস্তর অর্থনাশ হইতেছে। নিজামের এক বার এমন অর্থাভাব হইয়াছিল যে, তিনি ইংরাজের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ঋণ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। যাহাদিগের নিকট হইতে ঋণ চাহিয়াছিলেন, তাহারা দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী হইয়া সেই ঋণ দিতে দেন নাই।

এতদবস্থায় নিজাম যদি ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করেন, পরমেশ্বর! আমার বন্ধুগণের হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর! তাহা হইলে কে তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে পারে।

ইংরাজ-রাজ কখন কখন আপনাদিগকে ভারতবাসীদিগের পিতৃস্থানীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলিতে পারি, সেটি তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। এবং এবিষয়ে বোধ হয় আমাদের মতই ঠিক্ হইতে পারে। আমার গুণাগুণ, যাহার সহিত আমার নিত্য ব্যবহার, সে যেমন ঠিক নির্ণয় করিবে, আমি নিজে তেমন কখনই পারিব না। মনুষ্য স্বভাবতঃই বোধ হয় আত্ম দোষ দেখিতে পায় না। এবং আপনার গুণ শর্ষপ প্রমাণ হইলে তাহাকে পর্ব্বত প্রমাণ দেখে। সেই জন্য আমরা ইংরাজ-রাজ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা কি বিদেশীয়, কি স্বদেশীয়, ইংরাজ মাত্রের আদরের সহিত গ্রহণ করা উচিত। আমরা বলি ইংরাজ-রাজের হৃদয়ে পিতার কাঠিন্য টুকু আছে কোমলভাবটুকু নাই। যখন আমরা কোন অসৎকার্য্য করি, তখন আমাদের যথোচিত বা তদতিরিক্ত শাস্তি হয়, আর ইংরাজ রাজ্যে সৎকার্য্যের পুরস্কার এক অন্তঃশূন্য রায় বাহাদুর উপাধি ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইংরাজ অপরাধের দণ্ড স্বরূপ অনেকের রাজ্য ও বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছেন, কিন্তু কই কখন কি কাহাকেও সৎকার্য্যের পুরস্কারের নিমিত্ত রাজত্ব প্রদান করিয়াছেন? অতএব এটি যেন আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে, ইংরাজ রাজ্যে দেশীয় পাপীদিগের দণ্ড আছে, কিন্তু পুণ্যবান্ দিগের পুরস্কার নাই। আর একটি কথা এই যে, আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক মামদোভূত ভিন্ন ইংরাজ-রাজের আর অন্য উপমান পাইলাম না। ভূত মাত্রেই যেমন স্কন্ধে চাপিয়া অধীনস্থ ব্যক্তি দ্বারা অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিয়া লয়, ইংরাজরাজও অবিকল সেই রূপে আমাদের দ্বারা আপন অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিয়া লইতেছেন! আমরা যে এই সকল জানিয়া শুনিয়াও ইহার প্রতিবিধানে সমর্থ হইতেছি না; তাহার কারণ এই যে, ইংরাজ দেশীয় ভূত নহে। দেশীয় ভূত মন্ত্রের বশীভূত, অনুনয় বিনয়ে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অধীনস্থ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, কিন্তু বিদেশীয় ভূতের নিকট মন্ত্রাদি কিছুই খাটে না, তোমার সানুনয় বাক্য সে বুঝে না; তুমি কর যোড়ে তাহার নিকট কোন প্রার্থনা করিলে, সে হয় ত তাহা না বুঝিয়া বা তাহার বিপরীত ব্যক্তি তোমার পৃষ্ঠে আরও সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিল। তাহাতেই আমরা এক একবার ভাবি যে, হয় ত আমাদের উপস্থিত দুর্দ্দশা হইতে কোন কালে পরিত্রাণ হইবে না। আমরা দাস বটে, কিন্তু তথাপি ইংরাজ ঈশ্বরানুগ্রহে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া যে, স্বীয় কর্ত্তব্যের কোন অংশই পালন করিলেন না, এটি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাই। স্কন্ধে আরোহণ করিয়া জ্ঞানবিশিষ্ট জীবকে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করণ আর অগ্রণী হইয়া তাহাদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে শিক্ষা দেওন, যে রাজা এতদুভয় কার্য্যের তারতম্য বুঝেন না, তিনি আপনা আপনি আপনাকে পিতৃস্থানীয় বলিতে পারেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে চিরকালই দূর হইতে প্রণাম করিব এবং তাঁহার সহিত অন্য সম্বন্ধ ভাবিব।

✓পোলিস্।

গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে পোলিস্ সম্বন্ধে লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, গবর্ণর বাহাদুর বলেন যে, পোলিশের দুর্নাম আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা পোলিস্ যে, অধিকতর কার্য্য দক্ষ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখনকার পোলিস কিরূপ কার্য্য দক্ষ তাহা আমরা দেখাইতে ইচ্ছা করি। আমা-

দের যতদূর সাধ্য আমরা দেখাইব, ভরসা করি, গ্রাহক পাঠকেও এবিষয়ে সাহায্য করিবেন।

আমাদের অতি সন্নিকটে চুঁচুড়ার কদমতলা পল্লীতে 'শতাবধি' অধিবাসীর ভিতরে তিন মাসের মধ্যে কিরূপ কাণ্ড হইয়াছে দেখুন।

১৫ই ভাদ্র। অধ্যাপক গোপালচন্দ্র শিরোমণির চতুষ্পাঠীর সংলগ্ন স্বীয় বাটীতে সিঁধ চুরি হয়। শিরোমণি সে সময়ে স্থানান্তরে ছিলেন। ঘড়া ২ টা, বগুনা ১ খানা, থাল ৪ খানা, বসন ৩ খানা, ধোসা ১ খানা, ১ ছড়া রূপার গোট আট ভরির, সোণার মূড়কিমাচুলি ২ ভরির ও নগদ ৫৫। ৫৬ টাকা লইয়া যায়। লম্বা চৌড়া পোলিশ তদারক হয়। আর সিঁধের লম্বা চৌড়া মাপিয়া লওয়া হয়। আর শিরোমণি মহাশয়ের সহিত তাঁহার গৃহিণীর কোন রূপ মনোবাদ আছে কি না, পোলিস সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

১৮ই আশ্বিন। ঢাকার সদর আলা বাবু গঙ্গাচরণ সরকারের ভিতর বাটীর প্রাচীরে এবং দোতালা বারেন্দায় দুইটি সীঁধ হয়। রাত্রি ৩ টার সময় চোরেরা দুই টুকরা বাঁশ বাঁধ ১ খানি মই, ইষ্টক পূর্ণ ১ খানি গামছা ও সীঁধকাটী ফেলিয়া পলাইয়া যায়। ১ ঘণ্টা গণ্ডগোল ও চীৎকার করিয়া পাহারাওয়ালার সাড়া পাওয়া যায় নাই। ৪ টার পর ফাঁড়ীতে সংবাদ দিয়া হেড কনেষ্টবলকে ডাকিয়া আনয়ন করা হয়। সে ব্যক্তি আসিয়া দুই তিন ডাক দিবা মাত্র পাহারাওয়ালা আসে। পাহারাওয়ালা বলে, সে তিন ঘণ্টা সে পল্লীতে ছিল না। পর দিন মাজিষ্ট্রেট উইক্‌স সাহেব ও দারোগা শীতল প্রসাদের কাছে চুরির সংবাদ ও পোলিশের কর্ত্তব্য সাধনে অবহেলার কথা জানান হয়। মাজিষ্ট্রেট স্থানান্তরিত হইয়াছেন; শীতল প্রসাদ বাবু সম্প্রতি লোকান্তরিত হইয়াছেন। মই; বাঁশ, গামছা ও সীঁধকাটি পোলিশেই আছে।

২৮শে আশ্বিন। ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটি হইতে দিনমানে ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া দোতালা ঘরের একটী বাক্স ভাঙ্গিয়া, আর একটা শিকল খুলিয়া নোলক সমেত একটী নথ ও নগদ সিকে পাঁচেক লইয়া যায়। বাটির মধ্যে এক জন মাত্র বিধবা রমণী আছেন। তিনি স্নান করিতে গিয়াছিলেন। বিধবা পোলিশে যাইয়া এজেহার দেয় নাই। প্রতিবাসী পাঁচ সাত জনে কনেষ্টবল দিগকে বলিয়াছিল, তাহারা কোন খবর লয় নাই।

১ লা কার্ত্তিক হইতে ৫।৭ দিন গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটিতে সন্ধ্যার পর রাত্রিতে ইট পড়িতে থাকে, বাটির মধ্যে লোক আসে, পালাইয়া যায়, ভয়ানক উপদ্রব করে, পোলিশ কয় দিন মধ্যে একবার উঁকি-মারে নাই। গোপালচন্দ্র ঘাটাল হইতে চাকুরি করিয়া দুই তিন বৎসর পরে সপরিবারে বাটি আসিয়াছিল, তাহাতে এরূপ উৎপাত হয়। দুর্বৃত্তেরা বন্দুকের ভয়ে পলায়ন করে। কোন কোন রাত্রি ২০।২৫ জন ভদ্র লোক একত্র হইয়া মহা গোলমাল করিত। কিন্তু বোধ হয় ডাকাতি হইলেও পোলিস আসে না। ইহাকেই বলে efficiency.

১৩ই কার্ত্তিক। বাবু ভক্তিদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শ্যামাপূজা হইয়াছিল। তাহার পর দিন রাত্রিতে ভিতর বাটীর আঙ্গিনায় অনেকগুলি সগড়ি থালা বটী ছিল। চোরেরা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করত বাসনগুলি দুই থাক করিয়া গুছাইয়া ছিল, অতি অল্পকাল মধ্যেই লইয়া যাইত। বাটীর কোন স্ত্রীলোক তাহাদিগকে দেখিতে পান। গোলমাল করাতে পলাইয়া যায়।

২২শে কার্ত্তিক। জগদ্ধাত্রীপূজার রাত্রি। ভগবতী পাঠক মহাশয়ের বাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজা ছিল। বাটীতে মেয়ে পুরুষে প্রায় ২০।৩০ জন লোক ছিল। বাটীর সকল ঘরেই লোক ছিল। রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যাতায়াত করিয়াছে। এক জন কনেষ্টবল প্রসাদাভিলাষী হইয়া দুই তিনবার গিয়াছিল। পাঠক মহাশয়ের বাটীর প্রায় সর্ব্বত্রই আলো জ্বলিতেছিল, আর স্বয়ং মাতা জগদ্ধাত্রী চণ্ডীমণ্ডপে বিরাজ করিতেছিলেন। যে গৃহে পাঠক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সস্ত্রীক শয়িত ছিলেন, সেই গৃহে সিঁধ দিয়া লইয়া যায়। বাক্সগুলি বাহিরে ভাঙ্গা পড়িয়াছিল। পরদিন পোলিশ তদারক করেন। কে প্রথমে সিঁধের কথা জানিতে পারে, কাহাকে কে প্রথমে ডাকে, সে তাহার পর কাহাকে ডাকে, এ সকল বিষয়ে অতি যত্ন সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সওয়াল করিয়াছিলেন।

২৩শে কার্ত্তিক। হইতে ১০।১৫ দিন রামতারণ দের বাটীতে চোরেরা উপদ্রব করিয়াছিল। রামতারণ দের বাটীতেও জগদ্ধাত্রী ছিল। সমাগত কুটুম্বিনীদের আভরণ দেখিয়া চোরেরা পূজার পর দিন হইতে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিত। এক দিন অনেকটা সিঁধ কাটিয়া ছিল কিন্তু ফুটাইতে পারে নাই। সেই রাত্রির পর আর গোলমাল শুনা যায় নাই।

পেনসনর বাবু যদুনাথ বসুর বাটিতেও কয় দিন ধরিয়া দুর্বৃত্তেরা দৌরাত্ম্য করিয়াছিল। তাঁহার অন্দরের পাশ দিয়া একটি গলি রাস্তা আছে; তিনি এক দিন পোলিশের কনেষ্টবলকে এক আধ বার সেই দিকে দেখিতে বলেন, তাহারা সদর রাস্তা ছাড়িয়া গলি পথে যাইবার মানা আছে বলিয়া সদুত্তর প্রদান করে।

২৬শে কার্ত্তিক। দিনমানে বাবাজিদের আথড়া হইতে চুরি যায়। ঠাকুরের ভোগের জন্য এক বাটী দুগ্ধ, এক ঘটী জল রাখিয়া আথড়ার অধিবাসীরা একবার কে কোথায় গিয়াছিল, সেই অবসরে চোর আসিয়া, একখানি বহির্বাস, ঠাকুরদের পীতবস্ত্র দোলাই ২খানি, চুমকি বটীটি আর সেই সদুগ্ধ বাটীটি লইয়া যায়। গোলমাল করিলে আর কি হইবে?

৯ই অগ্রহায়ণ। শ্রীগোপাল লাল সুরের বাটিতে সিঁধ দেয়। রাত্রি ৪টার সময় গৃহস্বামী জানিতে পারেন। অনেক ডাকাডাকিতেও যে সীমানায় বাড়ী, সে সীমানার পোলিশের কেহই আসিল না। অপর এলাকার কনেষ্টবল দয়া করিয়া আসিল, তাহাকে দিয়া সেই রাত্রি ৫টার

সময় পোলিশে খবর দেওয়া হইল। ৭টা পর্য্যন্ত কেহই আসে না। তখন গৃহস্বামী পোলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সমীপে খবর দিলেন ও পোলিশের কর্ত্তব্য যে ত্রুটির বিষয়ে অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন। তাহার পর পোলিশ আসে। নানারূপ তদারক ও ভদ্রাভদ্রের খানাতল্লাসী করিয়াছে, কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। হাঁসুলি ১টা, নত ১টা, ঘুমুর ১টা, মল ৪গাছা, গোট ১ ছড়া, বাজু ১খান, কাপড় ২খান, মাদুলি ৩টা, নগদ টাকা ২টা লইয়া গিয়াছে।

এই পর্য্যন্ত একটী পল্লীর। এই দশ বাড়ীর যে কোন বাড়ী হইতে ডাকিলে, অপর সকল বাড়ীগুলি হইতে শুনিতে পাওয়া যায়।

চুঁচুড়ার অন্যান্য স্থানের ও বৃটীশ চন্দননগরের কথা আমরা ক্রমে প্রকাশ করিব। পাঠকমহোদয়গণ একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া দুই চারি ছত্র লিখিয়া পাঠাইলে আমরা কৃত কৃতার্থ হইব। ভাল, আজি হউক, কালি হউক, ঘটী, বাটী, অলঙ্কারপত্র যাইবে, একটু কাগজ, কলম, ও সময় না হয় গেলই। আমাদের দুঃখই এই, যে, এহেন বৃটীশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিবরণ কাগজ কলমে ফুটীয়া বাহির হয় না।

যুবরাজ পঞ্জী।

১৮ই নবেম্বর।

অদ্য যুবরাজ ডিউক অব সদরলাণ্ড, সার বার্টল ফিয়ার, লর্ড সফিল্ড জেনেরল প্রোবিন, মেজর হাণ্ডরসন প্রভৃতির সহিত বেলা তিনটার সময় সিরাপিস হইতে অবতরণ করিয়া সকল বন্দর দেখেন। তৎপরে সার জেমসেটজি জিজি ভাইকে একটী স্বর্ণ মেডেল ও পুস্তক উপহার দেন। বিখ্যাত পুলিস কর্ম্মচারী সুটর সাহেবেরও অদৃষ্টে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক লাভ হয়। যুবরাজ সুটরের কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য ৯টার সময় যুবরাজ স্বদল সহিত বিশেষ টেণে বরদায় গমন করিয়াছেন।

১৯শে নবেম্বর।

আজি প্রাতঃকালে যুবরাজ বরদায় উপস্থিত হইয়াছেন। টেণ ষ্টেসনে প্রবেশ করিবামাত্রই রাজকীয় সম্মানসূচক তোপধ্বনি হয়। গুইকুমার, সার মাধব রাও, রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া যুবরাজের সম্বর্দ্ধনা করেন। তৎপরে যুবরাজ পারিষদবর্গ; গুইকুমার ও সার মাধব রাওর সহিত একটি সুসজ্জিত অতি সুন্দর বৃহদাকার হস্তীতে চড়িয়া রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করেন। ঐ হস্তীর পৃষ্ঠে যে হাওদা ছিল, তাহার সমস্ত নিরেট স্ববর্ণে নির্ম্মিত। হস্তী সওয়ার ও সৈনাগণের বারথাড়া হয়। দৃশ্য অতীব সুন্দর হইয়াছিল। বরদা সহর পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। যুবরাজ এই সকল দর্শনে অত্যন্ত আনন্দানুভব করেন। অদ্য বৈকালে প্রিন্স গুইকুমারের রাজপুরীতে দর্শন দেন, এবং হস্তীযুদ্ধ দর্শন করেন।

২০শে নবেম্বর।

রাজকুমার শিকার করিতে যান। প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মৃগয়ায় যাপন হয়। রাজকুমার অনেক গুলি হরিণ শিকার করিয়াছিলেন। অনন্তর মাণিকপুরা প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন এবং তথায় মধ্যাহ্ন আহারাদি হয়।

২১শে নবেম্বর।

বরদার রেসিডেন্সিতে রাজপুত্রের ঈশ্বরোপসনা কার্য্য সমাধা হয়। অদ্য রাত্রে মতিবাগে তাঁহাকে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। মহা সমারোহে ভোজানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। রেসিডেন্সি হইতে মতিবাগ পর্য্যন্ত সমস্ত পথ অত্যুজ্জ্বল আলোকমালায় বিভূষিত করা হইয়াছিল। এবং সর মাধব রাওয়ের চেষ্টা থাকিলেও রেসিডেন্সির কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা ভোজস্থলে অপর লোকের গমন নিষিদ্ধ হওয়ায় সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহাতে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতারা অতিশয় ক্ষুন্ন ও রুষ্ট হইয়াছেন।

২৩শে নবেম্বর।

রাজকুমার সমস্ত দিন মৃগয়ায় ছিলেন। বন্য বরাহ শিকারে তাঁহার বিলক্ষণ কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছিল। কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটে নাই। সেই রাত্রে বোম্বাই যাত্রা করেন। ষ্টেশন পর্য্যন্ত সমস্ত রাজপথ আলোকমালায় অতি সুন্দর কান্তি ধারণ করিয়াছিল।

সংবাদ।

এড়ুকেশন গেজেট লিখিয়াছেন।—"হুগলির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট চুঁচুড়া মনসাতলার মেটেফটকে সংঘটিত স্ত্রী বাহির করার এক মোকদ্দামা উপস্থিত আছে। বিচার নিষ্পত্তি হইলে মোকদ্দামার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ভরসা করি, নবীন বাবুর সূক্ষ্মবিচারে সত্য প্রকাশ পাইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইবে।" আমরা বলি Amen!

এলাহাবাদে আবার ডেঙ্গু দেখা দিয়াছেন। এখন টিকিট একখানি কিনিয়া এদেশে আসিয়া না পড়েন। সেবার আমরা দেখিয়াছি, ডেঙ্গু বরাবর রেলপথে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে সকল স্থানে ১৫।২০ ক্রোশের মধ্যে রেল নাই, সে সকল স্থানে ডেঙ্গু যায় নাই।

গত সোমবার মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বকিংহাম্ মান্দ্রাজে পৌঁছিয়াছেন।

এস্, পি, মেলবিল সাহেব গবর্ণর জেনেরেলের এজেণ্ট রূপে বরদার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সর রিচার্ড মীড বাঙ্গালোরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

বরদার ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মলহর রাও ছয় লক্ষ টাকার পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন, এরূপ প্রবাদ আছে, এবার নাকি পাতিয়ালার মাহারাজ পনর লক্ষ টাকা মূল্যের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া যুবরাজের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। কি সর্ব্বনাশ!

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর নিয়মাবলি সংশোধন জন্য ও রাজধানীতে সাধারণ বাহনী প্রথা প্রচলন জন্য কলিকাতার করদাতৃগণ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সমীপে যে আবেদন করিয়াছেন, তাহার উপসংহার ভাগে একটা কথা দেখিয়া আমরা অসন্তুষ্ট হইলাম। দরখাস্তে লেখা আছে, যে "যে হেতুক অন্য অন্য সহরের অধিবাসী দিগকে এরূপ পীড়ন সহ্য করিতে হয় না" ইত্যাদি কথাটী মিথ্যা ও ঈর্ষ্যা প্রসূতা।

হিন্দু পেট্রিয়টে কোন ব্যক্তি চন্দননগরের চরের সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছেন। সুযোগ্য সম্পাদক বুঝিতে পারিয়াছেন এবং লিখিয়া দিয়াছেন, যে সেই পত্র খানি কোন এক বিশেষ পক্ষ সমর্থন কারীর লেখা। ইহাতে চরের পূর্ব্বাধিকারীর কতকগুলি সুখ্যাতি এবং বর্ত্তমান অধিকারীর নির্বুদ্ধিতার উল্লেখ করা হইয়াছে। হউক তাহাতে কাহারও বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু দুটি কথা নিতান্ত নির্ব্বোধের মত বলা হইয়াছে। ১ম—এই যে, চরটি সরকারের সম্পত্তি। এবিষয়ে মোকদ্দমা এখনও [illegible] আছে। ২য়—এই যে, চরটী গঙ্গাগর্ভ হইতে [illegible] উদ্ভূত হয়,

(অর্থাৎ নক্ত পয়ন্তি নহে) ঐ মোকদ্দামায় এই কথাটীই স্থূল বিচার্য্য বিষয়। এরূপ স্থলে এসকল কথা না বলাই ভাল ছিল।

ইংলণ্ড হইতে প্রসিদ্ধনামা অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম সাহেব বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিসের নির্ব্বাচিত প্রার্থীদিগের নিমিত্ত অক্সফোর্ডে ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট নামক একটী বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থ তিনি চেষ্টা করিবেন। সেই জন্য এতদ্দেশস্থ বুধমণ্ডলীর নিকট তথ্য জিজ্ঞাসা ও পরামর্শাদি গ্রহণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

গত ৪ঠা নবেম্বর সন্ধ্যার সময় লাহোরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ইনি মহারাজ রণজিতসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজেরাও ইহাঁকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ইহার পাণ্ডিত্যাদি গুণে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাকে দশ হাজার টাকার জায়গীরের সহিত "চীফ পণ্ডিত" এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

গত বর্ষে বাঙ্গালা প্রদেশের রপ্তানি ২৯ কোটি ৩৬ হাজার ২ শত টাকা। তাহার মধ্যে কলিকাতার বন্দর হইতে নগদ সোনা রূপায় প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট দ্রব্যাদি; তাহার মধ্যে আফিম সাড়ে ৫ কোটি, পাট সওয়া ৩ কোটি, চামড়া ২ কোটি, নীল ২ কোটি, চা প্রায় ২ কোটি, চাউল ১ কোটি, ২ লক্ষ, তিসি শরিষা প্রভৃতি ২ কোটি, রেশম ৭৪ লক্ষ, তূলা ৫২ লক্ষ, চট ২২ লক্ষ, সোরা ৪৯ লক্ষ, তামাক ১৮ লক্ষ, চিনি ১০ লক্ষ, রবর সাড়ে ৯ লক্ষ, কুসুমফুল সাড়ে ৭ লক্ষ টাকার। গতবর্ষে বাঙ্গালার আমদানি সর্ব্বসুদ্ধ ২৫ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৪ শত ২০ টাকার। তন্মধ্যে সোনা, রূপা এবং নগদ টাকা ২ কোটি ৫৬ লক্ষ। অবশিষ্ট মাল। তাহার মধ্যে কোরা কাপড় ৭ কোটি ৪৪ লক্ষ, ধোয়া থান ১ কোটি ৭০ লক্ষ, সূতা ১ কোটি ১৬ লক্ষ—রঙ্গিন থান ১ কোটি ৭ লক্ষ—পশমি ২৭ লক্ষ, রেসম ১ লক্ষ, লবণ ৭৬ লক্ষ, ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ১ কোটি ১৭ লক্ষ, খণ্ডাদি ৫০ লক্ষ, পাথুরিয়া কয়লা ১৫ লক্ষ, গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ১ কোটি ৫৫ লক্ষ, সুরা ৬৫ লক্ষ টাকার।

এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছেন বাঙ্গালায় ত্রৈমাসিক সমালোচক প্রকাশিত হইবার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া মনে মনে যে আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম—খণ্ডন খণ্ডখাদ্য দুই খণ্ড পুস্তিকা পাঠ করিয়া সেই আনন্দের অনেক লাঘব হইল। এই 'খণ্ডন খণ্ড খাদ্য'ও এক প্রকার সমালোচক পুস্তিকা। ইহাতে "বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ" এবং "উদ্দীপনা" নামক বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত দুই খানি পুস্তকের সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচক যেরূপে বিদ্রূপ করিয়াছেন, যেরূপে সমালোচ্য গ্রন্থদ্বয়ের দোষ মাত্র ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন, গুণ কিছুই প্রকাশিত করেন নাই—তাহা দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইতে পারিলাম না।

গত দুর্গোৎসবের অবকাশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির এজেণ্ট সিসিল ষ্টিফেনসন্ সাহেব মসুরি পাহাড়ে বেড়াইতে যান। ল্যাণ্ডার নামক স্থানে অশ্ব হইতে পতিত হইয়া অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। সেই আঘাতে তাঁহার মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়া যায়। একটু সুস্থ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু মস্তিষ্কের ঠিক না থাকাতে কার্য্য করিতে অক্ষম হন। কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার মহোদয়গণ তাঁহার চরম অবস্থা জানিতে পারিয়া বিলাতে পাঠাইতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে গত ১৮ ই নবেম্বর বৃহস্পতিবারে তিনি বিলাতে প্রেরিত হন; কিন্তু মান্দ্রাজের নিকট না পৌঁছিতেই বিগত ২১ এ নবেম্বর রবিবারে জাহাজেই ষ্টিফেনসন্ সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। শবটীকে থলিয়ার মধ্যে লোহার সহিত পুরিয়া সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। যদি ডাক্তার মহাশয়েরা দোষ এড়াইবার জন্য এরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সমুদ্র যাত্রায় না পাঠাইতেন, তাহা হইলে অন্তত তাঁহার সমাধিটী ভাল করিয়া হইত এবং সমাধি স্থানে স্তম্ভাদি নির্ম্মিত হইত। ষ্টিফেনসন্ সাহেবের সম্মানার্থ গত বৃহস্পতিবারে, রেলওয়ে এজেন্সী আফিস বন্দ হইয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে কন্‌সলটীং ইঞ্জিনিয়ার আফিসেরও অর্দ্ধাবকাশ হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগর কালেজের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, শিক্ষা বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন। হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক, উমেশ বাবুর পদে নিযুক্ত হইবেন এরূপ সম্ভাবনা।

নবাব নাজিমের দেনার বন্দোবস্তের কমিসনের অন্যতম সভ্য মুন্সী আমির আলি খাঁ বাহাদুরকে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর যাবজ্জীবন নবাব উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

১ম শ্রেঃ মাজিঃ কলেঃ ডব্লু এস্ ওয়েলস্ সাহেব সাহাবাদ মাজিঃ কলেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

ভাগলপুরের প্রতিনিধি ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ বাবু শশিভূষণ দত্ত সাঁওতাল পরগণায় বদলি হইলেন।

বারিষ্টার ই, জে, টুভিলিয়ান সাহেব মফস্বল আদালতের ওকালতী এবং মোক্তারীর পরীক্ষক সমাজের সেক্রেটরি হইলেন।

বাবু তারণচন্দ্র সরকার ঢাকা জেলায় এং ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ নিযুক্ত হইলেন।

মানভূমের ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ বাবু গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় পুরুলিয়ার সব্ রেজিষ্টারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

আসিঃ সার্জ্জন রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এং রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ন হইলেন।

পাটনা টেম্পল মেডিকেল স্কুলের শারীরতত্ত্ব, ভৈষজ্যতত্ত্ব এবং অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশক আসিঃ সার্জ্জন দয়ালচন্দ্র সোম উক্ত সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসাভার প্রাপ্ত হইলেন।

কুমিল্লার মুন্সেফ বাবু গণেশচন্দ্র চৌধুরী ত্রিপুরার একটিং ৩য় সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

ত্রিপুরার ২য় সবর্ডিনেট জজ বাবু যাদবচন্দ্র দে (বি, এল,) কিছু দিনের নিমিত্ত ঢাকা জেলায় বদলি হইলেন।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্কুলসমূহের নিম্নলিখিত ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরদিগের নিম্নোক্তরূপ পদবিভাগ মঞ্জুর করিয়াছেন—

১ম শ্রেণীতে ২০০ টাকা বেতনের ১০।১ জন।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পার্সোনেল এলাউন্স বলিয়া ইনি মাসিক আরও ১০০ টাকা পাইবেন।)

তারকনাথ সেন। মৌলবী সৈয়দ আবদুল্লা (পার্সোনেল এলাউন্স বলিয়া মাসিক আরও ৫০ টাকা পাইবেন।) মুন্সি সুরাজমল। রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পরানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভুবনমোহন নিয়োগী। বৈকুণ্ঠনাথ সেন।

২য় শ্রেণীতে ১৫০টাকা বেতনের ১৫ জন!

কৈলাসচন্দ্র সেন। বিদ্যাধর দাস। রাজেন্দ্রকুমার গুহ। মুন্সি ভুরানলাল। মৌলবী আবদুল রহিম। এলাহি বক্স। মুন্সি ভগনপ্রসাদ। রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী। বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী। হরমোহন ভট্টাচার্য্য। মাধবচন্দ্র গোস্বামী। চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উমাপ্রসাদ দে। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। শরচ্চন্দ্র দাস।

৩য় শ্রেণীতে ১০০টাকা বেতনের ২০ জন।

সারদাপ্রসাদ রায়। বৈকুণ্ঠনাথ রায়। প্রভাত চন্দ্র সেন। নন্দলাল সেন। মুন্সি শিবনারায়ণ ত্রিবেদী। দীপনারায়ণ। দ্বারকাপ্রসাদ। গিরিধারী বসু। মতিলাল মৈত্র। কালীনাথ চৌধুরী। গোপালচন্দ্র ঘোষাল। শ্রীনাথ দত্ত। অম্বিকাচরণ বসু। শিবদাস ভট্টাচার্য্য। রাধানাথ রায়। প্যারীমোহন সেন। উমা কিশোর রায়। হরিহর দাস। দ্বারকানাথ দত্ত। ঈশ্বর চন্দ্র খাসনবিশ।

মফস্বল।

কৃষ্ণনগর ট্রামওয়ে।

৩।

আপনার ৬ই অগ্রহায়ণের সাধারণীতে কৃষ্ণনগর ট্রামওয়ে সম্বন্ধে "উলা" হইতে এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণী সম্পাদককে অযথা গালি বর্ষণই উক্ত পত্রের উদ্দেশ্য; এবং তাদৃশ পত্রের উত্তর দান পত্র প্রেরককে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। আপনাকে সে প্রশ্রয় দানে অনিচ্ছু দেখিয়া আমাকে তৎসম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিতে হইল। প্রথমতঃ পত্র প্রেরককে সবিনয় অনুরোধ (অবশ্য তিনি বা উলার অন্য কেহ আমাকে অনুরোধ করিতে বলেন নাই) যে তিনি যেন স্থিরচিত্তে আমার বাক্যের অর্থগ্রহণ পূর্ব্বক আপন মতামত প্রকাশ করেন। নতুবা "বলেছেই বা কে, 'কে বলতে বলেছে,' কেন বা স্বীকার করিতে হইবে" ইত্যাদি অনর্থক বাক্য প্রয়োগে আপনার বাসস্থানের পরিচয় দিয়া আমাদের নিকট কোন ফল বা পত্রের উত্তর প্রত্যাশা না করেন। প্রস্তাবিত শাখা রেল, বগুলা হইতে হওয়া উচিত কিসে? এই তাঁহার প্রথম প্রশ্ন। তাহার উত্তরে অনেক বলা যায় এবং অদ্য তন্মধ্যে গুটিকতক বলিব, ভরসা করি তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন। প্রথমতঃ কৃষ্ণনগর হইতে বগুলা, রাণাঘাট অপেক্ষা অল্প দূর এবং কৃষ্ণনগর হইতে বগুলার রাস্তা পাকা। এমন অবস্থায় বগুলা হইতে শাখা খুলিলে অল্পব্যয় সাধ্য। পত্র প্রেরক অবশ্য ব্যয়ের জন্য কুণ্ঠিত নন। কিন্তু রোডশেষ কমিটির মেম্বরগণ ব্যয়ের জন্য কুণ্ঠিত। কারণ একেই ত নদিয়া জেলার রোডশেষ ফণ্ডে ব্যয় অপেক্ষা আয় কম, বর্ত্তমান রাস্তা সকলের (নূতন হওয়ায় কথা দূরে থাক) বৎসর বৎসর সংস্করণ হওয়া কঠিন; তাহাতে আবার যদি কর্জ্জ টাকার (ট্রামওয়ের জন্য অর্দ্ধেক টাকা রোডশেষ ফণ্ডের কর্জ্জ করিতে হইবে) সুদ বাবদ বৎসর বৎসর বেশী টাকা যায়, তাহা হইলে জেলার অন্যান্য রাস্তা গুলির আর এখনকার মত বাৎসরিক সংস্করণ হইবে না। এমত অবস্থায় একটীর ভাল করিতে গিয়া রোডশেষের মেম্বরগণ কেমন করিয়া জেলাস্থ সমস্ত রাস্তা গুলির উপর অন্যায় আচরণ করিবেন। আর অপরটি যে রাণাঘাট হইতে হইলে সর্ব্ব প্রকারে শুভ হইবে, তাহাই কি প্রকারে স্বীকার করিবেন। স্বীকার করিলেও (কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত) তাঁহাদের আয় কোথায়? কর বৃদ্ধি করিবার আর উপায় নাই, কারণ নদীয়া জেলায় উচ্চতম হারে রোডশেষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা, 'কয়টা লোক উত্তর দিক হইতে কৃষ্ণনগর যাতায়াত করে।' উত্তরের যাত্রী যে দক্ষিণের যাত্রী অপেক্ষা কম নয় বরং বেশী, তাহা পরে দেখাইতেছি, কিন্তু আপাততঃ দক্ষিণের লোকের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে গুটিকতক কথা। সুবিধা ও অসুবিধা সময় ও ব্যয় লইয়া। বগুলা হইতে শাখা হইলে দক্ষিণের যাত্রির সময় সম্বন্ধে কিছু মাত্র অসুবিধা নাই বরং ১০।১৫ মিনিটের সুবিধা আছে। পত্র প্রেরক ট্রামওয়ে এবং রেলওয়ে গমনাগমনের সময় জানিলে ইহা আপনিই বুঝিতে পারিবেন, কষ্ট করিয়া আর বুঝাইতে হইবে না। ব্যয় পক্ষে দক্ষিণের যাত্রীর দুই তিন পয়সা অসুবিধা এবং রাণাঘাট শাখা খুলিবার পক্ষে কেবল দক্ষিণের যাত্রীর সুবিধা ধরিলে এই এক মাত্র কারণ। কিন্তু শুদ্ধ জন কয়েক লোকের সুবিধা,—শুদ্ধ আর সম্বন্ধে দুই এক পয়সার সুবিধা—দেখিয়া, রোডশেষ কমিটি বহুবিধ গুরুতর আপত্তি থাকিতে রাণাঘাট হইতে শাখা খুলিতে কিরূপে অনুমোদন করেন। উত্তরের যাত্রী যে দক্ষিণের অপেক্ষা কম নয়, তৎসম্বন্ধে শুদ্ধ একটী মাত্র কথা। উত্তরের লোকেরা অত্যন্ত হিন্দু ও গঙ্গাভক্ত। এবং নবদ্বীপ বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান তীর্থ। বৎসর বৎসর পর্ব্বাহ উপলক্ষে তথায় উত্তর দিক হইতে যে লোক সমাগম হয়, তাহার সংখ্যা যে, বাৎসরিক দক্ষিণের যাত্রী অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহা যিনি সেই লোক সমাগম দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। অপর একটী কথা বগুলা দিয়া শাখা খুলিলে দক্ষিণের যাত্রীরা তাহা দিয়াই কৃষ্ণনগর আসিবে, কিন্তু রাণাঘাট হইতে শাখা হইলে উত্তরের যাত্রীরা কখনই তাহা দিয়া কৃষ্ণনগর আসিবে না। এখনকার মত বগুলা দিয়াই আসিবে, কাণ পেঁচিয়া নাক ধরে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমন বোকাদাস খুব অল্প। এ সম্বন্ধে রাণাঘাট হইতে রাস্তা হইলে উত্তরের যাত্রীর আর কিছুই থাকিবে না। ব্যবসা সম্বন্ধেও বগুলা শাখা রাণাঘাট শাখা অপেক্ষা বহুল লাভ-প্রদ। কারণ হাঁসখালি নদীয়া জেলার একটী প্রধান বন্দর। বগুলা শাখা হাঁসখালি দিয়া যাইবে এবং তাহা হইলে হাঁসখালির স্থল পথের আমদানি রপ্তানি

অধিকাংশই তাহা দিয়া হইবে। এ বিষয়ে পত্র প্রেরকের বক্তব্য এই যে, উলা ভবিষ্যতে উত্তম বাণিজ্য স্থান হইতে পারে। সম্ভাবনা আছে বলিয়া, আমি ত উলার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ করি না। কে কবে নিশ্চিত ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতে নির্ভর করিয়াছে। উলার উন্নতি হয় ইহা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু তাই বলিয়া কেমন করিয়া নানা অসুবিধা সত্ত্বেও অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিয়া রাণাঘাট হইতে শাখা রেল হইতে অনুমোদন করি। উপসংহার কালে একটী কথা। আমার মতে উলায় কর্ত্তৃপক্ষের যাতায়াতের সুবিধা নাই বলিয়াই যে উলার দুর্দ্দশা এমত বোধ হয় না। উলার মহামারীই তাহার দুর্দ্দশা করিয়াছে। মহামারীর পূর্ব্বে উলার শ্রীবৃদ্ধির সময় কর্ত্তৃপক্ষের তথায় যাতায়াতের যে সুবিধা ছিল, এখন প্রায় তাহাই আছে; তবে কেমন করিয়া তাহাকেই দুর্দ্দশার কারণ বলি।

ঢাকা।

ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর নিতান্ত শান্ত প্রকৃতি, সৎকার্য্যে উদ্যোগী, সদসৎ বিবেচনাক্ষম, বাগ্মী ও বদান্য। ভাওয়ালে অন্য যে কয়েকটি ক্ষুদ্র জমিদার আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা ইহাকে ফৌজদারিতে উত্তেজনা করিতেছেন, কিন্তু ইনি উত্তেজিত না হইয়া পশ্চাৎপাদ হইতেছেন অথবা শক্তি সত্ত্বে ক্ষমা করিয়া নিজে ঠকিতেছেন। ইহাই শান্ত স্বভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

টঙ্গির পুলে ২০ হাজার, ঢাকার পোস্তায় ২০ হাজার, এখন আবার ডাক্তর খানায় ২০ হাজার টাকা দান করিয়া স্বকীয় বদান্যতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও ইহাকে সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ রাজা উপাধি প্রদান করিলেন, আমরাও যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিলাম। এখন আমাদের এই প্রার্থনা যে, রাজা বাহাদুর স্বকীয় কর্ম্মচারীদিগকেও রাজ কর্ম্মচারী উপযুক্ত সম্মান প্রদান করুন। অন্যথা এই উপাধি নিতান্ত শ্রীহীন দেখাইবে।

রাজপুত্রের আগমনের উৎসব উপলক্ষে উক্ত রাজা বাহাদুর কলিকাতায় আলোর জন্য ১০০ শত এবং ভোজের জন্য ৩০০ শত টাকা দিয়াছেন।

উক্ত মহাত্মার পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত রজনী নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, মহোদয়ের চিকিৎসার জন্য পূর্ব্বে ২০ টাকা দিয়াছিলেন, এখন আবার ২০ টাকা দিয়াছেন।

যদি বিক্রমপুরবাসীগণ বিক্রমপুরের টোলের উন্নতির জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেন, তবে রাজেন্দ্র বাবু এককালীন ১০০০, টাকা দান করিতে স্বীকৃত আছেন। ভিন্ন দেশের জন্য ভিন্নদেশবাসীর এইরূপ উদ্যোগ, যার পর নাই প্রশংসনীয়। এবিষয়ে বিক্রমপুরের জমিদারগণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

হিন্দুধর্ম্মেও রাজেন্দ্র বাবুর বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে। ইনি কালাগ্রধা নিবাসী রাজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৺ কাশীধাম যাওয়ার ব্যয় ২৫ টাকা দিয়াছেন।

ভাওয়ালের অন্তর্গত দুইডান্ গ্রামে একটী বালিকার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুর কারণ এখনও সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি নাই। জানিলে জানাইব।

মুর্শিদাবাদ।

(পাঁচতোপী হইতে)

জেলা মুরশীদাবাদ ভরতপুর থানার এলাকা স্থিত গ্রাম সমূহে চুরির বড়ই প্রাদুর্ভাব। চোরদিগের উপদ্রবে লোকের গোয়ালে গরু পর্য্যন্ত রাখা দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভরতপুর থানার ভূত পূর্ব্ব সব্ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্র নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় প্রায় ৭ বৎসর এরূপ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন যে, এই এলাকা হইতে চুরি একবারেই উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। ভরতপুর থানার অধীন প্রায় ৩০০ তিন শত খানি গ্রাম আছে। বৎসরের ভিতর সমুদায় এলাকার মধ্যে দুই একটী চুরি হইত। সম্প্রতি ইন্দ্র বাবু পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সেই অবধি এখানে চুরিরও বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রাম মধ্যে প্রায় প্রতি রাত্রেই চুরি হইতেছে; উপরন্ত কতকগুলি বদমাইস জুটিয়া রাত্রিকালে লোকের গরু চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুলীশ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন এবং নিবারণ পক্ষে বিশেষ উদ্যোগ দেখিতে পাই না। পরম্পরা শ্রুত হওয়া যাইতেছে যে, পুনরায় কান্দীর মহকুমাটি স্থাপিত হইতেছে। তাহা হইলে লোকে রাম রাজ্যে সুখে বাস করে। যে দিন হইতে কান্দী মহকুমাটী উঠিয়া গিয়াছে, সেই অবধি নরহত্যা, গোহত্যা, চুরি, সিঁদ, ডাকাইতির বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে কান্দীর অধীনে ৫ পাঁচটি থানা, এক্ষণে প্রত্যেক থানায় শাসন নাই বলিলেই হয়। যাহা হউক দীর্ঘকাল পরে এত চুরি হয় কেন, কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয় অনুসন্ধান করা উচিত এবং যাহাতে সত্বর কান্দীর মহকুমাটী স্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অনেক দিন হইতে এই পাঁচতোপী পোষ্টাপীষের ডাকের গোলযোগ চলিতেছে। নিয়মিত রূপে ডাক প্রায়ই আইসে না। ইহাতে অত্রস্থ সকলের অনেক অসুবিধা হইতেছে। এ বিষয়ে ইন্স্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার সাহেবের বিশেষ মোনযোগ দেওয়া উচিত।

এখানকার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি দর্শন করিয়া আমরা নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি। ইহাদিগকে সকল বিষয়ে উদ্ধত, অবিনীত ও মন্দবিষয়ে উৎসাহী দেখিতেছি। সমালোচনার লেশমাত্র নাই, শিক্ষক দিগের মধ্যে অমনোযোগীতাই ইহার মূল কারণ। ছাত্র দিগের মধ্যে অনেকেই কেবল পিতা মাতার ভয়ে এক বার স্কুল যায়। এ বিষয়ে সুযোগ্য হেড পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে একটী নীতি শিক্ষার সভা হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত।

ভারতসন্তান।

উঠ মা ভারত ভূমি! কর সম্ভাষণ,
ভারতের ভাবীভূপ করে আগমন,
সিরাপিস শ্বেত পোতে, দুস্তর সাগরে
পার হয়ে, সমুদিত দেখিতে তোমারে।
ভুলিয়ে তাপিনি তব মানস বেদন,
সিক্তনেত্রে রাজপুত্রে দেও আলিঙ্গন।
পেয়েছ কালের কালের যতেক যাতনা
মানসে সে কথা আর তুলনা তুলনা।
উড়াতে ভারতে মাগো যশের নিশান;
এসেছেন লণ্ডনের কুমার প্রধান।
বড়ই ধীমান্ নাকি দয়ার নিদান,
ভারত অভাব সব করি অবসান-
লভিবারে দূর রাজ্যে যশ নিরমল,
এসেছেন পার হয়ে বারিধি অতল?
ভারত তনয় যত "তারক" সুন্দর
ঘেরিয়াছে মনোল্লাসে সেই নিশাকর!
এস মা আনন্দময়ি অতি কুতূহলে,
আদরে কুমারে আজি বসাইয়া কোলে,
দেখাও জননী যত বীর-বাসস্থান,
সৌভাগ্যের সঙ্গে সব করেছে প্রয়াণ,
কেবল পতিত ভগ্ন পুরি পুরাতন;
পলায়াছে অহঙ্কার দম্ভ দৃঢ়-পণ!
দেখাও সুচিত্র চারু ইলোরা মন্দির,
নীরবে কহিছে কথা চিত্র কর ধীর।
দেখাও হস্তিনা পুরি পাণ্ডব আবাস,
পতিত ভীমের গদা কৌরবের ত্রাস।
দেখাও কুমার জরাসন্ধ কারাগার,
স্থাপিত যমুনা কূলে ভীষণ আকার।
দেখাও পঞ্জাব সহ পঞ্চ বেগবতী,
যথায় প্রকৃতি সতী করেন বসতি,
বিশোভিত চারি দিক শৈল আর জলে,
ভাবুক চঞ্চল চিত জল কল কলে।
দেখাও এসব স্থান করিয়া যতন,
উঠ গো জননী-ভূমি মুছিয়া নয়ন।

ভারতমাতা।

তব আগমনে আজি শুভ দিন গণি,
আনিতে আদরে তোমা যত নৃপমণি,
সাজিয়া বিবিধ সাজে লয়ে হস্তী হয়,
উপনীত যথাস্থানে রাজেন্দ্র তনয়।
করিছে উৎসব কত তব আগমনে,
নগর নিচয় সবে সাজায় যতনে!
তুমিও তাদের মত রাখহ সম্মান
দিন যাবে, রবে না ত কুমার ধীমান্।
ভারত কুমার কত রাজ অনুজ্ঞায়,
লঘু পাপে গুরু-দণ্ড, নির্ব্বাসনে যায়।
রাজ সিংহাসন হতে নামাইয়া দিলে,
কাঁদিতে কাঁদিতে নৃপ নির্ব্বাসনে চলে!
সে দিন গিয়েছে নৃপে সেই অপমান!
দিন যাবে, রবে না ত কুমার ধীমান্!
বলবান্ বীর্য্যবান্ মনুজ প্রধান,
রাখিতে উচিত তাঁর মানি-জন মান।
নাশিলে মানীর মান দিনেকের তরে,
ভাসিবে কুকীর্ত্তি তাঁর সময় সাগরে।
দুঃখে সুখে দীন-দিন করিবে প্রয়াণ,
কবে কার জন্য দিন করে অবস্থান।
কবে কার সুখ-বশে থাকে বসে দিন?
ছুটিছে কালের বশে কুদিন সুদিন?
এ জগতে কীর্ত্তি রবি চির দীপ্তিমান্,
দিন যাবে,-রবে না ত কুমার ধীমান্।
ধনী হোক দীন হোক হউক গরিষ্ঠ,
কবে কার তরে দিন চিন্তি ইষ্টানিষ্ট,
বসে থাকে মানবের হিতাহিত তরে?
অশ্রান্ত দিনের গতি চলিছে অম্বরে।
তাই বলি ভাবী-ভূপ দুখিনীর সুতে,
মুছায়ে নয়ন বারি অকপট চিতে,
সম্ভাবিলে একবার সহিত সম্মান,
বুঝিয়া বেদন যত ভারত সন্তান,
অভাগিনী জননী জ্বালা করিবে নির্ব্বাণ,
দিন যাবে,-রবে কীর্ত্তি কুমার ধীমান্।
যেমতি দিনের গতি তেমতি সবার,
কাল চক্রে ফিরিতেছে একত্র সংসার।
একমাত্র কীর্ত্তি শুধু জগত ভিতর,
বিরাজিত একরূপে নিত্য নিরন্তর।
এ হেন অলঙ্ঘ্য গতি দিনের উপর,
সুকীর্ত্তি পতাকা শোভা দেখিতে সুন্দর:
মরিয়া জীবিত নর কীর্ত্তি বিদ্যমান্
দিন যাবে রবে না ত কুমার ধীমান্!
যেদিন সিরাজুদ্দৌলা মানব নিকরে,
ডুবাত তরণী সহ আমোদের তরে,
আবার যে দিন তার পাপের মতন,
বহু ক্লেশে কারাগারে হইল, নিধন,
সে দিন গিয়াছে চলে কালের কবলে,
শোভিতেছে কীর্ত্তি মাত্র সময়ের ভালে।
আজিকার সুখ দিন হইবে বিগত,
কুমার! সুকীর্ত্তি কিছু রাখা ত উচিত।
গাইবে ভারতবাসী তব গুণ গান!
দিন যাবে,-রবে না ত কুমার ধীমান্!
তাই বলি ব্রীটনের ভাবী নরপতি!
তব আগমন ভাবি উৎসাহিত অতি,
ভাসিছে ভারত বাসী সুখের সাগরে:
তুলিছে বিজয় ধ্বনি অনন্ত অম্বরে।
বাড়ায়ে তাদের মান করিয়া যতন,
স্থাপিলে সুকীর্ত্তি কিছু দয়া নিকেতন!
কুমারের গৌরবের বিমান উপরে,
সুযশ পতাকা উড়ে চির দিন তরে।
নতুবা কালের বশে সব অন্তর্দ্ধান,
দিন যাবে,-রবে না ত কুমার ধীমান্!

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৶০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য … …	৩৲
ডাকমাসুল …	।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য … …	১॥০
ডাকমাসুল …	৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল.
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য) মূল্য … … ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর-ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে তরুণ তরুণীদিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫ ফর্ম্মা আকারে নভেল বাহির হইবে। অনুমান ১০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৶০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমজাদর্পণ আপীস ৩৫ চোর বাগান কলিকাতা। } সমাজদর্পণ সম্পাদক ও ভাগবত প্রভৃতির প্রকাশকগণ।

দুখ সঙ্গিনী।

গীতিকাব্য।

মূল্য ৸০ আনা।

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরি, নূতন ভারত যন্ত্র,ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতেও ঢাকা, বান্ধব কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করি কমিশান পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযু বাবু	সাতকড়ি ঘোষ,	দ্বারবাসিনী	৩॥০
,, ,,	অন্নদাপ্রশাদ সেন,	নড়াল	১৲
,, ,,	নফর চন্দ্র দাস,	আক্না	২৲
,, ,,	রামলাল মুখোপাধ্যায়,	বৈঁচী	৩॥০
,, ,,	আনন্দ প্রসাদ দে চৌধুরী,	শ্রীরামপুর	৫৲
	মুনসী মহাম্মদ এব্রাহিম,	কুসুলগ্রাম	৬।০
,, ,,	দিননাথ বসু,	কলিকাতা	৩৲
,, ,,	শ্রীশ চন্দ্র রায়, …	ঐ	২৲
,, ,,	নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	জয়রামপুর	৬॥০
,, ,,	রামদাস সেন,	বহরমপুর	৩৷০
,, ,,	রামগোপাল রায়,	উলা	৫৲

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক …	৬॥০	অগ্রিম ষাণ্মাসিক …	৩৸০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক …	২৲	মাসিক …	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য …		…	৶০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—১০শে অগ্রহায়ণ। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ৫ ই ডিসেম্বর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। { ৬ সংখ্যা।

প্রজানীতি।

যেমন রাজনীতি আছে, তেমনই প্রজানীতি আছে; পূর্ব্বকালের রাজনীতি প্রজারঞ্জন; তৎকালের প্রজানীতি রাজ-ভক্তি। এখনকার রাজকার্য্য কেবল প্রজারঞ্জনে পর্য্যাপ্ত হইলে প্রশংসার হয় না; এখন রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রজার উন্নতি সাধন; যিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রজারঞ্জন করিতে পারেন, তিনিই এখনকার কালে সম্যক্ প্রশংসাভাজন হয়েন। আকবর কেবল প্রজারঞ্জক নহেন, তাঁহার শাসন সংস্থান, ব্যবস্থা বন্দোবস্ত, সকলই প্রজার হিতোদ্দেশে সম্পাদিত হইয়াছিল, সুতরাং আকবর শাহ এক জন চিরস্মরণীয় নরপতি। তৃতীয় নেপোলিয়ন বা বিস্মার্ক প্রজাবর্গের একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াও প্রজারঞ্জন করিতে পারেন নাই, তাহাতেই তৃতীয় নেপোলিয়নকে ফরাসি রাজ্যের সাধারণ প্রজাবৃন্দ বিশ্বাসঘাতকী নরপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল; সেই জন্যই অমাত্য বিস্মার্ককে হত্যা করিবার চেষ্টার সংবাদ আমরা মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি। কিন্তু বিস্মার্ক জর্ম্মান জাতিকে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদবীতে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন,—তদীয় রাজনীতি সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। বিস্মার্ক প্রজারঞ্জক না হইয়াও রাজনীতিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদিও রাজনীতিতে এইরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, কিন্তু তথাপি শুদ্ধ প্রজারঞ্জক রাজার গৌরবও এখন কিছু পূর্ব্বাপেক্ষা একেবারে নিতান্ত অল্প নহে। মহারাণী বিক্টোরিয়া প্রজারঞ্জনকারিণী, স্বদেশে তাঁহার গৌরবের সীমা নাই।

প্রজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে এখনকার কালে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন প্রজানীতি কেবল এক রাজভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইত, এখন যে প্রজা আত্মভক্তি পরায়ণ নহে, তাহার কস্মিন্‌কালে কোন উন্নতি হয় না। প্রজানীতির সার আত্মভক্তি। যে প্রজামণ্ডলী আপনার স্বত্ব বুঝে না, আপনার অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করে না, সে প্রজাবর্গ প্রজানীতির আদ্যক্ষর অভ্যাস করে নাই; তাহাদের মঙ্গল এখনও সুদূরে।

ইংরাজি পলিটিক্স শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রজানীতি। এই পলিটিক্সের আমরা কি কিছু বুঝিয়াছি? বোধ হয় কিছুই বুঝি নাই। যে প্রজামণ্ডলী আত্ম চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছে তাহারাই প্রজানীতি বুঝিয়াছে। প্রজার পলিটিক্স বুঝিয়াছে; আর যে প্রজামণ্ডলী বাতাসে কম্পিত হইয়াই রাজ সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহাদের মঙ্গল এখনও সুদূরে। আমাদের মঙ্গল এখনও সুদূরে। আমরা প্রকৃত পলিটিক্সের এখনও কিছু বুঝি নাই। এই যে পূজার পূর্ব্বে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের টারিফ্ আইন লইয়া, ইহার পক্ষপাতিত্ব লইয়া মাঞ্চেষ্টরের স্বার্থপরতাও ভারতের দুরদৃষ্ট লইয়া, এত গণ্ডগোল হইল, কই? আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর করিবার কোন কথা ত শুনিলাম না। আজি দুই হাজার, আড়াই হাজার বৎসর, যে দেশে ঢাকাই কাপড় প্রসিদ্ধ, সে দেশে কি লম্বা আঁশযুক্ত তুলা চেষ্টা করিলেও জন্মাইবে

না? এখনও ঢাকা অঞ্চলে যে তুলা জন্মায়, তাহার আঁশ সুদীর্ঘ হইয়া থাকে, চেষ্টা করিলে কি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সেইরূপ তুলা উৎপাদিত করিতে পারা যায় না? উৎপাদিত হউক, আর নাই হউক, এইরূপে তুলা উৎপাদন করিয়া আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর কারতেও কেহ পরামর্শ প্রদান করা কর্ত্তব্য বোধ করেন না। সকল বিষয়েই আমরা উপায় পাইয়াছি—বালকের ক্রন্দন আর বাতুলের কটূক্তি।

সম্মুখে এক উপস্থিত বিপদ দেখুন,—এই এপিডেমিক জ্বর। দশশালা বন্দোবস্তই বলুন, আর রোডশেষই বলুন, দণ্ডবিধি আইনই বলুন, আর সাধারণত ইংরাজদের কার্য্যের শাসনই বলুন, বাল্যবিবাহই বলুন, আর বহু বিবাহই বলুন, যাহাই বলুন, আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এই জ্বরে আমাদের দেশের যেরূপ ক্ষতি করিয়াছে ও করিতেছে, তেমন আর কিছুতেই করে নাই! আমরা ভুক্ত ভোগী আমরা দেখিয়াছি, এই জ্বরে পাঠার্থীকে পাঠাভ্যাস করিতে দেয় না, যুবার উপার্জ্জন হয় না, বৃদ্ধ পরমার্থ ভুলিয়া যায়। এই জ্বরে জ্বরে বাঙ্গালার আশা ভরসা উৎসন্ন যাইতেছে! এই দেখিলাম বীরনগর পাঁচ শত ছাত্রকে বিদ্যাদান করিতেছে, ভাদ্র মাস গেল, আশ্বিন মাস গেল, আর কিছু নাই; বিদ্যালয় নাই, ছাত্র নাই, শিক্ষক নাই, গ্রামে ভদ্রলোক নাই, আজি প্রায় ঊনবিংশ বৎসর বীরনগরে এইরূপ দুর্ঘটনা পাত হয়, বীরনগর এখনও সে পূর্ব্ব ভাব ধারণ করিতে পারে নাই, আর অচিরাৎ কখন যে পারিবে, সে ভরসাও নাই। এইরূপ গঙ্গার দুই তীর গিয়াছে, রাঢ় গিয়াছে।

এজ্বর আমাদিগের দেশে আগন্তুক বিদেশী নহে। বহুকাল হইতে রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি দেশ ইহার চিহ্নিত আবাস ভূমি বলিয়া সকলেই জানিত। কিছু দিন পরে মুর্শিদাবাদে ইহা প্রবেশলাভ করে; কাশীম্বাজার ইহার মল্লভূমি ছিল। এই জ্বর এখন বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে,—ইংরেজ জাতির মত আত্মবাদ পূর্ণজাতি হইতে—যতদূর সাহায্য পাইতে পারা যায়, তাহা আমরা পাইয়াছি। অর্থাৎ গণ্ডগ্রামে ডিস্পেন্সরি পাইয়াছি, গণ্ড মূর্খ নেটিব ডাক্তার পাইয়াছি, আর বোঝা বোঝা কট্ করঞ্জার কাঁকি পাইয়াছি। জ্বরের জড় উৎপাটনের গবর্ণমেণ্ট কোন উপায় করেন নাই, এবং আমরা পোলিটিকাল জ্যোতির্ব্বিদ্যা একটুকু শিখিয়াছি, যে সচ্ছন্দে, সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে এই রোগ দেশ হইতে একেবারে মূলোৎপাটন করিতে সরকার বাহাদুর কখন চেষ্টা করিবেন না।

এবার এই জ্বরের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, বৈদ্যবাটী, কোননগর, বালী, বেলুড় প্রভৃতি ভদ্র পল্লীগুলি বুঝি বা উৎসন্ন যায়। একবার আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই রোগ যদি বাঙ্গালায় সচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকে, তবে সভা বলুন, সমাজ বলুন, স্কুল বলুন আর বক্তৃতা বলুন, সকলই পণ্ডশ্রম ও বুদ্ধিভ্রম মাত্র। শীর্ণকায় ও দগ্ধ হৃদয়ের সহিত কখনই কার্য্যক্ষম মস্তিষ্ক থাকে না, বাহুবল ত দূরে থাকুক! যাঁহারা প্রজার মঙ্গল করিতে চান, তাঁহারা প্রজানীতির আদ্যক্ষর অভ্যাস করুন। আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া এরূপ সদুপায় করুন, যে, বাঙ্গালী যেন সুস্থশরীরে সচ্ছন্দে জীবনধারণ করে। উচ্চ পলিটিক্স পরে হইবে।

ইণ্ডিয়ান লীগের হুজুক কি একেবারে নিবিয়া গেল নাকি? আর যে কিছুই দেখিতে পাই না? ইণ্ডিয়ান লীগের রীতিনীতি বিষয়ে এপর্য্যন্ত সাধারণে কিছুই জানেন না; আমরা সাধারণের পক্ষে এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছি, যে অনেকে ইচ্ছা থাকিলেও পঞ্চাশৎ মুদ্রারূপা বৈতরণীর বাধায় বৃটীশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্য হইতে পারেন না, তাঁহারা এত কাল মনের কথা মনেই রাখিতেছিলেন, এখন সকলে সমবেত হইয়া সেই সকল কথা প্রচার করিতে চান,—সেই জন্য ইণ্ডিয়ান লীগের

জন্ম; আরও বুঝিয়াছি, যে অনেকের ইচ্ছা ও সম্পত্তি থাকিলেও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা নিতান্ত জমাদারের পক্ষপাতী বলিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে চান না, তাঁহাদের জন্য ইণ্ডিয়ান লীগ। এইরূপ মোটমুটি শাদা কথা, আমরা বুঝিয়াছি এবং অনেকেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু কাহার কাহারও মনে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাল কথা থাকিতে পারে, এবং আছে বলিয়াই বোধ হইতেছে, নহিলে সূতিকাগারে, জন্ম দিনে, এরূপ ষষ্ঠীপূজার গালাগালি কেন? কতকগুলি লোকে রব তুলিয়াছেন "ইণ্ডিয়ান লীগ্ চিরস্থায়ী হউক, কিন্তু দাস, ঘোষ এণ্ড ব্রাদর্সের নরকভোগ হউক" ইহাকেই বলি ষষ্ঠীপূজার গালাগালি, 'ছেলের সার কোল জুড়ায়ে, ছেলের ইত্যাদি"। জন্মদিনে এরূপ গালাগালি দেখিলে অন্তরে অন্তরে কাল কথা আছে, এরূপ বিশ্বাস হয়। থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে সাধারণের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু অভিনব ইণ্ডিয়ান লীগের বিশেষ বা উদ্দেশ্য সঙ্কল্প কি, প্রকরণ পদ্ধতি কি, এ সকল কথার শীঘ্র প্রচার হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

একবার ইণ্ডিয়ান লীগ নিজ পরিচয় প্রদান না করিয়া কথঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন: আমরা সে বার কোন দোষ ধরি নাই, কেন না তখন মিউনিসিপালিটির শিরে সংক্রান্তি হইয়া উঠিয়াছিল; তখন করদাতৃগণকে আহ্বান করিয়া আবেদন না করিলে অনর্থপাতের সম্ভাবনা ছিল; এমন সময়ে ইণ্ডিয়ান লীগ্ কোন পরিচয় প্রদান না করিয়া বন্ধুর মত কার্য্য করিতে আগ্রহপ্রদর্শন করেন বলিয়া সাধারণে কোন কথা বলেন নাই। এখন আরও এক মাস আমরা ইণ্ডিয়ান লীগের কোন পরিচয় না চাহিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারি, কিন্তু তার একটা সর্ত্ত আছে।

যদি এই কাল মধ্যে ইণ্ডিয়ান লীগ্ যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমন কোনরূপে চিরস্মরণীয় করিতে পারেন, তবে আমরা এখনও কিছু দিন ইণ্ডিয়ান লীগের রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন পরিচয় না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।——

তুর্কিদেশ মধ্যে ইউরোপীয়দের রণতূরী বাজিয়া উঠে, আমরা বাঙ্গালায় নিভৃত নিকেতনে বসিয়া, ইংলিশমানের ক্রোড় পত্রে তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণ করি, ও মধ্যে মধ্যে মুসলমানের সর্ব্বনাশ কামনা করি,—এ আমোদ কিছু মন্দ নহে। তবে কি না সাধারণী যেরূপ হিন্দুদিগের পক্ষপাতিনী, সেইরূপ মুসলমানেরও পক্ষপাতিনী। পূর্ব্বে আমরা একবার সবিস্তার বলিয়াছি, যে, আমরা বাঙ্গালি, বাঙ্গালার অর্দ্ধাংশ মুসলমান, সুতরাং আমাদের মুসলমান ব্যতীত আর গতি নাই। এবার আবার বলিতেছি, ইংরেজেরও এখন আর মুসলমান ভিন্ন গতি নাই। মুসলমান কাবুল, গান্ধার, য়ারকন্দ ও তাতারের অধিপতি; সুতরাং মুসলমান ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমের দ্বার ও প্রাকার রক্ষক। মুসলমান আরব ও মিসরের অধিপতি; সুতরাং মুসলমান ভারতের পরীখা রক্ষক। আর মুসলমান ভারতের বহুকোটি জীবন্ত প্রজা; সুতরাং মুসলমান ভারতের ভয় এবং ভরসা। অতএব ইংরাজের ভারতীয় রাজ্যে মুসলমান ব্যতীত অন্য গতি নাই।

তুর্কিরাজ যে, এই আগন্তুক বিপদে নিতান্ত নিঃসহায় থাকিবে, পারস্য, মোগল, পাঠান, মৈসরী কোন সাহায্য করিবেন না, এরূপ অনুমান করাও যুক্তি সঙ্গত নহে। আজিও মুসলমান ধর্ম্ম জীবিত ধর্ম্ম; মুসলমান এখনও সেই পূর্ব্বমত পাঁচওক্ত নেমাজ করে, আর সেই 'দীন' প্রত্যাশায় দিনযাপন করে, মুসলমান যে কাফেরকে ফিকের করিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে এমন বিশ্বাস হয় না। ইউরোপের কোন খ্রীষ্টান জাতির সহিত তুর্কি সুলতানের সংগ্রাম বাধিলে, সেটি একটি জেহাদে পরিণত হইবে এবং তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা এখন কে বলিতে পারে? হয় ত কেবল মাত্র জিরুশালমকে খ্রীষ্টান ভূমিতে পরিণত করিয়া খ্রীষ্টানগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

ফলে যাহাই হউক, এই যুদ্ধে ভারতে ইংরাজ রাজ্যের কোন মঙ্গলের লক্ষণই দেখি

না। এগুলে 'নির্ব্বংশের বেটা, পেছুলে 'সবংশে-রে বেটা!' ইংরাজ রাজের কোন দিকে নিস্তার নাই। তুর্কির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, মুসলমানকে চিরদিনের জন্য শত্রু করা হয়, আর জর্ম্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ, বড় সহজ কথা নহে। এদিকে মিসরের তীরভূমি জর্ম্মানদিগের করগত হইলে, ইংরেজকে জর্ম্মানের ভ্রূকুটি দাস হইতে হয়, অন্য দিকে কাবুলের সহিত অসদ্ভাব করিয়া বাস করা সসর্প গৃহবাস তুল্য, অতি ভয়ঙ্কর ও বিপদ পরিপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ সময়ের ইংরেজ ভ্রূকুটি করিয়া, ব্রহ্মাস্ত্রবলে সমরাগ্রসারী রাজগণকে নিরস্ত করিয়া রাখিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালের ইংরেজ 'পলিসি' করিয়া, মধ্যস্থ হইয়া এই বিপদ বারিত করিতেন, আর এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ইংরেজ এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। সিডান সমরে নর নারায়ণরূপী নেপোলিয়ানকে হারাইয়াছেন, এবার লিবাণ্ট সাগরে যদি ভীমসেন হতবীর্য্য হয়েন, তবে আমাদের ধর্ম্মপুত্র ইংরেজ বাহাদুর নকুল সহদেব লইয়া কি করিবেন, তাহা আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা মুসলমানের পক্ষপাতী, আমরা বলি ছলে, বলে, কৌশলে তুর্কিসুলতানের সাহায্য করা ইংরেজের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সমালোচন।

স্বপ্নপ্রয়াণ। শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। এই গ্রন্থ রূপক রচন। বাঙ্গালায় এরূপ দ্বিতীয় গ্রন্থ আর নাই। ইহা নবীন, সুন্দর। এই গ্রন্থ প্রকাশে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইল, এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। সমস্ত গ্রন্থখানি নবীন, সুন্দর, কিন্তু নূতন বলিয়াই সুন্দর নহে। ইহার ভাষা নূতন, রচন প্রণালী নূতন, ছন্দ নূতন; কিন্তু সর্ব্বত্রই ভাষা, রচনা ও ছন্দঃ সুন্দর নহে।

"বদ্ধজল স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত কারী;
স্রোতের যেখানে হয় গতায়াত পুণ্য সেই বারি।"

এরূপ শ্লোকে, না নূতন কথা, না সরস গাথা, না মনোহর ছন্দঃ, কিছুই নাই। এরূপ দোষ গ্রন্থ মধ্যে অনেক আছে; সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে গ্রন্থে কিছু মাত্র বাঁধনি নাই, বাণিশ নাই। যখন যাহা হাতে আসিয়াছে, তাহাই মিলাইয়া দিয়াছেন; সুতরাং স্থানে স্থানে রস বিচ্ছেদ হইয়াছে। সকণ্টক গোলাপ কুসুম গ্রন্থিত করিলে দেখিতে মন্দ হয় না। কিন্তু পরিতে বড়ই কষ্ট। স্বপ্নপ্রয়াণ পাঠে সেই কষ্ট আমরা পাইয়াছি।

কবিরা এক রূপ দূতী। অনন্ত পাঠক তাঁহার অনন্ত নায়ক। এই সমস্ত নায়কের প্রত্যেকের সহিত যিনি স্বীয় প্রিয়সখী কল্পনার সহজ সম্মিলন করিয়া দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃতি কবি। সুতরাং কবিরা মনুষ্য হৃদয়ের দূতী। দূতীকে এইরূপ সর্ব্বদা মনে করিতে হইবে, যে "ফুল গুলি তুলিব, বোঁটা গুলি ছিঁড়িব, কেন ছিঁড়িব, শ্যাম অঙ্গে বাজিবে বলে।" আমাদের কবি বৃন্ত গুলি ছিঁড়িয়া ফেলা দূরে থাকুক, কুসুম গুলিকে কণ্টক হীন করিবারও চেষ্টা করেন না, সুতরাং তদীয় কবিতা কুসুমের সৌরভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ভয় ছন্দঃ ও কটু ভাষার জ্বালায় অস্থির হইতে হইয়াছে। গাত্র জ্বালায় আমরা গ্রন্থ কর্ত্তাকে গুটিকত কথা স্মরণ করিয়া দিতেছি:—

১। গদ্য ও পদ্যের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির।

২। সমস্ত বাঙ্গালা কথাই পদ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

৩। যে কোন মাত্রায় ছন্দ হয় না।

"চাবি-বন্ধ হৃদয় সকলি প্রায়, দৃঢ়মুষ্টি কর!"

ইহার যতি কোথায় কোথায়—ছন্দো কি?

৪। অল্প মাত্রার ছন্দে রসস্ফূর্ত্তি হয় না। ইংরাজিতে স্কট এই দোষে মারা গিয়াছেন।

স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থকার স্বয়ং কবি রূপে স্বীয় গ্রন্থে বিচরণ করিয়াছেন। কবি স্বীয় পরিচয় প্রদান করিতেছেন:—

"ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা বীর;
গুণ জ্যোতিঃ হরে যথা মনের তিমির!
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব নিকেতন আলো করে কবি।"

অর্থাৎ যে দেবেন্দ্র (নাথ ঠাকুরের) নিকেতনে সত্যেন্দ্র, হেমেন্দ্র, বীরেন্দ্র গুণেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, সোমেন্দ্র, রবীন্দ্র, বিরাজ করেন, সেই অপূর্ব্ব আশ্রমই কবির (দ্বিজেন্দ্র নাথের) আবাস ভূমি। এটি অতি সুন্দর বলিতে হইবে।

এই স্বপ্ন-নায়ক কবির সহিত কল্পনার পরিণয় এই স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থে সংঘটিত হইয়াছে। কবি যখন আপনার মুখে এই শুভ বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন, তখন আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি, এখন হইতে কবি কল্পনাকে কোমলতর ভূষণে নিত্য নিত্য ভূষিত করিবেন, এবং কবি-কল্পনার রঙ্গলীলার অভিনয় ছবি আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইব। স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থের উপসংহার ভাগ অতি সুন্দর, ও সুললিত, অথচ এখনই গভীর, গম্ভীর ও ভক্তি ভাব পূর্ণ যে, পাঠ কালে শরীর মন এক কালে ভূমানন্দে ও ধীর গাম্ভীর্য্যে আপ্লুত হইয়া উঠে। দেবগণ শান্তি শিখরে অপরিজ্ঞাত অপরিজ্ঞেয় জগৎকারণের স্তব করিতেছেন;—শুনুন—

"জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
জ্ঞানের আলোক তুমি, প্রেমের আকর তুমি,
মঙ্গলের তুমি মূলাধার॥
নানা-রস-যুত ভব গভীর রচনা তব,
উচ্ছসিত শোভায় শোভায়।
মহা কবি! আদি কবি! ছন্দে উঠে শশি-রবি,
ছন্দে পুন' অস্তাচলে যায়॥ ১৭৫॥
তারকা কনক-কুচি, জলদ-অক্ষর-রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে।
ছয় ঋতু সম্বৎসরে মহিমা কীর্ত্তন করে
সুখ পর্ব্ব চরাচর সাথে॥
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্র রবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি, (কি জানিবে মূঢ়মতি!)
ধায় যুগ যুগান্ত অসীম॥ ১৭৬॥
আনন্দে সবে আনন্দে তোমার চরণ বন্দে,
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র-তারা।
তোমারি এ রচনারি ভাব লয়ে নর-নারী
হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা॥
মিলি' সুর-নর-ঋভু প্রণমি' তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব্ব-মঙ্গল-আলয়।
দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও ক্ষেম,
দেও দেও ও-পদ-আশ্রয়॥" ১৭৭॥

স্তব সমাপ্ত;—কবির স্বপ্ন ভঙ্গ হইতেছে। এটুকুও সুমধুর;—

নিশি অবসান প্রায়, সুখে সবে নিদ্রা যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে।
না দিয়া হৃদয় মাঝে মঙ্গল আরতি বাজে,
পুণ্য-গন্ধী অনিল প্রবাহে॥
এ হেন সময়ে কবি উঠিল চেতন লভি,'
বাহিরিল সুরম্য উদ্যানে।
নিঃশব্দ তরঙ্গবতী, নিরখিল, ভাগীরথী
চলিতেছে সাগরের পানে॥ ১৭৮॥
বৃক্ষ-গণ হেলিত সুশীতল সমীরণে।
পুষ্প যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে॥
মত্ত মধু-পায়ি-দল ধাইল ত্বরা করি।
জাগিল বিহঙ্গ-কুল ভাগিল বিভাবরী॥ ১৭৯॥

পিরাক।

রাজকুমার ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। ইংরাজেরা কোথায় আজ আনন্দে নৃত্য করিবেন, কোথায় রাজকুমারকে লইয়া আপনাদের অধিকৃত দেশের ঐশ্বর্য্য সমস্ত দেখাইয়া বেড়াইবেন, না এই সময়েই যত বিভ্রাটের সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। কোথায় সৈন্যগণ রাজপুত্রকে এদেশে আহ্বান করিবার জন্য উচ্চরবে জয়ধ্বনি করিবে বলিয়া মনে মনে আপনাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছে, না—এমন সময়ে সংবাদ আসিল তাহাদিগকে পোতারোহণে অনিশ্চিত সমুদ্র পথ দিয়া পিরাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। সংবাদ আসিল ব্রিটিশদিগের রেসিডেণ্ট বার্চ্চ সাহেবকে তথাকার বিদ্রোহীরা হত করিয়াছে; সিংহ এতক্ষণ ক্রীড়া করিতেছিলেন, অপমান সূচক সংবাদে অমনি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ব্রিগেডিয়র জেনেরেল রস্ সাহেব সেনাপতি হইয়া সৈন্য লইয়া শিঙ্গাপুর যাত্রা করিলেন। বার্চ্চ সাহেবকে কে নষ্ট করিল? কেই বা বিদ্রোহী ও কেনই বা এ বিদ্রোহ সমুদ্ভূত হইল? পিরাক্ কোথায়? এত দিন এতদসংক্রান্ত কোন ঘটনাই শুনা যায় নাই। এ সকল বিষয়ের তদন্ত এখন অনেকে বিশেষরূপ জানিতে পারি নাই। তবে যাহা কিছু অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা গেল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেকেন্দর সা নামক এক ব্যক্তি মলাক্কা উপদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেন। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে এল্বুকার্ক নামক পর্টুগীজ দলপতি এই স্থানটী দেশস্থ স্বাধীন রাজার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ওলন্দাজদিগের হস্তগত হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে ইংরাজদিগের হস্তে আইসে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা আবার ওলন্দাজ দিগকে অর্পণ করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইংরাজ হস্তে নিপতিত হয়। সেই অবধি আর ইহাদিগের হাত ছাড়া হয় নাই। এই উপদ্বীপটী এক্ষণে কতক ইংরাজ দিগের দখলে, কতক শ্যামবাসীদিগের দখলে আছে। অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য, স্বাধীন রাজাদিগের দখলে আছে। এই সকল স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে পিরাক্ একটী। প্রথমতঃ ইহা মালক্কারই অন্তর্গত ছিল। পরে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জহোরবাসী বান্দাড়া নামক এক জন রাজা হইয়া পিরাকের সুলতান বলিয়া অভিহিত হইলেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে এই সুলতানের পুত্র আচীনের রাজা হইলেন ও সেই অবধি পিরাক্ আচীন সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। তথাকার রীতানুসারে অধীনস্থ রাজগণকে প্রধান রাজাকে অধীনতার চিহ্ন স্বরূপ বঙ্গ নাম অর্থাৎ সুবর্ণ পুষ্প উপঢৌকন দিতে হইত। আচীন রাজ ও পিরাক্ হইতে উহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আচীনও হীন বল হইয়া পড়িলে পিরাক ক্রমশঃ স্বাধীন হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু স্বাধীন হইতে না হইতে পুনরায় ওলন্দাজদিগের কর কবলিত হইল।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা গিয়া ওলন্দাজদিগের আধিপত্যের লোপ করিলেন। সেই সময় হইতে তথায় ইংরাজদিগের বাণিজ্য উত্তমরূপ চলিতে লাগিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পিরাকের সুলতানের সহিত একটি সন্ধি বন্ধন হওয়ায় ইংরাজেরা বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেকটা স্বাধীন হইলেন। পিরাক্ যদিও তৎকালে স্বাধীন ছিল, কিন্তু সময় সময় শ্যামের অত্যাচার অনেকটা সহ্য করিতে হইত। সুলতান ইহাতে শ্যামের

অধীনতা ত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হন। ঐ বাণিজ্যের যাহাতে সুবিধা হয়, যাহাতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক বাণিজ্যের কোন অপকার না হয়, সুলতান তাহার ভার লইলেন। কিছু দিন হইল পূর্ব্ব সুলতানের মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারী লইয়া মহা গোলযোগ হইল। গিরাকে পুত্র পৌত্র যদি ক্রমে রাজ্যাধিকারী হয়েন না। সাধারণে যাহাকে মনোনীত করেন, তিনিই সুলতান হয়েন। ইংরাজেরা উপস্থিত সুলতানকে রাজ্য দান করিলেন। কিছু দিন পরে ইংরাজদিগের এক জন রেসিডেণ্ট তথায় স্থাপিত হইলেন। সেই অবধি সুলতান ইংরাজদিগের সহিত বড় সরল ব্যবহার করিতেছেন না। ইংরাজেরা তাহাদিগের সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহার বিপরীত কার্য্য হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করিলেন আর ইহার প্রতিকার করিবেন এইরূপ বিভীষিকা দেখাইলেন। সুলতান মহা ভীত হইয়া ইংরাজদিগকে সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন ও আপনি একটি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইয়া কালযাপন করিতে স্বীকার করিলেন। প্রকাশ্যে অধীন হইলেন কিন্তু অন্তরে—এইরূপ ইংরেজে অনুমান করেন—ইংরাজদিগের শত্রু হইলেন। ব্রিটীশ রেসিডেণ্টের হত্যা কথনই অকারণ হইতে পারে না। গোলযোগ এইরূপ যে রাজ্যার্থী অনেকে নিরাশ হইয়াছেন। এই জন্য তাহারা ইংরাজের শত্রু হইয়া এইরূপ রেসিডেণ্টের হত্যা কাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছে। শুদ্ধ তাহা হইলে চারি দিক হইতে লোক আসিয়া রেসিডেণ্ট আবাস আক্রমণ করিবে কেন? কেনই বা নিকটস্থ সমস্ত রাজ্যের লোকেরা সশস্ত্র হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছে? অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে। বোধ হয় ইংরাজেরা স্বহস্তে রাজ্যভার না লইয়া, দেশীয় কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সুলতান পদাভিষিক্ত করিলে, এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। যাহা হউক ক্রমে সমস্ত প্রকাশ হইলে বিশেষ কথা বুঝা যাইবে।

যুবরাজ পঞ্জী।

২৪ শে নবেম্বর।

প্রিন্স অদ্য সকালে বোম্বাই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আসিয়াই সিরাপিস জাহাজে গমন করেন।

২৫ শে নবেম্বর।

প্রাতঃকালে পাঁচটার কিছু পূর্ব্বে কলোম্বু যাত্রা করিয়াছেন। সিরাপিস এবং অন্যান্য তিনখানি জাহাজ বোম্বাই খাড়ি পরিত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণর, কমাণ্ডার ইন চিফ এবং কাউন্সেলের মেম্বরেরা রাজকুমারকে ডকইয়ার্ড পর্য্যন্ত পৌছিয়া দিয়া আসিলেন। দুই প্রহরের সময় সর মঙ্গল দাস নাথু ভায়ের পুত্রের বিবাহ দেখিতে যান, তৎপরে পাঁচটার সময় গোয়ায় গমন করেন। যুবরাজ তাহার পারিষদদিগের সমভিব্যাহারে মেজেগন নামক স্থানে অবতরণ করেন। সম্মানসূচক তোপধ্বনি হয়। তৎপরে গবর্ণমেণ্ট হাউস অভিমুখে যাত্রা করেন। তথা উপস্থিত হইয়া পোলিস কমিশনার সুটার সাহেবকে অর্ডর অব নাইটহুড উপাধি প্রদান করেন। রাজপুত্র গবর্ণরের সঙ্গে প্যারেল পরিত্যাগ করিয়া ডকইয়ার্ডে উপস্থিত হন। সেখানে চিফ্ জষ্টিস, কমাণ্ডার ইন চিফ এবং তাঁহার পারসেনেল ষ্টাফ্ যুবরাজকে অভ্যর্থনা করেন। তদ্ভিন্ন হাইকোর্টের জজেরা, সিন্ধুর কমিশনার, দেশীয় রাজা ও সর্দ্দারেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

২৬ শে নবেম্বর।

যুবরাজ গোয়ায় পৌছেন। তাঁহার জাহাজ আকোয়াডা নামক কূলে নঙ্গর করিল। সিরাপিস সমুদ্র কূলে পৌছিবা মাত্র তথাকার দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইল। গোয়ার গবর্ণর, সেক্রেটারি এবং মন্ত্রিবর্গ সমভিব্যাহারে আকোয়াডায় তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। রাজকুমারের দর্শনার্থী বহুল জনতা হইয়াছিল। রাজপুত্র সমারোহে গোয়ার রাজপ্রাসাদে নীত হইলেন। তৎপরে পুরাতন গোয়ায় গমন করেন, এবং তথায় সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেবিয়রের আশ্রম, গির্জ্জা, এবং অন্যান্য কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ সন্দর্শন করেন। অনন্তর রাজপুত্র রাত্রি একটার সময় আকোয়াডায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, এবং গোয়ার গবর্ণরের সহিত আহারাদি করেন।

২৭ শে, ২৮ শে নবেম্বর।

বেই পুরাভিমুখে আসিতে থাকেন।

২৯ শে নবেম্বর।

বেলা ১১ টার সময় রাজকুমারের সিরাপিস্ জাহাজ এবং অস্বোবন ও রেলেই জাহাজ বেইপুরে নঙ্গর করে। ত্রিবাঙ্কুরের রেসিডেণ্ট রবিন্সন্ সাহেব রাজপুত্রের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত তাঁহার জাহাজে গমন করেন। কিন্তু তিনি ত্রিবাঙ্কুর গমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কারণ তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, ঐ প্রদেশের জল বায়ু ভাল নহে। যুবরাজ সেই রাত্রে কলম্বোয় যাত্রা করেন।

কি করি?

আমি একজন কেরানী। বেলা ৭ টার সময় কাছারি যাই; রাত্রি ৭ টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসি। ইহার মধ্যে এক মুহূর্ত্তবিরাম বিশ্রাম, নাই। কেবল সাহেব না থাকিলে একবার আধ্ বার বিশ্রাম কামরায় এক আধ্ ছিলিম তামাক খাই; অধিকক্ষণ খেতে সাহস হয় না; জোর পাঁচ মিনিট, তাহাও ভয়ে ভয়ে হয়; অনুপস্থিত দেখিলেই সর্ব্বনাশ হবে। যুবরাজের শুভাগমনে ১২ দিন বন্দ হবে, ইহা আমার পক্ষে কম আনন্দের বিষয় নহে। কিন্তু এখন কি করি? কোথা যাই? কলিকাতায় যাই? কি বাড়ী যাই? সুলভ মহাশয় কলিকাতায় যেতে পরামর্শ দিয়েছেন, আমার ও তাহাতে বিশেষ অনিচ্ছা নাই কিন্তু কি করিতে যাব? যুবরাজ আসাতে আমার কি

লাভ? কেহ রাজা খেতাব পাবেন, কেহ রায় বাহাদুর হবেন কেহ ষ্টার অব ইণ্ডিয়া খেতাব লাভ করিবেন। তাহাতে আমার কি লাভ? আমার কি দুই টাকা মাইনে বাড়বে? সভা হবে, অভিনন্দন পাঠ হবে, কিন্তু তাতে কি আমায় প্রবেশ করিতে দেবে? তবে কি করিতে যাব? আলো বাজি দেখিতে? যাহাদের ঘরে ভাত আছে, যাঁহারা অন্নচিন্তায় জ্বালাতন নন, তাঁহারা আলোবাজিতে আমোদ বোধ করিতে পারেন; কিন্তু আমার কেন আমোদ বোধ হবে? প্রাণ পণে ধার কর্জ্জ কোরে, না হয় কলিকাতায় গেলাম, গাড়িতে চড়ে যুবরাজ দর্শন করি এমন সঙ্গতি নাই, এমন হতে পারে যুবরাজের দর্শনই হলোনা। আমরা যদিও কেরানী, তথাপি বিজ্ঞতার হস্ত বহির্ভূত নই; যখন কাগজ কাপি করিতে করিতে এক একটি আশ্চর্য্য রকমের ভুল করি তখন কি কম বিজ্ঞতার সহিত ভুল দোরস্ত করি? সুতরাং যুবরাজ আগমন উপলক্ষে কলিকাতা যাই কি না, ইহা যে বিজ্ঞের মত বিবেচনা করিব, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কিন্তু যদি বাড়ী যাই তাহা হলে আর কিছু হোক্ না হোক চিংড়ি কলাইয়ে ও মড়র ঘণ্ট ভোজন করে প্রাণটা জুড়ায়। কিন্তু যখন টাকা চাবে? সর্ব্বনাশ তখন কি হবে? তবে বাড়ী যাওয়া হলোনা। এখন কি করি?

সংবাদ।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটী চমৎকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। এক খানি রেলওয়ের গাড়িতে ডিগিন বটাম নামক একটী বিবি ও এক জন সৈনিক কর্ম্মচারী যাইতে ছিলেন। সে গাড়িতে অপর কেহ ছিল না। বিবিটি বল পূর্ব্বক সৈনিক কর্ম্মচারীর মুখচুম্বন করিতে যায়। কর্ম্মচারীর বেকার সাহেবের ব্যাপার বিশেষ স্মরণ ছিল, এজন্য বিবিকে কোন মতেই উহা সম্পন্ন করিতে দেন নাই। বিবি অবশেষে তাঁহার গোঁপ ধরিয়া টানিয়াছিলেন। সাহেবটি তাঁহার নামে নালিস করাতে বিবির ৫ পাউণ্ড (৫০ টাকা) জরিমানা হইয়াছে। স্ত্রীলোকের জিত! বেকার সাহেবকে হারি মানিতে হইয়াছে।

তুরক গবর্ণমেণ্ট বেকার সাহেবকে সেনাধ্যক্ষ করিবার মনস্থ করিয়াছেন। বেকার সাহেব কারাগার হইতে বাহির হইয়াই তথা যাত্রা করিবেন। তুরক গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় এখনও উপরোক্ত বিবির বিষয় জানিতে পারেন নাই।

তামাকের চাষ করিবার জন্য বিলাতে একটী কোম্পানি হইতেছে। ভারতবর্ষে চাষ করা ইঁহাদের ইচ্ছা। উৎপন্ন তামাক ভারতবর্ষে কতক থাকিবে ও কতক ইউরোপে রপ্তানি হইবেক।

আমাদের কমাণ্ডর ইন্ চিফ্ (প্রধান সেনাপতি) দেশীয় সৈন্য হইতে ৫ জনকে নিজের এডিকঙ মনোনীত করিয়াছেন। দুই জন ইংরাজ ও নিম্নলিখিত এই পাঁচ জন দেশীয়।

১ম। নবাব গোলাম হসন্ খাঁ সি, এস, আই। ১৫ নম্বরের মুলতানি অশ্বারোহী হইতে সংগৃহীত। মুলতান নগর অবরোধের সময় ও সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইনি ইহার দল বলের সহিত ইংরাজদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

২য়। রসলদার মেজর মান সিংহ সরদার বাহাদুর। ৯ সংখ্যক অশ্বারোহী হইতে গৃহীত। ইনি শিক, অনেক আত্মীয় ও দল বল সহিত ইংরাজ সৈন্যে মিলিত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় অতীব বিক্রম সহকারে যুদ্ধ করেন। এক সময় ইনি ১৩টি তরবারির চোট পাইয়াছিলেন।

৩য়। সুবাদার মেজর নাথ সিংহ সরদার বাহাদুর। ২৩ সংখ্যক পঞ্জাব পাইওনিয়র হইতে গৃহীত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি নিজ জাতি হইতে অনেক সৈন্য ইংরাজদিগের জন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্রোহ নিবারণে, চীনে, আমবয়লা পথে ও আবিসিনিয়ায় চমৎকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৪র্থ। সুবাদার মেজর দেবীদিন মিশ্র সরদার বাহাদুর। ১৬ সংখ্যক দেশীয় সৈন্য হইতে গৃহীত। ইনি অযোধ্যাবাসী, যখন ইহার নিজ দলস্থ সৈন্য মণ্ডলী বিদ্রোহী হইল, ইনি যথার্থ রাজ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া উত্তম রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৫ম। রেসালদার আলবেয়াল সিংহ, রায় বাহাদুর। ১৩ সংখ্যক শূলী (Lancer) সৈন্য হইতে গৃহীত। বিদ্রোহ সময় দিল্লি, লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যায় উত্তম রূপ যুদ্ধ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজে ওলাউঠার আধিক্য জন্য ডাক্তার ফেরার যুবরাজকে তথায় যাইতে নিষেধ করেন। আবার শুনা যাইতেছে, তথায় জ্বরও অধিক পরিমাণে হইতেছে। মান্দ্রাজের কপাল মন্দ, লোকের দোষ দিলে কি হইবে?

মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর ডিউক অব্ বকিংহাম গত সোমবারে মান্দ্রাজে আসিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে কুনীর গবর্ণমেণ্ট কারাগারাধিপতিকে দাস ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য নির্দ্দ করিয়াছেন।

কলিকাতা গেজেটে ১২ দিন ছুটির কথা পাঠ করিয়া সকলেই উল্লাসিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সকল কর্ম্মচারী ছুটী পাইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ আপীস সকল এক দিন বই বন্ধ হইবে না, এই রূপ স্থির হইতেছে।

১০ই নবেম্বর বুধবারে হুগলি এমামবাড়ীর সন্নিকটে গঙ্গাতীরে এক জন ডুবিরী মাছ ধরিতে ধরিতে জলমগ্ন হয়। তজ্জন্য মা ওয়ালী সাহেব ও রিবর পুলিশ বিশেষ যত্ন সহকারে জল মধ্যে তাহার অন্বেষণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাকে পাওয়া যায় নাই।

ইতিমধ্যে ৪ঠা নবেম্বর রাত্রিতে নৈহাটি গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে দোতলা ঘর হইতে শিকল কাটিয়া চোরে প্রায় ২৫।৩০ টাকার সামগ্রী চুরি করিয়াছে। অবিনাশ বাবু শব্দ পাইয়া পাড়ার চৌকিদারকে ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার কোন সন্ধান না পাইয়া নৈহাটি পুলিষ ষ্টেশনে দৌড়াইলেন। পুলিষ মহাশয়েরা নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সময়ে তাহার তদারক করেন নাই। সেই রাত্রে আরও দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরি হয়।

১০ ই অগ্রহায়ণ তারিখে নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোক হইয়াছে। কয়েক মাস অবধি চন্দ্রনাথ উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে বড় জর হইতেছে। গোয়াড়ীর প্রতি পল্লীতে কেবল জর। ওলাউঠার ও বিলক্ষণ আবির্ভাব হইয়াছে। মানুষ মারাও পড়িতেছে।

বর্দ্ধমান পত্রিকা লিখিয়াছেন;—"বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ রাত্রিতে অত্রত্য জজ আদালতের উকীলগণ আমাদের ভূতপূর্ব্ব সদর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের সম্মানার্থ একটি ভোজ দিয়াছিলেন।"

ঐ পত্রিকা বলেন;—বোলপুরের কোন বন্ধু বলেন বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ রবিবার অনুমান দিবা ৮ ঘটিকার সময় উক্ত গ্রামের তালুকদার প্রায় ৩০ জন লোক লাঠি, ঢাল তরবার এবং বর্শা প্রভৃতি সমভিব্যাহারে আসিয়া নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক জন গরিব প্রজার পুষ্করিণীর মৎস্য ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন।

"তিন কর্ম্মচারীগণও কলিকাতা যাতায়াতের সুবিধা পাইয়াছেন। এস্থলে রেলওয়ে কোম্পানীরও যথোচিত সতর্কতা এবং লোকের সুবিধার মনোযোগ দেওয়া উচিত। পূর্ব্ব বাঙ্গালার লোকদিগের যাতায়াতের কিরূপ সুবিধা করা হইবে, জানি না। গবর্ণমেণ্ট ২৩শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১২ দিনের জন্য আফিসাদি বন্দ দেওয়ার অনুমতি করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বদিবস প্রাতে গোয়ালন্দ ষ্টীমার ঢাকা হইতে ছাড়িবার নিয়ম, এরূপ স্থলে অনেকের যথাসময়ে কলিকাতা যাওয়ার সম্ভাবনা অল্প। কোম্পানী যদি সেই বৃহস্পতিবার এবং তৎপূর্ব্বে আর একদিন জাহাজ যাওয়ার নিয়ম করেন, তাঁহাদের লাভ ও লোকের ও সুবিধা হইবে। সেই সপ্তাহে দুই দিবস ষ্টিমার না গেলে অনেক লোকের ক্ষোভ থাকিবে।'

"ইউরোপীয় ও এদেশীয় মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন জন্য একটী সভা হইবার কথা হইয়াছে, তদুদ্দেশে একটি বাটী নির্ম্মাণ করা হইবে। আমাদের রাজস্ব মন্ত্রী সর উইলিয়ম মিউর উক্ত সভার অধ্যক্ষ হইবেন। তদ্ভিন্ন মাননীয় আসলি ইডেন ও আর্চডিকন বেলি প্রভৃতি এই সভায় যোগ দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হইবে, আমরা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আজিও যখন পদে পদে দেশীয় লোকদিগের উপর ইউরোপীয়েরা সপ্রাগল্‌ভ্য বাক্য প্রয়োগাদি করিতে, ভদ্রতা বা ন্যায়ের অপেক্ষা করেন না, এদেশীয়দিগকে বধ করিলেও তাহার প্রকৃত বিচারের বহুল প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়, প্রত্যেক বিষয়ে দারুণ পক্ষপাত লক্ষিত হয়, তখন এরূপ কার্য্যের সুফল আশা করা যায় না। কতিপয় সদাশয় সদুদ্দেশে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও তাঁহাদের মহত্ত্বের হানি হইবে না; কৃতকার্য্য হইলে কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে।"

"এক বৎসর পূর্ব্বে হাবড়া মিউনিসিপালিটীর প্রায় সহস্রাধিক প্রজার স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট পাঠান হয়। ঐ পত্রে হাবড়ায় ইলেকটিব্‌ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে অর্থাৎ মিউনিসিপাল কমিসনার মনোনীত করিবার অধিকার পাইতে প্রার্থনা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লেপ্টনাণ্ট বাহাদুর সেই মেমোরিয়াল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি উহার উত্তরে লিখিয়াছেন "কমিসনার সাহেবের অনুসন্ধানে আবেদন পত্রের অধিকাংশ স্বাক্ষর মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে তিনি উহা অগ্রাহ্য করিলেন"। গবর্ণর বাহাদুরের এরূপ উত্তরে দীর্ঘকালের আশা ভঙ্গ হওয়ার দুঃখ ভিন্ন সাধারণকে আর একটী মনস্তাপ পাইতে হইয়াছে; তিনি সেখানকার প্রজাবর্গের প্রতি মিথ্যাপরতারও দোষারোপ করিতেছেন। অতএব এক্ষণে দুইটী কর্ত্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, ১ম হাবড়াবাসীদের সেই আরোপিত দোষ হইতে ক্ষালন করা, ২ য় সেই দীর্ঘকালের আশা পূর্ণ করিবার পুনরায় উপায় অবলম্বন করা। সেই জন্য একটি সভা হয়; সেই সভার সভাপতি বাবু রামেশ্বর মালিয়া, রামচন্দ্র রায় চৌধুরী—সহকারী সভাপতি, বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এল, সম্পাদক ও গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল ও যদুনাথ সিংহ, তাঁহার সহকারী হন। বাবু হরিনাথ ন্যায়রত্ন, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, নরসিংহ দত্ত, অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী, ক্ষেত্রনাথ সাঁত্রা, ব্রজনাথ লাহিড়ি, নবগোপাল মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অভয়াচরণ হালদার, রাজমোহন সেন ও বিহারী লাল ভট্টাচার্য্যগণ সভ্য মনোনীত হন।

(প্রাপ্ত।)

গত শুক্রবার চুঁচুড়ার বারিকের এলবার্ট থিয়েটর নামধারী একদল নাট্য সম্প্রদায়ের শুভাগমন হইয়াছিল। কয়েক দিবসাবধি যেখানে সেখানে লম্বা চওড়া বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অভিনয় স্থলে উপস্থিত হই।

পূর্ব্বোক্ত নাট্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১২ জন পুরুষ ও ৬ জন স্ত্রীলোক ছিল। যে নাটক খানি (শক্রসিংহ) অভিনীত হইয়াছিল, তাহার নাম শ্রুতছিলাম বটে, কিন্তু তাহা যে কিরূপ পদার্থ, তাহা জানিতাম না। অভিনয় দর্শনে যতদূর অনুমিত হইয়াছে, তাহাতে এই মাত্র বলিতেপারি যে, উহা কোন অংশে সাধারণ বঙ্গনাটকের অপেক্ষা ভাল নহে। অভিনেতৃগণের মধ্যে শক্রসিংহ ও তাপসবেশী রাজার অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল; বিশেষ রাজার উন্মাদ অবস্থার প্রলাপ বাক্য যৎপরোনাস্তি হৃদয় গ্রাহক হয়।

স্ত্রীগণের মধ্যে মহিষী (শক্রসিংহেরমাতা) ও শরৎকুমারীর অভিনয় উত্তম হইয়াছে, বলিলে, বলাযায়। বিশেষ যখন "সবে মিলে ভারতসন্তান" গানটী গীত হইল এবং বীরবর শক্রসিংহ উৎসাহ বাক্যে সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, তখন দর্শকমণ্ডলী সকলেই বীররসে মোহিত ও আপ্লুত হইয়াছিল। শেষ দৃশ্যে শক্রসিংহের সহিত শরৎকুমারীর পরিণয় অপ্সরাগণের নর্ত্তন ও মঙ্গল সূচক গীত সকলের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। নাটকের দৃশ্যগুলি অতি চমৎকার; বিশেষ রাজপথ এবং তদুভয় পার্শ্বে সৌধ শ্রেণী অতি আশ্চর্য্যরূপে চিত্রিত, সুন্দর পরিপ্রেক্ষিত এবং অসাধারণ চিত্র নৈপুণ্য ব্যঞ্জক নাটকাভিনয়ের পর অন্যূন ১০ মিনিট ব্যবধানে উভয় সঙ্কট নামক একখানি প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কোন কথা নাই। কন্সার্ট কন্সার্ট নামের যোগ্য নহে। এই জন্যই বঙ্গ সঙ্গীত সমালোচক সাহেবেরা বলিয়া থাকেন যে বাঙ্গালির সঙ্গীতে হার্ম্মনি বা বহুমিলন নাই। অভিনেতৃগণের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে রঙ্গভূমি ও অভিনয় গৃহের শৃঙ্খলার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখেন এবং অভিনয় কার্য্য ও যাহাতে অপেক্ষাকৃত ভাল হয়, সে বিষয়ে যত্ন পান। তাহা হইলেই আমার মত দোষানুসন্ধায়ী সমালোচকের হাত হইতে এড়াইবেন। নতুবা তাঁহাদের উভয় সঙ্কট।

নৈহাটীর নিকট রাস যাত্রা উপলক্ষে কাঁঠালপাড়ার বিলক্ষণ জাঁক জমক হইয়া থাকে। বিশ বৎসরের অধিক হইল উক্ত রাস নবদ্বীপের তাৎকালিক রাজা ৺শ্রীশচন্দ্র কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। কাঁঠালপাড়া নিবাসী ৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় উহার তত্ত্বাবধানের ভার লয়েন। বিক্রইয়ের মদনমোহন এই রাসের দেবতা। প্রতি বৎসর রাসের সময় নৌকা করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করা হয়। রাস মঞ্চ ৺ভোলানাথ বাবুর বাটী হইতে কিয়দ্দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। উক্ত স্থানে নবদ্বীপের রাজারা আসিতেন বলিয়া এক বৈঠকখানা বাড়ী নির্ম্মিত হয়। অদ্যাপিও তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। পাঁচ দিন ব্যাপিয়া রাসের মেলা হইয়া থাকে। গাওনা, নাচ ও সংনাচ প্রভৃতি উৎসব হয়। রাসে বহুসংখ্যক দোকান স্থাপিত ও বিবিধ প্রকার পণ্য বিক্রীত হয়। বালাণ্ডা মাদুরই (অধিক পরিমাণে বিক্রীত হয়) প্রধান পণ্য। প্রায় চারি বিঘা জমী লইয়া মাদুরের দোকান বসে। তাহাতে এক তালা উচ্চ করিয়া মাদুর সাজান হয়। এতদ্ভিন্ন প্রায় ৫০।৬০ খান ময়রার দোকান, ৫০ খানা দরজীর, ৬০।৭০ তাম্বুলের, ১০।১২ লৌহ দ্রব্যের, ২০।৩০ মনোহারী দোকান, ৪খানা বাদ্য যন্ত্রের, ১০।১২খান প্রস্তর নির্ম্মিত বাসনাদির দোকান বসিয়া থাকে। তদ্ব্যতিরেকে কাঠরা ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির দোকানও বহুসংখ্যক লক্ষিত হয়। অধিক কি এই মেলার প্রাবল্য হেতু খড়দহের বিখ্যাত রাসও কাণা পড়িয়া গিয়াছে। এই রাসযাত্রা উপলক্ষে যেমন সন্নিহিত গ্রামবাসীগণ সম্বৎসরের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি আহরণ করেন, সেই রূপ ইহাতে অনেক কুক্রিয়াসক্ত লোকও আপন আপন কুক্রিয়া সকলও সমাধা করিয়া লয়। তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে রাত্রে ভদ্র লোকের পক্ষে রাস দর্শন অতীব কষ্টকর হয়। চুরিতে, বেশ্যাতে ও সুরাতে উক্ত স্থান নরকতুল্য হইয়া উঠে। যাহা হউক সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পুলিশের যত্নের তারতম্যানুসারে পূর্ব্বোক্ত কুক্রিয়া সকলের হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়।

নিয়োগ।

২৪ পরগণার ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ বাবু তারকনাথ মল্লিক রাজধানী বিভাগের কমিশনরের পার্সোনেল আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

নদীয়ার ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী কিছু দিনের নিমিত্ত যশোহর জেলার বাগেরহাট মহকুমার ভার পাইলেন।

বগুড়ার মাজিঃ কলেঃ এ বি কালকম্‌ সাহেব মুরশিদাবাদের এং ডিঃ সেশন জজের পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

৩ য় শ্রেঃ আসিঃ সুপারিঃ পুলিস বাবু গদাধর খাঁ ২ য় শ্রেণীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

মাং চার্লস্‌ রেবান্‌।

বাবু মহেন্দ্রনাথ হাজরা।

আসিঃ সুপারিঃ দিগের ১ ম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলি জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার সব রেজিষ্টার বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মেমারিতে বদলি হইলেন।

মেমারির সব রেজিষ্টার বাবু পুলিনবিহারী মজুমদার পাণ্ডুয়ায় বদলি হইলেন। পাল্‌টে প্রকৃতি।

শ্রীরামপুরের এং সিবিল সার্জ্জন মেঃ গোপালচন্দ্র রায় তাঁহার পদে পাকা হইলেন।

সীতামারির মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস (বি এল) সাহাবাদের অন্তর্গত আরায় বদলি হইলেন।

বাবু ভগবতীচরণ মিত্র (বি এল) আরার ২ য় শ্রেঃ মুন্সেফ হইলেন।

খুলনার এং মুন্সেফ বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইলের এং ২ য় মুন্সেফ হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরার ২ য় মুন্সেফ বাবু হেমাঙ্গচন্দ্র বসু ২ য় শ্রেণীতে পদোন্নতি হইল।

বাবু সুধাংশু ভূষণ রায় মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত সীতামারিতে ৩ য় শ্রেঃ মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের এং সদর মুন্সেফ বাবু গিরীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী (এম, এ, বি, এল) ৩ য় শ্রেণীতে পাকা হইলেন, এবং ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারিপুরের ২ য় মুন্সেফ হইলেন।

ত্রিপুরার ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ বাবু কাশীনাথ দে ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মফস্বল।

তমোলুক বিভাগ।

হেঁড়িয়া গ্রামে একটী চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ চারিদিকে ২০।২২ ক্রোশের মধ্যে উহার অভাবে বৎসর বৎসর কত লোকই যে, শমন ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে ও করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের এখানে এমন উপযুক্ত একটীও চিকিৎসক নাই যে, যাহাতে রোগীর ভাল মন্দের নির্ভর করা যায়। যে সমুদয় হাতুড়ে বৈদ্য আছে, সাক্ষাৎ তাহারা কৃতান্ত বলিলেও অত্যুক্তি দোষে দূষিত হওয়া যায় না। অধিক বলিতে কি, সামান্য সামান্য ব্যারামে তাহারা রোগীকে যেরূপ ঔষধ সেবন করায়, তাহাতে রোগের উপশম না হইয়া চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়। আর যে ২।১ টীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা যায়, প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে, ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস হইবে যে, তাহার নাম আরোগ্য হওয়া নয়; প্রত্যুত চিররোগী হইয়া কেবল যন্ত্রণা ভোগ করা মাত্র। এই জন্য, এক্ষণে অনেকেই, ব্যারাম হইলে, তাহাদের ঔষধ সেবনে ক্ষান্ত দিয়া কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রজা হইয়া এরূপ কষ্ট ভোগ করিলে, গবর্ণমেণ্টের অপযশ অবশ্যই হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে যদি যথার্থ স্নেহ দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তবে আমাদের এই ক্রন্দনের প্রতি নেত্রপাত না করিয়া কদাপি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। নতুবা এবৎসর যেরূপ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে লোকে নিস্তার পায়, এমত আশা করি না।

এক্ষণে আমাদের এরূপ ভীত হইবার কারণ এই যে, বিগত আশ্বিনের ঝড়ের পর কার্ত্তিক হইতে নাগাইত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত, ওলাউঠা রোগের এতদূর বৃদ্ধি হইয়া ছিল, যে, তাহাতে প্রায় সিকি পরিমাণে লোকের মৃত্যু হইয়াছে, অপিচ আরও অধিক হইবারও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তমোলুক বিভাগের স্কুল সব ইনস্পেক্টর মহোদয় এখানে স্কুল পরিদর্শনার্থ আসিয়া দেখেন যে, ওলাউঠা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বিস্তর লোকের প্রাণ সংহার করিতেছে, এবং শৃগাল, কুক্কুরেরা মড়ার অঙ্গ ছিনিয়া লইয়া যেখানে সেখানে উপদ্রব করিতেছে ইত্যাদি। তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া, তদ্দণ্ডে এস্থান হইতে তাঁহার কার্য্য স্থানে গমন করিলেন। সেখান হইতে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন, তদনুসারে একজন ডাক্তার প্রেরিত হন। তদনন্তর ডাক্তার আসিবার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে, ঐ ডাক্তারের দৈনিক রিপোর্ট দৃষ্টে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ব্যারামের আধিক্য বুঝিয়া আবার এক জনকে পাঠাইয়া দেন। উক্ত ডাক্তারদ্বয় আসায় যে, কি-পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। বর্ত্তমান বৎসরও সেইরূপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই হেঁড়িয়ার পার্শ্ববর্ত্তী দুই এক খানি গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। না জানি গত বৎসরের মত দুরবস্থা ঘটায়। যদি এক্ষণে চিকিৎসালয় স্থাপন না হয়, তবে যেন একজন চিকিৎসক পাঠাইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে কতকটা রক্ষা করেন। নচেৎ গত বৎসরের মত বেশী প্রাদুর্ভাব হইলে আর রক্ষা থাকিবে না। যা হোক্ (মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টের) কর্ত্তৃপক্ষগণ কৃপা বিতরণে আমাদের এই প্রার্থনাটী গ্রাহ্য করিয়া, কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন, এমত সম্পূর্ণ ভরসা।

———

ঢাকা।

শুনিলাম ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর নিম্নলিখিত কয়েকটী নিঃস্বার্থ দানে স্বীকৃত হইয়াছেন।

১। ঢাকা নর্থব্রুক হলের নিমিত্ত ১০০০, টাকা।

২। কালীগঞ্জের রাস্তার নিমিত্ত ১০০, টাকা।

৩। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের বিদেশীয় দুইটি নিঃস্ব ছাত্রকে বার্ষিক ২৬, আর ২৪, টাকা।

নর্থব্রুক হলে এক সহস্র টাকা মাত্র দেওয়া কি উপযুক্ত হইয়াছে?

একশত টাকায় কি কালীগঞ্জের রাস্তা প্রস্তুত হইবে? এই দুইটি দানে রাজা বাহাদুরের দান শক্তির উপযুক্ত বিবেচনা শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

ভারত বন্ধু ফসেট্ সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ রাজা বাহাদুর ২৫০, টাকা মূল্যের ঢাকাই কাপড় ফসেট্ সাহেবকে উপহার দিয়াছেন।

—...—

বর্দ্ধমান-ইন্দাষ।

জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমান, চৌকি ঐ, ডিবিজান ইন্দাষ অন্তঃপাতী খড়শী গ্রাম নিবাসী জিতু চৌধুরী ও মিতু চৌধুরী দুই সহোদর মুসলমান ও গণেশচন্দ্র হালদার বণিক এই তিন জন দুর্দ্দান্ত মানব উক্ত গ্রামবাসী সমস্ত লোকের উপর বিলক্ষণ দৌরাত্ম্য করিতেছে। ইহারা উভয়ে বহু সংখ্যক ইতর লোক সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে গরিব প্রজাদিগের বৃক্ষ, ধান্য ও অন্যান্য ফশলাদি নষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদের গুণের বিষয়, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবেক। সন ১২৭১ সালের ২ রা শ্রাবণ তারিখে উক্ত গ্রামে দাঙ্গা উপস্থিত করাতে বহুতর লোক জখম ও এক ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হয় ও তদুপলক্ষে ৩১ জন লোক ক্রমান্বয়ে ৫।৩।২ বর্ষ দৃঢ় পরিশ্রমের সহিত কারাবদ্ধ হয়, ইহারাই তাহার মূলীভূত কারণ। ইহাদের মধ্যে গণেশচন্দ্র বণিক ও জিতু চৌধুরীর ৯ বর্ষ আর মিতু চৌধুরীর ৬ মাস মেয়াদ ও ৫০, পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়। বর্ত্তমান সালের ধান্য পক্ক না হইতে হইতেই গাছধান্য হস্তে ছিঁড়িয়া ও কাটিয়া লইয়া প্রচুর ধান্য নষ্ট ও তদ্রূপ করিয়াছে ও এখনও করিতেছে; আরও কি করে। ইহা নিবারণের আর কোন উপায় না করিলে গরিব প্রজাগণ মারা যায়। উক্ত খড়শী গ্রাম ক্রমাগত ৩।৪ বৎসর ম্যালারিয়া রোগ বেষ্টিত থাকিবায় বহু সংখ্যক লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, এবং ক্রমাগত উক্ত বণিক ও ২ নৃশংস যবনদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেছে। অতএব শ্রীযুক্ত পুলিসাধ্যক্ষ সাহেব মহাশয়ের নিকট সানুনয়ে এই প্রার্থনা যে, হুজুর হইতে স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এই আদেশ হয় যে, তাঁহারা এই বিষয় গুপ্তভাবে তদন্ত করেন। ধান্য কর্ত্তনের সময় উপস্থিত, এই সময়ে যদি উপস্থিত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে গরিব প্রজাদিগের ধান্য কাটাইয়া দেন, তাহা হইলে গরিব প্রজাগণ এ যাত্রা রক্ষা পায়; নচেৎ হতভাগা খড়শী গ্রামখানি একেবারে সমভূমি হইবেক।

বর্দ্ধমান-রায়না।

রায়না গ্রামে শীঘ্র একটী "নিউস পেপার ক্লব" স্থাপিত হইবে। দেশের হিত সাধন সভার এক প্রধান উদ্দেশ্য।

তত্রাঞ্চলে শস্যের অবস্থা ভাল, কিন্তু জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। জ্বরের উপর জ্বর দেখা দিতেছে। এই সময়ে এক জন গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসক না আসিলে, প্রজা রক্ষা হওয়া সুকঠিন।

আমরা কয়েক বার দুঃখ প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করায়, বর্দ্ধমান হইতে রায়না পর্য্যন্ত একটী রাস্তার হুকুম হইয়াছে। শুনিলাম তজ্জন্য এক জন ওবরশীয়র, বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক ও বর্দ্ধমানের পূঃ ইনস্পেক্টর বাবু শ্রীরাম ঘোষ, ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কার্য্য দেখা যাইতেছে না। রাস্তা অভাবে পথিকের গমনাগমনের কষ্ট ও বাণিজ্যের অসুবিধা হইতেছে। বর্দ্ধমান রোড শেষ কমিটির ১৮ মাসে বৎসর; তাঁহারা কি জন্মান্ধ।

আকাশ কুসুম।

(অন্তরীক্ষের প্রতি।)

১। নিশির আকাশে নক্ষত্র মণ্ডলী
নীরবে ফুটিছে প্রদোষ বায়।
রজত উজ্জ্বল শুক্ল শশধর
নীরবে হাসিছে গগন গায়!

২। স্তিমিত-নীরব-অনন্ত-গম্ভীর-
সুনীল-উজ্জ্বল-মধুর-ঘোর-
স্নিগ্ধ-সুকোমল-দৃশ্য অনুপম
নিত্য নিরঞ্জন হৃদয় চোর,—

৩। হৃদয়ের বঁধু—ওহে অন্তরীক্ষ!
বড় ভালবাসি তোমারে আমি!
তুমি বিশ্বময় ব্রহ্মাণ্ড আধার
"যেখানে যে কিছু সকলি তুমি!"

৪। তোমা বিনা নাথ কোথায় কি আছে?
কে পারে বলিতে! ভাবিতে হৃদে—
দেখি অন্ধকার! হয় না ধারণা,
হই হে উন্মাদ নয়ন মুদে—

৫। পড়ি অথান্তরে, অকূল পাথারে
ভেসে যায় জ্ঞান, জীবন, মন;
"আপন অস্তিত্ব আপনি পাসরি"
পাসরি ব্রহ্মাণ্ড জগত জন!

৬। অচিন্ত্য অভেদ্য অনন্ত তুমি হে!
নিত্য আছ, নিত্য থাকিবে বঁধু!
মিথ্যা জ্ঞান জন্য বাসনা ক্ষেত্রেতে
কত কাল আর দূরাবে শুধু?

৭। গহন, প্রান্তর, প্রবাহ, কন্দর
নদ, নদী, পথ, পাথার, মরু,
সিন্ধু, বেলা, বালু, মৃত্তিকা, প্রস্তর
খনি, মণি, নিধি, কানন, তরু—

৮। প্রমোদ উদ্যান, কুসুম, ব্রততী
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র নবীন দল,
সুপক্ক রসাল ফল মূল গুল্ম,
সরসী পূরিত শীতল জল,—

৯। মধুপূর্ণ চক্র, সুধার কলস,
বিলাসাট্টালিকা আনন্দে ভরা;
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দানব, মানব,
যক্ষ, রক্ষ, জন্তু (জীবন্ত যারা)

১০। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম কীটাণু করে?
দেশ, মহাদেশ, প্রদেশ, নগর
গ্রাম, পল্লী আদি আছ হে ধ'রে!

১১। এমন পৃথিবী অনন্ত অনন্ত
কোটি কোটি গ'ণে শেষ কে ক'রে?
কত চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ উপগ্রহ
নক্ষত্র তোমাতে বিরাজ করে!

১২। কত ধূমকেতু, কত উল্কাপিণ্ড,
কত মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ধাতু,
অনল প্রবাহ, অনল পর্ব্বত,
পর্ব্বত প্রবাহ বাষ্পীয় সেতু!

১৩। কত শ্বেত, নীল, পিঙ্গল, বসন্ত,
হরিত, কপিশ, পাটল, লাল,
আরো কত কত আঁখি মুগ্ধকর
বিচিত্র বরণ নীরদ জাল।

১৪। —প্রভাত প্রদোষ মাধুরী বাড়াতে,
শ্যামল সুন্দর শরীর ঢাকে
মন মুগ্ধকর সে শোভা সুন্দর,
"হেরিলে কি হই, বলিব কাকে?"

১৫। 'ওহে প্রিয়তম! কে বলে তোমাকে,
রূপ রস গন্ধ পরশ হীন?"
অনন্ত ভাণ্ডারে সকলি রয়েছে,
খুজিয়া লইতে পাই না দিন!

১৬। অমর নির্জ্জর হই যদি নাথ!
কোটি কোটি যুগ বাঁচিতে পারি;
কি আছে তোমাতে, তুমি কি সামগ্রী,
তবুও গাইয়া ফুরাতে নারি!

১৭। বিচিত্র সংসারে সকলি বিচিত্র,
ভাবিতে হৃদয় কেমন করে!
হরিষে; বিষাদে, বিস্ময়ে, আহ্লাদে,
লজ্জা, দুঃখে, খেদে হৃদয় ঘিরে!

১৮। তখনি প্রেমেতে মেতে উঠে প্রাণ,
তখনি বিষাদে নীরবে রই;
তখনি দুঃখেতে করি অশ্রুপাত,
তখনি বিস্ময়ে অবাক্ হই!

১৯। তখনি আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া,
গেয়ে উঠি গান, আপন মনে!
তখনি লাজেতে হই অধোমুখ,
তখনি ঘৃণা না সহে এ প্রাণে!

২০। যাহা হোক্, ওহে অনাদি-অনন্ত—
অভেদ্য অচ্ছেদ্য অখিলাধার!
মায়া মোহ জাল জড়িত সংসারে,
কত কাল বঁধু ঘূরাবে আর?

ক্রমশঃ

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পাঠ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... ... ৩৲

ডাকমাসুল ... ।৵০

অগ্রিম যাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০

ডাকমাসুল ... ৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা ।০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন; নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্রলিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নারদাচরণ মিত্র এম, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মুজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে তরুণ ও তরুণীদিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫ ফর্ম্মা আকারে নভেল বাহির হইবে। অনুমান ১০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৶০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমজাদর্পণ আপীস
৩৫ চোর বাগান কলিকাতা।

সমাজদর্পণ সম্পাদক ও ভাগবত প্রভৃতির প্রকাশকগণ।

দুখ সঙ্গিনী।

গীতিকাব্য।

মূল্য ৸০ আনা।

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরি, নূতন ভারত যন্ত্র ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতেও ঢাকা, বান্ধব কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৸০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

ব্যায়াম শিক্ষক।

প্রথম ভাগ।

হুগলি কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক

শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ কৃত।

মূল্য ।০। কলিকাতার চীনাবাজার শ্রীপদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও চুঁচুড়া হিন্দু হোষ্টেলে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ... ৬৷৷০ অগ্রিম যাণ্মাসিক ... ৩৷৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ... ২৲ মাসিক ... ৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৶০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

১ ভাগ | চুঁচুড়া—২৭শে অগ্রহায়ণ। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ১২ ই ডিসেম্বর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। | ৭ সংখ্যা।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট সমূহ বিপদে পড়িয়াছেন। ভাবিতেছেন শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি? এক দিকে দেশীয় একটী প্রধান সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষা—শুদ্ধ সম্মান রক্ষা নয়, অর্থাগমের একটি প্রধান উপায় বন্দ হইবার সম্ভাবনা। অপর দিকে অধীনস্থ রক্ষিত জাতির উন্নতি চেষ্টার বিপক্ষতাচরণ করা। মাঞ্চেষ্টর ইংলণ্ডের গৌরবের স্থান, সমস্ত ইংরাজ জাতির গৌরব স্থান। ইংরাজ যেখানে থাকুন, মাঞ্চেষ্টরের মান বাড়িলে ইংরাজের মান বাড়িবে মাঞ্চেষ্টরের গৌরব নাশে ইংরাজ খর্ব্বিত গৌরব বোধ করিবেন। মাঞ্চেষ্টরের উন্নতিতে ইংলণ্ডে অর্থাগম অধিক হইবে। দেশের মধ্যে যাহাতে অর্থাগম অধিক হয়, আধুনিক বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ্গণের সেই দিকেই অধিক দৃষ্টি। বার্ত্তা শাস্ত্রবিদ্গণই দেশের প্রকৃত কর্ত্তা; তাঁহাদিগের অনুমত্যনুসারে দেশের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। যাহাতে মাঞ্চেষ্টরের উন্নতি হয় তজ্জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিবার ত্রুটি করিতে ইংলণ্ড কোন মতেই স্বীকৃত হইতে পারেন না। এ দিকে আবার ভারতবর্ষের গৌরব ইংলণ্ডের গৌরব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত বর্ষের শোভা ইউরোপীয়গণ সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিতেছেন। ইংলণ্ডও ভারতবর্ষীয় বলিয়া সময় সময় গৌরব করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষও ইংলণ্ডের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ইংরাজ হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। ইংরাজ এরূপ গুরুতর ভার হস্তে লইয়া ভারতবর্ষের মঙ্গল আশা করিতে সমর্থ হয়েন না। যত দিন ভারতবর্ষ কোম্পানী বাহাদুরের অধীন ছিল ততদিন ইংরাজ ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের উন্নতি জন্য তত দায়ী ছিলেন না এক্ষণে ভারতবর্ষ মহারাণীর। এক্ষণে আর ঔদাস্য সম্ভবে না। সভ্য ইংরাজ জাতির আশ্রিত,—ভারতবর্ষ আজি ইংরাজ ঔদার্য্য দর্শনে পূর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় যাহাতে ভারতবর্ষের উন্নতি হয় তজ্জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে। ইংলণ্ডকে দুই দিক রক্ষা করিতে হইতেছে। ইংলণ্ডের উন্নতি ও ভারতবর্ষের উন্নতি। যখন ইংলণ্ডের উন্নতিতে ভারতবর্ষের উন্নতি অথবা ভারতবর্ষের উন্নতিতে ইংলণ্ডের উন্নতি হইবে তখন উভয়ই সুশৃঙ্খলে চলিবে। একের অভাব ও অন্যের আধিক্য থাকাতে এত দিন উভয়ের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য হইয়া আসিতেছিল। ইংলণ্ডের মাঞ্চেষ্টর এত দিন ভারতবর্ষকে সুলভ মূল্যে তুলার কাপড় ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া নিজেও বিলক্ষণ লাভ করিতেছিলেন ও ভারতবর্ষের লোকেরও বিলক্ষণ উপকার করিতেছিলেন। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের তুলার কল স্থাপিত হইল, বোম্বায়ের কলে যখন কাপড় প্রস্তুত হইতে লাগিল, তখন মাঞ্চেষ্টরের ব্যবসায়ের হ্রাস হইতে লাগিল। ইংরাজজাতি এক্ষণে মহা বিপদে পড়িলেন। ভারতবর্ষের উন্নতি ও ইংলণ্ডের উন্নতি দুয়ের সামঞ্জস্য করা কঠিন হইয়া উঠিল। ইংরাজকে দুই ভাগে বিভক্ত হইতে হইল।

এক ভাগ ইংলণ্ডের উন্নতি প্রার্থী, মাঞ্চেষ্টরের বণিক সম্প্রদায় ও তৎপক্ষীয় লোক, অপর সম্প্রদায় ভারতবর্ষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সে দিবস নূতন শুল্ক আইন প্রচলিত করিয়া ভারতের বন্ধু, ভারতের রাজা, ভারতের হিতৈষী হইয়া যাহা করিতে হয়, তাহা করিয়াছেন। নূতন শুল্ক আইনে বিদেশীয় তুলার কাপড়ে শতকরা ৫টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মাঞ্চেষ্টরে হুল স্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ হইয়া কেমন করিয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্যের প্রতিরোধ করিতেছেন? ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ কি আজ ইংরাজের অধিক আত্মীয় হইল? বোম্বায়ের ভুলার কল অদ্যাপি শৈশবকাল অতিবাহিত করে নাই। এই সময় বিলাতী কার্পাস বস্ত্রের শুল্ক বাড়াইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেশীয় অধ্যবসায়ের যথার্থ উৎসাহ দান করিয়াছেন। এবং ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের প্রতি তত মনোযোগ না করিয়া দেশীয় বাণিজ্যের উৎসাহ দান করত স্পষ্টরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের উন্নতি আমাদের গবর্ণমেণ্টের অন্তরে গাঁথা আছে।

মাঞ্চেষ্টর এদিকে অস্থির হইয়াছেন। নানা বিধ উপায় কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন,—যদি কোন প্রকারে এ শুল্ক রহিত করা যাইতে পারে। এই শুল্ক উঠাইয়া দিবার জন্য সেক্রেটরি অব ষ্টেটস নিকট নানা প্রকারে প্রস্তাব করেন। লর্ড সালিসবরি—কেমন করিয়া এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? অন্তরে যাহাই থাকুক, প্রকাশ্যে কখনই এবিষয়ে মত দিতে সমর্থ হইতে পারেন না। ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র রাজ্য, ভারতবর্ষের উন্নতি ইংলণ্ডের জন্য স্থগিত রাখা কোন মতেই হইতে পারে না; অথচ মাঞ্চেষ্টারের কষ্ট দেখিলে অন্তরে ব্যথা লাগে। এ অবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া লর্ড মর্থব্রুকের বন্ধু সর লুইস মেলেটকে এ বিষয় একটি মীমাংসা করিয়া যাহাতে মাঞ্চেষ্টর ক্ষতি গ্রস্ত না হয়, এরূপ করিবার জন্য ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ম্যালেট সাহেব সস্ত্রীক বোম্বায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এখনও লর্ড নর্থব্রুক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। বন্ধুতার অনুরোধে যে আমাদের লাট সাহেব স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিস্মৃত হইবেন এরূপ বোধ হয় না। যদি তাহা সম্ভব হইত, তবে মাঞ্চেষ্টারের উন্নতি মুখ্য ও ভারতবর্ষের উন্নতি গৌণ বিবেচনা করিয়া কখনই এই শুল্ক আইন বিধিবদ্ধ করিতেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। মাঞ্চেষ্টর সহস্র বার বলুন না কেন, যে, "বাণিজ্যের প্রথম সূত্রপাতের সময় উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু বোম্বায়ের এ বাণিজ্য এক্ষণে শৈশবকাল অতিক্রম করিয়াছে অতএব আর কেন? উৎসাহ দান রহিত করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।" আমাদের গবর্ণমেণ্ট কখনই এ কথায় আত্মবিস্মৃত হইবেন না।

মাঞ্চেষ্টর পক্ষীয়গণ আরও বলেন যে "হুগলীর পাটের কল নিজ ক্ষমতায় ডণ্ডীকে অতিক্রম করিয়াছে অথচ ডণ্ডীর পাটে এ প্রকার শুল্ক নাই। অতএব বোম্বায়ের কলের সেইরূপ ক্ষমতা থাকে, তবে অনতিবিলম্বে মাঞ্চেষ্টরকে আপনা আপনি পরাজিত করিবে; শুল্ক করিবার আবশ্যক কি?" আমরা বলি বোম্বায়ের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। মাঞ্চেষ্টরের জন্য আমরা এক্ষণে ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা গবর্ণমেণ্টকে এই মাত্র বলিতে চাই যে, তাঁহাদের যেন স্মরণ থাকে যে ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র রাজ্য, ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আর লম্বা আঁশ যুক্ত তুলার আমাদানীর উপর গুরু গুরু শুল্ক ভার স্থাপিত করিয়া, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাপ করিয়াছেন, কিছু দিন ভারতবাণিজ্য রক্ষা (Protection) না করিলে তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, এমন সময় অনুরোধক্রমে বা চক্ষুঃলজ্জায় যেন স্খলিত-পদ হইয়া আরার অধর্ম্মে পতিত না হয়েন। এই আমাদের অনুরোধ, এই আমাদের ভিক্ষা।

যুবরাজ ও সংবাদ পত্র।

(ব্রাহ্মণের প্রতিবাদ।)

সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ অদ্ভুত জীব। ইঁহারা পাঁচ ছত্র লেখার মধ্যে দশবার "ডুগরি পিটে" কাঁদেন, দশবার অট্ট হাসি হাঁসেন; পাঁচবার ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায় ম্রিয়মান হন, আবার পাঁচবার হর্ষে, ভক্তিতে, উল্লাসে নাচিয়া উঠেন। কবি বলিয়াছেন, এই সংসার "হাসি কান্না ভরা" আমি এত দিনে দেখিতেছি, যে একটি সম্পাদক ছত্রিশ কোটি সংসারের তুল্য।

পূর্ব্বে এই সম্পাদক-পদার্থ আমাদের দেশে ছিল না, এই অপূর্ব্ব জানোয়ার ইংরাজের আনীত বা সৃষ্ট। এ হেন বস্তু পাইয়াও আমরা সর্ব্বপ্রকারে ইংরাজের মনস্তুষ্টি সাধন করি না, ইহা কি অল্প দুঃখের কথা?

আমাদের দেশের লোক (আমি ছাড়া) বড়ই স্থূল-বুদ্ধি, ইহারা সূক্ষ্ম কথা বুঝিতে পারেন না। সেই জন্য এক যুবরাজকে উপলক্ষ করিয়া, সম্পাদকেরা কি গণ্ডগোল করিতেছেন, তাহা দেখাইয়া, তাঁহাদিগের অদ্ভুতত্ব সপ্রমাণ করিব। এই স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক; "সাধারণীকে" কেহ গোত্রান্তরিতা বিবেচনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না; আমার নিকট সাধারণী সম্পাদকও সম্পাদক।

যুবরাজের শুভাগমন বার্ত্তা এদেশে আসিবা মাত্র, সম্পাদক মহলে যে ঢলাঢলি আরম্ভ হইয়াছে, এখন ত কথাই নাই, শ্রীমান্ স্বদেশ প্রতিগমন করিবার মাস বৎসর পরেও যে, তাহার উপশম হইবে, এমন প্রত্যাশা নাই। "যুবরাজ আসিতেছেন" এবং "আসিবেন" আমরা "আনন্দনীরে ভাসিতেছি" এবং "হায়ু ডুবু খাইব" "ইংরাজ রাজ্যে আমরা কত কত উপাদেয় বস্তু পাইয়াছি, তাহা দেখাইয়া যুবরাজের আনন্দ বর্দ্ধন করিব" এবং "কৃতজ্ঞতার বলে আমরা যুবরাজের বালাই লইয়া গলায় দড়ি কলসী বাঁধিয়া জলে ডুবিব"—পক্ষান্তরে "আমরা যুবরাজকে পাইয়া একবার মনের সাধে দুঃখের কান্না কাঁদিয়া তাঁহাকে কাঁদাইব; আমাদের কিছুই নাই, কেবল মরিবার সাধ আছে, কিন্তু দড়ি কলসীর পয়সা যোটে না বলিয়া মরা হয় না, এ কথা তাঁহাকে বলিব; ইংরাজ রাজের কৃপায় পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে আদমের ন্যায় আমরা স্বীয় নগ্নত্বই দেখিতে পাইতেছি, অথচ তাহার প্রতীকারের উপায়ে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি, এই সকল কথা যুবরাজকে জানাইয়া মনের ভার কমাইব" এইরূপ পরস্পর বিরোধিনী বা অবিরোধিনী নানা কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া এখন আমার এমনি হইয়াছে, যেন আমার কর্ণরন্ধ্রে নিরন্তর সন্ধ্যাপতঙ্গ ডাকিতেছে।

সম্পাদকবর্গ আরও বলেন, "যুবরাজ ক্ষমতাহীন, ভাল মন্দ কিছুই করিতে পারেন না, স্বকীয় জ্ঞানের উন্নতি করণার্থ ভারতের পোড়াকপালে পদার্পণ করিতেছেন। ইহাতেই আমাদের যে কিছু সুকৃতি।" উত্তম কথা; কিন্তু সম্পাদকদিগের যদি এতই জ্ঞান, যদি ইহাঁরা নিশ্চিতই জানেন যে, যুবরাজ কেন, স্বয়ং মহারাজীও একাকিনী আমাদের সকল দুঃখ মোচন করিতে পারেন না, তবে যুবরাজের সম্বর্দ্ধনা, যুবরাজের অভ্যর্থনা প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া পরস্পরের মাথা ফাটা ফাটি করিয়া মরিতেছেন কেন? উত্তর দিবেন যে, ইহা না হইলে রাজ-ভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটি হয়। তর্ক স্থলে স্বীকার করা যাউক, যেন উত্তরটি সদুত্তরই হইয়াছে।

রাজভক্তি! "যুবরাজ রাত্রি ৯টা ২১ মিনিটের সময়ে নরমলের চাদরে ঢাকা গদির উপর শয়ন করিলেন" অদ্য যুবরাজের ভাতে চুন ছিল, সেই ভাতগুলি তিনটা বিলাতী কুক্কুরে খাইল," "যুবরাজ লাবেণ্ডর মাখান রুমাল নাকে দিয়া অতি গম্ভীর রবে একাদিক্রমে তিন বার হাঁচিলেন।" ভাল, এই সমস্ত কথার সঙ্গে রাজভক্তির কি সম্পর্ক, তাহা কি কোনও সম্পাদক বলিয়া দিতে পারেন?

রাজভক্তি অতি সুন্দর সামগ্রী তাহা আমি জানি, রাজ ভক্তি প্রদর্শন আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সে জ্ঞান আমার বিলক্ষণ আছে, এবং কাহারও এ কথা লইয়া বিসম্বাদ নাই তাহাও নিশ্চিত। অধিকন্তু আমি যে রাজভক্ত, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, নচেৎ আমার এক মাত্র স্কন্ধে একমাত্র মস্তক এত দিন থাকিত না।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রাজভক্তি প্রণোদিত হইয়াই কি সম্পাদকেরা এই হুলস্থূল করিতেছেন? যদি তাহাই হয়, তবে "যুবরাজ পঞ্জীর" বেলায় এত আঁটাআঁটি করিয়া কাজের কথার সময় সম্পাদকবর্গ এমন মার্ মার্ কাট্ কাট্ করিয়া উঠেন কেন? আমাদের সাধারণী সম্পাদকের একটা কথা লইয়া আমার মনের ভাব বুঝাইয়া দিতেছি।

যুবরাজ কলিকাতায় শুভাগমন করিলে তথায় আতস বাজি ও আয়োজ মণ্ডন প্রভৃতি দ্বারা একটি ছোট খাট অগ্নিকাণ্ড করিবার প্রস্তাব কলিকাতায় হইয়াছে, এবং সর্ব্ব সাধারণে উদ্যোগী হইয়া তাহার উপায় বিধান করিতেছেন। সাধারণী সম্পাদক এমনই দৃষ্ট যে, এইটী যাহাতে না হয়, তাহার জন্য একাণ্ড এক প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন; অন্যান্য কথা মধ্যে তাহাতে বলিলেন যে, "এই কার্য্য করিলে ভারতবাসীগণ যে মিথ্যাবাদী তাহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইবে।" সাধারণী সম্পাদক সম্পাদক কতই দুধ দিয়া ভাত খান যে, চুঁচুড়ার কদমতলায় দাঁড়াইয়া চীৎকারে গলা চিরিয়া সমগ্র ভারত বর্ষবাসীকে মিথ্যাবাদী বলেন? দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহা কি মিথ্যা? এই একটু আগুন দেখিয়া যুবরাজ দুর্ভিক্ষ হয় নাই বলিয়া, বিশ্বাস করিবেন? ইহা অর্ব্বাচীনের কথা নয়? কেন, এই যে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কাশী, কাঞ্চী হইতে সমাগত হইয়া স্কুল বেতনে ষষ্টি সহস্র পরিচারক পরিবৃত হইয়া ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণ বঙ্গের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়া গেলেন, তাঁহারাও কি বলিবেন যে, দেশে

দুর্ভিক্ষ হয় নাই? সাধারণী সম্পাদক কোথায় দেখিয়াছেন—দেখা দূরে থাকুক—কোথায় শুনিয়াছেন যে, ইংরাজের কথা আজিকার ভারতে অস্থাপিত বিশ্বাস হইয়াছে? লর্ড নর্থব্রুক, সর রিচার্ড টেম্পল অবধি ফক্কী মক্কী পর্য্যন্ত আমাদের হইয়া সাক্ষ্য দিবেন যে, দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন এক দুর্ভিক্ষ নিবারণকারী কটকেই ত দুর্ভিক্ষ হওয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে; তাঁহাদিগকে পুনরায় একত্র করিয়া যুবরাজের সমীপস্থ অঞ্চলে রাখিয়া দিলেই ত দুর্ভিক্ষ দেখান যাইতে পারে। তবে আমরা কিসে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব? বাস্তবিক, অগ্নিকাণ্ডে আমাদের লাভ হউক না হউক, তাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। এ কার্য্যে যে বাধা দেয়, বা মতান্তর প্রকাশ করে, সে রাজভক্তির বিরোধী, দণ্ডার্হ।

ফলতঃ সাধারণী-সম্পাদকও সম্পাদক, সুতরাং তাঁহার এ বিষয়ে দোষ দিতে পারি না; আমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা সত্ত্বেও আমরা তাঁহার উপর রাগ করিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সম্পাদকগণ অপূর্ব্ব জীব; হাঁসি কান্না ইহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাই ইহারা হাঁসেন কাঁদেন, কোনও কিছুর অর্থগ্রহ ইহারা করেন না; করিতে হয় বলিয়া একটা গোলযোগ করেন মাত্র। আমার বিশ্বাস যে, সম্পাদকেরা এক একটি কল। যদি এ সম্বন্ধে আমার ভ্রম হইয়া থাকে, সুখের বিষয়। এই অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়া আমার এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি, সম্পাদকেরা "কল" না হন, এতদ্দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিবেন।

"মনের আগুণ" ইত্যাদি বলিয়া নিধু বাবুর একটী টপ্পা আছে। ভারতবর্ষবাসীগণ যেমন হউক, বঙ্গবাসীগণ নিধুর টপ্পা জানেন, ভাল মত বুঝেন, অন্য কিছু জানেন না, বুঝেনও না। এদিকে রাজভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণগুলি ইহাদের মর্ম্মান্তিকরূপে—অস্থি মজ্জাগত হইয়া হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিতেছে। যুবরাজ আসিতেছেন, ইহাদের অতিশয় উল্লাস হইয়াছে; ইহারা মনের আনন্দে মন খুলিয়া নিধুর উপদেশ প্রতিপালন করিয়া যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিবেন; তাই এই অগ্নিকাণ্ড। ভারতভূমি কাঙ্গালিনী, জনম দুঃখিনী না হইলেও—চিরদুঃখিনী; শোকে, কষ্টে জর্জ্জরিত তনু—বাঙ্গালী নিধুর মতানুসারী, ভারতভূমির মুখ দিয়া নিধুর সন্তাপ মধুর ভাষায় যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিবে, তাই এই অগ্নিকাণ্ড। ভারতের কপালে আগুণ লাগিয়াছে; কবে লাগিয়াছে জানি না, কিন্তু ধিকি ধিকি কপাল পুড়িতেছে, পুড়িয়া ছাইও হয় না, অগ্নিও নির্ব্বাণ হয় না। আর যাহা ছিল, সমস্তই ভস্মীভূত হইয়াছে, যুবরাজ আসিয়া দেখিবেন কি? কপাল আছে, সে কপাল পুড়িতেছে, যুবরাজ তাহা দেখিবেন, ভারত সন্তানের তাহা দেখান অবশ্যই কর্ত্তব্য, তাই এই আগুণ। ভারত ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি গুমরে গুমরে পুড়িতেছে, আর কিছুই অখণ্ড নাই, আর কিছুই অগ্নির অস্পৃষ্ট নাই। কিন্তু ভাণ্ডারের সেই অগ্নি স্তূপ মধ্যে মধ্যে অবসর ক্রমে ভারতসন্তান কর্ত্তৃকই সন্ধুক্ষিত হয়, তখন দগ্ধ রত্নাবশেষ, অগ্নাপনোদিত কলঙ্ক হেমকণা স্ফুলিঙ্গাকারে আকাশপথে ছুটিয়া উঠে। যুবরাজ আসিবেন, ভারত মাতার ক্ষিপ্ত পুত্রগণ মনের আবেগে একবার সেই ভাণ্ডারের আগুণ সন্ধুক্ষিত করিতেছে, যুবরাজ দেখিবেন, আমাদের পরম ভাগ্য,—তাই এই আগুণ। ভারতমাতা অনেক পুত্র—পুত্রের মত পুত্র—হারাইয়াছেন, অনেক শোকশেল তাঁহার হৃদয়ে বাজিয়াছে, তিনি তাহা সহিয়াছেন; আমরা মরিব, অগ্র পশ্চাৎ সকলেই মরিব, ভারতমাতাকে রাখিয়া আমরাই অগ্রগামী হইব, ইহা নিশ্চিত। মাতার দেহ আত্মার বিয়োগ আমরা দেখিতে পাইব না, তাঁহার সৎকার আমরা করিতে পাইব না। পাইব না বটে, কিন্তু মাতার কুপুত্রও হইব না; তিনি জীবিত থাকিতেই তাহার চিতা সজ্জা করিয়াছি, তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছি, তাঁহার সজীব দেহ এখন অগ্নিকুণ্ডে; আমরা এই আনন্দোৎসবে এই শুভাগমন উপলক্ষে একবার সেই বহ্নি উত্তেজিত করিয়া লই। সাধারণী সম্পাদক! তুমি বারণ করিও না;—এই সেই আগুন।

রত্নর[illegible]।

স্যমন্তক।

(কোহিনুর)

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে স্যমন্তক মণি সম্বন্ধে কতিপয় বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু তদ্দ্বারা ঐ মূল্যবান্ রত্নটির অবয়বের ও পরিমাণের বিষয় কিছু স্থির করা সুকঠিন। পুরাণে কথিত যে, এই মণি যদুবংশীয় শত্রাজিত রাজা কঠোর তপস্যা ও বিপুল আকিঞ্চন করিয়া সূর্য্যদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা তিনি ঐ মণি গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক যাদবদিগের সভায় গিয়াছিলেন। সভ্যগণ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একদৃষ্টে ঐ রত্নটি নিরীক্ষণ করিতে থাকেন; উহার আলোক ও উজ্জ্বলতা এতাদৃশ অদ্ভুত ছিল যে, তাদৃশ মণি এতদ্দেশে তৎপূর্ব্বে কাহার নয়নগোচর হয় নাই। বিদেশীয়পুরাবৃত্তে নিদর্শন আছে যে, অতি পূর্ব্বকালে একটি বৃহৎ আশ্চর্য্য হীরকখণ্ড জন্য এসিয়ার অন্তর্গত কতকগুলি রাজ্যাধিকারীদিগের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। বোধ হয় ঐ সমস্ত যুদ্ধাদি এই স্যমন্তক মণির নিমিত্ত ঘটিয়া থাকিবে। কেন না আমরা পুরাতন গ্রন্থ সমুদয়ে ও হিন্দি প্রেম সাগরের ৫৭ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, সত্রাজিত রাজার সহোদর প্রসেন ঐ মণি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিলেন, পরে তথা একং বলবান্ প্রতাপান্বিত সিংহ উপাধি বিশিষ্ট নৃপতি, প্রসেনকে যুদ্ধে হত করিয়া ঐ মণিটি হস্তগত করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ অমূল্য রত্ন লাভাশয়ে জাম্বুবান নামক ভূপাল সিংহ ভূপতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া ঐ মণিটি আপন কন্যা জাম্বুবতীর কণ্ঠমালায় গ্রথিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ জাম্বুবতীকে বিবাহ করিয়া দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঐ মণি কুশদ্বীপে আনয়ন করিয়াছিলেন। অনুমান হয় যে, ঐ মণিই বহুকাল পরে কোন প্রকারে মোগল বাদশাহদিগের হস্তগত হইয়া থাকিবে। সুলতান সুজা ঐ হীরকখণ্ডকে কোহিনুর অর্থাৎ আলোক-সুমেরু আখ্যায়িকা প্রদান করিয়া আপনার শিরোভূষণ করিয়া ছিলেন। ঐ কোহিনুর মণি (চারি রতি পরিমাণের ২৭৯ কেরাট ওজন) সুলতান সুজা ৭৮১৫৫৭৫ সিক্কা টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ রত্নটি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। অধুনাতন রাজ্যেশ্বরদিগের মধ্যে মলয়া উপদ্বীপের মাটানের রাজার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট হীরকখণ্ড আছে। তাহার পরিমাণ ৩৬৭ কেরাট অর্থাৎ প্রায় আট ভরি ওজন হইবে। উহার আকৃতি ডিম্ব সদৃশ তাহার একদিকে একটি ছিদ্র আছে। এই রত্নটি কাশ্মীর অন্তর্গত লাডক প্রদেশে প্রায় এক শত বৎসর হইল পাওয়া গিয়াছিল। যব দ্বীপের বাটেবিয়ার গবর্ণর সাহেব একটি হীরকখণ্ড দেখিয়া তাহার ৭ লক্ষ টাকা মূল্য দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বিক্রেতা তাহা ঐ মূল্যে তাহাকে বিক্রয় করে নাই। রুসিয়ার বাদশাহের নিকট একটি হীরক মণি আছে, তাহার পরিমাণ ১৯৩ কেরাট; সেটি দেখিতে একটি পারাবত ডিম্ব সম। তাহা গ্রীক দেশীয় একজন বণিক নব লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিয়াছিল। ঐ মণি শ্রীরঙ্গ পত্তনের প্রসিদ্ধ ব্রহ্মার মন্দিরের বিগ্রহের একটী নেত্র ছিল। একজন ফরাসিস সিপাই তাহা অপহরণ করিয়া মান্দ্রাজে পলায়ন করিয়া তাহা একজন জাহাজের কাপ্তেনকে ২০০০০৲ টাকায় বিক্রয় করে; ঐ কাপ্তেন একজন ইহুদিকে তাহা একলক্ষ টাকা লভ্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন, গ্রীস দেশীয় বণিক ঐ ইহুদির নিকট ক্রয় করিয়া তাহা রুসিয়ার বাদশাহকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। অষ্ট্রীয়া দেশের নৃপতির হীরকখানি ওজনে ১৩৯ কেরাট; তাহার বর্ণ কিঞ্চিৎ পীত ও আনুমানিক মূল্য দশ লক্ষ টাকা। ফ্রান্স দেশের ভূপতির একখানি হীরক মণি আছে, তাহার ওজন ১৩৬ কেরাট তাহার অপরূপ আকৃতি ও চমৎকার জ্যোতিঃ ও অতীব উজ্জ্বল; তাহার মূল্য ১৬ লক্ষ টাকা। পর্টুগালের রাজ্ঞীর মুকুটে একখানি যে অতীব মূল্যবান্ হীরকমণি আছে, তাহার ওজন ১২০ কেরাট ও দৃশ্য মনোরম্য ও সুন্দর। হীরক যে কত স্থানে কত প্রকার আছে, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষের উড়িষ্যা ও গোলকুণ্ড প্রদেশের হীরক মণি অধিক মূল্যবান্; কিন্তু উপরোল্লিখিত হীরক গুলি বোধ হয় অন্যান্য স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবেক। আমেরিকার স্থানে স্থানে হীরক পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা কথঞ্চিৎ নিকৃষ্ট। অসংখ্য প্রকার রত্ন মধ্যে বোধ হয় হীরক সদৃশ মূল্যবান্ আর নাই। পদ্মরাগ (Topaz) নীলকান্ত (Saphire) মরকত (Emerald) গোমেদক, গোদন্ত প্রভৃতি অনেক প্রকার রত্ন আছে, কিন্তু সে সকল হীরক অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

বিজ্ঞানের বলে যে তমোরিবিম্ব-প্রতিবিম্বধারী, রাজাধিরাজ মুকুট উজ্জ্বলকারী হীরক, আর দূরভূগর্ভ নিহিত মসীবর্ণ মানবের পদদলিত প্রস্তারাঙ্গার,—একই পদার্থ। কিমিয়া ইহাতে প্রমাণ দিয়া থাকেন; কিন্তু ভারতের অদৃষ্টে অন্য প্রমাণও আছে। দেখ, এই রত্নরাজি পরিপূরিত ভারতের পোড়া কপালে ভারতবাসী কেবল দগ্ধ অঙ্গার পায় মাত্র, আর ইংরেজ ভূগর্ভ হইতে পাথুরে কয়লা তুলিয়া অবিরত অজস্র রত্ন সঞ্চয় করিতেছে, অর্থাৎ রত্ন=রঙ্গার (ভারতবাসীর ভাগ্যে); আর অঙ্গার=রত্ন (বিদেশীর ভাগ্যে)।

ইউরোপের ধর্ম্মজ্ঞান ও মিতব্যয় বোধ।

দেশ	১৮৭০ সালে যত টাকা ঋণ ছিল	১৮৬৫ সালে সৈন্য সংখ্যা	১৮৬৫ সালের সৈনিক ব্যয়।
ইংলণ্ড	৮০০ ৭০০ ০০০০	১৪৮২৪২	১৫০৬০২৩৭০
ফ্রান্স	৫৫০ ০০০০০০০	৪০৪১৯২	১৭১৮৪৯৬১০
জর্ম্মনি	১৭০ ৯০০০০০০	৪১৯৮৩৬	১৪৪৯৪২২২০
রুসীয়া	৩০০,০০০,০০০০	১০০০০০০	২১৬৫৬০৫২০
অষ্ট্রীয়া	৩১০০০০০০ ০০	২৬৯,১০০	১০৩,৩৬৭,৬২০
ইতালি	২৮৫,০০০০০০০	১৯৬,১০০	১১৫,৫৬৫,০০০
স্পেন	২০৭০০০০০০০	৮৪,২৯০	৩৩,১০১,৭৪০
তুর্কি	১০৪০০০০০০০	১৪৮,৬৮০	৬০,০০০,০০০

তাহার পর এই পাঁচ বৎসর ক্রমাগত ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপীয় আর সকল প্রধান জাতির ঋণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; আর সকল জাতিই ক্রমেই সৈন্য সংখ্যার বৃদ্ধি করিয়াছে। এক ফ্রান্স প্রুসিয়া কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, সমরের পণ স্বরূপ পঁয়ষট্টি কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, এখনও ফ্রান্স সেই ঋণভারে পীড়িত। ইউরোপের প্রধান জাতি গুলি এইরূপ ঋণগ্রস্ত, অথচ কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করেন না। কে কখন আক্রমণ করিবে এই ভয়ে, চিরদিন সমর সজ্জায় সজ্জীভূত। ইহারা আপনারাই প্রুসিয়া রাজ্যকে চিরশিবির আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। রুষিয়াও তদ্রূপ; অষ্ট্রীয়াও তদ্রূপ। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডও সেই উদ্যোগে বিব্রত। কিন্তু ইউরোপীয়েরা অহঙ্কার করিয়া থাকেন,

যে পৃথিবীর সকল জাতির অপেক্ষা তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি অধিক ও (christianity অর্থাৎ) ধর্ম্মজ্ঞান প্রখর। আমরা বলি যে ধর্ম্মজ্ঞান যদি এত প্রবল তবে পরস্পরকে অবিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদাই সমর সজ্জায় সজ্জীভূত থাক কেন? কেহ কাহাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস কর না, অথচ সকলেই বল আমরা পরম ধার্ম্মিক। এটী চমৎকার রহস্য। আর যদি বল যে অবিশ্বাস বা আক্রমণ জন্য এ সেনানিবেশ নহে, তবে বৎসর বৎসর অধিকতর ঋণগ্রস্ত হইয়া এরূপ ঘটাড়ম্বর রাখিবার প্রয়োজন কি? এ অনর্থক অর্থনাশে, আমরা তোমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রশংসা করিব না।

বাস্তবিক সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিতে গেলে ইউরোপের যতটা চাকচিক্য তত নীতিজ্ঞান বা মিতব্যয়বোধ হয় না। ইংলণ্ড এসকল বিষয়ে ইউরোপের অনেক জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইংলণ্ডের ঋণ দিন দিন কমিয়াছে আর সমর স্পৃহা ইংলণ্ডের একেবারেই নাই। তবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মধ্যে মতিভ্রম হয়, বোধ হয়, আমাদের অদৃষ্ট দোষে।

যুবরাজ পঞ্জী।

৩০ শে নবেম্বর।

মঙ্গলবার বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় যুবরাজ কলম্বোয় অবতরণ করেন। নিয়মিত তোপধ্বনি হইয়াছিল। কলম্বোর গবর্ণর এবং তথাকার সিবিল ও সৈনিক বিভাগীয় প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সিংহলীয়েরা তাহাদের বিবিধ পরিচ্ছদে রাজকুমারের কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মিউনিসিপাল এবং ব্যবস্থাপক সভা হইতে মণিমুক্তাদির সাড়ম্বর কারুকার্য্যবিশিষ্ট গজদন্তবিনির্ম্মিত পাত্রে রাজকুমারকে অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজকুমার তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করেন। তৎপরে সহরের মধ্যদিয়া জেটিতে উপস্থিত হন, এবং সিরাপিসে প্রত্যারোহণ করিয়া রাত্রি যাপন করেন।

১লা ডিসেম্বর।

কলম্বো হইতে রেলপথে কাণ্ডী যাত্রা করেন।

২ রা ডিসেম্বর।

অপরাহ্ণে রাজপুত্র কাণ্ডিতে উপস্থিত হন। প্রতীক্ষমাণ প্রভূত জনতা রাজপুত্রকে অতি সম্ভ্রম ও সমাদর সহকারে গ্রহণ ও সম্বর্দ্ধনা করিল। তিনি উপস্থিত হইবা মাত্র তথাকার মিউনিসিপাল সভা হইতে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। রাজকুমার মুখে মুখে তাহার উত্তর দান করিলেন। বলিলেন, সিংহলে তিনি যেরূপ সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন, তাহাতে তাঁহার নিরতিশয় প্রীতিলাভ হইয়াছে।

রাজকুমারকে দেখিবার নিমিত্ত মফস্বল হইতে বহুসংখ্যক লোক সমাগত হইয়াছিল, এবং রাজকুমারকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। সহরে লোক থাকিবার স্থান হয় নাই। কুমারের সম্মুখে সুরম্য হস্তী সমারোহ প্রদর্শিত হইয়াছিল। নগর সজ্জার বহুল অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু সমগ্র সুসম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। কারণ রাজপুত্রের তথা আরও বিলম্বে পৌঁছিবার কথা ছিল।

৩রা ডিসেম্বর।

রাত্রিকালে রাজপুত্র দেশীয় সর্দ্দারদিগকে লইয়া এক দরবার করিয়াছিলেন। সর্দ্দারেরা একে একে রাজকুমারের নিকট পরিচিত হন, এবং দেশীয় শিল্পজাত একটী রৌপ্যপাত্র ও তরবারি তাঁহাকে উপহার দেন। বুদ্ধমন্দির ও রাত্রির অগ্ন্যুৎসব সন্দর্শন করিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক দল বৌদ্ধ পুরোহিত যাইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং তাঁহাকে তালপত্রলিখিত একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ উপহার দেন। কাণ্ডিতে সমাগত রাজন্য রাজপুত্রের আচরণ ও সদালাপে পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

৪ঠা ডিসেম্বর।

কাণ্ডি পরিত্যাগ করিয়া রাজকুমার কলম্বোয় প্রত্যাগমন করেন। পরে হস্তী শীকার করিতে যান।

৫ই ডিসেম্বর।

হস্তী শীকার করিতে নির্গত হইয়া সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

৬ই ডিসেম্বর।

যুবরাজ দুইটী হস্তী স্বহস্তে গুলি করিয়া মারেন। যখন হস্তী শীকার করিয়া যুবরাজ প্রত্যাগমন করেন, তখন পথিমধ্যে তাঁহার গাড়ী একটী ক্ষুদ্র সেতুতে আঘাত লাগিয়া উল্টাইয়া যায় ও চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহাকে চূর্ণ শকটের তলদেশে পাওয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার অঙ্গে কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। দেবতা না করুন, কিন্তু কোনরূপ আপদ বিপদ হইলে, আমাদের এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিত না। আমরা বলি, যুবরাজের এরূপ অসমসাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমরা তাঁহা হইতে সম্ভবতঃ কোন উপকারই পাইব না, লাভে হইতে কোনরূপ দুর্নাম না হইলেই ভাল।

সংবাদ।

গত ৭ই ডিসেম্বরে গ্রেটন্যাসনাল থিয়েটরের চতুর্থ বর্ষীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, তিনি সভাপতির আসনে আসীন থাকিয়া সভাকে উজ্জ্বল ও সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। নাটকের উপকারিতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হয়। তৎপরে "কিঞ্চিৎ জলযোগ" নামে প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয়টী নাকি বড় সুন্দর হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে "গাও ভারতেরই জয়, গাও ভারতেরই জয়" এই সঙ্গীতটী সুমধুর স্বরে গাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অস্থির কলিকাতার বালকগণ নাকি অনবরত রঙ্গভূমি মধ্যে ঢিল ছুড়িয়াছিল।

যুবরাজ রাজধানীতে পদার্পণ না করিতে করিতেই ত্রিহুতে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। মান্যবর গেডিজ ও ম্যাকডোনেল সাহেবদ্বয় ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আশঙ্কিত স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। টেম্পল সাহেব স্বয়ং আগামী সপ্তাহে দারভাঙ্গায় যাইবেন। লেঃ গবর্ণর বলেন যে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ কেবল ২৪ লক্ষ লোককে আক্রমণ করিবে এরূপ আশঙ্কা হইতেছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য ইতিমধ্যে রিলিফ সার্কেল খোলা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগকে কার্য্য দিবার জন্য লেঃ গবর্ণর দুইটী রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। একটী দরভাঙ্গা হইতে গোপালঘাট পর্য্যন্ত ৩২ মাইল; অপরটী সমস্তপুর হইতে মোজঃফরপুর পর্য্যন্ত ৩০

মাইল। ভারিরাজদর্শন আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এই একটী নিরানন্দের কারণ হইয়া উঠিল।

ইংলিশম্যান বলেন যে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন বাঙ্গালায় মাসিক ৩ হাজার টাকা বেতনে দশ জন জজ রাখা উচিত কি না? লিগাল রিমেম্বান্সের বেতনও ৩হাজার টাকা হইবে; এবং ইহাঁর এক জন বঙ্গদেশবাসী সহকারী হইবে, তাঁহার বেতন ১৫০০ হইতে ২০০০ হইবে। সরকারী উকীলদিগেরও বেতন বৃদ্ধির কথা হইতেছে। না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

২২এ নবেম্বরে কাশ্মীরের মহারাজা, কর্ণেল্ জেনকিন্স্ এবং ৬০০ অনুচর সহিত মথুরায় উপনীত হইয়াছিলেন তথাকার মাজিষ্ট্রেট উইগ্রাম সাহেব এবং বিখ্যাত ধনী শেঠ গোবিন্দদাস তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন। শেঠ গোবিন্দদস, মহারাজের জন্য পূর্ব্ব হইতে একখানি বাটী উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া রাখেন। আগমনের পরদিন তীর্থের সমস্ত কর্ম্ম সমাধা হয়, তথাকার যাবতীয় চৌবেকে মহারাজ ১৫ সহস্র টাকা এবং প্রত্যেক দেবালয়ে ১১ হইতে ২১ টী করিয়া স্বর্ণ মোহর দান করেন। ২৪ শে তারিখে মহারাজ, গিরিগোবর্দ্ধন দর্শনে যান, তথায় মাজিষ্ট্রেট এবং শেঠ গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক গৃহীত হন। শেঠ গোবিন্দদাস মহারাজাকে ২১০০ টাকা নজর দেন এবং মহারাজ শেঠকে মহামূল্য খেলোয়াৎ দান করেন। সেই দিন রজনীতে সমস্ত পণ্ডিতের সমাগম ও বিচার হয় প্রত্যেক পণ্ডিতকে মহারাজ এক এক মোহর দান করেন ২৫এ তারিখে মহারাজ আগ্রা যাত্রা করেন। মহারাজ কাশীতে ৩ দিন, গয়ায় ৭ দিন, বৈদ্যনাথে ১০ দিন এবং বর্দ্ধমানে ১ দিন অবস্থান করিয়া ১৮ই তারিখে কলিকাতায় আসিবেন। মহারাজের ৬০০ অনুচরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা মতে ১৫০ জন মাত্র তাঁহার সহিত কলিকাতায় আসিবে এবং বাকি সকলে বর্দ্ধমানে থাকিবে।

কাশ্মীরের মহারাজা কাশীতে আসিয়া পঞ্চ ক্রোশ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। পঞ্চ ক্রোশ পাঁচ দিনে পরিক্রমণের রীতি ছিল। ইনি দুই দিনে উহা সম্পন্ন করিয়াছেন। মনি কর্ণিকার ঘাটে স্নানোপলক্ষে পাণ্ডাদিগকে একটী হস্তী, চারিটী ঘোটক ও স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত বহুমূল্য মণি মাণিক্য জড়িত পাত্র দান করিয়াছেন সমুদয়ে মূল্য ৮০০০ টাকার ন্যূন হইবে না। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের প্রধান ব্রাহ্মণকে ৫০০০টাকা দান করিয়াছেন ও অন্যান্য মন্দিরস্থ ব্রাহ্মণ গণকে ৫০ হইতে ২০০ টাকা, যাহাকে যেমন, দান করিয়াছেন। ভৈরব নাথের পুজারি ব্রাহ্মণকে ৭টী মোহর দিয়াছেন। শুনা যাইতেছে মহারাজা কাশী হইতে গয়া যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ২৫০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ এক একটী স্বর্ণ মোহর পাইবেন। অপর ব্রাহ্মণ গণ আপন মর্য্যাদানুসারে তদপেক্ষা অল্প পাইবেন।

জর্ম্মনীস্থ স্প্যেডার নামক এক ব্যক্তি নিউইয়র্কের ইঞ্জিনিয়র সভায় একটী ব্যোমজানের নমুনা পাঠাইয়াছেন। ইহা একটী জাহাজের আকারে নির্ম্মিত ও জলের দ্বারা চালিত হইবে। ইহাতে আমেরিকা ও ইউরোপে মেল গতায়াত করিবে, ইহা লইয়া এক্ষণে পরীক্ষা হইতেছে যদ্যপি সফল হয় তবে এই জাহাজে মেল পাঠাইবার জন্য কংগ্রেস সভায় আবেদন করা হইবে।

গত বৃহস্পতিবারে আমাদের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ বসিয়া উহার উন্নতি বিষয়ক কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন। বোধ হয় এইবার—কলিকাতা পুস্তকালয়ের দোষ খণ্ডন হইয়া যাইবে।

দিল্লীর সৈন্য পরিদর্শনীতে যত সৈন্য সমাগত হইয়াছে, এত ইংরাজ সৈন্য একত্র কখনও ভারতে সমবেত হয় নাই। সর্ব্বশুদ্ধ ৯ দল সৈন্য এবং ১২ দল কামান চালক উপস্থিত হইয়াছে। যুবরাজের সম্মুখে এই সৈন্য শ্রেণী রণকৌশল প্রদর্শন করিবে।

ষ্টেট সেক্রেটরী আজ্ঞা দিয়াছেন, পিরাক ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত করা হইবে না। এই আজ্ঞা পূর্ব্বে দিলে এত গোলযোগ হইত না।

মিস কার্পেণ্টর পুনা হইতে মান্দ্রাজে গিয়াছেন। মহারাণী বিক্টোরিয়া তাঁহার স্বরচিত একখানি পুস্তক মিস কার্পেণ্টরকে মান্দ্রাজ নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে উপহার দিবার জন্য দিয়াছেন। ডাইরেক্টর সাহেব প্রভৃতির সমক্ষে বিবি সেইটী অর্পণ করিয়াছেন।

ভাগলপুর নিবাসী বাবু হরিমোহন ঠাকুর তথাকার চিকিৎসালয়ের সংস্কারার্থ ৫ হাজার টাকা দান করায় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

গত বর্ষে যত লোক হাজতে যায়, তাহার মধ্যে শতকরা ৫৪৬ জনের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছিল। অপর সকলে খোলাসা হয়। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে শতকরা ৫১ জনের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছিল। গড়ে ১২৮ দিন করিয়া গত বর্ষে আসামীদিগকে হাজতে থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি স্থানে হাজতে থাকার সময় অতিরিক্ত হইয়াছিল—মেদিনীপুরে ৩৪ দিনের অপেক্ষাও হাজতের মিয়াদ অধিক হইয়াছিল। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইহাতে যথোচিত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত বর্ষে ৬ হাজার ৫ শত ২ জন অপরাধীকে বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রদান করা হয়। তাহার পূর্ব্ব বর্ষে ৩ হাজার ৮ শত ৮০ জনকে ঐ দণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল। অতএব বেত্রাঘাতের দণ্ড ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা হইতেছে, এবং তাহা করাতে জেলে অপরাধীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত ন্যূন থাকিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও কয়েদীদিগের মধ্যে পীড়ার আধিক্য হইয়াছে বলিতে হইবে। গত বর্ষে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ৫০৫৯। পূর্ব্বে বর্ষে ৩০৮৪ হইয়াছিল। সকল জেল অপেক্ষায় জলপাইগুড়ির জেলেই অধিক মৃত্যু হইয়াছিল। তথায় শতকরা ২৭.০২ জন মরে।

গত বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ১ শত ৪২ জন কয়েদী জেল হইতে পলায়। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ১ শত ২৯ জন পলাইয়াছিল। পলাতকদিগের মধ্যে গত বর্ষে ১২০ জন এবং তাহার পূর্ব্ব

বর্ষে ১২৫ জন ধরা পড়ে। জেলের মধ্যে অহিতাচার নিবন্ধন গত বর্ষে—৪ হাজার ১ শত ৪৩ জনকে বেত্রাঘাত করা হয়—পূর্ব্ব বর্ষে—৪ হাজার ৭ শত ৩৮ জন ঐরূপে দণ্ডিত হইয়াছিল।

গত বর্ষে জেলের আয় ৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৫ শত ৩৭ টাকা, ব্যয় ২২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯ শত ৮০ টাকা। মোট কয়েদীর সংখ্যা ৮২ হাজার ২ শত ৭ জন। অতএব প্রতি কয়েদীর পান ভোজন রক্ষণাদিতে বর্ষিক ৫৭ টাকা ১১ আনা করিয়া খরচ পড়ে।

৭৩ অব্দের অপেক্ষা এ বৎসর আবকারিতে কেবল ১,৮০,০৬৪ টাকা মাত্র কম আদায় হয়।

পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা ৭৪।৭৫ অব্দে আবকারি বিভাগের ব্যয় ৩,০০,০৮৩ টাকা বেশী হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষবশতঃ পাটনা ও ভাগলপুর বিভাগে তাড়ি বিক্রয় কম হওয়াতে ৭৩।৭৪ সাল অপেক্ষা ১৮,১১০ টাকা কম রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

বঙ্গদেশের ভূসম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তি মহল; (২) মিয়াদি মহল; (৩) খাস মহল; (৪) রাইয়তি মহল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তি মহলই বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমাদের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অধীনে ১,৩৯,৪৫১টি মহল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভুক্ত। মিয়াদি মহল ৮,২১৯টী আছে তাহার মধ্যে ৫৩৯৪ টী উড়িষায়। গবর্ণমেণ্টের খাস মহল ২,৫০১টি। রাইয়তি জমিও ১৫০০০ বিঘা আছে। সমুদায়ে ১,৫০,১৮৬ মহল আছে। এই সকল ভূমি গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের ৩,৬৫,৪৪[illegible] টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৮০,৩৩১ টাকা রাজস্ব অধিক আদায় হইয়াছে। বন্দোবস্তের কার্য্যেই প্রধানতঃ এই বৃদ্ধি দাঁড়াইয়াছে, এবং ঢাকা ও পাটনা বিভাগেই প্রায় এই বেশী হইয়াছে। এই রূপ বেশী প্রায় প্রতিবৎসরই হইয়া আসিতেছে। ১৮৭৩।৭৪ অব্দে ১,০৯,০৪০ টাকা বাড়িয়াছিল, এবং ১৮৭০।৭৩ অব্দে ৪৩,৬৩৫ টাকা বাড়ে। এই বৃদ্ধিতে এমন সূচিত হয় যে, দেশের কৃষিসমৃদ্ধির ক্রমাগতই উন্নতি হইতেছে, এবং তাহা দেখিয়া লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরও সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

নিয়োগ।

ফর্বিস সাহেব ছুটী লওয়ায় বাবু নন্দকুমার অক্ষত পালামৌ মহকুমার ভার পাইলেন।

প্রেসিডেন্সির সুপরনিউমরারি আসিঃ সার্জন কৈলাস চন্দ্র বসু কিছু দিনের নিমিত্ত সিয়ালদহ কালেজ মেডিকেল হাসপাতালের রেসিডেণ্ট আসিঃ সার্জন হইবেন।

বাবু কালীনাথদত্ত ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামাল পুরের একটিং মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

বাবু হরিশ্চন্দ্র সেন (বি, এল,) চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাটহাজারির মুন্সেফের পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

বাবু ব্রজপ্রসাদ বসু (বি, এল,) ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কমিল্লার একটিং মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

মফস্বল।

বৈদ্যবাটী সাওড়াফুলি।

চুরি।

আজি কালি সাওড়াফুলি ও পেয়ারাপুর প্রভৃতি স্থানে চোরের অতিশয় দৌরাত্ম্য হইয়াছে। বিগত আশ্বিন কার্ত্তিক মাস মধ্যে এস্থলে অন্তত ১৪।১৫টি চুরি হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অদ্য গুটী পাঁচেকের বিবরণ দিতেছি।

১। বৈদ্যবাটীর হাটে দীননাথ মোদকের দোকানে সিঁধ হয়। চোর একটী সিন্দুক বাহির করিয়া তন্মধ্যে কিছু মাল না পাওয়ায় পুনর্ব্বার দোকানে প্রবেশ করে, ঐ সময়ে দোকানস্থ জনৈক বালকের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় সে চীৎকার করিয়া উঠে; চোর সুতরাং পলাইয়া যায়। সেই সময়ে পার্শ্বস্থ এক তামাকওয়ালা হিন্দুস্থানীর চেতন হওয়ায় সে দেখিতে পায়, যে চোর পলাইতেছে। তামাকওয়ালা তাহাকে ধৃত করিয়া প্রাণপণে "চৌকিদার চৌকিদার" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কেহ আইসে নাই; চোরও তাহাকে ছুরিকা দ্বারা বারম্বার আঘাত করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে চৌকিদার আসাতে ধৃত হইল।

২। তাহার পর আর এক দিন উক্ত হাটের পার্শ্বে দেবগঞ্জে এক তামাকওয়ালার দোকানে চুরি হয়।

৩। ৺পূজার ২।৩ দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ দাস মহাশয়ের বাসাতে একটী বিলক্ষণরূপ চুরি হয়। দাস মহাশয় বাসায় সস্ত্রীক নিদ্রিত ছিলেন; চোর বিলক্ষণরূপ সিঁধ কাটিয়া নগদে ও অল[illegible] প্রায় পাঁচ শত টাকা লইয়া গিয়াছে। পর দিন প্রাতে পুলিসকে সংবাদ দেওয়া হইল। পুলিস তদন্তে আর কিছু পাইলেন না, কেবল ভাবে বুঝিলেন, যে চোর বাবাজি কিঞ্চিৎ রসিক, কেন না সিঁধ মোহানায় সটিকা হুঁকা কলিকা রাখিয়া গিয়াছিল।

৪। উহার কয়েক দিবস পরে, শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন সিংহের আটচালায় একটি চুরি হয়। আটচালায় সে দিবস তাঁহার পীড়িত ভৃত্য ভিন্ন অপর কেহ ছিল না। রাত্রি ২টার সময় সে প্রস্রাব ত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইল, যে আটচালার অপর কুঠরী হইতে দুই ব্যক্তি পলায়ন করিল; তৃতীয় এক ব্যক্তি কুঠরীর মধ্যে ছিল, সে এক হস্তে একটী বাক্স, অপর হস্তে একটী কাপড়ের মোট লইয়া দৌড়িল। ভৃত্য যদিও চারি দিবস জ্বরে ভুগিতেছিল, তথাচ তাহাকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া সাধ্যমত চৌকিদার চৌকিদার করিতে লাগিল। চোরের সহিত তাহার প্রায় ১ ঘণ্টা কাল মল্লযুদ্ধ হয়। কিন্তু চৌকিদার আইল না। অবশেষে চোর তাহাকে গুরুতর রূপে প্রহার করিয়া পলায়ন

করে। দ্রব্যের মধ্যে একটী মল আংটী ও ৩০ টাকার দুই কেতা ব্যাঙ্কনোট ভিন্ন আর কিছু লইয়া যাইতে পারে নাই। পুলিসের দ্বারা কোন তদারক হয় নাই।

৫। উহার কয়েক দিন পরে, রাত্রি ৮।৯টার সময় কোম্পানীর বড় রাস্তার ধারে বসিয়া দুইটি স্ত্রীবেশী পুরুষ দ্রব্যাদি ভাগ করিতেছিল, ইত্যবসরে পাড়ার কোন স্ত্রী লোক তাহা দেখিতে পাওয়ায় চোরেরা পলায়ন করে। স্ত্রীলোকটি নিকটে গিয়া দেখিল, যে তথায় একটী শূন্য বাক্স ভিন্ন আর কিছু পড়িয়া নাই। এই কথা আমরা পরম্পরা শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে যথার্থই একটী বাক্স পড়িয়া আছে। পুলিস ইহারও কোন তদন্ত করে নাই।

পূর্ব্বে নিজ সাওড়াফুলি মধ্যে পুলিস ছিল না, এরূপ ঘনঘন চুরিও হইত না। এক্ষণে একটী আউটপোষ্ট হইয়াছে, চুরিও বাড়িয়াছে, আর কতকগুলি বদমাইস লোকও তৈয়ার হইতেছে।

এক্ষণে চুরির কথা থাক্, একটি শুভ সংবাদ লিখি। এই উৎসাহ বিহীন অন্ধকারময় বৈদ্যবাটী গ্রামে এত দিনের পর একটি থিয়েটরের দল হইয়াছে। কয়েকটি যুবক অভিনেতৃ বাবুই ইহার প্রথম উদ্যোগ কর্ত্তা। পরে শ্রীযুক্ত রাজা গিরীন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু মনোহরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার অনেক উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। এক্ষণে ইহাকে প্রকৃত থিয়েটর বলিয়া জন সমাজে পরিচিত করিতে পারা যায়। কেন না বিগত ১২ই অগ্রহায়ণ শনিবারে উল্লিখিত রাজা মহাশয়ের বাটীতে ইহাঁরা নবীন তপস্বিনী নাটক যে প্রণালীতে অভিনয় করিয়াছেন, তাহা নিন্দনীয় নহে, বরং অনেক গুণে প্রশংসার যোগ্য। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহার এরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর করুন, ইহার দিন দিন উন্নতি হয়।

বড়জাগুলি।

বড় জাগুলির বিদ্যালয়টী বিখ্যাত নামা হার্ডিঞ্জের সময়ে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে স্বর্গীয় বাবু গুরুপ্রসাদ ঘোষ ও বাবু রাম চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। ইহাতে প্রতি বৎসরেই বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় দুইটী করিয়া বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিল; এক সময়ে একবার সর্ব্বোচ্চ পদবীতেও আরোহণ করিয়াছিল। বিগত অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গ্যারেট মহোদয় বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, দেখিতেছি এ গ্রামে অনেক সম্পত্তিশালী ভদ্রলোকের বাসস্থান, ইহা অনেক স্থানাপেক্ষা সভ্য হইয়াছে, অতএব এখানে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় হওয়া উচিত; এমন অনেক স্থান আছে যেখানে এরূপ বাঙ্গালা বিদ্যালয় হওয়া আবশ্যক, অতএব এ বিদ্যালয়টী সেখানে স্থানান্তরিত হইবে। এবং আমি কলিকাতায় গিয়া শীঘ্র ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের কাগজ পত্রাদির form পাঠাইয়া দিব। গ্যারেট সাহেব তাহা পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং অত্রত্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে কোন শূন্য পদে নিযুক্ত করাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জাগুলী গ্রামবাসীরা ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিবার উপযুক্ত নহে। হরিনাভী প্রভৃতি স্থানে যেখানে বহু সংখ্যক ধনবান, সম্বিদ্যাশালী লোকের বাস, যেখানে বিদ্যাভূষণ মহাশয়, উমেশ বাবু, শিবনাথ বাবু প্রভৃতি সুযোগ্য ব্যক্তিগণ উদ্যোগী ও অবলম্বন স্বরূপ, সেখানকার বিদ্যালয়েরই যখন নিতান্ত দুরবস্থা, তখন আমাদের গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় হইলে একদিন তিষ্ঠিবে কি না সন্দেহ। মধ্যম শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়;—তাহাও যে আমাদের গ্রামবাসিদের দ্বারা সংস্থাপিত হইতে পারে এমত বোধ হয় না। আর তাহাতেই বা অধিক ফল কি?

যাঁহারা পুত্রগণকে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত করাইতে সমর্থ, তাঁহাদের একটু উপকার হইবে, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে অধ্যয়ন করিতে গেলে অল্প ইংরাজী জানা থাকাতে তাঁহাদের পুত্রগণের বিশেষ উপকার হইবে; কিন্তু সে উপকার কয় জনের? যাঁহারা পুত্রদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করাইতে সমর্থ না হইবেন, তাঁহাদের কি উপকার? তাঁহাদের পুত্র ঐটুকু ইংরাজী শিক্ষা করিল; মনে করিল আমি না জানি কি হইয়াছি;—পিতা মাতা প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে ছেলে আমার ইংরাজী শিখিতেছে, না জানি কেমন লায়েক হইবে, পরে যখন পুত্র মুখ হইতে অমৃত নিস্যন্দিনী কথা শুনিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত শুষ্ক হইয়া গেল, তাঁহারা মর্ম্ম দাহনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ঐরূপ বিষময় ফল গৃহে গৃহে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা আমাদের বাঙ্গালা বিদ্যালয় উত্তম; বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা, এক্ষণে চারিদিকেই উহার আদর; মহামান্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মহোদয়ও নেটীব সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার, বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আর, আমরা বাঙ্গালীর ছেলে, বাল্যকালে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করাই আমাদের উচিত। যে বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে তাহাই আমাদের ভাল; যদি জাগুলীর কিছু উন্নতি হইয়া থাকে বাঙ্গালাই তাহার মূল।

এদিকে ত এই; আবার এতকালের পোলিসটী অতি সত্বরেই হরিণহাটায় স্থানান্তরিত হইবে। পুলিসটী নিজ এলাকার মধ্য ভাগেই আছে; তবে কর্ত্তৃপক্ষগণ কি বুঝিয়া, বহুসংখ্যক লোকের আবাসভূমি জাগুলী হইতে, অতি সামান্য স্থান হরিণহাটায় উঠাইয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা ত বুঝিতে পারিলামনা। বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হওনের সঙ্গে সঙ্গে, মূর্খ ও গুলিখোরদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; পুলিস অভাবে চোর ও দস্যুর সংখ্যাও ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। এখন চারিদিকেই উন্নতি পরম বেগে প্রবাহিত হইতেছে; কেবল আমাদের গ্রামের অদৃষ্টেই এই ছিল।

সিলং।

যুবরাজের ভারতে পদার্পণে আজকাল সকলেই প্রফুল্ল। আজকাল লোকের মুখে আর অন্য কোন কথা নাই। সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা যুবরাজ সম্বন্ধে বৃহৎ প্রবন্ধাবলী সংগ্রহ করিয়া আপন আপন পত্র পরিপূর্ণ করিতেছেন। এখন আর তাঁহাদের দক্ষিণ হস্তে লেখনী ধরিয়া বাম হস্তে মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে 'কি লিখি' 'কি লিখি' বলিয়া ভাবিতে হইতেছে না। এখন প্রতি প্রবন্ধের প্রতি ছত্রে 'যুবরাজ' এই চতুর্বর্ণ ভিন্ন প্রায় অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন কি হয় ত এই সুযোগে দুই একখানি পত্র জন্ম-গ্রহণ করিতে পারে। বস্তুত 'যুবরাজ' 'যুবরাজ' শব্দে ভারতবর্ষ প্রতিক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বোম্বাই নগরী রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দে বিহ্বলা হইয়াছে। এবং বোম্বাই বাসীগণ আনন্দোৎসবে উন্মত্ত প্রায়। কলিকাতা নগরী এক্ষণে বেশ বিন্যাশে ব্যস্ত। কিরূপে যুবরাজের মনোহরণ করিবে, অনুক্ষণ কেবল সেই চিন্তাতেই অস্থির। কলিকাতা-বাসীগণও তদ্রূপ প্রায়। সকলেই ব্যস্ত,সকলেই সোৎসুক হৃদয়ে অনুক্ষণ কেবল সেই শুভদিনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন বাস্তবিক এরূপ আনন্দ ভারতবর্ষ অনেক দিন ভোগ করেন নাই। আমাদের শাস্ত্রে কহে যে,রাজদর্শনে মহাপুণ্যের সঞ্চয় হইয়া থাকে,এক্ষণে ভারতবর্ষীয় প্রায় সমস্ত ধনী, মধ্যবিত্ত, এমন কি অধিকাংশ দীন দরিদ্রগণ পর্য্যন্তও ভাবীরাজকে দর্শন করিয়া, সেই পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিবে। কিন্তু আমাদের কি দুরদৃষ্ট! আমরা এই সময়,এই ভারত ছাড়া পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে আসিয়া, সেই মহাপুণ্য লাভ করিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ সংবাদে ভাবিয়াছিলাম, যে হয় ত রাজীকুমার এখানেও আসিতে পারেন, কেন না, শুনিয়াছি তিনি শিকার করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন, এবং এস্থানে বন্যহস্তী, বরাহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাবিধ হিংস্রক জন্তু আছে, তদুপলক্ষে যদি তাঁর দর্শন পাই। এই ভাবিয়া সোৎসুক হৃদয়ে কেবল সেই চিন্তাই করিতেছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার ভ্রমণের পঞ্জিকা দেখিয়া আমাদের আশা ভরসা সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। দেখিলাম তিনি পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে পদার্পণ করিবেন না। তবে আর এখন মিথ্যা কাঁদিলে কি হবে? আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। এখন সংবাদ পত্রই আমাদের ভরসা, ইহাতেই কলিকাতার শোভা দেখিব, এবং সংবাদ পত্রেই যুবরাজকে দর্শন করিব।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চিপ্ কমিসনার বাহাদুর 'টুরে' বহির্গত হইয়াছেন, শুনিতে পাই তিনি সিলেট, কাছাড় ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করিয়া পরিশেষে যুবরাজ দর্শন মানসে কলিকাতায় গমন করিবেন। এবং তিনি সিলেট হইতে বহির্গত হইলে, শ্রীযুক্ত সেক্রেটরী সাহেব বাহাদুর এখান হইতে রওনা হইয়া, পথে তাঁহার সহিত মিলিয়া উভয়ে কলিকাতায় গমন করিবেন।

পরম্পরায় শ্রুত হইলাম যে, সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত চিফ্ কমিসনার বাহাদুরের নিকট একটী মহৎ সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। সেটী রেলওয়ে। এই রেলটী গৌহাটী পর্য্যন্ত হইবার কথা হইতেছে। জলপাইগুড়ির মধ্যদিয়া নর্দ্দরন বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে নামক যেপথ দার্জ্জিলিং অভিমুখে যাইতেছে, এটী তাহারই প্রশাখা হইবে। এবং শুনিলাম ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এখনও বলিয়াছেন যে, এই রেলটী যেন রঙ্গপুর হইতে বহির্গত হইয়া কুচবিহারের মধ্যদিয়া আসিয়া আসামে বিশ্রাম করে। তিনি এ বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত চীফ্ করিসনর বাহাদুরের মত যাচ্ঞা করিয়াছেন। এই রেলটী হইলে আসাম প্রদেশের বাণিজ্যাদির যে কত সুবিধা হয়, তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ সিলংয়ের সৌভাগ্য ফিরিয়া যায়, কারণ এক্ষণে সিলংয়ের পথ অতিশয় দুর্গম, এবং খাদ্যদ্রব্যাদিও ভাল পাওয়া যায় না,এ কারণ অনেক ভদ্রলোক ইচ্ছা থাকিতে এখানে আসিতে চাহেন না। সম্প্রতি এই অভাব কতকটা দূর করিবার মানসে, গৌহাটী হইতে সিলং পর্য্যন্ত একটী অত্যুত্তম রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি অনায়াসে চলিতে পারিবে। অতএব যদ্যপি উল্লিখিত রেলওয়েটি হয়, তবে সিলং কিছু দিনের মধ্যে স্বর্গ তুল্য স্থান হইয়া উঠিবে।

পাঁচতোপী।

পাঁচতোপী গ্রামের কতক গুলি বদ্‌মাইস লোক রাত্রিযোগে প্রতিদিন ধান্য কাটিতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি কয়েক জন ধৃত হইয়া পোলিসে অর্পিত হয়; পোলিসে কিছু পান খাইতে পাইয়া মুক্তি দিয়াছেন বলিয়া গ্রামবাসী কয়েক জন এই বিষয় বীরভূমে শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট পুলিসের বিরুদ্ধে নালীশ করিয়াছেন।

বিগত দুই বৎসরাবধি এতদ্দেশে ধান্যাদি প্রায় জন্মায় নাই। এবৎসর যাহা হইয়াছে তাহা মন্দ হয় নাই। এই ধান্যগুলি এখন পর্য্যন্ত প্রজারা পায় নাই। জমিদার ঢেঁড়া দ্বারা ঘোষণা দিয়াছেন যে, হাল বকেয়া সমস্ত টাকা দাখিল না করিলে কেহ ধান্য ছেদন করিতে পারিবে না। প্রজারা কয়েক বৎসর এই অন্নকষ্টে থাকিয়াও এক্ষণ তাহাদের এই দুঃসময়ে যাহা যাহা হইয়াছে তাহা জমিদারে লইলে, তাহারা এবৎসর কি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিবে।

২২শে অগ্রহাণ বেলা ৩ টার সময় পাঁচতোপী গ্রামে শ্রীযুক্ত রামসুন্দর মোদকের বাটিতে একটী চুরি হইয়া গিয়াছে; পশ্চিম দেশীয় জনৈক পাঠান (আটা) শিকল ও তালা তোলা যন্ত্র দ্বারা দ্বার খুলিয়া, বাটীতে প্রবেশ করত, অর্থালঙ্কার লইয়া বাহিরে আসিবে, এমন সময়ে তাহারা মস্তকের কেশাকর্ষণ করিয়া পুলিসে অর্পণ করিয়াছে। শেষে চালান হইয়াছে।

এতদ্দেশে যব, গোধুম, মটর, অরহর, অতিশয় জন্মিয়াছে। নলিয়াপুর, ছুটীপুর, গোবরা, প্রসিদ্ধ ফুল বাগানে অপর্য্যাপ্ত কার্পাস জন্মিয়াছে।

আকাশকুসুম।

অন্তরীক্ষের প্রতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২১। প্রভাতেতে উঠি, করি ছুটাছুটি,
"পরের হৃদয় পাইব ব'লে;"
পূজিব বলিয়া পরের চরণ,
তোষ নীলোৎপল চরণ ছলে.—

২২। —দুরাশা সরসে নামি গিয়া নাথ!
মরিব বাঁচিব থাকে না জ্ঞান;
"অগাধ সলিলে হাবু ডুবু খেয়ে,
কূলে উঠি মাত্র লইয়া প্রাণ!"

২৩। প্রভাতেতে উঠি, করি ছুটাছুটি,
লালসা সাগর তীরেতে যাই;
"আসন্ধ্যা বসিয়া ঢেউ গুণে মরি,
কাজের কথাতে কিছুই নাই!"

২৪। প্রভাতেতে উঠি, করি ছুটাছুটি,
ভব রঙ্গ ভূমে সাজিয়া সঙ্;
নিজের কারণে নিজে হেসে মরি,
নিজেই নিরখি নিজের রঙ্।

২৫। করি অভিনয়—সুখ, দুঃখ, খেদ,
মান, অপমান, বিষাদ, ক্ষোভ,
হাঁসি, কান্না, ক্রোধ, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা,
ভক্তি, স্তুতি, পূজা, প্রভুত্ব, লোভ।

২৬। করি অভিনয়—ভালবাসা, স্নেহ,
প্রণয়, করুণা, বিলাস, ভোগ,
ইন্দ্রিয় লালসা, আহার, বিহার,
শোক, তাপ, জরা, জীর্ণতা, রোগ!

২৭। করি অভিনয়—আদর, গৌরব,
অভিমান, গর্ব্ব, জিঘাংসাবাদ,
পীড়ন, মাৎসর্য্য, দম্ভ, ঊর্দ্ধ ইচ্ছা,
নম্রতা, সৌজন্য, বাদানুবাদ!

২৮। করি অভিনয়—তর্ক-ঘট-পট-
তীর্থ, যোগ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, শুচি,
শাক্ত, সনাতন, শৈব, গাণপত্য,
বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বৈদিক-রুচি!

২৯। করি অভিনয়—বেদান্ত দর্শন,
তন্ত্র, স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণ-স্তূপ,
জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, মীমাংসা, সাহিত্য,
কাব্য, ব্যাকরণ বিবিধরূপ!

৩০। করি অভিনয়—বাইবেল, কোরণ।
খৃষ্ট, মহম্মদ, গৌরাঙ্গ হরি;
কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, শ্যামা, দুর্গা,
বৌদ্ধ, বামনাদি (নিস্তার কারী।)—

৩১। জৈন, ব্রাহ্ম, স্মার্ত্ত; শঙ্কর আচার্য্য,
বাল্মিকী, গৌতম, কপিল, ব্যাস,
ভৃগু, ভরদ্বাজ, পাতঞ্জল, মনু,
রামমোহন; গির্জ্জা—সমাজবাস!

৩২। শ্মশান, সন্ন্যাস, কাপালি, ভৈরব—
কৌল, বাউল, কৌপীন, ঝোলা,
মালা, কণ্ঠা, দণ্ড, গিরিমা বসন-
সকলি ভবেতে সঙের খেলা!

৩৩। আবার—
করি অভিনয়—দরিদ্র, কাঙ্গাল,
ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত, নির্জ্জাত, জাতি,
বংশ, কুল, গোত্র, জন্ম, মৃতাশৌচ
জাত-সংস্কার বিবাহ আদি!

৩৪। করি অভিনয়—রাজ্য, রাজ-পাট,
রাজনীতি, রাজ ক্ষমতা মত্ত—
সমরে চাতুরী, বিচারেতে অন্ধ,
পালনে প্রচণ্ড, যমের মত!

৩৫। গমনে ঝটিকা, আহারে দাবাগ্নি,
বিহারে ভ্রময়, বিলাসে কাম,
দানে বেত্রহস্ত, নামে বাহাদুর,
ধামে দুরারাধ্য, ভক্তেরে বাম!

৩৬। কার্য্যে লীলা খেলা, সামান্য অবতার,
গণ্যে এক ব্রহ্ম,—(চাটুতা বলে)
পানে আবমুদ্র, ধ্যানেতে অনন্ত,
জ্ঞানে অগোচর পৃথিবী তলে!

৩৭। আবার—
করি অভিনয়—জন্ম, মৃত্যু দুটা,
কেবা জন্মে, কেবা উদরে ধরে?
কার জন্ম হলো, কে হাসে আহ্লাদে?
কার বোঝা কেবা বহিয়া মরে?

৩৮। কার কুশ শয্যা, কে কান্দে আছাড়ি?
কেবা বা'র করে কলসী, কাচা!
কেবা মন্ত্র বলে, কে করে মুখাগ্নি?
কে বলে, ফুরাল কাহার বাছা!

৩৯। কেবা খুলে শঙ্খ, কঙ্কণ, বলয়,
অলক্ত, সিন্দুর—আয়তি শোভা,
কে মুছে, কি জন্য? কিসের দম্পতী?
কে ছিল সধবা, বিধবা কেবা?

৪০। কে পোড়ে শ্মশানে, পোড়ায় বা কেবা?
কার তরে কেবা ঝুরিয়া মরে?
নিভাইয়া চিতা, কার তরে কেবা,
'হরি বোল' দিয়া গৃহেতে ফেরে!

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী
বিনোদিনী সম্পাদিকা।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ।৷০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... ... ৩৲

ডাকমাসুল ... ।৵০

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০

ডাকমাসুল ... ৵০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা ।০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্রলিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মুজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে তরুণ ও তরুণীদিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫ ফর্ম্মা আকারে নভেল বাহির হইবে। অনুমান ১০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৷৵০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমাজদর্পণ আপীস
৩৫ চোর বাগান কলিকাতা।

সমাজদর্পণ সম্পাদক ও ভাগবত প্রভৃতির প্রকাশকগণ।

দুখ সঙ্গিনী।

গীতিকাব্য।

মূল্য ৸০ আনা।

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরি, নূতন ভরাত যন্ত্র ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতেও ঢাকা, বান্ধব কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন। যাঁহারা মনিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি টেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৸০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী, ৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

ব্যায়াম শিক্ষক।

প্রথম ভাগ।

হুগলি কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক
শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ কৃত।

মূল্য ।০। কলিকাতার চীনাবাজার শ্রীপদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও চুঁচুড়া হিন্দু হোষ্টেলে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক .... ৬৷৷০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ... ৩৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ... ২৲ মাসিক ... ১৷০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৵০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—৫ ই পৌষ। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ১৯ শে ডিসেম্বর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। { ৮ সংখ্যা।

কলিকাতা এখন রাজ-মণ্ডলী। গত দুই সপ্তাহ ক্রমাগত রাজা, গুণ্ড, লোক-লস্কর সমেত কলিকাতায় আসিতেছেন। ২১শে অগ্রহায়ণ মেইল গাড়িতে হাটিয়ারের মহারাজ —বেথিয়ারের যুবরাজ এবং বারাণসী-রাজ সুমেরু প্রসাদ কলিকাতায় আসিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার নূতন সভ্য কাশীরাজ মঙ্গলবার প্রাতে কলিকাতায় আসিলে তোপধ্বনি হইয়াছিল; কিঞ্চিৎ পরে বর্দ্ধমান-রাজ পৌঁছেন, তাঁহার আগমন উপলক্ষেও বিরাট ব্রহ্মাস্ত্র গর্জ্জন করিয়াছিল। বর্দ্ধমানাধিপতি সপুত্রক কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর রাজপুতনা প্রদেশে নমুনা-দরবার করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, রাজগণের কলিকাতায় শুভাগমন বার্ত্তা শুনিয়া ২২শে অগ্রহায়ণ সেই মঙ্গলবার রাত্রিতেই আগ্রা হইতে কলিকাতা যাত্রা করেন। বৃহস্পতিবার (২৪শে) পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতায় আসেন। আমরা দেখিলাম, তাঁহার ত্বরিত সঞ্চালনে সমভিব্যাহারী লোক জন একেবারে শ্রীভ্রষ্ট ও দ্রব্য সামগ্রী সমস্ত বিশৃঙ্খলা গ্রস্ত।

তাহার পর, পান্নার মহারাজ, নেপালের রাজদূত, দত্তিয়ার মহারাজ শ্রীকুমার অর্জ্জুন সিংহ দেব, দীঘিয়াপতির রাজা প্রভৃতি অনেকে কলিকাতায় আসিয়াছেন। রাজদূত রণদীপ সিংহ ২৬শে অগ্রহায়ণ শনিবার কলিকাতায় আসেন।

গত সপ্তাহে আরও অনেক রাজ-রাজন্য কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। ১ লা পৌষ বুধবারে ভূপালের সুপ্রসিদ্ধ বেগম শুভাগমন করেন। সেই দিন ঝিন্দের মহারাজ হুগলী ষ্টেশনের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করেন। পর দিন বৃহস্পতিবার কলিকাতায় গমন করেন। রিওয়ার মহারাজও সেই দিন কলিকাতায় যান। বিকালে চতুরশ্বযোজিত যানে মহারাজ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে বায়ুসেবনে বহির্গত হইয়াছিলেন; অনুচরবর্গের সকলেরই রক্তচ্ছদ; মহারাজ রাগ-রঞ্জিত-মুখশ্রী রক্তভূষাভূষিত। সেই দিন সিন্ধিয়া রাজ চুঁচুড়ার ধর্ম্মপুরস্থ পূর্ব্বতন নর্ম্মাল স্কুলভবনে অবস্থান করেন। পর দিন পাতিয়ালার মহারাজ ক্ষণেক শ্রীরামপুরে বিশ্রাম করিয়া কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। হুগলি হইতে গোয়ালিয়র রাজ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। আমাদের সুবিবেচক মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঝিন্দ রাজাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সিন্ধিয়া মহারাজের সমর্দ্ধনা করেন নাই। বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনরূপ ইঙ্গিত ছিল না।

গত কল্য হোলকার ভূপতি এবং কাশ্মীর পতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। কাশ্মীর মহারাজ পথিমধ্যে বর্দ্ধমানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তদীয় অনুচরবর্গের মধ্যে অধিকাংশ তিনি বর্দ্ধমানে রাখিয়া আসিয়াছেন। যাহাই হউক কলিকাতা এখন রাজমণ্ডলী।

এই সময়ে বিজ্ঞান সভার স্থাপন জন্য প্রতিষ্ঠাতা বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার ও অন্যান্য উদ্যোগকারী গণের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; এমন সুযোগ আর অনেক দিন মধ্যে হইবে না, কলিকাতা এখন সত্য সত্যই রাজমণ্ডলী।

আমরা ষ্টেট্‌স্‌মান্ সম্পাদককে বার বার ধন্যবাদ প্রদান করি। আমরা ষ্টেট্‌স্‌মান আফিসে পূর্ব্বে কখন কাগজ পাঠাইতাম না, অথচ সম্পাদক কোন প্রকারে পত্রিকাগুলি পাঠ করিয়া, আমরা পোলিশের শৈথিল্য এবং অবহেলার বিষয় যতবার লিখিয়াছি, সেগুলির সারমর্ম্ম সম্পাদকীয় 'নানা-কথা' মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন; হলো বা কখন একটু আধটু প্রশংসা করিয়াছেন, আর পোলিসের অকর্ম্মণ্যতা ও তাচ্ছিল্য বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ষ্টেট্‌স্‌মান সম্পাদককে বার বার ধন্যবাদ প্রদান করি।

এই সময়ে একবার অনেক দিনের একটা পুরাণ কথা স্মরণ হইল; অভিমানের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সাধারণীর প্রকাশ অবধি ছয় মাসের অধিক কাল, আমরা হিন্দুপেট্রিয়টকে সাধারণী উপহার দিয়াছিলাম, অবশ্য এক খণ্ড পেট্রিয়ট পরিবর্ত্ত পাইবার আশা ছিল! তিন চারিবার পেট্রিয়ট আফিসে ও সম্পাদকের নামে পত্র লেখা হইল। উত্তর--"বিনিময়ে যে সকল পত্র দেওয়া যায়, তাহার সংখ্যা অধিক,—আর বাড়িবে না।" আমরা সেই অবধি কাগজ পাঠাই না, তাহার পর পেট্রিয়ট সকল বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সার সঙ্কলন স্বীয় মূল্যবান্ স্তম্ভে প্রকাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। পেট্রিয়ট অনেক দিন আপন মুখে আপন গুণ ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু জ্যোতিষ জ্ঞানের বিষয় কখন প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং আমরা বুঝিলাম না, যে, পেট্রিয়ট বাঙ্গালা সম্বাদপত্র বিনিময়ে বা মূল্য দিয়া গ্রহণ না করিয়া কি রূপে সার সঙ্কলন করিবেন। সকলে কি পেট্রিয়টকে উপহার দান করেন?

যাহাই হউক স্বদেশীয় সম্বাদ পত্রের এই রূপ ব্যবহারে এবং বিদেশীয় ষ্টেট্‌স্‌মান সম্পাদকের ব্যবহারে আমরা বিস্মিত হইয়াছি ও তাহাতেই ষ্টেট্‌স্‌মান সম্পাদককে বার বার ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পোলিটিকাল কমলাকান্ত।

আমার অন্নপ্রাশনের পর হইতে, আজি প্রায় সত্তর বৎসর যাবৎ আমার নাম কমলাকান্ত, তবে এনাম এত দিন সংবাদ পত্রে জাহির করি নাই। এখন বঙ্গদর্শনের কল্যাণে এনামের জাঁক বড়, সুতরাং বন্দার নাম আজ প্রবন্ধের শিরোনাম হইল। আমি আজ বহু দিন হইতে সংবাদ পত্রে লিখিতেছি। বিশ বৎসর হইল ইংরাজি ইংলিশমানে লিখিতাম; লোকে আমাকে কালাসিপাহি বলিত। ইংলিশমান পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, আমাকে লইয়া দিন কতক হুলস্থুল পড়িয়াছিল। পরে নীল হাঙ্গামার সময় আমি হিন্দুপেট্রিয়টে একজন মফস্বলের পত্র প্রেরক ছিলাম। হরিশের মৃত্যুর পর আমি বেঙ্গালিতে তিনবার লেখনী চালনা করিয়াছিলাম, সেই অবধি বেঙ্গালি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের বিষ নয়নে পড়িয়াছে, এখন পর্য্যন্ত গাত্র জ্বালা থামে নাই। সাধারণীতে আমি পূর্ব্বে একবার শাদা কথায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম; সাধারণী সম্পাদক নাকি বড় বিজ্ঞ, তাই সেটি কটিয়া কুটিয়া তাহাতে কাহন কাহন সংস্কৃত মিশাইয়া দিয়া, একখানি বাঙ্গালার শ্রীমদ্ভাগবত প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাম দিয়াছিলেন, 'ত্রিমূর্ত্তয়ে নমঃ'। শুনিয়াছি, সে কথা কেহ বুঝিতে পারে নাই, সম্পাদককে স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার সুদ দিতে হইয়াছে, কোথাও কোথাও হইতে কৈফিয়ৎ তলব হইয়াছিল, সম্পাদককে তাহার উত্তর দিতে হইয়াছে। সেই অবধি আমিও লিখিনাই, সম্পাদকও বলেন নাই। এবার শুনিতেছি, সম্পাদক নাকি তাঁহার যুবরাজকে লইয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়াছেন, আমাকে লিখিয়াছেন, যদি আমার কিছু বলিবার থাকে। আমি যুবরাজের শুভাগমন সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা স্থির করিয়াছি। তৎশ্রোতুমর্হসি।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি অনেক ভাবিয়াছি; আমি স্থির করিয়াছি যে, কিছু দিন পরে ডিউক অব এডিনবর আমাদের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা হইবেন। কেন না তিনি

আমাদের যুবরাজ, এবং রুষিয়ার জামাতা। সুতরাং, অতএব, এতাবতা—তিনি আমাদের ভাবী ভূপতি। আর প্রিন্স অব ওয়েলস্ ইংলণ্ডের ভাবী অধীশ্বর। শ্রীমান্ ডিউক যখন এখানে আসেন, তখন আমি তাঁহাকে গড়ের মাঠে দেখিতে যাই, মুখশ্রী দেখিয়া আমার তাঁহাকে রাজা বলিয়া অভিবাদন করিতে ইচ্ছা হইল। তাহার পর রুষিয়ানেরা আমুদরিয়া পর্য্যন্ত দেশ অধিকার করিল, কাশ্যপীয় সাগরে রণতরী রাখিল, মেরু অধিকার করিল; কিছুদিন পরে কুমার এডিনবরর সহিত রুষিয়া কুমারীর শুভ পরিণয় বন্ধন হইল;—আমি বুঝিলাম আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিবে; কুমার এডিনবর আমাদের ভাবী নরপতি, এবং ওখটস্ক, ইর্খটস্ক, ঘটৎকচকফ্, স্তুশ্চুভিশ্চমাৎ প্রভৃতি আমাদের সেনাপতি হইবেন। কিন্তু সে কথায় আমার প্রয়োজন নাই।

আমার এখন ভাবনা হইতেছে, পাছে আগত যুবরাজের আবার ভারতবর্ষের উপর লোভ পড়ে। তাহা হইলে আমাদের সমূহ বিপদ; আমাদের বহুবচনের হউক, না হউক, আমার এক বচনের বিশেষ বিপদ—আমার অনুমান ফলে পরিণত হইবে না।

কিন্তু আমার এত ভয় করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। যুবরাজ আমাদের রীতি নীতি আমোদ উৎসবে বিশেষ আহ্লাদিত হইবেন না। বোধ করুন, ইংলণ্ড কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন প্রদেশ, আর 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'; সুতরাং এখানে আসিয়া যুবরাজ কেবল কুজ্‌ঝটিকা দেখিলেই ভাল থাকিবেন। তা এখানে তার সকলই বিপরীত; দিনে শীত সূর্য্যের তির্য্যক্ রশ্মিপাত, রাত্রিকালে লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বালা। আমার বিবেচনায় যুবরাজ ইহাতে কখনই সন্তুষ্ট হইবেন না। না হওয়াই ভাল। তাহার পর দেখুন শিকারের কথা। বিলাতে শৃগাল শিকার, শশ শিকার, মূষিক শিকারের রীতি। এখানে যুবরাজের পাণ্ডারা হস্তী শিকার করিতে লইয়া গেল, যুবরাজ সিংহলের শাল বনে দেখিলেন, অল্প স্বল্প আল্পস্ পর্ব্বত পালে পালে আসিতেছে। যুবরাজ আহ্লাদিত হয়েন নাই, না হওয়াই ভাল; যুবরাজ আজি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতেছেন; চিরদিন গাড়ীর উপরেই থাকেন; এখানকার পথ ঘাটের, যান বাহনের এমনই ব্যবস্থা, এখানে ইহারই মধ্যে এক দিন যুবরাজকে গাড়ীর তলদেশে বিশ্রাম করিতে হইয়াছে; যুবরাজ আহ্লাদিত হয়েন নাই, না হওয়াই ভাল। ৪ ঠা ডিসেম্বর কিট্টলগলা হইতে কোথায় শিকার করিতে যাবেন, না, মুষল ধারে বৃষ্টি; দেবতার উপরও যুবরাজ সন্তুষ্ট নহেন। ইহার উপর আবার মান্দ্রাজে ঝড় বাত্যা; যুবরাজ আহ্লাদিত নহেন, সুতরাং এখনও এডিনবর কুমারের ভারতের ভাবী ভূপতি হওন পক্ষে আমার অনেক ভরসা আছে, আর সেই ভরসাতেই আমি কলিকাতায় তিষ্ঠিতে পারিতেছি, নতুবা এ গণ্ডগোলে আমাকে পলাইতে হইত।

ইংরেজ ও বাঙ্গালি।

ইংরাজ কথায় কথায় বলেন তাঁহারা সত্যপ্রিয়, বাঙ্গালি মিথ্যাবাদী। কেনই বা না বলিবেন, যে ইংরাজ বলে, কৌশলে, ছলে এবং পলিসিতে এতাদৃশ ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি যে ভীরু, নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী বলিবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? এবং বলিলেই বা কে সে কথার উপর দ্বিরুক্তি করিবে? সাধ্যই বা কার? আর সাধ্য হইলেই বা কে বাঙ্গালির কথা শুনে? কল্য সকলে স্বচক্ষে ইংরাজকে একরূপ কার্য্য করিতে দেখিলেন এবং সেই ইংরাজের মুখ হইতে একরূপ বাক্য শুনিলেন এবং অকপট হৃদয়ে তাহাতেই বিশ্বাস করিলেন এবং বিশ্বাস করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কল্যকার ইংরাজ আর অদ্যকার ইংরাজ নহেন; দিনের সহিত,—প্রাতঃসূর্য্য উদয়ের সহিত—তাঁহার আশার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কল্যকার বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখিতে গেলে, তাঁহার কার্য্য হয় না। তাঁহার চিরপূজ্য পলিসি রক্ষা হয় না। কাজে কাজেই ইংরাজকে সমস্ত ভুলিতে হইল—তোমার যথা সর্ব্বস্ব নষ্ট হইল, তোমার রাজ্য গেল, তুমি ইংরাজের বিপদে উপকার করিয়াছিলে, তোমার সর্ব্বনাশ হইল। তুমি ইংরাজের শরণাপন্ন পরম মিত্র, তুমি উৎসন্ন যাইলে, কিন্তু ইংরাজ কি করিবেন, তিনি ন্যায়বান্, সত্যবাদী এবং কৃতজ্ঞ হইলেও—পলিসি--তাঁহার চিরপূজ্য পলিসি—রক্ষা না করিলে

নয়। তাঁহার মান নষ্ট হয়, তাঁহার স্বার্থ ক্ষতি হয়, এমন অবস্থায় কেমন করিয়া তোমার—দুর্ব্বল যে তুমি—তোমার—পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া, উপকার মানিয়া, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, আপনার পরমারাধ্য পলিসিকে এবং স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিবেন।

তুমি শাকান্নে পুষ্ট বাঙ্গালি, ইংরাজের ভাষা শিক্ষা করিয়াছ, সভ্যতা শিখিয়াছ এবং আচার ব্যবহার শিখিয়াছ। তুমি ইংরাজভক্ত, ইংরাজের গুণে অন্ধ, কিন্তু তুমি ইংরাজ যে কাজ করিয়া সচ্ছন্দে নিষ্কৃতি পান,—শুদ্ধ নিষ্কৃতি নয়, প্রশংসা লাভ করেন—তাহার শতাংশের একাংশ কর দেখি, সেই ইংরাজ তোমাকে কি বলেন? শুদ্ধ তোমাকে নয়, তোমাকে উপলক্ষ করিয়া দেশশুদ্ধকে কি না বলেন? আর তুমি যে পল্লীগ্রামবাসী বিদ্যাহীন অসভ্যাচার, তুমি ইংরাজ নাম শুনিলে গৃহ মধ্যে লুকাও কেন? তুমি কি ভাব, সত্যাভিমানী, সভ্যতা-মণ্ডিত ইংরাজ, অন্যায় করিয়া, বল করিয়া—তোমার বিপক্ষতাচরণ করিবেন? তাহা যদি ভাবিয়া থাক, তবে তোমার ইহকালেও সুখ নাই, পরকালেও উদ্ধার নাই। সত্য বটে, মধ্যে২ ইংরাজ স্বার্থের জন্য তোমার অহিতাচরণ করিয়াছেন, নিরপরাধী ও নির্দ্দোষী যে তুমি, তোমাকে জনশূন্য অপ্রশস্ত গৃহে অনাহারে বদ্ধ রাখিয়া ক্ষুধার সময় মুষ্টি পরিমাণ ধান্য দিয়াছেন, এবং তোমার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন এবং এত করিয়াও দেশে দেশে বলিয়া বেড়াইয়াছেন যে, তোমার উপকারার্থ তাঁহার এদেশে আগমন। তিনি এখানে ধনের আশায় আসেন নাই, যশের আশায় আসেন নাই, শুদ্ধ তোমার উপকার করিবার জন্য আসিয়াছেন। তোমাকে সভ্যতা শিখাইতে আসিয়াছেন। তবে যে সময়ে সময়ে তোমার অপকার করেন, সে তোমার অদৃষ্ট। কিন্তু সে তাঁহার সরলতার ও সত্য প্রিয়তার সন্দেহ পরিচায়ক নহে। অতএব কল্কি অবতারাংশ ইংরাজকে নিন্দা করিও না। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণে ভয় থাকিলেও—গৃহ মধ্যে লুকাইও না। ইংরাজ মুখে বলিতেছেন, লিখিয়া লিখিয়া দিস্তা দিস্তা কাগজ পুরাইয়া দেখাইতেছেন যে, তাঁহার নিকট দেশীয় ও ইংরাজে কোন প্রভেদ নাই, তিনি অপক্ষপাতী এবং এদেশের হিতব্রতী। কিন্তু সত্যপ্রিয়, ন্যায়বান্ ইংরাজের কার্য্য কলাপ দর্শন কর—শুদ্ধ অধীন যে তুমি, তোমার প্রতি নয়, ইংরাজের চিরোপকারী বন্ধুর প্রতি, পরম মিত্রের প্রতি, যাহার নিকট ইংরাজ শত শত কার্য্যের নিমিত্ত ঋণী—কার্য্য উদ্ধার হইলে, তাঁহার প্রতি ইংরাজের আচরণ একবার লক্ষ্য কর; সত্যপ্রিয়তাভিমানী ইংরাজের ব্যবহারে অবাক্ হইবে এবং হয়ত মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করিবে, আমি ইংরাজের বাহ্য-চাকচিক্য-পূর্ণ পলিসিজড়িত সত্যপ্রিয়তা চাই না।

আচ্ছা! আমার এ সন্দেহটা কি কেহ মিটাইয়া দিতে পারেন? মনে করুন, একাদিক্রমে আমরা আট বৎসর ভূগোলবৃত্তান্ত আধ ঘণ্টা করিয়া পাঠ করিয়াছি। কালি করিলে কয়মাস কয়দিন হইবে, গণিতবিৎ পাঠক হিসাব করিয়া দেখুন; এই আট বৎসরে বড় কম আটখানি জিওগ্রাফী পাঠ করা গিয়াছে। ক্লিপ্ট, ষ্টিউয়ার্ট, হিউজেস্, আণ্ডর্সন, গোল্ডস্মিথ, প্যারীচরণ প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করা হইয়াছিল। মনে করুন, আমরা আঙ্গোলা বেঙ্গুলা, কঙ্গো, লোয়াঙ্গো প্রভৃতি জিওগ্রাফির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই শিখিয়াছিলাম; আর লাপলাণ্ড, ফিন্‌লাণ্ড, পোলাণ্ড, গ্রীনলণ্ড প্রভৃতি জিওগ্রাফির অণ্ড বাচ্ছা সকলই শিখিয়াছিলাম। মনে করুন, পাঠশালায় তিনটী হট্টশ শিখিয়াছিলাম, স্কুলে এই জিওগ্রাফির কল্যাণে তিনশ তিপ্পান্নটী হট্টশ শিখিলাম; পটোসি, হোয়াইট্ সি, ব্র্যাড্‌শ প্রভৃতি সকলই শিখিলাম। এত শিখিলাম তথাপি আমাদের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যখন যেখানে যুদ্ধ করিতে যান, তখনই দেখি যে, সে স্থানের নাম কখন শুনি নাই। এই দেখুন কুকা, তার পর দেখুন ডফ্‌লা, তার পর দেখুন পিরাক্; কখন ইহার একটী নামও শুনি নাই।

আমার মনে এখন ভয়ানক সন্দেহ হইয়াছে। আমি ভাবিতেছি হয় ইংরাজেরা আমাদিগকে কাজের কথা একটীও শিখান নাই। যেখানে যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা, সে সকল স্থানের নাম পর্য্যন্তও আমাদিগকে ভয়ে ভয়ে শিখান নাই। অথবা—কুকা যুদ্ধ, ডফ্‌লাযুদ্ধ, পিরাক্‌যুদ্ধ এ সকল সর্ব্বৈব মিথ্যা। কাহারও সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল কতকগুলা ভুয়ো নাম করিয়া বলিয়া থাকেন যে,লড়াই ফতে করিয়া আসিলাম। আমার সন্দেহ—হয়,আমাদের মিথ্যা জিওগ্রাফি শিখাইয়াছেন, নয়, এখন যুদ্ধের কথা মিথ্যা বলেন। বলুন এ সন্দেহ আমার কে মিটাইবেন?

ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ বারুণী মেলার শেষ হইয়াছে। রাস পূর্ণিমার দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া এই মেলা প্রায় একমাসের অধিক দিন হইয়া থাকে; মেঘনার তীরে মুন্সীগঞ্জের নিকটে এই মেলা হয়। পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে, কেবল এক ব্রহ্মপুত্রের মেলা ব্যতীত এরূপ মেলা আর নাই। সতরঞ্চ, বিছানা; কার্পেট, গালিচা; শাল, রুমাল; বসন, ভূষণ; বাষণ কোষণ; বিলাতীয় দ্রব্য সামগ্রী; দাল, কলাই; এবং মশলা পাতির এখানে প্রচুর পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে; এবৎসর মেলার এক একদিন প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার লোক একত্র সমাগত হইয়াছিল অথচ পোলিশের সতর্কতায় মেলার স্থানটি অতি পরিপাটী ও পরিষ্কার ছিল।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও অদ্য হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষার বিজ্ঞাপন, এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ—আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব।

ভারত ভিক্ষা।

[রায় যন্ত্রের অধ্যক্ষের নিকট, ক্যানিং লাইব্রেরীতে এবং ৩৯ন সোয়ালো লেন চীনে বাজারে, পাওয়া যায়।]

প্রকাশকের সম্মতি ক্রমে সমস্ত পদ্যটী সাধারণীতে প্রকাশ করা গেল। ইহার সমালোচন অনাবশ্যক।

(আরম্ভ)

কি শুনি রে আজ—পূরি আর্য্যদেশ
এ আনন্দধ্বনি কেন রে হয়?
বৃটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে,
কেন সবে আজি বলিছে জয়?
গভীর গরজে ছুটিছে কামান
জিনি বজ্রনাদ, গিরি কম্পমান!
বিন্ধ্য, হিমালয় চূড়াতে নিশান
"রুল বৃট্যানিয়া" বলি উড়ায়।
শত শত শত উড়িছে পতাকা,
ভুবন বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আঁকা,
নগরে নগরে কোটি অট্টালিকা
শোভিয়া, সুচারু অনন্তকায়।
ভাসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া,
দেব-অট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া,
অর্ণব-তরণী কেতনে সাজিয়া,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়।
নদীনদকূল কেতনে সজ্জিত,
কোটি কোটি প্রাণী পুলকে পূরিত,
বিবিধ বসন ভূষণে ভূষিত,
চাতকের ন্যায় তীরে দাঁড়ায়!—
কন্যাঅন্তরীপ হৈতে হিমালয়
কেন রে আজি এ আনন্দময়?

(শাখা)

আসিছে ভারতে বৃটন-কুমার,
শুন হে উঠিছে গম্ভীর বাণী
গগন ভেদিয়া "জয় ভিক্‌টোরিয়া
রাজরাজেশ্বরী, ভারতরাণী!"
যেই বৃট্যানিয়া কটাক্ষে শাসিয়া
অবাধে মথিছে জলধি-জল,
অসুর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া
ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল;
যে বৃটনবাসী আসি এ ভারতে
কামানে জ্বালিল বজ্রেরশিখা,
যার দর্পতেজ ভারত অঙ্গেতে
অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা;
জিনিল সমরে যে ভীম-প্রহারী
ক্ষত্রিয় রক্ষিত ভরত-গড়,
মুদকি, মুল্‌তান করি খান্ খান্,
শিকগলে দিল দৃঢ় নিগড়;
হেলায়ে তর্জ্জনী লইল অযোধ্যা,
রাজোয়ারা যার কটাক্ষে কাঁপে;
প্রচণ্ড সিপাহী বিপ্লবে যে বহ্নি
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে;
যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়,
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়—
সেই বৃটনের রাজকুলচূড়া
কুমার আসিছে জলধি-পথে,
নিরখিয়া তায় জুড়াইতে আঁখি
ভারতবাসিরা দাঁড়ায়ে পথে।

(পূর্ণ কোরস্)

বাজা রে আনন্দে মৃদঙ্গ, রবাব,
মুরলী মধুর, সারঙ্গ সুরব,
বীণ, পাখোয়াজ, মৃদু খরতাল,
মৃদুল এস্রাজ ললিত রসাল;
বাজা সপ্তস্বরা যন্ত্রী মনোহরা,
ভ্রমর গঞ্জিয়া বাজারে সেতারা,
বেহাগ, খাম্বাজে পূরিয়া তান।
বৃটন-কুমার আসিছে হেথায়,
সাজ্ পেসোয়াজে পরির শোভায়,
ভূতল রঞ্জিনী মোহিনী যতেক,
কিন্নর নিন্দিয়া শুনাও বারেক—
শুনাও বারেক মধুর সঙ্গীত,
আজি এ ভারতে ভূপতি অতিথ,
তান লয় রাগে পূরাও গান।

(আরম্ভ)

চারি দিক যুড়ি বাজিল বাদন,
বাজিল বৃটিশ দামাম কাড়া,
অর্দ্ধ ভূমণ্ডল করি তোল পাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া—
"কোথা নৃপকুল, নবাব, আমীর,
রাজ-দরবারে হও হে হাজির,
করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা,
ছাড়ি সাঁচ্চা জুতা চুণী পান্না গাঁথা,
বিলাতি বুটেতে পদ সাজাও।
"জানু পাতি ভূমে হেলায়ে উষ্ণীষ,
পরশি সম্ভ্রমে কুমার বৃটিশ,
বরাভয় প্রদ চারু করতল
তুলিয়া তুণ্ডেতে হইয়া বিহ্বল
অধর অগ্রেতে ধীরে ছোঁয়াও।
"ভবে মোক্ষফল রাজ দরশন,
ভারতে দেবতা বৃটন এখন,
সেই দেবজাতি মহিষীনন্দন
দরশনে পূর্ণপাপ ঘুচাও।
"কোথা কাশীরাজ, কোথা হে সিন্ধিয়া?
কোথা হল্‌কার, রাণী ভোপালিয়া?
মান্দী উদিপুর, যোধমহীপাল?
হিন্দু ত্রিবঙ্কুর, শিক্ পাতিয়াল?
মহম্মদি রাজা কোথা হে নিজাম্?

কোথা বিকানির ? কোথা বা হে জাম্ ?
ধোলপুর-রাণা, জাঠের রাও ?
" পর শীঘ্র পর চারু পরিচ্ছদ,
অর্ঘ্যেতে সাজাবে আজি রাজপদ ;
কর দিব্য বেশ হীরা মুকুতায়,
' ভারত-নক্ষত্র' বাঁধিয়া গলায়,
রাজধানী মুখে ধাবিত হও।
" ঘোটকে চড়িয়া ফের পাছে পাছে,
কিরণ ছড়ায়ে থাক কাছে কাছে,
ছায়াপথ যথা নিশাপতি কাছে,
ঘেরি চারিধার শোভা বাড়াও।
কর রাজভেট নবাব, আমীর,
রাজদরবারে হও হে হাজির"—
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
করি তোল পাড় নগর পাহাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।

(আথা)

মেদিনী উজাড়ি ছুটিল উল্লাসে
রাজেন্দ্র-কেশরী যত,
পারিষদ বেশে দাঁড়াইতে পাশে,
শিরঃগ্রীবা করি নত ;
দেখরে ইঙ্গিতে ছুটিল পাঠান
আফগানস্থান ছাড়ি,
ছুটিল কাশ্মীরি ক্ষত্রিয় ভূপতি
হিমালয়ে দিয়া পাড়ি ;
দ্রাবিড়, কঙ্কণ, ভোট, মালোবার,
মহারাষ্ট্র, মহীসুর,
কলিঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, মগধ,
অযোধ্যা, হস্তিনাপুর,
বুঁদেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্থল,
কচ্ছ, কোঠা, সিন্ধুদেশ,
চাম্বা, কাত্তিয়ার, ইন্দোর, বিঠোর,
অরবলিগিরিশেষ,
ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাসে,
রাজধানী দিকে ধায়,
পালে পালে পালে পতঙ্গের মত
নিরখি দীপশোভায় ;
ছুটিল অশ্বেতে রাজপুত্রগণ
চন্দ্রসূর্য্যবংশবীর ;
জলধি বন্দর হিমাদ্রি ভূধর
দাপটে হয় অস্থির।—
কোথা বা পাণ্ডব কৈলা রাজসূয়
দ্বাপরে হস্তিনামাঝে !
রাজসূয় যজ্ঞ দেখ একবার
কলিতে করে ইংরাজে !

(পূর্ণ কোরস্)

অপূর্ব্ব সুন্দর মোহন সাজ
সাধে কলিকাতা পরিল আজ ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ-গায়
রঞ্জিত বসন চারু শোভায় ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ কোলে
তরুণ পল্লব পবনে দোলে ;
ধ্বজা উড়ে চূড়ে বিচিত্র কায়,
ঝক্ ঝক্ ঝকে কলস তায় ;
কোটি তারা যেন একত্রে উঠে
সৌধ চূড়ে চূড়ে রয়েছে ফুটে ;
গৃহ, পথ, মাঠ, কিরণময়—
নিশিতে যেন বা ভানু উদয় !
উঠিছে আতশবাজী আকাশে—
নব তারা যেন গগনে ভাসে !
ধন্য কলিকাতা কলি-রাজধানী !
সুরপুরী আজি পরাজিলে মানি ;—
হাদে দেখ নিশি লাজে পলায় !
দেখ দেখ দেখ চতুরঙ্গ দলে
বাজীপৃষ্ঠে সাজি রাণীপুত্র চলে ;
পাছে পাছে কাছে ঘোটক'পর
চলে রাজগণ, জ্বলে জহর
শিরঃ শোভা করি, উজলি তাজ ;
তবকে তবকে পথির মাঝ,
নগর দর্শনে করে গমন,
ঝমকে ঝমকে বাজে বাদন
বৃটিশের ভেরী শমন-দমন,—
" রুল বৃট্যানিয়া, রুল দি ওয়েভস্"
সঙ্গীততরঙ্গে নিনাদ ধায়

(আরম্ভ)

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি,
মহিষীনন্দন কোলেতে এল ;
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল !
আদরে ধর মা কুমারে সম্ভাষি,
আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারি মুখে,
বহু দিন হারা হয়েছ আপন
তনয়ে না পাও ধরিতে বুকে !
ত্যজ শয্যা, মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননি
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চির দুখী তুমি, চির পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা,
তুমি মা অভাগী, অনাথা, দুর্ব্বলা,
ভজন পূজন যোগমুগধা !
মহিষী, তোমায়, যাহার আশ্রয়ে
জগতে এখনও আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব দুঃখ ঘুচাইতে
আপন তনয়ে বিদায় দিয়ে

দেখাও, জননি, ধরিলা গো যত
রিপুপদচিহ্ন ললাট-ভাগে,
দেখাও চিরিয়া ক্ষতবক্ষঃস্থল
দিবা নিশি সেথা কি শোক জাগে।
উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি,
প্রসন্ন বদনে বারেক ফের ;
মহিষীনন্দনে কোলেতে করিয়া
প্রাতে শুক্রতারা উদিল হের !

(শাখা)

ত্যজি শয্যাতল, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবিড় কুন্তল সরায়ে অন্তরে,
গভীর পাণ্ডুর বদন-মণ্ডল
আলোকে প্রকাশি, নেত্রে অশ্রুজল,
কহিল উচ্ছ্বাসে ভারতমাতা—
" কেন রে এখানে আসিছে কুমার ?
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার !
কি দেখিবে আর—আছে কি সে দিন ?
ভ্রূভঙ্গি করিয়া ছুটিত যে দিন
ভারত সন্তান নৈর্ঋত ঈশান,
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গাহিত গাথা !
"ভারত কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত জীবনে জগত-জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র আলোচন,
আছিল যখন ষড় দরশন—
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
পূজিত সকলে, পূজিত সকলে,
ফিনিক, সিরীয়, য়ূনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা।
"ছিল যবে পরা কিরীট, কুণ্ডল,
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়
জ্বলন্ত অনল সদৃশ শিখায়,
জগতে না ছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া দেহ পরশি,
ডাকিত যখন 'জননী' বলিয়া
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া,
ছিলাম তখন জগত-মাতা !
"পাব কি দেখিতে তেমতি আবার
ক্রোড়েতে বসিয়া হাসিবে আমার,
ডাকিবে কুমার 'জননী' বলিয়া
ইউরোপ, আমরিক্ উচ্ছ্বাসে পূরিয়া,—
ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাতা !
"পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরীশেরও দেখি জীবনসঞ্চার !
আমি কি একাই পড়িয়া রব ?
" কি হেন পাতক করেছি তোমায়,
বল অরে বিধি বল রে আমায় ?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি,
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হব।
" হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী !
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছয় কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু-সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্য-শালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু, পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।
" মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার দুর্গ, নিকেতন,
রাখিল মহীতে—কলঙ্ক মণ্ডিত
কাশী, গয়াক্ষেত্র, চণ্ডাল ঘৃণিত,
শরীরে কালিমা—দীনতা প্রতিমা—
ধরণীর অঙ্গে যেন গাথিল !
" হায়, পানিপথ, দারুণ প্রান্তর
কেন ভাগ্য সনে হলি নে অন্তর ?
কেন রে, চিতোর, তোর সুখনিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে নিশি
অচিরে না হলি—কেন রে রহিলি ?
জাগাতে ঘৃণিত ভারত নাম ?
নিবিছে দেউটি বারাণসি তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ ?
পূর্ব্ব কথা কি রে সকলি ভুলেছ
অরে অযোধন ? সরযূ পাতকী,
রাহুগ্রাস চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?
" নাহি কি সলিল হে যমুনে, গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে
কর অপসৃত এ কলঙ্ক-রাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে ?"
" হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল তলে ?

(পূর্ণ কোরস্)

কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননি
মহিষীনন্দন কোলেতে এল,
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল ;
মহিষী তোমার যাহার আশ্রয়ে
এ শোক সহিয়া আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইতে
আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে।
ত্যজ শয্যা, মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননি
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।

[আরম্ভ]

" এলো কি নিকটে,—এলো কি কুমার ?"
বলিল ভারতজননী আবার,
"কই কোথা, বৎস, আয় কোলে আয়,
অন্তর জলিছে দারুণ শিখায়—
পরশি বারেক শীতল কর।

" ডাক্ একবার, ডাকিস যে ভাবে
আপনার মায়ে—ঘুচা সে অভাবে
শত বর্ষে যাহা নহিল পূরণ,
(ভারতের চির আশা আকিঞ্চন)
ভুলিয়া বারেক বৃটিশ গর্জ্জন,
ভারতসন্তানে ক্রোড়েতে ধর।

" কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর,
নহে তুচ্ছ কীট—এদেরও অন্তর
দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়,
মান, অভিমান, জ্ঞান, ভক্তি ময়—
এদেরও শরীরে শিরায় শিরায়
বহে রক্তস্রোত,—বাসনা-তৃষায়,
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগতব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে ;
সমর হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশমণ্ডল—
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে !

"যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল বীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ;
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তু যে
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্য,
তখনও তাহারা ঘৃণিত নহে !

"তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন জঘন্য নহে।

" হে কুমার মনে রেখো এই কথা—
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা,
পবিত্র সে দেশ—পূতকলেবর
কোটি কোটি জন শূর বীর নর,
কোটি কোটি প্রাণী ঋষি পুণ্যধর,
কবি কোটি কোটি মধুর অন্তর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে।

"শুন হে রাজন্ বনের বিহঙ্গ,
পুষিলে তাহারে যতনের সঙ্গ,
পিঞ্জরে থাকিয়া সেহ সুখ পায়।
প্রাণের আনন্দে কভু গীত গায়।
বনের মাতঙ্গ যতনে বশ !

"কোকিলের স্বরে জগত তুষ্ট ;
বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট ?
কি ধন বল সে কোকিলে দেয় ?
কি ধন বল বা বায়সে নেয় ?
একে মিষ্টভাষা হৃদয় সরল,
অন্যে তীব্রস্বর পরাণে গরল,—
ধরা চায় সরল হৃদয়রস।

"আমি, বৎস, তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,
ঘুচাও দুঃখের যাতনা তাদের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের,
শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।
কি কব, কুমার, হৃদি বক্ষ ফাটে,
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে,
দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে !—

"বৃটিশ সিংহের বিকট বদন
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
"কি বাণিজ্যকারী, অথবা প্রহরী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিবা ভেকধারী,
সম্রাট্ ভাবিয়া পূজি সবায় !

"এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার,
নয়নের জল মুছা রে আমার,
ভারত সন্তানে লয়ে একবার
ভাই বলি ডাকি, হৃদি জুড়ায় !

"দেখ, বৎস, দেখ কি উল্লাস আজ,
নিরখি তোমারে এ ভুবন মাঝ,
কোটি কোটি প্রাণী করি ঊর্দ্ধহাত
বলিছে সঘনে 'আজি সুপ্রভাত'—
তপ্ত অশ্রুধারা নয়নে ধায়।
"ফিরিবে যখন জননী নিকটে,
বলো, বাছা, তাঁরে বলো অকপটে—
'ভারতব্রহ্মাণ্ড প্রাণী এককালে
ডাকে তাঁর নাম প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে—
তাদের পরাণ যেন জুড়ায়' !"

(শাখা)

বলিয়া ভারত মুছিয়া নয়ন,
তুষি আশীর্ব্বাদে মহিষীনন্দন,
ঢাকিয়া বদন অদৃশ্য হয়।

(পূর্ণ কোরস্)

"ভারতে আজি রে বিরাজে কুমার !
ভারতে অরুণ উদিল আবার ;"
বাজিল বৃটিশ দামামা সঘনে,
বাজিল বৃটিশ শিঙ্গা ঘনে ঘনে,
"জয় ভিক্টোরিয়া—কুমার জ

সংবাদ।

কলিকাতার বাড়ীওয়ালাদের বিপদ—অন্ততঃ রাজপথের ধারের বাটীর সম্মুখ ভাগটী সুধারঞ্জিত করিতে হইবে। গাড়ীওয়ালার বিপদ—সকল গাড়ীরই রঙ্গ করিতে হইবে; গাড়ীওলারা এখন আগামী খরচ কোথায় পায়। আরোহীর বিপদ—গবর্ণমেণ্টে প্রায় তিন হাজার গাড়ী আপনারা ভাড়া করিবেন। ষ্টিমার সকল টীকিট বেচিতেছে; লোকে সেই খান হইতে যুবরাজের পদার্পণ সুন্দর লক্ষিত হইবে বলিয়া দশ টাকা দিয়া টীকিট লইতেছে, যখন ষ্টিমারকে বলিবে 'তফাৎ' তখন লোক অর্থব্যয়ের বিফলতা উপলব্ধি করিয়া বিপদ বুঝিবে। গুরুতর বিপদ, কলিকাতার ভিক্ষকগণের—বিশেষ অন্ধ, খঞ্জ, আতুরের। পোলিশের কনষ্টবেলেরা এই সকল নিরুপায় নিঃস্ব লোককে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহা তাহারাই জানে, আর হগ সাহেব জানেন, আর ভগবান্ জানেন। এ সকল কথা যুবরাজের কাণে উঠিলে, তিনি কি বলিবেন বলিতে পারি না। আমাদের শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে।

গত সপ্তাহের বুধবারে কলিকাতা মেডিকেল কালেজে একটী অন্যায় কার্য্য হইয়া গিয়াছে। ম্যাকনেল সাহেবের উপদেশ শেষ হইবার অব্যবহিত পরে কতকগুলি ছাত্র সেই গৃহে রসায়ন তত্ত্বের উপদেশ শুনিতে প্রবেশ করে। তন্মধ্যে একটী ছাত্র সকলের শেষে প্রবেশ করিয়া আপনার স্থান অনুসন্ধান করিয়া লইতে ছিল। অধ্যাপক ম্যাকনেল উপদেশ শেষ করিয়া সে সময়ে ক্লাশে দাড়াইয়াছিলেন। তিনি উক্ত ছাত্রের প্রতি অনধিকার প্রবেশের দোষারোপ করিয়া কালেজের অধ্যক্ষের নিকট রিপোর্ট করেন। অধ্যক্ষ এই রিপোর্ট পাইয়া কালেজের নিয়মানুসারে উক্ত ছাত্রকে এক বৎসরের জন্য উপদেশ শ্রবণ হইতে স্থগিত করিয়াছেন। কালেজের নিয়ম আছে, এক জনের উপদেশ শেষ হইবার পূর্ব্বে যদি অপর ছাত্রেরা তথায় প্রবেশ ও গোলমাল করে, তাহাহইলে তাহারা তাড়িত হইবে। কিন্তু মাকনেল সাহেবের উপদেশ শেষ হইবার পরে ছাত্রেরা তথায় অন্য উপদেশ শুনিতে প্রবেশ করিয়াছিল, বিশেষতঃ যে ছাত্র তাড়িত হইয়াছে, সে সকলের শেষ প্রবিষ্ট হয়। এ অংশে সে ছাত্র কখনই দোষী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। রসায়ন শাস্ত্রের উপদেশক সুবিচক্ষণ ম্যাকুনামারা উক্ত ছাত্রের প্রতি অনুগ্রহ করিতে মেকন্যাল সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ গ্রাহ্য হয় নাই। মেকন্যাল সাহেবের এইরূপ উষ্ণ প্রকৃতি নিতান্ত দোষাবহ।

সাণ্ডর্স সাহেব হাইদরাবাদের রেসিডেণ্টের কার্য্য হইতে অপসৃত হইতেছেন। সর রিচার্ড মিড্‌কে তৎকার্য্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সাণ্ডর্স সাহেব যেরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ত, তাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহাকে অন্য কোন রেসিডেন্সিতে রাখা পরামর্শ-সিদ্ধ নহে।

কলিকাতার চিড়িয়াখানার জন্য রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা আরও শুনিলাম, তিনি কতকগুলি জন্তুও দিবেন।

২৯ শে নবেম্বর তারিখে ডিউক অব এডিনবরর এক কন্যা হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার দুইটী সন্তান হইল।

ঢাকার ইষ্ট পত্রিকা বলেন নবাব আবদুল গনি মিয়া যুবরাজকে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উপহার দিবেন। পাঁচ ফিট উচ্চ দুইটি হস্তী শাবক, দুইটী সিংহ শাবক, একটী রূপার ঝাড়, রূপার তারের একটি বাক্স, সোণার কাজ করা একখানি মলমলের বিছানায় চাদর ইত্যাদি। আমরা ভরসা করি, নবাব সাহেব দুই একখানি ঢাকাই কাপড়ও উপহার দিবেন।

গত অক্টোবর মাসের শেষে ভারতবর্ষের কোন্ স্থানের রাজকোষে কত মজুত তহবিল ছিল, এবং গত দুই বৎসর এই সময়েই বা কত কত মজুত ছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	১৮৭৫ সাল।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট	২,৫৯,৫৮,৩১৩৲
বাঙ্গালা	১,৯৫,২৩,৫৮৭৲
আসাম	৩১,১৪,৫৯৬৲
ব্রিটীশব্রহ্ম	৪৯,২৬,৪৯১৲
উ, প,প্রদেশ	১,৪০,৮৬,৬১৫৲
অযোধ্যা	৪৮,৬৬,৮৫৮৲
পঞ্জাব	৯৯,৭৬,৮২৬৲
বোম্বাই	১,৭৩,০১,১৫৪৲
মধ্যভারতবর্ষ	৩৪,১৫,১৮০৲
মান্দ্রাজ	২,১০,৬২,০৬২৲
মোট	১২,৩৬,৫১,৯০৪

	১৮৭৭	১৮৭৪ সাল।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট	২,১১,৪৩,৬৩৪৲	২,৮১,০৪,৮৭৪৲
বাঙ্গালা	২,০৪,৪২,৭৭০৲	২,০৩,৯৩,৮৯৫৲
আসাম	... ...	১৮,৭৩,৩৪২৲
ব্রিটিশব্রহ্ম	৪০,১৮,৫২০৲	৪৫,২৮,৯৫২৲
উ, প, প্রদেশ	১,৯১,২৮,৬২৬৲	১,১৭,৪২,৪০৮৲
অযোধ্যা	৬৩,২৭,১৬৯৲	৫৬,৭৮,৮৩২৲
পঞ্জাব	৯৬,৬০,০৫৯৲	১,১২,৭২,৯০৪৲
বোম্বাই	২,৭৮,২৮,১৩৭৲	১,৪২,১১,২৭৩৲
মধ্যভারতবর্ষ	৬৪,৩৩,১৯৯৲	৪০,১৮,১০৭৲
মান্দ্রাজ	২,৪৪,৮৩,৭৪২৲	১,৭২,০৭,২৬৪৲
মোট	১৪,১৪,৪৫,৮৬৬৲	১১,৭০,৩৫,৮৪২৲

গত নবেম্বর মাসে লণ্ডন হইতে ১৮,৩৭,৫০,০০০ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে। ঐ মাসে আমদানির পরিমাণ ৩১,১১,২০,০০০ টাকা।

গবর্ণর জেনরেল যখন ইন্দোরে গমন করেন, তখন তত্রত্য রাজার সহিত তাঁহার এইরূপ সন্ধি হইয়াছে যে, মহারাজ আপন রাজ্যের টাকাল উঠাইয়া দিয়া বোম্বাই টাকাল হইতে মুদ্রা গ্রহণ করিবেন। সেই মুদ্রার এক দিকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অপর দিকে হোলকার মহারাজের চিহ্ন থাকিবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার নিমিত্ত রাজাকে প্রতিবৎসর ২৫০০০ টাকা করিয়া প্রদান করিবেন।

জেলার গর্ণমেণ্ট উকীলদিগের বেতন বৃদ্ধি করা হইতেছে; অর্থাৎ যিনি যে বেতন পান তাঁহাকে তাহার দ্বিগুণ দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা ফি পাইবেন। গবর্ণমেণ্ট উকীলদিগের বেতন বৃদ্ধি করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহা করিলে আর গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাঁহারা অতিরিক্ত ফি পাইবেন না; তবে অন্য মক্কেলের কাজ করিবার অনুমতি থাকিবে।

অদ্য গঙ্গার মুখের নিকটে হেষ্টিংস্ সেতু পুনর্নির্ম্মাণার্থ ইঞ্জিনিয়রগন ১,৪০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে স্থির করিয়াছেন। পূর্ব্বতন সেতুর উভয় সীমায় বুনিয়াদ আছে; তাহা আর নূতন করিতে হইবে না। তথাপি প্রতি ফুটে ৪১০ টাকা ব্যয় হইবে। সেতুটী ৩৪০ ফুট হইতেছে। মান্দ্রাজে কৃষ্ণবা নদীর উপরে একটী সেতু হইবে, উহা ১৬১০ ফুট দীর্ঘ। এক জন কণ্ট্রাক্টর তাহা ১৬৫০০০ টাকায় প্রস্তুত করিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি অবশ্যই কিছু ভাল করিবেন। তাঁহার হিসাবানুসারে প্রতি ফুটে ১২৬ টাকা মাত্র লাগিতেছে।

শিক্ষাবিভাগের অফিসিয়েটিং ডাইরেক্টর উড্রো সাহেব যুবরাজের সম্মানার্থ বালকদিগের এক সভা করিবার জন্য কলিকাতার সমুদায় সাহায্য প্রাপ্ত এবং প্রাইবেট বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কত জন বালককে তাঁহারা স্ব স্ব বিদ্যালয় হইতে প্রেরণ করিতে পারেন। এ উপলক্ষে কলেজের ছাত্রগণও উপস্থিত হইতে পারিবে। "God bless our noble Prince" এই নূতন সংগীতটী বালকগণ দ্বারা গীত হইবে।

যুবরাজের সম্মানার্থ কলিকাতা নগরে মহা ধুমধাম পড়িয়াছে। পোষ্ট আপিস, টেলিগ্রাফ আপিস টাউন হল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অট্টালিকায় আলোক দিবার জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে। কলিকাতার সমুদায় অট্টালিকা শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইতেছে। রাজবর্ত্মে আলোক দিবার পোষ্টগুলি নূতন বর্ণে সুশোভিত হইতেছে এবং চারি দিকেই যেন নূতন ভাবের আবির্ভাব।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী লইয়া ঘোর বিবাদারম্ভ হইয়াছে। বিগত ১১ই ডিসেম্বর টাউনহলে এক সভা হইয়াছিল। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত হইতেছে। অনেকেই হগ সাহেবের উপর বিরক্ত হইয়াছেন। যখন হগ সাহেবকে লইয়া এরূপ হইতে চলিল, তখন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কি জন্য তাঁহাকে মিউনিসিপালিটীর সভাপতি করিয়া রাখেন, বুঝিতে পারিতেছি না। হগ সাহেবের নিজ হইতেই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর।

পাটনার জঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ এচ্ মোস্লি সাহেব মজঃফরপুর জেলার সীতামারি মহকুমার ভার পাইলেন।

ভাগলপুরের জঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ এফ্ জে ক্যাম্বেল সাহেব পাটনায় বদলি হইলেন।

সি কুপার সাহেব পুলিসের আসিঃ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টে পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

বাবু নীলকমল চক্রবর্ত্তীর স্থানে বাবু কৃষ্ণহরি বসু চট্টগ্রামের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

বাবু অম্বিকাচরণ বসু স্কুল সমূহের ডেঃ ইনস্পেক্টর দিগের ৩য় শ্রেণী হইতে ২য় শ্রেণীতে উঠিলেন।

মজঃফরপুর নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুন্সি পরমানন্দ স্কুল সমূহের ৩য় শ্রে ডেঃ ইনস্পেক্টর হইলেন।

এফ, টী, এইচ, টীয়ারি সাহেব পাটনা কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

বাবু মতিলাল হালদার (বি, এল) পূর্ব্ব বর্দ্ধমান জেলার বুদবুদের এং মুন্সেফ হইলেন।

পুরুলিয়ার মুন্সেফ বাবু নবীনচন্দ্র পাল চট্টগ্রামের ২য় সবর্ডিনেট জজের পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক জে রবিন্সন্ সাহেব ছুটী লওয়ায় তৎপদে আর জে এলিস্ সাহেব নিযুক্ত হইলেন।—স্তোধিকঃ।

পাবনার এং ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ বাবু তারিণীশঙ্কর রায় ঢাকায় বদলি হইলেন।

কটকের এং ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ আর এচ্ গ্রীবস্ সাহেব পুরী জেলার অন্তর্গত খুরদা মহকুমার ভার পাইলেন।

জে বি ওয়ার্গান সাহেবের অনুপস্থিতাকলে ডবলু ই ওয়ার্ড সাহেব রাজসাহীর ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেশন জজের পদে প্রতিনিধি থাকিবেন।

প্রিন্সেপ সাহেবের অনুপস্থিতকালে এচ্ বি লাফোর্ড সাহেব হুগলির ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেশন জজের পদে প্রতিনিধি থাকিবেন।

মুরশিদাবাদের আসিঃ মাজিঃ কলেঃ জি এ গ্রিয়র্সন সাহেব দিনাজপুরে বদলি হইলেন।

বাবু ব্রহ্মনাথ সেনের দুই মাস অনুপস্থিতি কালে ই জি জে ষ্টাপল্টন সাহেব বাঙ্গাল সেক্রেটরিয়েটের রাজস্ব বিভাগের হেড আসিষ্টাণ্ট থাকিবেন।

মফস্বল।

ত্রিবেণী।

যদ্ যদা চরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্ত দেবেতরোজনঃ—

দেশের প্রধান ব্যক্তির আচার ব্যবহারের অনুকরণের চেষ্টা প্রায় সকলেই করিয়া থাকেন; বোধ হয় দেশের মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিও ঐ নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করিতেছেন। মহানগর কলিকাতার মিউনিসিপালিটীই

ভারতবর্ষের প্রধান পদারূঢ় সেখানে নিয়তই উত্তর দিক হইতে অর্থ সংগৃহীত কিম্বা "শোষিত" দক্ষিণ দিকের "ইংরাজাবাসের" সমৃদ্ধি ও শোভাবর্দ্ধন হইতেছে। কুমারটুলী, বাগবাজার প্রভৃতি পল্লীর পূতি গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কিন্তু ধর্ম্মতলার বাজারে দেব দেবীগণের গমনাগমন আছে বলিয়া, প্রথমতঃ তাহার প্রতিযোগী বাজার স্থাপনের নিমিত্ত বহুতর অর্থের (দরিদ্র প্রজাগণের হৃদয় শোণিতের) শ্রাদ্ধ শান্তি সমাধার পর ৭ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যে ধর্ম্মতলার বাজার ক্রীত হইয়া মৎস্য বিক্রয়িণীর উপবেশন স্থান পর্য্যন্ত মনোহর কারু-কার্য্যে রচিত ও মার্ব্বেলে খচিত হইল। এ অবস্থায় বাঁশবেড়িয়া টাউন কমিটী যে বর্ত্তমান মেম্বরগণের দেয় ট্যাক্স কমাইয়া উত্তর দিক্ অর্থাৎ কলিকাতার বাগবাজারের ন্যায় হতভাগ্য ত্রিবেণীবাসীগণের শিরে প্রকাশ্য সভায় নির্দ্ধারিত ও অঙ্গীকৃতকরের অতিরিক্ত ইচ্ছানুযায়ী অন্যায্য ট্যাক্স ভার প্রদান পূর্ব্বক ত্রিবেণীর জঙ্গলময় পঙ্কিলপথের প্রতি ভ্রান্তি ক্রমেও দৃষ্টিপাত না করিয়া, বংশবাটীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ও স্বাস্থ্য সম্পাদনে ব্যস্ত রহিয়াছেন।

ত্রিবেণীর পূর্ব্ব সমৃদ্ধি পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানকারীগণের অবিদিত নহে। প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীও নিজ প্রণীত চণ্ডী গ্রন্থে ত্রিবেণীর বিস্তৃত বৈদেশিক বাণিজ্য সমৃদ্ধি ও জনতা প্রভৃতি উত্তমরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কাল সহকারে ত্রিবেণীর দক্ষিণ পরিখা স্বরূপ সরস্বতী নদীর প্রবাহ রোধ নিবন্ধন বাণিজ্যশ্রী ক্রমশঃ অন্তর্হিতা হইলেও অভ্যন্তর-বাহিনী সরস্বতীর অপ্রতিহত প্রবাহ প্রভাবে, ত্রিবেণীর মানসিক শোভা সমৃদ্ধি ও মান গৌরবের অণুমাত্রও ন্যূনতা হয় নাই। প্রতি গৃহেই শাস্ত্রানুশীলন, প্রত্যেক পল্লীতেই নানা দেশীয় ছাত্রপূর্ণ চতুষ্পাঠী কিয়দ্দিন পূর্ব্বে এই স্থানেই উজ্জ্বল তারকা বিকীর্ণ গগণ মণ্ডলে পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় বিখ্যাতনামা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বিরাজমান ছিলেন। এক্ষণে সেই ত্রিবেণী ঘোরতর জঙ্গলময়, কদর্য্য কর্দ্দমময়, ভীষণ শৃগাল কুক্কুর ও বানরময়, এবং দুর্জ্জনময় হইয়া উঠিয়াছে! অধুনা ত্রিবেণী পোলিস কর্ম্মচারীগণের সায়েরাত মহাল; কৌজদারি মোক্তারের অক্ষয় ভাণ্ডার; জুয়ারি প্রেমানারাজগণের পক্ষে কল্পবৃক্ষ স্বরূপ হইয়াছে। ত্রিবেণীতে আর বিদ্যাচর্চ্চা নাই, বিদ্যালয় নাই, উন্নতি নাই, উন্নতির আশাও নাই, যে কয়েকটী ভদ্র বা, সচ্চরিত্র ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা সংক্রামক জ্বরে জর্জ্জরীভূত, রুগ্ন পরিবার বর্গের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য সর্ব্বদাই বিব্রত, সুতরাং উৎসাহ উদ্যোগ এবং অধ্যবসায় শূন্য। তাহাতে আবার সাক্ষীর সমনের ভয়ে প্রায় সর্ব্বদাই লুক্কায়িত। তাঁহাদিগের বা ত্রিবেণীর প্রতি শত শত অত্যাচার হইলেও তাঁহারা নিঃশব্দে সহ্য করিয়া কেবল মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা অনুভব করিয়া থাকেন। প্রতিকারের উপায় কার্য্যে পরিণত করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের মনেও তাহা কল্পিত হয় কি না সন্দেহ। সাময়িক গতি অনুসারে এরূপ নিরীহ জীবেরও যৌনব্রতাবলম্বী সমাজের প্রতি অত্যাচার করিতে অনেকেই অগ্রসর হইতে পারেন। তবে টাউন কমিটী কি জন্য অন্যায় ব্যবহার না করিবেন? জেলার সদর ষ্টেষন হুগলি এবং কলিকাতা মহানগরীর সন্নিহিতা হইয়াও দীপ ছায়াস্থিত বস্তুর ন্যায় ত্রিবেণী নিয়তই ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে ত্রিবেণী যে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত, এরূপ অনুভবই হয় না। কারণ ইংরাজ রাজ্যে যে সকল অভ্যুদয়িক চিহ্ন লক্ষিত হয়, ত্রিবেণীতে তাহার কিছুই নাই। এই স্থানের দুরবস্থা কিম্বা অভাব কখন রাজ পুরুষগণের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর হইবে, এরূপ প্রত্যাশাও নাই। "সাধারণী" এই নামটী অতি মিষ্ট, তদ্দ্বারা অবশ্যই ত্রিবেণী বাসীগণেরও কিঞ্চিৎ উপকার লাভের প্রত্যাশা আছে। এই বিবেচনায় "কিম্বা ভ্রমে" কয়েকটী কথা লেখা গেল, পরিণাম দেখা যাউক।

ঢাকা।

ইতি মধ্যে একদিবস রাত্রে ঢাকার বারিক মাষ্টারের বাড়ীর নিকটে কতকগুলি ইতর লোকে গোল করিয়া সাহেবের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিতেছিল। সাহেব বিরক্ত হইয়া বেত্র হস্তে ইতর শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করেন। ভদ্রতার অভাবেই হউক, কি সভ্যতার অভাবেই হউক, উহারা সাহেবের প্রতি নিতান্ত কর্কশ ব্যবহার করিয়াছে। নাজানি এই অপরাধে উহাদের কতজনের ফাঁসি হয়।

ঢাকার কালেক্টর মেঃ লায়েল সাহেব বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সেদিবস ইনি, শূকর শিকারে উদ্যমে যাইয়া অশ্ব হইতে পতিত হন। বোধকরি কিছু আঘাতও পাইয়া থাকিবেন।

কালেক্টরীর প্রয়োজন বলিয়া কোন সুচতুর ব্যক্তি ঢাকার রজনী কান্ত কোম্পানির দোকানে এক খানা সেজ প্রস্তুত করায়, পরে ৪৫ টাকা মূল্য স্থির করিয়া সেজখানা কালেক্টরীতে লয়; ইতি মধ্যে সঙ্গীয় লোক কোন কার্য্যান্তরে যাওয়ায় উক্তব্যক্তি মজুরদ্বারা সেজখানা ঢাকে লইয়া বিক্রয় করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জুয়াচোর বাবু ধরা পড়িয়াছেন।

তারিণী চরণ মজুমদার নামক একব্যক্তি ওলাউঠা রোগের এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর উঁহাকে ২৫ পঁচিশ টাকা পুরস্কার দিলেন। ইনি নাকি শীঘ্রই কলিকাতায় একটি ডিস্পেন্সরি খুলিবেন।

বিক্রম পুরের একজন ব্রাহ্মণ, কন্যা-দায়গ্রস্ত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করাতে রাজাবাহাদুর ৫০ পঞ্চাশ এবং তাঁহার দানশীলা কন্যা কৃপাময়ী দেবী ২৫ পঁচিশ টাকা দিয়াছেন।

কাশীগঞ্জের রাস্তা প্রস্তুতের নিমিত্ত ভাওয়াল-রাজ যে দান করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাকি ২০০ টাকা। আমরা ভ্রম বশতঃ ১০০ টাকা প্রকাশ করিয়াছিলাম।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ।৷০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

ডাকমাসুল ... ।৵০

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০

ডাকমাসুল ... ৵০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা ।০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্রলিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মুজাপুর ষ্ট্রীট নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে তরুণ ও তরুণীদিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫ ফর্ম্মা আকারে নভেল বাহির হইবে। অনুমান ১০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৶০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমাজদর্পণ আপীস
৩৫ চোর বাগান কলিকাতা। } সমাজদর্পণ সম্পাদক ও ভাগবত প্রভৃতির প্রকাশকগণ।

দুখ সঙ্গিনী।

গীতিকাব্য।

মূল্য ৸০ আনা।

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরি, নূতন ভারত যন্ত্র, ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে ও ঢাকা, বান্ধব কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মহানন্দ রায়, সুবর্ণপুর ... ৬
,, ,, সারদাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, চোটখণ্ড ৬৷৷০
,, ,, মদনমোহন মজুমদার, যশোর ... ৬৷৷০
,, ,, মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, জয়দেবপুর ৷৷০
,, ,, নন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইসলামপুর ঢাকা ৬৷৷০
,, ,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা ৬৷৷০

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ... ৬৷৷০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ... ৩৷৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ... ২ মাসিক ... ৷৷০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৵০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

এইপত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38

সাধারণী।

৫ ভাগ | চুঁচুড়া—১২ ই পৌষ। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ২৬ শে ডিসেম্বর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। | ৯ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও অদ্য হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ—আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব।

এই সপ্তাহে আমাদের এতদঞ্চলের সমস্ত সম্বাদ পত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদের যুবরাজ। আমাদের হিন্দু শাস্ত্র মতে অতিথি সকলেরই পূজ্য; বিশেষ যুবরাজ আমাদের রাজ অতিথি, তিনি দেব ভিক্ষুক, সুতরাং তিনি আমাদের দেবের দেব—মহাদেব। এই দেব দেব মহাদেবের,—সানুচর মহাদেবের—পরিতুষ্টি জন্য এই অনন্ত শ্মশান ভারত ক্ষেত্রে এই অসংখ্য শব দেহের, আর সেই অসংখ্য পিশাচের সমবেত সমারোহ হইয়াছিল; আর শুক্রবারে সেই অনন্ত শ্মশান ক্ষেত্রের অসংখ্য সমাধিস্তূপেও অসংখ্য চিতানল জ্বালিত হইয়াছিল। মহাযোগী সিদ্ধিতে নিপুণ, জানি না ইহাতে আমাদের কি কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

মহাদেব মহাকাল; কালের অনন্ত, অবিরত চক্রে সকলই ঘুরিতেছে। এই মহাকালের তাড়নে, লোকানুরক্তি ও রাজভক্তি, বাতুলতা, কৌতূহল, বাচালতা ও বাহাদুরি সকল প্রবৃত্তি পিশাচগুলি এককেন্দ্রী হইয়া আমাদিগকে বৃহস্পতি, শুক্র দুই দিন কলিকাতা মহানগরীতে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। দিবস, রজনী,—রৌদ্রে, শিশিরে,—আলোকে, অন্ধকারে,—শকটযানে, পাদচারণে,—নানা দিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। শুদ্ধ আমাদিগকে নয়, বাঙ্গালার প্রায় দুই চারি লক্ষ লোককে চক্রবায়ুর কেন্দ্র-ক্ষিপ্ত পত্রপুঞ্জবৎ, ঘুরাইয়া, তুলিয়াছে, ফেলিয়াছে। আর আজি সপ্তাহের শেষে সেই মহাকালের প্রলয় আগমন চিন্তা, আমাদের এই কঠিন মস্তকের কঠিন মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত আলোড়িত করিয়াছে।—কি দেখিলাম? কি শুনিলাম? কি হইল? কি হইবে? কি লিখি?

কি দেখিলাম? দেখিলাম—প্রথম দিনে বৃহস্পতিবারে বেলা চারি ছয় দণ্ডের পর হইতে লোক প্রিন্সেপ ঘাট অভিমুখে ছুটিতেছে। মুখমণ্ডলে বালকের কৌতূহল, আর পাগলের আহ্লাদ। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, আর লোক-তরঙ্গ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। মহানগরী অনন্তমুখে, অনন্ত পথে, মানব স্রোত ছাড়িয়া দিল। স্রোতঃ চলিতেছে, চলিতেছে;—হাঙ্গর কুম্ভীরবৎ, ঘোটক শকট, বিকট ঘর্ষণে চলাচল করিতেছে। ক্রমে দ্বিপ্রহর, ত্রিপ্রহর; নগরী লোকে লোকাকীর্ণ;—চলিতেছে। প্রিন্সেপ ঘাট মুখে চলি-

তেছে। গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের পূর্ব্বদিক হইতে দুর্গের দক্ষিণ, ঘাঠ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট পথে,দক্ষিণা সিপাহী কাতারে পাহারা দিতেছে। নির্দ্দেশ মতে এই দুই ক্রোশ পথের গৌরব রক্ষা করিতেছে। এই পথের দুই পার্শ্বে স্বাধীন রাজা বা সুদিন প্রজা,বৃহৎ বাহাদুর বা ক্ষুদ্র দরিদ্র, যানে, অযানে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া জমিতেছে। তাহার পর ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের "অতিরিক্ত ইণ্ডিয়া গেজেট" নাটক অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল। ঘড়ির কাঁটা যেমন ফিরে, সেই রূপ সুচারু রূপে, সুশৃঙ্খল রূপে, কলের মতন একটির পর আর একটি ঘটনা হইতে লাগিল। সৈন্য সামন্ত সিপাহী সান্ত্রী, কলে চলিল, কলে তোপ গর্জ্জন করিতে লাগিল। যুবরাজ কলে আসিয়া কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন।

কলে অভিনন্দন পত্র পাঠ, কলে প্রত্যুত্তর প্রদান। তাহার পর, সাধারণে জ্যেষ্ঠকুমারকে অবলোকন করিয়া লোচনের সার্থকতা সম্পাদন করিল। কেহ কেহ আনন্দে করতালি প্রদান করিল,যুবরাজ শ্বেত পুচ্ছশোভিত শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করিলেন, সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইল। তাহার পর ইংরাজের প্রতাপের পরিচয় দেখিলাম। "চলিল পরাগে অগ্রে, তদগ্রে প্রতাপ।" দেখিতে দেখিতে মস্তক ঘুরিয়া গেল, সূর্য্য অস্তে গেলেন, আমরা হতগজ ভাবান্বিত হইয়া নির্ভৃত নিকেতনে ফিরিয়া আসিলাম। পর দিন, সেই রূপ লোক সমারোহ চলিতেছে,—দেখিতে দেখিতে চলিতেছে। দিনান্তে টিপি টিপি, ধীকি ধীকি, দীপ জ্বালিতেছে; সান্ধ্য সূর্য্যের মৃদু রশ্মি পাতে সেই গুলি মিটী মিটি জ্বলিতেছে, সৌধমালায় যেন স্বর্ণাক্ষরে চিত্র করিয়া রাখিয়াছে। ধূষরাম্বরা সন্ধ্যা যুবরাজ দর্শনার্থ নভোপথে আগমন করিলেন; হাসি হাসিয়া অসংখ্য দীপ রাজি তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল। অশ্বারোহী চলিল, যুবরাজ দেখিতে দেখিতে চলিলেন, আর অনন্ত শকট শ্রেণী—চলিল—চলিল—চলিল। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত চলিল। মহাকালের মহাতাড়নে এই শকট শ্রেণীর চক্র ঘুরিতেছে, আলোক চক্র ঘুরিতেছে, যুবরাজ স্বয়ং ঘুরিলেন, সকলকে ঘুরাইলেন আর আলো দেখিয়া, দহ্যমান ভারতে দীপপুঞ্জ দেখিয়া সেই বিষম অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া আমার মস্তক ঘুরিয়া গেল, আমি ঘুরিয়া আমার সেই নিভৃত নিকেতনে আসিলাম।

কি শুনিলাম? সাধারণের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, নিশ্চয়ই মহারাজ্ঞী অচিরে ভারতে পদার্পণ করিবেন। অনেকেই বলিলেন, শ্রীমান্ ডিউকের আগমনে নাগরিকগণ যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার অর্দ্ধার্দ্ধ উৎসাহ এবার নাই। শুনিলাম, সেবার যেমন সৈন্য সমারোহ হইয়াছিল, এবার সেরূপ হয় নাই।

অনেকেই বলিলেন, যে যুবরাজের অনেক ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ করণার্থই এই ভারত ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার। অনেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে যুবরাজ কত টাকা লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন? আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নাই। কেহ কেহ বলিলেন, যে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের পরে ভারতবর্ষে কখন আর এমন কাণ্ড হয় নাই। কেহ বলিলেন রাজসূয় যজ্ঞে এরূপ হয় নাই। তখন গ্যাস ছিল না, ইলেক্‌ট্রিক লাইট ছিল না, স্পেশিয়াল ট্রেণ ছিল না; আর এক জন বলিলেন এ সকলই ছিল। এতর্কের মীমাংসা শুনি নাই। আরও যত কথা শুনিলাম, তাহা বলিব না।

ইহাতে কি হইল? তাহা বুঝিলাম না। হইল,—আমোদ, আহ্লাদ, উৎসব। শ্মশান ভূমিতে মহাকাল, মহাভিক্ষু মহাদেবের ভ্রমণ উপলক্ষে প্রেত পিশাচ শব রাশির উৎসব। মাতৃশবদেহ সৎকারে অপোগণ্ড শিশু সকলের বহ্নি দর্শনে উৎসব।

কি হইবে? ধর্ম্ম জানেন।

খ্রীষ্টের জন্মদিন।

ধর্ম্মের আমরা যতদূর বুঝি, তাহাতে এই কথা বলিতে পারি, ধর্ম্ম প্রচারকগণের মধ্যে যীশুখ্রীষ্ট এক জন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। যীশু খ্রীষ্ট এক জন অমানুষ মানুষ। খ্রীষ্টানগণ

এই খ্রীষ্টের জন্মদিনে উৎসব করিয়া থাকেন। এই খ্রীষ্ট জন্মোৎসব দিনে, আজি আমাদের ভারতবাসী সাহেব গণের আনন্দোৎসব। এই আনন্দ দিনে, পুণ্যাহে আমরা আমাদের দুঃখের কান্না কাঁদিব।

আমরা যতদূর বুঝি, যীশু খ্রীষ্ট ক্ষমার অবতার। 'তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে, তোমার বাম গণ্ড পাতিয়া দাও'। এ কথা যেমন যীশু খ্রীষ্টের মুখে সাজে, এমন আর কাহাকেও সাজে না। এমন যে শ্রীরামচন্দ্র ইঁহাকেও সাজে না; রাম রাজা। এমন যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমী, তাঁহাকেও সাজে না; এমন যে অহিংসা-পরম ধর্ম্ম প্রচারক বুদ্ধদেব তাঁহাকেও সাজে না। সাজে কেবল যীশু খ্রীষ্টকে। এই যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র নাম করিয়া, খ্রীষ্টানেরা পতিত হিন্দু জাতির উপর পদাঘাত করেন। এ দুঃখ আমাদিগের মরিলেও যায় না।

কথিত আছে, যে যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়া পঞ্চাঙ্গে কীলক বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। যখন তাঁহার হস্ত পদে কী প্রবিষ্ট করিতে থাকে, তখন তিনি ঈশ্বরকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে, 'তাত, ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ইহারা জানে না যে কি কার্য্য করিতেছে।' এই অগাধ, অতল-স্পর্শ ক্ষমাবাদ যাঁহার অনন্ত গুণের পরিচয়, তাঁহার সেই ক্ষমা-ধর্ম্মের নাম করিয়া তাঁহার ধর্ম্মযাজকগণ যে সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহা ভাবিতে গেলে আমরা অন্ধকার দেখি। সাহেবেরা বলেন, যে মুসলমান ধর্ম্ম —রক্ত-স্রোত; ইহা এক হস্তে অসি, অন্য হস্তে কোরাণ লইয়া মানব সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়; একথা বিশ্বাস করিলে, আমরা মুসলমানগণের অত্যাচারের কথা সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এই অনন্ত ক্ষমাধর্ম্মের নাম করিয়া খ্রীষ্টানে অত্যাচার করিলে, আমরা কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব? আমাদের প্রবোধ দিবার কিছু নাই।

এই উৎসব সময়ে, এই দুঃখের কথা কে পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবে? আর কেই বা লিখিতে ইচ্ছা করে। এই উৎসবে, এই পুণ্যাহ সময়ে আমরা যেন অধিকাংশ হিন্দু সন্তানকে কেমন কেমন অন্যমনস্ক দেখিলাম। প্রিন্সেপ ঘাটের পূর্ব্ব দিকে কতকগুলি সাহেব বিবি চাঁদোয়া খাটাইয়া যুবরাজ দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার মধ্যে জনৈক সৈনিক পরিচ্ছদধারী শ্বেতাঙ্গ, বৃটিশ প্রতাপে, এক মাত্র যষ্টি হস্তে, অসংখ্য হিন্দু সন্তানকে নিবারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাধারণে সকলে বিমর্ষভাবে বলিলেন, "উঁহারা সাহেব, ও কথায় আমাদের কাজ কি?" সেই উৎসব দিনে, আমরা এই মর্ম্মান্তিক কথায় মনঃপীড়া পাইয়াছিলাম। পর দিন রাত্রিতে যখন পোলিশের সাহেব সর্জনগণ, কঠোর কর্কশ বচনে, বেটন তাড়নে, অনুপায় গাড়োয়ানগণের উপর অন্যায় আধিপত্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখনও হিন্দুর সেই দলিতশ্রী দর্শন করিয়া, আমরা মর্ম্মে পীড়িত হইয়াছিলাম; তাহাতেই এই আত্মবেদন নিবেদন। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন। সেই কথা আমরা আবার উদ্ধৃত করি।

শুন হে রাজন বনের বিহঙ্গ,
পুষিবে তাহারে যতনের সঙ্গ,
পিঞ্জরে থাকিয়া সেহ সুখ পায়!
প্রাণের আনন্দে কভু গীত গায়
বনের মাতঙ্গ যতনে বশ।
কোকিলের স্বরে জগত তুষ্ট,
বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট?
কি ধন বল সে কোকিলে দেয়?
কি ধন বল বা বায়সে নেয়?
একে মিষ্ট ভাষা হৃদয় সরল,
অন্যে তীব্র স্বর পরাণে গরল
ধরা চায় সরল হৃদয় রস।

এই কথা আমরা ইংরাজ রাজকে পুনঃ পুনঃ বলিব। এই আনন্দ দিনে, ভারতের এই অপূর্ব্ব দিনে, এই রাজকুমার সমীপে, ভারতের ভাবী সম্রাট্ সমক্ষে, ক্ষমাবতার য়ীশুখ্রীষ্টের নামে, আমরা প্রার্থনা করি, একবার এই সরল হৃদয় রসে আমাদিগের এই মর্ম্ম-ক্ষত-হৃদয়ের বেদনা শান্তি করুন।

ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভার কার্য্য আরম্ভের উপক্রম হইতেছে।

এই বিজ্ঞান সভা দ্বারা কেবল এদেশের নয়, সকল দেশেরই উপকার হইবে। ইহার যন্ত্রাদির জন্য ৩০ হাজার ও বাড়ীর জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মাসিক ৫০০ টাকা খরচ হইবে বলিয়া বোধ হয়। এখন পর্য্যন্ত যে টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহাতে আপাতত কার্য্য আরম্ভ হইতে অর্থাৎ যন্ত্র ও বাড়ী প্রস্তুত হইতে পারিবে। আরও অনেক টাকা সংগ্রহ করা আবশ্যক। মাসিক৫০০ আয়ের জন্য আরও মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করা আবশ্যক। লণ্ডনের রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনের মত সম্প্রতি ভৈষজ্যবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও পদার্থ দর্শনের আলোচনা আরম্ভ হওয়া উচিত। পাঁচ বৎসর কাজ চলিলে সভার উপর সকলের মায়া বসিবে। লেঃ গবর্ণর মান্যবর সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব সভার স্থাপন পক্ষে বিশেষ অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহামান্য লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুরও কৃপা-কটাক্ষ পাত করিবেন এরূপ আশা আছে। এখন রাজ-গণের কলিকাতায় শুভাগমন হইয়াছে, তাঁহাদেরও শুভ দৃষ্টি প্রার্থনীয়।

যুবরাজ এদেশে আসিয়াছেন, এই সময় তাঁহার স্মরণার্থ সভার কার্য্যারম্ভ করা আবশ্যক।

গত ১৫ ই ডিসেম্বর বুধবারে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল মহামান্য শ্রীযুত লর্ড লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তি, বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল মহামান্য লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণ দ্বারের নিকট স্থাপিত হইয়াছে। মান্যবর বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর লর্ড বিশপ, স্যর উইলিয়ম মিউর, মান্যবর শ্রীযুত রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, নেপালের রাজদূত রণদীপ সিংহ, মাননীয় কাশীরাজ ও নবাব আমির আলি প্রভৃতি অনেক গণনীয় ইংরাজ, হিন্দু ও মুসলমান উৎসব স্থলে উপস্থিত ছিলেন।

যুবরাজের সঙ্গে বিলাতের নানা সম্বাদ পত্রের যে সকল বিশেষ সম্বাদদাতা আসিয়াছেন, তাঁহাদের কথঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

যুবরাজের সহগামী—হুইলার সাহেব লণ্ডন সেণ্ট্রাল সংবাদ পত্রের বিশেষ সংবাদ দাতা। এই সংবাদপত্র, ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ও আমেরিকার অন্যূন ছয় শত সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ ও লিপি দ্বারা যুবরাজের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সংবাদ প্রদান করিয়া থাকে। হুইলার সাহেব ডব্‌লিন ট্রিনিটী কালেজের এক জন উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি ও পশ্চিম সর্কটের এক জন প্রধান ব্যরিষ্টার। তিনি কিয়ৎকাল জন্য পেলমেল গেজেটের লেখক ছিলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সময় এবং তৎপরেও ইলাষ্ট্রেট লণ্ডন নিউসের সিমসন সাহেব। তিনি বরাবরপত্রিকার জন্য নক্সা লয়েন। দক্ষিণ কিংষ্টন যাদুঘরের একজন স্বর্ণপদকধারী, এবং চিত্র বিদ্যার জন্য রয়াল্ একাডেমির প্রধান ছাত্র জনসন সাহেব গ্রাফিক পত্রের একজন বিশেষ নিল্লকার।

বিখ্যাত রয়াল বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের পুত্র হরসলীও গ্রাফিক পত্রের এক জন বিশেষ চিত্রকর রূপে ভারতে আসিয়াছেন।

ডেলী নিউসের আর্কিবোল্ড ফরবিষ সাহেব সাতিশয় সুলেখক। ফরাসি জার্ম্মনি যুদ্ধ সময় যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে এক জন পীড়িত সৈন্যকে স্থানান্তরিত করিয়া ইনি অদ্ভুত সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদি সিবিলিয়ান না হইয়া একজন সেনা হইতেন, এবং ইংরেজি যুদ্ধ হইত, নিশ্চয় বিক্টোরিয়া ক্রশ প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই। ডেলি নিউসের সংবাদস্তম্ভে আসাণ্টি যুদ্ধ নিবারণার্থ কুমাসি পর্য্যন্ত যাত্রাকরণ সম্বন্ধে ইনিই ইঙ্গিত করেন।

ষ্টাণ্ডার্ডের বিশেষ সংবাদ দাতা জর্জ হেণ্টি সাহেব ১৮৫০ সালের বেটাকান যুদ্ধ সময় যখন গেরিবল্ডির সহিত লিপ্যাদি দ্বারা সংবাদ প্রদান করিতেন, তখন তাঁহার নাম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়। তদবধি তিনি বিশেষ সংবাদ দাতারূপে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন; এবং এসাণ্টি ও আবিসিনিয়ায় সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেন।

লি টেম্পেশের বিশেষ সংবাদ দাতা ডিকরটোণী সাহেব, যখন যুবরাজের ভ্রমণ তত্ত্বানুসন্ধান এবং ভারতে শুভাগমন বিষয়ে নিযুক্ত হইলেন, তৎকালে স্পেনেতে ডন চার্লস সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণে নিযুক্ত ছিলেন।

ডেলী টেলিগ্রাফের বিশেষ সংবাদ দাতা ডুগ সাহেব। তাঁহার অসীম ক্ষমতা ও অজস্র পরিশ্রমে গে সাহেব অত্যল্পকাল মধ্যে ডেলী টেলিগ্রাফের এক জন বিশ্বাসী কার্য্যাক্ষম কর্ম্মচারী হইয়াছেন।

বেরন রুটারের কর্ত্তৃত্ব অধীনে সুবিখ্যাত টেলিগ্রাফ এজেন্সির এক জন প্রতিনিধি উইলিয়ম সাহেব।

কাউণ্ট ডি, এ, বিলার, ফ্রান্স ফুইংকলমের সঙ্গে ইজিপ্ট প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছেন।

ইকোর বিশেষ সংবাদ দাতা, পূর্ব্বে যুবরাজের দশম হুসার সৈন্যদল ভুক্ত ছিলেন, অধুনা সেনাদলের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। ফরাসি, জর্ম্মান সমর সময়ে ডেলি টেলিগ্রাফের একজন সংবাদ দাতা ছিলেন। এবং তদবধি স্পেন যুদ্ধ বর্ণনা বিষয়ে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

✓চীনদেশে অহিফেণ ব্যবসায়।

বাণিজ্য ব্যবসায়ে ইংরাজ জাতির সমকক্ষ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই। কেবল বাণিজ্য উন্নতি লক্ষ্য করিয়া দেশান্তরে যাইয়া এই জাতি অনেক স্থলে আপনাদিগের অধিকারের সৃষ্টিসাধন করিয়াছেন। অর্থ, বণিক জাতির চির-উপাস্য। অপরের নিকট হইতে অর্থ দোহন করিবার সময় ইঁহারা ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। ইংরাজ যদিও এক্ষণে রাজপদে সমাসীন হইয়া সর্ব্বত্র আপনাদিগের সিংহ লাঞ্ছিত পতাকা উড্ডীন করিতেছেন, তথাপি বণিগ্‌বৃত্তির চির সহচর অর্থ ও লাভের আশা ইঁহারা অদ্যাপি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, “রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ” কিন্তু বাণিজ্যের লোভে পড়াতে ইংরাজ রাজের ‘প্রকৃতিরঞ্জন’ একটী ব্যপদেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক মদের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ইংরাজরাজ ভারতবর্ষকে উৎসন্ন করিতেছেন, ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে অমনি অর্থনীতিশাস্ত্রের এক পরিচ্ছেদ তুলিয়া মুখ বন্ধন করা হইয়া থাকে। ইহা কি প্রজারঞ্জনের পরিচায়ক? এতদ্দ্বারা কি ‘রাজা’ শব্দের অন্বর্থতা সাধিত হইয়া থাকে? কেবল ভারতবর্ষে কেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য স্থানেও ঈদৃশ জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদিগের কলঙ্কের ডালি পূর্ণ করিতেছেন। তন্মধ্যে চীনদেশে অহিফেণ সর্ব্ব প্রধান। আমরা অদ্য এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া দুই একটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট সাতিশয় ন্যায় বিগর্হিত পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চীনদেশে অহিফেণের ব্যবসায় করিতেছেন। সম্প্রতি ইহার উপর অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অনেকে ইংলণ্ডের এই অর্থগৃধ্নুতার প্রতিকূলে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। আমাদিগের অন্যতম সহযোগী ইংলিশমানের তাহা অসহনীয় হইয়াছে। তিনি এই প্রতিকূল মতাবলম্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিলক্ষণরূপে আপনার উপহাসপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চীন গবর্ণমেণ্টের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে, চীনদেশে অহিফেণের ব্যবসায় করিতেছেন, তাহা ইংলিশমানের নিকট দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত নহে। তাঁহার মতে চীনদেশে পূর্ব্বেও অহিফেণের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তথায় উক্ত দ্রব্যের আমদানি করণ ন্যায়-বিগর্হিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না। ইংলিশমানের এই সূক্ষ্ম বিচার আমাদিগকে একান্ত বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে। একজন স্বাধীন রাজার অমতে তদীয় রাজ্যে কোন ব্যবসায় করা যে ন্যায়বিগর্হিত নহে, ইংলিশমানের প্রসাদে তাহা আমরা এই প্রথম শুনিলাম। চীন গবর্ণমেণ্ট যখন স্পষ্টাক্ষরে অহিফেণ ব্যবহারের নিষেধ করিতেছেন, তখন সেই রাজ্যে অহিফেণের ব্যবসা করা কি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্পর্দ্ধী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উচিত হইতেছে? একজন দেশাধিপতি স্বীয় প্রজাদিগকে মাদক সেবন জন্য রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য দেখিয়া তাহার ব্যবহারের নিষেধ বিধি প্রচার করিতেছেন, পক্ষান্তরে এক দল বৈদেশিক আসিয়া ছলে বলে ও কৌশলে সেই বিষ তাহাদিগের শরীরে প্রবেশিত করিতেছে, এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার কি সভ্যতার অনুমোদিত? আমরা দুঃখিত হইতেছি, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কেবল অর্থের মোহিনীমায়ায় বশীভূত হইয়া অতীত সাক্ষী ইতিহাসের নিকট অপদস্থ হইতে বসিয়াছেন। কৌশল পূর্ব্বক একজন মণ্ডলাধিপতি সম্রাটের প্রজাদিগকে হীনবীর্য্য করা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই; বণিগ্‌বৃত্তিধারী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পদে পদে এই পাপ সঞ্চয় করিতেছেন। ভবিষ্যবংশীয়গণ এতন্নিবন্ধন তাঁহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে এই অহিফেণ ব্যবসায় সম্বন্ধে একটি কমিটি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। যিনি এতদ্বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, কমিটী তাঁহাকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি, এই অবসরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই দূষণীয় বাণিজ্য-প্রিয়তা অন্তর্হিত হইবে।

দৈবজ্ঞগণের প্রলাপ।

দৈবজ্ঞ শ্রেষ্ঠ—পূর্ব্বে ভারতে রাজগণের প্রসাদে আমাদের যথেষ্ট লাভ ছিল। আমাদিগের পরামর্শ ভিন্ন তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতেন না। কোন স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিতে হইলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা গণক আনাইয়া শুভদিনে শুভ লগ্নে যাত্রা করিতেন। সেকালে আমাদের কত সম্মান ছিল। এখন আমাদের দোষেই সকল অন্তর্হিত হইল। ইদানী অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের চেলাগণ অতি প্রবঞ্চক, ও প্রতারক। এই দেখ যুবরাজ আসিতেছেন, আমাদের লাভ কি? তেলি, মালী, কাহার, বেহারা, সকলের লাভ হইল, আমাদের কিছু হইল না। কোথা হইতে হইবে? যুবরাজ সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতেছেন, দিন, ক্ষণ, কিছুই মানিতেছেন না। সাধারণীতে “যুবরাজ পঞ্জী” দেখিয়া আহ্লাদে নাচিয়া ছিলাম, পরে দেখি তা নয়। কি ভাবিলাম, কি হইল। ইহার পঞ্জী আতশবাজির পুঞ্জী। যাত্রার শুভাশুভ, তিথি নক্ষত্র কিছুই নাই। এ এক নূতন পঞ্জী। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) বর্ব্বর, একবার আমাদের পঞ্জিকা খানি খোল দেখি, ঠিক্ করিয়া গণনা কর। স্বভাবতঃ প্রতারণা পরিত্যাগ কর।

বর্ব্বর.—মহাশয় আমাদের শাস্ত্রানুসারে ঠিক কথা বলিতে গেলে, সকলে চটেন; সুতরাং মনোগত দুই একটা কথা বলিয়া মেয়ে ছেলেকে ভুলাইয়া এক খুঁচি চাউল, একটা পইতা, একটা পয়সা লই। যুবরাজ পণ্ডিত, ইহার কাছে প্রবঞ্চনা থাকিবে না। কিন্তু এই দেখুন, যখন ডিউক আসিলেন, তখন গণনায় কত অশুভ গণিলাম,—দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, গুহকুমারের রাজ্যচ্যুতি,

জলকষ্ট ইত্যাদি ; কৈ ? যথার্থ গণনায় ত কিছুই লাভ হইল না ; যদি বলিতাম ডিউক ভাবী রাজা হইবেন, তাহা হইলে বরং পইতা, পয়সা না হইয়া একটা সিলিংও পাইতে পারিতাম।

দৈবজ্ঞ শ্রেষ্ঠ—ওরে বর্ব্বর—অস্মদাদির গণনা তখন মুদ্রিত হয় নাই। এবার "নবযুবরাজ পঞ্জী" নামে এক খানা সংবাদপত্র প্রচার করিব, তাহা হইলে যুবরাজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিবেন। ইংরেজিতে হইলেই উত্তম হইত ; বাঙ্গালা কাগজ পত্র বড় দেখেন না। তবে এলিস্ সাহেব হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা,—তিনি যা করেন; কেমন রে বর্ব্বর ! চুপ করিয়া কেন রহিলি ? এই ত সময়। ভণ্ড ! তুমি, অবাক্ হইয়া রহিয়াছ কেন ?

ভণ্ড—লাভের ত সীমা নাই আবার সংবাদপত্র ? গ্রাহক হবে কে ? (ক্ষণেক তুষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া) আপনি গুরু, আপনার বচন শিরোধার্য্য। তবে অনুমতি হয় ত গণনা করি। এখন কেবল মোটামুটি ছুই একটা দেখা যাউক।

বর্ব্বর—তুই চুপ্ কর্, অগ্রে আমার গুণ প্রকাশ করি। চামুণ্ডকি ! চামুণ্ডকি ! খাবেন কি ? খাও অপক্ক রম্ভা। যুবরাজের জলপথে যাত্রায় বিঘ্ন নাই। শকটবাহনে বিঘ্ন ; প্রাণ ভয় নাস্তি। মরা ! মরা ! মরা ! চতুর্থ ডিসেম্বর শনিবার বারবেলা বারদোষ, বৃহস্পতি সহায় ছিলেন ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত ভিন্ন প্রাণের হানি হয় নাই। বিপদে মধুসূদন ! রক্ষ কর মা ! প্রচণ্ড বায়ু —গত শনিবার বারদোষ থাকুক, বারবেলান্তে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন শুভ লক্ষণ বটে।

বর্ব্বর—তোমার কর্ম্ম নয়। খগা, খগা, খগা, খা মরিচের আগা। বৃহস্পতিবার রাজকুমার রাজধানীতে অবতীর্ণ হইবেন। একাদশী, ২৪ দণ্ড পরে বারবেলা। রাম ! রাম ! হরে রাম। ২৪ দণ্ড গতে অবতীর্ণ হইলে অমঙ্গল সন্দেহ নাই। বোধ হয়, তাহার পূর্ব্বাহ্নেই হইবে। শুভ শুভ শুভ; বরুণং—বরুণং এবার জলকষ্ট। এবার স্বয়ং লক্ষ্মী বিরাজ করিবেন। রপ্তানি না হইলে তণ্ডুল মণং এক মুদ্রা সম্ভাবনা। শক্রং শক্রং মহাশক্রং —প্রধান সচিব—রপ্তানি ছাড়িবেন না।

দৈবজ্ঞ শ্রেষ্ঠ—বর্ব্বর আমার চসমা কই ? দেও দেখি,কন্যা,তুলা,ধনু—পৌষ মাস—মরণং ধ্রুব,বৃহস্পতিবার স্বাতিকা নক্ষত্র মন্দ নয়, কোন পতাকী নাই, খনার বচনে যাত্রায় ক্ষতি নাই—উঠে বসে খায়,—মন চলেত যায়—রাজকুমার যেখানে যাইবেন, সেই খানেই লাভ হইবে। কেন না বৃহস্পতি সহায় আছেন। শুক্রে নন্দা, বুধে ভদ্রা, জয়া মঙ্গল বাসরে, শনিরিক্তা গুরু পূর্ণা সিদ্ধিযোগ প্রকীর্ত্তিতঃ। রাজকুমারের সর্ব্বত্র মঙ্গলং।

অতিথি বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈবচ অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ। যুবরাজের আগমে ভারতের মঙ্গলামঙ্গল উভয় দেখিতে পাই—জাম, জাম, কি হইল, জাম জাম কেন দেখিতে পাই ?—কাল জাম, না শাদা জাম,—হাঁহাঁ নিজাম। নিজাম বোধ হয়, কোন ভারতের রাজা, ইহার অমঙ্গলের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জয়কালী জয়কালী—মার মার কাট কাট—মহা যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব। যদি কুল দেন কুলকুণ্ডলিনী, ভারত মাতার বড় বিভ্রাট,—অদ্য এই পর্য্যন্ত।

যুবরাজ পঞ্জী।

৮ই ডিসেম্বর।

অদ্য বৈকালে যুবরাজ নারিকেল তৈলের কল দেখিতে গমন করেন। সেখানে তামিল পরিশ্রমীদিগের অবস্থা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হন। তৎপরে আরও কয়েকটী কারখানা দর্শন করেন এবং অবশেষে ওয়াল সাহেবের কারখানায় যান। কলম্ব বন্দরের পত্তন প্রস্তর যুবরাজ কর্ত্তৃক প্রোথিত হয়।

৯ই ডিসেম্বর।

অদ্য সর কুমার স্বামী ও অন্যান্য তামিল সর্দ্দারগণ যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। একটি অভিনন্দন পত্র পঠিত হয়, এবং ওয়েল্স্ রাজবধূর জন্য বহুমূল্য জহরৎ দেওয়া হয়। ইহাতে যুবরাজ বড় সন্তুষ্ট হয়েন। যুবরাজ রুসিলেট কৃত "ভারত রাজগণ" পুস্তক কুমার স্বামীকে প্রদান করেন।

১০ই ডিসেম্বর।

অদ্য প্রাতে নয়টার সময় যুবরাজ টিউটীকোরিনে উপস্থিত হন। জমিদার ও সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক একটী অভিনন্দন পঠিত হয়। বেলা ১০টার সময় যুবরাজ মাদুরায় যাত্রা করেন।

১১ই ডিসেম্বর।

ত্রিচানপল্লীতে যুবরাজ শনিবার প্রাতে আগমন করেন। তিনি ফিল্ডমার্স্যাল পরিচ্ছদে ছিলেন। জজের গৃহে যাইবার সময় তাঁহাকে ঘোড়া গাড়িতে উঠিতে বলা হয়, কিন্তু যুবরাজ তাহাতে অস্বীকৃত হন। তাঞ্জোরের রাণী ওয়েল্স্ বধূর জন্য বহু-মূল্য জহরৎ দেন। শ্রীরঙ্গমে মন্দিরাদি দর্শন করেন। রাত্রি ১০টার সময় যুবরাজ স্বয়ং নাচিতে আরম্ভ করেন।

১২ই ডিসেম্বর।

অদ্য যুবরাজ ধর্ম্মালয়ে গমন করেন, কিন্তু সাধারণ সমক্ষে আর বহির্গত হন নাই।

১৩ই ডিসেম্বর।

যুবরাজ অদ্য প্রাতে মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। রেলওয়ে ষ্টেসনে তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, বিজয়নগর ও আরকটের রাজা কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন। মিউনিসিপাল অভিনন্দন ঐস্থলে পঠিত হয়। যুবরাজ তদুত্তরে বলেন যে, তিনি তাঁহার অভ্যর্থনায় যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

তৎপরে গবর্ণরের গৃহাভিমুখে সমারোহে গমন করেন। রাস্তায় লোকের অত্যন্ত ভিড় হয়। ১৪,০০০ বালক "পরমেশ্বর যুবরাজকে সুখী করুন" এই গানটী গাইয়াছিল। বেলা ১টার সময় যুবরাজ একটি বৃহৎ দরবারে বসেন। রাত্রে একটী বৃহৎ ভোজ ও তৎপরে বাজি পুড়িতে থাকে।

১৪ই ডিসেম্বর।

অদ্য যুবরাজ গুইণ্ডি বাগানে নির্জ্জনে থাকেন, কারণ এই দিবসে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

১৫ই ডিসেম্বর।

প্রাতে গুইণ্ডি পার্কে ঘোড় দৌড় হয়। তৎপরে যুবরাজ শকটারোহণে গবর্ণরের বাটীতে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অভিনন্দনটী এই সময়ে পঠিত হয়। বেলা সাড়ে চারিটার সময় যুবরাজ ত্রিবাঙ্কুর রাজভবনে গমন করেন। তৎপরে যুবরাজ বন্দরস্থ বৃহৎ কারখানা দর্শনার্থ গমন করেন। রাস্তায় বিস্তর লোকের সমাগম হয়। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় আতসবাজি হয়। যুবরাজের বাষ্পীয়পোত 'সিরাপিস' অদ্য মান্দ্রাজ বন্দরে উপস্থিত হয়। সহরের আলোর বন্দোবস্ত বড় ভাল হয় নাই।

১৬ই ডিসেম্বর।

অদ্য যুবরাজ কোচিন ও আরকটের রাজার আবাসে গমন করেন। গবর্ণর একটী বাগানে ভোজ দেন। যুবরাজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অদ্য রাত্রে একটী বৃহৎ সরকারী খানা হয়। মান্দ্রাজ ক্লবে যুবরাজের সম্মানার্থ বিবিদিগের নাচ হয়। ৭০০ লোক নিমন্ত্রিত হন। বাঙ্গালোরের বাজি দেখিতে যুবরাজ গমন করেন নাই, কারণ প্রচণ্ড বাতাসের জন্য বাজি কিছুই হয় নাই।

১৭ই ডিসেম্বর।

অদ্য যুবরাজ বালকদিগের সমবেতস্থলে গমন করেন। সর্ব্বজাতীয় অন্যূন ১৪,০০০ বালক উপস্থিত ছিল। তৎপরে সৈনিকদিগের যুদ্ধসজ্জা দেখেন, এবং সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত একত্র ভোজনাদি করেন। অদ্যকার আলো বড় উত্তম হয়। রাত্রি দুই প্রহরের সময় যুবরাজ বযাপুর ষ্টেসনে বৃহৎ সমারোহে গমন করেন। রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত সেখানে নাচ, তামাসা হয়।

১৮ই ডিসেম্বর।

অদ্য বেলা ৩টার সময় সিরাপিস কলিকাতার জন্য যাত্রা করে।

সংবাদ।

প্রায় তিন মাস হইতে হুগলি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্র গণের পুস্তক চুরি যাইতেছিল; ৭।৮ দিন হইল ঐ চুরির বৃদ্ধি হওয়ায় হুগলি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পণ্ডিতকে উহার অনুসন্ধানের ভার দেন, তিনি চুঁচুড়ার টাউন গার্ডের সব্ইন্স্পেক্টর বাবু পূর্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐ বিষয় জানান, তাহাতে সব্ইন্স্পেক্টরবাবু অনুসন্ধান করিয়া চুঁচুড়ার খড়ুয়া বাজারে দুর্গা চরণ চন্দ্র ও হারাণ চন্দ্র নিয়োগী নামক দুই জন কেতাবওয়ালার দোকান হইতে বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা চোরা পুস্তক বাহির করেন। দোকানদারদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহে যে, ক্ষেত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন পুলিস কনষ্টেবলের নিকট আমরা এই সকল পুস্তক ক্রয় করিয়াছি। তাহাতে ঐ ক্ষেত্র ধৃত হইয়া আপন অপরাধ স্বীকার করিলে পর, সব্ইনস্পেক্টর বাবু উহাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেওয়ায় শ্রীযুক্ত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিয়ার্স সাহেবের বিচারে অপরাধীর ২০ বেত ও ৫ টাকা জরীমানা হইয়াছে। কেবল সব্ইন্স্পেক্টর পূর্ণবাবুর কৌশলেই এই চুরির কিনারা হইয়াছে।

গত বুধবার কলিকাতা দাওরার বিচারে কাপ্তেন এবট সাহেব "যমুনা" নামক জাহাজের জিয়া আর নামক খালাসীকে মারপিঠ করিয়া হত্যাকরণের অপরাধ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। কৌন্সলি ব্রাণ্সন্ ও মিলার সাহেব ইহাঁর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

আমরা অবগত হইলাম যে, যুবরাজের দর্শন জন্য যে সমস্ত রাজারা কলিকাতায় আগমন করিতেছেন, তাঁহাদিগের বাসের জন্য নিম্নলিখিত স্থান সকল স্থির হইয়াছে ; কাশ্মীরের মহারাজা ২নং ওল্ড বালীগঞ্জ রোড, হলকারের মহারাজা ১নং লিটেল রসেল ষ্ট্রীট, সিন্ধিয়ার মহারাজা ৫নং আলিপুর, জয়পুরের মহারাজা ২২নং সাউথ সারকিউলার রোড, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ৮নং হারিংটন ষ্ট্রীট, যোধপুরের মহারাজা ৯নং মিডেল্টন ষ্ট্রীট, পাতিয়ালার মহারাজা ২নং মিডেল্টন ষ্ট্রীট, রেওয়ার মহারাজা ১১নং গার্ডেন রিচ, সারদালার জং ১৯নং বালিগঞ্জ, ভূপালের বেগম ২৩নং সারকিউলার গারডেন রিচ রোড, ঝিন্দের মহারাজা ১৩নং ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট, জহােরব মহারাজা ২৮নং বালিগঞ্জ, নেপালের রাজদূত ৫৭নং ডায়ামণ্ড হারবার রোড, ব্রহ্মদেশীয় রাজদূত ২নং রয়েড ষ্ট্রীট, বর্দ্ধমানের মহারাজা ৩নং রয়েড ষ্ট্রীট।

মহেন্দ্রনাথ সর্দ্দী নামে মেডিকেল কালেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একটী ছাত্র একদিন হাঁসপাতালের উত্তরদিকের দরজা দিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হাঁসপাতালের একটী ধাত্রী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ধাক্কা দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া কবাট বন্ধ করিয়া দিল। ছাত্রটী এই রূপে অপমানিত হইয়া "হাউস সার্জনের" নিকট ধাত্রীর নামে নালিশ করেন। 'হাউস সার্জন' ধাত্রীকে হাসিতে হাসিতে যাইয়া বলিলেন, তোমার নামে এক নালিশ হইয়াছে। ধাত্রী বলিল উত্তরদিকের দরজা দিয়া অত্যন্ত বাতাস আইসে, সেই জন্য উহাকে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল! "হাউস সার্জন" ধাত্রীকে কিছু না বলিয়া ঐ ছাত্রকে

বলিলেন" তোমাকে ৩০ পাতা বই কাপি করিতে হইবে। যদি না কর, তাহা হইলে প্রিন্সিপালের নিকট রিপোর্ট করিব। তোমার ইহাই শাস্তি হইল। তুমি কেন ও দরজা দিয়া যাইতেছিলে?" ছাত্রটী হাউস সার্জনের এই বিচারে হতবুদ্ধি হইয়া প্রিন্সিপালের নিকট দরখাস্ত করেন। প্রিন্সিপাল তাহার দণ্ড আরও গুরুতর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে একশত পৃষ্ঠা কাপি করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

ভীমাচার্য্য ঝালক নামে বোম্বাই নগরের এল্‌ফিনিস্‌টোন কালেজের সংস্কৃতাধ্যাপক "ন্যায়কোষ" প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাদের ভট্টাচার্য্যেরা কেবল চাল কলার জন্যই ব্যস্ত।

নওয়াখালি জেলার অন্তর্গত বেগমগঞ্জের অধীন ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী সমুদয় পল্লীতে ওলাউঠা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভব হইয়াছ। অনেক পল্লী লোকশূন্য হইয়াছে।

কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের মত এই যে, যদিও বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালীদিগকে সমাজে পুনগ্রহণ করিলে আর্য্য ধর্ম্মের আংশিক ক্ষতি হয়, তথাপি দেশকাল প্রভৃতির ভাব পর্য্যালোচনা করিলে ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে যে, কালের গতিরোধ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। আবার ইহার উপর যখন দেখা যাইতেছে যে, বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিপাত হয় না, তখন বহুসংখ্যক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত করিয়া সমাজের অঙ্গহানি করিয়া বিশেষ ইষ্ট কি? এই সংস্কার অনুসারে রাজা বাহাদুর মধ্যে একবার, বিলাত প্রত্যাগত বাবু মন্মথনাথ মল্লিককে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে এতদিন পর্য্যন্ত উহা কার্য্যে ঘটিয়া উঠে নাই। রাজা বাহাদুর এতদিনের পর তাঁহার চির-সঞ্চিত অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। দুই তিন দিন গত হইল, কলিকাতার চোরবাগান নিবাসী বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে উঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমবেত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে মন্মথবাবুকে সমাজে পুনগ্রহণ করিয়াছেন।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ড একটী সুড়ঙ্গদ্বারা সংযুক্ত করিবার নিমিত্ত ইঞ্জিনিয়রগণ সমুদ্রের গর্ভ পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এ প্রকার সুড়ঙ্গ হইতে পারে। সমুদ্র গর্ভস্থিত ভূমি প্রস্তরময় ও কঠিন, অতএব সুড়ঙ্গ হইলে তাহার ছাদ ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। সুড়ঙ্গ মধ্যে যথেষ্ট বায়ু সঞ্চালিত হয়, এই নিমিত্ত ইঞ্জিনিয়রগণ চিন্তিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসী ইঞ্জিনিয়রগণ নলদ্বারা বায়ু আনয়ন করিবার সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে, রেলওয়ে হইবে। যাঁহারা পদব্রজে গমন করিবেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত, পৃথক একটী রাস্তা হইবে। এই সুড়ঙ্গটী সুয়েজের খাল অপেক্ষা ও আশ্চর্য্য পদার্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট নওয়াখালি জেলায় একটী উপবিভাগের সৃষ্টি করিতেছেন। এটী বড়ফেনি নদীর তীরে স্থাপিত হইল।

ডাক্তার বুলর কাশ্মীরে ২৫০ খানি হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ২০ খানি ভূর্জ্জপত্রে লিখিত। ঐ সকলের মধ্যে পৃথ্বীরাজচরিত (রাজপুত ইতিহাস) ও তিনখানি হর্ষচরিত আছে। ডাক্তার আরও প্রকাশ করিতেছেন যে, কাশ্মীর রাজ্য কলিযুগের ২৫ অব্দে অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের ৩০৭৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে সপ্তর্ষিগণ স্বর্গ গমন করিয়াছেন। কাশ্মীরীগণ দিন গণনা করিতে বরাবর শতক ভুলিয়া আসিতেছেন। ২৪ কলিযুগে কহ্লানাচার্য্য রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীর দেশের ঐতিহাসিক গ্রন্থ লেখেন। উহা ১০৭০ শকের সহিত মেলে। তাহা হইলে ৪২২৪ হইয়া দাঁড়ায়। এই অবিষ্কার করাতে অবন্তিবর্ম্মণ হইতে সকল রাজগণের রাজত্বকাল নির্ণয় হইতে পারিবে। শ্রীনগর হইতে ডাক্তর জম্মুতে যাইবেন। তথায় মহারাজার পুস্তকালয়ে ৩০০০ খণ্ড গ্রন্থ আছে। তথা হইতে দিল্লী। এই খানে তিনি অনেকগুলি দিগম্বর জৈনদিগের হস্ত লিখিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দিল্লী হইতে তিনি জয়পুর, আজমীর, মিরট, উজ্জয়িনী ও ধাররাজ্যে গমন করিবেন।

বর্ম্মিঙহামে এক সপ্তাহে সর্ব্ব রকমে কত দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার হিসাব ১৪০০০০০০ পেন, ৬০০০ বিছানার ফ্রেম, ৭০০০ বন্দুক, ৩০০০০০০০০ প্রেক, ১০০০০০০০০ বোতাম, ১০০০০ ঘোড়ার সাজ, ৫০০০০০০ তাম্র মুদ্রা, ২০০০০ জোড়া চস্‌মা, ১৬৮ মন কাগজের জিনিষ, ৩০০০০০ টাকা মূল্যের রত্নালঙ্কার, ৪০০০০ মাইল পরিমিত লৌহ ও ইস্পাতের তার, ২৮০ মণ আল্‌পিন, ১৪০ মণ চুলের কাঁটা প্রভৃতি, ১৩০০০০ গ্রোস কাষ্ঠের স্ক্রু, ১৪ হাজার মণ তার, ১১২০ মন জর্ম্মণ রৌপ্য, ১১২০ মন পরিষ্কৃত ধাতু। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

ভারতমিহির লিখিয়াছেন;—

"বাবু শ্রীনাথ দত্ত বহুকাল কৃষি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি বিদেশে থাকিয়াই পত্র লিখিয়াছিলেন, স্বদেশে আসিয়া তৈল এবং চিনির কারখানা করিবেন। আমরাও তাঁহার এই প্রস্তাবে বিশেষ অনুমোদন করি। পূর্ব্ববঙ্গ কৃষি প্রধান স্থান। যাঁহারা স্বদেশের হিত সাধনে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের মনে রাখা আবশ্যক, কৃষি এবং বাণিজ্যের আধিক্য ভিন্ন বঙ্গের উন্নতি সুদূরপরাহত। আমারা পূর্ব্ব বঙ্গবাসী শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদিগকে বিশেষ অনুরোধ করি, তাঁহারা এই সময়ে শ্রীনাথ বাবুর সহায়তা করুন; শ্রীনাথ বাবু সুশিক্ষিত, তাঁহা হইতে অনেক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

অযোধ্যায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৫৫, ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৬০০০০, তন্মধ্যে ৫০০০০ ইংরেজি শিক্ষা করে, ৩৩০০০ হাজারের উপরে উর্দ্দু, ২৫০০০ উপরে হিন্দি, ১০০০ হাজারের উপরে আরবি এবং মাত্র দুই শত লোক সংস্কৃত শিক্ষা করে! বশিষ্ঠ বাল্মীকির প্রিয় ভূমি অযোধ্যায় দেব ভাষা সংস্কৃত বিলুপ্ত প্রায় দেখা যাইতেছে। এরূপ হইবার কারণ আছে। আজ কাল অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য। সংস্কৃত আর এইক্ষণ অর্থকরী ভাষা নয়। আবার এইক্ষণকার শিক্ষা বহু ব্যয়-সাধ্য, প্রাণ পণে ব্যয় ভার বহন করিয়া শেষ কালে অনাহারে মরিতে কাহার ইচ্ছা করে? শিক্ষা বিভাগ ও দেশীয় ভাষার উপর গবর্ণমেণ্টের হতাদরই এই শোচনীয় অবস্থার মূল কারণ। ইয়োরোপে সুইজারলণ্ড প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে যত্ন ও ব্যয় হয়, ভারতবর্ষে তাহার শত ভাগের এক ভাগও নহে; অথচ এদেশে এডুকেশন সম্বন্ধে কষ্ট কার্পণ্য ঘুচিতেছেনা।

লর্ড ডেলহৌসি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু ডেলহৌসির প্রেতাত্মা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিল না। পঞ্জাব, অযোধ্যা, সেতারা, পেগুও ঝান্‌সিরাজ্য দেশীয় সম্রাট্‌ সকল হইতে কাড়িয়া লইয়া ডেলহৌসি ন্যায়ের পূজনীয় নামে, ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া ছিলেন। ডেলহৌসির এই সকল কার্য্যে ন্যায় ছিল না, ন্যায়ের কলঙ্ক রেখা ছিল। কিন্তু মালয় রাজ্য সম্বন্ধে ভারতীয় দ্বীপ সমূহের গবর্ণর জরবিস সাহেব যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহা যে কেবল ন্যায় বিরুদ্ধ তাহা নহে; পরাক্রমের অত্যাচার যাহা করিতে সঙ্কুচিত হয়, জারবিস সাহেব মন্ত্রী সভায় উপবেশন করিয়া ন্যায়ের নামে তাহা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

ইটালি দেশে দ্রব্যাদি নিলাম করিবার এক চমৎকার প্রথা প্রচলিত আছে। একটী ফ্রেমের মধ্যে একটী মোমবাতি জ্বালাইয়া দেয়, সে বাতি এত সূক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র যে তাহা তিন মিনিটের অধিক কাল জ্বলেনা। যাহাতে বাহিরের বাতাসে অথবা অন্য কোন প্রকারে বাতি নিবিয়া না যায়, এজন্য তাহা একটী কাচের পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়। কোন দ্রব্যের জন্য কেহ ডাকিলে, ইহার একটী বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। যখন দ্বিতীয় বার ডাক হয়, তখন আর একটী বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী ডাকিলে একটী বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু যদি তাহার উপরে আর কেহই না ডাকে, এবং বাতি জ্বলিয়া আপনা আপনি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তখন সে দ্রব্যের নিলামও শেষ হয়।

আমেরিকা নিবাসী আইজাক সিঙ্গার নামক একজন কোটা ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তিনি ২৮০০০০০০ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান. তিনি ছয় বিবাহ করেন এবং তাহার ২৪টি সন্তান; তাহার ২২টি জীবিত আছে। তাঁহার প্রথম স্ত্রী তাঁহার সহিত দশ বৎসর সহবাস করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বামী অন্য এক রমণীর প্রতি আসক্ত। এই জন্য তিনি আইনের সাহায্যে স্বামী হইতে পৃথক হইলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তিনি পুত্রকে ১০০০০ টাকা আর কন্যাকে ২০০০০ টাকা দিয়া যান। তিনি পুনরায় বিবাহ করিলেন, প্রথম স্ত্রীর ন্যায় দ্বিতীয় স্ত্রীও জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বামী অন্য এক রমণীর প্রেমে মুগ্ধ, তখন তিনিও পৃথক্ হইলেন। যে স্ত্রী হইতে পৃথক্ হওয়া যায়, সে স্ত্রী জীবিত থাকিতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিয়ে পাগলা আইজাক সিঙ্গার আইনের বিরুদ্ধেই পুনরায় বিবাহ করে এবং অবশেষে সকল আমেরিকা পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যান। সেখানে গিয়া পুনরায় বিবাহ করে। তাহার শেষ স্ত্রীকে এবং তাঁহার সন্তানদিগকে সে ২০০০০০০ টাকা দিয়া যায়, এখন তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী এই বলিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন যে, যখন আমার স্বামী আমি জীবিত থাকিতেই বিবাহ করিয়াছেন, তখন আইন অনুসারে সে সকল বিবাহই অসিদ্ধ। স্ত্রীরাও আইন সঙ্গত স্ত্রী নহে। কাজে কাজেই তাহাদের গর্ভজাত সকল সন্তানই জারজ এবং এই জন্য মৃত সিঙ্গার সাহেবের সমস্ত সম্পত্তির আমিই উত্তরাধিকারিণী। আমেরিকায় ও ইংলণ্ডের উকিল ও ব্যারিষ্টার জায়াদের এইবার পোহাবারো।

গয়ার কানুনগো বাবু যদুনাথ সরকার গয়া জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদের ২য় শ্রেঃ সব্ ডেঃ কলেক্টরের পদে কিছু দিনের নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার অন্তর্গত বাড়ের সব্ ডেঃ কলেঃ বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র গয়ার এং ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ নিযুক্ত হইলেন।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সব্ ডেঃ কলেঃ বাবু শশিশেখর দত্ত ফরিদপুরের ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেক্টরের পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

১ম শ্রেঃ কানুনগো বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাঁওতাল পরগণার বন্দোবস্তি সব ডেঃ কলেঃ হইলেন।

হুগলি ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুরে বদলি হইলেন।

বাবু রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের নিমিত্ত বেগুসরাইয়ের সব ডেঃ কলেঃ নিযুক্ত হইলেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার হাজারিবাগের এং মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

মফস্বল।

বর্দ্ধমান।

এখানকার পোষ্টাল বিভাগে অত্যন্ত গোলযোগ হইতেছে; অনেকে পত্রাদি অত্যন্ত অনিয়মিত সময়ে প্রাপ্ত হইতেছেন; এমন কি পত্র হইতে টিকিট তুলিয়া লইয়া পুনরায় বেয়ারিং চার্জ্জ করা হইয়াছে, এরূপ ঘটনা অনেকের পক্ষে ঘটিয়াছে; কিন্তু এসকল কার্য্য এখান হইতে হয়, কি প্রেরিত স্থান হইতে হয়, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারিনা। ইতি পূর্ব্বে আমরা সাধারণী প্রতি মঙ্গল বারে পাইতাম (কিছু দিবসের নিমিত্ত বুধবারেও পাইয়াছিলাম) কিন্তু সাগরম হইতে বৃহস্পতি বারে প্রাপ্ত হইতেছি, এ বিষয়ের নিমিত্ত পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করা হইতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন ফল দৃষ্টি গোচর হইতেছেনা। ভরসা করি, তাঁহারা শীঘ্রই সাধারণের এই দুঃখ মোচন করিবেন।

বর্দ্ধমানাধিপতি ২১ শে ডিসেম্বর তারিখে যুবরাজ দর্শনার্থ কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত দুই জন এডিকং এবং দুই জন বডিগার্ড আসিয়াছিলেন। শুনিতেছি, তিনি নাকি স্বাধীন রাজদিগের সহিত আসন প্রাপ্ত হইবেন।

বিগত ১৭ ই ডিসেম্বর শুক্রবার কাশ্মীর পতির এই নগরীতে শুভাগমন হইয়াছিল। বর্দ্ধমানাধিপতি অতি সমাদরে তাঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া যান, তাহার পর দিবস প্রত্যূষে তিনি কলিকাতা যাত্রা করেন।

বর্দ্ধমান হইতে সদর কোর্ট হইয়া কাটোয়া যাইবার যে একটী পথ আছে, তাহা অতি কদর্য্য; অতএব এখন যে সকল স্থানের রোডসেস টাকা আদায় হইল, তখন পথটী মেরামত করা হয়না কেন? ভরসা করি মিউনিসিপালের কর্ত্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ে যত্নশীল হইবেন।

চৌকি থানার অধীন সিঙ্গা গ্রামে অগ্নিদাহ ভয় হইয়াছে। সিকারী মহাশয়েরা কোথায়?

ঢাকা।

গত ২৬ শে অগ্রহায়ণ কাশীমপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসাদ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে আড়ম্বর লক্ষ হয় নাই। বাজির আগুনে একখানা খড় গৃহ দাহ হইয়াছে, কিন্তু অনেক বরযাত্রের অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারে অনেকেরই হৃদয় দগ্ধ করিয়াছে। ধন্য কৌলীন্য মাহাত্ম্য!

ঢাকার রজনীকান্ত কোম্পানির দোকান হইতে যে ব্যক্তি জুয়াচুরি করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি শ্রীঘরে প্রেরিত হইয়াছেন। এই মহাত্মা ক্যানেষ্টারীর নকল নবীশ এবং ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্ব বঙ্গ রঙ্গালয়ের একজন অভিনেতা ছিলেন। তবে না বলে, অভিনয়ে চরিত্র শোধন হয়!

জয়দেবপুরের ডাক শ্রীহট্ট হোসেনপুরের সঙ্গে বদল চলিতেছে। আবার ৫।৬ দিন না হইলে সেই বদলী ডাক পাওয়া যায় না। ইহাতে যে লোকের কত অনিষ্ট হয়, তাহা কি পোষ্টাফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ বুঝিবেন?

ভারত-উচ্ছ্বাস!

শ্রীনবীন চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, কলিকাতা ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

ভারতভিক্ষার ন্যায় ভারত উচ্ছ্বাসও আমরা সাধারণীতে প্রকাশ করিলাম।

"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"

১। গাইছে পশ্চিমে, পূরবে, দক্ষিণে,
ভারতসাগর আনন্দে তরল;
নাচিয়া নাচিয়া নাজিয়া অসীমে,
দেয় করতালি তরঙ্গ চঞ্চল।
চলাচলি করি লহরে লহরে
সুখ সমাচার কহিছে বেলায়;
রাজ-প্রতীক্ষায় আনন্দ-অন্তরে,
সাজে তীর দীর্ঘ হীরকমালায়।

২। "জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
গাইয়া আনন্দে মলয় অচল,
শোভিছে সিন্ধুর আনন্দ ভারতী,
উড়ায়ে আকাশে, সমীরে চঞ্চল
সুচারু কুসুম-পল্লব—কেতন।
সুগন্ধসহ আনন্দের ধ্বনি
মলয় অনিল, করিছে বহন;
নাচে স্বর্ণ লঙ্কা সাগরবাসিনী।

৩। "জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
শৈলকর মালা তুলিয়া আকাশে,
প্রতিধ্বনি করি, প্রাচি-অধিপতি,
মহানন্দে 'করমণ্ডল' সম্ভাষে।
সুদূর প্রাচীতে সিত পূর্ণিমাতে
পূর্ণচন্দ্র শিরে করিয়া ধারণ,
নীলমণি পদ বঙ্গের প্রভাতে
সে 'চন্দ্রশেখর' করে প্রদর্শন।

৪। "জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
সপ্ততাল ধ্বজা তুলিয়া আকাশে
ওই বিন্ধ্যাচল দেয় গাজারতি,
আরণ্য আহ্লাদে নৈনিষে সম্ভাষে।
গ্রাবি দাক্ষিণাত্য, গ্রাবি আর্য্যাবর্ত্ত,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে এই আনন্দের ধ্বনি
হয়ে প্রতিধ্বনি, শৃঙ্গে শৃঙ্গে তত
ভুলিলা শৃঙ্গেশ হিমাদ্রি আপনি।

৫। "জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে হিমাচল,
উড়ায়ে আকাশে শ্বেত মেঘাকৃতি
অনন্ত তুষার-কেতন ধবল।
হ'লো প্রতিধ্বনি নদনদী বনে
গম্ভীরে সমুদ্র করিল উত্তর;
ভারত যুড়িয়া উঠিল গগনে,
"জয় ভারতের ভাবি-রাজ্যেশ্বর!

৬। "জয় ভারতের ভাবি-রাজ্যেশ্বর!"
এ কোন কুহক বুঝিতে না পারি;
হায়! শতাধিক বৎসর অন্তর,
এই সুখ স্বপ্ন হইল কাহারি?
আবার ভারত প্রেমার্দ্র নয়নে,
দেখিবে আপন নৃপতি-বদন?
অবধি যাহার চন্দ্র সূর্য্য সনে,
শতবর্ষ শূন্য সেই সিংহাসন!

৭। "এই শতবর্ষে, কত আশা হায়!
মৃতকল্প দেহে, হইয়া সঞ্চার
বিজলি ঝলকে, বিজলীর প্রায়
বিষাদ আকাশে মিশেছে আবার।
আজি কি কুহক!—ভাবি-রাজ্যেশ্বর,
রাজ্ঞী জ্যেষ্ঠপুত্র, কিসের লাগিয়া
আসিবেন দীনা ভারত ভিতর,
ছাড়িয়া অমরাবতী 'বৃটনিয়া'?

৮। যে ভারত-নাম ইংলণ্ডবাসির
উপন্যাস গল্প। অভাগীর শিরে
দুর্ব্বাশার শাপ! ভ্রমেও রাজ্ঞীর
না হয় স্মরণ সেই দুঃখিনীরে;
মহাসভাগৃহে যার নামে হায়!
ঘোর বক্তাদিগে হয় আবির্ভূত!
সে ভারতে—আমি মত্ত দুরাশায়!—
সে ভারতে আজি রাজ্ঞী-জ্যেষ্ঠসুত?

৯। "এ কি!! মুহুর্মুহুঃ যুড়িয়া ভারত
একবিংশ ধ্বনি ধ্বনিছে কামান,
আনন্দ নির্ঘোষে! সব স্বপ্নবৎ!
মুহুর্মুহুঃ এই নরেন্দ্র প্রণাম!
নহে স্বপ্ন;—হাসি ঝলকে ঝলকে
বহে সৌদামিনী—শুভ সমাচার।
নহে স্বপ্ন;—নেত্র যুড়িল পুলকে,
কুমার 'এলবার্ট' সম্মুখে আমার!

১০। "যুবরাজ! ত্যজি বৃটনিয়া ত্রিদিব আলয়,
দুর্জ্জয় সমুদ্র করিয়া লঙ্ঘন,
যদি বা ভারতে হইলে উদয়,
কেন আজি এই শাক্তিপা প্রাঙ্গণ?
হায়! হায়! হেন দয়ার-সাগর
কল্পা সুধাংশু প্রাচীন আকাশে,
হায় রে অদৃষ্ট!—অন্ধ নিয়মে—
ইন্দ্রাক্রেও হায়! অরীচিকা ভাসে?

১১। "না না; মানিব না; ভাবে মানি সবে;
ভিখারী পাবে না কোথাও আহার।
এ কি কথা! শুনে দুঃখে যায় হাসি, নহে
রাজ্ঞী-প্রতিনিধি, অতিথি, কুমার!
রাজ্ঞীপুত্র তুমি, যে হও সে হও,
ভাবি-রাজ্যেশ্বর,—বৃটিশ-তপন;
লও ভারতের সিংহাসন লও,
বহু দিন পরে যুড়াই নয়ন।

১২। "এই ধরাতলে আদি হিন্দুজাতি,
ধরাতলে আদি হিন্দুসিংহাসন;
আচন্দ্র ভাস্কর হায়! যার ভাতি,
এবে শূন্য সেই পুণ্য সিংহাসন।
বসি সিংহাসনে দেখ একবার
অদৃষ্টের শোক-অভিনয় স্থান;
দেখ শেষ অঙ্ক—শোক পারাবার—
আজি হিন্দুস্থান, হিন্দুর শ্মশান!

১৩। "যখন নিরখি হিমাদ্রি শিখর,
নিরখি যখন নীল বিন্ধ্যাচল,
পূর্ব্ব কীর্ত্তি, গীত, গৌরব আকর,
শুনি যবে স্রোতে হইয়া বিহ্বল,
জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদার মুখে:
বিংশতি কোটি জীব মৃতাকার—
দুর্ব্বিদহ ভার!—বাজে যবে বুকে;
তখনই জানি অস্তিত্ব আমার।

১৪। "হায়! রাজপুত্র, কি দেখিতে হায়!
পতিতা ভারতে তব আগমন?
ভারতের কীর্ত্তি এবে স্বপ্নপ্রায়;
আসমুদ্র গিরি তোমার স্বজন!
তোমার ইঙ্গিতে দেশ দেশান্তরে,
আপনি বিদ্যুত বহে সমাচার;
তব পরশনে চলে রোষ ভরে
বাষ্পীয় বাহন ছাড়িয়া হুঙ্কার।

১৫। "তোমার সাহিত্য, তোমার সঙ্গীত,
তোমারই শিল্প, তোমার আচার,
তব সভ্যতায় ভারত প্লাবিত,
ভারতের আহা! কি রয়েছে আর!
ভারতের তন্ত্র নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রাখে 'মেনচেষ্টার';
লবণাম্বুরাশি বেষ্টিত যে স্থল,
অন্নে 'লিবরপুলে' লবণ তাহার!

১৬। "যাও তুমি আজি ছাড়িয়া ভারত,
কালি বিবসনা বসিয়া দুঃখিনী
নিরশনে, যেন স্বপ্নোত্থিত প্রায়!
হাহাকার শব্দে ফাটিবে মেদিনী।
শাসনের যন্ত্র হইবে বিকল,
সভ্যতার যন্ত্র চলিবে না আর
শরীর বিহনে, সকলি অচল!
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন পারাবার।

১৭। "পশ্চিম হইতে গরজি গম্ভীরে,
বিপ্লব ঝটিকা করিবে প্রবেশ;
নিরস্ত্র ভারত, শোণিত শরীরে,
তীব্র উৎপীড়নে হইবে নিঃশেষ!
হায়! যুবরাজ, এই পরিণামে
শতবর্ষ তব শাসন করিয়া?
ভারতের বল, বীর্য্য, কীর্ত্তি, নাম,
চিরদিন তরে গেল কি নিবিয়া?

১৮। "ছিল অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ যার,
আজি পরহস্তে আত্মরক্ষা তার;
অস্ত্র আছিল যার অস্ত্রাগার,
আজি অশ্রুরাশি মহাস্ত্র তাহার!
মহাকাব্য 'মহাভারত' যাহার,
মহা রঙ্গভূমি 'কুরুক্ষেত্র' হায়!
ভীষ্ম দ্রোণার্জ্জুন অভিনেতৃ যার,
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়!

১৯। "যাও যুবরাজ! রাজপুতনায়,
বীর ইতিহাসে পরিপূর্ণ যার
প্রতিপদ; যার প্রতিপদ হায়!
কীর্ত্তিস্তম্ভ কাল-সাগর-বেলায়।
এখনো 'চিতোরে' স্মৃতির নয়নে,
দেখিবে 'পদ্মিনী' চিতার অনল;
সেই স্মৃতি তব দয়ার্দ্র নয়নে,
আনিবে কি আহা! একবিন্দু জল?

২০। "এ মহাশ্মশানে দাঁড়ায়ে কুমার,
জিজ্ঞাসিবে যবে—'এই রাজস্থান'—?
উপহাসচ্ছলে অদৃষ্ট দুর্ব্বার,
করিবে উত্তর—'এই রাজস্থান'!
যাও, যুবরাজ, নর্ম্মদার কূলে,
ক'বে স্রোতস্বতী কল কল স্বনে,
পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র বীরাঙ্গনাকুলে,
সম্মুখ সমরে মরিত কেমনে।

২১। "মহারাষ্ট্রজাতি,—নিজাতেও যার
শিরে তুরঙ্গ, কটিবন্ধে অসি:
হলো অস্তমিত বিক্রমে যাহার,
মোগলের বিশ্বগ্রাস 'অর্দ্ধ-শশী'!
'শেষ পানিপথে' 'দেসাই' সমরে
স্বাধীনতা তরে মত্ত সিংহ প্রায়
যুঝিল যে জাতি প্রাণপণ করে,
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়?

২২। "একপদ আর;—সম্মুখে 'পাঞ্জাব'
বীরপ্রসবিনী, 'শিখের' জননী:
'চিলেনোয়ালায়' যাহার প্রতাপ,
দেখিলা ব্রিটিশকেশরী আপনি।
'সিপাহি বিদ্রোহে' ভারতকলঙ্ক
প্রক্ষালিল যারা শোণিত ধারায়,
সেই 'শিখ' জাতি—বীরের আতঙ্ক।
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়?

২৩। "আজি সে জাতির অস্থিরাশি হায়!
সিন্ধু জাহ্নবীর নর্ম্মদার তীরে,
পড়ে আছে; ক্রমে বিধির ইচ্ছায়
হইবে বিলীন, অনন্তসিন্ধু নীরে।
আজি ভস্মময় ভারত-হৃদয়,
একটি ধমনী নাহি চলে তার,
রাজ-পরশনে কর, দয়াময়!
এই ভস্মমাঝে জীবন-সঞ্চার।

২৪। "বিংশতি কোটি আনন্দিত নর,
জয় জয় শব্দে উঠিবে নাচিয়া,
সেই জয়নাদে পৃথিবী ভিতর,
কোন সিংহাসন রবে, না টলিয়া?
আসুক রুশিয়া আসুক এসিয়া
আসুক সমগ্র নৃপতি মণ্ডল,
বৃটিশ পতাকা গগনে তুলিয়া,
একাকী ভারত যুঝিবে সকল।

২৫। "সিন্ধু অতিক্রমি এই জয়ধ্বনি,
যুড়াবে বৃটনে মাতের শ্রবণ;
প্রেম-অশ্রুজলে ভাসিবে জননী,
শুনি মৃত কন্যা পাইল জীবন।
যুবরাজ!—যবে মাতৃসিংহাসন
উজলিবে, যথা ওই শশধর;
স্মৃতিতে বিহ্বল, শুনিবে তখন—
"জয় 'এডোয়ার্ড' ভারত ঈশ্বর!"

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ...	৩৲
ডাকমাশুল ...	।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ...	১॥০
ডাকমাশুল ...	৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা ৴০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্রলিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মুজাপুর ষ্ট্রীট নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১ লা জানুয়ারী হইতে তরুণ ও তরুণীদিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫ ফর্ম্মা আকারে মাসে মাসে বাহির হইবে। অনুমান ১০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৷৵০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমাজদর্পণ আপীস) সমাজদর্পণ সম্পাদক ও
৩৫ চোরবাগান কলিকাতা।) ভাগবত প্রভৃতির
প্রকাশকগণ।

দুখ সঙ্গিনী।

গীতিকাব্য।

মূল্য ৸০ আনা।

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরি, নূতন ভারত যন্ত্র ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে ও ঢাকা, বান্ধব কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন। যাঁহারা মনিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের নিতান্ত অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তি আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষ, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে. একজামিনরস্ আফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৬৲	অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...	৩৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	২৲	মাসিক ...	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...		...	৶০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৪ ভাগ। চুঁচুড়া—১৯শে পৌষ। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ২ রা জানুয়ারি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। { ১০ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও অদ্য হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষার বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ—আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব।

ইণ্ডিয়ান লিগের সৎকার্য্য।

ইণ্ডিয়ান লিগ্ প্রথম বিশেষ আড়ম্বর সহকারে আপনাদিগের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, মধ্যে তাঁহাদিগের কোন সম্বাদ পাওয়া যায় নাই। অনেকে ইণ্ডিয়ান লিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান লিগ একটি সৎকার্য্যের সূচনা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ পাত্র হইয়াছেন। আমরা এই স্থলে উহার স্থূল-বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি।

যুবরাজের সমাগম উপলক্ষ করিয়া অনেকে অনেক রূপ কার্য্যের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বটে, কিন্তু ইণ্ডিয়ান লিগের কার্য্য তৎসমুদয়ের গুণাতিক্রমী হইয়া উঠিয়াছে। গত সপ্তাহের শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার সময় বীডন ষ্ট্রীটস্থ নাট্যশালায় ইণ্ডিয়ান লিগের যত্নে একটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। যুবরাজের ভারতবর্ষে শুভাগমনের স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপনই—এই অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সভায় অনুমান ৫০০ শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভায় বিজ্ঞান শিক্ষার্থ একটী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়। সকলে এক বাক্যে এই প্রস্তাবের উপাদেয়তা স্বীকার করিয়াছেন। সভার এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটি কমিটী সংগঠিত হইয়াছে। দেশের অনেক জমীদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই কমিটীর সভ্য হইয়াছেন। ইঁহারা মূলধন স্থাপনোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই, প্রস্তাবানুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর আশা দিয়াছেন, তিনি সরকার হইতে এই বিষয়ের জন্য কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবেন। আমরা সর্ রিচার্ড টেম্পলের এই রূপ উদারতা ও সহানুভাবতা দর্শনে মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছি। প্রার্থনা করি, সভা শীঘ্রই অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধকাম হউন।

প্রকৃষ্ট-পদ্ধতি ক্রমে একটী বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় চালাইতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে। এই বিদ্যালয়ের কার্য্য কেবল বিজ্ঞান বিষয়ক এক একটী শূন্যগর্ভ উপদেশ প্রদানেই পর্য্যবসিত হওয়া উচিত নয়। ছাত্রগণ যাহাতে বিজ্ঞান

বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ করিতে হইলে, অনেক গুলি প্রয়োজনীয় যন্ত্র সংগ্রহ করিয়া, ছাত্রদিগকে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হইবে। লেফটেনেন্ট গবর্ণর এই বিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষক সমাজ সংগঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সমাজ শিক্ষিত ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া গুণানুসারে তাহাদিগের উৎসাহ বিধান করিবেন। আমরা সর রিচার্ড টেম্পলের এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। ছাত্রদিগকে কেবল শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত থাকা বিধেয় নহে। তাহাদিগের গুণাগুণ পরীক্ষা করাও বিদ্যালয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা ভরসা করি, পরীক্ষক সমাজ কলিকাতার ন্যায় মফস্বলের ছাত্রদিগকেও আপনাদিগের পরীক্ষাধীন করিবেন।

আমাদিগের বোধ হয়, বার্ষিক অন্যূন ২০ হাজার টাকার সংস্থান না হইলে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইবে না। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা মূলধন সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা। মহেন্দ্র বাবু, যে উদ্দেশে বিজ্ঞান সভা স্থাপনে সঙ্কল্পরিকর হইয়াছেন, প্রস্তাবিত বিদ্যালয় দ্বারাও তাহা অধিকাংশ সুসিদ্ধ হইতে পারে। মহেন্দ্র বাবু ও এই বিদ্যালয়ের সংস্থাপয়িতৃগণ পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়।

প্রস্তাবের উপসংহার সময়ে আমরা পুনর্ব্বার সর রিচার্ড টেম্পলকে ধন্যবাদ দিতেছি। অনেকে ইণ্ডিয়ান লিগের প্রতি অসন্তোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইঁহাদিগের মতে ভারতবর্ষীয় সভা থাকিতে ইণ্ডিয়ান লিগের কোন আবশ্যকতা নাই। উভয় দল এইরূপ বিদ্বেষবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে, কোনও সুফল লাভের প্রত্যাশা নাই। লেফটেনেন্ট গবর্ণর এই উভয় দলকে বন্ধুভাবে কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, সকলেই শাসনকর্ত্তার এই পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ঈদৃশ উদারতা ও মহত্ত্ব প্রভৃতি লোক স্পৃহনীয় গুণসদ্ভাব নিবন্ধন সর রিচার্ড টেম্পল ক্রমশঃই সকলের শ্রদ্ধাস্পদ হইতেছেন। টেম্পল সাহেব বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় হইয়া যেরূপ উদারতা সহকারে বাঙ্গালীদিগের মঙ্গল সাধনে সমুদ্যত হইয়াছেন, দেশীয় জ্ঞাতিগণেরও সেইরূপ উদারতা সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া বিধেয়। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থ, যে কমিটি সংগঠিত হইয়াছে, তাহা কেবল ইণ্ডিয়ান লিগের সভ্যগণের নামেই পরিপূর্ণ হয় নাই। ইণ্ডিয়ান লিগের সভ্যগণের ন্যায় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও এই কমিটির মেম্বর হইয়াছেন। এইরূপ উদারতা নিবন্ধন ইণ্ডিয়ান লিগ আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ করিতে আমরা কমিটিকে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি। ঈদৃশ দেশহিতকর কার্য্যে উপেক্ষা করা বিধেয় নয়। যুবরাজের শুভাগমন নিবন্ধন কলিকাতা এক্ষণে রাজ-মণ্ডলী হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাগ্রে এই সমবেত রাজগণের নিকট কমিটির আবেদন করা উচিত।

ফরাসী চন্দননগরে ব্রিটিশ রাজকুমার।

বিগত রবিবার ফরাসডাঙ্গার এক দিন গিয়াছে। ফরাসডাঙ্গার ভাগ্যে যে এরূপ ঘটনা ঘটিবে, ইহা কেহই আশা করে নাই। কি পুণ্য বলে যে, ফরাসডাঙ্গা এরূপ অনন্যভূত ও আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিয়াছে, আমরা তাহা বলিতে পারি না। যে যুবরাজের পদরেণু স্বীয় রাজ্যে প্রাপ্ত হইবার জন্য, কত শত মহীপাল তোষামোদ করিয়াও কৃতার্থ হইতে পারিতেছেন না। যাঁহার আগমনের আশায় কত কত রাজ্যে ভূরী ভূরী অর্থনাশ হইতেছে অথচ রাজকুমার তথায় গমনে মনোযোগী হইতেছেন না। লোকে হতাশ ও নৈরাশ্যে, সংগৃহীত অর্থ লইয়া কি করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না। অনেকে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট অথচ পরিশুষ্ক অস্থি পঞ্জরময় দেহের উপর "পাউডার" মাখিয়া কাল্পনিক সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে। এত করিয়াও কাহারও

ভাগ্যে সাক্ষাৎ ঘটিতেছে, কাহারও ভাগ্যে যন্ত্রণার হইতেছে। এমত অবস্থায় ফরাসডাঙ্গায় যুবরাজের পদার্পণে যোগ হইতেছে, ইহার কপাল সুপ্রসন্ন। গত ২৫শে ডিসেম্বর রাত্রি নয়টার সময় ফরাসি গবর্ণমেণ্টের নিকট তাড়িৎ যোগে সংবাদ আসিল যে, পর দিবস রবিবার বেলা ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে যুবরাজ ফরাসডাঙ্গা দর্শনে গমন করিবেন। ফরাসীদিগের প্রধান কর্মচারী তখন চন্দননগরে উপস্থিত ছিলেন না। ফরাসী উপনিবেশ সভার কোনই কার্য্যবশতঃ পণ্ডিচারী গমন করিতে হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। তিনি এই সংবাদ প্রাপ্তে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পণ্ডিচারীতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং তথাকার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া রবিবার প্রাতঃকালে স্থানীয় কর্ম্মচারীগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। বেলা ৮টার মধ্যে পথে ঘাটে ও পল্লীতে গবর্ণমেণ্টের লোক বলিয়া আসিল যে, বেলা ৩টার সময় ইংলণ্ডের যুবরাজ ষ্ট্রাণ্ড ঘাটে আসিবেন। সকলে যেন দেখিতে গমন করেন। সংবাদ, ক্রমে লোক মুখে পরিচালিত হইয়া নিকটস্থ চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলি, বলিয়াগড়, বেজড়া, তেলিনীপাড়া, বারাশত, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানের লোকগণকে যুবরাজের আগমন বৃত্তান্ত অবগত করিল। নানা কারণ বশতঃ অনেকে কলিকাতায় আসিয়া যুবরাজ দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহাদিগের আহ্লাদের সীমা রহিল না। ফরাসডাঙ্গার আয়তন অতি অল্প, তাহাতে ইহার অধিবাসীগণ অধিকাংশই ইংরাজ অঙ্গে প্রতিপালিত। অতএব সকলেই যে যুবরাজ দর্শনে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিবে বিচিত্র কি? বেলা ২টার মধ্যে বারদুয়ারীর সন্নিকট গঙ্গাতীরে স্ত্রী, পুরুষ আবাল, বৃদ্ধ বহুবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। ভাড়াটীয়াগাড়ি ও নৌকা দুর্ম্মূল্য হইতে লাগিল। ফরাসডাঙ্গার পক্ষে এই এক দিন হইয়া উঠিল।

এ দিকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মিউনিসিপাল কমিসনরগণ রাজ-পুত্রকে আহ্বান করিবার জন্য আহূত হইলেন। সম্মুখে গঙ্গাতীরে ঘাটের সম্মুখে একটি বংশ নির্ম্মিত জেটি প্রস্তুত হইল, তদুপরি হইতে আরম্ভ হইয়া সোপানাবলির উপর পর্য্যন্ত কার্পেট পাতিত করা হইল। চতুর্দ্দিকে ফরাসি ধ্বজা উড্ডীন হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ সকলেই নিজ নিজ মর্য্যাদানুসারে বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া যুবরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে মিউনিসিপ্যাল কমিসনরগণ আহ্বান ও সম্বর্দ্ধনা সূচক পত্র পাঠ করিয়াছিলেন। এখানে যুবরাজের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। ঘাটের উপরে চারিটি বিবি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া সারি সারি দণ্ডায়মান হইলেন, তন্মধ্যে মধ্যের দুইটী বিবাহের সজ্জায় সজ্জিত। তাহাদিগের পার্শ্বে ও পশ্চাতে পাদ্রি বার্থে সাহেব কনভেণ্ট হইতে অল্পবয়স্কা ২০।২৫টী বালিকা সারি সারি দণ্ডায়মান করিয়া দিলেন। যে, দুইটী বিবি সুচে নেটের কাপড় দিয়া বিবাহ সজ্জায় ছিলেন, তাঁহাদিগের একের হস্তে এক খানি ফরাসি ভাষায় আহ্বান সূচক পত্র ও অপরের হস্তে ফুলের তোড়া দেওয়া হইয়াছিল। নিম্নস্থ কার্পেটের দুই পার্শ্বে পুষ্পের শ্রেণী করিয়া রাখা হইল। ঘাটের অপূর্ব্ব শোভা হইল।

বেলা ৩টার সময় "রোটাস" নামক বাষ্পীয়-যান দৃষ্টিগোচর হইল। অমনি তীর হইতে ২১টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান দাগা হইল। রোটাসের সমভিব্যাহারে আরও একটী বাষ্পীয়যান ছিল, উটী অপেক্ষাকৃত ছোট। রোটাস সম্মুখে আসিয়া নঙ্গর করিল। অমনি একখানি ছোট ডিঙ্গি করিয়া ফরাসী কন্সল আর্কিসিও ও ফরাসীদিগের সামরিক প্রধান কর্ম্মচারী মসুর দৈশত রোটাসে গমন করিয়া রাজকুমারের নিকট পরিচিত হইলেন ও রাজকুমারকে সমভিব্যাহারে লইয়া তীরে আসিলেন। যুবরাজের সমভিব্যাহারে আমাদের লর্ড নর্থব্রুক সাহেব, তাঁহার কন্যা মিস বেয়ারিং ও লিডি লাটেন, এবং ডিউক অব সদরল্যাণ্ড ও অন্যান্য কয়েক জন ছিলেন। তীরে নামিয়া রাজকুমার অগ্রে সোপানোপরি আরোহণ করিয়া যথায় বিবি গুলি তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া অভ্যর্থনা পত্র পাঠ শ্রবণ করিয়া আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। অপর একটি বিবি একটী পুষ্পের গুচ্ছ লইয়া যুবরাজকে "যুবরাজ পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন" এই বলিয়া গুচ্ছটী প্রদান করিলেন। যুবরাজ তাহা হইতে একটি পুষ্প খুলিয়া লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিলেন। ফরাসী কার্যচারীগণ তৎপরে তাঁহাকে বড় সাহেবের বাটিতে লইয়া গেলেন, তথায় মিউনিসিপাল কমিটির সভ্য ও অন্যান্য অনেকে উপস্থিত থাকিয়া যুবরাজকে যথা বিহিত অভ্যর্থনা করিলেন। যুবরাজ তৎপরে পার্শ্ববর্ত্তী একটি গৃহে নীত হইলেন। তথায় তাঁহার জন্য জলযোগের উদ্যোগ হইয়াছিল। যুবরাজ নাম মাত্র কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া লর্ড নর্থব্রুক, মিস বেয়ারিং, ডিউক অব সদরলেণ্ড প্রভৃতি সমভিব্যাহারে বড় বাজারের রাস্তাটি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া ষ্টীমরে আরোহণ করিলেন। পুনরায় ১০ তোপ হইল। চতুর্দ্দিক হইতে "হুরে হুরে" শব্দ হইতে লাগিল। ফরাসী ও ইংরাজে পরস্পর অভিবাদন হইতে লাগিল। ক্রমে রোটাস নঙ্গর তুলিয়া প্রত্যাগমন করিল। ইংরাজ ফরাসী ও বাঙ্গালি যে যেরূপে পারিলেন, অভিবাদন করিলেন। যুবরাজও ক্রমাগত টুপিতে হস্ত দিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। যুবরাজের গমনে সকলের মুখে যেন দুঃখের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। কলিকাতা হইতে টাউন ব্যাণ্ড আসিয়া সুললিতবাদ্যে সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। ফরাসডাঙ্গার ভাগ্যে এমন দিন আর হইবে না!

প্রতিধ্বনির সম্পাদকীয় ভার আমার হস্তে থাকিতে "ইণ্ডিয়ান লিগের" সংস্থাপনার সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, আপনি যাহা উপলক্ষ করিয়া আমাদিগকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। আমি তখনই আপনাকে এক পত্র লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। যাহা হউক, এই কাল বিলম্ব আমার মত সমর্থন পক্ষে অনুকূলই হইয়াছে। আমি যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব, তদ্দ্বারা আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, সভার কর্মচারীরা কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা জাতীয় কল্যাণের পক্ষে কিরূপ অননুকূল।

বাবু শিশির কুমার ঘোষ যখন প্রথম সভা সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহার ও তাঁহার সতীর্থ দিগের অভিপ্রায়ানুসারে ৩৮ ব্যক্তি কার্য্য নির্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। সভার নিয়মিত প্রথম অধিবেশনের দিনে বাবু দুর্গামোহন দাস, ভৈরব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়গোবিন্দ সেন, বেণীমাধব দত্ত সভাপতির অনুচিত-কর্তৃত্ব-গ্রহণেচ্ছা প্রবল দেখিয়া সভার সংস্রব পরিত্যাগ করেন। এতদ্ভিন্ন বাবু অন্নদা প্রসাদ রায়, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র নাথ সেনও সদস্যের পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, আনন্দ মোহন বসু, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ দাস মল্লিক, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, সারদা চরণ মিত্র চারিটী গুরুতর কারণ প্রদর্শন করিয়া সভার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন।

প্রথম কারণ। কমিটীর সকল মেম্বরকে না দেখাইয়া এবং সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত না করিয়া সভার নামে গবর্ণমেণ্টের নিকট এমন একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়, যাহার ভাব ও ভাষা সম্বন্ধে অনেক সভ্যের বিশেষ আপত্তি ছিল।

২। কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত অনেকগুলি সভ্য একটী বিশেষ সভা আহ্বানের অনুরোধ করিয়া সম্পাদকদিগের এক জনকে পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহার কোন উত্তরই দেন নাই। ইহার এগার দিন পরে অন্যতর সম্পাদককে আবার এই বিষয়ে অনুরোধ করিয়া লেখা হয়, কিন্তু তিনিও কোন উত্তর দেন নাই।

৩। সভার সাময়িক সভাপতি আপনার ইচ্ছানুসারে অনিশ্চিত কালের নিমিত্ত সভার কার্য্য স্থগিত করেন। এমন কি, যে কয়েকটী বিশেষ সভা করিবার প্রস্তাব অগ্রে কমিটীর দ্বারা অবধারিত হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত স্থগিত করা হয়। অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে একটি অধিবেশনে সভাপতি নিজের এইরূপ অধিকার জ্ঞাপন করেন যে, কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে সভ্যদিগের মতামত গ্রহণ করা হইবে কি না, তাহা নির্ণয় করিবার, তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এতদনুসারে অনেক প্রস্তাবিত ও সমর্থিত প্রস্তাবও সভাপতি কর্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছে।

৪। উপরি উক্ত সভার এমন অনেক ব্যক্তিকে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য বলিয়া গ্রহণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, যাহারা কখনও উক্ত সভার সভ্য নহেন। সভ্যগণের নামের তালিকা দেখাইবার নিমিত্ত সম্পাদককে অনুরোধ করা হইলে তিনি তাহা উপস্থিত করিতে পারিলেন না।

যাঁহারা সভার কর্মচারীদিগের নামে এই সকল গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সত্য নিষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত লোক। বিশেষতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এপর্য্যন্ত আত্মদোষ ক্ষালনের কোন চেষ্টাই করেন নাই; সুতরাং তাঁহাদিগের অপরাধ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই রহিতেছে না। এইরূপ লোকদিগকে প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। লিগের ৩৮ জন সভ্যের মধ্যে ১৪ জন সম্ভ্রান্ত লোক পদত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই চাঁদ সিংহ মহেশচন্দ্র চৌধুরী, বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজনাথ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রমাধব ঘোষ, কখনও সভাস্থলে উপস্থিত হন নাই, এবং যত দূর জানা গিয়াছে তাঁহাদিগের এ সভার সহিত কোন সহানুভূতিও নাই। বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা স্বতন্ত্র সভা করিয়া আর এক জন "জাতির প্রতিনিধি" হইবার দাওয়া করিতেছেন। বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত ভ্রাতাকে প্রতিনিধি দিয়া কার্য্য চালাইতেছেন। আর কাহারও কোন বিশেষ অন্তরঙ্গ প্রতিনিধির কার্য্য করিতেছেন কি না, তাহা অবগত হইতে পারি নাই। যে সভার ৩৮ জন সভ্যের মধ্যে ২২ জনের কোন সংস্রব নাই, তাহার জাতি সাধারণের প্রতিনিধি হইবার পক্ষে যে কিরূপ শক্তি আছে, তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। সভার কর্মচারীরা এখন পৃষ্ঠপূরকের দল হইতে সভ্য দুই এক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সংবাদ।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ড একটি সুড়ঙ্গ দ্বারা সংযুক্ত করিবার নিমিত্ত ইঞ্জিনিয়ারগণ সমুদ্রের গর্ভ পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এ প্রকার সুড়ঙ্গ হইতে পারে। সমুদ্র গর্ভস্থিত ভূমি প্রস্তরময় ও কঠিন, অতএব সুড়ঙ্গ হইলে তাহার ছাদ ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। সুড়ঙ্গ মধ্যে যথেষ্ট বায়ু সঞ্চালিত হয়, এই নিমিত্ত ইঞ্জিনিয়ারগণ চিন্তিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারগণ কল দ্বারা বায়ু আনয়ন করিবার সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে রেলওয়ে হইবে। যাঁহারা পদব্রজে গমন করিবেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত পৃথক একটী রাস্তা হইবে। এই সুড়ঙ্গটি সুয়েজের খাল অপেক্ষাও আশ্চর্য্য পদার্থ হইবে সন্দেহ নাই।

পিরাকের গোলযোগ অদ্যাবধি মিটে নাই। অনেক মালয়ে রাজা একত্রিত হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কয়েকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধে ইংরেজ সেনোরা জয় লাভ করিয়াছেন।

[১৮]৭৫ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম।

[সেণ্]ট জেবিয়ার্স কালেজের স্কুল।

নাম	বিভাগ
… ক্রহান	১ম
…, ডি জোর্ডান	১ম
… জোর্ডন	১ম
…ই, হার্জ	১ম
… ডি জোর্ডান	১ম
… ডুয়ান	১ম
… জে মার্টিন	১ম
… গ্রোসম্যান	১ম
…চন্দ্র দত্ত	১ম
… হেফেরান	১ম
… ডি পাজেটি	১ম
… ইউনান	১ম
… কোষ্টা	২য়
…মোহন দাস	২য়
… গোমেস	২য়
… জোভার	২য়
… এইচ ডিসোজা	৩য়

[মেট্রোপলিটান] সংস্কৃত কালেজের স্কুল।

নাম	বিভাগ
…দ ভট্টাচার্য্য	১ম
…চন্দ্র দে	ঐ
… মুখোপাধ্যায়	২য়
… সেন	ঐ
…রণ ঘোষ	ঐ
…মোহন চক্রবর্ত্তী	ঐ
…চন্দ্র মল্লিক	৩য়

কলিকাতা মাদ্রাসা।

নাম	বিভাগ
… রহমান	১ম
… মদিন	২য়
… আবদুল সালাম	ঐ
… লাল্লাক আলি	ঐ
… দিরম	ঐ
… রহমান	ঐ
… হালিম	ঐ

[ডব]টন কালেজের স্কুল।

নাম	বিভাগ
…ই, এস্‌ কিউ টেট	১ম
…ড্রিক্সন্‌	ঐ
… উইলসন্‌	ঐ

[লা] মার্টিনিয়ার কালেজের স্কুল।

নাম	বিভাগ
…নেস	২য়
… জেমস লরেন্স	৩য়

[ফ্র]ীমাস্‌ ক্রি কালেজ।

নাম	বিভাগ
…লাল বোষাল	২য়
… বসু	৩য়

হিন্দু স্কুল।

নাম	বিভাগ
…চন্দ্র মিত্র	১ম
…লাল সরকার	ঐ
হরিলাল দাস	১ম
দক্ষিণাচরণ সেন	ঐ
অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ	ঐ
হেমচন্দ্র দত্ত	ঐ
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২য়
যোগেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস	ঐ
তারিণীচন্দ্র বসাক	ঐ
রামচন্দ্র মল্লিক	ঐ
অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১ম)	ঐ
অক্ষয়কুমার শীল	ঐ
জহরলাল দত্ত	ঐ
ক্ষেত্রমোহন ঘোষ	ঐ
অমূল্যচরণ বসু	ঐ
প্রমথনাথ বিশ্বাস	ঐ
অক্ষয়কুমার সুর	ঐ
ভগবতীচরণ দত্ত	ঐ
গোবিন্দপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	ঐ
প্রিয়নাথ সাহা	ঐ
বঙ্কুলাল বর	ঐ
নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
শরচ্চন্দ্র মিত্র	ঐ
হীরালাল সেন	ঐ
কালিদাস পালিত	ঐ
অক্ষয়কুমার সিংহ	৩য়

হেয়ার স্কুল।

নাম	বিভাগ
শিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১ম
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ
পুলিনবিহারী লাহিড়ী	ঐ
জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী	ঐ
মহেন্দ্রনাথ দত্ত	২য়
শরচ্চন্দ্র দত্ত	ঐ
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ
বিপিনবিহারী দাস	ঐ
জগবন্ধু নন্দী	ঐ
উপেন্দ্রনাথ সেন	ঐ
ভূদেব চট্টোপাধ্যায়	ঐ
রমণকৃষ্ণ বসাক	ঐ
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	ঐ
নিতাইচাঁদ রায়	ঐ
দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল	ঐ
শ্রীশচন্দ্র বসু	ঐ
জলধর সাহা	ঐ
নীলমণি দাস	ঐ
জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ	ঐ
লালবিহারী দে	ঐ
যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩য়
কালীকৃষ্ণ বসু	ঐ
মহেন্দ্রকুমার বাগচি	ঐ
কৃষ্ণচন্দ্র সাফুই	ঐ
কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ

কলিকাতা ফ্রিচর্চ।

নাম	বিভাগ।
শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী	১ম
নিতাইচাঁদ দাস	ঐ
যোগেন্দ্রনাথ দে	২য়
সুরেন্দ্রনাথ শীল	ঐ
নবগোপাল শীল	ঐ
প্রিয়নাথ রায়	ঐ
মদনগোপাল দে	ঐ
প্যারীচন্দ্র দত্ত	৩য়
চণ্ডীচরণ দত্ত	ঐ
পূর্ণচন্দ্র রায়	ঐ
বামাপদ মুখোপাধ্যায়	ঐ
উমেশচন্দ্র গুহ	ঐ

ওরিয়েণ্টাল সেমিনেরি।

নাম	বিভাগ
প্রিয়নাথ সেন	১ম
মতিলাল ঘোষ	ঐ
রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	২[য়]
যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩[য়]
গগন চন্দ্র নারিক	ঐ
গোষ্ঠ বিহারী হালদার	ঐ

জেনেরাল আসেম্বলি।

নাম	বিভাগ
হর্ষকুমার চৌধুরী	১[ম]
বিধুবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় (A)	২[য়]
গোবিন্দ চন্দ্র রায়	ঐ
যোগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ
বিনোদ বিহারী সাহা	ঐ
গিরিশচন্দ্র দে	২য়
প্যারীলাল নিয়োগী	ঐ
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
হীরালাল সিংহ	৩য়
বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
রামচরণ নিয়োগী	ঐ
পরেশনাথ মিত্র	ঐ
নটবর দে	ঐ
রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়	ঐ

এল এম এস ইন্‌ষ্টিটিউশন ভবানীপুর।

নাম	বিভাগ
নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়	১ম
মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য	২য়
নগেন্দ্রনাথ বসু	ঐ
মধুসূদন নাথ	ঐ
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
কিশোরীলাল সাহা	ঐ
উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
ললিতভূষণ ঘোষ	ঐ
রমেশচন্দ্র মিত্র	৩য়
জগদীশ চক্রবর্ত্তী	ঐ

বারাসাত স্কুল।

নাম	বিভাগ
সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১ম
জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত	২য়
কুঞ্জবিহারী কর	৩য়

বারাকপুর স্কুল।

বিভাগ।

…চরণ সেন ১ম
…নাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়
…রণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩য়

হাবড়া স্কুল।

…পালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ম
…পালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২য়
…গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
…ণচন্দ্র গোস্বামী ঐ
…লাল ভাড়ুড়ী ঐ
…লাল বসু ঐ
…চরণ সেন ঐ
…কুমার দাস ঐ

ফ্রি স্কুল।

…বি. উটি ২য়
…স, ডি কোষ্টা ৩য়
…ওয়ার্ড মুর ঐ

উত্তরপাড়া স্কুল।

…নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম
…চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
…নাথ গোস্বামী ঐ
…প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঐ
…তোষ রায় চৌধুরী ২য়
…নী প্রসন্ন মিত্র ঐ
…দাস চন্দ্র ঘোষাল ৩য়
…নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ঐ
…কৃষ্ণ মিত্র ঐ

মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসন।

…চন্দ্র মিত্র ১ম
…কড়ি ঘোষ ২য়
…রাম ঘোষ ঐ
…চন্দ্র নাথ বসু ঐ
…লাল নারায়ণ চৌধুরী ঐ
…দার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
…চাঁদ মিত্র ঐ
…লা কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
…নাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ
…ন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ
…দাস মুখোপাধ্যায় ঐ
…নী মোহন চট্টোপাধ্যায় ঐ
…গেন্দ্র নাথ দত্ত ঐ
…পদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
…গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
…লাল দাস নন্দী ৩য়
…ময় কুমার ঘোষ ঐ
…গন্ধ মল্লিক ঐ

সেণ্ট জোসেফ্ স্কুল।

বিভাগ।

…র, এস, আসি ১ম
…ম, ওব্রাইন ২য়
…বলিউ, এ, বেলামি ঐ

দক্ষিণ বহরু স্কুল।

বিভাগ।

অঘোরনাথ চৌধুরী ৩য়

কোন্নগর স্কুল।

নগেন্দ্র নাথ ঘোষ ১ম
অতুলচন্দ্র ঘোষ ঐ
শ্রীশচন্দ্র লাহা ঐ
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
উমেশচন্দ্র ঘোষ ২য়
বিহারীলাল চন্দ্র ৩য়
কালীকৃষ্ণ মজুমদার ঐ

ভবানীপুর ইউনিয়ন একাডেমী।

বিভাগ।

আশুতোষ বসু ৩য়

গার্ডেন রিচ স্কুল।

শ্যামাচরণ মজুমদার ২য়

বাড়িসা স্কুল।

হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়
কালীপ্রসন্ন মজুমদার ঐ
নবগোপাল মুখোপাধ্যায় ৩য়

বেঙ্গল একাডেমী।

ডবলিউ এম এড্‌মন ২য়

কাশীপুর কাশীনাথ স্কুল।

মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়
চন্দ্রনাথ মিত্র ৩য়
তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ

হেতমপুর স্কুল।

উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ২য়

জনাই ট্রেনিং স্কুল।

অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় ২য়
ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় ৩য়
যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ

ইটালি ইনষ্টিটিউসন।

কেশবচন্দ্র ঘোষ ২য়

শিবপুর স্কুল।

তারাপদ ভট্টাচার্য্য ৩য়

কলিকাতা স্কুল।

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ২য়
ভজহরি ঘোষ ঐ
অঘোরচন্দ্র বসু ঐ
কৈলাসচন্দ্র বসু ৩য়

হরিনাভি এ, এস স্কুল।

রামলাল সরকার ২য়

শ্যামবাজার এচ, সি, ইং স্কুল।

শ্যামাচরণ সরকার ৩য়

দক্ষিণ উপনগর স্কুল কালীঘাট।

অক্ষয়কুমার মিত্র ২য়
নীরদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ঐ
নবীনচন্দ্র ঘোষাল ঐ

বরাহনগর হিন্দুস্কুল।

বিভাগ।

কালীকৃষ্ণ দত্ত ২য়
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ

ইউজ্‌কুল আর্ট স্কুল।

শ্রীশ চন্দ্র সিংহ ৩য়

কলিকাতা ইন্‌ষ্টিটিউসন।

রাধা চরণ সেন ১ম

বেহালা মিসন স্কুল।

জ্ঞানাচরণ মুখোপাধ্যায় ২য়

মির্জ্জাপুর সি, এম, স্কুল।

রসিক চন্দ্র রায় ৩য়

বারুইপুর স্কুল।

তারাদাস চক্রবর্ত্তী ২য়
তারাপদ মুখোপাধ্যায় ঐ

মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসন শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ।

বসন্ত কুমার বসু ১ম
মতিলাল মুখোপাধ্যায় ঐ
আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় ২য়
নীরদ বিহারী বসু ঐ
বিহারী লাল সুর
সুরেশ চন্দ্র সরকার
কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়
যোগেশচন্দ্র দে
শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মেঘনাদ ঘোষ ৩য়
পাঁচকড়ি দাস
যদুনাথ রায়
হেম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রঞ্জন কৃষ্ণ গুপ্ত
নগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

কলিকাতা মাদক স্কুল।

বিভাগ।

ডবলিউ এম মেকফার্লন ২য়
এ. জে, মেকলিন ঐ

টাকি H. C. E. স্কুল।

কালীনারায়ণ রায় ২য়
বেণীভূষণ রায় ঐ
জগবন্ধু বসু ৩য়

প্রাইবেট ছাত্র।

আর, সি, ডাইসেন ১ম
ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়

শ্রীরামপুর কালেজের স্কুল।

যুগল কিশোর মল্লিক ২য়
অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় ৩য়
অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়
উপেন্দ্র নাথ দে
যোগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মতিলাল ধর

হুগলি কালেজের স্কুল।

বিভাগ।

…লাল দে ১ম
…আবুল বরকৎ ঐ
…লোকা নাথ সোম ঐ
…কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "
…ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় "
…কী চরণ মিত্র "
…প্রসাদ বসু মল্লিক ২য়
…কৃষ্ণ ঘোষ "
…চন্দ্র রায় "
…মোহন দাস "
…লাল রায় "
…কা চরণ মিত্র "
…চন্দ্র সেন "
…চরণ চট্টোপাধ্যায় "
…বন্ধু মুখোপাধ্যায় "
…গোপাল দত্ত "
…সরকার ৩য়
…নিধান পালিত "
…নারায়ণ নন্দী "
…চন্দ্র নন্দী "

হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল।

…বিহারী মিত্র ২য়
…প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৩য়
…ঘোষ "
…ঘোষ "

চুঁচুড়া ফ্রি চর্চ্চ।

…দত্ত ২য়
…চরণ ভট্টাচার্য্য "
…চরণ চট্টোপাধ্যায় "
…বিহারী দাস ৩য়
…চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "
…নাথ বসু "

পাবনা স্কুল।

…কুমার বসাক ২য়
…চক্রবর্ত্তী "

মেদিনীপুর হাই স্কুল।

বিভাগ।

…চন্দ্র দে ১ম
…বসু "
…চক্রবর্ত্তী "
…মজুমদার ২য়
…মিত্র "
…প্রসাদ দত্ত "
…নাথ বসু "
…বসু "
…মিত্র "
…উদ্দিন আহম্মদ "

দেওঘর জেলা স্কুল।

…দত্ত ২য়

বর্দ্ধমান ইং স্কুল।

বিভাগ।

কুঞ্জবিহারী সেন গুপ্ত ২য়

চক্‌দিঘী সারদাপ্রসাদ ইনষ্টিটিউসন।

উমাপদ রায় ২য়
অন্নদাপ্রসাদ রায় ৩য়

ইলছোবা মোণ্ডলাই স্কুল।

যুগলকিশোর বসু ২য়

বর্দ্ধমান মহারাজার স্কুল।

করুণাময় চট্টোপাধ্যায় ২য়
শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় "
প্রসন্নকুমার গুপ্ত "
উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "
বনয়ারিলাল বিশ্বাস ৩য়

চুঁচুড়া হিন্দু স্কুল।

শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ১ম
বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় "
যুগলকিশোর দত্ত ২য়
কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "
বিপিনবিহারী শ্রীমানী ৩য়

বল্লুটী স্কুল।

পাঁচকড়ি চৌধুরী ১ম
মহাদেব চৌধুরী ২য়

চন্দননগর স্কুল।

শীতলপ্রসাদ ঘোষ ২য়
হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ৩য়
অখিলচন্দ্র অধিকারী ঐ

বলাগড় ইং স্কুল।

প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২য়

বাদলা A. V. স্কুল।

পূর্ণচন্দ্র কোঙার ২য়

কাঁচরাপাড়া স্কুল।

গিরীন্দ্রনাথ দত্ত ৩য়

কালনা ফ্রি চর্চ্চ মিশন স্কুল।

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ১ম
নক্ষেশ্বর ঘোষাল ২য়
সর্ব্বেশ্বর দাস ৩য়

মেদিনীপুর L. M. স্কুল।

গিরিশচন্দ্র দত্ত ২য়
ত্রৈলোক্যনাথ কোঙার "
নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "

শিক্ষক।

জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায় ৩য়

প্রাইবেট ছাত্র।

নিতাইচরণ বসু ৩য়

ঢাকা কালেজের স্কুল।

চন্দ্রকান্ত মজুমদার ২য়
বিপিনবিহারী সেন "
কামিনীকুমার দাস "
শশিভূষণ দত্ত "

বিভাগ।

সুবলকুমার দে ২য়
ভবানীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
বসন্তকুমার ঘোষ
আফিজুদ্দিন আহম্মদ
অনন্তকুমার বসু
চন্দ্রকিশোর বসু
কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ৩য়
শরচ্চন্দ্র রায়
গিরিশচন্দ্র সেন

ঢাকা পোগোস স্কুল।

মহেশচন্দ্র দত্ত ১ম
রজনীকান্ত গুপ্ত
রামচন্দ্র সরকার ২য়
হরিমোহন পাল
শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩য়
রাইবিহারী মুখোপাধ্যায়
মহেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ

ফরিদপুর স্কুল।

সুরনাথ চক্রবর্ত্তী ১ম
শশিকুমার ঘোষ
অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় ২য়
গোপালচন্দ্র মিত্র
মহিমচন্দ্র বসু
বিধুচন্দ্র সেন
হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
মানমোহন লাহিড়ী
কালীপ্রসন্ন সেন
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী

ময়মনসিংহ জেলা স্কুল।

গোবিন্দচন্দ্র বসু
দীননাথ চৌধুরী
গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী
দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী
কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
বরদা কান্ত দে
রজনীকান্ত রায়
আনন্দকিশোর দাস
গিরিশচন্দ্র মজুমদার
দক্ষিণারঞ্জন দত্ত
বিহারীলাল রায়
শশিভূষণ ঘোষ

ঢাকা জগন্নাথ স্কুল।

রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
চন্দ্রকিশোর রায়
উমেশচন্দ্র লাহিড়ী
ইন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত
বিশ্বেশ্বর ঘোষ
হরিমোহন চৌধুরী
শ্রীনাথ গুহ
কালীকুমার…

বিভাগ।

ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়
কান্ত আচ ,,
হর নাগ ,,
চরণ চক্রবর্ত্তী ,,
নবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
শচন্দ্র ঘোষ ,,
চরণ সেন ৩য়
কুমার ভট্টাচার্য্য ,,
বিহারী গুহ ,,
কুমার ভট্টাচার্য্য ,,
কুমার গুপ্ত ,,
বাহাদুর রায় ,,
কচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ,,

কুমিল্লা স্কুল।

চন্দ্র সেন ২য়
নন্দকিশোর দেব ৩য়
রহুল হই ,,
হরণ সেন ,,

মোগলটুলি স্কুল।

চরণ চৌধুরী ২য়
কমল সিং ৩য়
নন্দ সেন ,,

নওয়াখালি স্কুল।

টাদ মিত্র ১ম
দিনী কান্ত সোম ২য়
চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৩য়

নবাব আবদুলগণির ফ্রি স্কুল।

কিশোর বসাক ৩য়

সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল।

বিন্দ চন্দ্র মজুমদার ২য়
চন্দ্র রায় ৩য়

তেঘরিয়া স্কুল।

শ্যা চন্দ্র রায় ২য়

কৃষ্ণ নগর কালেজের স্কুল।

হ চন্দ্র সরকার ১ম
জ্যোতি চৌধুরী ২য়
তুল হোসেন ,,
চন্দ্র লাল চক্রবর্ত্তী ৩য়
ই. লিকিউনার ,,
নাথ চন্দ্র মিত্র ,,
বিনয় নাথ মজুমদার ,,
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
কী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,

কৃষ্ণনগর A. V. স্কুল।

পদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়
কানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
বিহারী বসু ,,
চন্দ্র বিশ্বাস ৩য়

যশোর জেলা স্কুল।

গেন্দ্র নাথ বসু ২য়
অন্ত লাল দাস ,,
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩য়
রজা নন্দ সেন ,,

শেরাজগঞ্জ স্কুল।

বিভাগ।

দুর্গা কান্ত চক্রবর্ত্তী ১ম
কালীকুমার মজুমদার ২য়
কেশব চন্দ্র বাগচি ,,
খর্সেদ আলি বিশ্বাস ,,
গঙ্গা নারায়ণ সেন ৩য়

চাট মোহর স্কুল।

বিপিন চন্দ্র কুণ্ড ৩য়

রঙ্গপুর স্কুল।

শশিধর ঘোষ ২য়

বগুড়া জেলা স্কুল।

দুর্গা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়

শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুল।

ঈশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১ম
অতুল চন্দ্র রায় ২য়
নৃত্য গোপাল ভট্টাচার্য্য ,,
নৃসিংহ প্রসাদ কর ,,

জেঙ্কিন্স স্কুল কুচবেহার।

রাসশঙ্কর ভাদুড়ী ৩য়
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ,,

নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল।

গিরিজাভূষণ রায় ২য়

কাটওয়া স্কুল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়
যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ,,

নড়াল H. C. E. স্কুল।

গোবিন্দচন্দ্র রাহা ২য়
যাদবচন্দ্র দাস ,,
অমৃতলাল রায় ,,
বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য ৩য়
যোগেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ,,
কুঞ্জবিহারী মিত্র ,,

গোবাড়ি হিন্দু স্কুল।

বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়

গোবরডাঙ্গা H. C. E. স্কুল।

শশিভূষণ ঘটক ২য়

রাণাঘাট E. স্কুল।

হরিগোপাল ভট্টাচার্য্য ২য়

বহরমপুর কালেজের স্কুল।

হৃষীকেশ লাহিড়ী ১ম
নন্দলাল ঘোষ ২য়
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
দীননাথ ভট্টাচার্য্য ,,
মুরারিলাল মজুমদার ,,
ঠাকুরদাস মিত্র ,,
অক্ষয়কুমার নাগ ,,
হরিনাথ মুখোপাধ্যায় ,,
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩য়
রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
শশিভূষণ বাগচি ,,

বোয়ালিয়া হাই স্কুল।

কালীমোহন রায় ১ম
রমাপ্রসাদ বাগচি ,,

বিভাগ।

জানকীনাথ পাঠক ২য়
গঙ্গাচরণ চক্রবর্ত্তী ,,
উমাপ্রসাদ বাগচি ,,
রজনীকান্ত ভাদুড়ী ৩য়
দুর্গাদাস মিত্র ,,

নিজামত স্কুল।

মহেশনারায়ণ রায় ২য়
গজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ৩য়

বীরভূম স্কুল।

হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১ম
যদুনাথ দাস ২য়
নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ,,
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
বসন্তকুমার নায়েক ৩য়
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ,,
বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায় ,,

দিনাজপুর জেলা স্কুল।

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩য়

কান্দি স্কুল।

পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ১ম
বনয়ারিলাল হাজী ,,
নীলরতন অধিকারী ২য়
হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ৩য়

ভাগলপুর L. M. S. স্কুল।

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়
পূর্ণচন্দ্র রায় ৩য়
সতীশচন্দ্র রায় ,,
রাধাকৃষ্ণ সেন ,,
সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য ,,
সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,

পাটনা কালেজের স্কুল।

সারস্বতীপ্রসন্ন ঘোষাল ২য়
বিনোদবিহারী মজুমদার ,,
রমাপ্রসাদ ,,
রাজবিহারী বসু ,,
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ,,
ফজল আজিম ,,
মহম্মদ আবু জফের ,,
মহেন্দ্রচন্দ্র বসু ,,
শ্যামাচরণ বসু ,,
যোগেশচন্দ্র ঘোষ ৩য়
যদুনন্দন সহায় ,,
রামলাল ,,
নজমুদ্দিন আহম্মদ ,,
মহিমানাথ রায় ,,

গয়া জেলা স্কুল।

ফাগুলাল ২য়
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ৩য়
চুন্নি পাঠক ,,

সারণ স্কুল।

রঘুবংশ সাহে ৩য়

মজঃফরপুর স্কুল।

বিভাগ।

দাস ৩য়
মার ভট্টাচার্য্য ,,

বেহার স্কুল।

চরণ রায় চৌধুরী ২য়

মেদনপুর H. C. E. স্কুল।

চট্টোপাধ্যায় ২য়
আলাম ,,
আহমদ ,,
প্রসাদ ,,
দাস ,,
চট্টোপাধ্যায় ,,
বন্দ্যোপাধ্যায় ৩য়
চৌধুরী ,,
লাহিড়ী ,,

চন্দ্র বাপ্টিষ্ট মিশন স্কুল।

দাস ৩য়
বিশ্বাস ,,

খাকুড় স্কুল।

উপাধ্যায় ২য়

মুঙ্গের জেলা স্কুল।

আসগরি ১ম
২য়
চন্দ্র রায় ,,
প্রসাদ সিংহ ৩য়
লাহিড়ী ,,

বাঁকুড়া স্কুল।

চট্টোপাধ্যায় ১ম
ঘোষ ২য়
চৌধুরী ,,
চক্রবর্ত্তী ,,
সিংহ ,,
মুখোপাধ্যায় ,,
চক্রবর্ত্তী ,,

বাঁশুড়ী H. C. E. স্কুল।

বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়
গোস্বামী ৩য়

কোন্নগর রাধাবল্লভ ইনষ্টিটিউসন।

মুখোপাধ্যায় ২য়
চট্টোপাধ্যায় ,,

বরিশাল স্কুল।

সেন ১ম
সরকার ,,
সেন ২য়
চক্রবর্ত্তী ,,
বসু ,,
ঘোষ ,,
গঙ্গোপাধ্যায় ,,
গুপ্ত ,,
বিশ্বাস ,,
ঘোষ ,,
গঙ্গোপাধ্যায় ,,

বিভাগ।

শশিকান্ত রায় ৩য়
সৈয়দ জুরুল হোসেন ,,
জোসেফ খৃষ্টান ,,

চট্টগ্রাম হাই স্কুল।

নগেন্দ্র কুমার রায় ২য়
এফ কর্ণাণ্ডেজ ,,
বীরেশ্বর দাস ৩য়
রাজকুমার দত্ত ,,

শিলেট গবর্ণমেন্ট স্কুল।

গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত ২য়
দেবেন্দ্র নাথ গুহ ৩য়
কমলাকান্ত ঘোষ ,,

রাম বিহারী স্কুল।

মদন চরণ দাস ৩য়
নবীনচন্দ্র সোম ,,
বসন্তকুমার মজুমদার ,,

গোয়ালপাড়া জেলা স্কুল।

আজিম উদ্দিন আহম্মদ ৩য়

গৌহাটী হাই স্কুল।

মতিলাল সেন ৩য়
যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা কোতোকী ,,
গদাধর শর্ম্মা ,,

শিব সাগর জেলা স্কুল।

কৃষ্ণানন্দ গোস্বামি ৩য়
নবীনাথ মজুমদার ,,

হাজারিবাগ স্কুল।

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ৩য়

পুরুলিয়া গবর্ণমেন্ট স্কুল।

নারায়ণ বসু ৩য়
নীলমাধব পাত্র ,,

রাঁচি গবর্ণমেন্ট স্কুল।

শরচ্চন্দ্র রায় ৩য়
নানক সহায় ,,
কৃষ্ণদয়াল দাস ,,

পুরী স্কুল।

মধুসূদন মহান্তী ২য়
হরিহর মিশ্র ,,
গোকুলানন্দ নায়েক ,,
সদানন্দ দে ৩য়

বালেশ্বর স্কুল।

দুর্গাচরণ সাউ ১ম
বানুনারায়ণ মিত্র ৩য়

কটক হাই স্কুল।

আনন্দ চন্দ্র রাহা ২য়
সীতানাথ মহান্তী ৩য়

সেন্টপিটার্স কালেজ এলাহাবাদ।

পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ ৩য়
গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,,

এলাহাবাদ গবর্ণমেন্ট হাই স্কুল।

রামেশ্বর দয়াল ২য়
সুদর্শন সিংহ শেঠ ,,
কুঞ্জবিহারী লাল ,,

বিভাগ।

আমীর হোসেন ২য়
নিয়াজ হোসেন ,,
ঠাকুর প্রসাদ ৩য়
রামচরণ পাণ্ডে ,,
দেবী প্রসাদ ,,

এলাহাবাদ বালক হাই স্কুল।

R. H. লিবসেট ১ম
E. A. জিলোন ২য়
C. ডিকাষ্ট্রো ৩য়

মির্জাপুর গবর্ণমেন্ট জেলা স্কুল।

বদ্রুপ্রসাদ ২য়

মির্জাপুর L. M. S. ইনষ্টিটিউসন।

J. গেব্রেল ৩য়

শিক্ষক।

সুখদ পাণ্ডে ৩য়

বেনারস কালেজ।

রাজেশ্বর মিত্র ১ম
মহম্মদ ইসমেল খাঁ ,,
রাম গোপাল মৈত্র ২য়
মহাদেব প্রসাদ শাস্ত্রী ,,
ধনরাজ পাণ্ডে ,,
কৃষ্ণলাল দাস ,,
কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় ,,
বলদেব রাম ,,
শীতল সিংহ ,,
যজ্ঞেশ্বর দুবে ,,
ব্রজ কিশোর সাহা ,,
শ্যাম কিশোর ,,
জয় নাথ সিংহ ,,
মহেশ্বর সিংহ ,,
জগন্নাথ প্রসাদ ,,
রাজকুমার সাহা ,,
ঈশ নারায়ণ সিংহ ,,
রঘুনন্দন প্রসাদ ,,
রাম লগণ মিশ্র ৩য়
অন্নদা চরণ দত্ত ,,
বেণী মাধব দীক্ষিত ,,
গোপাল নারায়ণ শাস্ত্রী ,,

জয় নারায়ণ কালেজ।

নব চন্দ্র সান্যাল ১ম
বাবু রাম ২য়
রাম দত্ত ,,
ক্ষেত্র কুমার সান্যাল ,,
দুর্গা নারায়ণ ,,
মুনিরাম ,,
শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩য়
যোগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ,,
সুজাজ প্রসাদ ,,
পশুপতি শরণ সিংহ ,,

বাঙ্গালীটোলা প্রেপ্রেটরি স্কুল।

অম্বিকাচরণ মজুমদার ২য়
শিবপ্রসাদ ঘোষ ,,

বিভাগ।
শীতাংশু ভূষণ রায় ৩য়

লণ্ডন মিশন হাই স্কুল।
জমেদ আলি ২য়
M. P. গেটার ,,
দেবেন্দ্রনাথ দত্ত ,,
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
মুকুন্দ লাল ,,

গাজিপুর ভিক্টোরিয়া স্কুল।
শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২য়

গোরক্ষপুর C. M. স্কুল।
শিবানন্দ ২য়

গাজিপুর মিশন স্কুল।
ব্রজমোহন লাল ৩য়

আগরা কালেজের স্কুল।
বংশীধর ১ম
রাধিকা প্রসাদ ২য়
মাতো প্রসাদ ,,
মাধোরাম দুবে ,,
মোক্ষরাম সিংহ ,,
নারায়ণ রাও লাথাটে ,,
রঙ্গুনাথ ৩য়
মাখন লাল ,,

সেণ্ট জোন্স কালেজ।
আমীর আলি ২য়
M. A. টমাস ,,
H. G. ক্যাম্বেল ,,
প্রতাপ নারায়ণ ৩য়

ভিক্টোরিয়া কালেজ।
রামরতন ২য়

আগরা সেণ্টপিটার্স কালেজ।
কার্টিস সাউ ২য়
P. মেকডার্মট ,,

হিউমস্ হাই স্কুল।
শিবপ্রসাদ ১ম
রাধারমণ ,,
নারায়ণ প্রসাদ ২য়

মথুরা জেলা স্কুল।
রসিকবিহারী ১ম
শঙ্করীলাল ২য়
[illegible]লাল ৩য়

আলিগড় স্কুল।
পিয়ারী লাল [১] ২য়
শিবশঙ্কর লাল ,,
নারায়ণ প্রসাদ ,,
শঙ্কর লাল ,,
পিয়ারী লাল [২] ,,
দামোদর লাল ৩য়
কুন্দন লাল ,,
রামলাল ,,

ফরেক্কাবাদ গবর্ণমেণ্ট স্কুল।
কিশোরচন্দ্র চৌবে ৩য়

জয়পুর মহারাজার কালেজ।
বিভাগ।
নন্দকিশোর সিংহ ২য়
জয়নারায়ণ ৩য়

বেরেলী কালেজ।
গোবিন্দ প্রসাদ ১ম
রাজা বাহাদুর ২য়
বিহারীলাল তেওয়ারি ,,
রাম সহায় ,,
ফকীর চাঁদ ,,
বঙ্ক লাল ,,
সহায় চাঁদলাল ,,
কুতুবুদ্দিন ,,
সুন্দরলাল ,,
জুয়ালা প্রসাদ ,,
মহম্মদ জহর খাঁ ,,
কালিকা প্রসাদ ৩য়
জুয়ালা প্রসাদ ,,
বসন্ত রায় ,,
মেঘনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
লালবিহারী মিশ্র ,,
বলদেব সহায় ,,

বদাউন জেলা স্কুল।
মহাসুখ লাল ৩য়

সাজাহানপুর জেলা স্কুল।
রূপান লাল ২য়
সৈয়দ আহম্মদ ,,
তোতারাম ৩য়
ভোলা সহায় ,,

মোরাদাবাদ গবর্ণমেণ্ট স্কুল।
রহমত আলি খাঁ ২য়
মোহর সিং ,,

আলমোরা মিশন স্কুল।
হরিরাম পাণ্ডে ২য়

বালক অর্ফেন্স সাজাহানপুর।
হাফি উল্লা ২য়

শিক্ষক।
কালিকা প্রসাদ ২য়

ক্যানিং কালেজ।
দ্বারকা প্রসাদ ২য়
আক্তাহোসেন খাঁ ,,
যোগেন্দ্রনাথ রায় ,,
ব্রজমোহন লাল ওঝা ,,
শীতল প্রসাদ গুপ্ত ৩য়
জগন্নাথ ,,

বড় বাঁকি হাই স্কুল।
লালু রাম ২য়
গিরীন্দ্রগোপাল ঘোষ ৩য়
জমায়েত রায় ,,

হরদুই হাই স্কুল।
রঘুবর দয়াল দোবে ২য়

সীতাপুর হাই স্কুল।
ছোটে লাল
পণ্ডিত প্রতাপ নারায়ণ

রায় বেরিলী হাই স্কুল।
মহম্মদ সাকুর খাঁ
আউলাদ মহম্মদ খাঁ

ফয়জাবাদ হাই স্কুল।
সনাতন চট্টোপাধ্যায়
রাম সিংহ
মহাবীর প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কানপুর জেলা স্কুল।
নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
হরিদাস মুখোপাধ্যায়
রামচরণ শুক্ল

উনাও হাই স্কুল।
রামনারায়ণ
বৈজনাথ
গয়াপ্রসাদ দোবে

গোণ্ডা হাই স্কুল।
ভগবন্ত প্রসাদ

লক্ষ্ণৌ লামার্টিনিয়ার কালেজ।
W. C. Gibson
J. Ten Broeke
R. R. Knight
W. Crawford
F. S. Porter
J, Spence
E. Blewitt
F. S. Lincoln
J. R. Adie
J. W. Schofield
E. C. Gomment
T. W. Payne
E. W. Bell
W. O' Shaughnessy
B. Smith
W. Purves
G. H. McIntosh

আজমীর কালেজ।
গৌরীশঙ্কর

মুসোরাই স্কুল।
E. F. Gross

জৌনপুর হাই স্কুল।
কুতবুদ্দীন
গজরাজ সিংহ
মহম্মদ ইসেন
আসেরকর মোরেশ্বর গণেশ
রামকৃষ্ণ গঙ্গাধর নবতেই
নগেন্দ্রনাথ বসু
বঙ্ক বিহারী

বিভাগ।
[illegible]রীশঙ্কর ২য়
[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
[illegible]সিংহ ,,
[illegible] মুনদোলকার ,,
[illegible] রামচন্দ্র ভগবে ,,
[illegible]লাল দত্ত ,,
[illegible] ৩য়
[illegible] বাপুজি ভাবেজ ,,
[illegible] প্রসাদ ,,

[illegible] জব্বলপুর সি, এম, হাই স্কুল।
[illegible] ২য়
[illegible] মহাদেজি আগাসে ঐ
[illegible] অনন্ত রামেরাজি ৩য়
[illegible] রকৃষ্ণ গাঢ়েগর ঐ

[illegible] ফ্রিচার্চ ইন্‌ষ্টিটিউশন নাগপুর।
[illegible] বাবাজি ১ম
[illegible] বাপুজি মহলাঙ্কর ২য়
[illegible] বালোজি পোতদার ঐ
[illegible] রামচন্দ্র মুনশিও ঐ
[illegible] অম্বিকা রাজুর ঐ
[illegible] নারায়ণ বপট ৩য়

[illegible]RANCIS DE SALES' SCHOOL, NAGPUR.
[illegible] Burgeisin 3

[illegible]OP'S SCHOOL, NAGPORE.
[illegible] Bailey 2
[illegible] Woods ,,

সিটী স্কুল নাগপুর।
[illegible] রঙ্গরাম ২য়
[illegible] কাশীনাথ গোপালি ঐ
[illegible] কেশব সোবালকার ঐ
[illegible] রামচন্দ্র সোনাটে ঐ
[illegible] সোনোবা ঐ

[illegible] সেণ্ট এণ্ড্রুজ হাই স্কুল।
[illegible] শঙ্কর ২য়
[illegible] ঐ
[illegible] সিংহ ঐ
[illegible] ৩য়

[illegible] দিল্লী গবর্ণমেণ্ট স্কুল।
[illegible] হোসেন ১ম
[illegible] সিংহ ঐ
[illegible] চরণ ঘোষ ২য়
[illegible] ঐ
[illegible] লাল ঐ
[illegible] মুখোপাধ্যায় ঐ
[illegible] ঐ
[illegible] হোসেন ঐ
[illegible] ঐ
[illegible] ঐ
[illegible] ৩য়

লাহোর গবর্ণমেণ্ট স্কুল।
বিভাগ।
দয়ারাম ১ম
H. R. Gouldidg ,,
পরমানন্দ ২য়
আইজাজ নাবি ঐ
আতা উল্লা ৩য়

অমৃতসর জিলা স্কুল।
মোহন লাল ২য়
আনন্দ রায় ঐ
মহম্মদ আলি ঐ
রাদিয়া রাম ঐ
জান মহম্মদ ঐ
লাল চাঁদ ঐ
বিহারী লাল ঐ

রাওলপিণ্ডি মিশন স্কুল।
গঙ্গারাম ২য়

লুধিয়ানা মিশন হাই স্কুল।
চাঁদু লাল ২য়
পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ ৩য়

অমৃতসর মিশন হাই স্কুল।
সুন্দর সিংহ ২য়
রাম নাথ ঐ

জলন্দর মিশন স্কুল।
পণ্ডিত শিও নারায়ণ ১ম
হরনারায়ণ দাস ২য়
শিও গোলক নাথ ঐ

হুসিয়ারপুর স্কুল।
অমর নন্দ ১ম
রাম চাঁদ ২য়
কুঞ্জ লাল ঐ

গুজরাট ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল।
জিয়া উল্লা ২য়

লাহোর ওরিয়েণ্টাল স্কুল।
শ্রীরাম ২য়

লাহোর মিশন স্কুল।
হর ভগবান ২য়
কমরুদ্দীন ঐ
জয়গোপাল ৩য়

গুজরানওয়ালা মিশন স্কুল।
জীবনকৃষ্ণ ২য়
তারা চাঁদ ঐ

প্রাইভেট ছাত্র।
গোলাম মহম্মদ ২য়

BISHOP COTTON SCHOOL.
F. Farley 1
C. N. Johnson 2
S. Johnson ,,
R. Volkers ,,
A. Dyer 3

মফস্বল।

ঢাকা।

জয়দেবপুরের পশ্চিমে কড়ড়া গ্রামে ১৭।১৮ বৎসর বয়স্ক একটি তন্তুবায় বালক আছে, এই বালকটী আশৈশব জরাগ্রস্ত, পঙ্গু এবং মূক; উহার পিতা বৃদ্ধ, অন্ধ এবং চির প্রবাসী; মাতা নিঃসহায় দরিদ্র। রাজা কালীনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর উক্ত বালকটীকে চিরজীবন ভরণ পোষণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা রাজা বাহাদুরের এই কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইলাম।

কড়ড়ার কুম্ভকারগণের জলকষ্ট নিবারণার্থ রাজা বাহাদুর নিজব্যয়ে তথায় একটি পুষ্করিণী খনন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

কোন মুসলমান একটী পুষ্করিণীর জমি প্রার্থনা করাতে তাঁহাকেও তিনি বিনা মূল্যে উপযুক্ত ভূমি প্রদান করিয়াছেন। সুখের বিষয়। কোন প্রকার স্বার্থের গন্ধ নাই ত?

বর্দ্ধমানান্তর্গত বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ১০ দশটাকা দিয়াছেন।

এবৎসর ভাওয়াল পরগনায় ধান্যের অবস্থা সন্তোষ জনক নহে। উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি না হওয়াতে ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

মিস্ মেরী কার্পেণ্টার গত সোমবার বরানগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমভিব্যাহারে করিয়া পূর্ব্বাহ্ন ৭টার সময় ঢাকায় সমাগত হন। অপরাহ্ন ১টার সময়ে অত্রত্য স্ত্রী বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। শুনিলাম এই বিদ্যালয় দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই দিবস ৩টার সময় পুরা ধন রঙ্গভূমিতে এক সভা আহূত হয়। শুভসাধিনী সভার পক্ষ হইতে মেরী কার্পেণ্টারকে একখানা অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই দিবস রাত্রিতেই শশিপদ বাবু কলিকাতায় প্রতিগমন করিয়াছেন। তৎপর দিবস অত্রত্য গোলোপ সাহেবের ভবনে ব্রাহ্মিকাগণকে লইয়া মেরী কার্পেণ্টার অনেক সদালাপ করেন। বুধবার ইনি লালবাগ বাটী অবস্থা দুর্গের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। ইনি এখানকার ফিমেল স্কুলের নিমিত্ত প্রায় ২৫০ টাকার পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের লাইব্রেরীতেও অত্যুৎকৃষ্ট কয়েকখানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। শুনিলাম আগামী কল্য তিনি এখানে একটী শাখা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপনোদ্দেশে এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৶০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	৩৲
ডাকমাশুল ...	।৶০
অগ্রিম যাণ্মাসিক মূল্য	১।০
ডাকমাশুল ...	৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মুজাপুর ষ্ট্রীট নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে তরুণ ও তরুণীদিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্মার ৫ ফর্মা আকারে নভেল বাহির হইবে। অনুমান ১০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৷৶০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমাজদর্পণ আপীস ৩৫ চোর বাগান কলিকাতা। } সমাজদর্পণ সম্পাদক ও ভাগবত প্রভৃতির প্রকাশকগণ।

দুঃখ সঙ্গিনী।

গীতিকাব্য।

মূল্য ৷৶০ আনা।

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরি, নূতন ভারত যন্ত্র ও [illegible] কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন। যাঁহারা মনিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৷৶০ আনা হিসাবে পাওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে এক্জামিনরস্ আফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৬।০	অগ্রিম যাণ্মাসিক ...	৩।০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	২৲	মাসিক ...	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...		...	৶০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়

সাধারণী।

৪ ভাগ } চুঁচুড়া—২৬শে পৌষ। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ৯ ই জানুয়ারি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। { ১১ সংখ্যা।

লর্ড নর্থব্রুক পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, লর্ড লিটন আমাদের গবর্ণর জেনেরাল হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষের পরেই একবার জনরব উঠিল যে, নর্থব্রুক পদ পরিত্যাগ করিবেন। তাহার পর যখন বরদার বিচার লইয়া গবর্ণর জেনেরেলের সহিত ষ্টেট্ সেক্রেটারির মতের অনৈক্য হইল, তখনও সেইরূপ জনরব উঠিল। সম্প্রতি যুবরাজ এখানে শুভাগমন করিলে পর এই রূপ জনরব উঠিল যে, 'যুবরাজ পত্নী' বিলাত হইতে তারযোগে নির্দ্ধারিত হইতেছে, যুবরাজের পরিচর্য্যা সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরালের কোন হাত নাই, ইহাতে তিনি বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন ও নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। এখন শুনা গেল, যে লর্ড নর্থব্রুক আর এক নিদাঘের তাপ সহ্য করিতে পারিবেন না, সুতরাং তারে খবর আসিয়াছে, যে তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ নবেল লেখক বুলওয়ার লিটনের পুত্র লর্ড লিটন্ তদীয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

আমরা রাহুরূপী ডালহাউসি, সূর্য্য স্বরূপ মহাত্মা ক্যানিং, বুধাবতার এল্‌গিন, উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষ কলঙ্কধারী শীতল-রশ্মি লরেন্স, দৈত্যগুরু লর্ড মেও, গুহকুমারের শনি স্বরূপ লর্ড নর্থব্রুক,—দেখিলাম। পণ্ডিতবর লর্ড লিটন বোধ হয় ভারতকেন্দ্রে এবার বৃহস্পতি রূপে উদিত হইলেন। আমরা আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত হৃদয়ে এই বৃহস্পতির সঞ্চার গণনায় নিযুক্ত রহিলাম।

কলঙ্কের কথায় কলিকাতায় কাণ পাতা ভার। সহস্র-রসনা রটনা সহস্র কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছেন। যুবরাজ রায় জগদানন্দ বাহাদুরের বাটীতে পদার্পণ করিবেন, এ কথা প্রথমে কেহই বিশ্বাস করেন নাই, পরে বিগত সোমবার অপরাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয় মণ্ডপে যুবরাজের আগমন করিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই চারিদিক্ হইতে নিঃশব্দে কাণা ঘুষা চলিতে লাগিল। যুবরাজ বিশ্ববিদ্যালয়দত্ত উপাধি ধারণ করিয়া, সম্মানচ্ছদ পরিধান করিয়া, চলিয়া গেলেন, ভাগীরথীর বক্ষে নবসেতু দুলিতে লাগিল, নিশ্চলজ্জা হাবড়া অনুরাগ গরিমায় হাসিতে লাগিল, কিন্তু সহরের চারিদিক জগদানন্দের নিন্দায় পরিপূরিত হইল। ভবানীপুর কলঙ্ক কালিমায় পরিপূর্ণ হইল। এখনও সহরে কাণ পাতা ভার। কিন্তু এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াও আমরা কিছু প্রকৃত সমাচার পাই নাই। সুতরাং আমরা ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিনা। যদি ভবানীপুরের রায় বাহাদুর প্রকৃত নিজ অন্তঃপুর মধ্যে যুবরাজকে লইয়া গিয়া থাকেন, আর যদি বঙ্গ সীমন্তিনীগণ কুলবতীর কোটি বৎসরের কুলমান বিসর্জ্জন দিয়া যুবরাজের মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সত্য সত্যই ভীত হইতে হইবে, কুণ্ঠিত হইতে হইবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে, যে বঙ্গ-কুলবধূ হঠাৎ এরূপে কুল লজ্জা বিসর্জ্জন দিতে পারেন না।

যাহাই হউক এতৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মপত্রে সকলের, উন্নতি শীল ব্যক্তিবর্গের এবং বামাবোধিনী, বঙ্গমহিলা প্রভৃতি পত্রিকার মত দেখিতে ইচ্ছা হয়। ভরসা করি সহযোগীগণ ও সহযোগিনী গণ আমাদের মনস্কাম সিদ্ধ করিবেন।

এখন আমাদের সেই পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল; আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বিষম শঙ্কটে পাতিত করিলেন,—কোথায় গুহকুমারের অকাল পতন স্মরণ করিয়া শোক করিতেছি, আর কোথায় সেই সময়েই অর্দ্ধরাজ অর্দ্ধ অতিথি আলবর্টকে গৃহদ্বারে সমাগত দেখিয়া সৎকার সমাধা শেষ করিতে না করিতেই, আমাদিগকে মঙ্গলাচরণের হুলুধ্বনি উচ্চরিত করিতে হইবে। আপনাদিগকে এইরূপ অবস্থাপন্ন ভাবিয়া আমরা তৎকালে আক্ষেপ করিয়াছিলাম। কিন্তু ভারতবাসীর মনের আগুন যেমন ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হয়, এমন কাহারও হয় না। ভারতবাসী শোক সন্তাপ একেবারে শীতল করিয়া উৎসবে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, যেন সকলই ভুলিয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসী এখন প্রমত্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালার উৎসব বিগত সোমবারে শেষ হইয়াছে। এতদিন আমরা আড়ম্বরে অভিভূত হইয়াছিলাম, যেন অপূর্ব্ব সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম; এখন চক্ষুঃ মেলিতেছি, নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে, আবার সেই অভাগা গুহকুমারকে দেখিতে পাইতেছি।

সকলে সকলের জন্য বলিল, অভাগিনী লক্ষ্মীরাণীর জন্য কেহ কোন কথা বলিল না। যদি বাগ্দেবীর কৃপাকটাক্ষ থাকিত, যদি উদ্যান-রচন-গদ্য-বিচরণাভিলাষিণী এই লেখনী কখন সরলচ্ছন্দোবদ্ধ রচনা প্রসব করিতে পারিত, আর যদি এই অপটু অঙ্গুলি কলাপ কখন ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকির পরিত্যক্ত বীণা-যন্ত্রে ঝঙ্কার দান করিতে স্পর্দ্ধা করিত, তবে বনরাপুরীর তোরণ দ্বারে দাঁড়াইয়া এই বার একবার যুবরাজকে 'লক্ষ্মীরাণীর ভিক্ষার গান' শুনাইতাম।

লক্ষ্মীরাণীর হৃদয় উচ্ছ্বাসে আমি রাজপুত্রকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতাম। অভাগিনী মহিষীর মুখে বলাইতাম,—"রাজপুত্র প্রাসাদভবন দেখিলে, একবার বিষাদকারা নিরীক্ষণ কর; আলোকের উজ্জ্বলভাব দেখিলে, একবার অন্ধকারের কালিমা দেখিয়া যাও; কোটি কোটি লোকের চাঞ্চল্য দেখিলে, একবার একজন নির্জ্জন বিলাসীর নিশ্চলতা দেখিয়া যাও; ভিন্ন যোধপুরের অভ্যুত্থান দেখিলে, একবার মহারাষ্ট্রপতির অধঃপতন দেখিয়া যাও; বাজীর আগুনের ফোয়ারা দেখিয়াছ, একবার হৃদয় আগুনের জ্বালা দেখিয়া যাও; আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখিলে, শোকের আবেগ দেখিবে না? অচলের শীতল নির্ঝর দেখিলে, সচলের উষ্ণ নির্ঝর দেখিবে না? বিলাতের অনুগৃহীত সালিউ সাহেবের কপট হর্ষাভিনয় দেখিলে, আর বিদেশের পদ-দলিত মূর্ত্তিমান্ শোকাবতার গুহকুমারকে দেখিবে না? কেবল আলোকের উজ্জ্বল পতঙ্গ দেখিলে, আর, এই অন্ধকারের নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল, ভুজঙ্গীভূত বন্দীকে দেখিবে না? রাজপুত্র! আমি স্ত্রীলোক! আমার কথা রক্ষা কর। একবার কারাগারে পদার্পণ কর। এই সংসারে আসিয়া যে ইহার বৈচিত্র দেখিল না, তাহার পণ্ডশ্রম হইল; আর এই ভারতবর্ষে আসিয়া যে এই অধঃপতিত পৌরাণিক ভূমির কঠোর বৈচিত্র,—বিষম বন্ধুরভাব—দেখিল না, তাহার পণ্ডশ্রম হইল। এখানে কাশ্মীরের স্বর্গ আর বরদার নরক, মিলিত হইয়াছে. এইখানে অভ্রস্পর্শ বঙ্গসাগর অভ্রভেদী হিমশৃঙ্গকে চুম্বন করিতে প্রধাবিত হইয়াছে. রাজপুতানার মরুবীর পঞ্জাবের হরিৎক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছে, আর সুসভ্য আর্য্য সন্তান, অসভ্য তুরাণীর সহিত একত্র দাসত্ব করিতেছে। ভারতক্ষেত্র বৈচিত্র্যময়। এখানে লোক কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতে পারে, আবার হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে পারে। রাজপুত্র কেবল হাসি দেখিলে, কান্না দেখিবে না? যে ভারতে আসিয়া ইহার এই কঠোর বৈচিত্র দেখিল না, তাহার পণ্ডশ্রম; আজি তুমি সুটরের হাসি দেখিয়াছ, একবার সেই সুটর-পাতিত গুহকুমারের অশ্রুপাত দেখিয়া যাও—লক্ষ্মীরাণীর এই একমাত্র ভিক্ষা।"

বঙ্গদেশের পুলিস।

প্রচলিত প্রণালীর পুলিস বন্দোবস্ত যে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান পুলিস যে সমধিক অনিষ্টজনক হইয়া সাধারণের বিষ নয়নে পড়িয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মাননীয় টেম্পল সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে, পুলিস সকলেরই অপ্রীতিভাজন হইয়াছে; এমত অবস্থায় পুলিসের সংস্কার যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অসাধুতাই বর্ত্তমান পুলিসের প্রধান দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অনেকেরই বিশ্বাস যে, সচ্চরিত্র এবং সুশিক্ষিত লোক পুলিসের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে, পুলিসের অনিষ্টকারিতার যথাসম্ভব হ্রাস হইবে এবং যে অভিপ্রায়ে পুলিসের সৃষ্টি, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। দিন দিন বঙ্গদেশে সুশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং সুশিক্ষার সঙ্গে সাধুতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এ কথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তবে কেন পুলিসের উৎকর্ষ সাধিত হয় না? এই সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সকল পরিমাণে পুলিস দলে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? কিরূপ প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলে, সকল দিক রক্ষা করা যায়? প্রশ্নগুলি অতি গুরুতর; সর্ব্বসাধারণের এ বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন, তাঁহারা নিজের হিত এবং দেশের মঙ্গল সাধনের উপায় করিবেন। আমরা এ সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়াছি, তদ্বিষয়েও সাধারণের মনোযোগ এবং বিবেচনা প্রার্থনীয়।

অবিশ্বাসে পুলিসের সৃষ্টি এবং স্থিতি, ইহাই পুলিসের সকল দোষের আকর। কর্ত্তৃপক্ষ পুলিসকে বিশ্বাস করেন না; পুলিসের কোনও কাগজ বিচারালয় সম্মুখে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হয় না, পুলিস কর্ম্মচারী কোনও অপরাধের কিনারা করিতে না পারিলে, সে কোনও পক্ষের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া শিথিলযত্ন হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহার পদবৃদ্ধির ব্যাঘাত করেন, কখন বা তাহাকে অন্য প্রকারে দণ্ডিত করেন; পুলিস উৎকোচগ্রাহী, ইহা কর্ত্তৃপক্ষের অবধারিত পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত, নতুবা অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনভোগী কোনও ভদ্রলোক যাতায়াতের ব্যয় আপন হইতে চালাইয়া নিয়ত পর্য্যটন করিতে থাকিবে, এ প্রত্যাশা তাঁহারা কোন্ যুক্তি বলে করিয়া থাকেন? যখন এ প্রকার অবিশ্বাসে পুলিসের জাতসংস্কার হয়, তখন কচিৎ পুলিস কর্ম্মচারী যে সাধুতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবহারে পুলিস আত্মসম্মান ভুলিয়া যায়, লোকেও পুলিসের এই পরিচয়ে অগত্যাবশিষ্ট অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা করে; পুলিসও কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া এতৎস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। অগত্যা মূলে বিশ্বাসের অভাবে প্রযুক্ত রক্ষক এবং রক্ষিতে সহানুভূতি থাকে না, শেষে রক্ষক ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়, পুলিসের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া পুলিস কর্ম্মচারী স্বার্থসিদ্ধিই জীবনের লক্ষ্য করিয়া লয়, এবং তাহাতেই আপাততঃ সুখ স্বচ্ছন্দতা এবং পরিশেষে রাজদ্বারে সম্মানলাভ করিয়া থাকে।

কর্ত্তৃপক্ষের আরও দোষ আছে। পুলিসকে তাঁহারা একদিকে বিশ্বাসের অযোগ্যপাত্র বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং এমত স্থলে যে সদাচার অপপ্রয়োগ জনিত অনিষ্টের উৎপাদন হইবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। এতদ্ভিন্ন, কেহ বিশেষ পুলিস সুকার্য্য সাধন করিয়াছে বলিয়া পুরস্কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু মাদক দ্রব্যের ব্যাপার বিষয়েও পুরস্কারের স্থির বিধান আছে। পুলিসের সম্বন্ধে এই পুরস্কার প্রথা অতিশয় অনিষ্টকর। যে কার্য্য না করিলে প্রত্যবায় আছে, তাহার জন্য পুরস্কার দিলে একপক্ষে শিথিলতা এবং অপর পক্ষে অসাধুতা অনিবার্য্য। ইহাতে লোভী প্রশ্রয় পায়, সদ্বিবেচক মুগ্ধ হয়। এই সকল কারণেই পুলিসের অনাদর হইয়াছে, এবং পুলিস সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়াছে। কেবল কর্ত্তৃপক্ষের দোষেই পুলিসের দোষ, এ কথা বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না; বস্তুতঃ ইহাদের যেমন শিক্ষা, ইহারা তদনুরূপ পরীক্ষাই দিয়া থাকে।

এই সকল দোষ নিবারণের অনেক প্রকার উপায় থাকিতে বা হইতে পারে। আমরা অদ্য কতিপয় উপায়ের প্রস্তাব করিতেছি।

১। পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদগুলি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা অনেক দিন দেখিয়া শুনিয়াও এই উচ্চ বেতনভোগী অনুচার্য্য-নাম-ধারী কর্ম্মচারীগণ কি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বা দেশের কি বিশেষ উপকার করিয়া থাকেন, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। ইহারা যে কার্য্য করেন, একজন সামান্য কেরাণী সামান্যতর বেতনে সে কার্য্য সমাধান করিতে পারে, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস। বস্তুতঃ আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে ইহাদিগকে জেলার মাজিষ্ট্রেটের পুলিস বিভাগের সেক্রেটারী বলিয়া বোধ হয়। এই পদের সৃষ্টি যেমন যে বহুতর টাকার অপব্যয় হয় তাহাও নহে। এই পদধারী ব্যক্তিগণ প্রায় সর্ব্বত্রই বিদেশীয়; পুলিসের কার্য্যে যে পরিমাণে দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির পরিচয় আবশ্যকীয়, ইহাদের দ্বারা তাহা কোন মতেই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি যে সমাজের অন্তর্নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুমাত্র জানিল না, অথচ লোক চরিত্র অবধারণই যাহার একমাত্র কার্য্য, সে কি প্রকারে সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের গার্হস্থ্য সুখস্বচ্ছন্দতার সামঞ্জস্য-বিধাতা হইবে? ইহা আমাদের সামান্য বুদ্ধির অগোচর। ফলতঃ আমাদের মত এই যে, এই পদের কার্য্যনির্ব্বাহের ভার জেলার কোনও এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের (অবশ্য এতদ্দেশীয়) হস্তে অর্পণ

করিলেই ব্যয় লাঘবের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দররূপে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে।

২। প্রত্যেক থানায় এক এক জন সব্ ডেপুটি রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্বাস আছে, যে ইহারা উৎকোচ গ্রহণ করিবেন না। এই সব্ ডেপুটীদিগের হস্তে থানার এলাকার দলীল রেজিষ্টরী করিবার ভারও দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিতে হইবে। ইঁহারা রীতিমত সকল অপরাধের (আবশ্যক মত) স্থানীয় অনুসন্ধান করিবেন, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধে উচিত মত দণ্ডবিধান করিবেন। ইঁহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত হইলে, অপরাধীকে বিচার জন্য উচিত বিচারালয়ে সমর্পণ করিবেন। এ প্রকার পুলিস ও বিচারকের ক্ষমতা এক পাত্রে ন্যস্ত করিতে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাতে কোনও দোষ থাকিলেও তাহা সামান্য এবং ইহাতে গুণের ভাগ এত অধিক যে, দোষ ধর্ত্তব্যই নহে। ইহাতে লোকের বিশেষ সুবিধা হইবে, অথচ এই পদস্থ ব্যক্তি সকল অধিকতর কার্য্যনিপুণতা লাভ করিয়া পদ বৃদ্ধি সহকারে সময়িক বিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের বলে দূরদর্শিতার সহিত কার্য্য করিতে পারিবেন। ইহাতে বিচার কার্য্য (অধিকাংশ স্থলেই) শীঘ্র নির্ব্বাহিত হইবে। এইরূপ প্রায় দায়ে দায়ে বিচারক থাকা প্রযুক্ত অজ্ঞশান্তি সুরক্ষিত ও লোকের বহু প্রকার কষ্ট নিবারিত হইবে। ইহারা অবশ্য পারেন পাইবেন; কিন্তু কোনও স্থলেই অপরাধীর অনুসন্ধানে সফল-যত্ন হইলে পুরস্কার পাইবেন না। তবে কার্য্য শিথিলতা সপ্রমাণ হইলে অবশ্যই দণ্ডার্হ হইবেন। জজ হাকিম হইবেন, এই কারণেই ইহারা উৎকোচ গ্রহণ করিবেন না, আমাদের এ প্রকার বিশ্বাস। তদ্ভিন্ন ইঁহাদের অপেক্ষাকৃত ক্ষমিকার যদ থাকিবে, এবং তাহার সুফল অবশ্যই ফলিবে। আমরা জানি অনেক ব্যক্তি "আমলা" থাকিতে সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়া হস্ত কলুষিত করিতেন, পরে তাঁহারাই উচ্চপদস্থ "হাকিম" হইয়া একেবারে নির্দ্দোষ হইয়াছেন।

৩। এই সব ডেপুটীদিগের অধীনে এক এক জন ইন্স্পেক্টর থাকিবেন। ইহাদের বেতন উর্দ্ধ সংখ্যা ৫০ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। বিশেষ গুরুতর ক্ষেত্র ব্যতীত, সব ডেপুটীগণ অবকাশ না থাকিলে এবং ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে স্থানীয় অনুসন্ধানে পাঠাইতে পারিবেন, এবং সর্ব্বদা ইহাদের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। সব ডেপুটী নিকটবর্ত্তী থাকা প্রযুক্ত ইহারাও যে উৎপীড়ন বা অত্যাচার এবং অসাধু ব্যবহার করিতে পারিবেন না, ইহা এক প্রকার নিঃসন্দেহ। সচরাচর ইহারা থানায় আবশ্যকীয় দৈনিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন, এবং সব ডেপুটির কেরাণী বা মোহরেরের কার্য্য করিবেন।

৪। কন্‌ষ্টেবলগণের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে, ইহারা ১০ টাকায় প্রবেশ করিয়া ক্রমোন্নতি দ্বারা বৃদ্ধি টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইবে। সকলেই অন্ততঃ ভাল বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিবে।

আমরা হিসাব করিয়া দেখি নাই বটে, কিন্তু উপরি লিখিত নিয়মানুসারে কার্য্য হইলে ব্যয়াধিক্য হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না। কিন্তু যেখানে প্রজাগণের প্রধান অঙ্গ লইয়া কথা, সেখানে ব্যয় বাহুল্য হইলেও, তৎপক্ষে রাজপুরুষগণের কুণ্ঠিত হওয়া অবৈধ। উপরে কন্‌ষ্টেবল শ্রেণী সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, তাহা কেবল শান্তিরক্ষক কন্‌ষ্টেবলদিগের জন্য। আবশ্যক হইলে প্রহরীর কার্য্যে ইতর লোককেও অল্পতর বেতনে রাখা যাইতে পারে। পুলিসের বর্ত্তমান নিয়মে শান্তি রক্ষা ভিন্ন আর কোন রাজনৈতিক মন্ত্রের ক্রিয়াকারিতা আছে কি না, জানি না, কিন্তু কেবল শান্তি রক্ষাই উদ্দেশ্য হইলে আমাদের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য যে ফলোপধায়ক হইবে না, এরূপ বিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই।

উপসংহার কালে আমাদের প্রার্থনা যে, আমাদের সহযোগীবর্গ এই প্রস্তাবের যথাযথ বিচার করিবেন, এবং সাধারণের অন্তস্তলস্পর্শী এই বিষয়ে রাজপুরুষগণের সমুচিত মনোযোগাকর্ষণে যত্নবান্ হইবেন।

ব্রাহ্মণের দুঃখ।

বিংশত্যুত্তর শত বর্ষ বয়ঃক্রম হইল, আর্য্যভট্ট,বরাহ, মিহির অবধি আর্য্যভাক্ টড্‌হণ্টার পর্য্যন্ত; ব্যাস, বাল্মীকি অবধি আলেক্জেণ্ডার টেনিসন্ পর্য্যন্ত; চরকাদি অবধি টেলার পর্য্যন্ত এবং কণাদকুলাবধি বলন্‌ট্যাকি পর্য্যন্ত—এই বৃহস্পতি-গুরু পণ্ডিতমণ্ডলীর কান্তি কলাপের আলোচনা করিলাম। ষড়্‌দর্শন জীর্ণ করিয়া এই ঘড়ি-হাপন-কবলে আর্য্যদর্শন, বঙ্গদর্শন লইয়া রোমন্থন করিতেছি, তথাপি একটী সামান্য কথার ভাবগ্রহ করিতে পারিতেছি না।—আমার এই বড় আক্ষেপ। জীবিত আছি বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে যে প্রকার কোলাহল, ইহাতে যে আর অধিক দিন বাঁচিব, এমন ভরসা হইতেছে না। তবে কি কথাটা না বুঝিয়াই মরিব? অদৃষ্টে কি ইহাই আছে? কে জানে, অদৃষ্টে কি আছে?

বুঝিলাম না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা কাহাকে বলে। বুঝিলাম না, পাশ্চাত্য সভ্যতায় একমাত্র পথ—রাজনৈতিক সুখ—কি বস্তু; কেমন বস্তু। বুঝিতে পারিলাম না, কেমন করিয়া মানুষ অমানুষ হয়, কেমন করিয়া মর্ত্ত্য লোকের স্বভাব অতিক্রম করিয়া, মাথার মানিককে উপহাস করিয়া, অঙ্গে অঙ্গে, প্রতিস্তরে,বৃহত্তে ক্ষুদ্রে,মহত্তে সামান্যে, প্রবীণে নবীনে, কৃত্রিমতার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম না যে, ধর্ম্ম-সত্য-জ্ঞান-ন্যায় শীর্ষে শত্রু-ঘাতকারী বিষমার্ক কেমন করিয়া জগন্মোহন হইল। দেখিতেছি, এখন কলেরই সংসার, কলেই সমস্ত চলে বলে। কিন্তু কেমন করিয়া, তাহা ত বুঝিলাম না। কেহ যদি বুঝিয়া থাকেন, এই ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া ইহা কি বুঝাইয়া দিবেন? ওহে বাপু! উদ্বোধ-দর্শনাদি, ধ্যান-বিচারাদি স্মরণে প্রভ্যাগত বালক! তুমি ত মধুমধুর সংযোগে পোষণ করিতে পার, তুমি ত নির্ভীক বলে চতুর্দ্দশ ভুবন রসাতলে দিতে পার বলিয়া আস্ফালন কর, তুমি ত সব দেখিয়াছ, তুমি যদ দেখি ব্যাপারটা কি? আমাকে ইহা বুঝাইয়া দিতে পারিবে?

ইংরাজকুল-তিলক ক্রাইব উমিচাঁদের সঙ্গে কি কথা কহিলেন, শুনিতে পাইলাম না; অনুভব করিলাম যে, বাক্যচ্ছলে বুদ্ধি ক্রাইব উমিচাঁদের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিলেন;—ক্রাইবের মুখমণ্ডল তখন এমনই উৎফুল্ল-প্রফুল্ল, হর্ষোৎফুল্ল। কিন্তু অনতিবিলম্বে দেখিলাম উমিচাঁদ "বাত্যাহত কদলীবৎ" ভূমিতলে পতিত হইল, আর উঠিল না। আমি তখন পোগণ্ড শিশু, তখনও আমার জ্ঞানের বিবিক্ত বিস্ফূর্ত্তি হয় নাই; আমি কাঁদিতে লাগিলাম। ক্লাইব সত্বরেই আমার নিকটে আসিলেন। আমার হাতে ধরিয়া সবলে আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, মধুরে বলিলেন "আর কাঁদিও না, আমি তোমাকে উদ্ধার করিলাম"। শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু অর্থগ্রহ করিতে পারিলাম না; ভাবিলাম "যখন বড় হইব, তখন বুঝিব", বড় হইলাম, কিন্তু আজিও সে দিনের ব্যাপারের কিছু মাত্র বুঝিতে পারি নাই। তবে কি "বড়" হই নাই? না, তাহা ত হইতে পারে না; নিশ্চয়ই হইব, না হয় মস্তিষ্ক হউক, আমি "বড়" হইয়াছি। কিন্তু বুঝিতে ত পারিলাম না। যখন ক্লাইব আমাকে ধরিয়াছিলেন, তখন বুদ্ধি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সেই অপরিচিত মুখ দেখিয়া ভয়ে নীরব হইয়াছিলাম। তদবধি আমি আর উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি নাই, উচ্চৈঃস্বরে কান্না ভুলিয়া গিয়াছি। শব্দ এখনও কাণে বাজিতেছে।

আজিও দেখিতেছি, আমার প্রপৌত্রগণ করতালি দিয়া আমার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে—ইহাদের বয়স হইয়াছে, তথাপি উলঙ্গ ভাবে ইহারা নাচিতেছে, ইহাদের ক্ষোভ নিকৃষ্ট দেহ দেখিয়া আমার হৃদয়ে বড়ই বেদনা হয়, উচ্চ স্বরে কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কি নিয়ম বাঁধিয়াছি, কাঁদিতে পারিনা! বালকদিগকে ক্ষান্ত হইতে বলি, বস্ত্রালঙ্কারে সাজিয়া একবার আমার মনরঞ্জন করিতে বলি, কিন্তু ইহারা দুরন্ত, আমার কথায় কর্ণপাত করে না, আমি দিলে ইহারা কিছু লইবে না, আমার "নুন খায় না, গুণ গাহিবে" কেন?

প্রপৌত্রগণ নৃত্য করিতেছে, করুক। কিন্তু আমি নিরস্ত করিতে চাহিলে "এই পাশ্চাত্য সভ্যতা" বলিয়া ইহারা যে আমার ক্ষমতার অপলাপ করিতে চাহে, ইহাই যে বিষম কথা।

আমার পৌত্রগণ অধিকতর ভয়ঙ্কর; ইহারাই ত আমার চতুর্থপুরুষকে নাচাইতেছে। রাজকুমারের শুভাগমন হইয়াছে বলিয়া নাচাইতেছে। রাজকুমার আসিয়াছেন, ইহাতে আবার নৃত্য কেন? দেশের রাজা দেশে আসিবেন, ইহাতে বালকেরা কেন নাচিবে? যদি ইহাদের নাচিতে হয়, তাহা হইলে আরবায়, মিশর দিয়া, অষ্ট প্রহর যে নাচিতে হইবে; সে কি মাতা ভাল, না কেহ নাচিতে পারে?

আর, এ কিসের নৃত্য? উন্মাদের? উন্মাদ কে? সুমতি শিশু যেন, নবীনও ত নাচিতেছে, কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়া নাচে কেন? আমার বোধ হয়, এ সাধের নৃত্য নয়, এ কোন্ সদুপায় হইবে। যাহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে, তাহা কি সদুপায়? আমার সেই গোল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ করি, বুড় বয়সই হইবে।

রাজকুমার কলিকাতার ভূমিকা স্পর্শ করিবা মাত্র বাগভাক্তিনন্দন পঠিত হইল, রাজ্ঞীবধূ—কুমার-জননীর বিরহে বালক বৃন্দ চালিত,এই কথা "পঠিত" হইল। তৎক্ষণাৎ রাজকুমার এই বিরহ হেতুক সহানুভূতি প্রীতি করিলেন। রাজকুমার ত জ্যোতিষ জানেন না; তবে তিনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, রাজ্ঞী-বধূর জন্য লোক দুঃখ প্রকাশ করিবে; যদি তাহা অগ্রসূচী না জানিতেন, তবে দীর উত্তর পত্রে কি প্রকারে সে প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিলেন? ইহারা বলিতেছে—পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণে, আমার শঙ্কা হইতেছে—কোন ষড়্‌যন্ত্রের বলে।

বালকেরা নৃত্য করিতেছে, পৌত্রগণ মুগ্ধ হইয়া দিয়াছেন—গুজাশীষণের শুভ ফল! শুভ ফল! সর্ব্বসম্পদ গুরুভুক্তাদি পরংপোষিত আশীষা। "কাটা খালে কুমীর ডিঙি।" রাবণ বধ, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, হনুমানের মুক্তাহার পুরস্কার। আবার লক্ষাকাণ্ড, পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত সংস্করণ। কেবার সাওয়ার্দ এণ্ড কোম্পানী প্রকাশক। অবিশ্বাস, সন্দেহ, সাবার আন্ত্রাহ আহারাদার বেগম, দ্বিতীয় সংস্করণ [পরিবর্ত্তিত] মহত্তাকারে মুক্তাকার, মুক্তাকারে মেঘাকার, মেঘাকারে শবাকার, শবাকারে ভূপাকার। মহাবাসা শকট চামর, হীরা, পান্না, মতি! আবার হীরা? হীরা! তোষাক সাহেবের! খাঁহার পুঁজী, সাহি আছে কিছু জানিতে ফেউটী। রাজমার্গ—প্রদীপ্ত স্বর্গ। নৃত্য, আনন্দ, কোলাহল। অ—অ—অ—

কি বলিতেছিলাম! বৃদ্ধ বয়স কাণে শোক ধরিয়াছে। ধনদের সর্ব্ব সময় সময় প্রলাপ বকিয়া উঠি। অধিক কথা বলিতে গেলে, জিহ্বার জড়তা জন্মে, পূর্ব্বাপর স্মরণ থাকে না। বালকেরা নাচিতেছে, নাচিবে বৈ কি? আজি এমন দিনে নাচিবে না, তবে নাচিবে কবে? খুব নাচ, শেষে গোলাপী রেউড়ী।

কিন্তু কথাটা বুঝিলাম না। পাশ্চাত্য সভ্যতা না,—ষড়্‌যন্ত্র? বুঝিলাম না, এই দুঃখ।

মোক্তার বাবু—

প্রথম।

মোক্তার বাবুদের অত্যাচার কিরূপ উচ্চরোলেই আমাদিগকেই গল্প করিতে হইবে? আদালতে প্রকাশ্য বিচারালয়েই লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ইহাদের জীবনোপায় হইয়া উঠিয়াছে। আজ কাল যদিও উহাদিগের মধ্যে লেখা পড়া শিখিয়া অনেকেই মোক্তারি

করিতেছে এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টও এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, উঁহারা একটু ভাল রূপ লেখা পড়া শিখিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই নিয়মের পূর্ব্বে যত গুলি মোক্তার বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই শিশুকালে সরস্বতীর সহিত প্রণয় রাখেন নাই। কেহ বা পিতা মাতার চেষ্টায় কাশীদাস, যিনি বড় মনোযোগী তিনি সেবক শ্রীগঙ্গাকান্ত দে প্রভৃতি লিখিয়াই অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ কাল তাঁহারাই বিজ্ঞ ও বহুদর্শী মোক্তার মধ্যে গণ্য। যাঁহারা বহুদর্শী ও আইনজ্ঞ তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা ভাবিয়া দেখিতে গেলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইঁহারা প্রথমে কোন ভদ্র লোকের বাসায় পাচক, বা পরিচারক রূপে নিযুক্ত থাকিলেন, কিছু দিন পরে কোন বড় লোককে ধরিয়া জজ সাহেবের মেমের দ্বারা সাহেবকে অনুরোধ করা হইল। সাহেবও মেম সাহেবের অলঙ্ঘনীয় অনুরোধে উঁহাদিগকে এক এক খানি মোক্তারি সার্টিফিকেট বা জুয়াচুরি প্রতারণা করিবার অনুমতি পত্র দিলেন। এখন রমানাথ রসা-মার পরিবর্ত্তে রমানাথ বাবু মোক্তার। যিনি পাচক ছিলেন, পূর্ব্বে তাঁহাকে সকলেই হরু ঠাকুর বলিয়া ডাকিত, এখন তিনি হরনাথ বাবু মোক্তার, আর অনেক স্থলেই কাঁড়ার পো, জানার পো, গালার পো, প্রভৃতিরা মোক্তার কুলের চূড়ামণি হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহার হাতে হল চালনের চিহ্ন জাজ্জ্বল্যমান, মস্তকে কেশের অঙ্কুর অদ্যাপিও হয় নাই, তিনিও মোক্তার কেশরী নাম ধারণ করিলেন, সুতরাং এ সমস্ত ব্যক্তিরা ধর্ম্মপথে থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, তাহার নিমিত্ত পো এই রূপে বাবুরা জুয়াচুরি প্রভৃতি করিবার অনুমতি লইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। আর সদুপাদ একটি ভাল দেখিয়া বাসাও স্থির হইল। আর জয়াসী, পুরাণীর খাটু, ধাক্কা দিয়া, না হয় ছেলে বলদ ঘোড়াটি বিক্রয় করিয়া বাসার রাখা হইল। নানা প্রকার আইন রচিত পুস্তকের পরিবর্ত্তে দুই এক খান শিশুবোধ কাশীদাসের মহাভারত, না হয় হনুমান চরিত্র এবং এক খানি পত্র কৌমুদী নিশ্চয় রাখা হইল। তোর অধিবাসী মাদেরা গোছের, একটি হাত বাক্স, দোয়াত কলম কেনই বা না থাকিবে? এই রূপে বাবাজী নানা ছাঁদে সাজাইলেন, এবং নিজেরও বড় চুলটি খুব জবড়জং গোছের করিয়া জুয়াচুরির ভূমিকাটি বিলক্ষণ রূপে দেখাইলেন। কাছারি যাইতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে একটি মাদুরি কেহ বা একটী গোল বালিস পর্য্যন্তও লইতে ত্রুটি করিলেন না এবং কাছারির সম্মুখে বিলক্ষণ ঘটা করিয়া বসিলেন। তথায় পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তিরা কাঁড়ার পো বলিয়াই ডাকিতে লাগিল। মোক্তার বাবুদের দুই চারি জন করিয়া অনুচর থাকে, তাহারা মোকদ্দমা যোটাইয়া আনে। ইহারা এক প্রকার দালাল। ইহারাই কিছু দিন পরে দ্বিপদ মর্কটাকার হইতে মোক্তার রূপ চতুষ্পদ আকারে পরিণত হয়। মোক্তারগণ এক স্থানে বসিয়া অস্ত্র তীক্ষ্ম করিতে থাকেন, ইহারা কাছারির চতুর্দ্দিকে মক্কেলানুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। ইতাবসরে যদি কাহাকেও দেখিল, তবে ঐ পাপিষ্ঠেরা তৎক্ষণাৎ বৈদ্যনাথের পাণ্ডার মত পাইয়া বসিল, এবং অপরাপর মোক্তার আসিয়া গরীব বেচারিকে বিব্রত করিয়া তুলিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে টানাটানি করিয়া মোকদ্দমা করিতে আসার প্রতিফল প্রথমেই দিল। —এখনও ত পুলিশ ও কাছারির চাপরাশিরা দেখিতে পায় নাই।—মক্কেল এখন মনে করিতে লাগিল যে, প্রথম উঠিতেই এই, এর পর ত আরও আছে। এই রূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া সে হয় ত মোকদ্দমা করা দূরে থাক, বরং প্রতিবাদীরই শরণাগত হইল। যদি কোন সুযোগে দালালেরা ধরা ধরি করিয়া মোক্তার বাবুর নিকট আনিল, তবে আর তার উদ্ধার নাই। মোক্তার মহাশয় দেখা মাত্র বলিয়া উঠিলেন, "বাপুহে! আমি তোমার চৌদ্দ পুরুষের মোক্তার, তোমার প্রপিতামহের সহিত আমার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল।" কিন্তু এদিকে তাঁহার নাম ধাম কিছুই জ্ঞাত নহেন। পরে তাহার মোকদ্দমা আনুপূর্ব্বিক একবার শুনিলেন এবং যেখানে যাহা অলঙ্কার দেওয়া আবশ্যক, তাহা সমস্তই দিয়া মোকদ্দমাটী বিশেষ রূপ পরিপাটী রূপে চিত্রিত করিলেন। মক্কেল যদি মারপিটের মোকদ্দমা করিতে আসিয়াছিল, তখন আবার তাহার সঙ্গে গরু ছিনাইয়া লওয়া, ট্যাঁক হইতে দশ টাকা নগদ ও সহস্র আনা পয়সা কাড়িয়া লওয়া, এই রূপে মোকদ্দমাটি নানা রূপ বেশ ভূষায় ভূষিত করিলেন। কিন্তু এদিকে দশ টাকা দূরে থাক, তাহার যে দশ পয়সারও সঙ্গতি নাই, তাহা একবারও ভাবিলেন না। মক্কেল বসিতে না বসিতে, একখানি খরচার ফর্দ্দ তাহাকে দেখাইলেন, তাহাতে হাকিম অবধি চাপরাশি পর্য্যন্ত সকলের নামেই কিছু কিছু লেখা আছে। মক্কেল বেচারি ঘটী বাটি বিক্রয় করিয়া যে দুই চারি টাকা আনিয়াছিল, তাহা অগত্যা সুতরাং করিয়া অবশিষ্ট টাকার জন্য আদেশ হইল। মোকদ্দমা রুজু করার পর হইতে প্রত্যেক দিন নূতন নূতন দাঁত দিতে হইবে বলিয়া মক্কেলের নিকট কাগজের মূল্য লইতে লাগিলেন। আজ পেশকার মহাশয়ের পাণরক্ষক খরচ, কাল সেরেস্তাদারের দরবার খরচ, পরশু উকীলের খরচ, এই রূপ রকম রকম খরচায় মক্কেলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। মক্কেল মনে মনে ভাবিল মোকদ্দমায় কাজ নাই, ঘটী ফিরে পেলে বাঁচি। মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দিনে, মোক্তার বাবু স্বজাতির ক্রিয়া কলাপাদি প্রভৃতির ভাণ করিয়া বক্তৃতার সময়ে প্রায় কাছারি হইতে পিটটান দিয়া থাকেন। মক্কেল নিতান্ত নাচার হইয়া পড়িলে, অগত্যা সকম্প কলেবরে, যিনি বড় সাহসী তিনি যোড় হস্তে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আসামী অপেক্ষাও ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন। বক্তৃতার মধ্যে ধর্ম্মাবতার, হুজুর এবং এবং ইত্যাদির শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। যদি বিচারপতি উঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া দুই একটা উচ্চ বাক্য বর্ষণ করিলেন, তবে তৎক্ষণাৎ বাবুর শরীর সংস্কারক যন্ত্রদিগের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইল

কাহারও ধড়া চূড়া পর্য্যন্ত ফাতড়ি হইয়া পড়িল। যদিও আসামী নির্দ্দোষী নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাইত, কিন্তু মোক্তার বাবুর অজস্র বক্তৃতা ক্রমে এবং ধর্ম্মাবতারের সুবিচারে সে সাজা পাইল। আসামী জেল যাইবার সময় মোক্তারকে বলিতে লাগিল "মশায় কল্লেন কি? হল কি?" তখন মোক্তার-কেশরী তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন "তোর ভয় নেই, তুই জেলে যা, আমি তোর মোকদ্দমা গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত দেখিব" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইণ্ডিয়ান লিগ।

(প্রাপ্ত।)

গত বারের সাধারণীতে ইণ্ডিয়ান লিগ সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞানিয়ার সম্পাদক মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণ তাহাতে জানিতে পারিয়াছেন, অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও বিখ্যাত নামা ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান লিগের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাবু আনন্দ মোহন বসু প্রভৃতি সাত জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে কএকটী কারণ প্রদর্শন করিয়া সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান লিগ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, তাহাও উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে। আমরা পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবটীকে পল্লবিত করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করি না। আমরা ভরসা করি, পাঠকবর্গ তাহা অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া আমাদের এই প্রস্তাব পর্য্যালোচনা করিবেন। আনন্দ মোহন বাবু বঙ্গদেশের গৌরব স্থানীয়। অসাধারণ প্রতিভা, অসাধারণ সমক্ষম ও অসাধারণ সত্য-সহায়ে তিনি আমাদের তুচ্ছ ও অবজ্ঞাত বঙ্গদেশকে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্পর্দ্ধী ইংলণ্ডের শীর্ষ স্থানে উত্তোলন করিয়াছেন। এরূপ সৎকার্য্য কুশল ব্যক্তি যখন ইণ্ডিয়ান লিগের সভাপতি বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সহকারী সম্পাদক বাবু শিশির কুমার ঘোষের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া প্রকাশ্য পত্রে তাঁহাদের গুরুতর দোষের আরোপ করিয়াছেন, তখন অতি ধীরতা সহকারে সাধারণের তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য হইয়াছে। আনন্দমোহন বাবু প্রভৃতির পত্র পাঠে আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, শম্ভু বাবু ও শিশির বাবু ইণ্ডিয়ান লিগে প্রবিষ্ট হইয়া নিতান্ত অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদিগের ক্ষমতা প্রিয়তা প্রদর্শন করিতেছেন। এরূপ ব্যক্তির সংসর্গে তাঁহাদিগের পদোচিত গৌরব অপহৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যখন সাধারণের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তখন সাধারণের অমতে কার্য্য করাতে কি তাঁহারা প্রত্যবায় ভাগী হইতেছেন না? সাধারণ সমবেতে সাধারণের মত জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করা লোকতঃ ও ন্যায়তঃ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য। শম্ভু বাবু ও শিশির বাবুকে এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমরা যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি। শম্ভু বাবু ও শিশির বাবুর সহযোগিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই 'আপ্‌কা ওয়াস্তে' দলের পৃষ্ঠ-পূরক। যাঁহারা সুবিবেচক ও ধীর প্রকৃতি ছিলেন, এবং যাঁহাদিগের উপর সাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা সকলেই একে একে ইণ্ডিয়ান লিগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এইরূপ অনৈক্য, বঙ্গদেশের নিতান্ত অশুভকর বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। ইণ্ডিয়ান লিগকে আমাদিগের জাতীয় ধন বলিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার উন্নতি সাধনে অনুপ্রাণিত হওয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু শম্ভু বাবু ও শিশির বাবু যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতার পরিপোষক, তাহাতে তাঁহাদিগের সহিত একীভূত হইয়া কার্য্য করা ধীর প্রকৃতি ব্যক্তির সুসাধ্য নহে। আমরা ভরসা করি, সাধারণে শীঘ্রই এই অনৈক্যের প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হইবেন। আনন্দ মোহন বাবু ও মনোমোহন বাবু প্রভৃতির নিকট বঙ্গদেশ অনেক আশা করেন, তাঁহারা অনৈক্য জালে জড়িত হইয়া বঙ্গদেশকে উৎসন্ন না করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

সৎকার্য্য দেখিলে যেরূপ প্রশংসা করিতে হয়, অন্যায় কার্য্য দেখিলে সেইরূপ নিন্দা করাও সংবাদ পত্রের কর্ত্তব্য। ইণ্ডিয়ান লীগের গৃহবিবাদ আমাদিগকে কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত করিতেছে। গৃহবিবাদে স্বর্ণ লঙ্কা দগ্ধ হইয়াছিল, এবং এই গৃহবিবাদেই সোণার ভারত যবনাধিকারভুক্ত হইয়াছে। লীগের অদৃষ্টে কি আছে, তাহা আমরা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহা বড় সুলক্ষণের পরিচয় নহে। ইণ্ডিয়ান লীগের ন্যায় একটি সভা সংস্থাপিত হয়, ইহা আমাদিগের অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা। আক্ষেপ এই, লীগ যেরূপে সংগঠিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার সাধারণের প্রতিনিধি হইবার পক্ষে বিলক্ষণ প্রতিবন্ধক আছে। একটি সার্ব্বজনীন সভা করিতে হইলে, সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু লীগের সভাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক অতি অল্পই আছেন। অধিকন্তু যাঁহারা সভ্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি সভার সহিত সম্পূর্ণরূপে সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। অপর কয়েক জন সম্ভ্রান্ত সভ্য সভায় কখনও উপস্থিত হন না। এরূপ নাম মাত্র সভ্যের দ্বারা সভা কোনরূপ উপকার লাভ করিতে পারিবেন, সম্ভব বোধ হয় না। শিশির বাবু ও শম্ভু বাবুর কার্য্যতৎপরতার প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস আছে। কিন্তু কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সভ্য তাঁহাদিগের কার্য্যগত ব্যবহার সম্বন্ধে যে কয়েকটি গুরুতর দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা যত দিন অখণ্ডিত থাকিবে, আমরা ততদিন তাঁহাদিগের প্রতি আস্থা প্রদর্শন ও তাঁহাদিগকে জাতীয় প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। শিশির বাবু ও শম্ভু বাবু যদি আপনাদিগকে আরোপিত দোষে প্রকৃত পক্ষে দোষী জ্ঞান না করেন, তবে সত্বর ইহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। নতুবা এই অপযশ বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে। আর যদি তাঁহারা

নিশ্চয়ই আপনাদিগকে অপরাধী বলিয়া জানেন, এবং লীগের প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হন, তবে তাঁহাদিগের আশু পদত্যাগ করা বিধেয়। ইণ্ডিয়ান লীগের বক্ষ হইতে এই কলঙ্ক মুছিয়া না ফেলিলে ইহার জীবনগাথা বিলুপ্ত হইবে। যে স্থলে প্রকৃত সাধুতার অভাব, তথায় কোন্ ভদ্রলোক ইচ্ছা করিয়া প্রবেশ করিতে চাহিবেন? সুতরাং কার্য্যতঃ লীগের দ্বারদেশের তেজস্বী চিন্তাশীল লোকদিগের প্রবেশাধিকার পক্ষে রুদ্ধ থাকিবে। লীগের কর্ম্মকর্তাগণ যদি কয়েকজন অল্প শিক্ষিত গ্রাম্য জমীদারকে লইয়া সভার সজীবতা রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে পরিণামে নিরাশ হইবেন এবং ইণ্ডিয়ান লীগ ভারতবর্ষীয় সভারই অপকৃষ্ট অনুকরণ মাত্র হইবে। দেশের চিন্তাশীল শিক্ষিত লোকেরা যাহাতে অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করে, এরূপ করিয়া লীগের পুনর্গঠন করা আবশ্যক। নতুবা শীঘ্র হউক, আর বিলম্বে হউক, সময়ের প্রয়োজনানুসারে লীগের স্থানীয় হইয়া আর একটী সভার সৃষ্টি হইবে।

বিজ্ঞাপন

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও অদ্য হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় কিম্বা সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ— আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব।

বনয়ারী আবাদ রাজবাটী। ১২৫ দানিশ অব্দ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার বনয়ারী আনন্দ বাহাদুরের প্রথম পুত্র ২১শে ভাদ্র ১২৮২, ইং ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৫, রাত্রি ১—৪৫ মিনিট সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।

আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী শ্রীমতী পান্নালাল দেবীর গত ৭ই পৌষ মঙ্গলবারের রাত্রি ২।৩টার সময় মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীসত্যশরণ মুখোপাধ্যায় মোঃ বিলমে ডাঃ জেলা রাজসাহী।

Birth. Neogi—at Baugbazar, Calculla, on the night of the 31st. Dec., 1875, Sreemutty Benode Kamini Neogi, the wife of Babu Hurrish Chunder Neogi, of a daughter.

সংবাদ।

হগ সাহেব কলিকাতার নিতান্ত অপ্রিয় ব্যক্তি। বিগত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবারের বড় দরবারে, তাঁহাকে কোন উপাধি দেওয়া হয় নাই, পরে সোমবারে চুপি চুপি তাঁহাকে নাইট অব নার্থ উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। বোম্বায়ে স্ফুটব, কলিকাতায় হগ!!

সোমবারে বিশ্ববিদ্যালয় মণ্ডপে প্রায় ৮০০ শত সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন, সকল কাণ্ডই কলে, নিষ্পন্ন হইল। যুবরাজ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। বাইস চান্সেলার সাহেব কি একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় কেহই শুনিতে পান নাই। সভামণ্ডপে জয়পুর রাজ আসিয়াছিলেন। তিনি কি বি এ পাশ করিয়াছিলেন? নহিলে কেন কর্ম্মভোগ করিতে আসিয়াছিলেন বলিতে পারি না।

যুবরাজ সোমবার রাত্রি ৯।০ সময় হাবড়া হইতে যাত্রা করেন। পর দিন বেলা ৮৷০ টার সময় বাঁকিপুরে উপস্থিত হন। ছয় ঘণ্টা থাকিবার কথা ছিল, তিন ঘণ্টা মাত্র ছিলেন।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল মধ্যে এই কয়টি ভ্রম ছিল।

দ্বিতীয় বিভাগ।

হরিনাথ মুখো বোয়ালিয়া না হইয়া বহরমপুর কলেজ এবং জানকী নাথ পাঠক বহরমপুর না হইয়া বোয়ালিয়া হাই স্কুলে হইবে।

"শশিভূষণ দত্ত ঢাকা কলেজ"—হইবে না।

"রামচরণ শুক্ল কানপুর স্কুল তৃতীয় বিভাগে না হইয়া দ্বিতীয় বিভাগে হইবে।

তৃতীয় বিভাগ।

জে হীরালাল দাস মহানাদ স্কুল

বর্দ্ধমান মহারাজার স্কুলে বনওয়ারি লাল বিশ্বাস না হইয়া যোগেন্দ্রনাথ চট্টো হইবে।

১৮৭৫ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—

প্রথম বিভাগ।

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	হুগলি কলেজ
সৈয়দ রহম আলি	সাগর হাই স্কুল
আশুতোষ বসু	ক্যানিং কলেজ
ব্রজমোহন দাস	"
মহেন্দ্রনাথ দত্ত	এল এম এইচ বারাণসী স্কুল
আদ্যপ্রসাদ পাঠক	বারাণসী কলেজ
কালীশঙ্কর শুকুল	প্রেসিডেন্সি কলেজ
শ্রীনাথ ঘোষ	"
আশুতোষ গুপ্ত	"
বসন্তচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	"
হরিদাস গড়গড়ি	"
সুরেন্দ্রনাথ মিত্র	"
সারদাপ্রসাদ ঘোষ	"
প্রসন্নকুমার রায়	"
উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত	"
দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	"
মহম্মদ ইব্রাহিম	দিল্লি কলেজ
কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	"
সূর্য্যকুমার অগস্তি	জেনারেল এসেম্বলিজ
কুঞ্জলাল নাগ	ঢাকা কলেজ
পি কেনেডি	শিক্ষক
উপেন্দ্রনাথ মিত্র	সেণ্ট জেবিয়ার্স কলেজ
ছাজুমল	মুয়ার কলেজ এলাহাবাদ

দ্বিতীয় বিভাগ।

…মিত্র	প্রেসিডেন্সি কলেজ
…চট্টোপাধ্যায়	ঐ
…রায়	ঐ
…রী দে	ঐ
…নন্দ দাস	ঐ
…বসু	ঐ
…ভট্টাচার্য্য	ঐ
…সিংহ	ঐ
…	ঐ
…নাথ মজুমদার	ঐ
…সহায়	আগ্রা কলেজ
…	ঐ
…	ঐ
…	ক্যাথিড্রল মিশন কলেজ
…	ঐ
…মল্লিক	মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন
…নন্দন	ঐ
…সান্যাল	ঐ
…বসু	ঐ
…ল আনোয়ার	হুগলি কলেজ
…মুখোপাধ্যায়	ঐ
…রায়	ঐ
…দত্ত	ঐ
…ঘোষাল	ঐ
…করিম	ঐ
…	সাগর হাই স্কুল
…	ঐ
…	ঐ
…	ঐ
…গ্রাণ্ট	ডবটন কলেজ
…দয়াল	লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ
…নাথ ঘোষ	L M H স্কুল বারানসী
…র লাহিড়ী	বোয়ালিয়া হাই স্কুল
…মিত্র	মুয়ার কলেজ এলাহাবাদ
…চৌধুরী	ঐ
…	ঐ
…সান্যাল	বারাণসী কলেজ
…পাঠক	ঐ
…মিশ্র	ঐ
…	ঐ
…সিংহ	ঐ
…প্রসাদ	ঐ
…	ঐ
…মুখোপাধ্যায়	জেনরেল এসেম্বলী ইঃ
…বসু	ঐ
…চক্রবর্ত্তী	ঢাকা কলেজ
…সরকার	ঐ
…পাটাদার	ঐ
…বিশ্বাস	ঐ
…রায়	ঐ
…বসু	বহরমপুর কলেজ
…	পাটনা কলেজ
জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
সৈয়দ সখাওৎ হোসেন	ঐ
সালিগ্রাম	লাহোর কলেজ
অজরাম	ঐ
ই, এ, নিকিবর	কৃষ্ণনগর কলেজ
মন্মথকুমার ঘোষ	ঐ
ব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়	ঐ
মোহিনীমোহন চৌধুরী	ঐ
এ, এস, আপকার	সেণ্ট জেভিয়র কলেজ
অতুলচন্দ্র বটব্যাল	সংস্কৃত কলেজ
কেদারনাথ বসু	ঐ
নৃত্যগোপাল গোস্বামী	ঐ
বিহারীলাল ঘোষ	সি, এম, কলেজ

তৃতীয় বিভাগ।

গোপালচন্দ্র বসু	প্রেসিডেন্সি কলেজ
নগেন্দ্রনাথ দত্ত	ঐ
উমাচরণ ঘোষ	ঐ
বিপ্রদাস পাল চৌধুরী	ঐ
কালীপ্রসন্ন রায়	ঐ
পরেশনাথ সেন	ঐ
অমৃতলাল ব্রহ্ম	ঐ
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	ঐ
বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়	ঐ
শিবরাম বসু	ঐ
নরেন্দ্রনাথ সেন	ঐ
শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়	দিল্লি কলেজ
বারাণসী দাস	ঐ
লালমোহন মিত্র	আগ্রা কলেজ
বালমুকুন্দ	ঐ
বৈদ্যনারায়ণ দাস	গৌহাটি হাই স্কুল
রামলাল চট্টোপাধ্যায়	কেথিড্রাল মিঃ কলেজ
হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
মাখনলাল সাহা	ঐ
মহেশচন্দ্র দত্ত	ঐ
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	মেট্রোপলিটান ইঃ
রাধিকানাথ সহায়	ঐ
কেদারনাথ দত্ত	ঐ
রামচন্দ্র ঘোষ	ঐ
দ্বারকানাথ সেন	ঐ
গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়	ঐ
ত্রৈলোক্যনাথ বসু	জেনরেল এসেম্বলী ইঃ
রামচরণ সিংহ	ঐ
মহিমচন্দ্র মজুমদার	ঢাকা কলেজ
নবদ্বীপচন্দ্র সাহা	ঐ
প্রসন্নকুমার বসু	ঐ
জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বহরমপুর কলেজ
নীলকান্ত সহায়	পাটনা কলেজ
ব্রজনন্দন সিংহ	ঐ
ভৈরব প্রসাদ	ঐ
চণ্ডীপ্রসাদ মিশ্র	ঐ
গিরিজাকিশোর দত্ত	সেণ্ট জোন্স কলেজ আগ্রা
লাকপাৎ রায়	লাহোর কলেজ
সুন্দর দাস	ঐ
কিশোরী মোহন শিকদার	কৃষ্ণনগর কলেজ
ভৈরবেন্দ্র মজুমদার	মেদিনীপুর হাই স্কুল
হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ফ্রিচর্চ্চ ইঃ
রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র	ঐ
কমলকৃষ্ণ সেন	ঐ
রসিকলাল সেন এল; এম, এস, ইঃ	ভবানীপুর
হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ
সুরেন্দ্রকুমার বসু	ঐ
পি, এ, ষ্ট্রাণ্টেনবার্গ	সেণ্ট জেভিয়র কলেজ
লক্ষ্মণ দাস	দিল্লি কলেজ
হাদিয়ার খাঁ	ঐ
বাহাদুর সিং	ঐ
দোলাবিলাস তেওয়ারি	ঐ
বলদেবপ্রসাদ শম্মার	ঐ
গিরিজাশঙ্কর রায়	এক্লাইটু ডো
মনোমোহন গুহ	ঐ
তারিণীকিশোর বর্দ্ধন	ঐ
চন্দ্রকান্ত নাগ	ঐ
জ্বালাপ্রসাদ	শিক্ষক
অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য	ঐ
নগেন্দ্রনাথ ধর	হুগলি কলেজ
বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	ঐ
যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
সৈয়দ মনজর রহমন	ঐ
গোপাল রামচন্দ্র পদাংকর	সাগর হাই স্কুল
বিশ্বনাথ বামন পরানপি	ঐ
হনুমান প্রসাদ	ঐ
নর্ম্মদাপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী	ঐ
মহম্মদ হাবিবুল্লা	ঐ
কানাইলাল	লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ
পণ্ডিত হরিনারায়ণ উপাধ্যায়	ঐ
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য	ঐ
নেপাল পাঁড়ে	ঐ
জগন্নাথ স্বানগুঙি	L M H স্কুল বারাণসী
কাশীপদ বৈদ্য	ঐ
শ্রীনারায়ণ মুন্সি	বোয়ালিয়া হাই স্কুল
নগেন্দ্রনাথ সান্যাল	মুয়ার কলেজ এলাহাবাদ
পুরুষোত্তম দাস	ঐ
রামকল্যাণ সিংহ	বারাণসী কলেজ
দয়াশঙ্কর	ঐ
কুঞ্জবিহারী লাল	ঐ
নানক চাঁদ	ঐ
রামশরণ লাল	ঐ
সেবক রাম শালা	ঐ
প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য	ঐ
তারাগতি চট্টোপাধ্যায়	ঐ
দামড়ি রায়	ঐ
নেহাল চন্দ্র	ঐ
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	কটক হাই স্কুল
শশীভূষণ পালিত	ঐ
উমেশচন্দ্র সরকার	ঐ
গৌরচন্দ্র সেন	ঐ
জানকী নাথ	আজমীর কলেজ

মফস্বল।

নদীয়া।

যমুনা নদী।

ইতিপূর্ব্বে যমুনা নদীতীরস্থ সমস্ত গ্রামবাসিগণ পূর্ব্বস্থিত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত করেন যে, যমুনা নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহা খনন করিয়া বহতা করিয়া দিলে, গবর্ণমেণ্টের টোলের আয় হইতে লাভ হইতে পারে ও এদেশের বাণিজ্যের সুবিধা হয়। কৃষকগণ ঐ নদীর জল লইয়া ভূমিতে দিলে দেশে অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল না হওয়ার আশঙ্কা থাকে না ইত্যাদি অনেক বিষয় লিখিয়া দরখাস্ত করাতে, অনেক বাদানুবাদের পর শেষে বর্ত্তমান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় যমুনা নদী মাপ করিতে আজ্ঞা দেন। তদনুসারে শ্রীযুত বাবু অক্ষয় কুমার চৌধুরী ওভরসিয়ার মহাশয় আসিয়া প্রায় ২।৩ মাস হরিণঘাটায় অবস্থিতি করিয়া যমুনা মাপ করিয়া যান। এই সময়ে শুনাগেল যে, এক্ষণে বৈশাখ মাস, যমুনা খনন কার্য্য আরম্ভ হইবে না। আগামী আশ্বিন কার্ত্তিক মাহাতে কাটিতে আরম্ভ করিবেন। এই লুব্ধ আশ্বাসে আমরা বসিয়া আছি।

কই অদ্য পৌষ মাসের প্রায় ১০ই গত। এযাবৎ যমুনা কাটার কিছুমাত্র শুনিতে পাই না। বোধহয়, এই মাপ হওয়া পর্য্যন্তই চরম; কারণ একবার হরিণঘাটা হইতে মদনপুর পর্য্যন্ত রাস্তা হওয়ার জন্য রাণাঘাটের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু মহিমা চন্দ্র পাল (যিনি এক্ষণে বারুইপুরে) নিজের লাঠিয়ের দ্বারা রাস্তার সমস্ত জমি মাপ করিয়া লইয়া যান। এ রাস্তা আজ হয়, কাল হয়, কালে কিছুই হইল না। যমুনা কাটার ব্যাপার বোধ হয়, মদনপুরের রাস্তার ন্যায় মাপ হওয়া পর্য্যন্ত। যমুনা তীরস্থ ও মদনপুর ষ্টেশনের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ লোকের ভাগ্যে বিধাতা কখন সুখ লেখেন নাই এবং তাহারা যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে বাস করে, এমত বোধ হয় না। কারণ যাহারা বৃটিশ অধিকারে বাস করে, তাহাদিগের সুখ দেখিলে চক্ষের পাপ পলায়ন করে। এই বিষয়ের উপমা দেওয়ার জন্য কয়েকটী স্থানের নাম নির্দ্দেশ করিলাম যথা;—নৈহাটি, কাঁঠালপাড়া, শ্যামনগর প্রভৃতি স্থানে দেখুন, যাহাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দয়া, তাহাদিগের সুখের অবধি নাই। দেখুন উপরোক্ত স্থানের পূর্ব্বদিকে ২।৩ রসী ব্যবধানে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে, ঐ রাস্তার নিম্ন পশ্চিমে ফেরিফণ্ডের পাকা রাস্তা, গ্রামের নিম্ন পশ্চিমে নৌকার পথ ৺ভাগীরথী, তৎপশ্চিমে ১ ক্রোশ ব্যবধানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, ইহার মধ্যে গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোড। আমাদিগের সুবিধার মধ্যে যদি কখন কলিকাতায় গমন করিতে হয়, তবে ৩।৪ ক্রোশ তফাত রেলওয়ে ষ্টেসন মদনপুর গিয়া উঠিতে হয়। প্রাতের গাড়ীর সময় না পৌছিতে পারিলে, নাগাত সন্ধ্যা অনাহারে বসিয়া থাকিতে হয়; কারণ অনেকে এমত স্থির করিয়া যান, কলিকাতায় গিয়া দুই প্রহরের সময় আহার করিব। এজন্য শুদ্ধ গাড়ী ভাড়া লইয়া যান, কিন্তু মদনপুরে পৌঁছিয়া যখন দেখিলেন, গাড়ী পাইবার সময় অতীত হইয়াছে, তখন তাহাকে নাগাত সন্ধ্যা অনাহারে থাকিতে হয়। যদিও দিবা দুই প্রহরের সময় একখানি ট্রেণ আছে, তাহা মদনপুরের আরোহীগণের ভাগ্যক্রমে, মদনপুরে থামে না। যে সকল গাড়ী মদনপুরে থামে, তাহা মদনপুরে এত অল্প সময় থাকে যে, তাহা না থামা বলিলেও চলে। তখন দুই প্রহরের গাড়ী প্রভৃতি কয়েকখানি গাড়ী ঐরূপ যৎসামান্য সময় রাখিলে, ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের কিছু ক্ষতি নাই; বরং লাভ আছে। এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

আর যমুনা নদীর জল আমাদিগের পানীয় জল হইতেছে, ঐ জল মাঘ মাসে শুষ্ক হইয়া যাইবে। ঐ জল শুষ্ক হইলে আমরা পঙ্কিল জল পান করিয়া মারা যাইব। অতএব আমরা সানুনয়ে বর্ত্তমান শ্রীল শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয়কে জানাইতেছি (শুনিতে পাই তিনি বড় দয়ালু) আমরা তাঁহার গরিব প্রজা। (আমাদিগের মধ্যে রাজা বা রায়বাহাদুর বা নবাব বাহাদুর নাই) আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া যমুনা নদী খনন করিয়া দিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করেন এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র মহোদয়ের এদেশে আগমনের চিহ্ন স্বরূপ এই যমুনা খনন করেন।

বীরভূম।

পৌষ সংক্রান্তির সময় বক্রেশ্বরে প্রতি বৎসর যে মেলা হইয়া থাকে, শুনা যাইতেছে, এ বৎসর সেই মেলার কার্য্য অতি সমারোহে নির্ব্বাহিত হইবে। এখন হইতে নানা আয়োজন হইতেছে। কৃষকগণ কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শন করিতে পারিবে বলিয়া স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে আয়োজন বিলক্ষণ বোধ হইতেছে—এবারকার মেলাটী সম্যক্ ফলোপধায়ক হইবে। কাটোয়ার ডিপুটী বাবু এ মেলার উদ্যোগী। বনয়ারী আবাদের মহারাজা প্রতি বৎসর বিলক্ষণ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। বক্রেশ্বর মহারাজের এলাকাভুক্ত।

কাটোয়া হইতে বনয়ারীআবাদ দিয়া রাস্তা গিয়াছে। সে রাস্তার পুল গুলি প্রায় ভগ্নদশাপন্ন। রাস্তা দিয়া গোশকটের গমনাগমন একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এ সময়টা অন্তর্বাণিজ্যের সময়। এ সময়ে রাস্তার এ দশা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে।

কাটোয়ার একজন সবডেপুটী আসিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, তিনি দুর্ভিক্ষ সময়ে যে তাগাবী দেওয়া হয়, তাহা আদায় করিতে আসিয়াছেন। আর কিছুদিন পরে ঐ টাকা আদায় করিলে ভাল হয়। লাট সম্মুখে জমিদারকে রাজস্ব দিতে হইতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাগাবী টাকা আদায় করিলে প্রজাবৃন্দের বড় কষ্ট হইবে।

বারাণসী।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষে রাস্তা ঘাট পরিষ্কারের আর আলো দিবার বড় ধুমধাম এখানেও হইতেছে—গঙ্গার ধারে দীপমালা দিবার নিমিত্ত বাঁশ পুতিতেছে ও টাটি বাঁধিতেছে। দশাশ্বমেধের ঘাটের উপর হইতে একটি নূতন রাস্তা গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে বাখারীর টাটি বাঁধিয়া দিয়াছে, সেই টাটির উপর প্রদীপ দেওয়া হইবে। অনেক রাস্তার দুই ধারে দেখিলাম, নানা রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে, ছোট ছোট পতাকা ও মধ্যে মধ্যে এক একখানি দশ হস্ত পরিমাণ বস্ত্রের ন্যায় পতাকা, পেমোক্ত পতাকাটি দেখিলে বোধ হয়, যেন রঙ্গরেজরা (অর্থাৎ যাহারা কাপড় রঙ্গ করে) কাপড় শুকাইতে দিয়াছে।

কাশীরাজ গত শুক্রবার রাত্রিতে কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, আর অন্যান্য অনেক রাজা আসিয়াছেন ও আসিতেছেন—সএদাগি মহল্লার মাঠে একটি বৃহৎ সামিয়ানা খাটান হইয়াছে, তথায় আগামী বুধবারে সভা হইবে, সেই স্থানে বারানসীর রাজা প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের নামে একটী ঔষধালয় সংস্থাপন করিবেন। টিকিট হইবে, সকলে সেই গৌরব সভায় যাইতে পারিবেন না। আর টিকিটধারীরা নিজ নিজ চেয়ার তথায় লইয়া যাইবেন, নচেৎ বসিতে পাইবেন না। উপর উক্ত মহল্লার মধ্যে বিজয়নগ্রামের রাজা একটি "টাউন হল" নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রায় যেন বেনারস কালেজের হলের মত, কিন্তু তত প্রশস্ত নয়, আর গঠনেতেও বৈলক্ষণ্য আছে। সেটি দেখিতে বড় সুন্দর হইয়াছে, তথায় যুবরাজ বোধ হয় পদার্পণ করিবেন। সেখানে দেখিলাম একটুক ছুকো শিল্পী বসিয়াছে। কালেজের উঠানে দেখিলাম বাণীকৃত প্রদীপ রহিয়াছে। কালেজটিকে দীপমালায় ভাল করিয়া সাজাইতে এবং কলেজ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে; কালেজ লাইব্রেরির এক জন চাপরাশি বড় সমাদরপূর্ব্বক আমাদিগকে কহিল "বাবু সাহেব লাইব্রেরী দেখিএ" তাড়াতাড়িতে আমার তাহা দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু চাপরাশি ছাড়িল না। সেখানে দেখিলাম পুস্তকাদি সুচারুরূপে সাজান রহিয়াছে। আর দেও নারায়ণ সিংহের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। পরে আসিবার সময় চাপরাশি সাহেব বলেন, "কিছু বখশিস দেও বাবু," আমি তখনি বুঝিয়াছিলাম যে, "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।" তিনি চাপরাশি নন, লাইব্রেরীর পাণ্ডা।

সিক্রোলে সরকারী কাছারীগুলি দেখিলাম সিক্রল—কেণ্টনমেণ্টের মাঠে এ প্রদেশের ছোট লাট সাহেব ও আর আর বড় বড় সাহেবের তাম্বুগুলিতে মাঠটিকে আলো করিয়া রহিয়াছে। জোয়ানপুরের অনেক লোক রাজমেলা দেখিতে যাইতেছে। সাহেব লোক ও রাজাগণ অতিশয় ব্যস্ত, মরিবার অবকাশ নাই।

ঢাকা—ভাওয়াল।

গত ১২ই পৌষ বারদির জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ চন্দ্র নাগ ঢাকা হইতে জয়দেবপুর যাইতেছিলেন, পথি মধ্যে পীরপুরের বাজারের নিকট নৌকা রাখেন; রাত্রে নৌকা হইতে তাঁহার প্রায় দুইশত টাকার জিনিস চুরি গিয়াছে।

আবার ১৪ই পৌষ রাত্রে উক্ত স্থানেই জোলপাড়ার কালীনাথ সরকারের নৌকা হইতে ৫০।৬০ টাকার জিনিস চুরি যায়। পুলিশকে কিছু পুরস্কার দিলে ভাল হয় না?

ভাওয়ালান্তর্গত দক্ষিণ চিনাগুরাইনা গ্রামে একটি মুসলমান স্ত্রীকে কবর দেওয়া হয়, ওলাউঠা রোগে উক্ত স্ত্রীর মরণ হইয়াছে ইহাই প্রকাশ; কিন্তু একব্যক্তি এই বলিয়া এজাহার দেয় যে, ব্যভিচার দোষে উহাকে মারিয়া কবর দিয়াছে। পুলিশ কবর হইতে শবদেহ উঠাইয়া পরীক্ষা এবং তদারক করিতেছেন।

১৩ শে পৌষ রাত্রি ১২ টার সময় চান্দার দেবেন্দ্র নাথ নিয়োগীর বাড়ীর চারি ঘরের চারি কোণে একেবারে আগুণ জ্বলিয়া উঠে। ঐ সময়ে বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত ছিল। নিকটবর্ত্তী ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী নামক একব্যক্তি আগুণ দেখিয়া উহাদিগকে ডাকিয়া উঠায়, এবং আগুণ নির্ব্বাণের অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। নিয়োগীর ঘর সমস্ত ভস্মীভূত হইয়াছে। গ্রামস্থ অনেকেই অনুমান করেন, শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যক্তিদ্বারা এই ঘটনা ঘটিয়াছে। অন্যথা একেবারে চারি ঘরে চারি কোণে আগুণ লাগিবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত।

ভাওয়ালান্তর্গত দত্তপাড়া গ্রামে ওলাউঠার কিছু প্রভাব দেখা যায়। চিকিৎসক নাই, সুতরাং রোগ হইলেই মৃত্যু স্থির।

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা; ৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট্ ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

অর্থাৎ বিনোদিনী পত্রিকার কবিতা সংগ্রহ। মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১৲টাকা। কলিকাতা নিউআর্য্য প্রেস ২৩ নং গুপ্ত প্রেস, কলেজষ্ট্রীট ৫৫ নং ক্যানিং লাইব্রেরী, মুর্শিদাবাদ সন্তোষপুর বিনোদিনী কার্য্যালয়ে ও বর্দ্ধমান, বনপোলা পোষ্টের অধীন পুড়ার গ্রামে প্রাপ্তব্য।

যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য কাব্য)

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা শোভাবাজার ৫০ নং গ্রে ষ্ট্রীটে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।/০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	৩,
ডাকমাশুল ...	।৶০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য	১॥০
ডাকমাশুল ...	৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে তরুণ ও তরুণীদিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫ ফর্ম্মা আকারে নভেল বাহির হইবে। অনুমান ২০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৶০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমাজদর্পণ আপীস
৩৫ চোর বাগান কলিকাতা।
} সমাজদর্পণ সম্পাদক ও ভাগবত প্রভৃতির প্রকাশকগণ।

দুখ সঙ্গিনী।

গীতিকাব্য।

মূল্য ।০ আনা।

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরি, নূতন ভারত যন্ত্র ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে ও ঢাকা, বান্ধব কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠান, যেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আদ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকার এক আনা করিয়া কমিশ্যান পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাঁহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৶০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেন্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি পোদ্দার, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একাউণ্টেণ্ট জেনেরলস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৬।০	অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...	৩।০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	২,	মাসিক ...	।০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...		...	৶০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38

সাধারণী।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—৩রা মাঘ। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ১৬ই জানুয়ারি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। { ১২ সংখ্যা।

যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গুলি দেশ-হিতকর ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছে। এক দিকে অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ামস্ ও মিস্ মেরী কার্পেণ্টর প্রভৃতি বৈদেশিক হিতৈষী ও হিতৈষিণী বদ্ধ-পরিকর হইয়া ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটিশ দ্বীপকে স্নেহ ও সহানুভূতি সূত্রে বন্ধন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, অপর দিকে বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার, ইণ্ডিয়ান লীগ, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন ও ইউরোপীয়ের সহিত এতদ্দেশীয়দিগের সদ্ভাব বর্দ্ধনোপায় কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গদেশকে সভ্যতার আদর্শস্থানীয় করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। এই উভয় দৃশ্যই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির হৃদয়ানন্দকর ও দুর্দ্দীন ভারতভূমির-আশাপ্রদ। আমরা আশাসঙ্কুচিত হৃদয়ে এই হিতৈষিতার ফল পরিণতির অপেক্ষা করিতেছি; প্রার্থনা করি, শীঘ্রই ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়া ভারতের মঙ্গল পথ প্রস্তুত হউক।

মহেন্দ্র বাবু যাহার জন্য ছয় বৎসর কাল প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন, বিধাতার কৃপায় তাহা ফলোন্মুখ হইয়াছে। পাঠক-বর্গ বোধ হয়, অবগত আছেন যে, যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমনের সময়ে মহেন্দ্র বাবুর বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার কল্পনা হয়। সম্প্রতি সেই কল্পনা প্রকৃত প্রস্তাবে ফলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা শুনিলাম বিজ্ঞান সভার বাটীর জন্য মহেন্দ্র বাবু পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। অবশিষ্ট টাকা দ্বারা বিলাত হইতে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী যন্ত্রাদি আনীত হইবে। আমরা আশা করি, মহেন্দ্র বাবু কেবল উপদেশের উপর নির্ভর না করিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে ব্যবহারিক শিক্ষার উপায় বিধান দ্বারা বঙ্গদেশকে উপকৃত করিবেন।

বঙ্গদেশের মহামান্য লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের প্রস্তাবানুসারে ইণ্ডিয়ান লীগ বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় সংস্থাপনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া যেরূপ কার্য্য-তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পাঠক বর্গের অবিদিত নাই। এই বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রথমে কি ভাবে আরম্ভ করা হইবে, তাহা এক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা অবগত হইতে পারি নাই। যাহা হউক, মহেন্দ্র বাবুর বিজ্ঞান সভা ও ইণ্ডিয়ান লীগের বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমাদিগের একটী বিশেষ বক্তব্য আছে। আশাকরি, উভয় পক্ষের অধিনায়কগণই এ বিষয়ে কর্ণপাত করিবেন।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গমন করিতে হইলে ইণ্ডিয়া সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশাধিকারই ভারতবর্ষীয় গণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে পরিবর্ত্তন শীল সময়ের সহিত ভারতবর্ষীয় গণের এই মনোগত ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষীয়গণ বুঝিতে পারিয়াছেন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, অস্থিভেদী পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক দাসত্ব গ্রহণ করা অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসায়ের উপযোগী কোন বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; এতন্নিবন্ধনই অনেক যুবক ইংলণ্ডে যাইয়া বিজ্ঞান ও কারখানার কার্য্য শিক্ষা করিতে

আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবৃত্তও হইয়াছেন। বাবু শ্রীনাথ দত্ত কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, বাবু প্রসন্নকুমার রায় ও অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমূহ হইতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চ পুরস্কার লাভ করিতেছেন। আমরা এই রূপ উদ্যমশীলতা বঙ্গদেশের পক্ষে শুভাবহ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। কিন্তু এই রূপ শুভকর কার্য্য দর্শনে যেরূপ আনন্দোদয় হয়, সেইরূপ একটী কারণে দুঃখ জন্মিয়া হৃদয় আলোড়িত করিতে থাকে। দুঃখের কারণ এই যে, যে সমস্ত যুবক স্বদেশের মঙ্গলোদ্দেশে এই সমুদয় বিষয় শিক্ষা করিয়া প্রত্যাগত হইতেছেন, তাঁহারা অর্থাভাবে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হইতেছেন না। অনেক দিন হইল বাবু শ্রীনাথ দত্ত কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা শুনিয়াছিলাম, তিনি শীঘ্রই একটী তৈলের কারখানা খুলিবেন, কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। যাঁহারা যথার্থ দেশ-হিতৈষী তাঁহারা ঈদৃশ বিষয়ে মুক্ত হস্তত্ব প্রদর্শন করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি, এদেশের কৃষি কার্য্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। দেশ-হিতৈষীগণ যদি শ্রীনাথ বাবুর পৃষ্ঠপূরক না হন, তাহা হইলে এই পঙ্কোদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই আমরা মহেন্দ্র বাবুর বিজ্ঞান সভা ও ইণ্ডিয়ান লীগের বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়কে প্রস্তাবিত বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা অবগত হইলাম, মহেন্দ্র বাবু স্বীয় সভার শিক্ষণীয় বিষয় মধ্যে কৃষিতত্ত্বের নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি কেন এই বৈজ্ঞানিক শাখাকে অবজ্ঞা করিলেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। যাহা হউক আমরা ভরসাকরি, ইণ্ডিয়ান লীগ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ বিধান করিবেন। যে সমস্ত যুবক ইংলণ্ড হইতে বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া এক্ষণে ইণ্ডিয়ান লীগের কর্ত্তব্য হইতেছে। ইংলণ্ড প্রত্যাবৃত্ত শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় যদি স্বদেশে উপস্থিত হইয়া কার্য্য ক্ষেত্র প্রাপ্ত না হয়েন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের যেরূপ উদ্যমভঙ্গ হইবে, সেইরূপ এদেশেরও বিলক্ষণ অনিষ্ট সাধিত হইবে।

শীঘ্র শীঘ্র শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তন হইলে, আমাদের ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। একে গবর্ণরগণের নির্দ্ধারিত শাসন কাল পাঁচ বৎসর, অতি অল্প সময়, তাহার উপর আবার যদি সেই সময় পূর্ণ না হইতেই তাঁহারা পদত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষাও হয় না, পরীক্ষাও হয় না; হয় কেবল অনর্থ গণ্ডগোল,—আর বিসম্বাদ। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর্ জর্জ ক্যাম্বেল যখন পদত্যাগ করিয়া বিলাত যান, তখন আমরা বলিয়াছিলাম, যে, এরূপ কার্য্য করিয়া সর্ জর্জ নিজের ক্ষতি করিলেন, আমাদেরও ক্ষতি করিলেন। তবে ক্যাম্বেল সাহেব পরীক্ষা দিন, আর নাই দিন, তাঁহার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, যত দিন তিনি ধরাধামে থাকিবেন, ততদিন বাঙ্গালার কথা তাঁহার স্মরণ থাকিবে। লর্ড নর্থব্রুক সম্বন্ধে আমরা সেইরূপ বলিতে পারিলেও কথঞ্চিৎ সুখী হইতাম, তিনি পরীক্ষায় যে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা নিশ্চয়; কিন্তু ভারতবাসীর মনোবেদনা দেখিয়া কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া যে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন, এমন কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না। বোধ হয় ভারতশাসন ব্যাপারে লর্ড নর্থব্রুকের কিছুই শিক্ষালাভ হয় নাই। তাঁহার অকস্মাৎ পদত্যাগে আমাদের ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। যে শাসনকর্ত্তা আমাদের মধ্যে অধিক দিন বাস করেন, আমরা তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া বোধ করি, এইরূপে লর্ড ক্যানিংকে আমরা আপনার লোক করিয়া তুলিয়াছি,—আমরা মনে করি, লর্ড ক্যানিংয়ের কোন দোষ নাই, তাঁহার সময়ে যে সকল বিভ্রাটপাত হইয়াছে, তৎসমস্তই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দোষে, কেন না ক্যানিংকে আমরা ভালবাসি। আর যিনি অল্প দিন থাকিয়া চলিয়া যান, তাঁহাকে বেগমুর বিহঙ্গ বোধে উপরিলোকের মত জ্ঞান করিয়া থাকি। যে সকল দোষ প্রকৃত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহাও তাঁহার শিরে অর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকি, এইরূপে সর্ জর্জ আমাদের এখনও অপ্রিয় রহিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুকের অকালে পদত্যাগও সেইরূপ হইল, গুহকুমার বা নিজামকে স্মরণ করিয়া অথবা চীন যুদ্ধ বা মলয়যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া আমরা চির দিন তাঁহারই নিন্দা করিব; বুঝিব না যে, গবর্ণরগণ কেবল কল-কাটী মাত্র, মূল যন্ত্র বিলাতে চলিতেছে, পলাশির পর হইতে একভাবেই চলিতেছে, ঘুরিতেছে, পেষিতেছে। একথা আমরা সহজেই ধারণা করিতে পারি না, ব্যক্তিবিশেষে দোষার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। লর্ড নর্থব্রুক পদত্যাগ করিয়াছেন, আমরা চিরদিন তাঁহাকেই দূষিব, সুতরাং এরূপ অকালে পদত্যাগে আমাদের ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই।

ইণ্ডিয়ান লিগ সম্বন্ধে এই পত্রখানি আমরা এই স্থানে প্রকটিত করিলাম, এই পত্রের অনেক কথার সহিত সম্পাদকের সহানুভূতি নাই।

ইণ্ডিয়ান লীগ এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া, সাধারণ লোকদিগের মনে এই রূপ সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে, ইণ্ডিয়ান লীগের সভাদিগের ন্যায় কার্য্যনিপুণ লোক এদেশে আর নাই। কিন্তু যাঁহাদিগের অন্তঃপ্রবেশ করিয়া দেখিবার শক্তি আছে, তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন, লীগ যেরূপে অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে আনন্দ প্রকাশ ও গৌরব করিবার কিছুই নাই; বরং পরাধীন জাতির দুর্দ্দশার চিহ্ন ইহাতে পরিষ্কাররূপে দর্শন করা যাইতেছে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইলে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন হইবার সম্ভাবনা আছে—এই বিশ্বাসে যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতে চাহেন, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার সরকার আপনার ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া, পুনঃপুনঃ প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া ছয় বৎসরে যাহা করিতে পারেন নাই, লীগ এক দিনের চেষ্টায় তাহা করিয়া ফেলিলেন। ইহার অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ থাকিবে। যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি বলে লীগ এই অদ্ভুত কার্য্যসাধন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে, আমরা ডাক্তার সরকারকে নিন্দা করিতে পারি না, লীগকেও প্রশংসা করিতে পারি না। সাহায্যদাতাদিগের নিকটও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অবনত হইতে পারি না; কেবল আপনার মর্ম্মান্তিক দুঃখে আপনি দগ্ধ হইতে পারি। আমাদিগের জাতি যে অধঃপাতে গিয়াছে, সাধু অভিপ্রায়ে দানের স্রোত যে রুদ্ধ হইয়াছে, লীগের কার্য্যতৎপরতা হইতে আমরা বিশিষ্টরূপে সেই পরিচয় পাইয়াছি। যে কয়েক ব্যক্তি লীগের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির সৎকার্য্যে বোধ হয় এই প্রথম দান, এতৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগের নাম আমরা কখনও শুনিতে পাই নাই। অপর কোন কোন ব্যক্তি সৎকার্য্যে দান করিয়া থাকেন, কিন্তু সে দানে অনেক সময় গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্বে বুঝেন নাই, তাঁহারা বোধ হয় এতক্ষণে আমাদিগের দুঃখের কারণ বুঝিয়াছেন। আমরা কোন কার্য্যই গবর্ণমেণ্টের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী না হইয়া করিতে পারি না, ইহা কি নিতান্ত শোচনীয় কথা নহে? যাঁহারা দেশের কল্যাণ চান, তাঁহাদিগের উচিত নহে যে, স্বজাতীয় লোকদিগকে রাজপুরুষদিগের উদ্দেশ্য সাধন যন্ত্ররূপে পরিণত করেন। ইণ্ডিয়ান লীগ যদি স্যার রিচার্ড টেম্পলের সাহায্য ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, সাহায্যদাতাগণ যদি কর্ত্তব্য বুঝিয়া দান করিতেন, আমরা তাঁহাদিগকে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিতাম। লীগের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে কি কি বিষয়ের অধ্যাপনা হইবে, উহা কিরূপ প্রণালীতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেক, তাহা এখনও অবধারিত হয় নাই। স্যার রিচার্ড যে কয়েকটী বিষয় শিখাইবার নিয়ম করিতে চাহিতেছেন, তাহার দ্বারা বিশেষ কোন উপকারেরই সম্ভাবনা নাই, ঐ সকল বিষয় মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অথচ আশ্চর্য্য এই, একটী অনিশ্চিত বিষয়ের নিমিত্ত এক দিনে একলক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইল, আর ডাক্তার সরকার ছয় বৎসর হইতে একটি বিজ্ঞান সভার প্রস্তাব করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কিরূপ কার্য্য প্রণালী হওয়া উচিত, তদ্বিষয়েও নানা লোকে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, তথাপি তিনি এক দিনে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। সে কাহার দোষ?—ডাক্তার সরকারের নহে, আমাদিগের জাতির। যাঁহারা ডাক্তার সরকারকে নিন্দা করিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল জাতির কলঙ্ক ঘোষণা করিবেন। ডাক্তার সরকার সাধু চেষ্টা দ্বারা যে টাকা

সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বিশেষ প্রশংসার বিষয়। লীগের চাঁদাদাতৃগণ নিস্বার্থ হইয়া দান করিলে উক্ত অর্থ দ্বারা ডাক্তার সুরকারের বিজ্ঞান সভারও সাহায্য করিতে পারেন; তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের সুবুদ্ধির পরিচয় হইবে। যদি রাজভক্তি দেখাইবার নিমিত্ত দান করিতে চাহেন, তবে তাহাও সম্পন্ন হইতে পারে। যে কার্য্য বহুদিনের চিন্তার ফল, তাহাতে দান না করিয়া অকস্মাৎ উদ্ভাবিত কোন অনিশ্চিত বিষয়ে যদি তাঁহারা দান করেন, তবে তাঁহাদিগকে নিন্দা করিবার সাধারণের অধিকার থাকিবে।

ভাবী গবর্ণর জেনেরেলের জীবনী।

মহামান্যবর এডওয়ার্ড রবার্ট বুলয়ার (বেরন) লিটন, প্রসিদ্ধ কবি, উপন্যাস লেখক, সদ্বক্তা এবং রাজনীতিজ্ঞ লিটন সাহেবের একমাত্র পুত্র। ইনি ১৮৩১ খৃঃ অব্দের ৮ই নবেম্বর তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। লর্ড লিটন এক-জন সুকবি এবং দৌত্যকার্য্যবিশারদ ব্যক্তি। ইনি প্রথমে হেরোর বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হন তৎপরে জর্ম্মণি দেশে বন্ নগরে শিক্ষা লাভ করিতে যান, তথায় আধুনিক ভাষা সকল শিক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিলেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়ক্রম সময়ে তিনি দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত হন। ১৮৪৯ অব্দের ১২ই অক্টোবরে ইনি ওয়াসিংটনে এটাচির কার্য্য গ্রহণ করেন সেই সময়ে ইহার পিতৃব্য উক্ত নগরে রাজদূত ছিলেন ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ইনি ফ্লোরেন্স নগরের এটাচির পদ প্রাপ্ত হন, তাহার পরে ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে পারিশ নগরে রাজদূতের কার্য্য প্রাপ্ত হন। ১৮৫৬ সালের সন্ধির পর হেগের এটাচির কর্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার দুই বৎসর পরে সেন্ট পিটার্স বার্গের বেতন ভোগী এটাচির কার্য্য প্রাপ্ত হন। অল্প দিন মধ্যে ইনি প্রথমে কনষ্টাণ্টিনোপলে তৎপরে ভায়ানায় এটাচি নিযুক্ত হন। যখন ভায়ানায় এটাচির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন সারভিয়ায় দুইবার অত্যন্ত বিশস্ত ও গুরুতর কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। ১৮৬০ সালে বেলগ্রেডে একটিং কনসল জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬১ অব্দে ভায়ানায় মহারাণীর দৌত্যকার্য্যের সম্পা-দকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। অতি অল্প কাল মধ্যে কনষ্টাণ্টিনোপলে সেক্রেটরি অব্ লিগেসন হন। ইহার পর ইনি চার্জ ডি এফেয়ারসের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য তিনি আথেন্স এবং পরে লিসবনে প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করেন। ১৮৬৮ সালে ইংলণ্ডের সহিত অষ্ট্রীয়ার বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি স্থাপন করেন। যখন পারিশ নগরে দৌত্য কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হন তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি ব্যারন লিটন উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি পারিশে সেই বৎসর দুইবার চার্য্য ডি আফেয়ার্সের কার্য্য করেন, এবং ফরাশিশ রাজধানীতে তাঁহার দৌত্য কার্য্যের শেষ সময়ে ইংরাজ রাজদূতের অনুপস্থিতিতে ইনি ইংরাজ-রাজ স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিতেন। লর্ড লিটনের চব্বিশ বৎসর বয়ক্রম সময়ে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থের নাম ওয়েন মেরিডিথ কৃত "ক্লীটেমনেষ্ট্রা, আরলের প্রত্যাগমন, ও অন্যান্য কাব্য সমূহ"। এই গ্রন্থ, সমালোচক বর্গের একান্ত প্রশংসার বস্তু হইয়াছিল এবং ইহা গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছে। অপর আর এক খানি গ্রন্থ ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থের নাম "ওয়ানডারার" বা ভ্রমণ কাব্য; ইহাতেও গ্রন্থকারের অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি ও সুন্দর রচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৬১ সালে লর্ড লিটনের "ট্যান হসার, বা কবিদিগের যুদ্ধ" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। যে বৎসর "ট্যানহসার" প্রকাশিত হয় সেই বৎসর ওয়েন মেরিডিথ কৃত "সারবস্কী সেংগী" নামক আর এক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৬৩ সালে "দি রিং অব্ আমেসিস্" বা আমেসিসের অঙ্গুরীয় নামক এক খানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮৬৭ সালে দুই খণ্ডে ওয়েন মেরিডিথের "কাব্য সকল" প্রকাশিত হয়। ইহার পর "অরভাল" নামক দৃশ্য কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ সালে লর্ড লিটন দুই খণ্ডে "ফেবেলস ইন সং" এবং দুই খণ্ডে "এডওয়ার্ড লর্ড লিটনের বক্তৃতা" প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ সালের মে মাসে লর্ড লিটনকে মান্দ্রাজের গবর্ণরের কার্য্য প্রদত্ত হয়, কিন্তু ইনি সে কার্য্য অস্বীকার করেন। ইনি ১৮৬৪ সালের অক্টোবরে মাননীয় এডওয়ার্ড ভিলিয়ার্সের দ্বিতীয় কন্যা এডিথের পাণি গ্রহণ করেন।

পশুবাটিকা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সমুদায় কাগজ পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; প্রথমে ধন্যবাদ প্রদান করি, পরে নিম্নে সারাংশ প্রদান করিলাম।

১৮৭৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখের গবর্ণমেণ্টের রিজোলিউশন মতে পশুবাটিকার অচিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্য লেঃ গবর্ণর কর্তৃক যে কমিটি সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই কমিটীর অভিপ্রায়ানুসারে সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি প্রচারিত হইল।

এইরূপ একটী পশুশালা স্থাপন জন্য ১৮৬৭ সালে ডাক্তার ফেয়ার সাহেব বিশেষ যত্ন করেন; এবং ১৮৬৩ সালে স্কইণ্ডার সাহেব এবিষয় সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটিকে নানা প্রকার অনুরোধ করেন, পরে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া উভয় ব্যক্তিই কৃতকার্য্য হন, কিন্তু উপযুক্ত স্থানাভাবে ঘটে নাই।

ইহার চারিটী প্রধান উদ্দেশ্য।

১। আপামর সাধারণের বিশ্রাম, উপদেশ, আমোদ ইত্যাদি।

২। পশ্বাদির আহার ব্যবহারের সূক্ষ্মানুসন্ধান, বিশেষ যেগুলি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে থাকে।

৩। বিভিন্ন শীতবাতাতপে পশ্বাদির পালন পোষণ এবং সুচারুরূপে বংশ বৃদ্ধি।

৪। পশ্বাদির আমদানি রপ্তানি ও বিনিময় দ্বারা প্রাণীতত্ত্ববিদ্যার উন্নতি সাধন।

এই রূপ মনোহর, মনোনীত বাগান সমূহের নির্ম্মাণার্থ প্রায় অনূন ৩০০০০০ টাকা আবশ্যক। কমিটি বিবেচনা করেন, এই সকল টাকা টিকিট বিক্রয় ও চাঁদা দ্বারা আদায় হইবে।

সভ্যগণের নিয়ম—যাঁহারা ১০০০০ টাকা দিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের জীবনাবধি বাগানের কর্ত্তৃত্ব করিবেন। যাঁহারা ৫০০০ টাকা এককালীন দান করিবেন, তাঁহারা জীবনাবধি বাগানে কৌন্সেলের সভ্য হইবেন— যাঁহারা ১০০০ টাকা দিবেন, তাঁহারা অনেরারি সভ্য হইবেন। দাতারা, কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত সকল দিন পরিবার সহ বাগানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

দর্শনের নিয়ম।

রবিবার	।০
সোমবার	৵১০
মঙ্গলবার	/০

বুধবার—কেবল মেম্বরদিগের জন্য অন্য কাহারও নহে।

বৃহস্পতিবার	।০
শুক্রবার	৵০
শনিবার	।০

টিকা গাড়ী ও শকট সকলের ভাড়া, মেম্বর সকল ব্যতীত অন্য সকলকে এক টাকা এবং গাড়ীর ভাড়া আট আনা বেশী দিতে হইবে।

সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যাস্তের পর এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাগান খোলা থাকিবে।

প্রার্থীগণ সকল শ্রেণীর অকপট পাবকতা প্রাপ্ত হইবেন। যে সকল চাঁদা আদায় হইয়াছে এবং আদায় হওয়ার পক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহার বিজ্ঞাপন যথা নিয়মে দেওয়া হইবে।

লেঃ গবর্ণরের গত ২৪শে সেপ্টেম্বরে মিনিট অনুসারে পশ্বাদির বাটিকা সমূহের নির্ম্মাণার্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে। এই স্থান জিরাটপুল হইতে বেলবিডিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। ইহা উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে। পশ্বাদির অবস্থিতি জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণের উদ্যোগ হইতেছে। পশ্বাদির সংগ্রহের ভার স্রাণ্ডার সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই মহৎকার্য্য শীঘ্রই সুচারুরূপে সম্পন্ন করণার্থ আপাততঃ টেম্পল সাহেব তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া, ভবিষ্যতে ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন জন্য কতিপয় বিজ্ঞ সভ্য লোক নির্ব্বাচন করিয়াছেন। কার্য্যের গতি বিধি দেখিয়া সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তনের নিতান্ত প্রয়োজন, সেই কারণ বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অচিরস্থায়ী বলিতে হইবে।

পশুশালা সম্বন্ধে আয় ব্যয়, নিয়মাবলী, যে কোন কার্য্য হউক না কেন, তাহার সমস্ত ভার কমিটির হস্তে অর্পণ হইয়াছে। তাঁহাদের যখনকার যে নিয়ম বা খবরাখবর সরকারি গেজেটে প্রচার করা অতীব কর্ত্তব্য।

ইহা দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, এই কমিটী স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন, এবং কোন দ্রব্যাদি কিম্বা অর্থের প্রয়োজন হইলে, এই কমিটী স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

প্রতি বৎসর খরচের হিসাব ও সাধ্য রিপোর্ট প্রদান করিবেন।

কার্য্যারম্ভ হইবা মাত্রেই এই পশুশালার আনুমানিক খরচা প্রতি মাসে প্রায় অতি কম ১৫০ টাকা লাগিবেক। এবং পশ্বাদির খাদ্যের জন্য প্রায় ২০০ টাকা ব্যয় হইবে। একটি একটী করিয়া পশুর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই আরও অধিক খরচা বাড়িবে। ইউরোপ হইতে ডাইরেক্টর আসিলে তাহার বেতন ঐ খরচার মধ্যে ভুক্ত হইবে না। উপ-রোক্ত প্রথমানুষ্ঠানের খরচা লেঃ গবর্ণর মঞ্জুর করি-য়াছেন।

অনেক চাঁদা যাহা আদায় হইয়াছে তাহা এবং স্বীকৃত চাঁদা সকল যথা নিয়মে প্রচার হইবে। যে সকল মহোদয় এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য প্রদান করিবেন, তাঁহারা সম্পাদক সমীপে লিখিলেই তিনি আহ্লাদ সহকারে তাঁহাদের দত্ত চাঁদা ও এক-কালীন দান প্রচার করিয়া দিবেন। দাতৃগণের নামের তালিকা অন্যস্থানে দেওয়া গেল।

বাহাদুরের বাহাদুরী।

(প্রেরিত।)

পূর্ব্বে মনে করিতাম, মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষা করা নাতিশয় প্রয়োজনীয়। কেননা তাহা হইলে, অন্তঃপুরে স্ত্রীজাতির মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহ, আত্মবিচ্ছেদ ইত্যাদি কিছুই না থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু আজি কালি স্ত্রীশিক্ষার যে ফল ফলিতেছে, সে কেবল কল্পনের জালি। বাস্তবিক এখন দেখিতে গেলে, আমাদের বিদ্যাশিক্ষায় কোন লাভ নাই। "সকল কর্ম্ম করিল যশী, বাকি কেবল ভীম একাদশী।" আমাদের অবস্থানুসারে পতি, পুত্র, কন্যা, দেবর, ভাশুর, ইষ্ট কুটুম্ব ইত্যাদি লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত; তাঁহাদিগকে সন্তুষ্টচিত্ত করা আমাদের পরম ধর্ম্ম। আমরা অবলা সরলা জাতি, ভয়াবহ, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, দুর্ব্বলা। এমত স্থলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া লোকসমাজে, ও রাজসমীপে মান অর্জ্জন পূর্ব্বক ও গর্ব্ব করিয়া পুরুষত্ব দেখাইয়া কি লাভ? যাহাই হউক সকলকে দেখিয়া আমরা সোনামণিকে অনুরোধ করিয়া একটু আধটু লেখা পড়া শিখিতে লাগিলাম। ক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, দুই খানি পুস্তক পড়িলাম। আজ কাল বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের ছড়াছড়ি, সুতরাং দুই একখানা পড়িয়া থাকি, বিশেষ সাধারণী।

গত ২৬শে পৌষ সাধারণীতে জগদানন্দ বাহাদুরের কাণ্ড কারখানা পড়িয়া অবাক হইলাম। এ ব্যক্তি কে? যখন "বাহাদুর" লেখা আছে, তখন ইনি বড় লোক হইবেন সন্দেহ নাই; যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে ইঁহার পায়ে নমস্কার।

বড় মানুষের বড় কথা। আমাদের এপ্রদেশে অনেকানেক ধনাঢ্য লোক এবং বড় বড় সাহেব হাকিম আছেন, কিন্তু এরূপ ব্যাপার কখনও শুনি নাই। কলিকাতা আজব সহর, রোজ রোজ আজব কাণ্ড শুনিতে পাই।

আমাদের দেশে আব্রুর এত কঠিন নিয়ম যে, বাটীর কর্ত্তা পর্য্যন্তও সহসা অন্দর মহলে যাইতে পারেন না। ছি! ছি! কি কলঙ্ক! কি কলঙ্ক! বোধ হয় জগদানন্দ খ্রীষ্টান হইবেন। না, তাহা হইলে "বঙ্গসিংহপুর কলঙ্ক, কালিমায় পরিপূর্ণ হইল!" একথা লেখা থাকিবে কেন? জগদানন্দ জগদ্বিখ্যাত হইলেন। সম্পাদক মহা

শয়, এই বিষয়টি সত্য কত দূর বিশেষ করিয়া লিখিবেন; মেয়ে মহলে মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। আমরা অনুমান করি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এটি স্ত্রীশিক্ষার ফল ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যুবরাজ আসিলেন—আসিলেন, গেলেন—গেলেন, আমাদের ক্ষতি ভিন্ন কিছুই লাভ নাই। যুবরাজকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত বাঙ্গালা কিম্বা ইংরাজিতে কথা কহিয়া, কি গোলোকধামে গমন করিব? তিনি শ্বেত পুরুষ, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়াছেন। তিনি রাজা, দূরে থাকুন, স্বয়ং পরমেশ্বর হইলেও তাঁহার মুখাবলোকন করি না। আমরা পতিপ্রাণা,—পতিই আমাদের ইহলোক ও পরলোকের গতি, তাঁহার মুখ ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করা বিধেয় নহে। বোধ হয়, বঙ্গবাসী মহিলাদিগের যেরূপ আব্রু, এরূপ কুত্রাপি নাই; তাহাতে এরূপ ঘটনা কখন সম্ভবে না। জগদানন্দ বাহাদুর নির্ব্বোধের কাজ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরিবারেরা তাঁহার কথা কেন শুনিলেন? পতি মহাগুরু, তজ্জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়া যায়; অন্যায় হইলে কেন শুনিব? যদি ইনি হইতেন দশরথ এবং জগদম্বা হইত ইঁহার স্ত্রী, তবে বিলক্ষণ শিক্ষা পাইতেন। আহা! জগদানন্দ তাঁহার সকল পরিবার সহ যুবরাজের সহগামী হইয়া কেন না "সিরাপিসে" গমন করিলেন—তাহা হইলে স্বশরীরে স্বর্গে যাইতেন। ধিক্! পৃথিবী! কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা জগদানন্দ বাহাদুরের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবেন না। তাহা হইলে ভারত ছার খার হইবে, আর বাকি নাই, তবে যে কয়েক দিন থাকে।

আমি অতি ক্ষুদ্র নারী, বড় লোকের কথা লইয়া আন্দোলন করা কর্ত্তব্য নহে। একটু আধটু পূর্ব্বে যাহা লেখা পড়া করিতাম, আর করিব না। এই ঘটনা পাঠে বড় দুঃখ হইয়াছে। আমার এই পত্রিকাখানি আপনার সাধারণীতে সংশোধন পূর্ব্বক স্থান দানে মান দান করিবেন। আমার নামটী প্রকাশ করিলাম না, সে জন্য যেন অবহেলা পূর্ব্বক ছিঁড়িয়া না ফেলেন। আজ কাল অনেক সম্পাদিকা হইয়াছেন, এটীও লেখা পড়ার দোষ গুণ বলিতে হইবে। আমরা স্ত্রীজাতি, অবলা হওয়ার যে ফল, তাহা আজন্মকাল দেখিতে পাইতেছেন।

আপনার আশীর্ব্বাদিকা।

সংবাদ।

ভদ্রেশ্বর ষ্টেসন হইবার জনরব যে শুনা যাইতে ছিল তাহা এত দিনে পাকা হইল। গবর্ণমেণ্ট সেই নিমিত্ত ভূমি খরিদ করিতেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পার্শ্বস্থ ৫৬ বিঘা ৯ কাঠা ১০ ছটাক ভূমি লইবার নিমিত্ত স্থির করিয়াছেন, তাহার গেজেট হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রথম শ্রেণীতে জেনারেল এসেম্‌ব্লিস ইনষ্টিটিউশন—সূর্য্যকুমার অগস্তী। প্রেসিডেন্সী কালেজ আশুতোষ গুপ্ত। হুগলী কালেজ,—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সি কালেজ—উপেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত, কালীশঙ্কর শুকুল, সুরেন্দ্রনাথ গড়গড়ী, শারদাপ্রসাদ ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজ—উপেন্দ্রনাথ মৈত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে হুগলী কালেজ—মজহারুল আনওয়ার, ফজল করিম, চন্দ্রনারায়ণ রায়, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিপ্রসাদ ঘোষাল। প্রেসিডেন্সি কালেজ—বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনাথ ঘোষ, অমৃতলাল রায়, বলদেব সিংহ, দক্ষিণাচরণ মজুমদার, গুরুপদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসাক, সুন্দরীমোহন দাস, শরৎকুমার বসু। ডবটন কালেজ—ডবলিউ, এফ, গ্রাণ্ট। সংস্কৃত কালেজ—অটলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কেদারনাথ বসু। ফ্রি চর্চ্চ মিসন কালেজ—এস, নগালিঙ্গম, বিহারীলাল ঘোষ। মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশন—রামেশ্বর মণ্ডল, রামচরণ মল্লিক। জেনারল এসেম্‌ব্লিস—রাজেন্দ্রনাথ বসু। কৃষ্ণনগর কালেজ—ব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়। বহরমপুর কালেজ—হরিচরণ বসু। বোয়ালিয়া হাই স্কুল—নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী। ঢাকা কালেজ—কুঞ্জলাল, শারদানারায়ণ রায়, অন্নদাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শুরুগোবিন্দ পট্টাদার, জানকীনাথ বিশ্বাস, আশুতোষ সরকার। পাটনা কালেজ—শীতলপ্রসাদ, জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়েদ মকহারেত হোসেন, ব্রজনন্দন সিংহ, নীলকান্ত সহায়। কটক হাই স্কুল—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শশীভূষণ পালিত।

বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় (বিদায় প্রাপ্ত) সুন্দরবনের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কলেক্টর হইলেন। এই আদেশে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের সুন্দর বনের নিয়োগ রহিত হইল।

হুগলির ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গপুরে বদলী হইলেন।

বর্দ্ধমানের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কলেক্টর মেঃ এ, উইক্স এম, এ, হুগলিতে বদলী হইলেন।

ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুনরায় তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

২১ শে ২২ শে জানুয়ারি তারিখে কলিকাতা, পাটনা, ঢাকা, কটক ও গোহাটিতে ওকালতী ও মোক্তারীর পরীক্ষা হইবে। কলিকাতার পরীক্ষা প্রেসিডেন্সী কালেজে পূর্ব্বাহ্নে ১০ টার সময় আরম্ভ হইবে। যে যে জেলা জজের দ্বারা পরীক্ষার্থীরা বোর্ড অব একজামিনারদিগের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন, সেই সেই জেলা জজ সাহেবের স্বাক্ষরিত এক খানি রেজিষ্টারির আংশিক নকল ও ফি দেওয়ার রসীদ পরীক্ষা স্থানে দেখাইতে হইবে।

নদীয়া জেলার আটুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পালচৌধুরী কৃষ্ণনগর কালেজের যে ছাত্র B. A. পরীক্ষায় প্রথম হইবেন, তাঁহাকে মাসিক ২০ টাকা করিয়া এক বৎসরের জন্য একটি বৃত্তি দিতে স্বীকার হইয়াছেন, এই বৃত্তিটির নাম টেম্পল বৃত্তি হইবে। এই জন্য লেঃ গবর্ণর বাহাদুর নফর বাবুকে গত বারের গেজেটে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এই নফর বাবুই প্রেসিডেন্সী কালেজের উপর ৮০০০ টাকা ব্যয়ে একটি ঘড়ি বসাইয়া দিয়াছেন।

গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় যত ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১, চট্টোপাধ্যায় ৩৬, মুখোপাধ্যায় ৩২, গঙ্গোপাধ্যায় ৯, ঘোষাল ২, ভট্টাচার্য্য ২০ চক্রবর্ত্তী ২৭, বাগচি ৫, ভাদুড়ি ৩, লাহিড়ী ৭, মৈত্র ৪, সান্যাল ২, বসু ৩৪ ও মিত্র ২০। ঘোষ, দত্ত, সেন, রায়, দে, দাস প্রভৃতির সংখ্যা দেওয়া গেল না, কেন না নানা জাতির এই সকল পদবী আছে।

[...]পত্র লিখিয়া যে এই রূপ
[...] ইহা অতি অসুখের বিষয়।
[...] করিয়াছিলাম যে পূর্ব্বাপেক্ষা
[...] হ্রাস হইয়াছে ও ক্রমশ,
[...]কিন্তু কোথায়? সুযোগ পাইয়া
[...]বাঙ্গালিদিগকে বিলক্ষণ গালিবর্ষণ
[...]আমাদের চক্ষের উপর যাহা
[...]তাহাতে আমরা যে কিছু বলিব,
[...] নাই। ইংলিশম্যানের বর্ণনা
[...] দূষিত তাহার সন্দেহ নাই।
[...] অনেকাংশ সত্য তদ্বিষয়েও

[...]আশা করি, সে দিবস বেলগেছিয়ার
[...] ও তাঁহার অনুচর গণ
[...] উঠিয়া গেলে আমাদের নবাদল
[...] ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত
[...] তাহাতে কি বাঙ্গালিদিগের
[...] হইল না অপরিমিত রূপে
[...] কোলাহল করিয়া সভ্যতার
[...] বাবু কাশ্মীরের মহারাজ
[...] আপনাকে কলঙ্কিত বোধ
[...] দিয়া স্নান করিয়াছিলেন।
[...] গোঁড়া হিন্দু, প্রকৃত জ্ঞান নাই
[...] বোধিত হন নাই, সভ্যতার
[...] কি জানিবেন? যাহারা দেশের
[...] চিন্তা করেন, যাহারা দেশে
[...] আদর্শ দর্শন করিতে
[...] আজিও বাঙ্গালি নামে
[...] থাকেন ও যাহারা আজিও
[...] আস্থা প্রদর্শন করেন
[...] গোঁড়ামির ব্যাপার দর্শন,
[...] বার স্নান করিলেও আপনা-
[...] বোধ করেন না। কাশ্মীর রাজ
[...] করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহ বল
[...] ভারতের হিন্দু রাজ গণকে
[...] তাহাদের সমক্ষে হিন্দু ধর্ম্মের
[...] করা কি হিন্দু সন্তানের
[...] অতিথির এরূপ অপমান
[...] কালে কোন শাস্ত্রে কাহারও

[...] রেলওয়ে যে সমস্ত কর্ম্মচারী
[...] সংখ্যা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০
[...] ১,০১,৫৯৫ জন ছিল;
[...] জন ভারতবর্ষীয় ৩,২৩৯ জন
[...] ২,৩৪৩ জন ফিরিঙ্গি। ১৮৭৩
[...] হইতে এই বৎসর ২৫,৯৩৪
[...]ছিল। ১৮৭৩ সালে রেলওয়ে
[...] কিন্তু ১৮৭৪ সালে এই সময়
[...] হইয়াছিল।

[...] হিন্দু পেট্রিয়টে এক ব্যক্তি
[...] কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাবু দ্বারকা
[...] বংশীয় এক ব্যক্তি বিলাত
[...] হইতে আসিয়া অবাধ

তিনি স্বগৃহে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে কি না, এ বিষয়ে অনেক মত ভেদ হয়। পরে সে দিবস চোর বাগানের মিত্র দিগের বাটীতে একটী শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সভা হয়। ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সেই সভায় উক্ত ইংলণ্ড প্রত্যাগমন ব্যক্তিকে প্রকাশ্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে রাজা বাহাদুর ধর্ম্ম রক্ষিণী সভায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যুবাগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইংলণ্ড গমন করেন, অতএব প্রত্যাগত হইলে তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে আমরা এ কথার আভাস দিয়াছিলাম।

পশুবাটিকার জন্য এই চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর	৫০০৲
বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক	২০০০৲
বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায়, কাশিমবাজার	৫০০০৲
ই, এলিয়ট সাহেব	২০৲
রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	১০০০৲
এল, এস, জাকসন সাহেব (সি এস)	১০০০৲
মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর	১০০৲
বাবু শ্রীনাথ রায়	২৫০৲
মীর মহম্মদ আলি	৫০০৲
বেতিয়ার মহারাজ কুমার হরেন্দ্রকিশোর সিংহ বাহাদুর	৫০০০৲
নবাব আবদুলগণি (সি এস আই) এবং খাজা আসানুল্লা খাঁ বাহাদুর	১০,০০০৲
রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ	১০০০৲
বর্দ্ধমানের মহারাজা	৩০,০০০৲
বাবু ভগবতীচরণ মল্লিক	১০০০৲
সৈয়দ লৎফ আলি খাঁ, পাটনা	৫০০০৲
খোজা সৈয়দ মহম্মদ আবু মহম্মদ, পাটনা	১০০০৲
নবাব মহম্মদ হোসেন খাঁ, বারাণসী	১০০০৲
বাবু মঙ্গলার প্রসাদ, বারাণসী	১০০০৲
রাজা জয়কৃষ্ণদাস বাহাদুর (সি, এস, আই)	১০০০৲
নবাব মহম্মদ মেহেদি খাঁ, চিতপুর	১০০০৲
খাঁ বাহাদুর, লক্ষ্ণৌ	৫০০৲
বাবু রামকৃষ্ণ, বারাণসী	৫০০
হাজি সাহেব আলি খাঁ, মহম্মদসিংহ	৫০০৲
সৈয়দ মহম্মদ কামরুল হুদা	১৫০৲
মুন্সি মহম্মদ আমীর	১৫০৲
বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	১১০০৲
রায় লক্ষ্মীপৎ সিংহ বাহাদুর	১০০০৲
সর জয়মঙ্গল সিংহের (কে, সি, এস, আই) পুত্র কুমার শিবপ্রসাদ সিংহ	৮০০০৲
মহারাণী স্বর্ণময়ী, কাশিমবাজার	১০,০০০৲
নবাব সর সালার জঙ্গ বাহাদুর G.C.S.I.	৫০০৲
বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে, বালেশ্বর	২০০৲
রাজা হরবল্লভ নারায়ণ সিংহ, সোনবর্ষা	১০,০০০৲
বাবু প্রসন্নকুমার সেন, রাজগঞ্জ	১০০৲
বাবু গোকুলনাথ মল্লিক	১০০০৲
রাজা কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী	১০০০৲
রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী	১০০০৲
সি, ডি, বক্‌লাণ্ড এস্কোয়ার সি, এস	১০০৲
রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর	৫০০৲
রাজা কমল কৃষ্ণ	১০০০৲
রাজা দুর্গেশ্বরী প্রসাদ সিংহ, সি, এস, আই,	১০০০৲
ডুমরাওনের মহারাজা,	১০০০০৲
রায় বাবু মহাবীর প্রসাদ সা বাহাদুর	১০০০৲
মহারাণী রাজ রূপ কুমার, টিকারি	২০০০৲
বাবু মহাবীর প্রসাদ সিংহ রঈস, সারন	১০০৲
বাবু শিবনারায়ণ সিংহ, সাহেব রামগঞ্জ	১০০৲
হথোয়ার মহারাজা	৫০০০৲
বিজয়নগর রাজা কে, সি, এস, আই,	৫০০০৲
পাতিয়ালার মহারাজা কে, সি, এস, আই	১০০০৲
দেওর মহারাজা স্যর জয় প্রকাশ সিংহ বাহাদুর C. S. I. এর পুত্র মহারাজ কুমার বাবু ভীকম নারায়ণ সিংহ বাহাদুর	২০০০৲
রাজা লীলানন্দ সিংহ বাহাদুর, পূর্ণিয়া	৫০০০৲
বাবু ভূবন চন্দ্র রায়	২০০৲
মুন্সি কমোরুদ্দীন মহম্মদ	১০০৲
ডাবলিউ, বিল্‌ এস্কোয়ার	১০০
জি, ডাইফেনবেক এস্কোয়ার	১৫০৲
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী	২০০
কুমার যোগীন্দ্র কৃষ্ণ	২০০৲
নবাব আমির আলি খাঁ, বাহাদুর	৫০০৲

রাজদরশনে কি ফল ফেল!

১। নিশান্তে উঠিল উজল মিহিরে,
দেব দিনকর বরণ লোহিতে,
পলায় আঁধার ছাড়িয়া জগত,
আনন্দ উর্ম্মিতে খেলে প্রাণী যত,
খেলে, দোলে, খেলে নব তরু লতা,
সুখের প্রবাহ বহে যথা তথা,
যেখানে জীবন সেথি সুখ তার,
প্রাণের সঞ্চার আবার তথায়,
নিকুঞ্জ কানন গিরি সহ বন,
নদ নদী দরী সাগর গগন,
নগর, নির্জ্জন, প্রাঙ্গন আগার,
হাট, বাট, ঘাট, মাঠ নদুদয়.
সকলে নবীন জীবন প্রকাশে,
সুখের গীতিকা সকলেতে ভাসে;

২। এহেন ভানুর ভারত আকাশে,
ভাগ্যক্রমে যদি উদয় হয়,
অন্ধকার নিশি গভীর-তমসী,
তবে কেন নাহি চলিয়া যায়?
যেমন নিঝুম, "নীরব", নীরব,
আছিল ভারত তরুর-বার!
তেমনি তেমতি, কেন সেই ভীম-
সেই ভীক ভাবে, রহিল আর?
নব কুঞ্জে পিক,—কবি-কুল-গণ,
ভারত—কবির নিকুঞ্জ বন!
সেই কাননেতে, সে পিক একটী,
গাইল না কেন, খুলিয়া মন?
ভারত সাহিত্য, বিজ্ঞান ব্যবসা,
মৃত প্রায় তরু লতার মত;

না ভুলিল মাথা একটি তাহার,
যদিও এ ভানু গগন গত ॥
তুষার বসনে আবরি শরীর,
বিন্ধ্য হিমগিরি ঘুমায়ে ছিল ;
তুলিয়া মস্তক না চাহে বারেক,
বৃথা রবি কর অঙ্গ পরশিল ॥
সিন্ধু গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী,
জাহ্নবী যমুনা হৃদয় পরে,
উন্মাদে একটী তরঙ্গ রঙ্গিল
কেনরে ! নাহি বিলাস করে !
সে তামসী দশা গাঢ় নির্জীবতা,
—চৈতন্য-হীনতা ব্যাপিয়া ছিল।
ভারতের ভাগ্যে এ ভানু উদয়ে
তেমতি, সকলি রহিয়া গেল !

৩। দীনার কুটীর ! নয়নে আঁধার !
দীনা, ক্ষীণা, অতি মলিন আকার !
বসিয়া তাহাতে যারা সে কুটীরে,
ভাসিছে নিয়ত নয়ন আসারে ;
কাটী পুত্র সহ কাল গ্রাসে গত,
সেই শোকে ভ্রমি জ্বলে অবিরত,
দারুণ হুতাশে ছাড়ে হাহা কার,
বুকিতে বিধিরে ডাকে বারে বার ;
বধির বিধাতা বধির ভুবন,
অনাথীর কান্না কে করে শ্রবণ ?
দুঃখিনীর মত সব দুঃখ চয়,
(অভাগিনী হলে এমনিত হয়)
জননীর মুখ প্রতি নাহি চেয়ে,
স্বীয় সুখ খোঁজে চলি যায় মেয়ে ;
গৃহে অন্ন নাহি, ফুরায়েছে নীর,
শিলাসম জ্বরে ঝাঁপিছে শরীর,
শত গাঁটি ওয়ালা বহির্বাস চির,
তাহাতেই লজ্জা রক্ষে দুঃখিনীর,
হেন ধারা কষ্ট কেহনা আছিল ?
আশি মাসে মাসে ফুরায়েছে দিন !
এমন যা আছে লুটিছে সবাই,
এমন দুঃখিনী আর দুটি নাই।

৪। হেন অতিথি, আসি নব পতি,
হেন অভাগীর কুটীর দ্বারে !
ভূপতি পাইলে কাঙ্গালে যা হয়,
কোন পাপে নাহি ঘটিল তারে ?
দুই চক্ষে বহে সলিলের ধারা,
সিক্ত গণ্ড দেশ ভুলিলে হায়,
ঘুচিল না তব মুখের কালিমা,
ঝরিল,-ঝরিছে-ঝরিবে হায়।
সেই সর্ব্বনাশ অন্তর হুতাশ,
পোড়ায় পঞ্জর অষ্ট প্রহর,
সেই জ্বর দাহ সেই গাত্র জ্বালা.
শুষ্ক কণ্ঠ তালু তৃষা প্রখর ॥
সেই অন্নাভাব, সেই জল কষ্ট.
সেই রুক্ষ কায় বিহীন স্নেহ।
সেই সে দীনতা, সেই সে ক্ষীণতা,
সেই বিষণ্ণতা ব্যাপিছে দেহ ॥

দুঃখিনীর ভূমি রোদনের পুরি,
আছিল যেমন, রহিয়া গেল।
সেই হাহাকার ! ভারতের ভবে
রাজ দরশনে কি ফল ভেল ?

৫। তাই সে জিজ্ঞাসি কি কাজে কুমার,
হিমালয় হতে কুমারীর পার,
বাহিয়া কাবেরী সিন্ধু গোদাবরী,
শোণ ভাগিরথী ব্রহ্মপুত্র বারি,
লঙ্ঘি গিরি, ভাঙ্গি বন উপবন,
করি শূন্য বারি হ্রদ প্রস্রবণ,
কাঁপাইয়া যত গিরি নদ নদী,
করি তোলপাড় ভীষণ জলধি,
কি কাজে কুমার কি উদ্দেশে বল,
প্রাচীনা ভারতে করি টলমল,
নৈর্ঋত ঈশান বায়ু অগ্নি কোণে
উড়ায়ে নিশান, চমকি ভুবনে,
তড়িত সমান বেগে ছুটাছুটি,
গরজিল কলে কাঁপাইয়া মাটি,
তব আগে ভাগে, কত কামান।

৬। কোন হেতু বল জিজ্ঞাসি আবার,
এতেক আয়াস লইলে কুমার ?
পার্থিব কারণ, স্বর্গীয় মরম,
কি কাজ সাধিতে এতাধিক শ্রম,
লইলে কুমার ? কহিলে বল না ?
রাজ অভিপ্রায় আমরা জানি না।
দুর্ব্বলা প্রাচীনা ভারত অভাগী,
ভোগে এ আয়াস জানি না কি লাগি,
কাঙ্গালীরে কেন এ শ্রান্তি দান ?

৭। দীপের আলোক দেখিয়া যেমন,
উড়ি আসে পড়ে পতঙ্গম গণ,
ব্রিটিশ নন্দন ! তোমারে সেরূপ,
দূর হতে দেখি যত আর্য্য ভূপ,
জাহ্নবী যমুনা সরযূর কূল,
উদয়াস্ত হিমগিরি বিন্ধ্য মূল,
উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম পূরব,
তেজিয়া ছুটিল করিয়া উৎসব
ছুটিল সকলে আকুল অন্তরে.
অন্য দিকে দেখি দৃষ্টি না সঞ্চরে,
ছুটিল আমির নবাব সকল,
মণি মুক্তা গলে করে ঝলমল,
ছুটিল সামন্ত শূর সৈন্য দল,
ছুটিল মাতঙ্গ উষ্ট্র অশ্ব বল;
ভেটীতে কুমারে নিল হীরা মতি,
চুনি পান্না সোণা মণি নানা জাতি;
বিবিধ রতনে সাজাইয়া ডালা,
তুষিতে কুমারে হইয়া উতলা,
রাজা মহারাজা সকলে ধায়।

৮। কিন্তু কোন্ হেতু এত ত্বরাত্বরি,
করে রাজবৃন্দ বুঝিতে না পারি,
কোন্ মহাকাজে হেন ব্যাকুলতা ?
কোন মহা যাগ জন্য এ ব্যস্ততা ?
কোন্ মোক্ষ ফল লভিবারে আশে ?

হবে সপ্রতিজ্ঞ কোন পুণ্য
এত অর্থ নাশ করে নৃপবৃন্দ,
কি জন্য এমন হৃদয়ে বান্ধব
রস বুঝিতে নারিনু

৯। সাজায়ে নগর বিবিধ সাজে,
উজলি আকাশ আতস বাজিতে
গ্যাসের আলোকে কাচের
হীরা পান্না মণি
ইন্দ্রের নন্দন বন শূন্য করি,
আনিয়া কুসুম সাজাইয়া নগরী,
অপ্সরা কিন্নর কণ্ঠ বিনিন্দিত,
মধুর সঙ্গীতে চৌদিক পূরিত,
দেশ আয়োজনে
শুভ সম্ভাষণে আর শুভ
রাজ্ঞী সুতে দেখি
করিল মঙ্গল আরতি ভারত
করিল আরতি ! কিন্তু কি
পাইল ভারত,

১০। দেখেছে ব্রিটিশ তুরীয়
থেমেছে ব্রিটেন
গৃহ চুড়ে চুড়ে, আকাশ উপরে
আর নাহি উড়ে
হবে এই বল
নাহি সেই বাণী
নাহি সে ক্ষমতা, নাহি সে
সেই ক্ষীণ শান্তি

১১। সিন্ধুকূলে গিয়া, ভারতবিন্দু
অমাইনু হেন
কি দিনের রঙ্গ, দেখে
দেবে কোনে তব
চির কোলাহল-ময়
রহিল নীরব
সুরিনু ভাবেতে,
কিবা রঙ্গ মাত্ত
আজি সিন্ধু তীর
বিন্ধ্য হিমগিরি বিরাজে
দাঁড়ায়ে রহিল বিষণ্ণ
দেখে, দেখি সুবে নাহিক
হইয়া হতাশ
বিপুলা জাহ্নবী যমুনা
দেখিনু উত্তরে,
কাঁদিতে কাঁদিতে
রমণী রোদন দেখিতে
দিগন্তে অমনি করি
হৃদয়ের বেগে,
ভ্রমি নানা তীর্থ
পুষ্কর আদি, কিবা
জ্বালামুখী আর
প্রয়াগ দ্বারকা, হিঙ্গুলা
গিরি গোবর্দ্ধন, সে
দেখিনু ভারত, সেই
নিস্তব্ধ গভীর
ভারত মাতার
নিয়ত নয়নে

মফস্বল !

যুবরাজপল্লী---লক্ষ্ণৌ !

যুবরাজের আগমনে নির্জ্জীব ভারত অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য সজীব ভাব অবলম্বন করিয়াছে। যে সকল স্থানে তাঁহার পদার্পণ হইতেছে, সেইখানকার অধিবাসীরা তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা ও স্বীয় স্বীয় বাহ্যিক বৈভব প্রদর্শন করিয়া আনন্দোৎসব করিতে ত্রুটি করিতেছে না। এ সময়ে কৌতূহলাক্রান্ত সংবাদ পত্র পাঠকেরা দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সমূহ অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছেন। যুবরাজ আজ লক্ষ্ণৌয়ে অতিথি। এক মাস হইতে যে লক্ষ্ণৌ, কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট শরীরে চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছিল, যেখানে সম্ভ্রান্ত তালুকদারেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হইয়া 'রঙ্গ বেরঙ্গের' পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজ-পথ আলোকিত করিতেছিলেন, প্রসিদ্ধ প্রাসাদ সকলের জীর্ণ সংস্কার হইতেছিল, যে কিশোরবাগের অপূর্ব্বশ্রী সম্পাদনের জন্য মহারাজ দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুর অনেক দিন হইতে যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে ত্রুটি করিতেছিলেন না, যে ওয়াজীদ আলি সাহার এখান হইতে গমনাবধি বারবারীর অধিবাসীরা পূর্ণসংস্কার দেখে নাই, সেই নগরে আজ ভারতের ভাবী ভূপতি অবস্থান করিতেছেন। অদ্যই এখানকার উৎসবের চরম সীমা। যুবরাজ গত কল্য অপরাহ্ণ ৪॥০ টার সময় এখানকার রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের জন্য এখানকার চিফ্ কমিসনর পূর্ব্বেই ফয়জাবাদ ষ্টেশনে গমন করিয়াছিলেন। রেলওয়ে লোকোমোটিভ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কল্ সাহেব তাঁহার শকট চালক এবং অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী নর্ক্লাণ্ড সাহেব রক্ষক রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নিরূপিত সময়ের ১০ মিনিট পূর্ব্বে পাইলট বা সংবাদ বাহক বাষ্পীয়যান তাঁহার আগমন বার্ত্তা আনিয়া দিল। রেলওয়ে ষ্টেশন চিত্রহরিত ও নানা প্রকার ব্রিটিশ পতাকায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। কেবল মাত্র ২০০ শত লোকের আসন তথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাজপথের দুই ধারে অন্যূন সহস্র সহস্র লোক তাঁহার দর্শন লালসায় দণ্ডায়মান ছিল। অনন্তর ঠিক ৪॥০ টার সময় রাজ-শকট ষ্টেশনে পৌঁছিল। পৌঁছিবামাত্র তোপ ধ্বনি হইল। শকটাবতরণের অব্যবহিত পরেই, ওয়াজীদ আলী সাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোস্তফ আলি খাঁ, মহারাজা দিগ্বিজয় সিংহ এবং নবাব আগা আলি খাঁ এই তিন ব্যক্তি কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন। প্রথম ব্যক্তি এখানকার নবাব দিগের প্রতিনিধি, দ্বিতীয় ব্যক্তি তালুকদার দিগের, তৃতীয় ব্যক্তি সাধারণ প্রজা-মণ্ডলীর। শেষোক্ত ব্যক্তিই আবার এক মিনিট পরে এখানকার মিউনিসিপালিটির অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। অভিনন্দন পত্রে কয়েকটী দ্রব্য প্রদানের কথার উল্লেখ আছে।

যুবরাজ, ঘোটকদ্বয় সংযোজিত শকটে এখানকার চিফ্ কমিসনারের সহিত আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র অনন্ত গতিতে গবর্ণমেন্ট প্রাসাদে গমন করিলেন। সম্মুখে ষষ্ঠ সংখ্যক বল্লমধারী সৈনিক পুরুষেরা পশ্চাতে ত্রয়োদশ সংখ্যক হাজার নামক সৈনিক পুরুষের বিংশতি রক্ষক রূপে নিযুক্ত ছিল। যাইবার সময়ে যুবরাজের বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল না, তজ্জন্য অনেকে হতাশ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্ণৌতে তাঁহার বিপদাশঙ্কা ছিল।

আজ বেলা ৩॥০ টার সময় বেলিগার্ড নামক স্থানের সম্মুখে চিরস্মরণীয় বিদ্রোহে মৃত সিপাহীদিগের জন্য কীর্ত্তি স্তম্ভের প্রথম প্রস্তর প্রোথিত করিবেন। তদনন্তর কিশোরবাগ বারদারীতে তালুকদারদিগের প্রদত্ত ভোজ, আলো ও বাজি দর্শন করিবেন। এখানকার তালুকদারেরা তাঁহাকে একটা রাজমুকুট, মূল্য প্রায় ৩০০০০ হাজার টাকা এবং এক খানি সিংহাসন, একটি পুষ্প বৃক্ষ ইত্যাদি কতিপয় মহার্হ বস্তু তাঁহাকে প্রদান করিবেন।

বর্দ্ধমান।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী সাত সহিকা নামক একটী পরগণা আছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ইহার জমিদার। ইহাদের তরফ হইতে কতকগুলি ভদ্রবেশধারী, নীচমনা, ছোট লোক কর্ম্মচারী স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহারা বিদ্যায় সরস্বতী; বুদ্ধিতে বৃহস্পতি; ইহাদের অত্যাচারে প্রজারা নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছে। সম্পাদক ! সকল গ্রামের দুরবস্থা আজ কাল খবরের কাগজের কল্যাণে সর্ব্বত্র প্রচারিত ও কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ণগোচর হয়। কিন্তু এই হতভাগা গ্রাম সকলের পক্ষ হইয়া একটা কথা বলে এমন লোক নাই। সুতরাং নায়েব মহাশয়েরা নির্ব্বিঘ্নে, যদৃচ্ছা অত্যাচার করিতেছেন। কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ নাই, কাহারও ভয় নাই, স্বয়ং সর্ব্বময় কর্ত্তা! স্বয়ং বড়ুর বল সাধুকে, মধুর বল বিধুকে দিতেছেন। ইঁহাদের বিরুদ্ধে কথা কয়, সাধ্য কার ?

বিগত তিন বৎসর এ প্রদেশে ধান্য না হওয়ার প্রজাদের যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। অনেকে আপন আপন গ্রাম ছাড়িয়া হাবড়া প্রভৃতি স্থানে যাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। এ বৎসর ফসল হওয়ায় সকলের আনন্দের সীমা ছিল না, কিন্তু নায়েব গণের ব্যবহারে ইহাদিগের বিলাপ হইতে হইতেছে। প্রজাদের নিকট হইতে বাকি খাজানা আদায় ত করিতেছেন। তা ছাড়া বেশী খাজনার জন্য উৎপীড়ন করিয়া কবুলিয়ত লেখাইয়া লইতেছেন। যাহারা দিতে স্বীকৃত, তাহারাও অপমানিত হইতেছে; যাহারা অস্বীকৃত তাহারাও অপমানিত হইতেছে; অপমান কথায় কথায়। ভদ্রলোকের মান রাখা কঠিন হইয়াছে। সাহেবের সঙ্গে নিমুর ঝগড়া হইল, অমনি নায়েব মহাশয়ের লাল পাগড়ী হস্তে পেয়াদা জী আসিয়া উভয়কে ধরিয়া লইয়া গেল। নায়েব মহাশয় হয় ত উভয়কে কিছু দক্ষিণা দিলেন। ইহার নাম কি শান্তি স্থাপন ? এই সকল দেখিলে শুনিলে বোধ হয় আমরা ইংরাজ রাজ্যে বাস করি না।

এবার আমাদের দেশে ইক্ষু ভাল হইয়াছে। হরিৎ শস্য মন্দ হয় নাই। গোধূম আমাদের দেশে নূতন উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বোধ হয় চেষ্টা করিলে বেহারের মত গোধূম উৎপন্ন হইতে পারে।

আজ কাল বর্দ্ধমান সহর অনেক বিষয়ে চূড়ান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্দ্ধমানে মদের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এখন আবার গুলির ছড়াছড়িতে সমুদায় উৎসন্ন গেল। ম্যেলিরিয়ার প্রসাদ অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাও আর থাকে না। আবার বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, রাত্রি নয় দশটার পর বড় বড় হিন্দু সন্তানদের জন্য পথে পথে মাংসের কালিয়া প্রভৃতি বিক্রীত হইয়া থাকে। কলিকাতায় তারকেশ্বরের দোহাই দিয়া কটী বিস্কুট বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি, বর্দ্ধমানেও সর্ব্ব-মঙ্গলার দোহাই দিয়া মাংসের কাবাব কোপ্তা বিক্রীত হইতেছে। কোন কোন বাবু বাজারে মুরগি কেনা পোষায় না ভাবিয়া বাটীতে মুরগি পুষিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

গত ২৩ শে পৌষ বৃহস্পতিবার রাত্রি আন্দাজ ৯।০ টার সময় চন্দ্র অস্তের পর ভাঙ্গামোড়ার নিকটবর্ত্তী শোঙালুক গ্রামে রাম দাস গোস্বামীর বাটীতে ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। এখানে অনেক বদমায়েস আছে। গত বৎসর আষাঢ় মাসে ভাঙ্গামোড়ার ডাকাইতীতে ২ জন মাত্র শাস্তি পায়, কতকগুলি ছদ্ম-বেশধারী ভদ্র লোক ডাকাইতগণকে সাহায্য করায়, অপর গুলি খালাস পাইয়াছে। জজ বেলব্রিজ সাহেবের বুদ্ধিবার ভ্রম, যাহারা একরার করিল, তাহাদিগকেও ছাড়িয়া দিয়া এই অনর্থ বাড়াইলেন।

সংপ্রতি এই ডাকাইতীর সংবাদ পাইয়া জাহানা-বাদের নব ইনস্পেক্টর লাগহর আলী যখন ভেসে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তিন জন বদমায়েসকে ৩ গাছা সোনার বেঁকো ও ২।৩ টুকরা সোনার বাইট সমেত গ্রেপ্তার করিয়া আনেন। ঐ তিন জন বদ্-মায়েস বেলা গ্রামের কেলা বাগ্দী, ভগবতী হুলে, ঈশ্বর বাগ্দী, ও পলাশন গ্রামের এক জন চণ্ডাল পূর্ব্ব দিন ভেলিয়াবাসী বাবু শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক ব্যক্তির নিকট ঐ দ্রব্য সমুদায় বিক্রয় করিতে আইসে, তিনি তাহাদিগকে পর দিন সন্ধ্যার পর আসিতে বলেন ও জাহানাবাদ পুলিশে সমাচার দেন, শোঙালুক গমন কালে দারগা বাবু ভেসে আসিলে, শিব বাবুর নিকট শুনিয়া শিষ্ট ভাবে থাকিয়া রাত্রি ৯।১০ টার সময় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন, পরে অকুস্থলে আসিয়া বাদীর জবান-বন্দী গ্রহণ করেন। বাদী যেছয়জন ঘরে ঢুকিয়া-ছিল, তাহাদের মধ্যে অন্তাবাগ্দী, সোনাতন বাগ্দী ও রাখাল বাগ্দীকে চিনিয়াছে বলে; অনন্ত কহে যে, অপর ৪ জন কে চিনিয়াছি, নাম জানি না, দেখিলে চিনিয়া দিতে পারি। ঐ সমস্ত লোককে আনাইয়া দারগা বাবু জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের মনিবদের সঙ্গে যুক্তি করিয়া, কে জানে কি বুঝিয়া, ছাড়িয়া দিলেন। শুনিলাম অনেক গুলি শ্বেতপুষ্প শ্রীচরণে অর্পিত হইয়াছে। ইহার যথেষ্ট প্রমাণও আছে। ঐ টাকা লইয়া তিনি জনৈক ব্যক্তিকে ভাল সরু ধান ক্রয় করিতে ২৫ টাকা দিয়া গিয়াছেন। বাদীর প্রতিবাসীও অনেকে সন্দেহ হয়, তাহারা অতি নিকটবাসী হইয়াও ডাকাইতীর সময়ে নিঃসংবাদ ছিল বিশেষতঃ তাহাদের একজন বাদীর খত সূত্রে কিছু টাকা ঋণী ছিল। আদায় না দেওয়াতে রামদাস নালিশ করে। আর জানিনা কিজন্য এসমস্ত সুবিধা থাকিতে দারগা বাবু চুপ চাপ চলিয়া গেলেন। এখানে আর ভদ্র লোকে বাস করিতে পারিবে না। উহার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে ঐ গ্রামের সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত বাবু মধু সূদন পাঁড়ে মহাশয়ের বাটীতেও দুষ্ট গণ আসিয়াছিল, কিন্তু গোলযোগ হওয়ায় প্রস্থান করে। এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা এই যে-যদি বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং বা উপযুক্ত ইনস্পেক্টর শ্রীরাম বাবুকে দিয়া তদন্ত করেন, তবে এখনও ডাকাইতীর কিনারা হইতে পারে। প্রচুর প্রমাণ আছে।

(পাঁচতোপী হইতে।)

জিলা বীরভূম সংক্রান্ত থানা লাভপুরের এলাকায় মণ্ডল গ্রামে লোকাই মণ্ডলের বাটীতে একটী ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম উক্ত মণ্ডলের অনেক টাকা ও কতক অলঙ্কার লইয়া গিয়াছে। মণ্ডলের ও পুলিসের বিশেষ তদন্তে চোর ধৃত হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, পুলিষ কিছু * * * তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। লাভের মধ্যে গড়িবেচারি মারা গেল, আমরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করি, এবিষয়ের একবার তদন্ত করেন।

গত কল্য বাবু পঞ্চানন ঘোষ জমিদার মহাশয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ে একটী সভা হইয়া গিয়াছে। বাবু হরিশ্চন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, বিগত ১৮৭৫ সালের রিপোর্ট পাঠে জানা গেল, পাঁচতোপীর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১০৭০ জন রোগী উপস্থিত হইয়া ছিল। তন্মধ্যে আউট পেসেণ্ট ৮০০, জন ও ইণ্ডোর পেসেণ্ট ২৭০ জন উপস্থিত ছিল। পঞ্চানন বাবু দ্বারা এতদ্দেশে এই একটী মহৎ উপকার বলিতে হইবে। তিনি রোগী দিগকে দেখিতে নাবাস্থানে ক্রটি অথবা অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। আমরা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি পঞ্চানন বাবুকে দীর্ঘজীবী নিরাপদ করুন।

পাঁকুর হাঁস, কেঁতুলিয়া, তিলাই প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দৃষ্টি হইতেছে। পাঁচকড়ি বাবার অনেকে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে। কিন্তু এক জন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আসিলে এ প্রকার উপদ্রব হইতে পারিবে না।

টেণ্ডরের বিজ্ঞাপন।

১। ১৮৭৬ সালের ১লা এপ্রেল হইতে ১৮৭৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত স্মল্ আর্ম্‌স্ আমুনিশন ফ্যাক্টরিতে খুচরা জিনিস প্রভৃতি (Petty stores &c.) সরবরাহ করিবার জন্য কণ্ট্রাক্টের লেফাফা বন্দ টেণ্ডর দমদমার স্মল্ আর্ম্‌স্ আমুনিশন ফ্যাক্টরির ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব (Superintendent in charge of Small Arms Amunition Factory, DumDum.) আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন।

২। যে সকল জিনিস সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডর তলব করা যাইতেছে, সেই সকল জিনিসের (সরকারি কার্য্যের প্রয়োজন মত কিছু কমই হউক, আর বেশীই হউক) তালিকা এবং চুক্তি পত্রের ফারম (Form of Contract Deed) রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত আর সকল দিন স্মল্ আর্ম্‌স্ আমুনিশন ফ্যাক্টরির আফিসে দরখাস্তকারীদিগকে দেখিতে দেওয়া যাইবে।

৩। টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে, যে ব্যক্তি টেণ্ডর দিয়াছে, তাহাকে চুক্তি পত্রে সহি মোহর করিয়া দিতে হইবে। ষ্ট্যাম্প কাগজের দাম [এক টাকা] কণ্ট্রাক্টদারকে দিতে হইবে।

৪। টেণ্ডরের কাগজ ডুপ্লিকেট অর্থাৎ দুফেদা বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে লিখিত হইবে। প্রত্যেক প্রকারের জিনিস যে যে দরে ডেলিবরি দেওয়া হইবে, তাহা অঙ্কপাত করিয়া এবং অক্ষরতাড়ায় টেণ্ডর পত্রে স্পষ্ট রূপে লিখিয়া দিতে হইবে।

৫। কেবল ছাপার ফারমের কাগজে টেণ্ডর লওয়া যাইবে। এই আফিসে দরখাস্ত করিলে দুই টাকা দামে দুই খানা ফারম পাওয়া যায়।

৬। সর্ব্বাপেক্ষা কম দর হইলেই যে টেণ্ডর গ্রাহ্য হইবে এমন নহে। এবং কোন টেণ্ডর কি কারণে অগ্রাহ্য হইল তাহা বলা যাইবে না।

৭। শ্রীযুক্ত ইন্‌স্পেক্টর জেনেরাল অব্ অর্ডনান্স সাহেবই (Inspector General of Ordnance) কেবল টেণ্ডর মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করিতে পারেন; সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর বা যে কোন টেণ্ডর কোন কারণ না দর্শাইয়া অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে। এবং কোন টেণ্ডর মধ্যে কোন একটী জিনিসের স্পষ্টতঃ অতি-রিক্ত দর থাকিলে তিনি তাহা না মঞ্জুর করিতে পারেন।

৮। টেণ্ডরের সঙ্গে সঙ্গে হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ বা নোট আমানত করিতে হইবে। চুক্তি পত্রের লেখা পড়া হইলে এ আমানতি টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

৯। শ্রীযুক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৭৬ ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্মল আর্ম্‌স্ আমুনিশন ফ্যাক্টরি আফিসে, বেলা দুই প্রহরের সময় টেণ্ডর সকল খোলা হইবে।

১০। টেণ্ডর প্রেরণকারীগণকে ঐ দিন হাজির থাকিতে বলা যাইতেছে।

Small Arms Amunition Factory Office. DumDum 11th January. 1876

A. Walker
Major R. A.
Superintendent Small Arms Amunition Factory.

আমাদের বিজ্ঞাপন।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও অদ্য হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ, অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষার বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ— আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব।

বিবাহের বিজ্ঞাপন।

রাজনন্দিনী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অসামান্যবুদ্ধিমতী এবং বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী জগন্মো-হিনী নাম্নী আত্মীয়ার বিবাহ দিব। ফুলের মুখটী, গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান, অন্ততঃ তিন পুরুষে কুলীন, বয়ঃক্রম ত্রিশের অনধিক, দেখিতে সুন্দর, সুশিক্ষিত, এবং সচ্চরিত্র একটী পাত্রের প্রয়োজন। অকৃতদার অথবা স্ত্রী অভাবে দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র হইলেও হইবে। যিনি জগন্মো-হিনীর ভগপ্রাপ্ত দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত তিনিই আমার নিকট আপনার বিদ্যাবত্তার এবং সচ্চ-রিত্রের পরিচয় দিয়া কুলমর্য্যাদা বিচক্ষণ কুলাচার্য্যের সার্টি-ফিকেট সম্বলিত পত্র শীঘ্র লিখিবেন।

বিনোদিনী সম্পাদিকা।
বুড়ার গ্রাম, পোষ্ট বলগোনা।

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

অর্থাৎ বিনোদিনী সম্পাদিকার কবিতা সংগ্রহ। মূল্য ডাক মাসুল সমেত ১৲টাকা। কলিকাতা নির্ণয়সিন্ধু প্রেস ২৪ নং গুপ্ত প্রেস, কলেজষ্ট্রীট ৫৫ নং ক্যানিং লাইব্রেরী, মুর্শিদাবাদ সৈদাবাদ বিনোদিনী কার্য্যালয়ে ও বর্দ্ধমান, বলগোনা পোষ্টের অধীন বুড়ার গ্রামে প্রাপ্তব্য।

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ৷৷০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৶০ আনা।

সাধারণীযন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	...	৩
ডাকমাশুল	...	৷৶০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য	...	১৷০
ডাকমাশুল	...	./০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র, এম, এ,
৩৭নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মুজাপুর ষ্ট্রীট নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে তরুণ ও তরুণীদিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫ ফর্ম্মা আকারে নভেল বাহির হইবে। অনুমান ২০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৶০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সনাতনদর্পণ আপীস } সমাজদর্পণ সম্পাদক ও
৩৫ চোর বাগান কলিকাতা। } ভাগবত প্রভৃতির
প্রকাশকগণ।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মনো মোহন মুখোপাধ্যায়, জয়দেবপুর	১৲
„ „ কুমার বনয়ারি আনন্দ বাহাদুর, বনয়ারিবাদ	৫৲
শ্রীমতী কৃষ্ণ সুন্দরী মিত্র, কলগ্রাম	১৷৶০
শ্রীযুক্ত বাবু লাল বিহারী সাহা, রাজগঞ্জ	৬৷০
„ „ অভয় চরণ পাঁড়ে, যশোহর	৪৲
„ „ কালীচরণ ঘোষাল, ঐ	৫৲
মৌলবী সৈএদ ওহাদন নবি, যোহার	৪৷
শ্রীযুক্ত বাবু সুরনাথ চৌধুরী, ইছাপুর	৬৷০
„ „ যদুনাথ দাস, জাজপুর	২৲
„ „ রমেশ চন্দ্র দত্ত, বনগ্রাম	৯৶০

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট, এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশন পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা কুপনি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৶০ আনা হিসাবে বাড়ীয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেন্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে এক্জামিনরস্ আফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৩৷০	অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...	১৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	২৲	মাসিক ...	৶০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...		...	৴০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৫ ভাগ। } চুঁচুড়া—১৭ই মাঘ। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ৩০শে জানুয়ারি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। { ১৪ সংখ্যা।

আমাদের বিজ্ঞাপন।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও অদ্য হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ—আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব।

—...—

Birth.—at Halishur on the morning of the 19th January 1876 the wife of Baboo Haran Chunder Chatterje of Baidyabati of a daughter.

—...—

ক্ষুদ্র মহৎ অনেক বিষয়েই আমরা গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্যকলাপের ঔচিত্য দেখিতে পাই না। অনেক সময় হয় ত আমরা বুঝিতে পারি না, আর অনেক সময় হয় ত গবর্ণমেণ্ট না বুঝিয়াই একটা কর্ম্ম করেন, ঔচিত্যানৌচিত্যের দিকে তত লক্ষ্য রাখেন না। দেখিতেছি ক্রমেই মন ভাঙ্গা ভাঙ্গি হইতে চলিল। এক পক্ষে, অসন্তোষ, প্রতিবাদ, ও বিরুদ্ধসমালোচন ক্রমাগতই চলিতেছে, অন্য পক্ষে, উপেক্ষা, ক্রোধ, তাড়না ও ভ্রূকুটী-ভঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে আছে। এরূপ ঘর্ষণ করিতে করিতে কতদিন চলিবে বলিতে পারি না; বোধ হয় চিরদিনই চলিবে। কেন না বলবান্ পক্ষই ইহার প্রতিবিধান করিতে পারেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ নাই। আমাদের পাঁচ জনের প্রতিবাদ শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়ে আত্মসংশোধনে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন প্রত্যাশা আমরা করিতে পারি না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কার্য্যকলাপের ঔচিত্য প্রদর্শনে যত্নবান্ হউন, এরূপ প্রার্থনা করা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত নহে। আমরা একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, যে প্রজাবৎসল বা প্রজারঞ্জক হওয়া যদিও কাপুরুষতা হয়, কিন্তু প্রজা-শিক্ষক হওয়াও কি নিতান্ত অবমাননার বিষয়? অজ্ঞ প্রজাকে রাজা যদি শাসন কার্য্যের কোন কথা বুঝাইয়া দেন, তাহাতে কি রাজ পদবীর লাঘব হয়? আমরা বিবেচনা করি, ইহাতে রাজ-গৌরবের কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণতা সাধন হয় না, প্রত্যুত ইহাতে রাজার গৌরব বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্বকীয় কার্য্যকলাপের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিলে আমরা সত্য সত্যই আহ্লাদিত হইব।

শিক্ষাবিভাগের একটী সামান্য কথা অদ্য আমরা সমালোচন করিব। যে নিয়মে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদান করা হইয়া থাকে, সেটি সময়ে সময়ে গর্হিত বলিয়াই বোধ হয়। জানি না গবর্ণমেণ্ট কেন সেরূপ নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন, কেননা গবর্ণমেণ্ট কোন কথা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে কখনই চেষ্টা করেন না।

এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইল না, অথচ কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়া বৃত্তি পাইল। এরূপ ব্যভিচার দেখিয়াই প্রথমেই কেমন অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি দেখা যায়, যে, যে বালক বৃত্তি পায় নাই, সে বড় মানুষের ছেলে কলেজে পড়িত, আর যে পাইয়াছে, সে দরিদ্র সন্তান, পল্লীগ্রামের কোন সামান্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, তখন সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার দেখিয়া অন্যায় বলিয়া বোধ হওয়া দূরে থাকুক, এরূপে বৃত্তি প্রদান সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়, এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি একটু ভক্তি হয়। এইরূপই আমরা মনে করিতাম,—মনে করিতাম গবর্ণমেণ্ট যে সামান্য বিদ্যালয়ের উন্নতি জন্য উৎসাহদান করেন সেটী সুবিবেচনার কার্য্য। এবার বিপরীত দেখা যাইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হইতেছে।

আজি বার বৎসর চুঁচুড়ায় হিন্দু স্কুল নামে একটী উচ্চশ্রেণীর স্কুল আছে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাগণ বা তত্ত্বাবধায়কগণ এই বিদ্যালয়ের জন্য কখন গবর্ণমেণ্টের নিকট এক কপর্দ্দকও সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রায়ই প্রতি বৎসর দুই চারিটী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে, গত বৎসর একটিও পাশ হয় নাই। এ বৎসর পাঁচ জন বালক উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রথম শ্রেণীতে।

কর্ত্তৃপক্ষ কোথায় এরূপ স্বতঃ চালিত বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে উৎসাহ দান করিবেন, না কোথায় এই দুইটী বালকের বৃত্তিস্বত্ব লোপ করিয়াছেন। অথচ কাটোয়ার দুই জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বালককে ছাত্র বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। শুদ্ধ কাটোয়া নয়,—কেবল এক বর্দ্ধমান বিভাগে হেতমপুরে, কুচিয়াকোলে, বাদলা, বাঁকুড়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যদি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট, যে স্কুলের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ সংস্রব নাই তাহাতে বৃত্তি প্রদান করিবেন না; এ কথা বলিবারও পথ নাই। কলিকাতার অনেক স্বতঃচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ চির দিন বৃত্তি পাইয়া আসিতেছে, এবং এই বৎসরেই এই বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজার বিদ্যালয়ের এক জন ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে। চুঁচুড়া হিন্দু স্কুলের এই দুইটি ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান না করার পক্ষে আমরা কোন যুক্তিই দেখিতে পাইতেছি না।

প্রথমতঃ স্বতঃচালিত বিদ্যালয়ে উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য; তাহাতে সরকারের অর্থ দুইই হয়। তাহার বিপরীত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ। অধিকতর উপযুক্তকেই পুরস্কার দান করা কর্ত্তব্য। তাহাও হয় নাই।

তৃতীয়তঃ। বালক দুইটী দরিদ্র সন্তান; নহিলে নিকটস্থ কালেজ ছাড়িয়া সামান্য স্কুলে পড়িবে কেন? নির্ধনকেই সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য। তাহাও হয় নাই।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমরা ভাবিতেছি, চুঁচুড়া হিন্দু স্কুলের ছাত্রদ্বয়কে বৃত্তি প্রদান না করিয়া গবর্ণমেণ্ট অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ডাইরেক্টর উড্রো সাহেবের উপর এবং বিভাগীয় ইনস্পেক্টর ভূদেব বাবুর উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে, ভরসা করি তাঁহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া কোন রূপে অব্যবস্থার প্রতিবিধান করিবেন।

—...—

কৃতবিদ্যগণের পুনর্ম্মিলন।

বিগত বর্ষে ইংরাজি বৎসরের প্রথম দিনে বাবু জগদীশ-নাথ রায়ের উদ্যোগে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সিতীর বাগানের একরূপ অপূর্ব্ব উৎসব হইয়াছিল। সেকালের জুনিয়ার সিনীয়র স্কলারগণ ও একালের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্যগণ একত্র আহূত ও সমবেত হইয়া মহানন্দে দিন যাপন করিয়াছিলেন।

এই অপূর্ব্ব সারস্বত সমিতি যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং যাহাতে কৃতবিদ্যগণ কোন বিশেষ লক্ষ্য করিয়া একযোগে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, এবিষয়ে প্রতিষ্ঠাতা জগদীশ বাবু সেই দিন ও তাহার পরে মাসেক কাল পর্য্যন্ত নানারূপ চেষ্টা করেন। তিনি আর বৎসর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কৃতবিদ্যের সমষ্টি হইতে একটি কার্য্যকরী সভার সংস্থাপন করা আমাদের বিবেচনায় এখন এক প্রকার অসাধ্য। কথাটা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু আর না বলিলেও চলে না; বাঙ্গালার কৃতবিদ্যগণ সকল বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন কেবল একযোগ হইবার বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। জমীদার জমীদারের সহিত মিলিয়াছে, প্রজায় প্রজায় মিলিয়াছে, ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীর সহিত মিলিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার দুরদৃষ্ট ক্রমে বিদ্বান বিদ্বানের সহিত মিলিল না। দুই সহোদরের দুই জনই যদি লেখা পড়া শিখে, তবে দেখিবে দুই জনে চিরদিনই ঘর্ষণ মর্ষণ চলিল। দশে মিলিয়া কাজ করিতে বাঙ্গালির ছেলে লেখা পড়া শিখিলেই ভুলিয়া যায়। একটু লেখা পড়ার গর্ব্ব মনে উদয় হইল, ত অমনই কোন একখানি সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্র স্বয়ং প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন; পূর্ব্বগামী সকল গুলিই অকর্ম্মণ্য সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে দেশের উপকার সাধন জন্য এই কর্ম্মে ব্রতী হইতে হইল। বিদ্যার এই ভয়ঙ্কর অভিমানে বাঙ্গালা উচ্ছিন্ন যাইতেছে। বিশ পঁচিশখানি সাময়িক পত্র,—কোন খানিই সময়ে দেখা দেন না; আর বিশ পঁচিশখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র,—কোন খানিরই তেমন আদর নাই। বিদ্যার অভিমানে বাঙ্গালা উচ্ছিন্ন যাইতেছে, যদি জগদীশ বাবুর প্রতিষ্ঠান হইতে ইহার কিছু প্রতিবিধান হয়, তাহা হইলে আমরা চরিতার্থ হইব।

এ বৎসর এই সরস্বতী পূজার দিনে এই অপূর্ব্ব বিদ্বজ্জন সমাগম হইতেছে। এই দিন বিদ্যাপন্থীর উৎসবের দিন বটে; দেবী সরস্বতীর অমল পবিত্র চরণে পূত মনে শ্বেত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তদীয় বরপুত্রগণ একত্র এক ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন; দেখিতে কি সুন্দর! আর ভাবিতে কি মনোহর! এমন দিনে এমন উৎসব বাঙ্গালায় অনেক দিন হয় নাই। দেখুন, এই ক্ষণিক যোগসুখে এত আনন্দ! যদি ইহা স্থায়ী হয়, তবে না জানি কি আনন্দস্রোতই প্রবাহিত হয়! কেবল এক অভিমানে আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা এই অপূর্ব্ব যোগসুখে চিরবঞ্চিত রহিয়াছি! এই অভিমান শান্তির কি কোন উপায় নাই? ইংরেজ সামীপ্য লাভ করিয়া, ইংরেজের বিদ্যা অনুশীলন করিয়া, শেষে কি বিষময় ফল ফলিল, যে, আমরা কোন রূপেই একত্র হইতে পারি না? ইংরেজ দশে না মিলিয়া কোন কাজে অগ্রসর হয়েন না। ইংরেজ বিচার করিতেছেন, তাহাতেও কোম্পানি, নাম—বেঞ্চ; শিক্ষা দান করিবেন, তাহাতেও কোম্পানি,—নাম, কালেজ; ঈশ্বরাধনা করিবেন, তাহাতেও কোম্পানি,—নাম, গির্জা; রাজত্ব করিবেন, রাজা কোম্পানি,—নাম, পার্লিয়ামেণ্ট; দান করিবেন, তাহাতেও কোম্পানি—নাম, দাতব্যালয়; রোগভোগ করিবেন, তাহাতেও কোম্পানি—নাম, হস্পিটাল। এ হেন ইংরেজের সামীপ্য শতাধিক বর্ষ ভোগ করিয়া আমরা শিখিলাম, কি না "আপনি আর আপনি।" এ কুশিক্ষা কোথা হইতে আসিল, কে আনিল জানি না, কিন্তু এই "আপনি আর টিপ্‌নীতে" বাঙ্গালা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাহাতেই এই অচিরাগত বিদ্বণ্মণ্ডলী সমীপে আমাদিগের এই কাতরোক্তি, হৃদয়ের এই আক্ষেপ বিস্তার। বোধ করি, বাঙ্গালার দুর্দ্দশা বাঙ্গালি মাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন, ও মনে মনে ক্ষুণ্ণ আছেন, তাহাতেই ভরসা হইতেছে, এই সমাগমক্ষেত্রে, এই সারস্বত উৎসব দিনে, সরস্বতী-সন্তানগণ সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রতিবিধান করিয়া বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বলের উপায় বিধান করত যশোপার্জ্জন করিবেন।

এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইল না, অথচ কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়া বৃত্তি পাইল। এরূপ ব্যভিচার দেখিয়াই প্রথমেই কেমন অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি দেখা যায়, যে, যে বালক বৃত্তি পায় নাই, সে বড় মানুষের ছেলে কলেজে পড়িত, আর যে পাইয়াছে, সে দরিদ্র সন্তান, পল্লীগ্রামের কোন সামান্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, তখন সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার দেখিয়া অন্যায় বলিয়া বোধ হওয়া দূরে থাকুক, এরূপে বৃত্তি প্রদান সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়, এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি একটু ভক্তি হয়। এইরূপই আমরা মনে করিতাম,—মনে করিতাম গবর্ণমেণ্ট যে সামান্য বিদ্যালয়ের উন্নতি জন্য উৎসাহদান করেন সেটী সুবিবেচনার কার্য্য। এবার বিপরীত দেখা যাইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হইতেছে।

আজি বার বৎসর চুঁচুড়ায় হিন্দু স্কুল নামে একটী উচ্চশ্রেণীর স্কুল আছে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাগণ বা তত্ত্বাবধায়কগণ এই বিদ্যালয়ের জন্য কখন গবর্ণমেণ্টের নিকট এক কপর্দ্দকও সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রায়ই প্রতি বৎসর দুই চারিটী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে, গত বৎসর একটিও পাশ হয় নাই। এ বৎসর পাঁচ জন বালক উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রথম শ্রেণীতে।

কর্ত্তৃপক্ষ কোথায় এরূপ স্বতঃ চালিত বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে উৎসাহ দান করিবেন, না কোথায় এই দুইটী বালকের বৃত্তিস্বত্ব লোপ করিয়াছেন। অথচ কাটোয়ার দুই জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বালককে ছাত্র বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। শুদ্ধ কাটোয়া নয়,—কেবল এক বর্দ্ধমান বিভাগে হেতমপুরে, কুচিয়াকোলে, বাদলা, বাঁকুড়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যদি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট, যে স্কুলের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ সংস্রব নাই তাহাতে বৃত্তি প্রদান করিবেন না; এ কথা বলিবারও পথ নাই। কলিকাতার অনেক স্বতঃচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ চির দিন বৃত্তি পাইয়া আসিতেছে, এবং এই বৎসরেই এই বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজার বিদ্যালয়ের এক জন ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে। চুঁচুড়া হিন্দু স্কুলের এই দুইটি ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান না করার পক্ষে আমরা কোন যুক্তিই দেখিতে পাইতেছি না।

প্রথমতঃ স্বতঃচালিত বিদ্যালয়ে উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য; তাহাতে সরকারের অর্থ দুইই হয়। তাহার বিপরীত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ। অধিকতর উপযুক্তকেই পুরস্কার দান করা কর্ত্তব্য। তাহাও হয় নাই।

তৃতীয়তঃ। বালক দুইটী দরিদ্র সন্তান; নহিলে নিকটস্থ কালেজ ছাড়িয়া সামান্য স্কুলে পড়িবে কেন? নির্ধনকেই সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য। তাহাও হয় নাই।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমরা ভাবিতেছি, চুঁচুড়া হিন্দু স্কুলের ছাত্রদ্বয়কে বৃত্তি প্রদান না করিয়া গবর্ণমেণ্ট অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ডাইরেক্টর উড্রো সাহেবের উপর এবং বিভাগীয় ইনস্পেক্টর ভূদেব বাবুর উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে, ভরসা করি তাঁহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া কোন রূপে অব্যবস্থার প্রতিবিধান করিবেন।

—...—

কৃতবিদ্যগণের পুনর্ম্মিলন।

বিগত বর্ষে ইংরাজি বৎসরের প্রথম দিনে বাবু জগদীশ-নাথ রায়ের উদ্যোগে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সিঁতীর বাগানের একরূপ অপূর্ব্ব উৎসব হইয়াছিল। সেকালের জুনিয়ার সিনীয়র স্কলারগণ ও একালের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্যগণ একত্র আহূত ও সমবেত হইয়া মহানন্দে দিন যাপন করিয়াছিলেন।

এই অপূর্ব্ব সারস্বত সমিতি যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং যাহাতে কৃতবিদ্যগণ কোন বিশেষ লক্ষ্য করিয়া একযোগে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, এবিষয়ে প্রতিষ্ঠাতা জগদীশ বাবু সেই দিন ও তাহার পরে মাসেক কাল পর্য্যন্ত নানারূপ চেষ্টা করেন। তিনি আর বৎসর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কৃতবিদ্যের সমষ্টি হইতে একটি কার্য্যকরী সভার সংস্থাপন করা আমাদের বিবেচনায় এখন এক প্রকার অসাধ্য। কথাটা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু আর না বলিলেও চলে না; বাঙ্গালার কৃতবিদ্যগণ সকল বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন কেবল একযোগ হইবার বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। জমীদার জমীদারের সহিত মিলিয়াছে, প্রজায় প্রজায় মিলিয়াছে, ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীর সহিত মিলিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার দুরদৃষ্ট ক্রমে বিদ্বান বিদ্বানের সহিত মিলিল না। দুই সহোদরের দুই জনই যদি লেখা পড়া শিখে, তবে দেখিবে দুই জনে চিরদিনই ঘর্ষণ মর্ষণ চলিল। দশে মিলিয়া কাজ করিতে বাঙ্গালির ছেলে লেখা পড়া শিখিলেই ভুলিয়া যায়। একটু লেখা পড়ার গর্ব্ব মনে উদয় হইল, ত অমনই কোন একখানি সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্র স্বয়ং প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন; পূর্ব্বগামী সকল গুলিই অকর্ম্মণ্য সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে দেশের উপকার সাধন জন্য এই কর্ম্মে ব্রতী হইতে হইল। বিদ্যার এই ভয়ঙ্কর অভিমানে বাঙ্গালা উচ্ছিন্ন যাইতেছে। বিশ পঁচিশখানি সাময়িক পত্র,—কোন খানিই সময়ে দেখা দেন না; আর বিশ পঁচিশখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র,—কোন খানিরই তেমন আদর নাই। বিদ্যার অভিমানে বাঙ্গালা উচ্ছিন্ন যাইতেছে, যদি জগদীশ বাবুর প্রতিষ্ঠান হইতে ইহার কিছু প্রতিবিধান হয়, তাহা হইলে আমরা চরিতার্থ হইব।

এ বৎসর এই সরস্বতী পূজার দিনে এই অপূর্ব্ব বিদ্বজ্জন সমাগম হইতেছে। এই দিন বিদ্যাপন্থীর উৎসবের দিন বটে; দেবী সরস্বতীর অমল পবিত্র চরণে পূত মনে শ্বেত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তদীয় বরপুত্রগণ একত্র এক ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন; দেখিতে কি সুন্দর! আর ভাবিতে কি মনোহর! এমন দিনে এমন উৎসব বাঙ্গালায় অনেক দিন হয় নাই! দেখুন, এই ক্ষণিক যোগসুখে এত আনন্দ! যদি ইহা স্থায়ী হয়, তবে না জানি কি আনন্দস্রোতই প্রবাহিত হয়! কেবল এক অভিমানে আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা এই অপূর্ব্ব যোগসুখে চিরবঞ্চিত রহিয়াছি! এই অভিমান শান্তির কি কোন উপায় নাই? ইংরেজ সামীপ্য লাভ করিয়া, ইংরেজের বিদ্যা অনুশীলন করিয়া, শেষে কি বিষময় ফল ফলিল, যে, আমরা কোন রূপেই একত্র হইতে পারি না? ইংরেজ দশে না মিলিয়া কোন কাজে অগ্রসর হয়েন না। ইংরেজ বিচার করিতেছেন, তাহাতেও কোম্পানি, নাম—লেঙ্ক; শিক্ষা দান করিবেন, তাহাতেও কোম্পানি,—নাম, কালেজ; ঈশ্বরাধনা করিবেন, তাহাতেও কোম্পানি,—নাম, গির্জ্জা; রাজত্ব করিবেন, রাজা কোম্পানি,—নাম, পার্লিয়ামেণ্ট; দান করিবেন, তাহাতেও কোম্পানি—নাম, দাতব্যালয়; রোগভোগ করিবেন, তাহাতেও কোম্পানি—নাম, হস্পিট্যাল। এ হেন ইংরেজের সামীপ্য শতাধিক বর্ষ ভোগ করিয়া আমরা শিখিলাম, কি না "আপনি আর আপনি।" এ কুশিক্ষা কোথা হইতে আসিল, কে আনিল জানি না, কিন্তু এই "আপনি আর টিপ্‌নীতে" বাঙ্গালা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাহাতেই এই অচিরাগত বিদ্বন্মণ্ডলী সমীপে আমাদিগের এই কাতরোক্তি, হৃদয়ের এই আক্ষেপ বিস্তার। বোধ করি, বাঙ্গালার দুর্দশা বাঙ্গালি মাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন, ও মনে মনে ক্ষুণ্ণ আছেন, তাহাতেই ভরসা হইতেছে, এই সমাগমক্ষেত্রে, এই সারস্বত উৎসব দিনে, সরস্বতী-সন্তানগণ সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রতিবিধান করিয়া বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বলের উপায় বিধান করত যশোপার্জ্জন করিবেন।

চরণ ঘোষ—ফ্রিচর্চ্চ, ঈশ্বর দাস—লাহোর, শরচ্চন্দ্র কবিরাজ পাটনা, নীলকান্ত মজুমদার—প্রেসিঃ, মেওয়া রাম—বেরিলী, রামশঙ্কর মিত্র—কাশী, বামাপদ মুখোপাধ্যায়—হুগলি, ভগবান মুখোপাধ্যায়—শিক্ষক, বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়—প্রেসিঃ, যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—প্রেসিঃ, রাজচন্দ্র পাল—শিক্ষক, রেজা হোসেন—বেরিলী, মথুরানাথ সান্যাল—ফ্রিচর্চ্চ, লালমোহন সেন—প্রেসিঃ, ননীলাল শেঠ, বিনোদ বিহারী শীল—ফিচর্চ্চ, কানাইলাল শীল—কাথ্রিডালমিশন, সর্জ্জন দাস—লাহোর।

তৃতীয় বিভাগ।

আশুতোষ বন্দ্য—কাথ্রিডাল মিসন, দুর্গাচরণ বন্দ্য মিয়র কালেজ, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্য—কাথ্রিডল, ভবানীচরণ চক্রবর্ত্তী—আগরা, বনমালী চট্টোপাধ্যায়—শিক্ষক, শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কাথ্রিডাল, ভগবানচন্দ্র দত্ত—প্রেসিঃ, যাদব চন্দ্র ঘোষ—প্রেসিঃ, ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ—হুগলির পূর্ব্বতন ছাত্র, গিরীন্দ্র কুমার গুপ্ত—প্রেসিঃ, গয়া প্রসাদ—বেরিলী, কেদারনাথ পণ্ডিত—ক্যানিং, মোহনচাঁদ মিত্র—জেনেরেল আসেম্‌বিলি, হরিপ্রাণ মুখোপাধ্যায়—মিয়র, নগেন্দ্রনাথ সরকার—প্রেসিঃ, নবীনচন্দ্রশর্ম্মা—কাথ্রিডাল, ত্রিগুণা চরণ সেন—প্রেসিঃ, ব্রজেশচন্দ্র সিংহ—প্রেসিঃ।

১৮৭৬ সালের

বি, এল, পরীক্ষায় ফল।

১। গোবিন্দচন্দ্র মিত্র—পাটনা কালেজ,
২। বিপিনচন্দ্র রায়—প্রেসিঃ ,,
৩। প্রয়াগ নাথ—পাটনা ,,
৪। আশুতোষ বিশ্বাস—প্রেসিঃ ,,
৫। রামপ্রসন্ন ঘোষ ঐ ,,

দ্বিতীয় বিভাগ।

ভেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রেসিঃ, যাত্রামোহন সেন প্রেসিঃ, রামলাল দত্ত প্রেসিঃ, উমেশচন্দ্র দাস প্রেসিঃ, মৃত্যুগোপাল সরকার প্রেসিঃ, মৃত্যুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রেসিঃ, যোগেশচন্দ্র রায় প্রেসিঃ, উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রেসিঃ, বীরাজ কারণ প্রেসিঃ, রাধাকান্ত আচ প্রেসিঃ, অম্বিকাচরণ সেন প্রেসিঃ, বিহারীলাল পাল প্রেসিঃ, কামিনী কুমার গুহ প্রেসিঃ, সূর্য্যনারায়ণ দাস প্রেসিঃ, বামাচরণ নাগ প্রেসিঃ, শশীচরণ মৈত্র হুগলী, বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় প্রেসিঃ, দুর্গাপ্রসাদ প্রেসিঃ, গিরীশচন্দ্র চৌধুরী প্রেসিঃ, অদ্বৈতচন্দ্র সেন প্রেসিঃ, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রেসিঃ, শরচ্চন্দ্র বসু ঢাকা, আশুতোষ সেন প্রেসিঃ, মন্মথকুমার বসু প্রেসিঃ, প্রাণনাথ পণ্ডিত প্রেসিঃ, গোপালচন্দ্র বসু প্রেসিঃ গিরীশ চন্দ্র রায় প্রেসিঃ, ভূতনাথ দেব প্রেসিঃ, জগতমোহন দাস ঢাকা, শিবচন্দ্র নাগ ঢাকা, বিষ্ণুপদ বসু প্রেসিঃ, মহেন্দ্র নাথ মল্লিক প্রেসিঃ, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ প্রেসি, গোকুলচন্দ্র ধর প্রেসিঃ, উমাচরণ কর হুগলী; গিরীশচন্দ্র শেঠ প্রেসিঃ, রামসখা ঘোষ ঐ, হেমচন্দ্র বসু ঐ, বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ, হরিদাস ঘোষ ঐ, ত্রৈলোক্যমোহন নিয়োগী ঐ, পূর্ণচন্দ্র মিত্র (নং ৬৫) ঐ, কেদারেশ্বর মৈত্র ঐ, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ ঐ, মনোমোহন মিত্র ঐ, অক্ষয়চন্দ্র পাল ঐ, নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ, কার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ, বিপিনবিহারী দত্ত ঐ।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ।

১৮৭৬ অব্দের জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়াছেন।

প্রথম গ্রেড——২,

ফলানুসারে।

রামনাথ চট্টোপাধ্যায়	বাঁকুড়া স্কুল।
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	কোন্নগর ঐ
J. Davidson	Doveton School.
J. C. Jordan	St. Xavier's School.
W. W. Tait	Doveton School.
নবগোপাল সরকার	হিন্দুস্কুল।
সূর্য্যকুমার চৌধুরী	জেনেরেল আসেম্‌বিজ।
W. Younan	St. Xavier's School,
অতুলচন্দ্র ঘোষ	কোন্নগর স্কুল।
E. Doran	St. Xavier's School.

বর্দ্ধমান বিভাগ।

দ্বিতীয় গ্রেড——১,

কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া স্কুল।
জহুর লাল দে	হুগলি কালেজ স্কুল
কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
ভগবতী চরণ মিত্র	ঐ
যদুনাথ গোস্বামী	উত্তরপাড়া স্কুল।
শ্রীশচন্দ্র লাহা	কোন্নগর ঐ

সহর কলিকাতা।

হরিদাস ভট্টাচার্য্য	সংস্কৃত স্কুল।
বঙ্কিম চন্দ্র মিত্র	মেট্রপলিটান ইনঃ
বসন্ত কুমার বসু	ঐ শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ
L. Rogers	St. Xavier's School.
সৈয়দঅর রহমন	কলিকাতা মাদ্রসা
শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	হেয়ার স্কুল

প্রেসিডেন্সী ডিবিজন।

(মুর্শিদাবাদ ছাড়া)।

চণ্ডীচরণ সেন	বারাকপুর স্কুল
সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বারাসত ঐ
অক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	শান্তিপুর মিউনিসিপাল ঐ
নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়	এল,এম,এস, ইনঃ ভাবনীপুর
নৃসিংহচন্দ্র সরকার	কৃষ্ণনগর কালেজ স্কুল

রাজসাহী ডিবিজন।

(মুর্শিদাবাদের সহিত)

পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ	কান্দি স্কুল
কালীমোহন রায়	বোয়ালিয়া হাই স্কুল
হৃষীকেশ লাহিড়ী	বহরমপুর কালেজ স্কুল
দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী	শেরাজগঞ্জ স্কুল
কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	খাগড়া এল,এম,এস ঐ
রমাপ্রসাদ বাগচি	বোয়ালিয়া হাই স্কুল

ঢাকা ডিবিজান।

(ত্রিপুরা ছাড়া)

গোবিন্দচন্দ্র বসু	ময়মনসিংহ স্কুল
দীননাথ চৌধুরী	ঐ

দ্বারকা নাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ
গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ
হৃদয় নাথ চক্রবর্ত্তী	ফরিদপুর ঐ
রজনীকান্ত গুপ্ত	ঢাকা পোগোস স্কুল

চট্টগ্রাম ডিবিজান।

(ত্রিপুরা সহিত)

কালাচাঁদ মিত্র	নোয়াখালি স্কুল
শরচ্চন্দ্র সেন	কমিল্লা ঐ

পাটনা ডিবিজান।

ফাগুলাল	গয়া স্কুল
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	ঐ
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	পাটনা কালেজ স্কুল
রামপ্রসাদ	ঐ
ফজল আজিম	ঐ
ভগবতীচরণ রায়	বেহার ইং স্কুল

ভাগলপুর ডিবিজান।

মহম্মদ বাকের আব্দরী	মুঙ্গের স্কুল
আকবার আলম	ভাগলপুর স্কুল
আলি আহম্মদ	ঐ

উড়িষ্যা ডিবিজান।

দুর্গাচরণ সাহু	বালেশ্বর স্কুল
মধুসূদন মহান্তী	পুরী ঐ
গোকুলানন্দ নায়েক	ঐ
অন্নদাচরণ ব্রহ্ম	কটক হাই ঐ

ছোট-নাগপুর ডিবিজান।

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়	হাজারিবাগ স্কুল
নানক সহায়	রাঁচি স্কুল

বর্দ্ধমান ডিবিজান।

তৃতীয় গ্রেড——১০,

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	হাবড়া স্কুল
ক্ষেত্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া ঐ
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	মেদিনীপুর হাই স্কুল
সৈয়দ আবদুল বজল	হুগলি কালেজের ঐ
অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
গোপালচন্দ্র দে	মেদিনীপুর হাই ঐ
লাল মোহন বসু	ঐ
হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	বীরভূম ঐ
হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়	কাল্না মহারাজার স্কুল
উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	হেতমপুর ঐ
যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ ঐ
উপেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান মহারাজার ঐ
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কাটোয়া ঐ
যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ
নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	বাঁকুড়া ঐ
পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডার	বাদলা এ, ভি, ঐ

ক্রমশঃ।

ভারতমিহির বলেন যুবরাজের অভিনন্দন পত্রেদুইটী কথা লিখিলে ভাল হইত।

১ম। যুবরাজ! আপনি ভারতবর্ষীয় কার্য্যবিধান আইন ও ষ্টিবেন্স সাহেবের মোকদ্দমার সমগ্র বিবরণ পাঠ করুন, এদেশীয় বিচারালয়ের মর্ম্ম অবগত হইবেন।

২য়। যুবরাজ! আপনি কলিকাতায় ভিক্ষুক ও দরিদ্রদিগকে রাজসাক্ষাৎকার লাভের আদেশ করুন, দেখিবেন এদেশে "সন্তোষ, সুখ ও উন্নতির চিহ্ন" অধিক কি, দারিদ্র্য ও অসন্তোষের চীৎকার অধিক।

মিরার বলেন, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোন উচ্চ উপাধিদ্বারা সম্মানিত করা ইউনিবরসিটির নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা বলি কেবল কর্ত্তব্য নয়, উঁহাদিগের সম্মানে এই অভিনব উপাধিদান প্রণালীর সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে। আমরা উপাধির যথার্থ পাত্র আর একটী নামের উল্লেখ করিতে পারি—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

যুবরাজ বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আহ্বান করিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন। রাজ রাজরার ভাগ্যে যাহা না ঘটে, কেশব বাবু তাহা পাইলেন। সৎজ্ঞান ও সাধুতার এরূপ সম্মান পরমানন্দ জনক। কেশব বাবুর এই সম্মানে আমরা দেশীয় মাত্রের গৌরব মনে করি।

সম্মিলনী ও প্রতিধ্বনি লিখিয়াছেন যে;—আমরা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম যে, সংস্কৃত কালেজের দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন শীঘ্রই "গ্রেডড্" হইবেন। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এই সম্মানের উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে সংস্কৃত কালেজে তিনিই সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত। পণ্ডিতদিগের মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ই প্রথম "গ্রেডেড" হইলেন! এই রূপ সমদর্শিতা নিবন্ধন স্যর রিচার্ড টেম্পল আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তিনি যেরূপ উচ্চশিক্ষার গতি লক্ষ প্রসর করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগর কালেজের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, সেই রূপ প্রধান অধ্যাপকদিগকেও সমান ভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। বাঙ্গালার শীর্ষস্থানে ঈদৃশ ন্যায়পরায়ণ সমদর্শী উৎসাহদাতাকে অধিষ্ঠিত দেখিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আনন্দ সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

"আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্য্যের অযোগ্য বিবেচনায় অবনত করিয়া দিয়াছেন। গোপাল বাবু এক্ষণে অধঃস্থ শিক্ষকের বেতনে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে কার্য্য করিবেন। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল, হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের সহিত একীভূত করা হইয়াছে। আমরা জানিতাম, গোপাল বাবু শিক্ষকোচিত গুণ সমূহে সমলঙ্কৃত। এক্ষণে তাঁহার অবনতি-সম্বাদ আমাদিগকে নিতান্ত

বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে। গোপাল বাবু নাকি স্কুল গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্ন প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহার অধীনে নর্ম্মাল স্কুল আবর্জ্জনা-বহুল অশুচি-স্থানের সদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল। স্বয়ং সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকা এবং অন্তেবাসী ও শিক্ষাস্থান সমূহ পরিষ্কৃত রাখিবার যত্ন করা শিক্ষকদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। গোপাল বাবু একজন বিখ্যাত-নামা শিক্ষক হইয়াও স্বীয় মহৎ কর্ত্তব্যের প্রতি এই রূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন বলিয়া আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। তিনি "শিক্ষা-প্রণালী" প্রচারিত করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন, আমরা ভাবিয়াছিলাম তদীয় শিক্ষা-প্রণালীর গুণে ছাত্রগণ শৌচ আর্জ্জব প্রভৃতি শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবে। নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়, গোপাল বাবু শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কর্ত্তা হইয়াও স্বয়ংই এই সমুদয় বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন। মফস্বলের শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে গোপাল বাবুর ধাতুর ন্যায় অনেক ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকিবার উপদেশ দেওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এখনও সাবধান হইবার সময় আছে, এখনও তাঁহাদের মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার অবসর আছে, আমরা ভরসাকরি, তাঁহারা ভবিষ্যতে অবহিত হইয়া কার্য্য করিবেন।"

সমাচার চন্দ্রিকা লিখিয়াছেন;—"হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি লুইস জ্যাকসন এককালে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার মনস্থ করিয়াছেন। এই সংবাদে তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকলেই দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। হুগলীর প্রতিনিধি জজ মেং এচ, বি, লফোর্ড সাহেব জ্যাক্সনের কর্ম্ম পাইবেন। প্রিন্সেপ সাহেব পুনশ্চ হুগলীর জজ হইবেন।" কিন্তু ইংলিশমান বলেন, জ্যাকসন সাহেব কাজ ছাড়িবেন না।

দিনাজপুরের অন্তর্গত চুড়ামন বিভাগে সুবিখ্যাত জমিদার রায় নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী যুবরাজের শুভাগমন স্মরণার্থ কোন কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য চুড়ামনের দরিদ্র প্রজাদিগের সাহায্যার্থ মাসিক৩০০ তিন শত টাকা ব্যয়ে তথায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের মনস্থ করিয়াছেন। যুবরাজের শুভাগমনে যিনি যত টাকাই দান করুন, ইহার মত সৎকার্য্য কেহই করিতে পারেন নাই।

হাইকোর্টের আপীল এজলাস সন ১৮৭৬ সালের নিম্নলিখিত তারিখে বন্ধ থাকিবেক—

নিউইয়ার্স ডে	১লা	জানুয়ারি	নাং	৩রা	জানুয়ারি ৩দিন
ইদ	৭ই		৮ই	ঐ	২ ,,
শ্রীপঞ্চমী	৩১শে		১লা	ফিব্রুয়ারি	২ ,,
মহরম	৪ঠা	ফিব্রুয়ারি	৭ই	ঐ	৪ ,,
দোলযাত্রা	১০ই	মার্চ			১ ,,
চৈত্র সংক্রান্তি	৩০শে	মার্চ			১ ,,
ফতেদোয়াজদহ	৮ই	এপ্রেল			১ ,,
গুডফ্রাই ডে	১৩ই	এপ্রেল	নাং	১৮ই	৫ ,,
মহারাণীর জন্ম দিন	২৪শে	মে			১ ,,
দশহরা	১লা	জুন			১ ,,
জন্মাষ্টমী	১২ই	আগষ্ট			১ ,,
মহালয়া, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, ইদ ও জগদ্ধাত্রী পূজা			১৮ই	সেপ্টেম্বর নাং ১লা	অক্টোবর ৫৭ ,,
কার্ত্তিকপূজা	১৪ই	নবেম্বর	নাং	১৫ই	ঐ ২ ,,
বড় দিনের ছুটি	২৩শে	ডিসেম্বর	নাং	৩১শে	ঐ ৯দিন

হিন্দুহিতৈষিণী লিখিয়াছেন;—"শুনিতে পাইলাম, ঢাকা কলেজের সংস্কৃত প্রোফেসর বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বেতন বৃদ্ধির জন্য ডাইরেক্টরের নিকট রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছে। সোমনাথ বাবু অতি উপযুক্ত ব্যক্তি। অনেক দিন যাবত ইনি ঢাকা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে একবেতনে নিযুক্ত আছেন। ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজ প্রোফেসরের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহার কোনওরূপ উন্নতি হয় নাই। ইংরেজ প্রোফেসরদিগের যেরূপ পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিতে হয়, ইহাকেও ঠিক সেইরূপ করিতে হইতেছে, অথচ কর্ত্তৃপক্ষের অবিচার নিবন্ধন ইনি কোনওরূপ উন্নতিলাভে একেবারে বঞ্চিত রহিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ মুখে বলেন, তাঁহারা এদেশীয় প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন; কিন্তু, কার্য্যতঃ উহার কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। যে কর্ম্ম করিয়া ইংরেজ প্রোফেসরগণ সাধারণত মাসিক ৫০০।৭০০ টাকা বেতন পাইতেছেন, এবং বৎসর বৎসর উন্নতিলাভ করিতেছেন, সেইরূপ কার্য্য করিয়া সাধারণত সংস্কৃত প্রোফেসরের ১৫০ শত টাকার অধিক মাসিক বেতন পাইতেছেন না, এবং যাবজ্জীবন তাঁহাদিগের কোনওরূপ উন্নতি হইতেছে না, ইহা যদি সমদর্শিতা এবং এদেশীয় ভাষার প্রতি উৎসাহদানশীলতা হয়, তবে অবিচার ও পক্ষপাত কাহাকে বলে, আমরা অবগত নহি। ঢাকা কলেজের সংস্কৃত প্রোফেসরের পক্ষে এই অবিচার বিশেষরূপে লক্ষিত হইতেছে।" কেবল ঢাকা কেন? আমাদের হুগলি কালেজের বাবু গোপালচন্দ্র গুপ্ত, বহরমপুরের পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি ইহারা সকলেই উপযুক্ত লোক। অথচ ইহাদিগকে যাবজ্জীবন ১৫০ টাকা বেতনে কাটাইতে হইতেছে। এত দিন আমরা কোন কথা কহি নাই। এখন সর রিচার্ড যদি সংস্কৃতে গ্রেড করিলেন, তবে ইহারা কেন উপেক্ষিত হইবেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

বর্দ্ধমান প্রচারিকা লিখিয়াছেন; সবডিবিজনে কোন কোন ডিপুটি আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিয়া প্রায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তিনি নিজে বাঙ্গালীদের স্বভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন। রাজপুরুষ কর্ত্তৃক উত্যক্ত বা প্রপীড়িত হইলেও বাঙ্গালীরা সেই অত্যাচারের কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিতে সাহসী হয় না। এমন কি, অতি সামান্য পুলিশ কনেষ্টেবলের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহারা চলিয়া থাকে। আমাদের এই স্বাভাবিক ভীরুতার উপর নির্ভর করিয়া তিনি যাহা মনে করেন, তাহাই করিয়া থাকেন। তাঁহার অধীন কোন জমীদারকে বা অপর ভদ্র লোককে কোন অন্যায় বা তাঁহার ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য্য করিতে বলিলে, তিনি যদি সেই কার্য্য সাধনে অস্বীকৃত হয়েন, তবে তাঁহার আর রক্ষা নাই। যে কোন প্রকারে হউক তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য ডিপুটী বাবু অতিশয় ব্যগ্র বা উদ্যোগী থাকেন। তাঁহার অতি সামান্য দোষ বা তাঁহার প্রতি দোষরোপ করিয়া, তাঁহার অপমান করিতে ত্রুটি করেন না। কখন কখন দণ্ড দিয়া রায়ের প্রতিলিপি (নকল) দিতে বিলম্ব করিয়া থাকেন, কারণ অপমান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং রায়ের প্রতিলিপি না পাইলে উচ্চ আদালতে জামিন দিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং যত দিন রায়ের প্রতিলিপি পাইতে বিলম্ব হয়, ততদিন তাঁহাকে হাজির থাকিতে হয় এবং ডিপুটী বাবুরও মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এবম্প্রকার ব্যক্তির প্রতি ক্ষমতা অর্পিত হইলে সাধারণের কতদূর অনিষ্ট সম্ভাবনা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আবার এই শ্রেণীর হজুরগণের মধ্যে এপ্রকার জঘন্য লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যে, তাঁহারা পরোপকার ও দেশ হিতৈষীতার ভাণ করিয়া স্বীয় স্বার্থসাধন ও সাধারণের প্রতি অসদ্ব্যবহার ও অনিষ্টাচার করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহার অধীন জমীদারবর্গ ও অপরাপর ভদ্র লোককে ডাকাইয়া বলিলেন যে, সকলে চাঁদা দিয়া একটী কৃষিকার্য্যের বা অপর কোন দ্রব্যের মেলা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবে, তোমরা সকলে চাঁদা দাও। যদি কেহ চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেন, তবেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। ডিপুটি বাবু তাঁহাকে ছলে বলে অপমান করিবার চেষ্টায় থাকিলেন।"

আমাদের সন্দেহ হইতেছে, আমাদের সহযোগিনী বর্দ্ধমান জেলার কোন সবডিবিজনের মেলা-ব্যবসায়ী কোন ডিপুটীবাবুর উপর লক্ষ্য করিয়া এত কথা বলিতেছেন; আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম এবারও ডেপুটী বাবুকে সাবধান হইতে বলি। আর সহযোগিনী প্রচারিকাকে অনুরোধ, তিনি একবার অত্যাচারের বিশেষ স্থল দেখাইয়া স্পষ্টকরিয়া ডেপুটি বাবুর গুণাগুণ প্রকাশ করিয়া ফেলেন। বোধ হয় বর্দ্ধমানের কোন কোন উকীল অনেক কথা বলিতে পারিবেন।

ভারত সংস্কারকে বারাণসীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

"১। যুবরাজ ৺বিশ্বেশ্বরদেবকে ৫০৲ অন্নপূর্ণাকে ৩০৲ চণ্ডিরাজ গণেশ ও আর আর দেবালয়ে ২০৲টাকা দক্ষিণা ও প্রণামী অর্পণ করেন এবং পিত্তল নির্ম্মিত হনুমান, গোপাল, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, বলরাম ইত্যাদির পুত্তলিকা ৩৫৲ মূল্যে ক্রয় করিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। ৺দুর্গাদেবীর মন্দিরে অসংখ্য বানর দেখিয়া, মিষ্টান্ন, লাড্ডু ইত্যাদি স্বহস্তে তাহাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন।

"কলিকাতা মিউনিসিপালিটি হইতে ডাক্তার টনিয়ারকে বিদায় দক্ষিণা স্বরূপ ৩৫০০০ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। নিয়মিত বেতনে হেল্‌থ্ আফিসর পুনর্নিয়োগের আবশ্যকতার কথা শুনা যাইতেছে। টাকার শ্রাদ্ধ কিরূপে করিতে হয়, কলিকাতা মিউনিসিপালিটি তাহার শিক্ষা গুরু।

"নূতন নিয়মে সাহায্যকৃত পাঠশালার সংখ্যা ১৮৭৩।৭৪ সালে ৯৬৩৫ এবং ছাত্র সংখ্যা ২৩১,৩২৩ ছিল, পর বৎসর পাঠশালার সংখ্যা ১০,৬৩৮ এবং তাহাতে ছাত্র সংখ্যা ২৫৭,৩১০ হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় সর্ব্ব শুদ্ধ ১৩১৪৫ এবং তাহাতে ছাত্র সংখ্যা ৩৩০,০৩৪ হইয়াছে। এতদর্থে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ৪৪২,৬৯৯ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্বতন নিয়মে প্রতি পাঠশালায় গবর্ণমেণ্ট ব্যয় বার্ষিক ৫৪৷৷ হইত, এখন ২৯ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

"মধ্যম ও উচ্চশিক্ষার ছাত্রসংখ্যা ৪৮৬,৭৩৪ তন্মধ্যে ৪৭১০৮০ জন বালিকা। পাঠশালার বালিকাদিগকেও এই তালিকা মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। মধ্য স্কুলে ছাত্র সংখ্যা শতকরা ৮ এবং উচ্চস্কুলে ১১ করিয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। মধ্যম শিক্ষার জন্য মধ্য শ্রেণীর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা স্কুল ১৮৬টি ছিল, কমিয়া ১৮০ হইয়াছে। সাহায্যকৃত ৭২টি বিদ্যালয় বাড়িয়াছে। মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মোট ব্যয় ৭,৬১,০৯৭ টাকা, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট হইতে কেবল ৩,০৪,৪১২ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। মাইনর ছাত্রবৃত্তিতে ১০৬০ পরীক্ষার্থীর ৬৬২ জন উত্তীর্ণ ও ১১৪ জন ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তিতে ৩৩৬৫ জন পরীক্ষার্থীর ২৩২৮ জন উত্তীর্ণ ও ২২১ জন ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় শিক্ষোপযোগী উচ্চতর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৫ এবং ছাত্র সংখ্যা ২০০৩০ জন। গত বৎসর অপেক্ষা ৩টী স্কুল এবং ১৭৩৮ জন ছাত্র বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে এই শ্রেণীর ৪১টি বিদ্যালয়ে ১০৭৭০ ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। উচ্চতর শিক্ষায় প্রায় ৫৷৷ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে ১,৭৫,০০০ টাকার অধিক দিতে হয় না।

"১৮৭৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৭১৭ পরীক্ষার্থীর ৭০২ জন উত্তীর্ণ হয়, ১৫৭ জন ১ম, ৩৪২ জন ২য়, এবং ২০৩ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। কলিকাতা এবং হুগলী ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের পরীক্ষাফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"কলেজ ও হাই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ১২১৩, ব্যয় ৩,৭৪,০০০ টাকা, ইহার মধ্যে ২১৬,৯১৬ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত। গবর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্র প্রতি বার্ষিক ঊদ্ধ সংখ্যা ১১৯২ টাকা বহরমপুরে এবং ন্যূন সংখ্যা ২৬৩টাকা ঢাকা কলেজে পড়িয়াছে।

"গবর্ণমেণ্টের আইন শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ২২৯, ব্যয় ২৩,০৩৯ টাকা, সমুদায় টাকা ছাত্রদিগের বেতন হইতে

উঠিয়া থাকে। কলিকাতার মেডিকাল কলেজের ইং-রাজী শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্যয় কিছু হ্রাস হইয়াছে। সিয়ালদহের কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৮১৮ এবং বার্ষিক ব্যয় ৪১,৩৪২ টাকা হইয়াছে, ইহার অৰ্দ্ধেকের অধিক ছাত্রদত্ত বেতনে উঠিয়াছে। ১৮৭৪ সালের জুন মাসে পাটনায় এবং ১৮৭৫ সালের জুন মাসে ঢাকায় মেডিকাল স্কুল খোলা হয়, তাহার ফল আশাপ্রদ। সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে এবং তাহার বার্ষিক পরীক্ষার ফল অসন্তোষকর হইয়াছে।

"১৮৭৪ সালের প্রথম আর্ট পরীক্ষায় ৪১৭ জন পরীক্ষার্থীর ১১৪ জন উত্তীর্ণ হয়; ১৪ জন ১ম, ৫৮ জন ২য় এবং ৭২ জন ৩য় শ্রেণীতে নিবিষ্ট হয়। বি, এ পরীক্ষায় ১৮৩ জনের ৭৯ জন উত্তীর্ণ হয়। বিজ্ঞান অপেক্ষা সাহিত্য কোর্সে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক, কিন্তু ফল নিকৃষ্টতর হইয়াছে। ডিরেক্টরের মতে বি এ পরীক্ষার শতকরা ফল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় নাই, এজন্য সন্তোষকর বলা যাইতে পারে। কিন্তু সমুদায় বঙ্গদেশ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় ১৮৩ জন মাত্র ছাত্র উপস্থিত এবং তাহার অৰ্দ্ধেকের অধিক অনুত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহাতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সন্তুষ্ট হন নাই।

"গবর্ণমেণ্ট ও সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ৭৫৮৬ ছিল, ৭৯৭৭ হইয়াছে। অপ্রাপ্ত সাহায্য বিদ্যালয় ৬০টি ছিল ৮৯ হইয়াছে এবং তাহাদের ছাত্রীসংখ্যা ১২০০ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে বালকদিগের সহিতও অনেক বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে।

"গত প্রবেশিকা পরীক্ষার ৮৬ জন মুসলমান পরীক্ষার্থীর ২৬ জন মাত্র ও ফাষ্ট আর্টে ১১ জনের ৩ জন মাত্র উত্তীর্ণ হয়। বি, এতে ৩ জন উপস্থিত হয়, কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

"পণ্ডিত ও গুরুমহাশয়দিগকে শিক্ষাদান করিবার জন্য ৪০টি গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল স্কুল ছিল। গত বৎসর এই সকল বিদ্যালয় হইতে ১৫৪২ ব্যক্তি প্রশংসা পত্র পাইয়া বাহির হন, তন্মধ্যে ১৬৯ জন বিদ্যালয়ের পণ্ডিত এবং ১৩৭৩ জন পাঠশালার গুরুমহাশয় হন। উপরি উক্ত বিদ্যালয় ব্যতীত শিক্ষকদিগের জন্য ১০টি সাহায্য কৃত এবং শিক্ষয়িত্রীর জন্য ১টী অপ্রাপ্তসাহায্য নর্ম্মাল স্কুল আছে। নর্ম্মাল স্কুলের বার্ষিক মোট ব্যয় ১,৮০,৮৯২ টাকা রাজকোষ হইতে দিতে হইয়াছে।

মফস্বল।

বৰ্দ্ধমান—রায়না।

কয়েক দিবস নিস্তব্ধ থকিয়া, এখানে পুনরায় বিস্চিকাও ব্যাপক জ্বর দেখা দিয়াছে। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টির উপর বৃষ্টির মত, জ্বরের উপর জ্বর দেখা দিতেছে; প্রজাবর্গ ব্যাকুল হইয়াছে, নিকটে ভাল চিকিৎসক নাই, যে, তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য হইতে পারে। এ হেন অবস্থায়, এস্থলে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় করা গবর্ণমেণ্টের কি উচিত নহে?

অত্রাঞ্চলে উত্তরোত্তর ডাকাইতীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব আক্ষেপ করিয়াছেন; সেদিন পাশড়া গ্রামের খালের নিকট রাহাদানী ও নরহত্যা হইয়া গিয়াছে, গোতানে ও উচালনে ভয়ানক চুরি হইতেছে, এবং জাহানাবাদের নিকট এক গ্রামের ধনাঢ্য তেলীর বাটীতে ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে।

নিজ রায়না গ্রামে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্তের যত্নে একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কৃষক ও ইতর লোকদিগের সন্তানদিগকে বিদ্যা ও কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। হিতসাধিনী সভাও স্থাপিত হইয়াছে।

থানা রায়নার অন্তর্গত নূরপুর, রূপসনা প্রভৃতি পল্লী গ্রামের কতিপয় দুষ্ট মুসলমান, নিশাকালে সুরাপান করত প্রকাশ্য রাস্তায় গোলযোগ করে এবং শান্তিভঙ্গ ও জনতার কারণ হয়। অধিকন্তু, তাহারা গোহত্যা প্রায়ই করিয়া থাকে। পুলিসের এবিষয়ে তদন্ত করা উচিত।

সিলং।

গত ১৭ ই জানুয়ারী তারিখে সিলংয়ে একটী অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। আমরা এখানে আসিয়া অবধি এরূপ চমৎকার দৃশ্য এক দিনও দৃষ্টি করি নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (এম এ বি এল) মহোদয় "একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিসনারের (Extra Asstt. Commr.) পদ লাভ করিয়া সিলং পরিত্যাগ উপলক্ষে, বেহালার হরি-সভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে, যোগেশ বাবুকে অভিনন্দন দিবার বাসনায় একটী সভা আহুত হয়। উহাতে সিলংপ্রবাসী প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাত্রি ৮ টার সময় সভ্য সকলে একত্রিত হইলে, প্রথমতঃ ঐকতান বাদ্য দ্বারা সভাস্থ সকলের মন মোহিত করা হইলে পর, সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে বাবু রাম গোপাল খাঁ (বি এল) মহোদয় সকলের হইয়া একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠে, যোগেশ বাবুকে অভিবাদন করেন। অভিনন্দনটী অতি চমৎকার হইয়াছিল, বস্তুতঃ যোগেশ বাবু যেরূপ লোক, তাহাতে তাঁহার চরিত্রটী উহাতে যথার্থই বর্ণিত হইয়াছিল। তাঁহার সরল এবং অমায়িক ব্যবহারে অত্রস্থ সকলেই তাঁহার গুণের পক্ষ-পাতী ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার পদোন্নতিতে সকলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু তাঁহার সিলং পরিত্যাগে তাঁহাদের 'হরিষে বিষাদ' উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, অভিনন্দন পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বাবুর দ্বারা, তাঁহার স্ব-রচিত নিম্ন লিখিত অভিনব সংগীতটী গীত হইয়া, যোগেশ বাবুকে অভিবাদন করা হইয়াছিল।

ইমন্। আড়াঠেকা।

"যাও ভ্রাতঃ যাও তবে আপনার কর্ম্মস্থান।
ঈশ্বর করুন তব সতত কল্যাণ!
করি বহু পরিশ্রম, উপার্জ্জিলে বিদ্যাধন,
অদ্য সব শ্রম তব হলো ফলবান্!
আমরা বন্ধু তোমার, হৃদয়-বিষাদান্তর,
হারালেম তোমাহেন বন্ধু গুণবান্।
কিন্তু উন্নতিতে তব, আনন্দের কি সীমা কব?
নাচিছে হৃদয় পদ্ম,—সুখে ভাসমান।
বিদায় দিতে তোমারে, পরাণ নাহিক সরে,
কাঁদিছে অন্তর, স্মরে তব গুণ-গ্রাম।
দেখো ভাই সাবধান, পাইয়াছ উচ্চমান,
যতনে সাধিবে মাতৃ ভূমির কল্যাণ।"

গীত সমাপ্ত হইলে যোগেশ বাবু নিম্ন লিখিত মতে প্রত্যুত্তর দেন;—

"প্রিয় বন্ধুগণ! অদ্য আপনাদের এস্থানে শুভাগমনে ও অনুগ্রহ প্রকাশে আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত ও অনুগৃহীত হইলাম, তাহা আমি স্বয়ং প্রকাশ করিতে অক্ষম! আপনারা আমার প্রতি যেরূপ উদারতাও অমায়িকতা প্রদর্শন করিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ মাত্রও আমি পাইবার যোগ্য পাত্র নহি। উহাতে আপনাদের মহত্ত্বেরই প্রকাশ পাইল। আপনাদিগের ন্যায় এরূপ প্রিয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিতে আমার অন্তরে যেরূপ ক্লেশ হইতেছে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন! কিন্তু, ঐ দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে মনোমধ্যে আর একটী অভিনব সুখের আবির্ভাবে, আমি মনে মনে আপনাকে অদ্বিতীয় সুখী জ্ঞান করিতেছি! এবং যেটী আমার ভাগ্য এক মূহূর্ত্ত জন্যও পাইবার প্রত্যাশা করে নাই, অদ্য তাহা আপনাদের দ্বারা প্রাপ্ত হইলাম। আপনাদের অমৃতময় উপদেশ বাক্য-সমূহ আমার হৃদয় মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিল। এবং আমি যেখানেই থাকিব, আপনাদের প্রেম ময় প্রতিমূর্ত্তি সততই আমার হৃদয় মধ্যে প্রতিফলিত থাকিবে।"

যোগেশ বাবুর প্রত্যুত্তরবাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সভা ভঙ্গের উদ্যোগ হয়। ঐ সময় শ্যামাচরণ বাবু দ্বারা আরও একটী সৎকার্য্যের প্রস্তাব হইয়াছিল। সিলংয়ে সরস্বতী পূজা এবং উহাকে জাতীয় মেলারূপে পরিণত করিতে, তিনি সকলের মত প্রার্থনা করেন। প্রায় অৰ্দ্ধেকেরও অধিক সভ্য তাঁহার মতের পোষকতা করিলে, তৎক্ষণাৎ চাঁদার বহি সকলের সম্মুখে আনা হয়। এবং সেই সভা হইতেই প্রায় আড়াই শত টাকা চাঁদা উঠে। কেহ কেহ, এই সভায় এরূপ অসংলগ্ন প্রস্তাব হওয়াতে, বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহারা কি জানেন না, যে, একটি সভা আহ্বান করা কতদূর শ্রম-সাধ্য ব্যাপার! তাহাতে বাঙ্গালী জাতি যেরূপ অলস, তাহা তাঁহারা আপনাদের দিয়াই জানিতে পারিবেন।

যাহা হউক এক্ষণে উল্লিখিত সরস্বতী পূজার মহা ধূমধামের সহিত আয়োজন হইতেছে। শ্রীহট্ট (সিলেট) হইতে পূজোপকরণীয় সমস্ত দ্রব্যাদি এবং 'জোয়াই' নামক স্থান হইতে প্রতিমা গঠনের মৃত্তিকা ইত্যাদি আনীত হইতেছে।—আমরা ইহাদিগের উৎসাহ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হৃদয়ে, তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির যে, কোন বিষয়ে একতা নাই—বাঙ্গালী জাতি যে ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন যাইতেছে,—কতকগুলি নাস্তিক ব্রাহ্ম (?) ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিয়াছেন। ইহা বলিলে বোধ হয়, তাঁহাদের নিন্দা করা হয় না! উঁহারা অতি যৎসামান্য দুই একটি 'ছল' (ওজোর) ধরিয়া বিষম গণ্ডগোল বাঁধাইয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহাদের মনে মনে ইচ্ছা ছিল, যে, হিন্দুজাতির কোন পর্ব্বই যেন এখানে না হয়। এমন কি কেহ কেহ নিজ মুখেই এরূপ ভাবের অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় তাঁহারা ইহাতে সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারেন নাই। বরং আপনারাই একপ্রকার অপদস্থ হইয়াছেন। কেননা মুসলমান প্রভৃতি অন্য অন্য ধৰ্ম্মের নিষ্পীড়নে হিন্দুধৰ্ম্ম, যে অসামান্য তেজের প্রভাবে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, অত্রস্থ হিন্দুসম্প্রদায়ও সেই মহতী বীর্য্য প্রকাশে ক্রটি করেন নাই। অপরন্ত যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ইহার সংশ্রব হইতে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। এখন শুনিতেছি যে, উঁহারা মার্জ্জনা চাহিয়া পুনর্ব্বার এই সমাজে প্রবেশ করিবেন। দেখা যাক কি হয়! আমার মতে যদ্যপি তাঁহারা মার্জ্জনা চান, তবে যেন হিন্দুহিতৈষীগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্গ্রহণ করেন। যাহা হউক, দাৰ্জিলিং পাহাড়ে দুর্গোৎসবের ন্যায়, এবার সিলংয়ে সরস্বতী পূজার ভারি ধূম!!

বিবাহের বিজ্ঞাপন।

দ্বাদশবর্ষীয়া, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অসামান্যবুদ্ধিমতী এবং বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী জলদমোহিনী নাম্নী আত্মীয়ার বিবাহ দিব। ফুলের মুখটী, গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান, অন্ততঃ তিন পুরুষে কুলীন, বয়ঃক্রম ত্রিশের অনধিক, দেখিতে সুন্দর, সুশিক্ষিত, এবং সচ্চরিত্র একটী পাত্রের প্রয়োজন। অকৃতদার অথবা স্ত্রী অন্যথায় দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র হইলেও হইবে। যিনি জলদমোহিনীর গুণগ্রাম দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত, তিনিই আমার নিকট আপনার বিদ্যাবত্তার এবং সচ্চরিত্রের পরিচয় দিয়া কুলসম্পর্কে বিচক্ষণ কুলাচার্য্যের সার্টিফিকেট সম্বলিত পত্র শীঘ্র লিখিবেন।

বিনোদিনী সম্পাদিকা।
বুড়ার গ্রাম, পোষ্ট বলগোনা।

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

অর্থাৎ বিনোদিনী সম্পাদিকার কবিতা সংগ্রহ। মূল্য ডাক মাসুল সমেত ১৲টাকা। কলিকাতা মির্জ্জাফর্স লেন ২৪ নং গুপ্ত প্রেস, কলেজষ্ট্রীট ৫৫ নং ক্যানিং লাইব্রেরী, মুর্শিদাবাদ নসীপুর বিনোদিনী কার্য্যালয়ে ও বৰ্দ্ধমান, বলগোনা পোষ্টের অধীন বুড়ার গ্রামে প্রাপ্তব্য।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ।৷০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... ... ৩৲

ডাকমাসুল ... ।৶০

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০

ডাকমাসুল ... ৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা ।০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

একাকিনী।

আগামী ১ লা জানুয়ারী হইতে তরুণ ও তরুণীদিগের নিমিত্ত ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫ ফর্ম্মা আকারে নভেল বাহির হইবে। অনুমান ১০ বৎসরের কাপী সংগৃহীত আছে। এক এক খণ্ড এক এক বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ২৶০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

সমজাদর্পণ আপীস ৩৫ চোর বাগান কলিকাতা। } সমাজদর্পণ সম্পাদক ও ভাগবত প্রভৃতির প্রকাশকগণ।

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

It displays great erudition.

Monier Williams.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট্ ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধরণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৸০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ আফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ... ৬৷৷০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ... ৩৷৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ... ২৲ মাসিক ... ৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৵০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—২৪শে মাঘ। রবিবার সন ১২৮২সাল। ইং ৬ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। { ১৫ সংখ্যা।

আমাদের বিজ্ঞাপন।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও অদ্য হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ—আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব।

Birth—Of a Son at Manirampoor on the 8th Pous, the wife of Baboo Dhurmodass Bose of Chandernagore

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

অর্থাৎ বিনোদিনী সম্পাদিকার কবিতা সংগ্রহ। মূল্য ডাক মাসুল সমেত ১৲টাকা। কলিকাতা মির্জ্জাফর্স লেন ২৪ নং গুপ্ত প্রেস, কলেজষ্ট্রীট ৫৫ নং ক্যানিং লাইব্রেরী, মুর্শিদাবাদ নসীপুর বিনোদিনী কার্য্যালয়ে ও বর্দ্ধমান, বলগোনা পোষ্টের অধীন বুড়ার গ্রামে প্রাপ্তব্য।

বিবাহের বিজ্ঞাপন।

দ্বাদশবর্ষীয়া, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অসামান্যবুদ্ধিমতী এবং বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী জলদমোহিনী নাম্নী আত্মীয়ার বিবাহ দিব। কুলের মুখটী, গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান, অন্ততঃ তিন পুরুষে কুলীন, বয়ঃক্রম ত্রিশের অনধিক দেখিতে সুন্দর, সুশিক্ষিত, এবং সচ্চরিত্র একটী পাত্রের প্রয়োজন। অকৃতদার অথবা স্ত্রী অন্যথায় দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র হইলেও হইবে। যিনি জলদমোহিনীর গুণগ্রাম দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত, তিনিই আমার নিকট আপনার বিদ্যাবত্তার এবং সচ্চরিত্রের পরিচয় দিয়া কুলসম্পর্কে বিচক্ষণ কুলাচার্য্যের সার্টিফিকেট সম্বলিত পত্র শীঘ্র লিখিবেন।

বিনোদিনী সম্পাদিকা।
বুড়ার গ্রাম, পোষ্ট বলগোনা।

গ্রায় আট বৎসর অতীত হইল, কলিকাতায় হিন্দুমেলা স্থাপিত হইয়াছে; পূর্ব্বে চৈত্র মাসে হইত, এখন প্রতি মাঘ সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে; এবৎসরের মেলাও এই মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিবসে আরম্ভ হইবে।

মানবকানন মহানগরীর হৃৎপিণ্ডের সমীপে, গুণগরিষ্ঠ ঠাকুরগোষ্ঠীর সাহায্যে, কার্য্যকুশল কার্য্য নির্ব্বাহক সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্রের যত্নে, যত দূর আশা করা যায়, হিন্দুমেলা সেরূপ উন্নতিলাভ করে নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরাণ পঞ্জী হইতে মেলাদর্শকগণের মধ্যে দুই ব্যক্তির লিখিত দুইখানি পত্র আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম, ভরসা করি মেলার অধ্যক্ষেরা সামান্য কথাতেও কর্ণপাত করিবেন।

"এইটী আমাদের জাতীয় মেলা ইহাতে সকল প্রকার বিস্ময়কর ও হিন্দুজাতির গৌরব বর্দ্ধক দ্রব্য প্রদর্শিত হওয়া কর্ত্তব্য। যে সমস্ত বস্তু আমরা দর্শন করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কৃষিজাত ফল মূল ও কতিপয় শিল্প সামগ্রী ভিন্ন অপর কিছুই আমাদের বিশেষ আনন্দদায়ক হয় নাই; তবে উদ্যানের স্থানে স্থানে ভল্লুক ও বানরের কৌতুক, বাজীকরদিগের ভোজচাতুর্য্য, মল্লদিগের ব্যায়াম প্রদর্শন, কবির লড়াই প্রভৃতি দেখিতে মন্দ হয় নাই। একটি বিষয় দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম—কয়েকটি ভদ্রলোক তরু মূলে বেত্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। সম্মুখে টেবিল, তাহার উপর স্বচ্ছ কাচপত্র ও পানের দোনা। উপরি

ভাগে Refreshment বলিয়া অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। হিন্দুমেলায় এরূপ কেন?"

আর একজন পত্র প্রেরক বড় আশা করিয়াই কোন সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন; তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

"আমরা যখন দেখিব হিন্দুমেলার সুবিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি প্রাঙ্গণ মল্লবেশধারী হিন্দুসন্তানগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে, বাঙ্গালীরা তেজস্বী অশ্ব অবলীলাক্রমে ও অশেষ কৌশলে সঞ্চালিত করিয়া দর্শকগণকে বিমোহিত করিতেছেন, যখন দেখিব হিন্দু সন্তানগণ বন্দুক তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উদ্যমের সহিত উৎসাহ পূর্ব্বক ছদ্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং পরস্পর পরস্পরের আঘাতে আঘাতিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে, কেহ ভগ্নপদে, কেহ ছিন্নহস্তে, কেহ আহত মস্তকে হাসিতে হাসিতে রঙ্গ স্থান হইতে গমন করিতেছেন এবং সেই জন্য পোলিস আসিয়া নবগোপাল বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া টানাটানি করিতেছে, যখন এইরূপ দেখিব, তখন জানিব হিন্দুমেলার মহৎ উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ ও সফল হইল।"

যাঁহারা পারিবারিক সুখ সম্ভোগ ব্যতীত কোন বিষয়েই কিছু আশা ভরসা করেন না, তাঁহাদের গৃহপ্রাঙ্গণের বহিঃস্থলে আশা ভঙ্গ হয় না। আমরা ভারতের এটি সেটিতে আশা করিয়া থাকি, দুরদৃষ্ট দোষে প্রায়ই আশা ভঙ্গ হইতেছে; হিন্দু মেলাতেও আমাদের আশা ভঙ্গ হইয়াছে; কেবল আমাদের বলিয়া নয়, ইহাতে সাধারণের আশাভঙ্গ হইয়াছে। উপরের উদ্ধৃত পত্র দুই খানি সেই ভগ্নাশার পরিচায়ক মাত্র। যাহাই হউক আমরা শতবার ভগ্নাশ হইয়াও নিরাশ হইব না। তাহাতেই এই প্রস্তাব, আর এই অনুরোধ;—

অনুরোধ যে, আর কিছু হউক আর নাই হউক, হিন্দুমেলায় যাহাতে বহুতর হিন্দু সমাগম হয়, তাহার জন্য মেলার অধ্যক্ষেরা যেন বিশেষ যত্নবান হয়েন। হিন্দুর শিক্ষা বল, পরীক্ষা বল, হিন্দুর চিত্তবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিলে যেমন হইবে, এমন আর কিছুতেই হইবে না। যদি আর্য্য গৌরবের কিছু ধ্বংসাবশেষ থাকে, তাহা এই হিন্দু হৃদয়েই আছে, আর যদি আর্য্যকলঙ্কের কিছু জাজ্বল্যমান চিহ্ন থাকে, তাহাও এই হিন্দু হৃদয়ে আছে। সাগর ভূধর মধ্যগত ভারতসন্তান, সেই সাগর ভূধরের ন্যায় কত সহস্র বর্ষ, কত ঝঞ্ঝাবাত, কত দলন পতন সহ্য করিয়া, কত পরিবর্ত্তনে অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, ভাবিলে আশা হয়।—বৌদ্ধের পর মুসলমান, মুসলমানের পর ইংরেজ,—সেই আর্য্য সন্তান ক্রমেই হীন বল, মীনপ্রাণ, ক্ষীণমনা হইতেছে, দেখিলে, হৃদয়ে বিষাদিত হই;—আবার যখন দেখি, যে এই অধঃপাতিত জাতি মধ্যেও এখনও জীবন সঞ্চারিত হইতেছে, এখনও তাহারা তীর্থে তীর্থে লক্ষে লক্ষে গমন করে, আর সেই অতীত সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করে, তখন আবার হর্ষ হয়।—যে বিপ্রবর্ণ সামান্য বেশ ভূষায় শ্লাঘা করিয়া বাহ্যশোভায় বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিত, যখন দেখি তাঁহাদেরই বংশধরগণ বিচিত্র নটবেশে, সুচিত্র পটরূপে সভ্যজন সমীপে বিরাজ করিতেছেন, তখন আমাদের লজ্জা হয়;—যে হিন্দুকে পঞ্চশত বর্ষ ছলে বলে মুসলমান, বিজাতীয় পরিচ্ছদ ধারণ করাইতে পারে নাই, যখন দেখি সেই হিন্দু, দুই দিন বিলাতে গিয়া বিদেশী বেশ ভূষায় আদর প্রদর্শন করিতেছেন, তখন বিস্ময় হয়। এইরূপেই হিন্দুই—আমাদের আশা, হিন্দুই আমাদের হর্ষ, হিন্দুই—আমাদের বিষাদ, হিন্দুই—আমাদের লজ্জা,—আর হিন্দুই আমাদের বিস্ময়। এহেন হিন্দু সন্তানকে যদি একত্র একযোগে দেখিতে পাই, আর যদি তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিতে পারি, ত আমরা আর কিছুই চাই না। ভরসা করি আমরা এবার হিন্দুমেলায় বহুতর ভদ্র হিন্দু সন্তানকে সমবেত দেখিব, এবং যাহাতে মেলাতে অধিক লোক সমারোহ হয়, তৎপক্ষে মেলার অধ্যক্ষগণ বিশেষ মনোযোগী হইবেন। আহ্বান চাই, আয়োজন চাই, উৎসাহ চাই, উৎসব চাই—আর একাগ্রতা চাই।

বিগত বসন্ত পঞ্চমী দিনে সিঁতির মরকত কুঞ্জে যথার্থই সারস্বত উৎসব হইয়াছিল। কেবল দুইটি মূর্ত্তির সন্দর্শনলাভ না করিয়া আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। বাবু জগদীশনাথ রায় স্বকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর পান নাই, সুতরাং আসিতেও পারেন নাই। আর বাবু প্যারীচরণ ইহলোক হইতে চিরদিনের জন্য অবসৃত হইয়াছেন,—সে সৌম্যমূর্ত্তি আমরা আর দেখিতে পাইব না। তবে সমিতি মধ্যে আর কয়েকটি অভিনব মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া আমরা উৎসাহিত হইয়াছিলাম। বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও কানাইলাল দে,—রাজেন্দ্র বাবু, বঙ্কিম—বাবু, আনন্দমোহন বসু ও শ্রীনাথ দত্ত—হেমচন্দ্র, দুর্গামোহন—সদ্যঃসম্মান-প্রাপ্ত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন—সশিষ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী,—সানুসঙ্গী রাজা যতীন্দ্র মোহন—সংগীতোৎসাহী শৌরীন্দ্রমোহন—কৃষ্ণদাস প্রমুখ সম্পাদকবর্গ—প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। ঢাকার রামশঙ্কর ছিলেন, বহরমপুরের রামদাস ছিলেন; কৃষ্ণনগরের রাধিকা, রাজকৃষ্ণ, কালীচরণ প্রভৃতি কাহা কেও না দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। আর অমৃতবাজার বা ইণ্ডিয়ান লীগের কাহা কেও সভামধ্যে না দেখিয়াও আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। পোড়া দলাদলি কি ক্রমে সর্ব্বব্যাপী হইবে না কি?

ছোট বড় সকলেই পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতে ব্যস্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কেবল দুই জন অসামান্য বাঙ্গালী স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে কেহ কেহ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

এদিকে সম্পাদক শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সৌজন্য ও আয়োজনে সকলেই সম্প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত দৃশ্যাভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল।

বাবু শ্রীনাথ দত্ত বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা বৈজ্ঞানিকরূপে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সভা স্থলে এদেশের কৃষি প্রথার অভাব সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বোধ হয়, এবিষয়ে কেহই বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। বাবু চন্দ্রনাথ বসু কোন জর্ম্মান কবির বীরবাক্য ইংরাজি হইতে পাঠ করেন। বোধ হয়, তাহাতে কোন বাঙ্গালিই উৎসাহিত হন নাই। বাবু রাজনারায়ণ বসু প্যারী বাবুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, অনেকে নিঃস্তব্ধ হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র হরিশচন্দ্র শর্ম্মা বাগাড়ম্বরে বক্তৃতা করিতে থাকেন, তাহাতে অনেকে আমোদিত হইয়াছিলেন। এই সারস্বত মিলন উপলক্ষ করিয়া বাবু হেমচন্দ্র স্বীয় বীণাবোধন করিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১। বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ দেখি বীণা আনন্দের সঙ্গে,
খেলায়ে হৃদয়ে সুখের তরঙ্গে
ভাসা দেখি তায় আশার ফুল।

২। শুনিয়া প্রাচীন "অর্ফিউস" গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ;
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায় কূল॥

৩। তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃত-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল?

৪। "কোথা বাল্য-সখা"—বলি একবার
ডাক্ দেখি সুখে মিলে সব তার,
"আয় রে শৈশব-সুহৃৎ আবার
আশার কাননে খেলাতে যাই।"

৫। বল্, বীণা, বল্ "নবীন জীবনে
খেলিলে আনন্দে যাহাদের সনে,
হাসিলে, কাঁদিলে, মিলিলে স্বপনে,—
আজ্ কি তাদের স্মরণে নাই।"

৬। স্মরণে কি নাই সে সৌরভময়
শৈশবের প্রিয় পাদপ-নিচয়,
তড়াগ, প্রাঙ্গন, সেতু, শিক্ষালয়,
জড়ালে যাহাতে শিশুর মায়া।

৭। ভুলিলে কি সেই উৎসাহলহরী,
ভাসায়ে তাহাতে জীবনের তরী
তরঙ্গ তুফান্ হেয়জ্ঞান করি
উড়াতে নিশান বিচিত্র কায়া॥

৮। "পড়ে নাকি মনে কত দিন, হায়,
'মা'—'মা'বলি প্রবেশি আলয়
কত সুখে খেতে সখায় সখায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা।

৯। "সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্নে এসো সখা সব
লভি একদিন—যে সুখ দুর্ল্লভ
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা॥

১০। "নবীন প্রবীণ এসো সবে মেলি
পরাণে জড়াই পরাণ-পুতলি,
যে ভাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি
করেছি প্রাণের কপাট খুলে।

১১। "লঘু আশা, হায়, লঘু তৃষা লয়ে
শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে
বাঁধিতে পেরেছি হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ সকলি ভুলে।

১২। "তবে কি এখন নারিব মিলিতে?
গাঢ় চিন্তা, আশা যখন হৃদিতে
তুলেছে তরঙ্গ প্রবল গতিতে—
বাসনা ঝটিকা বহিছে যবে?

১৩। "করিলে যে আগে এত সে কামনা,—
ধরিলে যে হৃদে এত সে বাসনা—
শুধু কি সে সব শিশুর জল্পনা
ছিন্ন তৃণ সম বিফল হবে?

১৪। "চেয়ে দেখ, সখে, রয়েছে তেমতি
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,
তেমতি সুঠাম সুন্দর মূরতি
সেই স্তম্ভশ্রেণী হাসিছে হায়।

১৫। "আমরাও তবে হাসিব না কেন?
হাসিতাম সুখে আগে সে যেমন
অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ
ভানু, বৃষ্টিধারা ধরি মাথায়॥

১৬। অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,
অহে কত দিন দেখ কত বার
ভেবেছ কি, কভু কত রত্ন তার
করাল কৃতান্ত করেছে চুরি?

১৭। কোথা সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর
"দ্বারিক" সুহৃৎ বঙ্গের মিহির!
কোথা "অনুকূল" মলয় সমীর!
"দীনবন্ধু" বঙ্গ সাহিত্য-মুরি!

১৮। "শ্রীমধুসূদন" কোথা সে এখন!
তার তরে আর কে করে ক্রন্দন
সহপাঠী তার?—এবে অদর্শন
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত-তারা?

১৯। "হে বঙ্কিম, সখে, তোমারাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইবে এ ভবে,
নাম, গন্ধ, শোভা কিছুই না রবে—
কালেতে হইবে সকলি হারা॥

২০। "তাই বলি ভাই এসো একবার
সম্বৎসরে সুখে মিলি হে আবার,
সহাস্য বদনে হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া দেখাই, দেখি আনন্দে।

২১। "আর কত দিন বাঁচিব সে বল—
বাঙ্গালির ক্ষুদ্র জীবন-সম্বল
কবে সে ফুরাবে—ছাড়িয়া সকল
ভুলিতে হইবে এ মকরন্দে!

২২। "এ শোকের ছায়া ছিল না যখন—
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয়-দর্পণ,
সুখপূর্ণ মহী, সুখপূর্ণ মন—
সকলি সুন্দর মাধুরীময়।

২৩। "সবে সখা-ভাব—ছিল না বিচার
ধনাঢ্য, কাঙ্গাল, রাজপুত্র আর,
একি সে আসন, পঠন সবার—
আনন্দে হৃদয় মগন রয়॥

২৪। "সেই সুখময় সুহৃতের মেলা
পেয়েছ আবার কর সবে খেলা,
সুখের সাগরে ভাসাইয়া ভেলা
খেলাইতে যথা শৈশবকালে।

২৫। বাজ বীণা এবে মিলি সব তার,
মৃদুল মৃদুল করিয়া ঝংকার,
প্রণয় কুসুম ফুটারে সবার,
সরস মধুর জলদ তালে॥

(কোরস)

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ্ বীণা, বেগে আনন্দেরসঙ্গে,
খেলায়ে হৃদয়ে সুখের তরঙ্গে,
ভাসারে তাহাতে আশার ফুল।
শুনিয়া প্রাচীন গায়কের গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ;
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল॥
তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃত-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল?

এই বিদ্বজ্জন সভায় কয়েকটী নির্ব্বাক জীবন্ত প্রতিমা প্রদর্শিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেগুলি অতি সুন্দর। সস্ত্রীক শ্রীরাগ, পুষ্পালঙ্কৃত বসন্তরাগ, ইন্দ্রজিতের রণযাত্রা নিবারণ-কারিণী প্রমীলা; মহাযোগীর যোগভঙ্গকারী—সশস্ত্র ফুলবাণ, সরমা অঙ্ক দেশে মূর্চ্ছিতা সীতা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ভূপাতিত মেঘনাদ, সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী এবং কাব্যাধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবী—সকলই সুন্দর, পৌরাণিক, মনোরম এবং উজ্জ্বল।

বাঙ্গালার রঙ্গভূমিতে যাহা কখন প্রদর্শিত হয় নাই, এরূপ একটী অভিনব অভিনয় প্রকরণ শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বিদ্বজ্জন সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। "প্রহেলিকা অভিনয়" বলিয়া ইহার নাম করণ হইয়াছে এবং 'অভিনয় দর্শনে কোন যৌগিক শব্দ নিরূপণ' বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিলেই উপযুক্ত উদাহরণ হইবে;—

প্রথম দৃশ্য;—অবন্তী রাজপুত্র ইন্দ্রসেন রাক্ষস ভীমকেশের হস্ত হইতে নীয়মানা গন্ধর্ব্বকন্যা চন্দ্রপ্রভার উদ্ধারসাধন করিলেন। মধ্যে—রাক্ষসে মনুষ্যে কিঞ্চিৎ বাগ্ বিতণ্ডা আছে মাত্র।

রামলাল একজন কোন পল্লীগ্রামের বনিয়াদি লোকের সন্তান। ক্রমে নির্ধন হইয়াছেন। নীলকণ্ঠ সেই গ্রামের আধুনিক ধনী; তিনি রামলালদের খিড়কীর পুষ্করিণী ক্রয় করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই পুষ্করিণীতে মাছ ধরিয়া যান, এবং বয়স দোষে ও ধনগর্ব্বে রামলালদের পরিবারের প্রতি চাপল্য প্রদর্শন করেন; রামলাল ছোট বাবুকে কিঞ্চিৎ মুষ্টিযোগ প্রদান করিয়াছিলেন;—দ্বিতীয় দৃশ্য,—

সেই কথা গ্রামের 'মুখুয্যে মশাই' আসিয়া নীলকণ্ঠ বাবুর কাছে পাঁচখানা করিয়া বলিল; স্বয়ং রামলাল আসিয়া কাতরে দণ্ডযাচ্ঞা করিল, নীলকণ্ঠ দণ্ড প্রদান করা দূর থাকুক, রামলালকে সেই পুষ্করিণী বিনা পণে প্রত্যর্পণ করিলেন, বলিলেন, এখন বোধ হয়, আর বিবাদ থাকিবে না।'

এই দুই দৃশ্যে একটি প্রহেলিকা হইল; তাহার অর্থ এই; অবন্তী রাজপুত্র **বীর**; আর নীলকণ্ঠ **ভদ্র**। ঐ দুইটী দৃশ্যের পর একটী দৃশ্য অভিনীত হইল; তাহাতে ভূত প্রেত সঙ্গে মহাদেব-জটা-সম্ভূত-বীরভদ্র দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশে ধাবমান হইলেন।

ইহারই নাম প্রহেলিকা অভিনয়। ইহা দেশ মধ্যে নূতন সামগ্রী বটে, কিন্তু প্রার্থনীয় নহে; অথচ ঠাকুরগোষ্ঠী অনেক বিষয়েই আমাদের এই ভগ্ন সমাজের নেতা, সেই জন্য আমাদের অনুরোধ যে, তাঁহারা যে, এই প্রহেলিকা অভিনয়ে আর প্রশ্রয় প্রদান না করেন। নাটকাভিনয়ের এই শৈশবাবস্থায় এরূপ প্রবীণ ভঙ্গী সাজিবে না।

এদিকে বীরভদ্র প্রহেলিকার আমরা একটি গূঢ়ভাব দেখিতে পাইতেছি। আমরা এই বুঝিতেছি যে, রাক্ষস হস্ত হইতে রমণী মান রক্ষার্থ যে বীর প্রস্তুত, আর যে ভদ্র নিস্বার্থে পরোপকার করিতে পারে, হাসিতে হাসিতে শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে—সেই বীর, আর সেই ভদ্র একযোগ না হইলে, একাঙ্গ না হইলে কখনই দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংশ হয় না। এ প্রহেলিকার এরূপ অর্থ সঙ্গতি বড় মন্দ নহে, যদি উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলী সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে কলেজ রি-ইউনিয়ম এবৎসর একটি অচিন্তনীয় সৎকার্য্যই করিয়াছে।—

আমাদের দেশে ক্রমশই উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, নানা প্রকার সভা হইতেছে, নানা বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিত ও কথিত হইতেছে। দেশের কুসংস্কার, কুপ্রথা, ভ্রমাত্মক ধর্ম্ম প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া ভাল সংস্কার, ভাল প্রথা ও ভ্রম-শূন্য-ধর্ম্ম প্রণালীর সংগ্রহ হইতেছে। পুস্তকে সংবাদ পত্রে সভায় বক্তৃতায় কি না হইতেছে? এক জন বিদেশবাসী সহসা আসিয়া দেখিলে হঠাৎ মনে করিতে পারে, এদেশের ন্যায় উন্নতিশীল দেশ আর কোথাও নাই। কিন্তু যিনি এদেশে থাকিয়া ইহার উন্নতিস্রোত স্থির

৭। ভুলিলে কি সেই উৎসাহলহরী,
ভাসায়ে তাহাতে জীবনের তরী
তরঙ্গ তুফান্ হেয়জ্ঞান করি
উড়াতে নিশান বিচিত্র কায়া॥

৮। "পড়ে নাকি মনে কত দিন, হায়,
'মা'—'মা'বলি প্রবেশি আলয়
কত সুখে খেতে সখায় সখায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা।

৯। "সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্নে এসো সখা সব
লভি একদিন—যে সুখ দুর্ল্লভ
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা॥

১০। "নবীন প্রবীণ এসো সবে মেলি
পরাণে জড়াই পরাণ-পুতলি,
যে ভাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি
করেছি প্রাণের কপাট খুলে।

১১। "লঘু আশা, হায়, লঘু তৃষা লয়ে
শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে
বাঁধিতে পেরেছি হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ সকলি ভুলে।

১২। "তবে কি এখন নারিব মিলিতে?
গাঢ় চিন্তা, আশা যখন হৃদিতে
তুলেছে তরঙ্গ প্রবল গতিতে—
বাসনা ঝটিকা বহিছে যবে?

১৩। "করিলে যে আগে এত সে কামনা,—
ধরিলে যে হৃদে এত সে বাসনা—
শুধু কি সে সব শিশুর জল্পনা
ছিন্ন তৃণ সম বিফল হবে?

১৪। "চেয়ে দেখ, সখে, রয়েছে তেমতি
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,
তেমতি সুঠাম সুন্দর মূরতি
সেই স্তম্ভশ্রেণী হাসিছে হায়।

১৫। "আমরাও তবে হাসিব না কেন?
হাসিতাম সুখে আগে সে যেমন
অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ
ভানু, বৃষ্টিধারা ধরি মাথায়॥

১৬। অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,
অহে কত দিন দেখ কত বার
ভেবেছ কি, কভু কত রত্ন তার
করাল কৃতান্ত করেছে চুরি?

১৭। কোথা সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর
"দ্বারিক" সুহৃৎ বঙ্গের মিহির!
কোথা "অনুকূল" মলয় সমীর!
"দীনবন্ধু" বঙ্গ-সাহিত্য-ঠুরি!

১৮। "শ্রীমধুসূদন" কোথা সে এখন!
তার তরে আর কে করে ক্রন্দন
সহপাঠী তার?—এবে অদর্শন
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত-তারা?

১৯। "হে বঙ্কিম, সখে, তোমারাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইবে এ ভবে,
নাম, গন্ধ, শোভা কিছুই না রবে—
কালেতে হইবে সকলি হারা॥

২০। "তাই বলি ভাই এসো একবার
সম্বৎসরে সুখে মিলি হে আবার,
সহাস্য বদনে হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া দেখাই, দেখি আনন্দে।

২১। "আর কত দিন বাঁচিব সে বল—
বাঙ্গালির ক্ষুদ্র জীবন-সম্বল
কবে সে ফুরাবে—ছাড়িয়া সকল
ভুলিতে হইবে এ মকরন্দে!

২২। "এ শোকের ছায়া ছিল না যখন—
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয়-দর্পণ,
সুখপূর্ণ মহী; সুখপূর্ণ মন—
সকলি সুন্দর মাধুরীময়।

২৩। "সবে সখা-ভাব—ছিল না বিচার
ধনাঢ্য, কাঙ্গাল, রাজপুত্র আর,
একি সে আসন, পঠন সবার—
আনন্দে হৃদয় মগন রয়॥

২৪। "সেই সুখময় সুহৃতের মেলা
পেয়েছ আবার কর সবে খেলা,
সুখের সাগরে ভাসাইয়া ভেলা
খেলাইতে যথা শৈশবকালে।

২৫। বাজ বীণা এবে মিলি সব তার,
মৃদুল মৃদুল করিয়া ঝংকার,
প্রণয় কুসুম ফুটারে সবার,
সরস মধুর জলদ তালে॥

(কোরস)

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ্ বীণা, বেগে আনন্দেরসঙ্গে,
খেলায়ে হৃদয়ে সুখের তরঙ্গে,
ভাসারে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন গায়কের গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ;
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল॥

তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃত-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল?

এই বিদ্বজ্জন সভায় কয়েকটী নির্ব্বাক জীবন্ত প্রতিমা প্রদর্শিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেগুলি অতি সুন্দর। সস্ত্রীক শ্রীরাগ, পুষ্পালঙ্কৃত বসন্তরাগ, ইন্দ্রজিতের রণযাত্রা নিবারণ-কারিণী প্রমীলা, মহাযোগীর যোগভঙ্গকারী—সশস্ত্র ফুলবাণ, সরমা অঙ্ক দেশে মূর্চ্ছিতা সীতা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ভূপাতিত মেঘনাদ, সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী এবং কাব্যাধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবী—সকলই সুন্দর, পৌরাণিক, মনোরম এবং উজ্জ্বল।

বাঙ্গালার রঙ্গভূমিতে যাহা কখন প্রদর্শিত হয় নাই, এরূপ একটী অভিনব অভিনয় প্রকরণ শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বিদ্বজ্জন সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। "প্রহেলিকা অভিনয়" বলিয়া ইহার নাম করণ হইয়াছে এবং 'অভিনয় দর্শনে কোন যৌগিক শব্দ নিরূপণ' বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিলেই উপযুক্ত উদাহরণ হইবে;—

প্রথম দৃশ্য;—অবন্তী রাজপুত্র ইন্দ্রসেন রাক্ষস ভীমকেশের হস্ত হইতে নীয়মানা গন্ধর্ব্বকন্যা চন্দ্রপ্রভার উদ্ধারসাধন করিলেন। মধ্যে—রাক্ষসে মনুষ্যে কিঞ্চিৎ বাগ্ বিতণ্ডা আছে মাত্র।

রামলাল একজন কোন পল্লীগ্রামের বনিয়াদি লোকের সন্তান। ক্রমে নির্ধন হইয়াছেন। নীলকণ্ঠ সেই গ্রামের আধুনিক ধনী; তিনি রামলালদের খিড়কীর পুষ্করিণী ক্রয় করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই পুষ্করিণীতে মাছ ধরিয়া যান, এবং বয়স দোষে ও ধনগর্ব্বে রামলালদের পরিবারের প্রতি চাপল্য প্রদর্শন করেন; রামলাল ছোট বাবুকে কিঞ্চিৎ মুষ্টিযোগ প্রদান করিয়াছিলেন;—দ্বিতীয় দৃশ্য,—

সেই কথা গ্রামের 'মুখুয্যে মশাই' আসিয়া নীলকণ্ঠ বাবুর কাছে পাঁচখানা করিয়া বলিল; স্বয়ং রামলাল আসিয়া কাতরে দণ্ডযাচ্ঞা করিল, নীলকণ্ঠ দণ্ড প্রদান করা দূর থাকুক, রামলালকে সেই পুষ্করিণী বিনা পণে প্রত্যর্পণ করিলেন, বলিলেন, এখন বোধ হয়, আর বিবাদ থাকিবে না।'

এই দুই দৃশ্যে একটি প্রহেলিকা হইল; তাহার অর্থ এই; অবন্তী রাজপুত্র **বীর**; আর নীলকণ্ঠ **ভদ্র**। ঐ দুইটী দৃশ্যের পর একটী দৃশ্য অভিনীত হইল; তাহাতে ভূত প্রেত সঙ্গে মহাদেব-জটা-সম্ভূত-বীরভদ্র দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশে ধাবমান হইলেন।

ইহারই নাম প্রহেলিকা অভিনয়। ইহা দেশ মধ্যে নূতন সামগ্রী বটে, কিন্তু প্রার্থনীয় নহে; অথচ ঠাকুরগোষ্ঠী অনেক বিষয়েই আমাদের এই ভগ্ন সমাজের নেতা, সেই জন্য আমাদের অনুরোধ যে, তাঁহারা যে, এই প্রহেলিকা অভিনয়ে আর প্রশ্রয় প্রদান না করেন। নাটকাভিনয়ের এই শৈশবাবস্থায় এরূপ প্রবীণ ভঙ্গী সাজিবে না।

এদিকে বীরভদ্র প্রহেলিকার আমরা একটি গূঢ়ভাব দেখিতে পাইতেছি। আমরা এই বুঝিতেছি যে, রাক্ষস হস্ত হইতে রমণী মান রক্ষার্থ যে বীর প্রস্তুত, আর যে ভদ্র নিস্বার্থে পরোপকার করিতে পারে, হাসিতে হাসিতে শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে—সেই বীর, আর সেই ভদ্র একযোগ না হইলে, একাঙ্গ না হইলে কখনই দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংশ হয় না। এ প্রহেলিকার এরূপ অর্থ সঙ্গতি বড় মন্দ নহে, যদি উপস্থিত বিদ্বজ্জনগুলী সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে কলেজ রি-ইউনিয়ম এবৎসর একটি অচিন্তনীয় সৎকার্য্যই করিয়াছে।—

আমাদের দেশে ক্রমশই উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, নানা প্রকার সভা হইতেছে, নানা বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিত ও কথিত হইতেছে। দেশের কুসংস্কার, কুপ্রথা, ভ্রমাত্মক ধর্ম্ম প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া ভাল সংস্কার, ভাল প্রথা ও ভ্রম-শূন্য-ধর্ম্ম প্রণালীর সংগ্রহ হইতেছে। পুস্তকে সংবাদ পত্রে সভায় বক্তৃতায় কি না হইতেছে? এক জন বিদেশবাসী সহসা আসিয়া দেখিলে হঠাৎ মনে করিতে পারে, এদেশের ন্যায় উন্নতিশীল দেশ আর কোথাও নাই। কিন্তু যিনি এদেশে থাকিয়া ইহার উন্নতিস্রোত স্থির

নেত্র দৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই কেবল দেখিতে পান, যে, উন্নতিস্রোত কেবল শব্দময়, বর্ণময়, কাগজময়, কালীময়, লেখনিময়। স্রোতে কুটাটি পর্য্যন্ত উপরে ভাসিয়া যাইতে দেখা যায় না। উন্নতির দিকে জাতীয় স্রোত ধাবিত হইতেছে, কখন বেগে, কখন মন্দ গতিতে, কিন্তু কি লইয়া যাইতেছে, তাহা চর্ম্ম চক্ষের দৃষ্টিগোচর নহে। অথচ দিব্য চক্ষে দেখা যাইতেছে, স্রোত বহিতেছে।

আজি ১৮।১৯ বৎসর হইল বিধবা বিবাহের উৎসাহ তরঙ্গরূপে ধাবিত হইল। দেশে, প্রদেশে, নগরে, গ্রামে, ধনীমণ্ডলে, মধ্যবিতমণ্ডলে, দীনদুঃখীমণ্ডলে, পরিবারমণ্ডলে, পরিজনমণ্ডলে বিধবা বিবাহের কথা আন্দোলিত হইতে লাগিল। প্রাচীনেরা আশঙ্কিত হইতে লাগিলেন, নব্যেরা উৎসাহে তরঙ্গিত হইতে লাগিলেন, যুবতীরা আনন্দ-ভয়-বিহ্বলনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। পরিহাস-প্রিয় লোকেরা অমনি ছড়া বান্ধিলেন, শান্তিপুরে কাপড়ে গান বুনিতে লাগিল। কতক পরিহাসচ্ছলে, কতক লোকের বা আন্তরিক মনোভাব ব্যক্ত করিয়া "সুখে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" গীতও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বঙ্গবাসীর ধমনি নাচিয়া উঠিল। কেমন ক্রমশঃ উষ্ণ রক্তস্রোত শীতল হইতে লাগিল। প্রথমতঃ দুই চারিটী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইল, কিন্তু কৃতবিদ্যগণ যাঁহারা অন্তরে বিধবা বিবাহ পক্ষাবলম্বী তাহারা সাহস করিয়া অগ্রসর না হইয়া অপ্রকাশ্যভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নের পরিণাম লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সাহস করিয়া কেহই অগ্রসর হইলেন না। মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে ২।১টী বিবাহ কার্য্যে পরিণত হইল ও সেই অবধি শেষ হইয়া গেল। বিধবা বঙ্গাঙ্গনা হতাশ হইলেন। প্রজ্জ্বলিত হুতাশন ধূমাবশিষ্ট হইয়া গেল।

তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বহুবিবাহ নিবারণ জন্য যত্ন করিলেন, লোকে তখন আর তত উৎসাহিত হন নাই। কেহই আশা, ভরসা, ভয় ও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। কেহই অগ্রসর হইলেন না, সুতরাং অসম্পন্নতা হেতু কেহই হতাশ বা নিরুৎসাহ হইলেন না। তরঙ্গ যে উঠিল অমনি বিলীন হইয়া গেল। বঙ্গীয় সমাজ স্পর্শে কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না।

একজন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, ইহার প্রতি কারণ কি? আমরা এই মাত্র জানি বঙ্গবাসীর সাহস নাই। বঙ্গবাসীর অধ্যবসায় নাই। বঙ্গবাসী গোপনে বসিয়া মন্ত্রণা করিতে জানেন, পরামর্শ দিতে জানেন। উচিত মত কার্য্য করিতে জানেন না। যত উৎসাহ, যত সাহস, কাগজ আর মুখে। আজি ৪০ বৎসরের অধিক হইয়া গিয়াছে, এদেশে ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠান হইয়াছে। দেশে বিদেশে, ভারতবর্ষে, ইংলণ্ডে আমেরিকায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নাম প্রচারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আলোক প্রকাশ করিবার জন্য যাজকগণ যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন। তথায় গিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন, ও অনেককে ধর্ম্মে যাজন করিয়াছেন, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। এখানেও শুনিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বাহিরে অনেক; একে একে অনুসন্ধান করুন, অনেক গোলযোগ দৃষ্ট হইবে। সে দিবস বোম্বাইয়ের প্রার্থনা সমাজ কলিকাতায় উন্নতিশীল ব্রাহ্ম সমাজকে এক পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ দেশের ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী যে সকল পরিবার আছেন, তাঁহাদের একটী তালিকা করিয়া দিলে একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইবে; তাহাতে সকলের নাম থাকিবে। বঙ্গবাসী ব্রাহ্মগণের, অমনি সাহস উড়িয়া গেল। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, এখনও উপযুক্ত সময় হয় নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, যাঁহারা আজিও হিন্দুধর্ম্মের প্রকাশ্য অবলম্বন দেখাইয়া বেড়ান, তাঁহারাই বুঝি সমাজের ভয়ে ভীত হইয়া প্রকাশ্যে সমাজের অন্যথাচরণে সাহসী হয়েন না। তাঁহারাই প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করেন না যে, আমরা এ প্রথা মানি না, আমরা এই মতের বিরোধী। কিন্তু যে ব্রাহ্ম সমাজ দেশে বিদেশে হিন্দুসমাজ হইতে তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র দেখাইয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারাও যে আত্মপ্রকাশে এরূপ ভীরুতা দেখাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে।

সংবাদ।

বরদা রাজ্যে যুবরাজের অনুসঙ্গীগণ দেশীয় কুমারদিগের কারখানা দেখিয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

পুনার মিউনিসিপ্যালিটি যুবরাজের আগমন জন্য ৩০০ টাকা, অন্ধ, খঞ্জ, দীন, দুঃখীদিগকে দান করিয়াছেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন "ডাক্তার হাণ্টার ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহার গেজেটিয়ার (স্থানাভিধান) কৈ? আমাদিগের বিশ্বাস যে, তিনি নিজে ৬।৭ বৎসর ধরিয়া প্রথম শ্রেণীর জেলা কর্ম্মচারীর মাহিনা পাইয়া থাকেন। তাঁহার অধীনে আর চারি জন; তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিদর্শনের জন্য আবার একজন নিযুক্ত হইয়াছেন। কৈ এখন ও তো গেজেটীয়রের দেখা নাই। ইতি মধ্যে তিনি উড়িষ্যা, ওহাবি মুসলমান ও লর্ড মেয়োর জীবনী সম্বন্ধে তিন খানি পুস্তক বাহির করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই সকল পুস্তক লিখিবার জন্য কি টাকা দিয়া থাকেন? আমরা কর দিয়া থাকি, অতএব হণ্টার সাহেব যে টাকা লইলেন, তাহার আমরা কি প্রতিদান পাইলাম, জানিতে ইচ্ছা করি। রাজস্ব সম্বন্ধীয় সম্পাদক মহাশয় যদি উক্ত কারণে যে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার একটী হিসাব দান করেন তবে বড় ভাল হয়।"

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, সার নেভিল চেম্বরলেন সাহেব মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। ইনি একজন বাঙ্গালা বিভাগের সৈনিক কর্ম্মচারী। ১৮৩৯—৪২ অব্দ পর্য্যন্ত আফগানস্থানে যুদ্ধ করিয়াছেন, ১৮৪৮—৪৯ অব্দে পঞ্জাবে চিলনওয়ালা প্রভৃতি যুদ্ধে কার্য্য করিয়াছেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের সময় মুলতানে ৬২ ও ৬৯ সংখ্যক পদাতির অস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন ও গগাইরার বিদ্রোহীদিগের দমনে নিযুক্ত থাকিয়া, চারিদিবস অবরুদ্ধ হইতে হইয়াছিল।

বিজ্ঞান শিক্ষক ন্যাস সাহেব গতবারের বি এ পরীক্ষা সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরীক্ষক, নির্দ্দিষ্ট বিষয় অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন নির্ব্বাচন করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি এ বিষয়ে কোন স্থির নিয়ম নাই। পরীক্ষকগণ যে যেরূপ অভিলাষ করেন, তিনি সেইরূপ প্রশ্ন স্থির করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র প্রধান নামক এক ব্যক্তি টিহারান নগরে পারস্য রাজকুমারের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি জর্ম্মানী, রুসিয়া প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর পক্ষে ইহা বড় আনন্দের কথা।

মেজর হিদিয়ত আলি খাঁ বাহাদুর যুবরাজের অতিরিক্ত এডিকং নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রিটীশ কোয়ার্টালি নামক বিলাতি ত্রৈমাসিক সমালোচনে "হিন্দু রমণীগণ, তাহাদিগের উপস্থিত অবস্থা ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় অবস্থা" (Real and ideal) নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

ফরাসী ইঞ্জিনিয়র মস্যুর লেসেপ্স মিসরের খেদিবকে ২০০০০০০ পাউণ্ড দুই বৎসরের নিমিত্ত শতকরা ৯ পাউণ্ড সুদে তাহার সুয়েজ খালের লাভের অংশের নিমিত্ত কর্জ্জ দিবেন স্থির হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিরার লিখিয়াছেন যে, এ দেশীয় দুইটি ব্যক্তি বিলাতে গিয়া এক্ষণে অর্থাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছেন। মিরার এই দুই জনের নাম প্রকাশ করেন নাই। আমরা ভরসা করি, এই সংবাদ প্রাপ্তমাত্র যাঁহাদিগের আত্মীয়েরা বিলাতে গিয়াছেন, তাঁহারা সতর্ক হইয়া ইংলণ্ড হইতে আত্মীয় বর্গের সংবাদ লউন। আমাদের দেশীয়গণ ইংলণ্ডে গিয়া কষ্ট পান, ইহা আমাদিগের বড় লজ্জার কথা। আত্মীয়গণ সামর্থ্যহীনতা প্রকাশ করিলে স্বদেশবাসীগণ চাঁদা করিয়া অর্থ সাহায্য করুন।

পণ্ডিতবর মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ সাহেব ভাটপাড়া ও নদীয়ার টোল পরিদর্শন করিয়াছেন।

মার্গারী সাহেবের পিতা মেজর জেনেরল মার্গারী সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। পুত্রের হত্যা সংবাদে ইনি টাইম্‌স্ নামক সংবাদ পত্রে লিখিয়া সমস্ত ইংরাজ জাতিকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। পুত্রশোকই নাকি ইহার মৃত্যুর কারণ।

বিগত [illegible] বৃহস্পতিবার বেথুন সোসাইটী নামক সভায় [illegible] ফিয়ার সাহেব ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ভূমি সম্পত্তি বিষয়ক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন তাহার নিম্নে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা গেল।

বহু দিবস হইল আমি এই স্থানের একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি বর্ণন করিয়াছিলাম। তখন আমি নূতন এদেশে আসিয়াছি। নবাগত ব্যক্তির যেরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভব, আমি সেইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ম্যাস ও সার হেনেরি মেইন সাহেবগণ এ বিষয় ঠিক লিখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সহিত আর্য্য সভ্যতার যথার্থ সম্বন্ধ দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা এক্ষণে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ফরাসী মস্যুর লাভ লেজ প্রভৃতি অনেকেও সম্পত্তির আদিম তথ্য বিচার করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতগণ যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি আপনাদিগের সমাজ বন্ধন ও তৎসহ সম্পূর্ণ সংশ্রবিত ভূমি সম্পত্তির বিষয় বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

দুঃখের বিষয় যে, অদ্য আমার অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হইয়াছে, এজন্য আমি ভালরূপে আমার বিষয়গুলি সন্নিবেশ করিতে পারি নাই। তবে ইহাতে অনেক আলোচনার বিষয় আছে। অতএব সভ্যগণ ইহার দোষগুলি মার্জ্জনা করিবেন।

ভূমি, সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইল কিরূপে, এবিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, পরিবার বর্গের একত্র অবস্থানই ইহার মূল কারণ। একটি পল্লীগ্রাম আদৌ এইরূপ একত্রীভূত পরিবারের সমষ্টিমাত্র হয় ত সকলেই এক বংশসম্ভূত। কিন্তু সকলেই যে এক পদবীর তাহা বলা যায় না।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা কর্ত্তব্য, কিরূপে একটী শূন্য পড়া জমিতে কিরূপে প্রথম বসতি হয়। পড়া জমিতে নূতন বাসের কথা আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি। মনুসংহিতায় অনেক ব্যক্তি গ্রামের পত্তন দেখিয়াছেন, এরূপ বর্ণিত আছে। এখন পর্য্যন্ত উপনিবেশ সমূহের যে সমস্ত বিবরণ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়, তাহাতেও গ্রামে নূতন বাসের কথা বর্ণিত থাকে। তবে এক্ষণকার বাস পত্তনের সহিত পূর্ব্বকার বাস পত্তনের যে, কোন বিশেষ প্রভেদ, পরিদৃষ্ট হয় না

বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত ও মুন্সী ফাইজুল্লা খাঁ চট্টগ্রাম পাহাড় প্রদেশ সকলে দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষের ছুটীর সময় কিম্বা যতদিন না অন্য কোন হুকুম হয়, বাবু মন্মথকুমার বসু ২৪ পরগণার, বসিরহাটের সবডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

পাচস্থার ডেঃ মাঃ বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় মানভূমে বদলী হইলেন।

বাবু দুর্গাচরণ লাহা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

পশ্চিম বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় দুইমাস ছুটী পাইয়াছেন। হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক ইঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু দীননাথ সেন হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে একটিং নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

গঙ্গাধারের রাস্তা সোজা করিবার নিমিত্ত নিমতলার শবদাহের ঘাট সরাইয়া নূতন শবদাহের ঘাট নির্ম্মিত হইবে।

বাবু মনেন্দ্র নাথ মিত্রের অনুপস্থিতির সময় বাবু যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় পাবনার মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের অতিরিক্ত মুঃ বাবু ব্রজবিহারী সোম ঘাটালের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী ও ঘাটালের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

গত কলিকাতা গেজেট পাঠে জানা গেল, ডবলিউ কে ওয়ালার ও জে, বি, নাইট সাহেবদ্বয় কলিকাতা জষ্টিশ অফ দি পিশের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর লক্ষ্মী দিন দিন দূরবর্ত্তী হন কেন? মাতাল, দাঁতাল, শিঙ্গেল নহে, শুদ্ধ রোমশ চতুষ্পদকে এত ভয়?

সিবিল সার্ভ্যাণ্ট বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করাতে ২০০০ টাকা পারিতোষিক পাইয়াছেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ তিন মাসে বাঙ্গালা ভাষার ৯০ খানি পুস্তক ৭৭ খানি পুস্তিকা ও ৫৫ খানি সাময়িক পত্রিকা; ইংরাজী ভাষার ১২ খানি পুস্তক ৯ খানি পুস্তিকা ও ৩৩ খানি সাময়িক পত্রিকা, হিন্দিভাষার ৩ খানি পুস্তক ও ৪ খানি পুস্তিকা, পারস্য ভাষার ১ খানি পুস্তিকা, সংস্কৃত ভাষার ১২ খানি পুস্তক, ২ খানি পুস্তিকা ও ৪ খানি সাময়িক পত্রিকা, উর্দ্দু ভাষার ১ খানি পুস্তক ও ২ খানি পুস্তিকা বাঙ্গালা-ইংরাজী ভাষার ১ খানি পুস্তক ও ৪ খানি পুস্তিকা বাঙ্গালা-সংস্কৃত ভাষার ১৬ খানি পুস্তক, ও ৬ খানি সাময়িক পত্রিকা, ইংরাজী—সংস্কৃত ভাষার ১ খানি পুস্তক ও ১ খানি পুস্তিকা হিন্দি—সংস্কৃত ভাষার ১ খানি পুস্তক ও ১ খানি পুস্তিকা এবং বাঙ্গালা—ইংরাজী—সংস্কৃত ভাষার ১ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকা গুলি পাইয়াছি; শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসের চিকিৎসা দর্পণ একত্র বাঁধা; কার্ত্তিকের বঙ্গদর্শন ও আর্য্যদর্শন; অগ্রহায়ণের অনুবীক্ষণ ও বান্ধব; অভিনব মাসিক আখ্যায়িকা একাকিনী ১ ম খণ্ড ১ ম সংখ্যা।

বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত জেলা বাখরগঞ্জ মহকুমা পাটুয়াখালীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ঢাকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় মুন্সিগঞ্জ মহকুমার ভার পাইলেন।

বর্দ্ধমান কমিসনরের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদে পাকা হইলেন।

সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ক্লিমেণ্টসন সাহেবের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আরও তিন মাস ছুটী মঞ্জুর করিলেন। সেক্রেটারী অব ষ্টেট কেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কি করিলেন? তবে বুঝি আপিসে মঞ্জুর?

বাঘেরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মালদহে বদলী হইলেন।

কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ হাবড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু সর্ব্বানন্দ দাস, বি, এল, জেলা ত্রিপুরার আমীরগাঁর মুন্সেফ হইলেন।

বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া জেলা রঙ্গপুরে বদরগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু মতিলাল হালদার বি, এল, জেলা রঙ্গপুরের ভোটমাড়ীর মুন্সেফের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

হাইকোর্ট সারকুলার জারি করিয়াছেন যে, মোকদ্দমার নথী সকল যে আদালতের মোকদ্দমা সেই আদালতে কিম্বা সেই জেলার উপর আদালতে রক্ষিত হইবে। এবং উপর আদালতের বিচারকগণের আদেশ ব্যতীত কিম্বা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আইনের ১৩৮ ধারার অভিপ্রায়ের বিপক্ষে, এই নথী সকল আদালতের কর্ম্মচারীর হস্তান্তরিত হইবে না। আদালতের নথী সকল অন্যান্য কর্ম্মচারীর সমীপে প্রেরণ করা অন্যায়, ইহাতে বিস্তর অসুবিধা ঘটে, অতএব ভবিষ্যতে যদি কোন কর্ম্মচারী এই সকল নথীর বিষয় জানিতে চাহেন, সেই সকল কাগজের নকল লইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। হাইকোর্টের আদেশ যে দেওয়ানী বিচারকগণ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আইনের ১৩৮ ধারার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, অনেক স্থলে ইহার অন্যথাচরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

হাইড সাহেব ছুটি লওয়াতে আলজ্ঞ মনী সাহেব বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর হইলেন।

ই, সি, জর্জ সাহেব কলিকাতার পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন।

১লা মার্চ্চ হুগলী, ঢাকা, পাটনা ও কটকে সার্ভেয়িং বিদ্যালয় খুলিবার গেজেট হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ক্যাম্বেল সাহেবের সমুদায় প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। প্রভেদের মধ্যে ক্যাম্বেল সাহেব এক স্থলে সমুদায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, টেম্পল সাহেব নিজের কলমবাজীতে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া, প্রজাগণের ধাতু ও মানসিক ভাবের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রস্তাবগুলি মিঠাকড়া সাজাইয়া প্রকাশ করিতেছেন এবং পূর্ব্বে যে সকল ব্যয়সাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সকল বিভিন্নরূপে সাধন করিবার নিমিত্ত অধিক ব্যয়ে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। দুঃখের বিষয় ক্যাম্বেল সাহেবকে লোকে চিনে নাই, টেম্পল সাহেবকেও চিনিল না। আর চিনিলেই বা কি হইবে।

মফস্বল।

ঢাকা।

শ্রীযুক্ত রাজা কালী নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের ফুলবাড়িয়ার প্রজাগণ গত সন বিদ্রোহী হইয়াছিল। এবার তিনি স্বয়ং ফুলবাড়িয়া যাইয়া প্রজাদের প্রতি এমনি মধুর ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, যে, উহারা লজ্জিত ভাবে পূর্ব্বাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে এবং রাজা বাহাদুরের স্নেহ, দয়া, বাৎসল্যাদি বর্ণন করিয়া অকপট হৃদয়ে অভিনন্দন পত্রও প্রদান করিয়াছে। জমিদারের প্রতি প্রজার এইরূপ অনুরাগ, আর প্রজার প্রতি জমিদারের এইরূপ বাৎসল্য ভাব, উভয়ই শ্রোতার হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করে।

২৮ শে পৌষ রাজেন্দ্র বাবু ফুলবাড়িয়া স্কুল পরিদর্শন করিয়া আগামী সন প্রথম শ্রেণীতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে রৌপ্য মেডেল ও এক খানা অমৃতবাজার পত্রিকা রাখিবার জন্য বার্ষিক ১০্ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ঐ স্কুলে পূর্ব্ব হইতেই রাজেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার দানশীলা ভগিনী শ্রীযুক্তা কৃপাময়ী দেব্যা ৬০্ টাকা বার্ষিক সাহায্য করেন। আবার স্থানীয় লোকের প্রার্থনানুসারে রাজা বাহাদুর উক্ত স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য এককালীন ৬০্ টাকা আর বার্ষিক দান ২৪্ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

২ রা মাঘ রাজেন্দ্র বাবু চাঁদার স্কুল দেখিয়া তথায়ও বার্ষিক ৩০্ টাকা এবং পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে রৌপ্য মেডেল পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ধামরাই ও রুহিতপুর স্কুলে রাজা বাহাদুর ৫০ টাকা করিয়া এককালীন ১০০্ টাকা দিয়াছেন।

শুনিলাম রাজাবাহাদুর নাকি ফুলবাড়িয়া ও রুহিতপুর অবস্থান কালে দুঃখী কাঙ্গালী ফকির বৈষ্ণব আর ব্রাহ্মণদিগকে উপযুক্ত বিদায় ও আহার দিয়াছেন। প্রজাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিতান্ত দীন দুঃখী তাহাদিগকে নিষ্কর জমি ভোগ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

সাধারণের জলকষ্ট নিবারণার্থে যাদুর চরে একটি পুষ্করিণী খননের জন্য ফুলবাড়িয়ার ম্যানেজারের প্রতি অনুমতি করিয়াছেন।

প্রজাদের লাঠি খেলার পারদর্শিতা দেখিয়া কাহাকেও নগদ ৫্ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার, কাহাকেও বাড়ির জমা মিনাহ, কাহাকেও ২ পাখি জিরাত জমি নিষ্কর, কাহাকেও ১২ পাখি হইতে ১ খাদা পর্য্যন্ত জমি নিরূপিত জমার অর্দ্ধেক জমা ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। ছোট লোকদিগের মধ্যে লাঠি খেলা অতি উত্তম ব্যায়াম; ইহাতে শরীর সবল হয়, হৃদয় সতেজ হয় এবং মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। আমাদের বিবেচনায় এই খেলায় প্রজাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা রাজা বাহাদুরের অতি সূক্ষ্মদর্শিতার কার্য্য হইয়াছে।

এই জয়দেবপুর গ্রাম খানা অনেক দিন যাবৎই যাত্রায় আর নাটকে ভাসিয়া ফিরিতেছে। গত ১১ই মাঘ এখানে বীর-বালা নাটক অভিনীত হইয়াছে। এই অভিনয়ের অঙ্গ বিশেষের কৃত্রিম সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কুসুমায়ুধা বীরবালার হৃদয়ে পুরুবিক্রম, পলাশির যুদ্ধ, পদ্মিনী উপাখ্যান প্রভৃতি হইতে আহরিত বীরবাক্যাবলী শোভা পায় কি না, জানিনা,—তবে এই মাত্র বলিতে পারি, অভিনেতৃগণ বীরবালাকে ভিক্ষা ব্যবসায়িনী করিয়া তাঁহার জনকের অপমান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নবাব খাজে আবদুল গণি সি, এস, আই, মহোদয়ের রুস্তমপুরের তহসিলদারটি এমন ভদ্র প্রকৃতির লোক, যে, কোন ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইলে যাহাতে উচিত মূল্য দিয়াও খাদ্য দ্রব্যাদি খরিদ করিতে না পারেন, তিনি প্রজাদিগকে তদনুরূপ ইঙ্গিত করিতে নিতান্ত অপটু নহেন। আমরা ভরসা করি নবাব সাহেব এই দিকে একবার দৃক্‌পাত করিবেন। মধ্যে মধ্যে রাজা বাহাদুরের কোন কোন তহসিলদারেরও অনেক কথা আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু শাসন নাই কেন বুঝিতে পারি না।

টঙ্গির লৌহ সেতুর সরঞ্জাম বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে শীঘ্রই কার্য্যারম্ভ হইবে।

বৈদ্যবাটী।

বিগত ৩০শে পৌষ বৈদ্যবাটীস্থ শ্রীযুক্ত বাবু শশিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা প্রাতে রন্ধনশালাতে ক্রীড়া করিতেছিল। এমত সময়ে হঠাৎ তাহার কাপড় ধরিয়া উঠে। কন্যার মাতা সেখানে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন কন্যার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু কন্যাকে প্রায় রক্ষা করিয়া দেখেন, যে তাঁহার মাতার চুল ও কাপড় ধরিয়া গিয়াছে; তখন তাহার পুত্রের নাম করিয়া ডাকাতে, নিকটস্থ কয়েক ব্যক্তি আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করে। মাথা আর মুখ ছাড়া সমস্ত দেহ পুড়িয়া গিয়াছিল ও ক্রমে উহাতে ঘা হইয়া অদ্য ১৫ ই মাঘ বেলা দশটার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বীরভূম।

জেলা বীরভূমের সন্নিকট হাপিনা গ্রামে শ্রীযুক্ত তারকনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে একটি চুরি হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম দস্যুগণ তাহার শাল ও বনাত ইত্যাদিতে প্রায় ২০০্ টাকার দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াছে। পোলিসের তদন্তে কিছুই হয় নাই।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী আউগ্রাম অবধি রামপুরহাট পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক একটি সুদীর্ঘ রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। তদ্দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইবে। যাঁহাদের জমিদারীর মধ্য দিয়া রাস্তা পড়িয়াছে, তাঁহারা তাহার মূল্য প্রাপ্তি জন্য শ্রীযুক্ত সাহেব মহাশয়কে জানাইয়াছেন। তিনি হুকুম দিয়াছেন যে, এই রাস্তার জন্য ভূমি সরকার বাহাদুরকে সাহায্য করিতে হইবে। জমিদারগণ তাহাতে অসম্মত হইয়া উপায়ান্তর চেষ্টা করিতেছেন।

এতদ্দেশে এবার ইক্ষু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়াছে। গোবরা, হাবাসপুর, রামপুর, মধুপুর, শ্যামপুর, বামবাটি প্রভৃতি স্থানে এবার রবিশস্য উত্তম হইয়াছে। কিন্তু জলের আবশ্যক।

জৌয়ানপুর।

২৫ জানুয়ারি ১৮৭৬—অদ্য এখানে এমন প্রবল পশ্চিমাবায়ু বহিতেছে যে, তাহা শস্যাদির পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর। এখন ক্ষেত্রে যব, গোম, অরহর, ছোলা, মটর, মসুরী, প্রভৃতি রবিশস্য অপক্কাবস্থায় আছে। যব, গোম, গর্ভে শস্য ধারণ করিয়া আছে; অরহর, ছোলা, মটর, মসূরী, তিসী পুষ্প-মুখী; এ দারুণ প্রখর বাত এই সকল শস্যের অবশ্যই হানি হইতেছে। কৃষকগণের

মনের আহ্লাদ ঐ বায়ুর সঙ্গে উড়িয়া যাইতেছে। তাহারা গণনা করিতেছে, প্রায় চতুর্থাংশ শস্য এই বায়ুতে বিনষ্ট হইবে।

অদ্য এখান হইতে অনতিদূর সরাইখাঞ্জা নামক একটি স্থানে জনৈক ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া জীবন হারাইয়াছে। চতুর পুলিস কর্ম্মচারীরা তাহার জলমগ্নের কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা না দিয়া বসেন। একেত মৃত ব্যক্তির মাতা পিতা মৃতবৎ হইয়া আছে, তাহাদের উপর কোন অন্যায় উপদ্রব না করেন, তাহা হইলেই ভাল।

২৬শে। বায়ু গত কল্যের মত সঞ্চালিত হইতেছে। অদ্য অমবস্যা। প্রয়াগে গঙ্গাস্নানের বড় ঘটা। এখানেও গোমতী নদীতে কাঁপিতে কাঁপিতে অনেক লোক প্রাতঃস্নান করিতেছে।

২৭শে। অদ্য বায়ু কিছু শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। শুভাগীয়া ধোপানী।—রাসনওল মহল্লার ছোটকু ধোপার স্ত্রী, শুভাগীয়া একদিন স্বপ্নে দেখিল যে, তাহাদের বাটির দক্ষিণ দিকস্থ ক্ষেত্রে ৭ হাণ্ডা সুবর্ণ পুতা আছে। স্বামীর কর্ণে শুভ সংবাদটি শুনাইল। পরে আপন মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল; তাহার স্বামী ও আর আর লোক জানিল শুভাগীয়ার মস্তকে কোন দৈত্য কি দেবতা বসিয়া থাকিবেন। অনেকে হস্ত যোড় করিয়া নানা প্রকার স্তব করিয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিল। হুঁ—হুঁ—এই প্রকার রবে শুভাগীয়া প্রত্যুত্তর দিল। আর কহিল আমরা পাঁচ ভগিনী একজন ব্রাহ্মণের গৃহে, একজন ক্ষত্রিয়ের, একজন আহিরের, একজন মোল্লার গৃহে আর একজন রজকালয়ে অবস্থিতি করিব, পরে দিবা দুই প্রহরের সময় একটী প্রদীপ জ্বালিয়া ও কিছু ফুলমালা লইয়া উপর উক্ত ক্ষেত্রের একস্থানে বসিয়া পূজা করিতে লাগিল। পাড়া প্রতিবাসী লোক তাহা দেখিল, তৎপর দিবস স্বপ্ন কথা প্রচার হইল। চৌকিদার আসিয়া ধোপাকে কহিল "তোমার স্ত্রী স্বর্ণমুদ্রা পূরিত হাণ্ডা পাইয়াছে, তাহা কই? কোথায় রাখিয়াছ? সে সম্পত্তিতে সরকারের অধিকার, তোমার অধিকার নাই।" ধোপা কহিল "স্বপ্নের কথা শুনিয়াছি মাত্র। স্বপ্নেও স্বর্ণ মুদ্রা স্বচক্ষে দেখি নাই। তুমি বরং আমার ঘর দেখিয়া যাও।" সে একবার উকি ঝুকি মারিয়া দেখিল, কেবল কাপড়ের গাদা আর গর্দ্দভ; আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

স্ত্রীলোকটী আপন স্বামীর নিকট পূজনীয়া হইবার জন্য ও স্বামীকে বশীভূত করিবে মনে করিয়াছিল করিয়াছিল। অনুসন্ধান দ্বারায় তাহার চরিত্রের পরিচয় পাইলাম। তিনি সতীলক্ষ্মী পতিব্রতা,—এই বর্ত্তমান ধোপানী তাঁহার সপ্তম স্বামী।

২৮শে। প্রত্যাগত যাত্রী প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, গত বুধবার অমাবস্যার দিন প্রয়াগধামে বেণীঘাটের উপর কতিপয় কল্পবাসের আবাস (খড়ো ঘর) অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তৎসঙ্গে কতকগুলি মনুষ্য ও ঘোড়া গরু ইত্যাদি জন্তুও পুড়িয়া মরিয়াছে।

প্রয়াগ।

মিস্ মেরি কার্পেণ্টার এখানে কয়েক দিবসাবধি অবস্থিতি করিতেছেন; এখানকার জজ শ্রীযুক্ত লসিংটন সাহেবের বাটীতে আছেন। এখানকার ব্রাহ্মগণের বাটীতে নিজে যাইয়া তাঁহাদের অন্তঃপুরের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া ও ব্রাহ্মিকাদের সহিত কথোপকথনে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়াছেন। তিনি আগামী কল্য শনিবার সন্ধ্যার সময় সেণ্টপিটারস কলেজে ইংরাজিতে "দেশীয় সভার উদ্দেশ্য কি" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শারদা চরণ ভট্টাচার্য্য ঐ কালেজে গত বুধবার "বঙ্গসমাজের অবস্থার" উপর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে ইনি যে একজন সদ্বক্তা তাহা বেশ বোধ হইল। শুনিলাম ইনি সিমলা পাহাড়ের সনাতন ধর্ম্ম সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। লোক প্রায় ২।৪ শত উপস্থিত ছিল। প্রায় সমস্তই বাঙ্গালি; ঐ বক্তৃতা বাঙ্গালাতে হইয়াছিল।

কলিকাতার কোন কোন দৈনিকপত্রে দেখিলাম যে, এলাহাবাদের হাইকোর্টের ওকালতি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার নিমিত্ত এত ভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন জাতি উপস্থিত হয়, যে তাহা বলা যায় না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসী ও আর এক জন না হিন্দু, না মুসলমান; ইনি পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ মেল্‌বিল সাহেব, ওরফে সেখ মামুদ; তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার পরিচয় পাইয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলাম, তাঁহার শুভ্র কান্তি মলিন ও বাক্য বিরহিত বিরস মুখ।

এখানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে স্নানের মহা মেলা গত বুধবার দিবসে হইয়া গিয়াছে। সেই দিন অর্দ্ধ কুম্ভ যোগ ছিল। আর যাত্রী এত অধিক যে, বোধহয় এক লক্ষ লোক গঙ্গার চড়াতে ও জলেতে স্নানের সময় উপস্থিত হইয়াছিল। এ মেলা শুনিলাম প্রতি বৎসর মাঘ মাসে হইয়া থাকে, কিন্তু এবৎসর কিছু সমারোহ। ইহার ছয় বৎসর পূর্ব্বে ঐ রূপ যোগ হইয়াছিল। ঐ চড়ায় শান্তি রক্ষার নিমিত্ত পুলিস ও এখানকার খোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেব, জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা উপস্থিত, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহাদের সম্মুখে একটি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে। বেলা প্রায় ১১ টার সময় কল্পবাসীদিগের ঘরে আগুন লাগিয়া আন্দাজ ৫।৬০ জন মানুষ মরিয়াছে (যাঁহারা এই সমস্ত মাঘ মাস ঐ চড়ায় বাস করিবেন তাঁহাদিগকে কল্পবাসী কহে) এখানকার প্রসিদ্ধ পাইওনিয়র পত্র ক্রমক্রমে ২৩ জন মাত্র মরিয়াছে বলিয়া রটনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম ও সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ৫০।৬০ জন মনুষ্য আর ৩।৪ টা ঘোড়া ২।১ টা বয়েল ঐ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে ও মরিয়াছে। এত অধিক লোক মরার কারণ তখন ভয়ানক হাওয়া বহিতেছিল ও তাহাতে গঙ্গার তাবৎ বালি উড়িয়া একেবারে রাত্রির ন্যায় হইয়াগেল। এমন কি ৪ হাত দূরের লোক ও ভাল দেখা যায় নাই ও হতভাগ্য লোকেরা কোথায় কোন্ দিকে আগুন লাগিয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া বা দৌড়িয়া গিয়া পুড়িয়া মরিল। এই অগ্নিকাণ্ডে বিস্তর টাকা,—দ্রব্যাদিতে ও নগদে—নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তখনই সাহেবদের উদ্যোগে দুইটা ফায়ার বিড গেড ও দমকল দ্বারা সমস্ত অগ্নি নিবাইয়া ফেলা হইয়াছিল। ঘর সমস্তই চড়ার কাঠির, সেই কারণ অত শীঘ্র একেবারে ৩।৪ শত ঘর জ্বলিয়া গেল। ইতিমধ্যে আর একটা ভয়ানক ক্লেশজনক ব্যাপার ঘটিয়াছে। এখানকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সময় সমস্ত হালুকরদিগকে অগ্নি নিবাতে বলেন, কিন্তু তাহারা বিলম্ব করিয়াছে বলিয়া সকলকে সেই খানেই ১০।১০ বেত্র লাগাইয়া দিলেন।

স্থানীয়।

ইংরাজী ১৮২৯ মতাবেক বাঙ্গালা ১২৩৬ শালে হুগলির জন স্মিথ সাহেবের যত্নে ও উদ্যোগে স্থানীয় জমিদার, উকীল, মোক্তার ও আমলাগণের সহায়তায় এখানে একটি পরিপাটি ঘাট প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ ঘাট গঙ্গা নদীর মোড়ের উপর অতি রম্য ও দূরদৃশ্যমান স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। ভান্ডার সাধারণ হিতৈষী সুপ্রসিদ্ধ জমীদার মৃত বাবু ছকুরাম সিংহ মহাশয়ের বিশেষ বদান্যতা বলে ঐ ঘাটের উপরিভাগে একটি সুন্দর চান্দনি ঐ সালেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ঘাট ও চান্দনি এক্ষণে সরকারি ব্যয়ে মেরামত হতেছে, কিন্তু ঐই চান্দনিতে যে দুইটি আলোক রাত্রিকালে স্মিথ সাহেবের অমল অবধ দেওয়া হইতেছিল, তাহা সম্প্রতি কৌশল ক্রমে বন্ধ করা হইয়াছে। ঐ আলোকদ্বয়ের ব্যয় কারণ হুগ্রি বাবুর প্রদত্ত টাকায় কাছারীর দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল, এবং প্রথমতঃ তাহার ২৪৲ টাকা বাৎসরিক জমা অবধারিত ছিল। ঐ জমার কটা হইতে ঘাটে দুইটি আলোক নিত্য জ্বালিত হইত; তাহাতে সর্ব্বসাধারণের বিলক্ষণ উপকার হইতে ছিল। এক্ষণে ঐ পুষ্করিণীর জমা ৩৬৲ টাকা স্থির আছে, এবং তাহা অত্রস্থ মিউনিসিপালিটির গ্রাসভুক্ত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল মিউনিসিপালিটি সহরে আলোক দিবার বন্দোবস্ত করিয়া স্থানে স্থানে কতকগুলি লৌহ খুটি পুতিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ঐরূপ একটী খুটি হুগলীর চান্দনি ঘাটের সম্মুখে তৎকালে স্থাপিত করা হয়। ঐ খুটিতে আলোক থাকিলে আর আলোকের অপ্রয়োজনতা বিবেচনায় পূর্ব্বকার দুইটী আলোক দেওয়া স্থগিত হইয়া যায়। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সমস্ত সহরের আলোকের বন্দবস্ত সম্বন্ধে বিশৃঙ্খলতা হওয়ায় মিউনিসিপালিটি ঐরূপ ঘাটের সম্মুখে আলোক দেওয়াও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ পূর্ব্বাপর যে দুইটী আলোক ঘাটে দেওয়া হইত, তাহা এক্ষণে চিরকালের জন্য বন্দ থাকিবার কারণ কি? তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। প্রকৃতার্থ সহরের সমুদায় আলোকের সহিত এই দুইটি বিশেষ আলোকের কোন সংশ্রব নাই, ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ইহার কারণ বাৎসরিক ৩৬৲টাকা আয় রহিয়াছে। কেবল খুঁটীর আলোক থাকায় চাঁদনী ঘাটের ভূতপূর্ব্ব আলোকের অনাবশ্যকতা বিবেচনায় তাহা স্থগিত করা হইয়াছিল মাত্র সুতরাং খুঁটির আলোক যখন দেওয়া হইতেছে না, তখন সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ ঐ পুষ্করিণীর আয় হইতে ঐ দুইটি আলোক পুনঃস্থাপিত করা নিতান্ত সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। আমরা বিবেচনা করি যে, কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয় বিস্মরণ হইয়া গিয়াছেন। সেই জন্য এই সমস্ত কথা তাহাদিগের স্মৃতি পথে নিক্ষিপ্ত করিলাম, ভরসা করি অত্রস্থ মিউনিসিপাল কমিসনরগণ ত্বরায় এই ক্ষুদ্র বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হইয়া সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইবেন।

টেণ্ডরের বিজ্ঞাপন।

১। ১৮৭৬ সালের ১লা এপ্রেল হইতে ১৮৭৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত স্মল্ আর্ম্‌স্ আমুনিশন ফ্যাক্টরিতে খুচরা জিনিস প্রভৃতি (Petty stores &c.) সরবরাহ করিবার জন্য কণ্ট্রাক্টর লেফাফা বন্দ টেণ্ডর দমদমার স্মল্ আর্ম্‌স্ আমুনিশন ফ্যাক্টরির ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব (Superintendent in charge of Small Arms Amunition Factory, DumDum.) আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন।

২। যে সকল জিনিস সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডর তলব করা যাইতেছে, সেই সকল জিনিসের (সরকারি কার্য্যের প্রয়োজন মত কিছু কমই হউক, আর বেশীই হউক) তালিকা এবং চুক্তি পত্রের ফারম (Form of Contract Deed) রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত আর সকল দিন স্মল্ আর্ম্‌স্ আমুনিশন ফ্যাক্টরির আফিশে দরখাস্তকারীদিগকে দেখিতে দেওয়া যাইবে।

৩। টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে, যে ব্যক্তি টেণ্ডর দিয়াছে, তাহাকে চুক্তি পত্রে সই মোহর করিয়া দিতে হইবে। ষ্টাম্প কাগজের দাম [এক টাকা] কণ্ট্রাক্টরকে দিতে হইবে।

৪। টেণ্ডরের কাগজ ডুপ্লিকেট অর্থাৎ দুকেতা থাকিবে ও ইংরাজিতে লিখিত হইবে। প্রত্যেক প্রকারের জিনিস যে যে দরে ডেলিবরি দেওয়া হইবে, তাহা অঙ্কপাত করিয়া এবং আঁখরতাড়ায় টেণ্ডর পত্রে স্পষ্ট রূপে লিখিয়া দিতে হইবে।

৫। কেবল ছাপার ফারমের কাগজে টেণ্ডর লওয়া যাইবে। এই আপিশে দরখাস্ত করিলে দুই টাকা দামে দুই খানা ফারম পাওয়া যায়।

৬। সর্ব্বাপেক্ষা কম দর হইলেই যে টেণ্ডর গ্রাহ্য হইবে, এমন নহে। এবং কোন টেণ্ডর কি কারণে অগ্রাহ্য হইল তাহা বলা যাইবে না।

৭। শ্রীযুক্ত ইন্‌স্পেক্টর জেনেরাল অব্ অর্ডনান্স সাহেবই (Inspector General of Ordnance) কোন টেণ্ডর মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করিতে পারেন; সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর বা যে কোন টেণ্ডর কোন কারণ না দর্শাইয়া অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে। এবং কোন টেণ্ডর মধ্যে কোন একটী জিনিসের স্পষ্টতঃ অতিরিক্ত দর থাকিলে তিনি তাহা না মঞ্জুর করিতে পারেন।

৮। টেণ্ডরের সঙ্গে সঙ্গে হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ বা নোট আমানত করিতে হইবে। চুক্তি পত্রের লেখা পড়া হইলে এ আমানতি টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

৯। শ্রীযুক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৭৬ ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্মল্ আর্ম্‌স্ আমুনিশন ফ্যাক্টরি আফিসে, বেলা দুই প্রহরের সময় টেণ্ডর সকল খোলা হইবে।

১০। টেণ্ডর প্রেরণকারীগণকে ঐ দিন হাজির থাকিতে বলা যাইতেছে।

Small Arms Amunition Factory Office.
DumDum 11th January. 1876

A. Walker
Major R. A.
Superintendent
Small Arms Amunition Factory.

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ।৷০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... ৩৲
ডাকমাশুল ... ।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০
ডাকমাশুল ... ৵০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা ।০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্, এ.
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

RIJU BRITTI
OR A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।
অর্থাৎ
প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের
অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত, কৃদন্ত, প্রত্যয় এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজি অনুবাদ সম্বলিত

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলে ই সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
গে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

It displays great erudition.
Monier Williams.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট্ ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ... ৩৲০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ... ৩৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ... ২৲ মাসিক ... ৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৵০
ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

১ম ভাগ। চুঁচুড়া—২রা ফাল্গুন। রবিবার সন ১২৮২ সাল। ইং ১৩ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। ১৬ সংখ্যা।

আমাদের বিজ্ঞাপন।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও অদ্য হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ—আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব।

ছোট নাগপুরের ভূস্বামিগণ অনেকেই ঋণভারগ্রস্ত হইয়াছেন; এখনও ঋণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এদিকে তাঁহাদিগের ভূসম্পত্তি ঋণদায়ে বিক্রীত হইলে, গ্রাম্যপ্রজামণ্ডলীর ও চৌকিদার প্রভৃতির স্বত্ব লইয়া মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হয়। যে প্রদেশে ঘাটোয়ালি বা পাটোয়ারি বা চাকরান ভূমি অধিক পরিমাণে আছে, সে দেশে ভূসম্পত্তি পুরুষানুক্রমে একবংশে থাকিলেই প্রজার সুবিধা, নতুবা নিত্য নূতন ভূস্বামী হইলে প্রায় অত্যাচারই হইয়া থাকে। ইহাতে ক্রেতা ভূস্বামীরও অসুবিধা আছে—তিনি জমীদারীতে নামমাত্র দখল পান; কাগজ পত্র কিছুই পান না। জরীপ জমাবন্দী করিতে গেলে অনর্থক বিপুল অর্থব্যয় ব্যসন হইয়া পড়ে। এরূপ ভূসম্পত্তি পুরুষানুক্রমে এক সংসারে থাকিলেই সুবিধা।

ছোট নাগপুরের ভূসম্পত্তি যাহাতে খাজানার দায় ব্যতীত অন্য কোন দায়ে বিক্রীত না হয়, এই অভিপ্রায়ে, গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভায় একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি অর্পণ করিয়াছেন; ফেব্রুয়ারি মাস মধ্যে কমিটি সেই সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। এরূপ করিয়া জমিদারগণের সম্পত্তি রক্ষা করা সরকার বাহাদুরের নূতন নহে। আজি পাঁচ বৎসর হইল অযোধ্যার তালুকদারগণকে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ একটি বিধান করা হইয়াছে। একবারকার পাণ্ডুলিপি সেই আইনের প্রতিলিপি বলিলেও চলে।

কোন জমীদার, বা কোন জমীদারের অলি অসি, বা কোন জমীদারী ক্রোককারী কোন ডেপুটী কমিশনর—কমিশনরের কাছে আবেদন করিলে, কমিশনর সাহেব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অনুমতি লইয়া জমীদারী রক্ষা ও তত্ত্বাবধান জন্য এক জন মানেজর নিযুক্ত করিবেন। কোন সম্পত্তির এইরূপে মানেজর নিযুক্ত হইলে সেই সম্পত্তি সম্বন্ধে আদালতের সমস্ত কার্য্য স্থগিত থাকিবে; আর সেই সম্পত্তির অধিকারীর জাত ও জায়দাদ ক্রোক হইবে না। এদিকে জমিদার আপনার কোন স্থাবর সম্পত্তি কোনরূপে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। মানেজর ভূস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া দাখিলা দিয়া কর সংগ্রহ করিবেন। আদায় হইলে প্রথমে

ভূমির কর প্রদান করিয়া পরে জমীদার ও তাঁহার পরিবাররর্গের মাসহরা দিবেন, তাহার পর কর্ম্মচারীদিগের বেতন লইয়া বাকি, টাকা ঋণ পরিশোধার্থ ব্যবহার করিবেন।

ঋণের পরিমাণ কি রূপে জানা যাইবে তাহারও বিধান আছে। জমীদারীর সকল কাছারীতে এবং অন্যান্য স্থানে মানেজর নোটিস্ দিবেন, "যে কেহ পাওনদার আছে, তিন মাস মধ্যে দলিল দস্তাবেজ সাক্ষ্য সমেত তাঁহার নিকট রীতি মত আরজি দাখিল করে।" তাহার পর ৫৯ সালের ৮ আইনের মত সমস্ত কার্য্য হইবে। মানেজরের রায়ের বিরুদ্ধে ৬ সপ্তাহের মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের কাছে আপীল হইবে। তাঁহার হুকুমের বিরুদ্ধে ৬ সপ্তাহ মধ্যে কমিশনরের কাছে আপীল হইবে। আপীল না হইলে চূড়ান্ত হইল। অর্থাৎ আর দেওয়ানি আদালত কিছু করিতে পারিবেন না। যদি কোন পাওনাদার তিন মাস মধ্যে উপস্থিত হইতে না পারেন, তবে বিশেষ কারণ দর্শাইয়া সেই তিন মাসের পর আর নয় মাস মধ্যে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই রূপে ঋণের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইলে, মানেজর কমিশনরের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্রমে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিবেন। তাহার পর প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণকে পুনঃস্থাপিত করিবেন। খাজানা আদির জন্য যদি সেই সম্পত্তিতে ক্রোক থাকে তবে সেই ক্রোক বাহাল হইবে, আর তামাদি গণনায় মানেজরের দখল কাল গণনা করা হইবেনা।

সম্পত্তি যদি মানেজরের দখলে আসিবার তিন বৎসর পূর্ব্বে পত্তনী আদি কোন রূপ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে এবং যদি পত্তনীদার প্রভৃতি উপযুক্ত পণ দান না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মানেজর তাঁহাদিগকে পণ দান করিতে আদেশ করিবেন, না দিলে বন্দোবস্ত রদ হইবে।

মানেজর কমিশনরের অনুমতি লইয়া সম্পত্তির কোন রূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, বা রেহাইন রাখিতে পারিবেন। অথবা আবশ্যক হইলে ভূস্বামীর বা তদীয় অলিসির সম্মতি লইয়া কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন। সেই বিক্রয়ে জমীদার বাধ্য থাকিবেন।

আবশ্যক হইলে কমিশনর সাহেব এতৎ সম্বন্ধে নূতন নিয়ম কলিকাতা গেজেটে ছাপাইবেন।

এই রূপে ছোটনাগপুরের ভূসম্পত্তি রক্ষা হইবে। কি দুর্ভাগ্য।

আমাদের মফস্বলের মা বাপ নাই। প্রধানতম সংবাদ পত্রগুলি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়, সে গুলি কলিকাতা লইয়াই ব্যস্ত। মফস্বল অঞ্চলে অনেক প্রধান লোকের জন্মভূমি, কিন্তু তাঁহারা প্রায় সকলেই মহানগরীতে মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে উৎসুক, আপনার 'দেশের' প্রতি একবার মুখ তুলে চাহেন না। কিন্তু দেশের মঙ্গলামঙ্গল বলিলে কিছু কলিকাতা ঢাকা বা বারাণসীর ভাল মন্দ বুঝায় না বরং মফস্বল অঞ্চলেরই শুভাশুভ বুঝাইয়া থাকে। অথচ এই মফস্বলের প্রতি মহানগরীর মহাত্মাগণ ও সংবাদ পত্র সকল কঠোরনিষ্ঠুর। আমরা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রত্যহ পাইয়া থাকি।

সাধারণ বাছনির স্বত্ব (Elective System) নগর সমাজে কথঞ্চিৎ প্রদান সর্ রিচার্ড বাঙ্গালায় প্রথমে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না, সর্ জর্জ ইহার সূত্রপাত করিয়া যান ও তাঁহার সময় হইতেই শ্রীরামপুরে সেই রূপে কার্য্য চলিতেছে। তাহার পর বর্দ্ধমান প্রভৃতি জনপদেও সেই প্রথা চলিয়াছে। এতদিন ইহার ভাল মন্দ কোন বিষয়ে কলিকাতার কোন সংবাদ পত্রে কোন কথা শুনিয়াছিলেন? কিছু না। সুমাত্রা উপদ্বীপে বাত্যা হইলে তাহার যেমন সংবাদ থাকে, সেইরূপ সংবাদ হয়ত ছিল। মফস্বলে দুই এক খানি সংবাদ পত্র না থাকিলে বা মফস্বলের স্কুল মাষ্টার গণের কলিকাতার কাগজে লিখিবার বাতিক না থাকিলে, বোধ হয়, সাধারণ বাছনি প্রথা যে মফস্বলের কোন জনপদে চলিয়াছে, এ সংবাদ কলিকাতার কোন কাগজে

উঠিত না। মফস্বলের ভাল মন্দ সম্বন্ধে কলিকাতার সংবাদ পত্র সকলের এইরূপ সহানুভূতি। এখন যাই কলিকাতায় সেই সাধারণ বাছনি প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার কল্পনা হইতেছে, অমনই দুই দলে মহা গণ্ডগোল লাগিয়াছে। এ সকল দেখিলে মফস্বল বাসীর দুঃখ হয় না? আমরা এই গণ্ডগোলে ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন কথা কহিব না।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল উঠিয়া যাসিয়া হুগলি নর্ম্মালের সহিত মিলিত হইতেছে। নাগরিক সম্পাদকগণ অমনই খড়্গহস্ত হইয়াছেন। যখন ইহার প্রস্তাব হয়, তখন একখানি প্রধান পত্র বলিয়া উঠেন, যে, কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল উঠান হইতে পারে না, বরং হুগলিরটি উঠিয়া বর্দ্ধমানে যাউক। বর্দ্ধমানে গেলে যে মফস্বল বাসীর পক্ষে ভাল হইবে, একথা সে পত্র প্রমাণ করিতে পারেন না, কারণ আমরা প্রায় শপথ করিয়া বলিতে পারি, যাঁহারা সে পত্রে মন্ত্রণা করেন, তাঁহারা হুগলি বা বর্দ্ধমান (রেলওয়ে ষ্টেসন ব্যতীত) কখন চর্ম্মচক্ষে দেখেন নাই। আর মফস্বলের কোন কথা তাঁহারা কাণে স্থান দান করেন না।

নাগরিক সম্বাদ পত্র সকল বলিতেছেন, কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলটি সংস্কৃত কালেজের "অঙ্গী-ভূত" করিয়া দিলে ভাল হইত। সংস্কৃত কালেজের সহিত নর্ম্মাল স্কুলের কি সম্পর্ক আছে, তাহা আমরা জানি না। আমাদের বিবেচনায় কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলটি মনুমেণ্টের অঙ্গীভূত করিয়া রাখিলেও ভাল হইত; কেননা মনুমেণ্ট মফস্বলে নাই সুতরাং মনুমেণ্টের অঙ্গীভূত করিলে স্কুলটি কলিকাতায় থাকিত।

আবার পাছে গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা পাঠশালাটি হুগলিতে উঠিয়া আসে, এই ভয়ে নাগরিক সম্পাদকবর্গ ব্যস্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টকে ভয় মৈত্র দর্শাইয়া নিবারণ করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, হুগলিতে সেরূপ বিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন নাই। আবার জিজ্ঞাসা করি, কলিকাতা ভিন্ন অন্য স্থানের প্রতি এরূপ কঠোর নির্দ্দয়তা দেখিলে কি কেবল দুঃখ হয়,—রাগ হয় না?

মফস্বলে স্থানে স্থানে দুর্বিষহ জল কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু রাজধানীর সম্বাদপত্র সকল এবিষয়ে বাক্যব্যয় করা অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন। ভাগীরথীর পূর্ব্ব তটে যমুনা ও ভৈরবে এবং পশ্চিম পার্শ্বে কুন্তী, সরস্বতী ও কাণানদীতে স্রোতঃচালিত করিলে তিন চারিটি গণ্ড জেলার, দুই তিন শত গণ্ড গ্রামের ও পাঁচ ছয় লক্ষ কৃষকের বিশেষ উপকার হয়। এই বিষয়ে আমরা বার বার গবর্ণমেণ্টকে উত্যক্ত করিয়াছি। আর স্থানীয় ভদ্রলোকেও জনীদারে এজন্য কতবার আবেদন করিয়াছেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টের কোন বিষয়েই শীঘ্র বেদনা বোধ হয় না; প্রায় কোন কার্য্যে তিন বার কমিশন না বসিলে, গরিবদের কথা কাণে তুলিতে মানের লাঘব বোধ করেন।

যমুনার খালে জল প্রবাহিত রাখিবার জন্য যখন পুনঃপুনঃ আবেদন হইল, তখন গবর্ণমেণ্ট একবার স্থানীয় রোডশেষ কমিটীকে ভার গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন। রোডশেষ কমিটী এরূপ বৃদব্যাপারের জন্য অর্থের সঙ্কুলান করিতে পারিবে না বলায়, গবর্ণমেণ্ট কোন কোন জমীদারকে পত্র লিখিয়া ভূমি সাহায্য বা অর্থ সাহায্য যাচ্ঞা করিলেন। এই পর্য্যন্ত। এখনও লোকের যে জলকষ্ট, সেই জলকষ্ট।

যখন সর রিচার্ড টেম্পল বাহাদুর যশোহরে গমন করেন, তখন যশোহরবাসীগণ বড় আশা করিয়াই ভৈরব নদের স্রোত উদ্ধারের জন্য আবেদন করিয়াছিল। সর রিচার্ড টেম্পল কোন কথাতেই না বলিয়া, লোককে অসন্তুষ্ট করিবার নহেন; তিনি "বিবেচ্য" বলিয়া কলিকাতায় আসিলেন। যশোহরবাসীরা অদ্যাপি ভৈরবের বদ্ধবারি ব্যবহার করিয়া জ্বর ভোগ করিতেছে।

আমাদের হুগলি জেলায় বকলাণ্ড সাহেব সে বৎসর একবার দামোদর হইতে জল আনয়ন করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে সাধুবাদ

আকর্ষণ করিলেন। তাহার পর সরকার বাহাদুর এই কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী করণার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে স্বীকার করিলেন। স্থূল বেতনভোগী পূর্ত্ত কর্ম্মচারীগণ শাখা প্রশাখায় আরূঢ় হইলেন। কত জরীপ হইল, কত এষ্টিমেট্ হইল, কিন্তু অভাগাদের কপাল ফিরিল না। যে জলকষ্ট সেই জলকষ্ট। চতুর্দ্দিকে লোকে হাহাকার রব তুলিতেছে। কলিকাতায় এই আর্ত্তস্বরে কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। নাগরিক সম্বাদ পত্রের লেখকগণ, কলের জলে স্নান করিয়া সবরফ কলের পানী পান করিয়া কেবল কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভাবী শুভাশুভ সম্বন্ধে প্রলম্ব প্রশস্ত প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন; ইহাকেই বলি মফস্বলবাসীর প্রতি কঠোর নিষ্ঠুরতা; ইহাতেই দুঃখ হয়।

পুলিস।

আধুনিক পুলিস একটা অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দু রাজগণের সময় বিচারে দোষী স্থির হইলে, শাস্তি দিবার জন্য কোটাল করে অর্পিত হইতেন। আধুনিক কোটালগণ পূর্ব্ব প্রথা বিস্মৃত ও অতিক্রম করিয়া নির্দ্দোষীকে ধরিয়া শাস্তি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঈশ্বর নাপিত কোন দোষে দোষী নহে, কেবল পুলিস আপনাদিগের সভ্যতা জনিত অসামান্য বুদ্ধি চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়া এক অননুভূত, অসম্ভব অপত্য হত্যার প্রমাণ দেখাইয়া বিচারাসনে তাহাকে আনাইয়া তাহার যথোচিত লাঞ্ছনা করিলেন। দেশী, বিদেশী, সকলে তাহা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন, তথাপি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর পুলিসের কোনরূপ বিশেষ সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন না। পুলিসকে এমন কথা বলিয়া দেওয়া হইল না যে, যাহাদিগের উপর দেশ রক্ষার ভার, তাহারা এমত অত্যাচার করিলে কি দেশের মঙ্গল হওয়া সম্ভব?

মৃতের উপর খড়্গের আঘাত। অভাগা গুহকুমার সম্বন্ধে পুলিস কি অত্যাচারই না করিলেন। সার্জেণ্ট বেলেণ্টাইন এদেশের পুলিস সম্বন্ধে এত বলিলেন, এত অন্যায় দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

ইংরাজ রাজ্যের একটি মূলমন্ত্র এই যে, শত শত দোষী অব্যাহতি পাউক, কিন্তু একজন নির্দোষী যেন ক্লেশ না পান। বিচারাসনে বিচারপতিকে, জুরিগণের সমক্ষে আমরা বার বার এই কথা বলিতে শুনিয়াছি, তথাপি পুলিস এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া যে, যথেচ্ছাচারিতা ও মূলমন্ত্রের বিপরীত কার্য্য করেন, তাহার জন্য দায়ী কে? তুমি আমার নামে অন্যায় অভিযোগ কর, অনর্থক আমাকে ক্লেশ দাও, আমার নির্দ্দোষিতা আদালতে সপ্রমাণ হইলে আমি তোমার নিকট হইতে আমার খেসারত পাইব, আমার মোকদ্দমার খরচা ফিরিয়া পাইব, কিন্তু পুলিস আমার উপর অত্যাচার করিলে, দোষের মিথ্যা আরোপ করিয়া আমাকে যে অনর্থক ক্লেশ দেয়, তাহার জন্য দায়ী কে?

কিছু দিবস গত হইল, কলিকাতার পবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট হইতে ১৬০০০ টাকা অপহৃত হয়। পুলিস বহুবিধ অন্বেষণ করিলেন, কোন সন্ধানই পাইলেন না। ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী নামক এক ব্যক্তি দানাপুরে ব্যবসায়াদি কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বিগত ২১শে জানুয়ারি তিনি আপন গৃহের অন্দর বাটীতে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। হঠাৎ পুলিসের লোক গিয়া বলপূর্ব্বক অন্দরে প্রবেশ করিয়া ত্রৈলোক্য বাবুকে ধরিয়া আনিল। আদালতের পরওয়ানা অথবা গবর্ণমেণ্টের স্বাক্ষরিত কোন অনুমতি পত্র দেখান হইল না। বাস্তবিক কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি পত্র তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। শুদ্ধ আপনাদিগের বিবেচনায় পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের অর্থাপহারক বলিয়া এরূপ অবমাননা করিলেন। তাঁহাকে প্রথমতঃ লইয়া কারাগৃহে রাখিয়া দিলেন। পর দিবস তথাকার কেণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনীত হইলে, তাঁহার পক্ষীয় উকীল তাঁহাকে বিনা অনুমতি পত্রে ধৃত করা হইয়াছে, এই কথা বলিলে, তখন উক্ত সাহেব অনুমতি পত্র লিখিয়া দিলেন। তৎপরে ত্রৈলোক্য বাবু কলিকাতায় আনীত হইলেন এবং চৌর্য্যের বিষয় তদারক হইতে লাগিল। তাহার সৌভাগ্য ক্রমে তাহার কলিকাতায় কারাবাস কালে প্রকৃত যে ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছিল, সে ধরা পড়িলে ৩০শে জানুয়ারিতে ত্রৈলোক্য বাবুকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যদ্যপি এই সময় প্রকৃত অপরাধী ধরা না পড়িত, তবে কি হইত বলা যায় না। ঈশ্বর নাপিতের মোকদ্দমার সময় তাহার কন্যা সহসা উপস্থিত না হইলেও কি হইত বলা যায় না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ত্রৈলোক্য বাবু যে নিরপরাধে এত দূর ক্লেশ পাইলেন, তাহার জন্য দায়ী কে? যদি পুলিস তজ্জন্য দায়ী না হইলেন, তবে এরূপ প্রশ্রয় পাইয়া অনায়াসে যাহার উপর ইচ্ছা এরূপ অত্যাচার করিতে পুলিসের আর কোন বাধা থাকিবে না।

স্থানীয়।

গত জানুয়ারি মাসের ১০ই তারিখে হুগলির দাওরার কার্য্য আরম্ভ হইয়া ২০শে তারিখে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এবার সাতটি মোকদ্দামা ছিল। তন্মধ্যে একটি জ্ঞানকৃত বধ করা অভিযোগের, তিনটি মিথ্যা নালিশ করার, একটী ডাকাইতির, একটী শিশু সন্তান ত্যাগ করণের, অপর একটি মোকদ্দামা বালক অপহরণ করণ বিষয়ক।

এই কয়েকটি মোকদ্দমার মধ্যে জ্ঞানকৃত বধের অভিযোগের বিচার আসামীর ক্ষিপ্ততা বশতঃ মুলতবি রাখা হইয়াছে। শিশু ত্যাগকারিণী উজ্জ্বলী তেলিনীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। বালক অপহরণকারী ত্রৈলোক্য সাহাকে জজ সাহেব বাহাদুর ৫ বৎসর জন্য কারাবাসের আদেশ করিয়াছেন ও অপরাধীর সহায়তাকারিণী রাধাকুমারী দাসীকে ঐরূপ ৩ বৎসরের জন্য কয়েদ থাকিবার হুকুম দিয়াছেন। বাকী মোকদ্দমা চারিটির আসামীরা বেকসুর খালাস পাইয়াছে।

উল্লিখিত মোকদ্দামা কয়েকটীর মধ্যে একটি মিথ্যা নালিসের অভিযোগের বিচারকালীন দায়রার কাছারীতে বিলক্ষণ সমারোহ হইয়াছিল। একারণ ঐ বিষয়টির কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। উপস্থিত বৎসরের ২২ শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে খন্নেন ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হোয়েড়া গ্রামে দীননাথ বণিকের বাটীতে রাত্রে ডাকাইতি হওয়া বিবরণে ঐ গ্রামের চৌকিদার মগরার ফাঁড়িতে তৎপর দিবস প্রভাতে এত্তাহার দেয়। হেড কনষ্টেবল কেশবচন্দ্র দত্ত ২৩ শে তারিখে ঐ গ্রামে তদারক করিতে যাওয়ায় প্রকাশ পায় যে, হোয়েড়া গ্রামের রাম দাস চট্টো, ভূষণ কলে, ঈশান কলে, অন্নদা নিয়োগী ও তন্নিকটস্থ বেণেডাঙ্গার যজ্ঞেশ্বর বাগদী, মনু সেখ, ওমেদ সেখ প্রভৃতি আট জন লোক একত্র হইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় দীন বণিকের বাটীতে ডাকাইতি করিয়া তাহার সোনা রূপার অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। হেড কনষ্টেবল ঐ কএক জনার বাটী খানা তল্লাশ করিয়া কিছু মাত্র মাল পায় নাই। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর, ভূষণ, ওমেদ ও মনুকে ধৃত করিয়া অপহৃত মাল তালিকা সহিত বাঁশ বেড়িয়ার থানায় চালান দেওয়া হইয়াছিল। দীন বণিকের স্ত্রী ভুবন মোহিনী দাসী জমাদ্দারকে বলিয়াছেন যে, সে রামদাস চট্টো ও ভূষণ কলেকে সুন্দর রূপে ডাকাতির সময় চিনিয়াছিল। ২৪ শে তারিখে দারোগা স্বয়ং গ্রামে তদারক করিতে যাওয়ায় দীন বণিক, মতিলাল বসু, রামজীবন বণিক ও যদু মল্লিককে ডাকিয়া আনিয়া দারোগার সমক্ষে কহে যে, ডাকাতির অভিযোগ মিথ্যা। তাহার কোন দ্রব্য অপহৃত হয় নাই। পরের কুমন্ত্রণায় রাম দাস ও ভূষণ কলের নাম করা হইয়াছিল। এই কথা বলিয়া তাহারা স্ত্রী পুরুষ দুই জনে তালিকার লিখিত প্রায় সমস্ত অলঙ্কার আপনাদিগের ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া দারোগার হস্তে দিয়া তাহাকে অনেক স্তব স্তুতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। দীনর স্ত্রী ভুবন মোহিনী নিকটস্থ একটি নির্বাসিত জঙ্গলময় ভদ্রাসন বাটী হইতে অপহৃত [illegible] একটি পেটরার খোল দারোগার নিকট আনিয়া দিয়া কহে যে, গ্রামের ক্ষেত্র বিশ্বাস নামক তালুকদারের গোমস্তা ঐ পেটরা তথায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন। [illegible] এই সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া ডাকাতি হওয়া [illegible] রিপোর্ট করিয়াছিলেন। পরে [illegible] সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু মহেন্দ্র নাথ হাজরা মহাশয় ঐ বিষয় তদারক করণার্থ হোয়েড়া গ্রামে যাত্রা করিয়া তথা হইতে দীন বণিক ও তাহার স্ত্রীকে সমভিব্যাহারে আনিয়া হুগলিতে এক রাত্র রাখিয়াছিলেন। পরে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া ঐ গ্রামে দুই দিবস পরে গমন করিয়া তদারক আরম্ভ করেন। তিনি ডাকাইতি হওয়া সত্য বিবরণে রিপোর্ট করায় ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঐ ডাকাইতি মোকদ্দামার বিচার হয়। তিনি রাম দাস চট্টোর ও ভূষণ কলের সম্বন্ধে কোন অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ না পাওয়ায়, আসামিগণকে খালাশ দিয়াছিলেন। কিন্তু রায়ে এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, হোয়েড়া গ্রামে বিলক্ষণ দলাদলির প্রাদুর্ভাব থাকা প্রকাশ পাইয়াছে এবং একটা ডাকাতি হওয়ার কথা তাহার বিবেচনায় সম্ভব বোধ হইতেছে। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য হইতেছে যে, উক্ত ডিপুটি বাবুর নিকট ঐ দুই জন আসামী ব্যতীত অপর কাহারও নামে ডাকাতির অভিযোগ করা হয় নাই। এই মোকদ্দামার নিষ্পত্তির পর রামদাস চট্টোপাধ্যায় মিথ্যা নালিশ করার অভিযোগ দীন বণিক ও তাহার স্ত্রী ভুবন মোহিনীর নামে উপস্থিত করে; ক্ষেত্র বিশ্বাস ও তাহার গোমস্তা বিহারী বসু প্রভৃতি তিন জন লোক ঐ মিথ্যা নালিশ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল বিবেচনায় শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ পঞ্চ জন আসামিকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন। জুরি গণের বিচারে সকল আসামি নির্দোষী বিবেচনায় অব্যাহতি পাইয়াছে।

সৈয়দ আবদুল ফতের বদান্যতা।

রাজপুত্র এদেশে পদার্পণ করিবেন এই সংবাদে এবং তাঁহার পদধূলিতে এখানকার ধূলি পবিত্র হইবার পরে বোম্বে, মান্দ্রাজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সিতে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নানাবিধ সৎকার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। দেশীয় রাজগণও রাজপুত্রের ভারতাগমন উপলক্ষ করিয়া রাজপুত্রের নাম জড়াইয়া প্রকৃতি পুঞ্জের শুভদায়ক দুই একটি মহৎকার্য্য করিয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তি ও রাজগণ রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া সাধারণের উপকারোপযোগী যে সমুদায় কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে দুটি প্রয়োজন সংসাধিত হইয়াছে। ইংরাজ রাজ ও ভারত প্রজার সম্বন্ধ মুখ্য উদ্দেশ্য রাজ-ভক্তি প্রদর্শন, গৌণ উদ্দেশ্য, ভারতবাসীর, অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষা এই সকল ভারতহিতৈষী লোক ও রাজা একটি প্রস্তরখণ্ডে দুইটি পক্ষী ধরাশায়ী করিয়াছেন। কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চৌঘরিয়া প্রদেশের জমীদার সৈয়দ আবদুল ফতে এই রাজপুত্রের ভারতাগমনোপলক্ষে যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা, বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন, দানশৌণ্ডতার উজ্জ্বল আভা এবং মুসলমান জাতির গৌরব, বিশেষরূপ প্রদর্শন করিতেছে।

যেমন সাংসারিক জীবনে গ্রাসাচ্ছাদন সকলের প্রয়োজনীয় তদ্রূপ আইনাভিজ্ঞতা সমাজ জীবনে, বিশেষতঃ আমার মৃত্যু হইলে আমার বিষয় বৈভব কিরূপে কাহার হস্তে ন্যস্ত হইবে, তদ্বিষয়ের রাজনিয়ম এবং জীবনের সুখ দুঃখের গ্রন্থিস্বরূপ পরিণয়ের নিয়ম, আপামর সাধারণ সকলের জানা কর্ত্তব্য। এই বিষয় অনুধাবন করিয়া সৈয়দ আবদুল ফতে রাজপুত্রের ভারতাগমনোপলক্ষে পাঁচ সহস্রের অধিক টাকার পুস্তক বর্দ্ধমান কমিশনরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই সমুদায় পুস্তক হিন্দু ও মুসলমান আইন বিষয়ক। বর্দ্ধমানের অধীন পাঠশালা ও শিশুশিক্ষালয় সমূহে বিতরণ করিবার নিমিত্ত তিনি বাঙ্গালা ও উর্দ্দু ভাষায় উক্ত পুস্তক সমুদায় প্রেরণ করিয়াছেন, পুস্তক সকল পাঠশালা কিম্বা বিদ্যালয়ের অধিকারে থাকিবে, ছাত্রগণ ইচ্ছা মত ব্যবহার করিতে পারিবে।

এরূপ দান অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। এরূপ দানে দেশের প্রকৃত শুভ হইবে। এই দানে আমরা বিশেষরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, কারণ মুসলমান যে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমদৃষ্টি করেন এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

সৈয়দ আবদুল ফতে গবর্ণমেণ্টের এবং আমাদের ধন্যবাদের যথার্থ পাত্র। গত গেজেটে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন, আমরাও আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। কিন্তু তিনি এই সৎকার্য্য করিয়া মনে মনে যে অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাহাই তাহার দানের যথেষ্ট পুরস্কার। আমাদের প্রার্থনা এই উদারমতি সৈয়দ অবদুলফতের মত অন্যান্য মুসলমানও তৎপদানুসরণ করেন এবং হিন্দুর প্রতি যে ঘৃণা ও হিংসা মুসলমানের স্বাভাবিক বলিয়া প্রবাদ আছে, মুসলমানগণ সে প্রবাদ মিথ্যা প্রদর্শন করেন, এবং হিন্দু ও মুসলমানে স্কন্ধ ধরিয়া ভাই ভাই বলিয়া বাঙ্গালী নামে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তাহা হইলেই বাঙ্গালী নামের ঔজ্জ্বল্য, দেশের উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

সংবাদ।

বাবু নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, হুগলি কালেজের ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমাদের ভাবী গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন সাহেব আগামী ১লা মার্চ্চের প্রথম দিবস এদেশে আসিবার জন্য বিলাত হইতে যাত্রা করিবেন।

গত সোমবার সার লুইস মেলেট, তাঁহার পত্নী ও ডিউক অব সদরল্যাণ্ড বিলাত গমনের নিমিত্ত পোতারোহণ করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার বিলাতের পার্লেমেণ্ট মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। মহারাণী বিক্টোরিয়া তাহার কন্যা কুমারী এলেকজান্ড্রাকে সমভিব্যাহারে সভায় আগমন করিয়াছিলেন। নিজে একটী বক্তৃতা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। বক্তৃতাটীর মর্ম্ম এই রূপ—

"চীনের সহিত আপাততঃ বেশ সদ্ভাব চলিতেছে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে বসনিয়া ও হারজিগবিনা প্রদেশে যে বিদ্রোহ হয়, তাহা নিবারণের জন্য সন্ধিবদ্ধ রাজগণ যে, চেষ্টা করেন, তাহা হইতে আমাদিগের অন্তরে থাকা অবিধেয় হেতু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও তুরস্ক সুলতানকে যাহাতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা সন্তুষ্ট হয়েন, এমত চেষ্টা করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

"সুয়েজখালে খেদীবের অংশ ক্রয় বিষয়ে আমি মত দিয়াছি। ভরসা করি যে, এরূপ সাধারণের হিতকর কার্য্যের সম্পাদনে আপনারা সহায়তা করিবেন।

চীন দেশে মারগারি সাহেবের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানের বিফল হইল, জানিবার জন্য বড় উৎসুক রহিয়াছি "আমার প্রাণাধিক পুত্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতেছেন ও সকলে তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেছেন, ইহাতে আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তথায় আমার রাজ্যে সকলে সুখে বাস করিতেছে ও সকলেরই রাজশ্রীতে অটল ভক্তি। যখন কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারত শাসন আমার হস্তে আসিল, তখন নূতন সাম্রাজ্যের জন্য আমি নূতন উপাধি ধারণ করি নাই। এক্ষণে আমি সেই আশা পূরণ করিব এরূপ মানস করিয়াছি। আপনাদিগের নিকট এ বিষয় একটী পাণ্ডুলিপি প্রদত্ত হইবেক।

"দাস ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য কি কি সন্ধি পত্র হইয়াছে, অথবা আজ্ঞা প্রচার করা গিয়াছে, তৎসমুদয় অনুসন্ধানের জন্য একটি রয়েল কমিসন বসিবে। ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের অধিকারে যে দাস ব্যবসায়ীগণ আছেন, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য একটি বন্দোবস্ত করিতে হইবেক।

"আমি ভরসা করি যে মালেয়া উপদ্বীপের যুদ্ধ ব্যাপারে আমাদিগের কার্য্যদক্ষতা ও বিক্রম প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বোধ হয়, এত দিনে সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়া আমাদিগের আধিপত্য বিলক্ষণরূপে স্থাপিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডীয় অন্যান্য ব্যাপারের বিষয় যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনাবশ্যক বোধে এস্থলে উল্লেখ করা গেল না।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক বিখ্যাত উইলসন সাহেব গত মঙ্গল বার রাত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রথমত ক্যাথিড্রাল মিসন কালেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া এদেশে আগমন করেন। পরে প্রেসিডেন্সি কালেজের বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। তাহার সম্মানের জন্য কালেজ একদিন বন্ধ থাকে।

গত বৃহস্পতিবার সিরাপিস জাহাজ কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছে।

গত বুধবার ডাক্তার এন, সি, মেক্নামারা সাহেবকে এক অভিনন্দন পত্র ও চা খাইবার এক সুট বাসন দেওয়া হইয়াছে।

এরূপ জনরব যে স্যর সালার জঙ্গ বাহাদুর এই বৎসরেই ইংলণ্ড গমন করিবেন।

শঙ্করলিঙ্গং আচারি নামক দিন্দিগলস্থ এক ব্যক্তি সামান্য উপকরণ সম্পন্ন হইয়া একটি কল প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা একটী মনুষ্য টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। দিন্দিগল মিউনিসিপালিটির সমক্ষে এই বিষয়ের পরীক্ষা হয়। তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

পঞ্জাবের ছোট লাট সাহেব যাহাতে তদ্দেশবাসীরা ভাস্কর বিদ্যার আলোচনা করেন, সেই জন্য একটি সরকুলার বাহির করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

ডেলিনিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন যে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বেদ অপেক্ষা বাইবেল ভাল জানেন। তাঁহার মন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে যত অভিষিক্ত, হিন্দু ধর্ম্মে তত নয়। অর্থাৎ তিনি হিন্দু অপেক্ষা এক প্রকার খ্রীষ্টীয়ান। তাহাতে ন্যাসনেল পেপার বলেন, যে, পত্রপ্রেরক বেদে অনভিজ্ঞ, তাই কেশব বাবুকে ওরূপ কথা বলিয়াছেন।

উমেশচন্দ্র ঘোষ নামে এক ব্যক্তি জম্বুতে অগ্নি বাজির তত্ত্বাবধায়কতা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছেন।

সুইজর্লণ্ডের রাজধানী বার্ণে "International Postal Union" নামক একটি সভা হয়। তাহাতে এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ হইতে ব্রিণ্ডিসি পথে যে সকল অর্দ্ধআনা মূল্যের পত্র আসিবে, তাহাদের মাশুল চারি আনা লাগিবে।

ইন্দুপ্রকাশ পত্রের অধ্যক্ষ এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি ৬৪ পৃষ্ঠা করিয়া মাসে মাসে ঋগ্বেদ এবং তাহার মারহাট্টী এবং ইংরাজি অনুবাদসহ প্রকাশ করিবেন। ক্রমশঃ অপর তিন বেদের প্রকাশ আরম্ভ হইবে। শুভ সমাচার।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী এক্ষণে বরদায় অবস্থান করিতেছেন। তথা তিনি একপক্ষ ক্রমাগত বৈদিক ধর্ম্মের বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাহাতে এসিষ্টাণ্ট রেসিডেণ্ট মিঃ মুনি ভাই যশো ভাই এবং অন্যান্য লোকে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সুধাংশু রাও নামক মলহর রাও গুহকুমারের এক জন আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করিয়া কাপ্তেন জ্যাক্সনের অধীনে বেনারসে আনা হইতেছে। এরূপ জনরব যে, তিনি গদি পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান গুহকুমারের বিপক্ষে চক্রান্ত করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মুসলমান বাদশাহ ঔরঙ্গজেবকে মনে পড়ে।

Trades Association নামক সভার অধ্যক্ষ পদে জেনিংস সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। আমার কি ?

চুঁচুড়ার সোম বাবুদিগকে অনেকেই জানেন। ইঁহারা এখানকার কায়স্থদিগের মধ্যে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার। বাবু গঙ্গাচরণ সোম সদরআলা ছিলেন, এখন পেন্সনভোগী, তাঁহার সহোদর দুর্গাচরণ বাবুও পেন্সন পান; অন্য সহোদর ভগবতী বাবু উপযুক্ত পুত্রবিয়োগে নিতান্ত কাতর আছেন। গঙ্গাচরণ বাবু ও দুর্গাচরণ বাবু প্রভৃতির নামে আজি কয়দিন উপর্য্যুপরি ডাকে চিঠি আসিতেছে; বদমাইসগণ কখন বলে ডাকাইতি করিবে, কখন লেখে খুন করিবে। সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। শুনিতে পাই গঙ্গাচরণ বাবু নাকি মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এবিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন; ও পুলিস হইতে রক্ষক আনিয়া বাটীতে রাখিয়াছেন। আর ডাকাতি কাকে বলে বলুন, এই পুলিসের লোকদিগকে বেতন দিতে হইবে, আর আপাততঃ চারিখানা বেয়ারিং চিঠির মাশুল ঘর হইতে লাগিয়াছে।

গত বুধবার বিজয়নগ্রামের মহারাজা কলিকাতায় আসিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা পথিমধ্যে অভিসার করিয়া মহারাজকে ষ্টেশনে গ্রহণ করত স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন ও আতিথ্য সৎকার করিয়া বিদায় করিয়াছেন।

আমরা বাবু রাজনারায়ণ বসু "দ্বারা" অভিব্যক্ত হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কালেজের ইতিবৃত্ত পাইয়াছি। রাজনারায়ণ বাবুর "একাল ও সেকালের" মত এই গ্রন্থও উপদেশ ও রহস্যপূর্ণ। হিন্দু বা প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্র মাত্রেরই এক একখণ্ড ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

বহুদিনের পর আষাঢ়ের ভ্রমর ফাল্গুনে দেখা দিয়াছে। ভ্রমর সত্য সত্যই বসন্ত-চর হইয়া উঠিল। এক বসন্তে যদি সম্বৎসরের সুখ পাইত ক্ষতি নাই। কিন্তু ভ্রমর কণ্ঠমালা খুলিয়া আসিল কেন? রসান করিতে দিয়াছে বুঝি?

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়াছেন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

তৃতীয় শ্রেণী।

সহর কলিকাতা।

হরিলাল দাস	হিন্দু স্কুল।
জে, গ্রাসম্যান	সেণ্ট জেবিয়ার ঐ
সি, ডি, পানিওটি	ঐ ঐ
দক্ষিণাচরণ সেন	হিন্দু ঐ
জে, হেফারান	সেণ্ট জেবিয়ার ঐ
অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ	হিন্দু ঐ
এফ, ক্রোহান	সেণ্ট জেবিয়ার ঐ
এ, এই, উইলসন	ডবটন ঐ
প্রিয়নাথ সেন	ওরিএণ্টেল সেমিনারি
শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী	ফ্রিচর্চ ইনষ্টি,

প্রেসিডেন্সী বিভাগ।

(মুরসিদাবাদ ছাড়া)

নবীনচন্দ্র ঘোষাল	এস, সুবরবন স্কুল কালীঘাট।
উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টো	এল, এম, এস, ইনষ্টিটিউসন ভবানীপুর।
রজতচন্দ্র নাথ	ঐ ঐ
অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যো	বারাকপুর স্কুল।
আশুতোষ চৌধুরী	কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট ঐ
অমৃতলাল রায়	নড়াল ঐ
দ্বারকানাথ বন্দ্যো	কৃষ্ণনগর এ, ভি, ঐ
আবদুল হোসেন	কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট ঐ
গোবিন্দচন্দ্র রাহা	নড়াল ঐ
হেমন্তলাল দাস	যশোহর ঐ

রাজসাহী বিভাগ।

(মুরসিদাবাদের সহিত)

বনোয়ারিলাল হাতী	কান্দী স্কুল।
পূর্ণচন্দ্র রায়	খাগড়া এল, এম, এস, ঐ
মুরারিলাল মজুমদার	বহরমপুর কলেজিয়েট ঐ
মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	পাবনা ঐ
গঙ্গাচরণ চক্রবর্ত্তী	বোয়ালিয়া হাই ঐ
জানকীনাথ পাঠক	ঐ ঐ
উমাপ্রসাদ বাগচি	ঐ ঐ

কেশবচন্দ্র বাগচি		শিরাজগঞ্জ ঐ
খারসাদ আলি বিশ্বাস		ঐ ঐ
শশিধর ঘোষ		রঙ্গপুর ঐ
দুর্গাচরণ বন্দ্যো		বগুড়া ঐ
রামচন্দ্র চট্টো		দিনাজপুর ঐ

ঢাকা বিভাগ।

(ত্রিপুরা ছাড়া)

চন্দ্রকান্ত সেন		বরিশাল ঐ
শশিকুমার ঘোষ		ফরিদপুর ঐ
বিহারীলাল সরকার		বরিশাল ঐ
মহেশচন্দ্র দত্ত		ঢাকা পোগস ঐ
শশিভূষণ বন্দ্যো		ঢাকা জগন্নাথ ঐ
রামচন্দ্র সরকার		ঢাকা পোগস ঐ
সুধন্যকুমার দে		ঢাকা কলেজিয়েট ঐ
বসন্তকুমার ঘোষ		ঢাকা কলেজিয়েট ঐ
উকীল উদ্দিন আহম্মদ		ঢাকা কলেজিয়েট ঐ
হরিমোহন পাল		ঢাকা পোগস ঐ
চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী		বরিশাল স্কুল ঐ
চন্দ্রকান্ত গুপ্ত		ঐ ঐ
কামিনীকুমার দাস		ঢাকা কলেজিয়েট ঐ

চট্টগ্রাম বিভাগ।

(ত্রিপুরার সহিত)

এফ ফারনেনডেজ		চট্টগ্রাম হাই ঐ
নগেন্দ্রকুমার রায়		ঐ ঐ
কুমুদিনীকান্ত সোম		নোয়াখালি ঐ
আনন্দচন্দ্র চৌধুরী		মোগলটুলি ঐ
রামবক্স সিংহ		ঐ ঐ
বীরেশ্বর দাস		চট্টগ্রাম হাই ঐ

পাটনা বিভাগ।

শ্যামাচরণ বসু		পাটনা কলেজিয়েট ঐ
গায়িত্রীপ্রসন্ন ঘোষাল		ঐ ঐ
মহম্মদ আবু জাফের		ঐ ঐ
চন্নি পাঠক		গয়া ঐ
অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য		মজঃফরপুর ঐ
যোগেশচন্দ্র ঘোষ		পাটনা কলেজিয়েট ঐ
রামলাল	ঐ	ঐ
যদুনন্দন সহায়	ঐ	ঐ
নুরুদ্দিন আহম্মদ	ঐ	ঐ
রঘুবংশ সহায়		সারণ ঐ
রঘুনন্দনলাল		মজঃফরপুর ঐ
মহিমানাথ রায়		পাটনা কলেজিয়েট ঐ

ভাগলপুর বিভাগ।

দুর্গাপ্রসাদ		ভাগলপুর স্কুল।
হরিশ্চন্দ্র চট্টো		ঐ ঐ
তারাকান্ত চট্টো		ঐ ঐ
করিম বকস		মুঙ্গের ঐ
কবিনাশচন্দ্র রায়		ঐ ঐ
শ্রীশচন্দ্র উপাধ্যায়		পাকুড় ঐ
বিহারীচন্দ্র দত্ত		দেওঘর ঐ
বৃন্দাবন প্রসাদ		ভাগলপুর ঐ

* এই চিহ্নিত ছাত্র সকল অর্দ্ধেক বৃত্তি পাইবে।

উড়িষ্যা বিভাগ।

হরিহর মিশ্র		পুরি স্কুল।
সদানন্দ দে		ঐ ঐ
সীতানাথ মাহান্তী		কটক হাই ঐ
রামতারণ মিত্র		বালেশ্বর ঐ

ছোটনাগপুর বিভাগ।

শরচ্চন্দ্র রায়		রাঁচি স্কুল
হারাধন বসু		পুরুলিয়া ঐ
নীলমাধব পাত্র		ঐ ঐ
কৃষ্ণদয়াল লাল		রাঁচি ঐ

জগদানন্দ বাবুর অখ্যাতি।

প্রেরিত।

যে মহিলা কুলের সতীত্ব ও লজ্জা সহমরণ আচারে পরিচয় দিয়া আমরা এতদিন আনন্দ বোধ করিয়াম, বঙ্গভূমি সেই কামিনীকুলে এক্ষনে দোষারোপ করি; কি দুঃখের বিষয়। জগদানন্দ বাবু নিমন্ত্রণ করিয়া রাজকুমারকে কয়েকটী বঙ্গবাসিনী কুল-কামিনীর সমক্ষে লইয়া গিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার কর্য্য সর্ব্বমত গ্রাহ্য হয়নাই, দেশহিতৈষী উন্নতিশীলা ব্রাহ্মগণ তজ্জন্য কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। বরং রাজকুমার স্বভাব, প্রকৃতি, রূপ ও বেশ ভূষা দর্শনের যদিইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সুশিক্ষিতা ব্রাহ্মিকা গণের আনন্দচিত্তে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলেও তিনি মহিলার কতকটা প্রকৃত পরিচয় পাইতেন। রাজকুমার আজ বই কাল রাজ্যেশ্বর হইবেন—তাঁহাকে দর্শন দিয়া বঙ্গমহিলার প্রকৃত কোন ক্ষতি হইত না।

জগদানন্দ বাবুর 'জাত্‌গেল পেট্‌ভর্‌লো না' এইরূপ ঘটিয়াছে। কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় পত্রিকা নায়কেরা তাঁহাকে ছি ছি করিতেছেন। "তচ্ছ বণে রাজকুমার যে লজ্জিত হয়েন নাই, ইহা বলিতে পারি না। তিনি এই উপলক্ষে বঙ্গবাসীরা কতদূর উন্নত হইয়াছে, জানিতে পারিয়াছেন। একেত তাঁহাকে অভিলাষিত আনন্দ প্রকৃত রূপে দেওয়া হয় নাই। তাহাতে তাঁহার আগমনে স্বদেশীয় বঙ্গবাসীরা জগদানন্দ বাবুর বিপক্ষে লেখনী খড়্গ ধারণ করিয়াছেন। যতদিন তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা উক্ত বাবুকে এ দুষ্কৃতি হইতে নিবৃত্তি না দেন, রাজ কুমারের সহিত সাক্ষাৎ অপবাদ বঙ্গমহিলা কুলে কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া রহিল। আমরা স্বীয় আচার ব্যবহারকে শুদ্ধ জানিয়াও ঘৃণা করি ও অকালে বিধাতার রীতি ও আচার অনাবশ্যক স্বত্বেও গ্রহণ করি বলিয়া অপর সাধারণের ঘৃণিত হইয়া থাকি। এক জগদানন্দ বাবু হিন্দুমতে মহিলা কুলে এ দুর্নাম না আনিতেন নচেত উহা তাঁহার অল্পবুদ্ধির কার্য্য বলিয়া আমরা তাঁহাকে ক্ষমা করিতাম। তাঁহাকে আর অপমান করিলে কি হইবে, তাঁহার পক্ষে এ অপবাদ বিশেষ শিক্ষা দিয়া থাকিবে।

অন্যায়ের বিশেষ এই যে ব্রাহ্মিকাগণ সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে বাহির হইতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয়েন না। রাজকুমারের সমক্ষে যাইতে পারিলেন না কেন? জননী-ভারতবর্ষ যে কুলাঙ্গার সন্তান সন্ততি কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে অপবাদ ভাজন হয়েন, তাহা এই স্থলেই প্রতীয়মান হইবে। ভারত শিক্ষা, ভারত উচ্ছাস, ভারত বিলাপ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে এ বৃত্তান্তটীও জননীর সমক্ষে বলিতে রাজকুমার ভুলিবেন না।

মফস্বল।

জামালপুর।

বিগত ১৯শে মাঘ ইং ১লা ফেব্রুয়ারি জামালপুরস্থ নাট্যশালায় কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় হইয়াছে। অভিনেতৃগণের মধ্যে জগৎসিংহ, ভীমসিংহ, বলেন্দ্রসিংহ, মন্ত্রী ধনদাস, অহল্যাদেবী, কৃষ্ণকুমারী, তপস্বিনী প্রভৃতির অভিনয় উত্তমরূপ হইয়াছে, কিন্তু বিলাসবতী ও মদনিকার অংশ বড় ভালরূপ হয় নাই। সোনাগাছির ঐকতানও নিন্দাজনক নহে। অভিনয় গৃহে দর্শক সংখ্যা ন্যূনাধিক ৪০০ শত লোক হইবে। সকলেই দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, যথাহি "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" সকলের একরূপ কখন রুচি হইতে পারে না। এবিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্তর যত্ন ও বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার যত্নেই এপ্রদেশে এই অভিনয় কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি নিস্বার্থ হইয়া সকলকে দর্শন করাইয়াছেন। তিনি যে কেবল এই সকল কার্য্যেই বস্ত্র করিয়া থাকেন, এরূপ নহে। এতদ্ভিন্ন স্কুল প্রভৃতি সাধারণের হিতকর অনেক কার্য্যেও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন।

ঢাকার বিশেষ সংবাদদাতার পত্র।

ঢাকায় আজি কালি চন্দ্রকুমার মজুমদারের মোকদ্দমা লইয়া বড়ই হুলস্থুল বাইতেছে। চন্দ্রকুমারের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছিল; হাই কোর্ট পুনর্ব্বিচারের জন্য মোকদ্দমা ফেরত পাঠাইয়াছেন। জহ ও জুরী এবার কি করেন, তাহা দেখিবার জন্য বহু লোক উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ একখানি কৃত্রিম দলিলের অনুবলে ৭০।৮০ হাজার টাকা কর্জ্জ করা যখন ঠিক হইয়াছে, তখন ঐ কৃত্রিম দলিল খানি কে প্রস্তুত করিল, আর কেবা তাহা ব্যবহার করিল, ইহা নিরূপিত না হওয়া, বর্ত্তমান বিচার পদ্ধতিরই কলঙ্কের ফল।

ভাওয়ালের প্রধান ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাজা কালীনারায়ণ রায়কে রীতিমত উপাধি দেওয়ার জন্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর শীঘ্রই ঢাকা আসিবেন। এখানকার কতিপয় নব্য ব্রাহ্ম রাজাবাহাদুরের প্রতি বিরক্ত। কতক দিন হইল ইষ্ট নামক ব্রাহ্ম পত্রিকার এডিটার একখানি প্রিয়বাদ পূর্ণ প্রীতিকর পত্রও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নবোরা একটি কথা বুঝেন না। কালীনারায়ণ রায় মহোদয়কে গবর্ণমেণ্ট রাজা উপাধি না দিলেও, যে, তিনি আপনার সুবিস্তীর্ণ অধিকারের ক্ষুদ্র একটী রাজা, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। ইনি আপনার জমিদারী মধ্যে অন্ততঃ ২।৩ শত অবৈধ সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সামাজিক মর্য্যাদা দিয়াছেন। এদেশে এমন কার্য্য আর কেহ করিতে পরিয়াছে? আমি সামান্য একটি কথার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি? রাজা বাহাদুর প্রতিনিয়ত যে সকল ঢক্কানাদ শূন্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে রাজা অপেক্ষা উচ্চতর উপাধি দিলেও গবর্ণমেণ্টের অন্যায় হইত না। তবে কথা এই, উপাধির মাহাত্ম্য কি? নৈয়ায়িক বলিবেন, উহা গদাধরের ফক্কিকা মাত্র।

মুন্সীগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতী চরণ রায় আপাততঃ স্থানান্তরিত হওয়াতে সকল লোকেই নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। পার্ব্বতী বাবু এই ডিবিজানটিকে 'হাইলির গ্রামারের' মত মুখস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কত কাল পড়িলে এইরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবেন? শুনিতে পাই, তাঁহার নিকট অধিকাংশ মোকদ্দমাই ডিশমিশ।

এখানে এরূপ জনরব উঠিয়াছে যে, লর্ড নর্থব্রুকের শোকে কলিকাতার একজন সংবাদ পত্র সম্পাদক ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। কেহ বলিতেছে, তিনি লাট সাহেবের সঙ্গে সহমরণ যাইবেন। কথা কি সত্য?

বর্দ্ধমান।

মহাজেজ ব্যাঙ্কের এলাকা পরগণা সাতসহি, মৌজে দীঘাপাড়া।

১।

যে সকল নায়েবদের অত্যাচারের কথা একবার সাধারণীতে লেখা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বাবু কালীকুমার গুহ ঠাকুরতা একজন। তিনিই আমাদের নায়েব। আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহার সদ্ব্যবহারে আমরা বড়ই বাধিত আছি। তিনি আমাদিগকে জুতা মারিতেছেন, লাথি মারিতেছেন, গালি দিতেছেন, ঘুস লইতেছেন। আমাদের কেহই নাই। আমরা ঘাড় হেট করিয়া সমস্ত সহ্য করিতেছি। প্রাণপণে যত্ন করিয়া আবাদ করিলাম; ফসল উত্তমরূপ হইল, আনন্দে ভাসিতে ছিলাম, তিনি সকলের ধান্য, কবুলিয়তির জন্য, ক্রোক করিতেছেন। কোন্ আইন অনুসারে? গ্রামের ভদ্রলোক রামধন মুখোপাধ্যায়, হরিহর প্রভৃতির নিকট হইতে যখন পাঁটার দাম নগদ ৪ টাকা আদায় করিলেন, তখন আমরা কোথায়? কেনই বা আমাদিগকে জুতা মারিবেন না? কেনই বা ঘুঁস লইবেন না? এখন আমরা কোথায় যাই? যদি খাজনা বাকি না থাকিত, তবে পলাইয়া অন্য জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। শুনিয়াছি ছোট লাটসাহেব গরিবের মা বাপ। তাঁহাকে কে এসংবাদ দেয়? কি প্রকারে বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেটের কর্ণে এসংবাদ যায়? কালনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কি কিছুই হইতে পারেনা? কোন সুবিচারক তদন্তে আইলে তাঁহার নিকট সমস্ত বলিতে আমরা প্রস্তুত। ব্যাঙ্কে দুই এক জন বাঙ্গালি ভদ্র লোক জমিদার সেরারার আছেন; আমরা তাঁহাদের নিকটও কি দয়া প্রত্যাশা করিতে পারিনা?

২।

বিগত ১৫ই মাঘের বর্দ্ধমান প্রচারিকায় "বর্দ্ধমান মহারাজার ইং স্কুল" শীর্ষক একটি প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে মহারাজের ইংরাজি স্কুল সম্বন্ধে কয়েকটি বিশৃঙ্খলতার কথা থাকে এবং লেখা থাকে যে, "যিনি স্কুলের অধ্যক্ষ তিনি কিছু মাত্র ইংরাজি অবগত নহেন; এরূপ ব্যক্তি কিরূপে ইংরাজি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা কার্য্য-সম্পন্ন করিবেন, তাহা মহারাজ বাহাদুরের বিবেচনা করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ন্যায় মহারাজের বিদ্যালয়ের কোন পরিদর্শক (Inspector

নাই। অধ্যক্ষ দ্বারাই পরিদর্শকের কার্য্য সম্পন্ন হয়। অধ্যাপনা কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে কি না তাঁহাকেই দেখিতে হয়। কিন্তু যখন অধ্যক্ষ মহাশয় কিছু মাত্র ইংরাজি অবগত নহেন, তখন শিক্ষা কার্য্য উত্তমরূপ সম্পন্ন হইতেছে কি না, তিনি কিরূপে স্থির করিবেন। মহারাজ বাহাদুর এ বিষয়টির প্রতি বিবেচনা করিলে স্কুলটির পক্ষে মঙ্গল হইতে পারে।"

আমরা পরম্পরায় অবগত হইলাম মহারাজ ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়াছেন এবং সম্পাদকের নিকট হইতে মহারাজ যে এক না দুইখণ্ড কাগজ লইতেন, তাহা বন্ধ করিয়াছেন। প্রচারিকা সম্পাদক মহাশয় স্কুলটির হিতোদ্দেশেই উক্ত প্রবন্ধটী মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সেই হিতকামনা পূর্ণ হইল না। লাভের মধ্যে মহারাজের বিষ নয়নে পতিত হইলেন।

প্রবন্ধ লেখক কিছুই মন্দ লেখেন নাই। তিনি স্কুলটির সংস্কারোদ্দেশেই বিনম্র বচনে ঐ কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাজ তাহাতে বিপরীত বুঝিলেন। বোধ করি, মহারাজের মনে এই দৃঢ় সংস্কার হইয়া থাকিবে, যে, "আমার কার্য্যে কাহার সাধ্য বেবন্দোবস্ত দেখায়।" জানি না—কিন্তু যদি সত্য সত্যই মহারাজ এইরূপ মনে করিয়া কাগজখানি লওয়া বন্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতে পারি, মহারাজের বদ্ধিমত্তা বা উদারতা প্রকাশ পায় নাই। বর্দ্ধমানাধিপতির রাজধানী বর্দ্ধমানের প্রচারিকাই এক মাত্র সম্বল সুতরাং ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশে মহারাজের সর্ব্বথা সাহায্য করা উচিত, কিন্তু তিনি কোথায় দান করিবেন না কাগজখানি পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। আজ কাল সংসারের গতিই এইরূপ, কিন্তু মহারাজের এই নিয়মের বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার এই শেষ দশায় ইংরাজ তোষামোদ পরিত্যাগ করতঃ স্বদেশবাসী বাঙ্গালিদের জন্য একটা কোন কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া আপনার নামকে অক্ষয় করা উচিত।

পাঁচতোপী হইতে।

গোপালপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত রামধন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটী আমোদ জনক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিবাহ নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করত, শ্যামপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত তারানাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মজুমদার মহাশয়ের ৪ চারি বৎসরের একটী দুহিতা ছিল। তিনি স্বীয় কন্যাকে গোপন করিয়া তদীয় বাটীর পার্শ্বস্থ জনৈক বৈদ্যের দশম বর্ষ বয়স্কা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা তাঁহাকে দেখান। রামধন ভায়া কন্যাকে দেখিয়া চারিশত টাকা পণাপণ এবং ২৩ শে মাঘ দিবসে দিন স্থির করিয়া বাটী গেলেন।

ভট্টাচার্য্য মহশায় বাটী পৌঁছিয়া জোত জমা, ব্রহ্মোত্তরাদি বিক্রয় করিয়া ২৩ শে মাঘ রাত্রিতে নাপিত পুরোহিতসহ শ্যামপুরে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ছাদনা তলায় কন্যাকে বাহির করা হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যা দেখিয়া অতিশয় রাগান্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহাশয়! আমার স্থানে চারিশত টাকা লইয়া দশম বর্ষের কন্যা দেখাইয়া এক্ষণে চারি বৎসরের কন্যা প্রদান করিতেছেন। আমার আর বিবাহের আবশ্যক নাই; আমার টাকাগুলি ফেরত দিন। কন্যা পক্ষের লোকেরা তাঁহাকে একেবারে উদস্ত করিয়া দিলেন। গরিব বর বেচারি কি করেন, অগত্যা বিবাহ করিলেন।

পরদিবস ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাসোর হইতে উঠিয়া তদীয় সমভিব্যাহারের লোক দিগকে বাটী বিদায় করিয়া দিলেন। এবং কহিলেন, তোমরা বাটী যাইয়া কহিবা আমি নাগাইদ ২৭।২৮ শে বাটী পৌঁছিব। এইরূপে লোক দিগকে বিদায় করিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে ক্রোড়ে লইয়া রামনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত তারিণী প্রসাদ রায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এবং কহিলেন, আমার এই কন্যাটিকে পরিবর্ত্ত দিয়া আমি বিবাহ করিব। রায় মহাশয় তাঁহার কন্যা শুনিয়া কহিলেন, মহাশয়! আমার একটী কন্যা এবং একটী পুত্র আছে, যদি অনুগ্রহ করিয়া বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমি অতিশয় উপকৃত হই। ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, সেই দিবসেই তাঁহার বিবাহ হইল। এবং ২৮শে মাঘ দিবসে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যার ও রায় মহাশয়ের পুত্রের সহিত বিবাহের দিন স্থির হইল।

এদিকে মজুমদার ভায়া কন্যার তল্লাশে তথায় উপস্থিত হইলেন। তথাকার লোকের মুখে তদীয় জামাতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আশ্চর্য্য হইলেন। মজুমদার মহাশয় রায় মহাশয়কে বলিলেন, মহাশয়! কি করিয়াছেন? ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছদ্ম বেশে আমার কন্যাকে আপনার বলিয়া, আপনার পুত্রের সহিত পরিবর্ত্ত করিয়া তিনি বিবাহ করিয়াছেন। রায় মহাশয় এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন আর ভাবিয়া বা কি করিবেন। আপনার জামাতার উপকারার্থ গ্রামস্থ লোক দিগের নিকট আপনার অদৃষ্টের বিষয় জানাইলেন। তাঁহারা মজুমদার মহাশয়কে ডাকাইয়া কহিলেন, তুমি একজন জুয়ারী লোক, তজ্জন্য তোমাকে চৌকীদারের দ্বারা পুলিসে দেওয়া গেল। মজুমদার মহাশয় ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, সকলই আমারই দোষ। আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট যে ৪০০ চারি শত টাকা লইয়াছি, তাহা ফেরত দিতেছি। এবং আমার কন্যাকে বিনা পণে প্রদান করিলাম। আমাকে জেলে পাঠাইবেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চারি শত টাকা ও দুই কন্যা পাইলেন। তিনি যে চারি শত টাকা পাইলেন, তাহার মধ্যে রায় মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ জন্য দুই শত টাকা দিয়া, মনানন্দে শুভ ক্ষণে বাটী যাত্রা করিলেন। আমরা এমন বিবাহ কোন স্থানে দেখি নাই।

আমার হৃদয়।

সুন্দর উদ্যান আমরি কেমন!
রি দিক কিবা নয়ন রঞ্জন,
বীন অতুল শোভার আকর,
রিরে, উদ্যান, কিবা মনোহর!
রিরে, মধুর অমৃতের খনি,
দিকে নিরখি পুলকে অমনি
বসন্ন তনু, বিকল ধমনী,
লে না শোণিত, জীবন বর্দ্ধনী,
কে একে সবে শিথিল হ'ল,
মে তাতে যেন মিশাইয়ে গেল,
নে গেল আঁখি, ভুলে গেল মন,
লে গেল প্রাণ আপনি আপন
লিব কেমনে হৃদয়ে কি হ'ল,
খের তরঙ্গ বহিতে লাগিল,
রে, ধীরে, ধীরে, নাচায়ে নাচায়ে,
দুল, মৃদুল, আঘাতে কাঁপায়ে,
রে গেল কোথা; ত্রিতন্ত্রী ঝঙ্কারে;
জিল রে বীণা— সংসার মাঝারে,
কিয়া কি সুখ? থাকিব না আর;
র্থপর নর; বিষের আগার
দের অন্তর; সুমধুর কথা,
নেনা বুঝেনা অপরের ব্যথা;
রিব না আর নিষ্ঠুর বদন
ব না তাদের ভীষণ শাসন;
ক আছে আমার? চাহি না কাহারে,
হিনা শুনিতে সুমধুর স্বরে,
পাত সরল প্রণয় কথায়
ধায় ব্যথিত কোথায় হেথায়?
র হৃদ্ তারা; চাহিনা কাহারে
কাকী—থাকিব অবনী ভিতরে,
ঙ্গে পুড়িয়া একাই কাঁদিব,
কাই ভ্রমিব আনন্দে হাসিব;
ক কাজ সংসারে? পশি এ উদ্যানে,
রিব মাধুরী সুতৃপ্ত পরাণে—
ন সুশোভিনী, নব বিকসিতা
ধবী বল্লরী; কুসুম ভূষিতা
ভিতেছে কিবা মোহিনী শোভায়,
বীন তরুর ধরিয়া গলায়,
ল কণ্ঠ পিক, ব্রততী বিতানে,
কি আপনারে, মধুর সুতানে,
হরিছে কুহু; বন বিহঙ্গম,
রিছে গীত, অমৃতের সম,
সি তরু তলে, শ্রবণ জুড়াব,
মাখা গানে পরাণ তোষিব,
হ আন্দোলিতা মাধবী লতারে,
ধিয়া হরষে বক্ষের উপরে,
ইব সঙ্গীত বিহঙ্গম সনে,
কলী লহরী কাঁপাবে উদ্যানে,
দুল হিল্লোলে, ছুটিবে বিমানে
পায়ে অম্বর, পবনের সনে,
শিয়া সে গান সবারে মোহিবে
শিবে সন্তাপ, অবনী জুড়াবে।
দেখরে আবার ধরার হৃদয়ে,
লিছে কুসুম সমীরণে লয়ে,
রয়েছে গোলাপ, মল্লিকা, মালতী,
সৌরভ-মালিনী, শুভ্র যূঁথী জাতী,
মকরন্দে মাতি, গুণ গুণ স্বরে,
ভ্রমিতেছে অলি, মধুর ঝঙ্কারে,
দুলিছে নলিনী সরসী সলিলে
স্থির স্নিগ্ধ-রুচি মিশাইয়ে জলে;
কিন্তু দেখ কিবা! মানস মোহন,
একটী পাদপে শোভিছে উদ্যান,
কচি কচি নব চারু মনোহর
লতা রাজি দিয়ে, কুসুমের থর
ঘেরিয়াছে তারে; পল্লব নিচয়,
সাজায়েছে কিবা শ্যামল শোভায়!
দেখেছি—কোমল মলয় সমীরে
নাচিতে ললিত লবঙ্গ লতারে,
নিদাঘ প্রভাতে, অর্দ্ধ বিকসিত,
কণক চম্পক দাম সুবাসিত
শিশির সিক্ত বিনম্র গোলাপে
ফুটিতে নিশীথে সমীর প্রতাপে,
পিক কাকলিত কুসুম ভূষণ
বকুল নিকুঞ্জ চারু বিমোহন,
দেখেছি বসন্তে নব মুঞ্জরিত
শ্যামল পল্লব, লতা বিজড়িত,
কাঞ্চন রঞ্জিত কোকিলা সদন
সহকার তরু অতুল শোভন।
এমন শীতল সুধার নিলয়
দেখি নাই কভু; হয়নি হৃদয়,
মন্ত্র মুগ্ধবৎ এমন অচল;
গলেনি পাষাণ হইয়া তরল;
হেন নব-রুচি সুবিমল শোভা
চির কমনীয় জন- মন-লোভা
আছে কিরে আর মরত ভুবনে
জুড়াতে সংসার- দাব-দগ্ধ-জনে?
তবু কিন্তু নাই হায়রে এখন!
তেমন মাধুরী নয়ন নন্দন,
নবীন বসন্ত উদয়ে যেমন
সেজেছিল মরি, সাধের উদ্যান,
অপূর্ব্ব ললিত মোহিনী প্রভায়,
শোভেছিল কিবা; নাচাত তাহায়,
বাসন্তী পবন লহরী লীলায়;
সৌরভ উথলি পড়িত তায়।
নাহি সে সৌন্দর্য্য নবীনা মাধুরী,
নাই রে সে শোভা চিত্ত মুগ্ধকরী।
দিয়ে ছিল দেখা তরু শির'পরে
একটি কুসুম, কত্র শোভা ধরে,
জিনিয়া সুনীল তমিস্র গগনে,
বিমল উজ্জ্বল তারকা রতনে;—
সোণার মৃণালে অমল সলিলে
ফুল্ল সরোজিনী জড়িত শৈবালে,
কিম্বা বরিষায় নীরদের কোলে,
চল সৌদামিনী নয়ন সলিলে।
দিবা নিশি হায়, বসি তরু তলে
ভাবিতাম কত ভাসি আঁখি জলে,
কত যে কি ভাব উঠিত পরাণে
কি বলিব তাহা? বলিব কেমনে;
দুলিত কুসুম, সুমন্দ পবনে,
হাসিত মধুর, নিরখি নয়নে,
কি হতো হৃদয়ে জানিনাক হায়!
ঝরিত নয়ন; উন্মত্তের প্রায়,
কুসুম রতনে ধরি বক্ষঃস্থলে,
চুম্বিতাম কত, ভাসিত সলিলে।
এসুখ বারতা পশিল কি কাণে,
দারুণ বিধির? অদৃষ্টে কে জানে
অমনি হুঙ্কারি ভীম গরজনে
আসিল ঝটিকা প্রলয় পবনে,
ইরম্মদ দাপে কাঁপিল উদ্যান,
স্বন্ স্বন্ স্বনে ভীম প্রভঞ্জন
বহিল মাতিয়া; ঘোর অন্ধকার,
ক্ষণে ক্ষণপ্রভা বিদ্যুৎ আকার,
ঝলসি নয়ন, বিঁধিয়া পরাণে,
ছুটিল সবেগে; করকা বর্ষণ।
সব শূন্যময়; ভীষণ পবন,
উলটি পালটি ফেলিল কানন,
মড় মড়ি ছিঁড়ি তরু লতা যত,
লইয়া আকাশে খেলে অবিরত,
হাহা কার রবে ধ্বনিল আকাশ
"গেলরে, গেলরে, হ'ল সর্ব্ব-নাশ"
প্রচণ্ড প্রতাপে আবার পবন,
উঠিল রুষিয়া; কাঁপায়ে ভুবন
ভীম সিংহ নাদে, ভূমে পাড়ি সবে,
আসিল নাশিতে ভীষণ আহবে,
সেই তরুবরে; কাঁদি উচ্চস্বরে,
লুকায়ে কুসুম হৃদয় উপরে,
ধরি সে পাদপে, হইনু অজ্ঞান
গেছে ছার থারে হয়নি চেতন;
জানিনা এরূপ ছিনু কত দিন,
হায়রে, হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা হীন,
হৃদয় উপরি পরম যতনে,
রেখে ছিনু মোর যে কুসুম ধনে
রয়েছে তেমনি দেখিনু চেতনে।
সেই তরু, আমি, সেই একস্থানে।
গেছে কতদিন, আবার কানন
ধরেছে সে বেশ মানস মোহন,
সেই তরু'পরে, সে কুসুম বর,
এখনো রয়েছে তবে কেন আর
সৌরভ বিতরি মোহেনা হৃদয়?
আজিও কেনরে ফুটিলনা হায়?
হইতেছে কেন হায় দিন দিন,
মলিন বিশুষ্ক পরিমল হীন?
"হা বিধাতঃ! তুমি কেন এ করিলে
জীবন তোষিণী কুসুমে দেখালে
কেন বা আবার কোন্ পাপফলে
আঁধারি উদ্যান শুখাও অকালে?
হায়, দিবানিশি বাস তরুতলে,
সেবিনু নিঃশ্বাসে, সিঞ্চি আঁখি জলে,
করিনু যতন, ভুলিয়া সংসার,
ফলিলনা কেন পাদপ আমার?
বল বল নাথ! ফলিবে কি আর?
ফলিবে কখন? পাদপ আমার!
এইখানে মোর মিটিল কি সাধ?
কেন জগদীশ! সাধিলি রে বাদ?

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩
ডাকমাসুল ... ।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷০
ডাকমাসুল ... ৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তত আছে।

RIJU BRITTI
OR A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।
অর্থাৎ
প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের
অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত, কৃদন্ত, প্রত্যয় এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজি অনুবাদ সম্বলিত

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বৰ্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির
আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।
মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৶০ আনা।

It displays great erudition.
Monier Williams.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ... ৬॥০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ... ৩।০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ... ২৲ মাসিক ... ৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ... ... /০
ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—৯ই ফাল্গুন। রবিবার সন ১২৮২সাল। ইং ২০ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। { ১৭ সংখ্যা

আমাদের বিজ্ঞাপন।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও এখন হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ—আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব। গ্রাহক ব্যতীত অপর সকলের স্থানে রীতিমত মূল্য লওয়া যাইবে।

জন্ম।

১২৮২। ২৮ এ পৌষ রাত্রি ৬ দণ্ডের সময় দেবগ্রামের বাটীতে বৰ্দ্ধমানের সাগিল করকা নিবাসী শ্রীযুক্ত মহানন্দ গোস্বামীর প্রথম নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

বিগত ১৪ ই ফেব্রুয়ারি ৩ রা ফাল্গুণ সোমবার প্রাতে রাণাঘাটের অন্তর্গত আড়ংঘাটা গ্রামে নদীয়া জেলার পোষ্টাপিস সমূহের সবইন্স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি পুত্র হইয়াছে।

বাবু মধুসূদন সরকারের প্রথম কন্যা শ্রীমতী কৈলাস বাসিনী দাসী, কাটোয়ায় গত ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি কন্যা প্রসব করিয়াছেন।

মৃত্যু।

গত ৫ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬। বেলা তিনঘটিকার সময় হায়না নিবাসী শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দত্তের শিক্ষক, শ্রীযুক্ত বাবু তারিণী চরণ ঘোষ মহাশয়, ২০ বৎসর বয়সে বীরভূমে কালকবলে পতিত হইয়াছেন।

গত সপ্তাহে কলিকাতায় মহাগণ্ডগোল গিয়াছে। এই শনিবারের পূর্ব্বে শনিবারে কলিকাতার মিউনিসিপালিটির শুভাশুভ লইয়া দুইটি সভা আহূত হইয়াছিল। লীগ্-পক্ষ টাউন হলে একটি সভা আহ্বান করেন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন তাঁহাদের সভা মন্দিরে আর একটি সভা আহ্বান করেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের একটি দুর্নাম আছে, যে ইঁহারা ধনবানেরই আদর করেন, বিদ্যাবানের তাদৃশ গৌরব করেন না। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা সেই কলঙ্ক অপনোদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, বাবু কেশব চন্দ্র সেন, বাবু চন্দ্র নাথ বসু, বাবু নবগোপাল মিত্র প্রভৃতিকে বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। যে জন্যই হউক, যে উদ্দেশেই হউক, এই ক্ষণিক সম্মিলন—অতি সুখের বিষয়।

এদিকে অপোগণ্ড ইণ্ডিয়ান লীগেরও তেমনই দুর্নাম হইয়া উঠিয়াছে। লীগের শত্রু মিত্র সকলেই স্বীকার করিবেন, যে লীগ ভবে আসিয়া কোন কার্য্য করুন আর নাই করুন, আপনার শত্রু আপনি বৃদ্ধি করিতেছিলেন। ইহার উত্তর সাধকগণ বলেন যে বসুদেব-অঙ্গজ-নন্দ-ঘোষ তনয় শ্রীমন্ মহালীগ্ জন্মাবধি পূতনা প্রলম্বাদি বধ করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা লীগের শত্রু ক্ষয়ের কোন প্রমাণই পাই নাই। এবার যে রূপেই হউক, লীগ টাউন হলে শত্রুমিত্র একত্র একোদ্দেশে সমবেত করিয়াছিলেন। এটিও সুখের বিষয়। এই রূপ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যদি ইণ্ডিয়ান লীগ বল

সঞ্চয় করে এবং কোন বিশেষ নিকৃষ্টমনা লোকের দ্বৈপায়ন হ্রদ না হইয়া যদি ক্রমে সাধারণ মধ্যবিত্তের মুখ পাত্র হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমরা প্রকৃত সুখী হইব। উজ্জ্বল-উচ্ছল-তরল-চঞ্চল-মস্তিষ্ক মুখোপাধ্যায় মহাশয় পদত্যাগ করাতে আমাদের কথঞ্চিৎ ভরসা হইয়াছে; আর এই টাউন হল সমিতিতে সপক্ষ বিপক্ষ কিয়ৎ পরিমাণে একত্র হওয়ায় আমাদের ভরসা হইয়াছে। যদি কিছু না হয়, —আর এই রূপে কলিকাতায় দুটি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হয়—তথাপি সাধারণের লাভ আছে।

রাজভক্তি।

আজ কাল ইংরাজদিগের মনে কেমন একটা সন্দেহ হইয়াছে যে, হিন্দু হৃদয় রাজভক্তিশূন্য; তাঁহারা বিবেচনা করিয়া থাকেন, যে, ইংরাজ শাসনের প্রতি হিন্দুদিগের পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা নাই। এই সন্দেহ কত দূর সত্যমূলক, তাহা যদি ইংরাজগণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কোন কথা থাকিত না। সন্দেহ সকল বিষয়ে সকলের মনে হইতে পারে। কিন্তু মনোমধ্যে সন্দেহ উদয় হইবা মাত্রেই সকলেরই সত্য নির্দ্দেশে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যখন সেই সন্দেহ কর্ত্তব্য পালনের বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া উঠে, তখন আর তাহাকে অধিক ক্ষণ মনে স্থান দেওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। যে সন্দেহ কর্ত্তব্য পালন পথে কণ্টকস্বরূপ, আশু তাহার মূলান্বেষণ করিতে হয়। যদি তাহার মূলে সত্যের ছন্দাংশও থাকে, তবে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়, নতুবা একেবারে তাহা মন হইতে অন্তর করা কর্ত্তব্য। ইংরাজ সেরূপ কোন কিছু করিতেছেন না, অথচ সেই সন্দেহের বশীভূত হইয়া আমাদের সহিত সহস্র অন্যায়াচরণ করিতেছেন। সেই অন্যায়াচরণগুলি কি, তাহা কৃতবিদ্য মাত্রেই অবগত আছেন; সুতরাং এস্থলে সেই সকলে সবিশেষ বর্ণন আবশ্যক করে না। কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, আমরা ইংরেজ শাসনাধীন থাকিয়া যে সকল দুর্দ্দশাভোগ করিতেছি, যে সকল অভিযোগধ্বনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শব্দিত হইতেছে, সে সকলের আদি কারণই সেই সন্দেহ।

ইংরাজ হৃদয় হইতে যদি আমরা সেই সন্দেহের অত্যল্পাংশ মাত্রও দূর করিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা আজ এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। আমরা আজ ইংরাজকে দেখাইব, যে, হিন্দু হৃদয়ে রাজভক্তি চিরকাল যেমন অচলা, সেইরূপ অচলাই আছে; তবে সময়ের গতিকে তাহার কিঞ্চিৎ প্রকার-ভেদ হইয়াছে মাত্র। হিন্দু সন্তানগণের মুখ হইতে এখন আর পূর্ব্বের মত "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরো বা" বাক্য নির্গত হয় না। অধিপতির ঈশ্বরত্ব সমস্ত ভারতবর্ষে না হউক, উহার অনেক স্থানে লোপ পাইয়াছে; এ দুইটি কথাও সত্য। তথাপি ভারতে রাজভক্তি নাই, এ কথা প্রাণ গেলেও স্বীকার করিতে পারিব না। রাজভক্তি শব্দের প্রকৃতার্থ এই যে, যাঁহাকে আমরা আমাদিগের অপেক্ষা প্রধান ও ব্যুৎপত্তিশালী জানি, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার অধীনতা স্বীকার। অধীনতা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিঞ্চিৎ অজ্ঞতা থাকে। যখন সেই অজ্ঞতা কখনই মনের স্থায়ীভাব স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না, যখন অবস্থানুসারে ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, তখন এ কথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজভক্তির সময়ানুসারে অবস্থান্তর ঘটিতে পারে। আমরা আজ শতাধিক বর্ষ ইংরাজ প্রদত্ত মুষ্টি ভিক্ষায় উদর পূরণ করিতেছি, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছি ও তাঁহাদিগের চরিত্র তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছি, তাহাতে ইংরাজ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অনেক দূর হইয়াছে; সুতরাং আমাদের রাজভক্তিও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজভক্তির আর একটী আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এই যে, ইহার বড় একটা পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই। ইহা কখন কখন দুর্দ্দান্ত প্রজাপীড়ক ও শান্ত সর্ব্বহিতৈষী নৃপতি উভয়কেই কোলে তুলিয়া লয়। আমার পিতৃ পিতামহ সকলেই রাজার প্রতি ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং আমিও করিব এই বিবেচনাতেই সচরাচর রাজভক্তির জন্ম এবং অভ্যাসই ইহার পরিপোষক। পৃথিবীতে কতকগুলি জাতি রাজসেবা ও রাজভক্তি করিবার জন্যই জন্মিয়াছে; আবার কতকগুলি জাতি যুগ যুগান্তর ধরিয়া অরাজকের অনিষ্ট সহ্য করিয়াও রাজভক্তি শিখিতেছে না। আমরা বোধ হয় রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার জন্যই ভূমণ্ডলে প্রেরিত হইয়াছি; নতুবা এই দীর্ঘ অধীনতা কাল মধ্যে একদিন না একদিন রাজার প্রতি অভক্তি দেখাইতাম। যে হিন্দু সন্তান ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বিবেচনা করিয়া ইষ্টদেবের সহিত মুসলমান সম্রাটের নাম এক মালায় একত্রে জপ করিয়াছে, সেই হিন্দু সন্তানই আবার অদ্য সুদীর্ঘ ইংরাজ স্তোত্রে সংবাদ পত্রের স্তম্ভ পরিপূরণ করিতেছে। তবে এই দুইয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য এই যে, মুসলমান রাজত্বকালে আমাদের কিছুমাত্র উন্নতি লালসা ছিল না, এক্ষণে আমাদের উন্নতি লালসা হইয়াছে। সেই জন্য আমাদের রাজভক্তি ইংরাজ চক্ষে ততটা স্পষ্ট প্রতীয়মান না হয়, তবে আমরা নাচার।

যেখানে উন্নতি লালসা, সেইখানেই আপাতঃ দৃষ্টিতে ভক্তি ও অধীনতার কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা অনুভূত হইয়া থাকে। সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তি একত্র না হইলে

কোন মহৎ কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া ইংরাজ যেন একেবারে সিদ্ধান্ত করিয়া না বসেন, যে, আমাদের অন্তঃকরণে রাজভক্তির লেশমাত্র নাই। যদি আমরা হেট টুণ্ডে কথাটি না কহিয়া ইংরাজের পদধূলি মস্তকে লেপন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, ইংরাজগণ আমাদিগকে অধিক রাজভক্ত জ্ঞান করিতেন। কিন্তু সেটী আমাদের ন্যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি দিগের দ্বারা আর হইতে পারে না। ইংরাজাশীর্ব্বাদে আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতা পাইয়াছি, তাঁহাদের অনুগ্রহে মিল, কার্লাইল প্রভৃতি অগাধ চিন্তাশীল গ্রন্থকার দিগের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, এখন আমরা যদি তাঁহাদের শাসনকার্য্য সমালোচন করিতে করিতে কোন একটীকে অন্যায় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাই, তবেই কি রাজভক্তিশূন্য স্থির করিয়া তাঁহাদের আমাদিগের উপর খড়্গহস্ত হওয়া উচিত? না জানিয়া কোন কথা না বলিতে কষ্ট নাই। কিন্তু জানিয়া চুপ করিয়া থাকা নরকযন্ত্রণার অপেক্ষাও এখন আমাদের কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ আমাদিগের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন যখন আমাদের নিজের কোন হাত নাই, তখন আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে যে তাঁহাদিগের জ্বালায় যারপর নাই জ্বালাতন হইতে হয়, একথা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? তথাপি আমাদের রাজভক্তি এমন প্রবলা, যে আমরা ক্যানিং ও ডালহৌসি, মেও ও নর্থব্রুক প্রভৃতি শাসনকর্ত্তৃগণকে সমান ভক্তি করিয়া আসিতেছি। আমরা জানি যে, শাসনকর্ত্তৃগণ নিজে মন্দ হইলেও প্রজাদিগের হিতসাধনে সক্ষম। আমরা জানি যে রুষিয়ার পিটার ও কেথারাইন, ইংলণ্ডের, এলিজাবেথ ইহারা সকলে স্বেচ্ছাচুসারী হইয়াও আপনাপন ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়াও বাণিজ্য স্থাপন, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও আরও নানা প্রকার প্রজাদিগের অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উন্নতি তাৎকালিক ইউরোপীয় সমাজের অবস্থা সাপেক্ষ। আমাদের সমাজ সে অবস্থাপন্ন নহে। আমরা কোন কালেই সম্মুখীন হইয়া রাজার বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, আমরা কোন কালেই দশ জনে একত্র হইয়া, রাজা অর্থ যাজ্ঞা করিলে প্রতিপদে তাঁহার সহিত সংগ্রাম করি নাই। আমরা চিরকালই রাজাজ্ঞা মস্তকে বহন করিয়া আসিয়াছি, চিরকালই সমাজে রাজপদের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছি ও এখনও করিব। তবে আমাদের মত রাজভক্তি কাহাদের আছে? তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, কেথারাইনের কঠোর শাসন আমাদের সমাজের উপযোগী নহে। আমরা যেমন শান্তপ্রকৃতি শাসনকর্ত্তৃগণও কিঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি হইলেই আমাদের পক্ষে ভাল। আমাদের চিত্তবৃত্তি সকল শান্তিতেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

উন্নতি।

আমাদের দেশে কোন উন্নতি নাই, কোন উন্নতি নাই, বলিয়া সর্ব্বত্র হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সম্পাদকগণ এইমর্ম্মে সংবাদ পত্রের স্তম্ভ সকল অশ্রুময় করিতেছেন, গ্রন্থকারগণ স্ব, স্ব, প্রণীত গ্রন্থ শোকময় করিতেছেন এবং দেশ হিতৈষীগণ গলদশ্রুলোচনে সতত বিলাপ করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক কি আমাদের দেশে কোন উন্নতি হয় নাই? বাস্তবিক কি কোন সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথা বিদূরিত হয় নাই? বাস্তবিক কি ভ্রমশূন্য নীতিমূলক অজ্ঞাতপূর্ব্ব কোন আচার প্রণালী আমাদের দেশে প্রচলিত হইতেছে না? কুসংস্কার সমূহের মূলে কুঠারাঘাত করিবার নিমিত্ত সভামণ্ডপে ও পুস্তক সকলে যে সমুদয় নীতি সন্দর্ভ পঠিত ও প্রকাশিত হইতেছে; সত্য সত্যই কি সে সমুদয় ভস্মে ঘৃত প্রদান হইতেছে? বহির্বিষয় হইতে নয়ন আকর্ষণ করিয়া সমাজের গূঢ়তম প্রদেশে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, বিশ বৎসর পূর্ব্বের ভারত বামহস্তে রাখ এবং এই বিরাশী শালের ফাল্গুন মাসের ভারত দক্ষিণ করে রক্ষা কর, চিত্রকরের চক্ষে দেখ, দেখিবে, যে উজ্জ্বল বর্ণ দ্বারা ভারত নয়ন ঝলসাইত, এক্ষণে সেই বর্ণের খরতা নাই; পূর্ব্বে ভারতের যেস্থল বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে বর্ণ বলিয়াই স্বীকার করেন না, শুভ্রবর্ণে চিত্রিত ছিল, এক্ষণে তাহা নয়ন প্রীতিকর নীলাভে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ নিরাশার বিশেষ কারণ দেখিতে পাইবে না, উন্নতিস্রোত ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিতরূপে ভারত সমাজের স্তরে স্তরে প্রবাহিত হইতেছে। প্রবাহিত হইয়া সমাজের মরুভূমি, উপবনে এবং উপবন, কুঞ্জে পরিণত করিতেছে। কিন্তু সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না। এই নিমিত্তই সম্পাদক, গ্রন্থকর্ত্তা ও দেশহিতৈষী ক্রন্দন করেন; অন্যান্য সহৃদয় ব্যক্তি কাঁদিয়া মনের ব্যথা নিবারণ করেন। কিন্তু তত্ত্বদর্শী শান্ত পুরুষ এসব বিষয়ে কর্ণপাত করেন না এবং অকারণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হন না। তিনি জানেন, আশা হইতে কল্পনা এবং কল্পনা হইতেই আকাশকুসুম সুতরাং এই পৃথিবীতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। এ পরিমিত সময়ের মধ্যে অন্যদেশে এতটুকু উন্নতি কিম্বা ইহার অধিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে কি না, তিনি এই চিন্তায় তাঁহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক উষ্ণ করেন না, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা ভাবিয়া যেটুকু উন্নতি দেখেন, তাহা দেখিয়া নিরাশ হন না, অথচ সন্তোষ লাভ করেন না। সন্তুষ্ট হন না কারণ, ধর্ম্মযাজকগণ যাহা বলেন বলুন, তাঁহার মতে সন্তোষ, সামাজিক জীবনে অনর্থের মূল, ইহাতে নিশ্চেষ্টতা উৎপন্ন হয় এবং নিশ্চেষ্টতা কর্ম্মক্ষেত্রে কত অনিষ্টকর, তাহা সহজেই অনুভূত হয়। এই হেতু তিনি অসন্তুষ্ট থাকেন, অসন্তুষ্ট থাকেন আরও অধিক উন্নতি আকাঙ্ক্ষায়। তিনি

দেশের পশ্চাল্লিখিত দুই এক বিষয়ে উন্নতির স্মরণ করিয়া সময় বিশেষে আনন্দের কণা উপভোগ করেন।

২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এই বহুবিবাহ কত হিন্দু পরিবারকে মুখব্যাদানে গ্রাস করিয়াছেন, এই বহুবিবাহ কত অবলাজনকে দুস্তর চিরদুঃখসাগরে ভাসাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইহা হইতে ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি কত কলুষস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, শুনিয়া কর্ণে হস্তে প্রদান করিতে হয় এবং ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই সর্ব্বদোষাবহ বহুবিবাহ তখন কুলীন ব্রাহ্মণগণের জীবিকা ছিল। ব্যক্তি বিশেষের বিবাহ সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, শ্বশুরদিগের নাম ধামাদি স্মরণ না থাকিবার ভয়ে হিসাব বহি প্রস্তুত হইত এবং উক্ত বহি কক্ষে লইয়া কুলীন ব্রাহ্মণগণ তীর্থে বাহির হইতেন, সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে জীবন অতিবাহিত হইত। ইহারা পুত্রগণকে চিনিতেন না, পুত্রগণও পিতাকে চিনিত না। ভরণপোষণ, বিদ্যাশিক্ষা বিবাহ দানাদি পিতৃকার্য্য মাতুলই সম্পাদন করিতেন। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসী নিস্তেজ হইবে, তাহর আর আশ্চর্য্য কি? এমত অবস্থায় ভারতবাসী উৎসাহ ও কার্য্যকুশলতা হারাইবে, তাহার আর বিচিত্রএবংকিত্রব অত্যাচারীর অত্যাচার মস্তক পাতিয়া সহ করিবে, তাহাতে আর বিস্ময় কি? বহুবিবাহ প্রথা শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণগণমধ্যে বদ্ধ ছিল না, শূদ্রদিগের মধ্যেও উহা প্রচলিত ছিল এবং বিস্তর অনিষ্ট উৎপাদন করিত। 'পুৎ' নামক নরকের ভয় হৃদয়ে জাগরূক থাকাতে অনেকেই বহুবিবহ পাপপঙ্কে পতিত হইতেন। কিন্তু ইদানীন্তন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। যদিও বহুবিবাহ প্রথা সমূলে উৎপাটিত হয় নাই, তথাপি ইহার বদ্ধমূলভাব আর কুত্রাপি দেখা যায় না। দুই এক স্থলে বহুবিবাহ ঘটে বটে, কিন্তু যেমন বিশেষ সূত্র সাধারণ সূত্রকে বলবৎ করে, তদ্রূপ এই দুই এক বহুবিবাহ, বহুবিবাহে অনেকাংশে রহিত হইয়াছে। এই কথা দৃঢ় প্রমাণ করিতেছে। এমন কি বংশ লোপ ভয়ও অনেককে আকুল করিতে পারে না। তাঁহারা বংশলোপ ও বহুবিবাহের অনিষ্ট তৌলদণ্ডে পরিমাণ করেন এবং বহুবিবাহের অনিষ্টাধিক্যদর্শনে বংশ লোপ স্বীকার করেন। এইরূপে বহুবিবাহের প্রতি লোকের আন্তরিক ঘৃণা জন্মিয়াছে। কোথা হইতে এই ঘৃণা উপজিল? বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারা উদ্ধৃত শাস্ত্র বচন পাঠ করিয়া? কখনই নহে, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে? না পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোচনায়? না হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরিক গতিতে? বলিতে পারি না, কিন্তু ইংরাজগণের ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশীয় লোকের মনে বহুবিবাহের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে, ইহা নিশ্চয়।

প্রায় ৪০ বৎসর হইল, মহানগরী কলিকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতেই হউক এই সময়ের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যদিও সকল ভারতবাসী ব্রাহ্মনিকেতনের আশ্রয় লয় না যদিও সকলে প্রতি রবিবারে আফিসের মত ব্রাহ্মসমাজে গমন করে না, যদিও সকলে প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা মুদিত নয়নে "হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া—" ইত্যাদি অভ্যস্থ পাঠের ন্যায় প্রার্থনা করে না, যদিও অনেক "ভ্রাতায়" মিলিত হইয়া তারস্বরে "অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও—" ইত্যাদি বাক্য ভারত বর্ষের সর্ব্বত্র শ্রবণগোচর হয় না; নাই হউক, হওয়া আবশ্যকও নাই—তথাপি সত্যধর্ম্মের আলোক এদেশে প্রবেশ করিয়া যথেষ্ট হিতসাধন করিয়াছে। এই সত্য ধর্ম্ম ও ইংরাজী শিক্ষা বলে সত্য এবং স্পষ্টবাদিত্বের উপর লোকের আন্তরিক আস্থা জন্মিয়াছে। বিচারালয়, গবর্ণমেণ্ট আফিস এবং ব্যবসালয়ে যেসমুদায় পুরাতন ও নব্য সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের মধ্যে মতের প্রভেদ দেখিতে পাইবে। পুরাতন সম্প্রদায়ের অধিকাংশই উৎকোচপ্রিয় ও কপট। তাহাদের মধ্যে উদারতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের অন্তরে কাটারী বাহিরে মিছরী। নব্য সম্প্রদায়ের চপলতা, ঔদ্ধত্য, অবিমৃষ্যকারিতা ইত্যাদি শত দোষ থাকিতে পারে, উৎকোচপ্রিয় ও কুটিলমতি তাহাদের মধ্যে নাই বলিলেও হয়। ইহাদিগের মধ্যে সত্যপ্রিয়তা ও স্পষ্টবাদিত্ব জাজ্বল্যমান। এই দুই গুণে ইহাদের সকল দোষ পূর্ণশশীর কলঙ্কের ন্যায় ধর্ত্তব্য নহে। এই দুই গুণ লাভ করিতে গিয়া নব্যসম্প্রদায়ের কেহ কেহ অন্যান্য দোষে পতিত হয়। কিন্তু সুরভি গোলাপপুষ্প চয়ন করিতে গিয়া কয়জন কণ্টকবিদ্ধ না হইয়া ফিরিয়া আইসেন। এই সত্যধর্ম্মের আশ্রয় লইতে গিয়া অনেকেই গুরুভক্তি হারায় সত্য, কিন্তু অচল, অসার, অজ্ঞান, অন্ধভক্তি আমাদের দেশে বিস্তর অনিষ্ট সাধিয়াছে, কিছু দিনের নিমিত্ত ভক্তি আবৃত থাকুক, সূর্য্যোদয়ে তারকা আলের ন্যায় জ্ঞানজ্যোতিঃতে ভক্তির শুভ্র কমনীয় কান্তি দিন কয়েক লুক্কায়িত থাকুক, শুভ ব্যতীত অশুভ ঘটিবে না।

নাটক সমালোচন।

১। সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক। পুরুবিক্রম নাটক রচয়িতা কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২। ভারতের সুখ শশী যবন কবলে নাটক। শ্রীনবীন চন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে শ্রীব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী—কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৩। ভারত-বিজয়। দৃশ্যকাব্য প্রথমাংশ। শ্রীরাজেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। Published by R. N Chakravarti, 34, Meerjaffer's Lane, Calcutta.

৪। যৌবনে যোগিনী। (ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য।) শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা; শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা অপর চিৎপুর রোড, শোভা বাজার ২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

৫। প্রমথ নাথ নাটক। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত এবং প্রকাশিত। কলিকাতা ২৪ নং মীরজাফর্শ লেন পটল ডাঙ্গা গুপ্ত প্রেশে শ্রীমতি লাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাটক সমালোচন একটী দুরূহ ব্যাপার। যদি নাটক খানি যথার্থ নাটক পদ বাচ্য হইবার উপযোগী হয়, তবে সমালোকের তাহা সমালোচনায় সুখ আছে। গ্রন্থকারেরও সুখ আছে। কিন্তু যদি তাহা আধুনিক (নাটক) হয়, তাহা হইলে আর কষ্টের পরিসীমা নাই। যখন তোমায় গ্রন্থ খানি 'সাদরে' প্রদত্ত হইয়াছে, তখন সমালোচন করিবার জন্য তাহা পঠ করিতেই হইবে। ফল হইবে কি? অভক্তি, অরুচি, বিরক্তি। যাঁহারা বুঝেন, যে, নাটক পাইলেই নরম গরম সমালোচন করিতে হয়, তাঁহারা একরূপ করেন ভাল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অন্তঃ প্রকৃতি দ্বারা অন্তঃ প্রকৃতির পরিচালনই নাটকের উদ্দেশ্য। মানব হৃদয় উচ্ছ্বাসের ঘাত প্রতি ঘাত, কথোপকথনে যিনি প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই নাটক রচন-পটু। "অন্তর্দ্বেষ" ই (passions) নাটকের প্রাণ। রসাদির অবতারণ—রক্ত। ছন্দোময়ী অমিত্রাক্ষরী ভাষাই নাটকে প্রশস্ত। এক্ষণে দেখা যাউক, সমালোচ্য নাটক গুলি কতদূর সফল হইয়াছে। ইহার সকলগুলিই বীররসাত্মক বা সকলগুলিতে বীররস উদ্ভাবনের চেষ্টা আছে, ও দেশহিতৈষিতার ছায়া আছে।

সরোজিনী নাটককার অনেকাংশে সফল হইয়াছেন, যথার্থ নাটকের গুণ অর্থাৎ "হৃদয়ে হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাত" ইহার কোন কোন স্থলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শকুন্তলা আলবালে জল সেচন করিতেছেন—সম্মুখে দুষ্মন্ত দণ্ডায়মান। দুষ্মন্ত জিজ্ঞাসিলেন "এই কি কণ্বের আশ্রম?' শকুন্তলার হৃদয়ে আঘাত হইল। "হাঁ, মহাশয় আপনি এস্থানে?" প্রতিঘাত হইল। ফল, পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ। ইহাই নাটক। সুরোজিনীও কতকাংশে নাটক। ইহাতে দেশহিতৈষিতা মিশ্রিত বীর রসোদ্ভাবনেরচেষ্টা আছে। আমাদের বিবেচনায় 'নাটকে স্থল বিশেষে ছন্দোময়ী রচনাভাবে রসহানি হইয়াছে। পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ফতে উল্লার প্রবেশ দেখিয়া যাত্রার দলের মনে পড়ে। যাহা হউক দোষে গুণে নাটক খানি মন্দ নহে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। চরিত্র গুলি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। পাঠকগণকে আমরা ইহার একটি বীর রস পূর্ণ কবিতা উপহার দিলাম।

ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয়লো চিতায় আয়লো সই!
আয় আয় বোন্! আয় সখি আয়!
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ!
দ্যাখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দ্যাখ্ রে চন্দ্রমা, দ্যাখ্ রে গগন!
স্বর্গ হ'তে সব দ্যাখ দেবগণ,
জলদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দ্যাখ্ রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে॥
জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ,
জ্বলুক জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান॥
দ্যাখ্ রে যবন, দ্যাখ্ রে তোরা,
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি,
জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥

ভারতের সুখ শশী যবন কবলে, ভারত বিজয় এবং যৌবনে যোগিনী বিষয় একই। তিন খানিনেই পৃথুরাজ বা পৃথ্বীরাজ, হস্তিনা বা ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা এক জন প্রধান অভিনেতা। তিন খানির অভিনেতৃগণের সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করা গেল।

সুখশশীতে—	বিজয়ে—	যোগিনীতে
অনঙ্গমঞ্জরী—	মায়াবতী—	ইন্দুবালা
পুষ্পকেতু—	শঙ্করাচার্য্য—	বিষধর
অপরাজিতা—	চপলা—	অম্বালিকা
পৃথুরাজ—	প্রমথ—	পৃথুরাজ
কামন্দকী—		—সিদ্ধেশ্বরী
সোমরাজ—		—সমরসিংহ
ভীমসেন, কালকেতু		—প্রমথ

এতদ্ভিন্ন তিন খানিতেই মহম্মদ ঘোরী—একই কার্য্যের নিমিত্ত, কুতব উদ্দীনও একই কার্য্যের নিমিত্ত—অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিন খানিতেই জয়চন্দ্র আছেন; সুখশশী ও বিজয়ের জয়চন্দ্র এক ছাঁচের—যোগিনীর অন্য ছাঁচের। যৌবনে যোগিনীর ভীমদেব কতকাংশে পূর্ব্বোক্ত নাটকের জয়চন্দ্র। পুষ্পকেতু বা বিষধর বা শঙ্করাচার্য্যের গুপ্ত চক্রা-

স্তে ভারত যবন হস্তগত, পৃথ্বীরাজ কবলিত। তিনখানিতেই দেশ-হিতৈষিতা মিশ্রিত বীর রসোদ্ভাবনের চেষ্টা আছে। সুখশশী এবং যোগিনী কতকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। সমালোচ্য তিন খানি গ্রন্থের উপন্যাস একরূপ হইলেও, ভারতের সুখশশী যবন কবলে নাটকে কিছু চাতুর্য্য আছে। যৌবনে যোগিনীকার রস-রচন-পটু। ভারত বিজয়কার চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারিবেন। সুখশশীর এক এক স্থলের ভাষা গ্রাম্যতা দোষে দূষিত, কোথাও সংস্কৃতাভিসারিণী। উক্ত নাটকের এক স্থলে বসন্ত ও গণপতির কথা বার্ত্তা পাঠ করিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু

৩৩৩ দোষঃ গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

যে উদ্দেশে যৌবনে যোগিনী প্রকাশ, তাহা অধিকাংশে সফল হইয়াছে। যথা ঃ—

ভারতের স্বাধীনতা—প্রিয় স্বাধীনতা—
যার বলে ভূমণ্ডলে পূজ্য হও সবে;
হরিতে সে ধনে, অমূল্য রতনে, করে
অন্তরে বাসনা, দুষ্ট পাপিষ্ঠ যবন!
বীরগণ! ভারত-সন্তানগণ! পুত্র
হয়ে, জননীর হেরিবে দুর্দ্দশা? হবে
কি যবন-দাস? বিলাবে কি স্বাধীনতা
ধনে, সিংহ সম পরাক্রমী হয়ে, আজি
অম্বুক যবনে? হায়! কাঁদাবে মাতারে?—
বীরগণ! এ জগতে যদি চাহ,
মান, সুখ, স্বাধীনতা, প্রাণ পণ করি,
বীরদর্পে হও অগ্রসর—রুদ্রবেশে,
ভীষণ সংগ্রামে কর যবন সংহার।
আনন্দে যবন-রক্তে মাতারে করাও
স্নান, গাঁথিয়ে যবন-মুণ্ড পর-সবে
গলে, ধর বীর নাম। বীরপুত্রগণ!
ভারতের জয়, গাও, ভারতের জয়।

বিখ্যাত নাটক লেখক দীনবন্ধু বাবু লীলাবতী নাটকের একস্থলে হেমচাঁদকে দিয়া বলাইয়াছেন "সব সওয়া যায়, কিন্তু মেয়ে জ্যাঠা সওয়া যায় না"। প্রমথনাথ নাটক সমালোচনে আমরা সেই মেয়ে জ্যাঠার হস্তে পতিত হইয়াছি। বাস্তবিকও এদোষ কেবল প্রমথ নাথ নাটকেরই নহে। দুই এক খানি নাটক ব্যতীত সকল নাটকই এই দোষে দূষিত। এমন কি দীনবন্ধু বাবুও তাঁহার স্বকৃত নাটক সমুদয়ে এদোষ বর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। অশুভক্ষণেই জীবিতেশ্বর, হৃদয়-প্রতিম প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্য সাগর মন্থনে উদ্ভব হইয়াছে। প্রমথনাথ নাটক আদ্যোপান্ত এই রূপ দোষে দূষিত। নাটককার যে উদ্দেশে পতিত পাবনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সফল করিতে পারেন নাই। ভাসিয়া গিয়াছে। তবে দুই একটি—(বিদ্যাবতী, মন্ত্রী)—চরিত্র মন্দ হয় নাই। তবে এরূপ কবিতাও মন্দ নহে।

অক্ষম অবলা কুল বল কোন্ কাজে?
পারে না কি তারা তীর ধনু তরবারি
ধরিতে করে সজোরে, করিতে সংহার
রণ-রঙ্গভূমে শত্রু ভীম পরাক্রমে?
পারেনা কি পালিবারে পুত্র নির্ব্বিশেষে
প্রজাপুঞ্জে, দমি দুষ্ট পুরস্কারি?
যাইতে সাগর পারে বাণিজ্যের তরে,
উড়ায়ে পতাকা পুঞ্জ অকুতো সাহসে?
আরোহিতে বাজীপৃষ্ঠে অটল অচল
দ্রুত ইরম্মদ বেগে ধাইতে সংগ্রামে?

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে, রস Refined হইলে গান হয়। সেজন্য নাটকে দুই একটি গান থাকা উচিত। সমালোচ্য নাটক গুলি সকলই এ বিষয়ে বিফল প্রযত্ন হইয়াছে। অধিকন্তু ভারতের সুখশশী যবন কবলে নাটকে অনেক গুলি গান থাকাতে যাত্রার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।—

আমাদের শেষ কথা। নাটকে গ্রন্থকারগণ ছন্দোময়ী অমিত্রাক্ষরী রচনা করিতে সচেষ্ট হউন। নহিলে রসভঙ্গ হয়। সরোজিনী নাটকে এই দোষে বিজয় সিংহের উক্তিতে এক স্থলে বিলক্ষণ রস ভঙ্গ হইয়াছে। আমরা আজি নাটক সমালোচন করিয়া নিতান্ত কষ্ট পাইলাম না, ভরসা করি নাটককারগণ আমাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া আমাদিগকে অধিকতর সুখী করিবেন। সুদীর্ঘ সমালোচনার পর এই অনুরোধ করিয়া বিদায় হইলাম।

বাহাদুরাষ্টকম্।

১। মুখ-বংশ অবতংস ত্বংহি বাঁকড়ো বাসিনং।
লজ্জাহীন ধৈর্য্যহীন বাহাদুর সাপটং॥
বিশ্ব-মুগ্ধ কারী দেব হিন্দু বংশ কণ্টকং।
মুখ-বংশ অবতংস ত্বংহি বাঁকড়োবাসিনম্॥

২। প্রশংসিত বীর্য্যবান্ রাজ্ঞী-পুত্র সজ্জনঃ।
তস্য মনস্তুষ্টি জন্য অপূর্ব্বোপঢৌকনং—
গৃহিণ্যাদি যোষিদ্বর্গ স্পর্শদান কারিণং।
মুখ-বংশ অবতংস ত্বংহি বাঁকড়োবাসিনম্॥

৩। স্ফুটিত চম্পকোপম হিন্দু-কুল বালায়াং।
কলঙ্ক কালিমা স্তূপ সুখে লিপ্ত কারিণং॥
হৃদ কর্ম্ম সিদ্ধি জন্য সদ্য স্বর্গ প্রাপকং।
মুখ-বংশ অবতংস ত্বংহি বাঁকড়োবাসিনম্॥

৪। ইন্দ্র-চন্দ্র বরুণানি যঃ শ্রীপাদ প্রাপ্তয়ে।
অহোরাত্র ধ্যান কৃত্বা ইদানীঞ্চ অন্ধকং॥
চুট্‌কি মূল্যে হেনরত্ন নিত্য লাভ কারিণং।
মুখ-বংশ অবতংস ত্বংহি বাঁকড়োবাসিনম্॥

৫। আজমীঢ় কাশ্মীর হিমালয় বাসিনঃ।
সতানিচ সহস্রানি রাজবর্গ আগতাং॥
মণিমুক্তা মাণিক্যাভিঃ কিংকুর্ব্বন্তি তে কথং।
মুখ-বংশ অবতংস ত্বংহি বাঁকড়োবাসিনম্॥

৬। হিন্দু-গর্ব্বখর্ব্বকারী কুলাঙ্গার পাষণ্ডং।
ম্লেচ্ছ হস্তে হিন্দু কন্যা অনায়াসে প্রদানং॥
কীর্ত্তি রক্ষী পিণ্ডঘাতী কলিকাতা উজ্জ্বলং।
মুখ-বংশ অবতংস ত্বংহি বাঁকড়ো বাসিনম্।

৭। সাঁওতাল মহাকাল বাহাদুরী জনাকং।
কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান নাস্তি; প্রিয় স্থানজঙ্গলং॥
ভাগ্য ক্রমে শকটাশ্ব স্বর্গধামাধিষ্ঠানং।
মুখ-বংশ অবতংস ত্বংহি বাঁকড়োবাসিনম্॥

৮। "রিফর্ম্মার" নামধারী সর্ব্বনাশ কারিণং।
উন্মত্ত বা প্রমত্ত বা মত্তামত্ত বর্ব্বরং॥
বঙ্গ মধ্যে কীর্ত্তিমান্ জয় জয় সাঁওতালং।
মুখ-বংশ অবতংস ত্বংহি বাঁকড়োবাসিনম॥

—+—

[এই কবিতাটী অনেক দিনের লিখিত; কোন কারণ বশতঃ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করা হয় নাই।—লেখক]

লর্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগ।

(প্রাপ্ত)

আজি কয়েক সপ্তাহ হইল, লর্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগ ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি ইংরেজি ও বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রের সম্পাদকগণের মধ্যে কেহই তাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। সম্বাদপত্র সম্পাদকগণের কতকগুলি ক্ষমতা ও সদ্গুণ থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে সাধারণের মনোমধ্যে প্রবেশ ও অন্তর্ভাবাকর্ষণ ক্ষমতা একটি প্রধান ও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই ক্ষমতা সম্বন্ধে যিনি যে পরিমাণে অধিকার ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে বিখ্যাত ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগের সম্বাদ যখন প্রচারিত হইল, তখন কত সম্পাদক কত অর্থ, কত ব্যাখ্যা, কত কারণ নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু কেহই আপনার মনকে আপনি সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। সুতরাং জনসাধারণেও তৎসমুদায়কে প্রকৃত বলিয়া গ্রাহ্য করিল না। সকলেই ভাবিল, "বড় লোকের বড় কথা।" কিন্তু এই বিপর্য্যস্ত কথা চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী বাক্যটি দুইটি কারণ বশতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কোন বড় লোক সম্বন্ধে কোন কথা প্রচারিত হইলে, যিনি প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়াও প্রকাশ করিতে সাহস করেন না, তিনি দায় এড়াইবার জন্য ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আর যিনি নিদ্রাদেবীর প্রিয় উপাসক, মস্তিষ্ককে অতি সামান্য পরিশ্রম দিতেও অনিচ্ছু, একবার পার্শ্বস্থিত দুগ্ধ-ফেণনিভ কোমল শয্যার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন, আবার করস্থ সম্বাদপত্রের দিকে বিরক্তির চাওয়া চাহিতেছেন, তিনিও ঐ বাক্য উচ্চারণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আরাধ্যা দেবীর প্রসাদলাভ করেন। সম্বাদপত্র সম্পাদকবৃন্দের মধ্যে এতদুভয়দলস্থ লোকই আছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার আপাততঃ কিছুই বক্তব্য নাই।

বড় লোকের বড় কথা থাকিতে পারে বটে। কিন্তু তাহা কি ভাবনার অগোচর? আর বড় লোকের কি ছোট কথা থাকে না? অবশ্যই থাকিতে পারে। যে কারণে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন দেহ ত্যাগ করেন, সেই কারণেই গত পৌষ মাসে বংশীদাস গতাসু হইল, স্পষ্ট দেখিলাম। ইহা বিবেচনা করিলেই অনেকটা জানা যাইতে পারে। যে দিবস যুবরাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করেন, তদ্দিবসেই (হইতে পারে তদ্দণ্ডেই) লর্ড নর্থব্রুক পদত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যুবরাজের সহিত লর্ড সাহেবের পদত্যাগের অবশ্যই কোন সংস্রব আছে। অতএব যদি প্রকৃত কারণ জানিবার অভিলাষ থাকে, তবে "লাট সাহেবের স্থানে আপনাকে ও যুবরাজের পরিবর্ত্তে আমাকে কিম্বা মুখুয্যেকে কিম্বা যাকে হয়, এক জনকে স্থাপিত করুন। পরে কারণানুসন্ধান করিয়া দেখুন।

শুনিয়াছি লর্ড নর্থব্রুকই যুবরাজকে ভারতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ যুবরাজ এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু লাট সাহেব অগ্রে যুবরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এরূপ নিমন্ত্রণ করেন, কি না, তাহা এক্ষণে দেখার প্রয়োজন নাই। যুবরাজ এদেশে পদার্পণ করিলেন, আর তদুপলক্ষে যে সমস্ত অলোকসামান্য, অভূতপূর্ব্ব, অস্বপ্নকল্পিত এবং অভিধান শূন্য আমোদ, আহ্লাদ, জনতা ও অর্থশ্রাদ্ধ হইয়া গেল, তাহা যিনি চক্ষে দেখেন নাই, তিনি কর্ণেও শুনিয়াছেন। কলিকাতায় "ভারত নক্ষত্র" প্রদানের সময় এদেশীয় স্বাধীন রাজগণ তাম্বু মধ্যে আসীন হইলেন। সর্ব্বোপরি সর্ব্বোচ্চাসনে যুবরাজ ও লর্ড নর্থব্রুক উপবিষ্ট হইলেন। শীর্ষোপরে সুবর্ণ নির্ম্মিত রাজচ্ছত্র ধৃত হইল। উপস্থিত দেশীয় রাজগণ বড় সামান্য লোক নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনের শিরোভূষণ উল্লেখ করিয়া কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, "তৎসম্বন্ধে অধিক আর কি লিখিব; ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, তদ্দ্বারা একটি রাজ্য ক্রয় করা যায়।" বাস্তবিক লর্ড নর্থব্রুক যত ধনীই হউন, কিন্তু এরূপ অনেক রাজা তৎকালে উপস্থিত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে এক হট্টে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু তাহলে কি হয়। তাঁহারা একে একে জানু ভূসংলগ্ন করিয়া "ভারত নক্ষত্র" প্রাপ্ত ও আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। এক্ষণে বিবেচনা করুন যে, ইহকালে লর্ড নর্থব্রুকের ভাগ্যে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক সম্মান ও গৌরব লাভ হইতে পারে। শ্রাদ্ধ যে, এতদূর গড়াইবে, ইহা বোধ হয় তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। কোন গবর্ণর জেনরেলের ভাগ্যে কখনও এত দূর ঘটে নাই, গবর্ণর জেনেরলদিগের মধ্যে লর্ড নর্থব্রুক অদ্বিতীয় হইলেন; কলিকাতায় আমোদ আহ্লাদ শেষ করিয়া, যুবরাজ চলিয়া গেলেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে "লাট" সাহেবের গৌরব বৃদ্ধির আশারও শেষ হইল।

যুবরাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ কোন ঐন্দ্রজালিক, বাজী সমাপ্ত করিয়া চলিয়া যাইবার সময় দর্শকবৃন্দ ও আমোদ আহ্লাদ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ যুবরাজের সঙ্গে সঙ্গেই সমুদায় আমোদ আহ্লাদ ও রাজগণের অন্তর্দ্ধান হইল। আর কিছু দিন পরেই তিনি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবেন। তখন আর ভাঙ্গাহাটে পড়িয়া থাকিয়া কি হইবে। এত জাঁক জমকের পর নিস্তব্ধ হইয়া এক বৎসর যাপন করা অল্প কষ্টের বিষয় নহে। তাহাতে দশ টাকার সঙ্গতি আছে। উদরের চিন্তা নাই। সুতরাং "লাট সাহেবের" আর এক নিদাঘ সহ্য হইল না। বোধ হয় লর্ড নর্থব্রুক মনে করিলেন, যে গবর্ণর জেনেরেলি করিতে আসিয়া যাহা কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। আমোদ আহ্লাদের একশেষ হইয়াছে। অত্যল্পকাল মধ্যেই যুবরাজ স্বদেশ গমন করিবেন, তখন আর সামান্য লাভের জন্য ভাঙ্গা বাজারে পড়িয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। এই বেলা মজলিস গরম থাকিতে থাকিতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়াই পদত্যাগ করিলেন।

আর এক কথা। লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষে আসিয়া ভ্রমবশতই হউক, অথবা যেরূপেই হউক, কতকগুলি বিসদৃশ কার্য্য করিয়াছেন। ইহার পর যত দিবস তিনি এদেশে বাস করিবেন, ততদিবস প্রত্যক্ষ সেই সকল গর্হিত কার্য্যের ফলভোগ ও প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে লক্ষ্মীরাণীর শোকসম্ভূত নীরব করুণাপূর্ণ লোচনলোর জর্জ্জরিত করিয়া তুলিবে। সত্য বটে, তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিলেও এ সকল হৃদয় বিদারক অনুতাপের হাত এড়াইতে পারিবেন না, কিন্তু নিজ কৃত গর্হিত কার্য্যের বিষময় ফল স্বচক্ষে দেখা ও তজ্জনিত যন্ত্রণা সহ্য করা বুদ্ধিমান্ লোকের পক্ষে কত দূর ক্লেশদায়ক, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। যুবরাজ তাঁহার অনভিমতে কোন সৈনিক পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং মুখোপাধ্যায় বাবুর বাটীতে গিয়াছিলেন ও ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহার পরামর্শ মত সমস্ত কার্য্য করেন নাই। এ সকল কথা সত্য হইলেও এই হইতে পারে যে, লর্ড নর্থব্রুক তদ্ধেতু কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবেন। কিন্তু পক্ষান্তরে যুবরাজের আগমনোপলক্ষে তিনি যে পরিমাণ সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করিয়া গেলেন, তাহার সহিত সে ক্ষোভের তুলনা হইতে পারে না। লর্ড নর্থব্রুক ত সামান্য ব্যক্তি। স্বয়ং যুবরাজ ভারতে আসিয়া ধন্য হইলেন, বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যদি ইহলোকে দিব্যসুখাস্বাদন সম্ভব হয়, তবে যুবরাজ ও লর্ড নর্থব্রুকই তাহা অনুভব করিলেন এবং যাবজ্জীবন গর্ব্বের সহিত একথা বলিতে পারিবেন। অন্য কাহারও ভাগ্যে ইহা ঘটে নাই, বোধ হয় ঘটিবেও না। কিন্তু বোধ হয়, এতক্ষণ "সাধারণীর" এক পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছি, অতএব এই স্থানেই নিবেদন ইতি।

সংবাদ।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ডবলিউ এস এট্‌কিন্সন সাহেবের ৫৫ বৎসর বয়সে রোম নগরে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি উচ্চশিক্ষা রক্ষার্থ ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মান্যবর সর্ উইলিয়ম গ্রে মহোদয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালী তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ চিরদিন স্মরণ করিবে।

বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দাস এম, এ, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টর বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় কলিকাতা নর্ম্মালে থাকিলেন। বোধ হয় কলিকাতা নর্ম্মাল আর হুগলীর সঙ্গে মিলিত হইল না। দুইটীই থাকিল।

জষ্টিস ফিয়ার সাহেবের বক্তৃতার অনুবাদ।

গত প্রকাশিতের পর।

"আমার বোধ হয় অধ্যবসায়শীল, অথচ পরস্পর পরস্পরের আত্মীয়, এমত দুই চারি ব্যক্তি একটি নূতন স্থানে প্রথমতঃ উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে যে, ইহার মধ্যে একব্যক্তি তৎপরিবার সহিত দলপতি হইয়া থাকিবেন। দলপতির পর যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক ব্যাপারের উপদেশ দেন অর্থাৎ পুরোহিত; দ্বিতীয় ব্যক্তিরূপে গণ্য হইয়া থাকিবেন। ক্রমশঃ অন্যান্য দুই একজন করিয়া দলপতির জন্য ভূমি কর্ষণ করিয়া তাঁহার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার সহ ভূমিতে বাসপত্তন আরম্ভ করিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেকে ভয় সঙ্কুল বন্য ভূমিতে বাস করা অপেক্ষা লোকালয়ে মনুষ্য-পল্লীতে বাস করা শ্রেয়ঃ বোধ করিয়া দলপতির অধিকারস্থ ভূমিতে আসিয়া কৃষি আদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন।

ভূমির উপর তৎকালে কোন বিশেষ স্বত্ব কাহারও ছিল না। একটি উপনিবেশের অর্থাৎ আধুনিক গ্রামের একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল। সেই সীমার অন্তবর্ত্তী সমুদায় স্থান গ্রামবাসী সকলের সাধারণ ব্যবহারের জন্য ছিল। অধিবাসী এক এক ব্যক্তি আপনার বাস্তু দুই চারিটি বৃক্ষবিশিষ্ট বাগান ও একটি পুষ্করিণী আপনি অধিকার করিয়া রাখিতেন। সম্বৎসরের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে পরিমাণ ভূমি কর্ষণ প্রয়োজনীয় হইত, সে পরিমাণ অধিবাসীগণ পরস্পর বিভাগ করিয়া লইতেন, প্রথমতঃ বৎসর বৎসর এইরূপ হইত, কিন্তু ক্রমে দীর্ঘতর কালের অতিক্রম হইতে লাগিল। ক্রমশঃ কোন বিশেষ ঘটনা ব্যতীত এরূপ হইত না।

পশ্বাদি চারণের জন্য ভূমি, পড়া জমী ও জঙ্গল ইত্যাদি সাধারণের থাকিত।"

কটকে নূতন কালেজ স্থাপিত হইয়াছে। এগার সাহেব প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ২৯শে জানুয়ারি জয়পুরে বারুদ প্রস্তুতকালীন বারুদে অগ্নি লাগিয়া ১৬ জন হত হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গিয়া পড়িয়াছিল।

মাণিকজী নসরভানজী দালাল নামক এক ব্যক্তি বিলাত গিয়া ডাক্তারি শিখিতেছিলেন। আরসিনিক খাইয়া হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়াছেন। একখানি কাগজে লিখিয়া গিয়াছেন যে, অপর কেহ তাঁহার মৃত্যুর জন্য দায়ী নহেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রপলিটান কালেজের প্রধান শিক্ষকের পদগ্রহণ করিয়াছেন। গত ১১ই ফেব্রুয়ারি হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

অনেরেবল্ এসলি ইডেন সাহেব গবর্ণর জেনরেলের ব্যবস্থাপক সভা হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

কলিকাতা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কেশব বাবুর সহোদর বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন জয়পুর কালেজের প্রধান

শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ড প্রত্যাগত বাবু শ্রীনাথ দত্ত তাহার পদে স্থাপিত হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ইংলণ্ড প্রত্যাগত স্বদেশীয়গণ সাহেব অপেক্ষা ইংরাজি ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ।

বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুর রাজ্যে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। জয়পুর রাজ এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি, সন্দেহ নাই।

বাবু দুর্গাচরণ লাহা বেঙ্গল কৌন্সলের সভ্যের পদ ত্যাগ করায় সুযোগ্য ডেপুটী কালেক্টর রামশঙ্কর সেন তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

হিউ ইয়র্ক হেরল্ড নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের মুখের লালা (saliva) সর্পগণের পক্ষে বিষস্বরূপ। জর্জ্জিয়া নামক এক জন কৃষক মাঠে খড় সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমত সময় হঠাৎ একটি ৪ ফিট লম্বা সর্প (Rattlesnake) তাহার পদতলে পতিত হয়। কৃষক পদ দ্বারা তাহার গলাটী চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে থুথু নিক্ষেপ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সর্পটি নির্জ্জীব হইয়া পড়িল, এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে পঞ্চত্ব পাইল। পরীক্ষা করিবার জন্য আর একটী সর্প ধরিয়া একটি ছড়ির একভাগে থুথু মাখাইয়া সর্পের মুখে ধরিলেন, সর্প বার কয়েক জিহ্বা দ্বারা লেহন করিবা মাত্র পঞ্চত্ব পাইল। এইরূপ আরও দুই একটী পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল সর্প অপকারী নহে, তাহাদিগের ইহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই।

আজি প্রায় ২০।২৫ দিন হইতে একটি ব্যাঘ্র আসিয়া আমাদের সন্নিকটস্থ আতপুর, কাউগাছি, মূলাজোড়, ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামগুলিতে অনেক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। অনেক গো ও গোবৎস উদরসাৎ করিয়াছিল। সন্ধ্যার পর লোকে সহসা বাহির হইতেন না। উহাকে হনন করিবার জন্য বারাকপুর হইতে কতকগুলি সিপাহিও প্রেরিত হইয়াছিল। শুনা গেল, আতপুর নিবাসী রাজা বরদাকান্ত রায়ের জনৈক ভৃত্য গুলি করিয়া তাহাকে সংহার করিয়াছে। ব্যাঘ্রটী মস্তক হইতে লাঙ্গূল পর্যন্ত লম্বায় ছয় ফুট চারি ইঞ্চি ও উর্দ্ধে চারি ফুট হইবে।

প্রসিদ্ধ ধরণী কথক কাশ রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সর্ রিচার্ড টেম্পলের পুত্র লেপ্টেনাণ্ট এফ, এম, টেম্পল সাহেব ফরেণ আফিসে এটাচিরূপে নিযুক্ত হইবেন। রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু হইতে এদেশীয়েরা কি আর এই কর্ম্ম পাইবেন না?

যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ এদেশে আসিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া একখানি পুস্তক রচনা করিতেছেন। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইলে বেশ বুঝা যাইবে, রাজকুমারের এদেশীয়দিগের প্রতি মনের ভাব কিরূপ।

আগামী ১লা জুলাই হইতে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের ডাকের পত্রাদির মাসুল কমিয়া যাইবে। সাউদাম্পটন হইয়া যে চিঠি আসিবে তাহার ৬ পেন্স ও ব্রিণ্ডেসি হইয়া যে চিঠি আসিবে, তাহার আট পেন্স মাসুল লাগিবে।

গত বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সভ্যগণ নূতন মিউনিসিপাল বিলের উপর আপনাদিগের আপত্তিগুলি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গিয়া দেখেন যে, হগ সাহেব তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন। টেম্পল সাহেব তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিয়া সাক্ষীর এজেহারের মত কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া বিদায় দিলেন।

বাঘেরহাটের সব্ ডেঃ কলেঃ বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় খুলনায় বদলি হইলেন।

খুলনার সব্ ডেঃ কলেঃ বাবু ভৈরবনাথ পালিত বাঘেরহাটে বদলি হইলেন।

জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত চাকলজাত জমিদারির ভারপ্রাপ্ত ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কলেঃ বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ রাজসাহী এবং কোচবিহার বিভাগের কমিশনরের পার্সোনেল আসিষ্টাণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বগুড়ার ডেঃ মাজিঃ ডেঃ কালেঃ বাবু মাধবচন্দ্র মৈত্র জলপাইগুড়িতে বদলি হইলেন।

বাবু বরদাপ্রসাদ ঘোষ কৃষ্ণনগর কালেজের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

প্রেসিডেন্সির সুপরনিউমারি আসিঃ সার্জন অমৃতলাল মুন্সি বাবু রমেশচন্দ্র গুপ্তের আগমন পর্য্যন্ত মেদিনীপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের [illegible] পাইলেন।

বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কালে হুগলি জেলার অন্তর্গত হরিপালের এং মুন্সেফ হইলেন।

মফস্বল।

বর্দ্ধমান—রায়না।

কাঞ্চন নগরের নিকট ইদিলপুরে এক সদ্গোপের বাটীতে গত ১৭ই মাঘ রাত্রে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি দশটার সময় ডাকাইতি আরম্ভ হয়, এবং ৩।০ টার সময় ডাকাইতগণ সকল দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যায়, নোট, নগদ টাকায় এবং দ্রব্যাদিতে প্রায় ১২।১৪ হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে। পুলিসের সম্মুখে এই কাণ্ড ঘটিল।

সীতাহাটি গ্রামস্থ এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ঠাকুর বিদ্যাপতি রচিত "দূতাহার" নামক গ্রন্থ রায়না দত্ত লাইব্রেরিতে প্রদান করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের সাহায্যার্থ তাহা চুঁচুড়ায় প্রেরিত হইবে।

রায়না নিউশ পেপার ক্লব হইতে একটি দেশহিতকর সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব হইতেছে। মান্যবর নাইট সাহেব "ইণ্ডীয়ান এগৃকলচরীষ্ট" (Indian agriculturist) নামে যে একখানি কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ

করিতেছেন, রায়না নিউস পেপার ক্লব হইতে তাহার অনুবাদ হইয়া প্রচারিত হইবে। নাইটসাহেব, নিউস পেপার ক্লবের অধ্যক্ষকে পত্রে অনুমতি দিয়াছেন।

Babu Rajendra Nath Datta
President of Raina News-paper Club.

My dear sir,

You are at perfect liberty to produce a Bengali translation of our Indian Agriculturist; if you print you can do many good to your countrymen.

Yours &
(Sd.) R. Knight.

P. S. You can publish my letter in Vernacular papers."

সিলংএ।

মহাধুমধামে সিলংয়ের সরস্বতীপূজা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা অগ্রে ইহার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন, তাঁহারা এই মহোৎসবে যোগ দান করত, সকলের আনন্দ-বর্দ্ধন করেন। এখানকার সমস্ত ইংরাজগণকে ও খাসিয়াজাতির বড় বড় লোক দিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়, প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়া সভার শোভা সম্বর্দ্ধন করেন। রঙ্গালয়ের পারিপাট্য দেখিয়া অনেক ইংরাজ আহ্লাদিত হইয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। বস্তুত ঐ স্থানটি অতি চমৎকার রূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল; উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া 'আমরা যে প্রবাসী আত্মীয়-স্বজন বিরহিত পাষাণ-ময় মরু পর্ব্বতোপরি বাস করিতেছি, এভাব ক্ষণকালের জন্য অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। আবার যখন দেখিলাম যে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সকল ধর্ম্মাবলম্বী, একত্র হইয়া পরস্পর সুমধুর আলাপন করিতেছেন, তখন হৃদয় আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছেন।

ঢাকা হইতে একদল নৃত্যকারী আসিয়াছিল, তাহাদের নৃত্য হয়। কিন্তু উহাদের অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিদ্যাধরীগণ অনবরত হাস্য করিতে থাকেন; বোধহয় বিনাবলম্বনে ইহারা কিরূপে অঙ্গ-সঞ্চালন করিতেছে, এই ভাবিয়া উহারা এত অধিক হাস্য করিয়া থাকেন! নচেৎ, এরূপ সভামধ্যে, এত হাস্যের "তুফান" তুলিবার কোন কারণ দেখিতেছিনা।

এইরূপ উৎসবে ও আনন্দে পঞ্চমীর নিশা যাপন করিয়া, পরদিবস অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় প্রতিমা বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার সকলে সমবেত হন। এবং একটি সুগভীর স্বচ্ছ-সলিলা নির্ঝর নীরে সরস্বতীর শ্বেত কলেবর নিরঞ্জন করিয়া বিষাদ সূচক সংগীত গাইতে গাইতে সকলে শূন্যমনে শূন্য গৃহে গমন করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকিশোর ধর, শ্যামাপ্রসাদ রায়, উমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি মহোদয়দিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা বিশেষ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত সমস্ত বাধা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া এই কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাঁহারা অগ্রে যেরূপ সঙ্কল্প না করিয়াছিলেন, তাহাতে (সকল বিষয়ে না হউক) অনেক অংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

সিলংয়ে বাঙ্গালির সংখ্যা অতি অল্প; সকলেই প্রবাসী ইহার মধ্যে পরস্পর সদ্ভাবে থাকা, সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহা করিলে বাঙ্গালি জাতির ও মান থাকে, এবং লোক ত দেখিতেও ভাল হয়, তাহা না করিয়া চিরঅভ্যাস অনুসারে এখানেও দ্বেষা-দ্বেষী দলাদলী করিয়া চলাচলী করা ভাল দেখায়না!

ঢাকা।

বিশেষ সংবাদ দাতার পত্র।

চন্দ্রকুমার মজুমদারের বিখ্যাত জাল মোকদ্দামা ১৮শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল। দুই একজন সাক্ষী অনুপস্থিত রহিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহারা না আসেন, সে পর্য্যন্ত বিচার স্থগিত থাকিবে। মহান্তের মোকদ্দামায় হুগলী ও চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে কিরূপ যোগাযোগ হইয়াছিল, তাহা চক্ষে দেখিয়াছেন। চন্দ্রকুমারের মোকদ্দামায় এই সহরে কিরূপ গোলযোগ হইতেছে, তাহা আমরা চক্ষে দেখিতেছি। দুর্গামোহন বাবু এবং বারিষ্টার আনন্দমোহন বসু এই মোকদ্দামা উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সম্প্রতি চলিয়া গেলেন। দুর্গামোহন বাবুর তীব্র তেজোময়ী বাগ্মিতা নাই, কিন্তু বাচকতা এবং বাগ্বিন্যাস-পাণ্ডিত্য আছে আনন্দ বাবু বাগ্মী, কিন্তু Verbose অর্থাৎ বাক্যবহুল এত অধিক বলেন যে, শেষে শ্রোতৃবর্গের ঈষৎ বিরক্তি জন্মে। ভাল! বারিষ্টরদিগকে বাবু বলিলে পাতক হয় না ত? অথবা আনন্দ বাবুর সম্বন্ধে এবিধি প্রবর্ত্তিত নহে। তিনি যেরূপ স্বজাতিবৎসল, তাহাতে তাঁহাকে সকলেই বাধ্য হইয়া ভাল বাসিবে এবং আপনার জ্ঞান করিবে।

ঢাকা কালেজের পরকালে কি হয়, বলিতে পারি না। অতি পুরাতন কালে লুইল সাহেবের সময়ে ইহার অনুপম কীর্ত্তিতে পূর্ব্ব বঙ্গ উজ্জ্বল হইয়াছিল। ব্রেনাণ্ড সাহেবের সময়েও ইহার সামান্য গৌরব ছিল না। কিন্তু ইদানীং দিন দিনই এই বিদ্যালয়টি হতশ্রী হইয়া পড়িতেছে। এই বৎসর পূজার পূর্ব্ব হইতে মাঘের শেষ পর্য্যন্ত কালেজের ছাত্রগণ একপ্রকার পর্ব্ববাসর ভোগ করিয়াছে। এখনও তিনটা রাজিলেই কালেজ ও স্কুল বন্দ করা হয়। বি, এ, এল, এ, এবং এণ্ট্রান্স এই তিনের এক পরীক্ষাও এবার—ছাত্রগণের কি শিক্ষক দিগের যশস্কর হয় নাই। ইহার কি কিছুই প্রতিবিধান হইবে না?

ঢাকার জজ সাহেব অতি দক্ষ, প্রধান ব্যক্তি। তিনি বিচার বিষয়ে নিরপেক্ষ, শ্রমে অকাতর এবং শিষ্টাচারে অনিন্দ্যপ্রকৃতি; কিন্তু তাঁহার শরীরে তেজ নাই। লোকে বলে, তিনি হাইকোর্টকে কোন কথা জানাইতে সাহস পান না, অথবা আপনা হইতে জ্যাক্সন সাহেবের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইতে ইচ্ছা করেন না।

জয়দেবপুর।

প্রতিবাদ ও প্রশ্ন।

আপনার ২৪ শে মাঘের পত্রিকায় জয়দেব পুরস্থ সম্বাদ দাতা, বীরবালা অভিনয়ের সমালোচন স্থলে বলিয়াছেন, "কুসুমায়ুধা বীরবালার হৃদয়ে, পুরুবিক্রম, পলাশির যুদ্ধ, পদ্মিনী উপাখ্যান প্রভৃতি হইতে আহরিত বীর বাক্যাবলী শোভা পায় কিনা জানিনা"। আমরা ইচ্ছা করি, পত্র প্রেরক আমাদিগকে দেখাইয়া দিউন যে, সিসিউকস তনয়া বীরবালা পুরু বিক্রমের কাহার কথা চুরি করিয়া বলিয়াছে। অথবা পলাশি যুদ্ধের এমন একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিন, যাহার, ভাব কলাপে বীরবালা সাজিয়াছে। ভরসা করি, পদ্মিনী উপাখ্যানেও এমন কোন মাল তিনি দেখিতে পাইবেন না, যাহা বীরবালা অপহরণ করিয়া আপন গলদেশে ধারণ করিয়াছে। আমরা বিশিষ্টরূপ জানি, বীরবালার গ্রন্থকার, পলাসি যুদ্ধ প্রকাশিত হইবার অনেক পূর্ব্বে তাঁহার পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিয়াছিলেন। এবং আমাদিগের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, হেলাশ্ সুন্দরী বীরবালা যাহার হস্তে সজ্জিত হইয়াছেন, তিনি কখনই পুরুবিক্রম প্রণেতার অনুসরণ করিবেন না। আর এক কথা, পত্র প্রেরক বলেন, "অভিনেতৃগণ বীরবালাকে ভিক্ষা ব্যবসায়িনী করিয়া তাহার জনকের অপমান করিয়াছেন" ইহার স্থূল তাৎপর্য্য আমাদিগের হৃদ্বোধ হইল না। আমরা লেখককে জিজ্ঞাসা করি, নাটক কি অভিনয় জন্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে? না গৃহে দপ্তরে বান্ধিয়া রাখিবার জন্য?

বিক্রমপুর।

কালীপাড়া স্কুল সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা দেখি সম্পাদক মহাশয়ের যত্নের ত্রুটি ও কর্ত্তব্য শিথিলতাই অবনতির প্রধান কারণ। শিক্ষকদিগের বেতন পাওয়া সম্বন্ধে ভারি গণ্ড গোল। তিন চারি মাস বাকী না পড়িলে কেহই এক মাসের বেতন পান না। অথচ একজন মেনেজর (বিশেষতঃ জমীদার) সম্পাদক। তাঁহার বিরুদ্ধে দস্তস্ফুট করিতে সাহস করে; এমন লোক শিক্ষক শ্রেণীতে কেহই নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে অধিকাংশ শিক্ষকই স্থানীয়; বাড়ীর ভাত খাইয়া অথবা নিকট সম্পর্কীয় কাহারও বাটীতে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন। অন্যথা এতদিনে কতজন হয়ত অন্নাভাবে নাহয় মুদি কাপড়ীয়ার তাগাদায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলায়ন করিতেন।

স্কুলগৃহটীর জীর্ণাবস্থা। আমরা শুনিলাম গৃহ সংস্কার জন্য মেনেজরগণ চাঁদা দিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং কোন কোন মেনেজর টাকা দিতেও প্রস্তুত আছেন। এ অবস্থায় সম্পাদক মহাশয়ের শৈথিল্য ভিন্ন গৃহের মেরামত না হওয়ার কারণ আর কি হইতে পারে?

বন্দ দেওয়ার সময় সম্পাদক মুক্তহস্ত। দুইজন ছাত্র একখানা আরজী লইয়া উপস্থিত হইলেই হইল। একবার শিক্ষক দিগের নিকট ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করা হয় না। আজ পূর্ণিমা তিথি রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ছাত্রগণ আবেদন করিল। অমনি "বিদায় দেওয়া অভিপ্রায় যায় ইতি"। অনেক সময়ে এরূপও দেখাযায়, ছাত্রগণ শিক্ষক দিগের শাসনে স্কুলের সময় বিদায়ের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেনা, সুতরাং স্কুল বন্দ হইতে পারিলনা। ছুটির পরে কয়েকজন ছাত্র সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া বিদায় মঞ্জুর করিয়া আনিল। পরদিন অন্যান্য ছাত্রবর্গ ও শিক্ষক উপস্থিত হইয়া দেখেন, এক বিজ্ঞাপন লট্‌কান হইয়াছে। স্কুল বন্দ।

পুলিস কর্ম্মচারিগণ শান্তিরক্ষক, কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিতেছি ইহারাই শান্তিভঙ্গের মূল। কতিপয় দিবস যাবৎ কোন একখানা গ্রামে কয়েক জন পুলিসের চেলার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের লীলা খেলা দেখিয়া এই প্রশ্ন উদয় হইতেছে "আমরা কয়েক দিন যেরূপ দেখিলাম ইহাতে যাহাদের বাড়ীর নিকট থানা তাহারা যেন কতই তামাসা দেখেন।" বর্ত্তমান পুলিস দ্বারা কার্য্য বড় সুচারু রূপে চলিয়া আসিতেছে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ বিশ্বাস। কিন্তু আমাদের নিকট পুলিস ডিপার্টমেণ্ট পুরাষ হইতেও ঘৃণার্হ বোধ হইতেছে। আজ কাল কত রকমের কত তালিকা হইতেছে, পুলিসে কতজন লোক সচ্চরিত্র আছে, তদ্বিষয়ে একটা তালিকা বাহির করিলে ভাল হয়না?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কালীপাড়ার অন্যতম জমীদার বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র বাবু যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহোদয় কালীপাড়া হিতোপদেশিনী সভার সাহায্যার্থ বার্ষিক ৩০০ টাকা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুখের বিষয়।

কালীপাড়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ বাবু কৃষ্ণকিশোর দত্ত অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন।

বৈদ্যবাটী।

বিগত ২৩ শে মাঘ বেলা ২॥০ টার সময় বৈদ্যবাটিস্থ শ্রীঈশ্বর চন্দ্র দাস নামক এক ব্যক্তির রন্ধনশালা ও গোশালাতে অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, উক্ত সময়ে পল্লিতে বাতাস থাকাতে অন্য কোন ঘরে লাগে নাই। অগ্নির কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গেল যে, উক্ত ব্যক্তির একটি ছোট সন্তান রন্ধন শালাতে পাঁকাটি জ্বালিয়া ক্রীড়া করিতেছিল, হঠাৎ তাহার পাঁকাটি উপরস্থিত পাটে লাগাতে ঘরে অগ্নি হইয়াছিল।

গত ২৯ শে মাঘ রাত্রি কালে বৈদ্যবাটীর ষ্টেশনের ৩।৪ বিঘা জমি দক্ষিণ ডাউন লাইনেতে দীন নাথ আচার্য্য নামক এক ব্যক্তি দুইটার ট্রেনে কাটা পড়িয়াছে।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥৹ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৶৹ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য … … …	৩৲
ডাকমাসুল …	।৶৹
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য … …	১॥৹
ডাকমাসুল …	৶৹

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /৹ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য … … ১।৹

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

RIJU BRITTI

OR A COMPLETE KEY TO THE

RIJUPATHA

PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।

অর্থাৎ

প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের

অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত, কৃদন্ত, প্রত্যয় এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজি অনুবাদ সম্বলিত

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ॥৹ আট আনা।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিটপঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক অনা ও দুআন আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি, তৎপর সপ্তাহে অবশ্য, স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৵৹ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির
আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।
মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵৹ আনা।

It displays great erudition.

Monier Williams.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট্ ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক …	৬॥৹	অগ্রিম ষাণ্মাসিক …	৩॥৹
অগ্রিম ত্রৈমাসিক …	২৲	মাসিক …	৸৹
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য …		…	৶৹

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীনন্দ লাল বসু।

চুঁচুড় কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া ১৬ই ফাল্গুন। রবিবার সন ১২৮২সাল। ইং ২৭ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। { ১৮ সংখ্যা

আমাদের বিজ্ঞাপন।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও এখন হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ—আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব। গ্রাহক ব্যতীত অপর সকলের স্থানে রীতিমত মূল্য লওয়া যাইবে।

The birth of a son of Babu Nobin Kristo Chowdhury (a resident of French Chandernagore Sarsapara) took place on Thursdsy the 10th. Instant.

কল্পতরু।

(উপন্যাস)

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাক মাসুল ৵৹ দুই আনা। কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন; নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল—

বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঙ্গালার প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। * * তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্বস্থানেই মুক্তা প্রবালাদি জ্বলিতেছে। * * * * তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা গ্রহণীয়। 'কল্পতরু' বঙ্গভাষায় এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।" বঙ্গদর্শন পৌষ, ১২৮১।

"এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি ও গ্রন্থকারের অসাধারণ রহস্য লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। * * গ্রন্থে রহস্য যেরূপ আছে, সারবত্তা ও বিবেচনাশক্তি সেইরূপই প্রতীয়মান হইতেছে। * * লেখক মানব হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, মানব অন্তঃকরণের অতি গূঢ় ভাব ও প্রবৃত্তি সকলও তাঁহার নিকট অবিদিত নাই। * * যত গুলি চিত্র আঁকিয়াছেন; সকল গুলিই স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে।" জ্ঞানাঙ্কুর, ফাল্গুন ১২৮১।

✓ ইংরেজ শাসন।

কঠোর শাসন সর্ব্বত্রই চিত্তবৃত্তি স্ফূর্ত্তির প্রতিরোধক। চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকালে ফ্রান্সের শাসন কঠোর ভাব ধারণ করিয়াছিল। সেই সময় ফ্রান্সের শিল্পকার্য্য ও বাণিজ্য মূলে আঘাত প্রাপ্ত হয়। যে রাজা আপন খেয়ালানুসারে বিদ্বজ্জনের অবমাননা বা সম্মান করিয়া থাকেন, যিনি লেখকগণের পক্ষে আজ এক প্রকার, কাল অন্য প্রকার আইন বিধিবদ্ধ করেন, তাঁহার আমলে কখনই উৎকৃষ্ট গ্রন্থকলাপ প্রচারিত হইতে পারে না। সে সময় লেখকদিগের লেখনী রাজার মনস্তুষ্টি সাধন জন্যই ব্যবহৃত হয় সুতরাং সাহিত্য ও বিজ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ সীমামধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। লেখকগণ তখন আপনাপন মনোভাব সকল গোপন রাখিয়া রাজার তোষামোদ করিতেই আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন, রাজ কর্ণে যাহা সুধাবর্ষণ করিবে, রাজ বিবেচনায় যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে, লেখক মণ্ডলী মধ্যে শুদ্ধ তাহারই অধিক চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়; কচিৎ দুই এক জন লেখক, যথা বল্টের ও বিক্টর হিউগো যাঁহাদিগের প্রতিভা সহস্র বাধা সত্বেও চারিদিক প্রদীপ্ত করিতে সক্ষম, তাঁহারাই কেবল স্বদেশ মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাপন অভিমত স্থানে পলায়ন করিয়া যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন মানব কুলে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত লেখনী সঞ্চালন করিতে ত্রুটি করেন না। যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রহ উপগ্রহাদির মধ্যে কোনটিই সূর্য্যের

ন্যায় দীপ্তিশালী নহে, তেমনই যেখানে সহস্র সহস্র ব্যক্তি কেবল একমাত্র রাজানুসরণেই ব্যস্ত, সেখানে কেহই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিশালী হইতে পারেন না। এই নিয়মের ব্যভিচার দুই এক স্থলে দেখা গিয়াছে বটে, তথাপি নিষ্মুক্ত প্রতিভার বর্দ্ধন যে স্বতন্ত্র নিয়মাধীন ও অতি অল্পকাল সাপেক্ষ, ইহা বোধ হয় সকলেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিবেন।

যাহা হউক এখন আমাদের মনে একটা ভরসা এই হইয়াছে, যে, আর মুসলমান সাম্রাজ্যের অত্যাচার আমাদিগকে উত্ত্যক্ত করিতে পারিবে না। যে ভয়ানক বিপ্লবে মুসলমান নৃপতিগণ করুণ হৃদয় ইংরাজ জাতিকে আপনাপন অভিনয় কার্য্যের আরম্ভ করিয়া ভারত রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, সেই বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীদিগের মনোভাব সকলের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকল এত মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে, যে, পুরাতন ঘটনাবলী পুনরভিনয়ের আর আশঙ্কা নাই। কাহার প্রসাদে আমরা এই উন্নতি লোভ করিয়াছি তাহা আমরা জানি, তাহা আমাদিগের মনে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে; এবং আমরা এত পামর নহি যে, তাঁহাদিগর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিস্মৃত হইব। তবে কি না আমাদের ঐকান্তিকী ইচ্ছা এই, যদি কখন আর আমাদিগকে জন সমাজে একটি জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে হয়, তবে আমাদের সেই কলঙ্ক, সম্মান উভয় চিহ্নযুক্ত হিন্দু নাম ত্যাগ করিয়া অন্য নামে পরিচয় দিব না; অন্য নামে এবং সেই ইচ্ছা আছে বলিয়াই আজও আমরা রাজ ভক্তির অনুরোধে ইংরাজ ব্রহ্মে লীন হই নাই। অভিহিত হইব না, ইহাতে আমাদিগকে যদি কেহ রাজ ভক্ত না বলেন, তাই বলিলেন, আমরা তাহাতে অপমান বা শঙ্কা বোধ করিনা।

ইংরাজাধীন থাকিয়া আমরা যে কিছু স্বাধীনতা পাইয়াছি, আমরা তাহা সোণা হেন জ্ঞান করি। সেই স্বাধীনতা মদে মত্ত হইয়া সে দিন যুবরাজের আগমনোপলক্ষে আমরা অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় করিলাম, হৃদয়ের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা ও পূজা করিলাম, তাঁহার গমনাগমনের সুবিধার জন্য মস্তক পাতিয়া দিলাম এবং যত দিন ইংরাজ আমাদিগকে এইরূপ নিয়মানুসারে শাসন করিবেন আমরা তত দিন তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিব। কিন্তু ভারত ভূমে যা দুই একটী স্বাধীনতা বীজ স্বহস্তে বপন করিয়াছ, দোহাই ধর্ম্মের, ইংরাজ! খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার আজ বিনাশ সাধন করিও না; এই আমাদের ভিক্ষা। আমরা তোমাদিগকে অর্থ-সাহায্য করিতে কাতর নহি, করদান করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত নহি। মুখে যাহাই বলি, অন্তরে তোমাদিগকে ভক্তি ও বিশ্বাস করিয়া থাকি। দেখ যেন, সে বিশ্বাসের অন্যথাচরণ করিও না। তোমাদের ক্রিয়া কলাপাদি দেখিয়া যেন আমরা বুঝিতে পারি, যে, রাজপদের যথার্থ গৌরব রক্ষার্থ আমাদের কিয়দংশ ধন ব্যয়িত হইয়া অবশিষ্টাংশ আমাদের নিজের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্যয়িত হইতেছে।

অসাড় বাঙ্গালি।

যুবরাজ কলিকাতায় নামিলেন। রাস্তার দুইপার্শ্বে লোকারণ্য। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, ফিরিঙ্গী—লোক আর ধরে না। যুবরাজ সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন আর ইংরাজ, ফিরিঙ্গীরা কতই হর্‌রা গর্‌রা তুলিতেছেন। কৃশাঙ্গী বিবিগণও আমোদে রুমাল নাচাইয়া ক্ষীণ স্বরে চীৎকার করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালিরা কেবল নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। রাজ দর্শনে যে আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, তাহা কার্য্যে কিছুই দেখাইলেন না। মনের আনন্দ মনেই রহিল—আপনি বুঝিলেন, অপরে জানিতে পারিল না। আমরা কয়েক জনে কতই বলিলাম "ওগো হাততালি দেও, না হয় হরিবোল বল"। কেহই আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না যুবরাজের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুলেখক ও সুবুদ্ধি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশে লিখিয়া পাঠাইলেন 'বাঙ্গালিরা নিতান্ত অসাড়'।

যখন ট্রেণে যাতায়াত করি, দেখি, যে, গাড়ি বোঝাই লোক। এক কামরায় বাঁটুর্য্যে, ঘোষ, খানসামা, সেখ, মুদি, নাপিত কতই জাতীয় লোক। গাড়ি দৌড়িতেছে চাকার ঘর্ঘর শব্দ। কিন্তু বাঙ্গালি বাবুদিগের কোলাহলধ্বনিতে কর্ণ বধির হয়। দুই, দশজন এক এক কমিটি করিয়া কি বকিতেছেন, চারিহাত তফাতের লোক কিছুই বুঝিতে পারেন না। কেই বা বক্তা আর কেই বা শ্রোতা তাহা শ্বেতদন্ত না দেখিতে পাইলে বলা যায় না। কিন্তু বক্তা আনন্দ কি নিরানন্দের কথা বলিতেছেন, সুকুমারের জন্মের, কি স্ত্রী বিয়োগের বিষয় উল্লেখ করিতেছেন; মারামারি কি ফলারের বিষয় বক্তৃতা করিতেছেন, দূরস্থ কেহ বুঝে, এমত সাধ্য কি? কেবল ওষ্ঠদ্বয় নড়িতেছে; হাত, পা, চক্ষু, চিত্ত পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দ রহিত। মনের ভাব অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যক্ত হইতেছে না। কথা ভিন্ন যে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার অন্য কোন উপায় আছে, তাহা বাঙ্গালিরা বুঝেন না; বাঙ্গালি অসাড়।

একদিবস নিরুপায় হইয়া ইংরাজ দিগের গাড়িতে উঠিয়াছিলাম। দূরস্থ এক কামরায় কয়েক জন গোরা ছিল; তন্মধ্যে এক জন সঙ্গীদিগের নিকট একটী দুর্ঘটনার বিষয় বলিতেছিল। কথা বড় শুনা যাইতেছিল না, কিন্তু বক্তার অঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়া গেলে পর তাৎপর্য্য বিলক্ষণ বুঝা গেল। বক্তা কথা কহিতেছে, আর যেন তাহার হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক তালে তালে নাচিতেছে, ঘুরিতেছে। দেখিলে বোধ হইবে যে বক্তা, অন্তরের সহিত কথা কহিতেছে। কথা না কহিলে নহে, বা কথা না বলিয়া থাকা যায় না, এই জন্য গল্প করিতেছে না। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা দ্বারা সে যেন অনুপম সুখভোগ করিতেছে।

অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ তাই বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকে এইরূপ অঙ্গভঙ্গীকে দূতিগিরি বলিয়া ঘৃণা করেন। তাঁহারা বুঝেন না যে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বভাবসিদ্ধ ও সময়োচিত চালনাকে 'দূতিগিরি' বলেনা। 'দূতিগিরি' উহার ব্যভিচার।

ভাল, এরূপ অসাড়তার দোষ কি? বিস্তর; তন্মধ্যে দুই একটি উল্লেখ করা যাইতেছে। বাঙ্গালিদিগের একটি অপবাদ আছে যে, তাঁহারা বাক্যের ভট্টাচার্য্য, কার্য্যের কিছুই নহে; সদ্‌বক্তা, সৎকর্ত্তা নহে। মুখে কতই কি বলিতেছেন, কার্য্যে কিছুই পরিগণিত হইতেছে না। আমার বিবেচনায় এরূপ বৈলক্ষণ্যের মূল কারণ বাঙ্গালিদিগের অসাড়তা। কথা কহিব, গল্প ও বক্তৃতা করিব, অথচ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়িব না। পুরুষানুক্রমে এইরূপ চলিতেছে বলিয়া আমরা স্পন্দহীন, শক্তিশূন্য নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছি। হস্ত পদের শিরাধমনীর, অন্তঃপ্রবৃত্তির সাহিত বুদ্ধিবৃত্তির ও বাক্‌শক্তির সামঞ্জস্য নাই, একত্র চালনা বা সহানুভূতি নাই। কথা কহিতেছি, জিহ্বা ওষ্ঠ নড়িতেছে; চীৎকার করিতেছি দূরস্থ লোকে শুনিতেছে; কিন্তু শরীরাভ্যন্তরস্থ শিরা, ধমনীর একটুও চালনা নাই। রক্তের বেগ যাবজ্জীবন সমভাব রহিয়াছে। বহুকালাবধি এইরূপ হইয়া আসিতেছে; সুতরাং আমরা যখন যাহা মুখে বলি, তদ্দ্বারা কার্য্যকরী কোন শক্তিরও কিছুই স্ফূর্ত্তি পায়না।

কেন বাঙ্গালিরা এরূপ অসাড় হইলেন? বাঙ্গালিরা বহুকালাবধি পরাধীন। পরাধীন জাতিরা কখন মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিতে সাহসী হয় না। শোক, তাপ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি সর্ব্বদা চাপা দিয়া রাখিতে হয়। অর্থ মান, দ্রব্যসামগ্রী কিছুই নাই; গৃহে সকলে অনাহারী, নিরানন্দ; কিন্তু তোমাকে এ সমস্ত গোপন করিয়া দেখাইতে হইবে, তুমি বড় সুখী। জননী বাল্মীকি আশ্রমে মলিনবস্ত্রা, শোকাতুরা; রাজসমীপে কুশীলবের কতই নৃত্য। অতি প্রাচীন কালাবধি এইরূপ হইয়া আসিতেছে। শঙ্কাপ্রযুক্ত বাঙ্গালিরা মনের যথার্থভাব প্রকাশ করিতে পারে না পীড়িত দলিত হইলেও ভয়ে কিছু বলিতে পায় না। মনের দুঃখ আবার কাহা কেও না বলিয়া থাকা যায় না। পাছে অপর কেহ বুঝিতে পারে, এই ভয়ে অঙ্গ ভঙ্গী মূলে নাই; কার্য্যকরী প্রবৃত্তির চালনা নাই। সুতরাং কালে সেগুলি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালিরা জীবন্ত স্ফূর্ত্তিতে জীবন যাপন করিতে জানে না। জল বায়ু বা আহারের দোষেই হউক, কিম্বা অন্যান্য কারণে হউক, বাঙ্গালিরা বড় নির্জ্জীব, উৎসাহ শূন্য, সকল বিষয়ে কেমন কেমন উদাসীন। না খাইলে নহে, তাই আহার করেন; না কথা কহিলে থাকা যায় না বা কার্য্য চলে না, তাই বাক্‌শক্তির চালনা করেন। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যতে যে স্বভাবগত সুখ আছে, তাহা তাঁহারা বুঝেন না।

বাঙ্গালিদিগের অসাড়তার আর একটি কারণ,—বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষার অসম্পূর্ণতা। ভাষার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সুলেখকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে, এতৎসম্বন্ধে কিছুই আশা ভরসা নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান লেখকদিগের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন অনুপ্রাস শব্দ প্রিয়, শব্দগুলি কিসে শ্রুতিমধুর হইবে, সন্ধির জটিলতা কিসে ঘোর হইবে, এই তাঁহাদিগের চেষ্টা। কিন্তু শব্দগুলি দ্বারা মনের যথার্থভাব প্রকাশ পাইতেছে কি না, উহাদ্বারা পাঠকের হৃদয়ে আঘাত হইতেছে কি না, ইহা তাঁহারা ভাবেন না। অধিকাংশ গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপ লিখিতে ভালবাসেন,—"রাজা দশরথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গদগদ বচনে বলিলেন, প্রিয়ে!" ইত্যাদি। পাঠকদিগের বিষম বিভ্রাট; সন্ধি বিচ্ছেদ করিবেন, না সমাস স্থির করিবেন, ভাবগ্রহণ করা কিসে হয়? মন একেবারে শব্দের দিকে গড়াইয়া পড়িল। অর্থ তাৎপর্য্য সমস্তই বুঝিলাম; কিন্তু হৃদয়ে কিছুই প্রবেশ করিল না। দশরথের সহিত আমাদিগের সহানুভূতি হইল না। বরং বৃদ্ধ এক জন রাজার 'গদগদ বচন' শুনিলে হাস্যের উদ্রেক হয়। সুতরাং যে রস উদ্রেক করা লেখকের উচিত ছিল, লিখিবার দোষে ঠিক তাহার বিপরীত হইল। লিখিতে চতুর হইলে, এরূপ কাঁদিয়া মোহিত করিতে চেষ্টা পাইতেন না। অন্তঃপ্রবৃত্তির উপর ঘাত প্রতিঘাত করিতে যত্ন পাইতেন। বঙ্গদর্শনে ও বান্ধবে এতৎসম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি দেখা যায়। ইহারা ভাষাতে গতিশক্তি প্রদান করিয়াছেন। এখন বাঙ্গালা জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। যে লেখা মর্ম্মস্পর্শিনী নহে তাহাকে আমি বর্ণমালা বলি। এইরূপ বর্ণমালা বা বর্ণপরিচয়ে আমাদিগকে দিন কত জ্বালাতন করিয়াছিল। বঙ্গদর্শন, বান্ধব আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তবে এখনও ঐরূপ পত্রে চৈতন্যচরিত বা পাণিনি বিচার দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝি আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ।

নাট্যমন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও বাঙ্গালিদিগের অসাড়তা দূরীভূত হইতে পারে। নাট্যশালায় গিয়া দর্শকমণ্ডলী নায়ক নায়িকার অঙ্গ ভঙ্গী, হৃদয়ে হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাত দেখিয়া মোহিত হন। পরস্পরের কেবল কথা বার্ত্তা শুনিতে যাঁহারা নাট্যশালায় গমন করেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা আধুনিক বঙ্গ নাটক ক্রয় করিয়া বাটী বসিয়া আপনারাই পাঠ করেন। তাঁহাদিগের জন্য নাট্যশালার সৃষ্টিও হয় নাই।

প্রকৃত অভিনয়-ক্ষেত্র, সমর-প্রাঙ্গণবিশেষ। সর্ব্বদাই সকলে ব্যস্ত, কাহারও তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। কার্য্যের পর কার্য্য; তাহার পর কার্য্য; ক্রমাগত কার্য্য। একটি কার্য্যে অপর একটী কার্য্যের সূচনা হইল, দ্বিতীয়টী আর একটি সূচিত করিল। পটক্ষেপ না হইলে শান্তি নাই, যদি এইরূপে অভিনয়ের কার্য্যময়ভাব হৃদ্বোধ করিতে পার, তবে বাঙ্গালি তুমি নাটক দেখিতে যাও; দেখিতে দেখিতে তোমার নিজের অসাড়তা ক্রমে বিদূরিত হইবে আর এই বৃহদভিনয়ক্ষেত্র সংসারে তুমিও একজন কার্য্য কুশল কুশীলব হইবে।

হিন্দুমেলা।

গত শনি ও রবিবার টালার জলের কলের সন্নিকটস্থ রাজা বদনচাঁদের বাগানে হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিবস দেশীয় স্ত্রীলোকগণের শিল্পকৌশল পরিচায়ক কার্পেটের জুতা, টুপী, আসন ছবি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই সকলের মধ্যে ক্ষীরোদমোহিনী নামাঙ্কিত কার্পেটের সূচিকার্য্য দেখিতে সুন্দর ও পরিপাটী হইয়াছিল। দুটী বালিকা বিদ্যালয় হইতে দুটি করিয়া চারিটি বালিকা আসিয়া সভাসমক্ষে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ পাঠ করে। সভাপতি বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর উক্তবালিকা চতুষ্টয় ও সাধারণ বালিকা বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণকে সভাসমক্ষে অনুরোধ করেন, যেন বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালিকারা জাতীয়ভাব রক্ষা করিতে শিক্ষা করে। জাতীয়ভাব কাহাকে বলে, জাতীয়ভাব কি, বালিকাগণের দূরে থাকুক, উপস্থিত সভ্যগণেরও হৃদয়ঙ্গম করিতে দ্বিজেন্দ্র বাবু সক্ষম হইয়াছেন কি না, সন্দেহ। জাতীয়-ভাব যদি বাঙ্গালি অত শীঘ্র বুঝিতে পারিবে ত ভাবনা কি? মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও বাদ্য হইয়াছিল। বিকালে ব্যায়াম পরীক্ষা হয়।

শনিবার মেলার উদ্যোগপর্ব্ব, রবিবারেই মেলার দিন। প্রাতঃকালে বাছখেলা হইয়াছিল, দশ বারখানা নৌকা সমবেত হইয়াছিল, কোন্নগর ও দক্ষিণেশ্বরের নৌকাই বাছখেলায় এককালে গঙ্গার অপর পার হইতে চিৎপুরে কালীসিংহের ঘাটে উপস্থিত হয়। এই দুই নৌকাই পুরস্কার পাইবে স্থির হইল। উক্ত দিবস নানাবিধ কৃষিজাত সংগৃহীত হইয়াছিল। অকালের কয়েকটি ফল ব্যতীত কৃষিজাতের মধ্যে মেলার উপযোগী কোন পদার্থ দেখিলাম না। উদ্যানজাত গুটিকত ফুলগাছ দেখিতে বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। এই দিবস প্রকৃত পক্ষে একটি সভা হইয়াছিল। বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাস্থলে ন্যূনাধিক একশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ কতকগুলি পদ্য পঠিত হয়। পদ্যগুলি সমুদয়ই স্বদেশ হিতৈষিতার উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ।

একটি অল্পবয়স্ক বালক যেরূপ দুঃখ ও অভিমান ভরে একটি পদ্যের আবৃত্তি করেন, তাহাতে সকলেই স্তব্ধ ও সাশ্রুনয়ন হইয়াছিল। সকলেরই শিরায় উষ্ণ শোণিতের সঞ্চরণ অনুভূত হইয়াছিল। এসকল পদ্য শুনিয়া ভারত মাতার পূর্ব্ব সৌভাগ্য ও ইদনীন্তন হতশ্রী—উজ্জ্বল ভাবে সকলের হৃদয়ে চিত্রিত হইয়াছিল। সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহদ্বংশজাত, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন এবং এক্ষণে তাঁহারা বীর্য্যশূন্য হইয়াছেন। সকলেরই কর্ত্তব্যজ্ঞান, অভাবতঃ সেই সময় জাগরূক হইয়াছিল। ইহার পর বাবু মনোমোহন বসু একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। দুই এক গ্রাম্য অলঙ্কার ব্যতীত বক্তৃতাটি মধুরতাময়, উপদেশ পূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইনি হিন্দুমেলার প্রধান উদ্দেশ্য সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। শিক্ষা এবং স্বাবলম্বনই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। সুন্দর সুন্দর কৃষিজাত প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কৃষকগণকে আহ্বান করিয়া উপযুক্ত মত পুরস্কার প্রদান করিলে, কৃষিবিদ্যায় দেশীয় লোকের বিশেষ যত্ন জন্মাইতে পারে। একটি সুতার কল মেলায় আনীত হইয়াছিল। উহাতে অল্পায়াসে অধিক পরিমাণে সুতা অল্পসময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারে। গত বৎসর সীতানাথ বাবু একটি কাপড়ের কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এটি গোরু, মহিষ, বাষ্প কিম্বা মনুষ্য দ্বারা চালিত হইতে পারে। একজন লোক একদিনে এই কলদ্বারা বিশহাত কাপড় বুনিতে পারে। কলটি মেলায় প্রদর্শিত হয় নাই, কিন্তু উক্ত কলের কাপড় দেখা গিয়াছিল। বস্ত্র তাদৃশ পরিষ্কৃত নহে, কিন্তু এই প্রথম উদ্যম, ভবিষ্যতে কাপড় ম্যানচেষ্টারের মত হইতে পারে। মনোমোহন বাবু এই দুই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া মেলার উদ্দেশ্য সকল প্রতিপন্ন করিলেন। যাহাতে এদেশ কোন বিষয়ে অন্যদেশের মুখাপেক্ষা না করে অর্থাৎ যাহাতে আমাদের দেশে স্বাবলম্বন জন্মে, এই বিষয় বলিতে গিয়া মনোমোহন বাবু ভারতের ইদানীন্তন অবস্থার জন্য অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিলেন এবং শ্রোতৃবর্গেরও মন শোকাকুল হইল। আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে না, ইহার কারণ মনোমোহন বাবু এই নির্দ্দেশ করেন, যে, প্রকৃত দেশহিতৈষী আমাদের মধ্যে নাই। উন্নতির যে যে উপকরণ প্রয়োজনীয়, ভারতে সে সমুদয়ই আছে, একজন মনের মত দেশহিতৈষী নাই। যাঁহারা হিতৈষী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত, দেশহিতৈষী বলিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যাঁহাদিগের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই রায়বাহাদুর কিম্বা রাজা বাহাদুর দেশহিতৈষী, সোনার কাটি রূপার কাটি দেশহিতৈষী, কিম্বা সাম্প্রদায়িক দেশহিতৈষী, স্বার্থপর দেশহিতৈষী। অবশেষে মনোমোহন বাবু উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে শিল্পচর্চ্চা করিতে অনুরোধ করেন। ইদানীং ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মধ্যবিধ সম্প্রদায়ের অবস্থা দিন দিন অতি মন্দ হইতেছে। দেশের ভাল মন্দ অবস্থা এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সুতরাং যাহাতে অস্মদ্দেশীয় মধ্যবিত্তগণের অবস্থা উন্নত হয়, এরূপ কোন উপায় বিধান করা আমো কর্ত্তব্য। মনোমোহন বাবুর মতে এদেশে শিল্পচর্চ্চা বৃদ্ধি হইলে, এদেশের লোক স্বাবলম্বন শিক্ষা করিলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা ভাল হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি হইবে। এই মর্ম্মে মনোমোহন বাবু বক্তৃতা শেষ করিলে, বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় জাতি চরিত্র বিষয়ক একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। বিজাতীয়গণ বিশেষতঃ ইংরাজগণ সভাস্থলে সংবাদপত্রে এবং পুস্তকে বাঙ্গালী চরিত্রে অনেক দোষরোপ করেন এবং সেইরূপ দোষারোপ যে অন্যায়, নগেন্দ্র বাবু সুন্দররূপে তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। পূর্ব্বকালের ভারতবর্ষীয়গণ সত্যবাদী ও

সত্যপ্রিয়, ইহার প্রমাণ নগেন্দ্র বাবু আরিয়াণ ও হিউন স্যাংয়ের নাম করিয়া বলিলেন যে, এই উভয় পর্য্যটকই স্ব স্ব প্রণীত পুস্তকে ভারতবাসীরা সত্যপ্রিয়, তাহাদের মধ্যে প্রবঞ্চক নাই, স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পরে নগেন্দ্র বাবু ইংরাজগণের চরিত্র যে পবিত্র নহে, ইহা ম্যাটজিনি বকল, হামিল্টন হ্যাগাম প্রভৃতির লিখিত গ্রন্থ হইতে ইংরাজের দোষ বর্ণন করিয়া সপ্রমাণ করিলেন। আমাদের জাতীয় চরিত্র ভাল, ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্য কি? নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, ইহাতে আত্মগৌরব বাড়ে এবং আত্মগৌরব শুভসাধক ইহা বলা বাহুল্য। অবশেষে সভাপতি বালকগণের পদ্যে উৎসাহ, মনোমোহন বাবুর বক্তৃতায় কর্ম্ম এবং নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় ধর্ম্ম বিষয়ে সভ্যগণ শিক্ষা লাভ করিল, ইহা বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল।

পরে উদ্যানের স্থানে স্থানে বাজি, কুস্তী, লাটীখেলা, সঙ্গীত, বাদ্য ও ব্যায়াম হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় আতশবাজী পুড়িল। এই সকল অতিশয় আনন্দদায়ক হইয়াছিল। বস্তুতঃ হিন্দুমেলা একেবারে নির্জ্জীব, একথা আমরা বলি না, ইহা দ্বারা নানাবিধ শুভসাধিত হইতেছে, কিন্তু আকারানুরূপ মঙ্গল দেখি না। সাধারণের ইহার প্রতি তাদৃশ যত্ন নাই, ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালা।

(লেখক পূর্ব্ব বঙ্গবাসী)

পাশ্চাত্য বিদ্যার বলে আমাদের মানসিক বৃত্তিবর্গ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে; আমাদের স্নেহ, আর স্ত্রী পুত্র পরিবার, গ্রাম, নগর, দেশেও বদ্ধ নহে। আমরা এখন ফরাসির দুর্দ্দশায় কাতর হই, গারোন নদীর প্লাবনের ক্লেশ নিবারণার্থ চাঁদা দি, স্থির চক্ষে রুসিয়ার বিক্রম পর্য্যবেক্ষণ করি। এখন আমরা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া মনুষ্যমাত্রকেই ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতে অভিলাষ করি। বলা বাহুল্য সমস্ত ভারতবাসীকে,—বাঙ্গালী, সীক, মারহাট্টা পার্সিকে—আমরা কখন কখন এক পরিবার বলিয়া মনে করি। তখন ভাষা গত প্রভেদ জাতিগত প্রভেদ, দেশগত প্রভেদ ভুলিয়া যাই।

কিন্তু এ "কখনো কখনো"—যখন চসমা নাকে বক্তৃতা করি তখন,—যখন পুস্তকালয়ে বসিয়া সেক্ষপিয়রের পাতা উল্টাই তখন,—আর যখন সংবাদ পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখি তখন। সকল সময় এসব কথা মনে থাকে না। কার্য্যকালে পুস্তকের জ্ঞান পুস্তকে রাখিয়া নির্বিঘ্নে কার্য্য সমাধা করি। আমরা বলিতেছিনা যে, এরূপ করা অন্যায়; কলতঃ এক এক সময় এক একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করাই পরামর্শ সিদ্ধ। চতুর বাঙ্গালির নিকট এ কথা অবিদিত নহে।

ওই বাঙ্গালা দেশ সুবিস্তীর্ণ। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন আচার, ভিন্ন ভিন্ন জীবন পদ্ধতি প্রচলিত। আমরা সমুদয় বাঙ্গালিকে কলিকাতা, ঢাকা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রামের লোককে এক জাতীয় মনে করিয়া কার্য্য করিতে পারি না।

আমরা "কখন কখনোর" কথা বলিতেছি না। "কখন কখন" যাহা ভাবি বা বলি সে পৃথক্। সত্য কথা বলিতে গেলে এই বঙ্গদেশকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গলা ও পশ্চিম বাঙ্গলা নাম দিয়াছি; মনে করি এই দুই ভাগ দুই বিভিন্ন দেশ, দুই বিভিন্ন জাতির আবাস ভূমি। তবে সীমা লইয়া কিছু গোল থাকিতে পারে। সে তর্ক উথাপন করিয়া প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ লেখক সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

পরস্পর সন্নিহিত এই দুই জাতির মধ্যে কিরূপ সদ্ভাব একবার দেখা যাউক। পশ্চিম বাঙ্গালার এক জন কৃতবিদ্য গ্রন্থকারকৃত একখানি প্রসিদ্ধ প্রহসন খুলিলাম। দেখিলাম পূর্ব্ব বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে উপহাস করা হইয়াছে, শুধু তাহাই নহে, গ্রন্থকার পূর্ব্ব বঙ্গবাসীর মুখে যাহা বিন্যস্ত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ভদ্রাভদ্র জ্ঞান "বেতন" গত—যিনি অধিক বেতন পান, তিনিই ভদ্রলোক। আবার কলিকাতার কলেজে চলুন। দেখিবেন, পূর্ব্ব বঙ্গের ছাত্রগণ একত্র ভিন্ন বেঞ্চে উপবিষ্ট।

অধিক কথায় কাজ কি, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালায় সে সদ্ভাবের বিশেষ ত্রুটি তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

এই অসদ্ভাবের নানা কারণ থাকিতে পারে, এস্থলে সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা কেবল সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, এখন ইহা থাকা ভাল দেখায় কি?

সকলেই একবাক্যে বলিবেন,—না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমরা সব সময় এক ভাবে চলিতে পারি না। আমরা এক দিবস সমুদায় ভারতবাসীকে এক পরিবার বলিয়া ভাবি, আবার এদিকে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে প্রণয় রাখিতে পারি না। অধিক কি কার্য্য ও কথায় আমাদের বড় মিল থাকে না।

সম্প্রতি ইংরেজ ও বাঙ্গালীতে মিল করিবার জন্য অনেক যত্ন হইতেছে। অনেকেরই ইচ্ছা নিরর্থক জাতি বৈরিতায় হৃদয় দগ্ধ না হয়, বাঙ্গালীতে ও ইংরেজে ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপিত হয়, ব্যাঘ্র ও মেষ একত্র বিচরণ করে। এমন সময় বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে সুপ্রণয় স্থাপন করিবার জন্য দুট কথা বলা, বোধ হয় অন্যায় নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, অসদ্ভাবের জন্য কে দায়ী? পূর্ব্ববঙ্গবাসী না পশ্চিম বাঙ্গালার লোক। এবিষয়ে দুই মত থাকিতে পারে। কিন্তু এদেশীয়েরা যে এবিষয়ে বিশেষ দোষী, তাহা সকলেই সহজে স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা এখানে বিদেশী, তাঁহারা সাহস করিয়া স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত মিশিতে পারেন না। বিশেষতঃ "অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধুঃ মাধ্যস্থমিষ্টেঽ প্যবলম্বতেঽর্থে"। সদ্ভাব স্থাপন করিতে গিয়া তাচ্ছল্য লাভ করা বড় লজ্জার কথা, এই কারণেও তাঁহারা এদে-

শীয়দিগের সঙ্গে মিশিতে বড় বাড়াবাড়ি করিতে পারেন না। এদেশীয় যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করেন, পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ তাঁহাদিগের সঙ্গে যেরূপ ভদ্র ব্যবহার করেন এদেশীয়েরা পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের প্রতি এখানে তাহার কিছুই করেন না। এ বিষয়ে গত নবেম্বর মাসে লেখকের সঙ্গে এদেশীয় কোন ভদ্র লোকের আলাপ হয়। তিনি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে প্রত্যাগত কোন বন্ধুর মুখে তদ্দেশীয় লোকের ভদ্র ব্যবহার শুনিয়া বড় প্রীত হইয়াছেন। এরূপ প্রকাশ করিলেন ও স্বদেশীয়দিগের ব্যবহারের জন্য খেদ করিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ একদিন গৌরবের স্থান ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা। আজ পূর্ব্ববঙ্গের সে দিন নাই স্বীকার করি। স্বীকার করি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত কলিকাতা আজ বাঙ্গালার—ভারতের রাজধানী। স্বীকার করি, আজ কলিকাতার ভাষা সুকোমল বলিয়া পরিচিত। স্বীকার করি, পাশ্চাত্য বিদ্যা, পাশ্চাত্য সভ্যতা কলিকাতাতেই বিশেষ বিস্তারলাভ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কলিকাতা এত গর্ব্বিত হইলে চলিবে না। কলিকাতার ভাবা উচিত, কাহারও দিন সমান যায় না। পশ্চিম বঙ্গের কৃতবিদ্য মহাশয়েরা এবিষয়ে একটু যত্ন করিলে সব গোল মিটিয়া যাইতে পারে। তাঁহারা যদি পূর্ব্বাঞ্চলের ছাত্রবর্গের সঙ্গে আর একটু মিশেন, যদি তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু যত্নশীল হন, পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ বোধ হয় মিশিতে বড় অনিচ্ছু হইবেন না। বিদেশে তাঁহারা স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে মিলিতে আহ্লাদিত হইবারই কথা। বাঙ্গালার দুই প্রদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এত অপ্রণয় কৃতবিদ্য বাঙ্গালির ইহা লজ্জার বিষয়।

বিজ্ঞান সভা ও বিদ্যালয়।

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান লিগ যে বিজ্ঞান বিদ্যালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত এত যত্ন করিতেছেন, বাবু দীননাথ সেন শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের অনুমত্যনুসারে উক্ত বিদ্যালয় কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে একখানি অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। দীননাথ বাবুর মতে উক্ত বিদ্যালয় বঙ্গদেশের একটী অভাব দূর করিবে। মধ্যবিত্তগণের উপর সমাজের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, সুতরাং এই বিদ্যালয়ে যাহাতে মধ্যবিত্তগণের অবস্থা ভাল হয়, এমন শিক্ষা সেখানে প্রদত্ত হইবে। এই নিমিত্ত তিনি বলেন, এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে কল ও শিল্প কারখানার কার্য্যে, কলের সংস্কারে, বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্য, রেলওয়ে ও বাষ্পীয়পোতের ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্য, এবং ছুরী, কাঁচি ইত্যাদি কর্ম্মকারের অস্ত্র প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে!

ইণ্ডিয়ান লীগ ভরসা করেন এই বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ২লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিবে এবং গবর্ণমেণ্ট ২লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করিবেন। এই ৪লক্ষ টাকার মধ্যে দীননাথ বাবু বলেন ৬০,০০০ টাকায় একটি বাটী, বাষ্পীয় এঞ্জিন, ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ক্রীত হইবে। অবশিষ্ট টাকায় গবর্ণমেণ্ট কাগজ কিনিলে বাৎসরিক ১৫৩০০ সুদ পাওয়া যাইতে পারে। ছাত্রগণের মাহিনায় বৎসরে অন্যূন ১০০০ টাকা উঠিতে পারে। ইহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ভৃত্যাদির ব্যয় অনায়াসেই সংকুলান হইতে পারে।

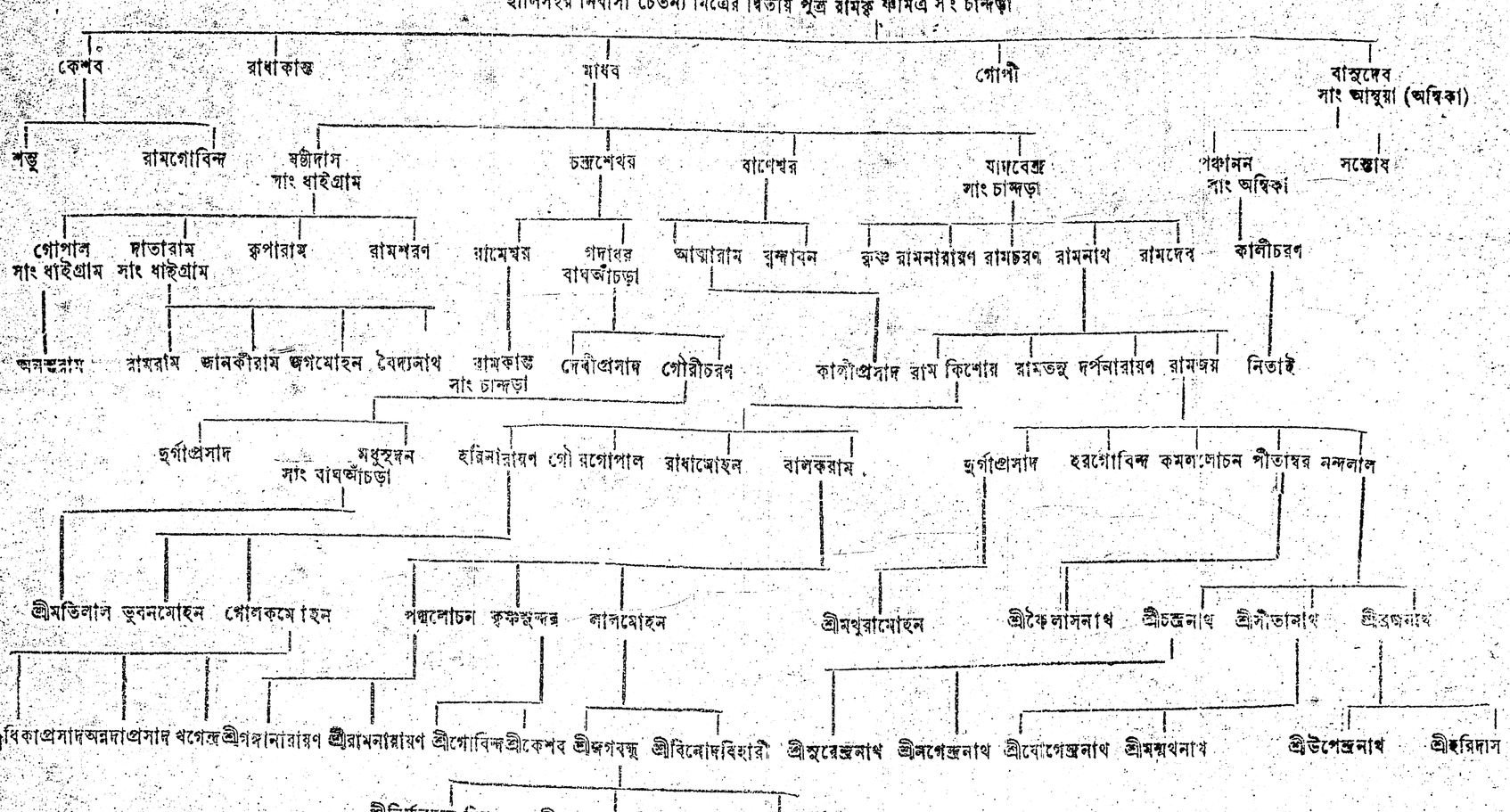

এদিকে সর্ রিচার্ড টেম্পল ডাক্তার মহেন্দ্র বাবুর বিজ্ঞান সভার জন্য বৌবাজারের মোড়ের মাথায় একটি উপযুক্ত ভবন গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্রয় করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

মিত্রদিগের বংশাবলী।

পদ্য সমালোচন।

১। কর্ণার্জ্জুন কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীবলদেব পালিত কর্ত্তৃক প্রণীত ও কলিকাতায় প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

২। ভুবনমোহিনী প্রতিভা। Edited and published by Nobin chandra Mookhopadhya. ১ম ভাগ। গুপ্ত প্রেস। ২৪নং মীরজাফার্স লেন, কলিকাতা।

৩। ললিত কাব্য। শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত প্রণীত ও প্রকাশিত। গুপ্ত প্রেস নং ২৪ মীরজাফর্স লেন;—কলিকাতা।

আমরা অদ্য এই তিনখানি পদ্যগ্রন্থ একত্র সমালোচন করিব। যে গ্রন্থখানির কবিত্ব স্ফূরণে যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, অথবা যাহার যেমন গুণ আছে, আমরা পর পর তেমনি সাজাইয়াছি।

প্রধানতঃ এক্ষণে দুই রকম কবিতা প্রচলিত। এক দলকে যেখানে দাও, সেইখানেই কল্পনাবলে স্বকার্য্যসাধনে তৎপর। শ্মশানে, ঝটিকায়, বিদ্যুতে, বজ্রে, রণে সকল সময়েই ইহাদের কবিতা স্ফূরিতা। অন্য দল সৌখিন;—বাসন্তীলতাকুঞ্জ, অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের কিরণে চাক্‌চিক্যময়ী তটিনীর জল, তৃণের উপর চন্দ্রের কিরণ, স্বনিয়া স্বনিয়া পবন হিল্লোল—ইহাঁদের কল্পনার বা কবিত্ব স্ফূরণের সামগ্রী।

আমাদের সমালোচ্য এই সাতখানি গ্রন্থের মধ্যে এই দুই শ্রেণীরই গ্রন্থ আছে। আমাদের প্রথম আলোচ্য কর্ণার্জ্জুনকাব্য। শ্রীযুক্ত বলদেব পালিত মহাশয় এখানিকে মহাকাব্যের ন্যায় লিখিতেছেন, ইহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। প্রথমার্দ্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আরও লিখিয়াছেন, যদি পাঠকবর্গের মনোনীত হয়, তবে দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রকাশ করিবেন। আমরা তাঁহাকে অভয় দিতেছি, তিনি স্বচ্ছন্দে দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রকাশ করিয়া কাব্যটীকে সম্পূর্ণত্ব প্রদান করুন।

গ্রন্থকার সুলেখক, কবিতা রচনায় বিশেষ ক্ষমতা আছে। স্থানে স্থানে চমৎকার কবিত্ব শক্তিও প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে একটি নূতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। প্রতি সর্গের শেষে সংস্কৃত মালিনী বা বসন্ত তিলক বা উপজাতিচ্ছন্দে দুইটি করিয়া কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। যদিও বঙ্গভাষায় স্বরবর্ণের লঘু গুরু ভেদে পাঠ করিবার ব্যবহার নাই, তথাপি উক্ত শ্লোক গুলি সুন্দর আবৃত্তি করা যাইতে পারে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমাদের শ্রমের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি।

নিঃশব্দে নিশীথ আসি' গাঢ়-নীল-বেশে
সুষুপ্তির ইন্দ্রজালে মোহে চরাচর;
গভীর-প্রশান্ত-মূর্ত্তি অবনি-মণ্ডল।
নীরবে নক্ষত্র-কুল জাগে নভোদেশে,
পাণ্ডব-শিবিরে যথা প্রহরি-নিকর,
অথবা সমর-ক্ষেত্রে উল্কামুখী দল!
নিশি-যোগে রণ-ভূমি কীদৃশ দর্শন,
তাহারাই জানে যারা দেখেছে নয়নে;
হত অশ্ব গজ মুণ্ড কবন্ধ সঙ্কুল।
মৃত প্রায় নিদ্রা যায় শ্রান্ত যোধগণ;
শব-গুলা সুপ্ত বলি ভ্রান্তি হয় মনে;
আহতের আর্ত্ত-নাদে কর্ণে হানে শূল।
নিদ্রাবেশে কোন যোদ্ধা দেখিছে স্বপন,
বহু-দিন পরে সেই প্রত্যাগত বাসে।
সাধের রমণী তার তাহারে পাইয়া,
অশ্রু-জলে করিতেছে পদ-প্রক্ষালন;
এলাইয়া বেণী পুনঃ মনের উল্লাসে
মুচিতেছে সেই জল কেশ-পাশ দিয়া।
পিতারে চিনিতে নারি,' অবাক হইয়া,
ধূলা-মাখা কোমলাঙ্গে শিশু সুতগণ,
মায়ের অঞ্চল ধরি, পিতৃমুখ-পানে,
সবিস্ময়ে এক-দৃষ্টে রয়েছে চাহিয়া;
তখন তাদিগে সতী করিয়া চুম্বন
'বাবা বলি ডাকিবারে কহে কাণে কাণে!
আহ্লাদে সৈনিক-বর কোলেতে যেমন
লইবে সর্ব্বস্ব-ধন সন্তান সকলে
শিবার চীৎকারে তার স্বপ্ন যায় লয়।
কোথা বা সে প্রিয়া, কোথা প্রিয় পুত্রগণ!
ভাসিল বদন তার নয়নের জলে;
দীর্ঘ শ্বাসে তরঙ্গিত হইল হৃদয়।

গ্রন্থখানি বীর রসাশ্রিত কাব্য। কিন্তু এগণ্ডে বীর রসের বড় স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না।

ভুবনমোহিন প্রতিভার কথা সাধারণী পাঠকেরা সকলেই বোধ হয় জানেন। ভুবনমোহিনী দেবী সময়ে সময়ে সাধারণীতে যে সকল পদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা এবং বিনোদিনী পত্রিকায় যে সকল পদ্য লিখিয়াছিলেন, সেই—সমস্ত নবীন বাবু পুস্তকাকারে ভুবনমোহিনী প্রতিভা নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

ভুবনমোহিনী প্রকৃত প্রতিভাশালিনী বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বোধ হয় সাধারণীর পাঠক আমাদের কথায় অনুমত হইবেন না। তবে আমরা ভুবনমোহিনী দেবী সম্বন্ধে নবীন-চন্দ্রকে যেরূপ গোপনে বলিয়াছি, এবার প্রকাশ্য সমালোচকরূপে সেইরূপ বলিতেছি যে, ভুবনমোহিনী যদি রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার প্রতিভার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদন ও শোভা বর্দ্ধন করেন, তবে সত্য সত্যই তাঁহার প্রতিভা ভুবনমোহন করিবে।

ললিতকাব্য রচয়িতা, সৌখিন কাব্য লেখক; কাব্যখানি সুমিষ্ট, সরস, কোমল; লেখার বাঁধনী নাই থর, থর, কাঁপিতেছে—এলাইয়া এলাইয়া পড়িতেছে।

ঝিলিমিলি কিবা তটিনীর জল
নেচে নেচে আসি লাগিছে তীরে;
ভাঙা ভাঙা তায় তরু দলবল
বিম্বিত কেমন হয়েছে নীরে।
পর পারে গাছ নিবিড় কেমন
মাঝে মাঝে তাল তরুর রাজি,
মেঘেতে মিশায়ে মেঘের মতন
অপরূপ রূপ রয়েছে সাজি।
তটেতে কেমন বন ফুল দল
থোকা থোকা ঝুলে পড়িছে নীরে;
চলমল কিবা নদী স্রোতোজল
ঝলকে চলকি উঠিছে তীরে।
বিকসিত ফুল বকুল তাহায়
কেমন বাহার করেছে তীরে;
মলয় হিল্লোলে মৃদু মৃদু বায়
ফুল কুলে আনি পাড়িছে নীরে।

সংবাদ।

ডেঃ, মা, বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী ত্রিপুরায় বদলি হইলেন।

ডেঃ মাঃ বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ঢাকায় বদলি হইলেন।

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর আটকিন্সন সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে হুগলী কালেজের অধ্যক্ষ থোয়েট্‌স্ সাহেবের শিক্ষাবিভাগের ১ম শ্রেণীতে উন্নতি হইল।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় পূর্ব্ববিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর হইলেন।

বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের কমিসনর বকলাণ্ড সাহেব প্রেসিডেন্সি বিভাগের এং কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। ইহার পদে এচ, এ, ককরেল সাহেব এং নিযুক্ত হইলেন।

বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল মেদিনীপুরের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত হইলেন।

কোলা, নওপাড়া ও সদরপুর এই পল্লিগ্রামত্রয় হুগলী জেলার অধীন ছিল, এক্ষণ হইতে বর্দ্ধমানের অধীন হইল। বর্দ্ধমানের অধীন জাড়াগ্রাম হুগলী জেলার অধীন হইল।

হুগলী ও চুঁচুড়ার মিউনিসিপাল কমিসনরগণ নিয়ম করিয়াছেন, মেতরগণ সকালে ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত পাত্রে নগর মধ্য দিয়া মল লইয়া যাইবে এবং কমিসনরগণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থলেই উহা পুঁতিবে। অন্যথাচরণ করিলে ২০টাকা জরিমানা হইবে। লেঃ গবর্ণর গত গেজেটে এই নিয়ম মঞ্জুর করিয়াছেন

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারি সোমবার বেলা দুই প্রহরের সময় জামালপুরের নিকটস্থ কেশবপুরে খালাসিটোলায় আগুণ লাগিয়া প্রায় ১৪।১৫খানি ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় কোন প্রাণী নষ্ট হয় নাই।

ফেব্রুয়ারি মাসের "বেঙ্গল মাগাজিন", অগ্রহায়ণ ও পৌষের "চিকিৎসাতত্ত্ব," (একত্র) অগ্রহায়ণের "অণুবীক্ষণ" ও "বঙ্গদর্শন" আমরা পাইয়াছি। বেঙ্গল মাগাজিনের লেখক ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, যে এক সময়ে ভারতচন্দ্রের প্রাদুর্ভাব কেন ছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু লোকে ইংরাজি লেখা পড়া শিখিয়া ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আছে, এরূপ স্পর্দ্ধা করিয়া, এখনও যে কেন ভারতচন্দ্রের 'কবিত্বশক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন' তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। আমরা বুঝি যে, ইংরাজি লেখা পড়া আফিসে ধরিয়াছে, রুচিতে ধরে নাই। বেঙ্গল মাগাজিনে যেরূপ 'অধ্যাত্মবাদ (Sensationalism) এবার প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ আর না হয়, ইহা অনেকেরই ইচ্ছা। একে আমরা Psendo-doxica Epidemica দ্বারা জরজর হইয়া রহিয়াছি, তাহার উপর যদি আবার Psychological Sensationalism হয়, তাহাহইলে আমাদের Primary forms of the Understanding সমস্তই molecular uncondionate disintegration হইবে। কথাগুলি খাটি বাঙ্গালা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল, নহিলে পণ্ডিত মহাশয় রাগ করিবেন। অর্থাৎ আমরা বলিতেছি, যে একে আমরা 'প্রচলিতা প্রকৃত-প্রবাদপুঞ্জে' জরজর হইয়া আছি, তাহার উপর যদি আবার 'আধ্যাত্মিকেন্দ্রিয়বিষয়বাদ' উপসর্গ হয়, তাহা হইলে আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির প্রাথমিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তত নিরবচ্ছিন্ন পারমাণবিক অংশীকরণ উপস্থিত হইবে। দোহাই মিঃ দে মহাশয়ের! বেঙ্গল মাগাজিন অত্যতি সংক্ষিপ্ত সমালোচন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিতবর লালমোহন বিদ্যানিধি কৃত 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থ তিন পংক্তিতে সমালোচিত হইয়াছে। আর বঙ্গদর্শন এই সামান্য পুস্তকের জন্য ঘননিবিষ্টাক্ষর অষ্ট পৃষ্ঠা নষ্ট করিয়াছেন। বোধ হয়, বঙ্গদর্শনের লেখক বুঝেন না যে Brivity is the sole of wit অর্থাৎ রসের সার চটকি?

চিকিৎসাতত্ত্বে পূর্ব্বমত "ভারতভৈষজতত্ত্ব" প্রকাশিত হইতেছে; পত্রমধ্যে এই ভাগটি সহজ অথচ উপকারী বলিয়াই বোধ হয়। অণুবীক্ষণে একটি বড় কৌতুকের কথা দেখা গেল। অনেকেই জানেন লাক্টমিটর বলিয়া একরূপ কাচনল আছে। দুধে জল দিলে তাহা দ্বারা ধরা যায়। দুধে জল দিলেই দুধ পাতলা হয়, সেই কাচনলের মধ্যস্থ ভাসমান শলাকাটি একটু বেশী ডুবে যায়; এইরূপে ধরা যায়। কলিকাতার গোয়ালারা তাহার এক কাটান যন্ত্র বাহির করিয়াছে। দুধে জল দিলে যেমন পাতলা হয়, আবার তাহাতে চিনি দিলে তেমনই ঘন, তাহারা এখন একপোয়া জল মিশাইয়া তাহাতে এক ছটাক চিনি দিতেছে। লাক্টমিটরে ধরা যায় না, দুধ সুমিষ্ট হয় আর গোয়ালা একসের দুধে এইরূপে দুই পয়সা লাভ করে।

আমরা একখানি বিজ্ঞাপন পাইয়াছি, এই ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে বিহার দূত নামে একখানি সংবাদ পত্র বাঁকিপুর হইতে প্রকাশিত হইবে। তাহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৪৷৷০ টাকা এখানি বঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইবে, কখন কখন ইংরাজিও থাকিবে।

একজন "গ্রামবাসী" দ্বারবাসিনী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, হেড মাষ্টার বাবু সাতকড়ি ঘোষ যদিও সম্প্রতি রোগমুক্ত হইয়াছেন ও দুর্ব্বল, তথাপি তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করেন, আর উপযুক্ত শিক্ষক,—তাঁহার পদোন্নতি হইলে ভাল হয়। এইরূপ পত্রপ্রেরকগণ নাম দেন না কেন?

মফস্বল।

ঢাকা—জয়দেবপুর।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর বিদেশীয় ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিয়া জয়দেবপুর স্কুলে পড়াইতেছেন ইহাতে ভাওয়ালের উপকার কি? এই বৃত্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? উপায়হীন বালকের শিক্ষালাভ? না স্বকীয় স্কুলের নাম জাঁকান? যদি উপায় হীনের বিদ্যালাভই উদ্দেশ্য হয়, তবে কত বড় বড় স্কুলের ভাল ভাল ছাত্র যে, অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষায় বিমুখ হইতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য করেন না কেন? আর যদি শেষোক্ত উদ্দেশ্যই মনোগত ভাব হয়, তবে দেশীয় বালকবৃন্দের দ্বারা সেই উদ্দেশ্যসাধন করেন না কেন? আমরা বুঝিলাম না যে, উদ্দেশ্য কি; কিন্তু ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, রাজা বাহাদুরের কতকগুলি টাকা অদানে অব্রাহ্মণে যাইতেছে। যাহারা বৃত্তিভোগ করে, তাহারাও আবার কতক দিন পরেই স্কুল ত্যাগ করিয়া যায়। আবার বৃত্তি দিয়া নূতন ছাত্র আনিতে হয়। কে বলিবে যে, ইহা ব্যয়ের সুবন্দোবস্ত? রাজা বাহাদুর যদি এই টাকাগুলি বিবেচনার সহিত ব্যয় করেন, তবে

দেশের অনেক উপকার হইতে পারে। স্কুলের টাকা স্কুলের জন্যই ব্যয় করা কর্ত্তব্য বটে। তৎসঙ্গে বিবেক শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচালনা করা অত্যাবশ্যক।

শ্রীযুক্তা কৃপাময়ী দেব্যা কাশিমপুর স্কুলের বাঙ্গালা পরীক্ষোত্তীর্ণ একটি ছাত্রকে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে পড়িবার ব্যয়ের জন্য বার্ষিক ১২৲ টাকা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কৃপাময়ী দেব্যার এইরূপ সদ্বিষয়ের দান মধ্যে মধ্যে অনেক আছে।

জয়দেবপুরের ১০।১১ বৎসরের বালকগুলি পর্য্যন্ত নাটকাভিনয়ে মাতিয়াছে। ইহাদের অভিভাবকগণ কি নিদ্রিত আছেন? দেখিতেছেন না যে, তাঁহাদের বালকগুলি অধঃপাতে যাইতেছে!! এতই কি উদাসীন!

একজন হোমেওপেথিক্ ডাক্তর কয়েক দিন যাবৎ আওয়ালান্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁ গ্রামে চিকিৎসা করিতেছিলেন। গত ৩রা ফাল্গুন রাত্রে ডাক্তর বাবু কিছু স্বর্ণালঙ্কারের লোভে তত্রত্য বসন্তকুমার মিত্রের ১৷৷০ বৎসর বয়স্ক বালকটীকে অপহরণ করিয়া ধৃত হন। এখন পুলিসে অর্পিত হইয়াছেন। ভদ্রের অন্তঃকরণে এত লোভ!!

জয়দেবপুরের ভদ্রাভদ্র সকলেই যাত্রার রসে ডুবিয়াছে।

বর্দ্ধমান।

ভাঙ্গামোড়া পোষ্টাফিস।

বিগত ১৮৭৪ সালের এপ্রেল মাস হইতে এই ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিসটি স্থাপিত হয়। ইহার স্থাপন বিষয়ে নিকটবর্ত্তী পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারীগণ অনেক বাধা দিয়াছিলেন; তদানীন্তন বর্দ্ধমানের সব ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টর হরে কৃষ্ণ বাবু কোন মতে এখানে আফিস খুলিতে সম্মতি দেন নাই। এই ভাঙ্গামোড়া স্কুলের হেড মাষ্টর যিনি ইহার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন, তিনি ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টর মহাশয়কে এই ভাবে এক পত্র লেখেন যে, তিনি স্বয়ং আফিসের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, আর ৬ মাস মধ্যে যদি কোন ক্ষতি হয়, তবে তিনি তাহা পূরণ করিবেন। পরিশেষে আফিস খুলিবার আদেশ আইলে স্কুল মাষ্টার ৫৲ টাকা, পিয়ন ৬৷৷০টাকা আর রণার ৪ টাকা ও বাজে খরচ ১ টাকা এই ১৬৷৷০ টাকা ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হয়। তখন আর স্কুলমাষ্টারের বেতনের তারতম্য দেখিবার সময় রহিল না। ৬ মাস পরে ৪টাকার বেতনে রণার পাওয়া গেল না, মাষ্টার মহাশয় স্বয়ং একটাকা অতিরিক্ত দিয়া দেড় বৎসর ডাক রওনা করেন। অদ্য মাস দুই রণারের ৫৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। আফিসের আয় মাসিক ৪২৷৷৪৩টাকা হইতেছে।

এক্ষণে আমাদিগের সকলের প্রার্থনা যে, স্কুলমাষ্টারের বেতন ৮টি টাকা নির্দ্দিষ্ট করিলে ভাল হয়। যেহেতু দেখা যাইতেছে, এই মেমারী আফিসেরই অধীনে চোট খণ্ড, কুলিনগ্রাম, বাহিরপুর প্রভৃতি স্কুল মাষ্টার ইনচার্য্য পোঃ আফিসে ৮টাকা বেতন আছে। আমরা ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পৃথক্ আবেদনও পাঠাইলাম, আশা করি যে, তিনি এই হতভাগ্য স্থানের প্রতি কৃপা কটাক্ষ করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

দিনাজপুর।

গত মাঘ ও এই ফাল্গুন মাসের একাদশ দিনের মধ্যে প্রায় ১০।১২ বার ঘরে আগুণ লাগিয়াছিল, তন্মধ্যে তিন দিনের অগ্নিকাণ্ড অতি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে। এক দিনের আগুণে রাজগঞ্জের চকের বাজার, দ্বিতীয় দিনের আগুণে বড় বন্দর ও বেশ্যাপাড়া এবং তৃতীয় দিনের আগুণে অন্যান্য কয়েকটী ক্ষুদ্র পল্লী ভস্মাবশেষ করিয়া দিয়াছে। একদিনও একটি প্রাণী হত্যা হয় নাই। তিন দিনের অগ্নিকাণ্ডে পবনদেব বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিলেন।

এখানে এখনও শীতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। অথচ দিবাভাগে প্রভাকরের অপেক্ষাকৃত প্রখর করে ও পাশ্চাত্য বাতাসে কণ্ঠতালু পরিশুষ্ক হইয়া উঠে, জলাভাবে কৃষকেরা চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতেছে। সরসাল-রাজির নব-মুকুলিত বৌলগুলি পরিশুষ্কপ্রায়, আর কিছু দিন বৃষ্টি না হইলে, সৃষ্টি পুড়িয়া যাইবে।

এখানে একটি পোষ্টাফিস ও স্থানে স্থানে কয়েকটি "লেটার বক্স" আছে। এতদ্ভিন্ন মালদহপটীতে একটি শাখা ডাকঘর সংস্থাপিত হইয়াছে। এবারকার পোষ্ট মাষ্টর বাবুটি ভদ্রলোক বটেন। বাসুনেপটীর লেটার বাক্সটির উপর মধ্যে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এজন্য পৌষ মাসের নিক্ষিপ্ত পত্র গুলি, মাঘ মাসে যথা স্থানে প্রেরিত হয়। শুনিলাম, ঐ অনিয়ম জন্য পদাতিকের চারি আনা জরিমানা হইয়াছে। পাঁচ টাকা বেতনভুক্ত পদাতিকের চারি আনা জরিমানা যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত বটে, কিন্তু তাহার যে পরিমাণে দোষ সাব্যস্ত হইয়াছিল, তদনুরূপ শাস্তি হয় নাই।

গত রবিবার অত্রত্য ধর্ম্মরক্ষিণী সভার নিয়মিত অধিবেশন হয়। ঐ সভায় প্রায় পঞ্চবিংশতি জন প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। সব জজ বাবু মহেশচন্দ্র সেন যথাকালে সভায় আগমন করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু হরেকৃষ্ণ খাসনবীশ ঐ সভার প্রাচীন সম্পাদক। নিয়মিত সংস্কৃত মহাভারত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইলে পর সভাপতি ও সভ্যমহাশয়দিগের অনুমতি লইয়া, আগন্তুক সভাদর্শক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সান্যাল জীবের কর্ম্মাকর্ম্ম ফলশ্রুতি বিষয়িণী একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী সুমিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কোন কোন অদূরদর্শী ব্যক্তি ঐ বক্তৃতাটী মনু প্রণীত পুস্তকের অনুবাদিত বিবেচনা করেন, কিন্তু সান্যাল মহাশয় বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে উহা মহাভারতান্তর্গত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

হিন্দুমেলার পঠিতপদ্য।

১। মসি রূপ জিনি তামসী যামিনী,
তম আবরণে ঢেকেছে মেদিনী,
পাইয়ে সময়, নিদ্রা কুহকিনী,
কুহক জানাতে বেঁধেছে সবে।

২। জীব কোলাহল হয়েছে নীরব,
হতেছে কেবল ঝিল্লিগণ রব,
নতুবা নিদ্রায় অচেতন সব—
যেনরে কিছুই নাহিক ভবে।

৩। জলদ-মাঝারে অম্বর উপর,
রয়েছে লুকায়ে চারু শশধর;
তারি চারিপাশে তারকা নিকর,
ঝিকিমিকি করে নিষ্প্রভ করে।

৪। স্থির গতি এবে হয়ে সদাগতি,
ধরেছে নিতান্ত প্রশান্ত মূরতি,
জগতে সেবিতে নাহিক সেমতি,
অচল হয়েছে বিশ্রাম তরে।

৫। শাখার বাজনে বিরত এখন,
হয়েছে যতেক চারু তরুগণ,
ধরণী তম রূপ করি দরশন
হয়েছে যেনরে স্পন্দন হীন।

৬। সরসী সলিল মরুত বিহনে
নাচিছে না আর হিল্লোলে এক্ষণে
খেলিছে না আর প্রীতিফুল্ল মনে
সলিল ক্রীড়ক সুচারু মীন।

৭। নিস্তব্ধ সকলি সব তমোময়!
সুখ স্বপ্ন সহ হইয়ে নির্ভয়
লুকায়ে রহেছে মানব নিচয়
অজ্ঞান সবাই শবের মত।

৮। সবাই বিরাম লভিছে এখন,
স্থাবর জঙ্গম এতিন ভুবন
অহার বিঘোরে সবে অচেতন
স্বপন সহিত খেলাতে রত।

৯। দেখিয়ে এভাব অনুভব হয়,
যেনরে বিষম ভীষণ প্রলয়,
করেছে জগতে সকলই লয়;
আঁধারে সকল বিরূপময়।

১০। যদিও নিদ্রিত জীব জন্তুগণ,
যদিও ধরণী নিস্তব্ধ এখন,
ভীষণ তামসে সমস্ত ভুবন
হয়েছে সকলে বিরূপময়।

১১। কিন্তু, কেন আজি এহেন সময়,
পোড়া নয়নে নিদ্রা নাহি হয়?
কেন সব হেরি ঘোর দুঃখময়?
কেন বা কাঁদিছে আমার মন?

১২। কেন রে বা আজি বরিষার প্রায়,
বহি জলে মম বুক ভেসে যায়?
কেন বা জ্বলিরে অন্তর জ্বালায়?
জানেনা কেন, আমার নয়ন?

১৩। কিসে বল নিদ্রা হইবেরে তার?
কেননা কাঁদিবে হৃদয় তাহার?
শোকের প্রবাহ হৃদয়ে যাহার,
সতত সবেগে বহিয়ে যায়।

১৪। কে বল ধরায় আছেরে এমন,
ভারত দুর্দ্দশা হইলে স্মরণ,
হয়নাক তার হৃদি বিদারণ,
দুঃখের অনলে দহেনা কায়?

১৫। স্মরিয়ে ভারত পূর্ব্ব বিবরণ,
কাঁদিতেছে তাই এবে মম মন,
তাইতে ঝরিছে আমার নয়ন,
তাইতে নিদ্রা আসেনা নয়নে;

১৬। মনে পড়ে আজি শুধু সেই দিন—
যেদিন ভারত ছিলরে স্বাধীন,
বীরত্ব গরবে থাকিত যে দিন,
সমস্ত ভারত স্বাধীন মনে॥

১৭। প্রফুল্ল বদনে ভারত নন্দন,
ধরেরে পৃথিবী করিত শাসন,
বিজাতীয় গণে করিত দলন,
সে দিন কেবল মনেতে পড়ে।

১৮। হায় রে যেদিন, আর্য্যগণ বলে,
শাসিত হুঙ্কারে ভারত মণ্ডলে,
স্থাবর জঙ্গম কাঁপিত সকলে;
সেদিন কেবল মনেতে পড়ে।

১৯। পর্ব্বত গুহরে, নিবিড় কাননে,
অগাধ গভীর জলধি জীবনে,
প্রতিধ্বনি হতো গভীর গর্জ্জনে—
যবেরে "ভারত স্বাধীন" বলে।

২০। সেদিন আজরে, করিয়ে স্মরণ,
বিষাদে হৃদয় হতেছে মগন,
থেকে থেকে কেঁদে, উঠে যে রে মন,
দুঃখের অনল উঠে যে জ্বলে।

২১। আবার যবে রে, স্বাধীনতা তরে—
বীর পৃথ্বিরাজ যবন সমরে,
মরিল মারিয়ে; যবন নিকরে;
সাধিয়ে ভারতে ক্ষত্রিয় কাজ।

২২। যবে দুষ্ট ঘোরী নির্ম্মম যবন,
ভারতে আসিয়ে, স্বাধীনতা ধন,
করিল সদর্পে সবলে হরণ,
সেদিন মনেতে পড়ে রে আজ।

২৩। যদি রে সেদিন, সলিল প্লাবনে,
ডুবে যে'তো পৃথ্বী, ভারতের সনে;
তাহলে ভারত, দুর্দ্দশা নয়নে,
দেখিতে কভু কি, হ'তরে আর?

২৪। অথবা যদি রে দ্বাদশ তপন
করিত সমস্ত ভারত দহন;
তা হলে হ'তোকি, দাসের মতন
বহিতে দাসত্ব শৃঙ্খল ভার?

২৫। তাই যদি হবে, বিনা আর্য্যগণ—
কে বলো সেবিত, বিজাতি চরণ
মানের গরব হয়ে বিস্মরণ
কে বলো থকিত হয়ে পদানত।

২৬। কেবল ভারত, নিজ ভাগ্যদোষে
হারায়েছে হায়! পূর্ব্ব মান যশে;
রয়েছে সভয়ে, পর পরবশে
বিষদন্তহীন ফণীর মত।

২৭। ভারত-সৌভাগ্য গরব এখন
গেছে পৃথ্বি হতে জনম মতন;
কেবল ভারত নামেতে এখন
রয়েছে পড়িয়ে, শ্মশান প্রায়।

২৮। সবাই নিযুক্ত চরণ সেবায়,
প্রভু মনোমত সামগ্রী যোগায়,
জননীর পানে কেহ নাহি চায়
দেখেও যেন রে, দেখেনা তাঁয়।

২৯। দেখে না রে চেয়ে ভারত জননী
হয়ে শত শত বীর প্রসবিনী
হয়েছে এখন যেন কাঙ্গালিনী
সতত ভাসেরে নয়ন জলে।

৩০। বারে বারে হায়! বিদেশীরা আসি
বিষম ভীষণ বিক্রম প্রকাশি
লুটিছে ভারত রত্নের রাশি
দলিয়ে সবারে চরণ তলে।

৩১। আহা মরি মরি, কিঘোর যন্ত্রণা,
রাজরাণী হয়ে একিরে লাঞ্ছনা;
এ ঘোর যন্ত্রণা আর যে সহেনা!
দুঃখেতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়!!!

৩২। যাক পুড়ে যাক ভারত এখন,
তার সনে যত আর্য্য সুতগণ
হউক সকলে এখনি দহন,
হোকরে ভারতে সকল লয়।

৩৩। থাক বিভাবরী, চিরকাল তরে—
থাক এই ভাবে ভীমমূর্ত্তি ধরে,
যেওনা যেওনা ভারতেরে ছেড়ে;
দিওনা প্রভাতে প্রকাশ হতে।

৩৪। ভারত গৌরব গিয়েছে যখন,
তপন উদয়ে কিবা প্রয়োজন,
গিয়েছে যখন স্বাধীনতা ধন,
এহেন পবিত্র ভারত হ'তে।

৩৫। স্বচ্ছন্দে ঘুমাও আর্য্যসুত চয়,
ঘুমাও, ঘুমাও—যত মনে লয়,
কিন্তু, যেন নিদ্রা, ভঙ্গ নাহি হয়,
চির নিদ্রাগত হওরে সবে।

৩৬। জাগিলে পুনরে দাসের মতন,
সেবিতে হইবে প্রভুর চরণ,
তাহলে তোদের যাবৎ জীবন
চখের জলেতে, ভাসিতে হবে।

৩৭। তাই যদি সবে ভেবে থাক সার,
চাহিনা কিছুরে বলিবারে আর;
মন দুঃখ মনে রহিল আমার
চাহিনা বলিতে প্রকাশ করে।

৩৮। কিন্তু আজি আমি, বলি বার বার
হীন দশায় সুখ হবেনাকো আর;
সুখের আশায়, গেছে একেবারে
একথা রেখরে, স্মরণ করে॥

শ্রী বিহারী লাল সরকার

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	... ...	৩
ডাকমাশুল	...	।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য	... ...	১॥০
ডাকমাশুল	...	৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত দুই জনের মধ্যে কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

RIJU BRITTI
OR A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।
অর্থাৎ
প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের
অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত,

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির
আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।
মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

It displays great erudition.
Monier Williams.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট্ ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিটপাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ওঅর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় একআনা করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৮০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

শ্রীহরিমোহন সুর, বি, এ, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৬॥০	অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...	৩।০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	২৲	মাসিক ...	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য		...	৶০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

ভাগ } চুঁচুড়া—২৩ শে ফাল্গুন। রবিবার সন ১২৮২সাল। ইং ৫ই মার্চ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। { ১৯ সংখ্যা

আমাদের বিজ্ঞাপন।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও এখন হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ—আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব। গ্রাহক ব্যতীত অপর সকলের স্থানে রীতিমত মূল্য লওয়া যাইবে।

জন্ম।

গত ২৭ শে ফিব্রুয়ারি রাত্রি সাড়ে তিন ঘটিকার সময়, হাজারিবাগের গবর্ণমেণ্ট উকিল শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৪র্থ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

কল্পতরু।

(উপন্যাস)

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাক মাসুল ৵০ দুই আনা। কলিকাতা ৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন; নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল—

"বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঙ্গালার প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। * * তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্বস্থানেই মুক্তা প্রবালাদি জ্বলিতেছে। * * তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা গ্রহণীয়। 'কল্পতরু' বঙ্গভাষায় এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।" বঙ্গদর্শন পৌষ, ১২৮১।

"এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি ও গ্রন্থকারের অসাধারণ রহস্য লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। * * গ্রন্থে রহস্য যেরূপ আছে, সারবত্তা ও বিবেচনাশক্তি সেইরূপই প্রতীয়মান হইতেছে। * * লেখক মানব হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, মানব অন্তঃকরণের অতি গূঢ় ভাব ও প্রবৃত্তি সকলও তাঁহার নিকট অবিদিত নাই। * * যত গুলি চিত্র আঁকিয়াছেন; সকল গুলিই স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে।" জ্ঞানাঙ্কুর, ফাল্গুন ১২৮১।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের বিজ্ঞাপন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম তিন মাসের অর্থাৎ ১২৮২সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের সংগ্রহ একত্র প্রকাশিত হইল। ইহার পরের আরও তিন চারি মাসের ফর্ম্মা মুদ্রিত আছে।

অনেক গ্রাহকের স্থানে অদ্যাপি প্রথম বৎসরের সম্পূর্ণ বা কিছু বাকি আছে। যাঁহাদের কাছে এইরূপ পাওনা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, তাহা সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন; এবং প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় বৎসর গ্রহণ করিতে যদি ইচ্ছা হয়, তবে দ্বিতীয় বৎসরের অন্ততঃ ছয় মাসের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

যাঁহারা গত বৎসরের মূল্য চুকাইয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগের সমীপে দ্বিতীয় বৎসরের এই তিন সংখ্যা প্রেরিত হইল, ভরসা করি তাঁহারা গত বৎসরের মত অচিরাৎ অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা নিঃশেষিত হইয়াছে; নূতন গ্রাহকগণকে আমরা সেই খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হইলেই পাঠাইয়া দিব।

এই তিন সংখ্যায় নিম্নলিখিত কাব্য সকলের অংশ প্রকাশিত হইল।

১। চণ্ডীদাস (সমাপ্ত) শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি হইতে।

২। গোবিন্দদাস (একান্নপদ, গৌরচন্দ্রিকা, বাল্য, কৈশোর-লীলা ইত্যাদি), শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক হইতে।

৩। রামেশ্বর (সত্যনারায়ণ), শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসুর সংগৃহীত কয়েকখানি পুঁথি হইতে।

৪। মুকুন্দরাম। (চণ্ডী), শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুঁথি, অপর একখানি জীর্ণ পুস্তক এবং বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে।

চুঁচুড়া শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

POOR COPY

ব্রাহ্মণের প্রতিবাদ।

২।

সংবাদ পত্র গুলা এক আপদ, আবার বাঙ্গলা সংবাদ পত্র আপদের উপর আপদ,—আমার দুই চক্ষুর শূল। ত্রিভুবনে যাহার কেহ নাই, সেই সংবাদ পত্রে লেখে; আর ব্রহ্মাণ্ডের লোক যে কথায় কর্ণপাত করে না, সংবাদ-পত্রে তাহাই প্রকাশিত হয়। এখন, ভাবিতেছি, এ দায় হইতে কিসে নিষ্কৃতি পাই।

দুঃখের কথায় হাসি, কেহ কেহ না কি বলেন, যে, দেশের উপকারের নিমিত্ত সংবাদ পত্রের প্রচার। উপকার চমৎকার! "এখানে অত্যন্ত মশার উপদ্রব হইয়াছে; শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ্ঞীর শান্তিপ্রিয় প্রজাবর্গ তাহাতে নিরতিশয় কষ্ট পাইতেছে; এতাবতা প্রার্থনা যে, শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এখানে অগৌণে এক কম্প সেপাই পাঠাইয়া দিবেন। এবং আমরা পরমেশ্বরের নিকট সদা সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি যে, অতীতসাক্ষী ইতিহাসের ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের এই কীর্ত্তিস্তম্ভ, এই গৌরব পতাকা উড্ডীন হইয়া বিরাজ করিবে।" যেমন লেখা, তেমনি ফল। এক পক্ষের কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি, অপর পক্ষের স্থান পূরণ; খুব যদি হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে অর্থকণ্ডূয়নেরও কথঞ্চিৎ প্রশমন হয়। এ যন্ত্রণা আর কত কাল ভুগিব? ইহাও না হয় সহ্য করিলাম; কিন্তু সম্পাদক মহাশয়দের জ্যেষ্ঠতাতত্ব ত কিছুতেই সহিতে পারিতেছি না। কথাটা বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিতেছি, কিন্তু এ রোগের ঔষধ কে বলিয়া দিবে?

বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের যেটা ভণিতা, সেই কথাই আমার অদ্যকার দৃষ্টান্ত স্থল হইবে। সংবাদ পত্রের সৃষ্টি—(হায়! ইহার কি প্রলয় হইবে না?)—অবধি শুনিয়া আসিতেছি যে, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এবং সম্পাদকবর্গের মস্তকে ঐক্য নাই; এবং এই কারণে আমরা উৎসন্ন হইতেছি। "সাধারণী" কথাটা পাকাইয়া বলিলেন,—ইংরাজের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় কোম্পানী; যজন যাজনে কোম্পানী; রোগে আরোগ্যে কোম্পানী; শোকে সুখে কোম্পানী; আমার মাথায় তাঁহার মুণ্ডে কোম্পানী। আমাদের এই কোম্পানীর 'কোটি পর্য্যন্ত নাই, অর্থাৎ আমাদের কোনও বিষয়েই ঐক্য নাই, অতএব আমাদের রক্ষা নাই, নিস্তার নাই, উপায় নাই।

প্রথম কথা; আমাদের যে ঐক্য নাই, ইহা কি রূপে সপ্রমাণ হইল? কেম্পানী না হইলেই যে ঐক্য হয় না, ইহা উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন আর কি? আমাদের "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই" হইলে নিন্দা হয়, ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশ মিলিয়া একটি পরিবার, ইহা কি ঐক্যের পরিচায়ক নহে? আমাদের বার মাসে তের পর্ব্ব, প্রত্যেক পর্ব্বে ব্রাহ্মণ অবধি নাপিত পর্য্যন্ত একত্র করা আবশ্যক; ইহাতে আমাদের ঐক্যের পরিচয় হয় না? আমরা সকলেই ধুতি চাদর ব্যবহার করি, কেহ না করিলে তাহাকে উপহাস, নিন্দা সকলই করি; ইহাতেও বলিবে, আমাদের ঐক্য নাই? আমরা পাশা খেলি, পাড়ার অর্দ্ধেক লোক জুটিয়া; আমরা দলাদলি করি, গ্রামের অর্দ্ধেক লোকে মিলিয়া; তবে আমাদের ঐক্য নাই কেমন করিয়া? আমরাও মানুষ, সমাজবদ্ধজীব; যদি আমাদের ঐক্য না থাকিত, তবে কি আমরা এত দিন থাকিতাম? (কথার কথায় না বলিয়াও থাকিতে পারি না, আমাদের ঐক্য না থাকিলেই ভাল হইত; তাহা হইলে সংবাদ পত্রের বাক্যবাণ সহিতে হইত না।)

আমাদের দেশে ঐক্য অবশ্যই আছে; তবে ইংরাজী প্রণালীতে নাই, এই মাত্র। ইংরাজী প্রণালীর ঐক্য, অর্থাৎ কোম্পানী ভাব, ভাল কি মন্দ সে বিষয়েও আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। দেখিয়া শুনিয়া যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে কোম্পানীর অনেক দোষ; কোম্পানী অতিথি হইয়া গৃহীর সর্ব্বনাশ করে, অমৃত বলিয়া বিষ প্রদান করে; ফল কথা, কোম্পানী যখন শতমুখী, তখন আমি কোম্পানী চাই না।

স্বীকার করি, কতক গুলি বাঞ্ছনীয় পদার্থের জন্য কতক গুলি লোকের সমবায় অত্যাবশ্যক। এখন, সেই বাঞ্ছনীয় পদার্থ নির্ব্বাচন, এবং সেই উদ্দেশ্যের সাধন সম্বন্ধে যদি মত-ভেদ না থাকে, আর তদ্রূপ মতদ্বৈধাভাব থাকিলেও যদি দশ জন মিলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হয় এবং সেই অস্বীকারের যথেষ্ট কারণ না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই ঐক্য নাই বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু আমাদের দেশে যে প্রকার সর্ব্ববাদী সম্মত বাঞ্ছিত পদার্থ কি? যাহা আছে, তাহা সাধ্য কি না? যদি সাধ্য হয়, তবে, অবশ্য মান্য; সাধনের উপায় কি? এই সমুদয় প্রশ্নের আজিও সদুত্তর দূরে থাকুক, কোনও উত্তরই হয় নাই। এবং এই কারণেই আমাদের সে ভাবের ঐক্য লক্ষিত হয় না। ধর,—ডাক্তর সরকারের বিজ্ঞান সভা, তোমার মতে ইহা ভাল বস্তু, আমার মতে অবোধগম্য বিষয়, তৃতীয় এক ব্যক্তির মতে নিশ্চিত মন্দ না হইলেও অকর্ম্মণ্য। এখন জিজ্ঞাসা করি; আমাদের তিন জনের মিলিত হইবার কি হেতু আছে? কিন্তু তাহাই বলিয়া আমরা তিন জনে ঐক্যের গুণ গ্রহণ করি না, বলা কি সঙ্গত? সারস্বত সমাগম, হিন্দুমেলা, এ সমুদয়ই ঠিক ঐরূপ।

কিন্তু অপ্রকাশিতব্য কতক গুলি সাধ ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয় কন্দরে নিহিত আছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই; অথচ মুখে কেহই হয় ত কাহাকেও বলে না। বলে না, তাহার অনেক কারণ আছে; বলিলে কাহারও মঙ্গল নাই, সকলেরই অমঙ্গল নিশ্চিত। বলিলেও সে সাধের সিদ্ধি নাই, তবে বলার বাতুলতা প্রকাশ হয় মাত্র। এমত অবস্থায় যখন দশজনে মিলিলে বিপদ, মিলনের প্রসঙ্গে বাতুলতা, তখন ঐক্য কি প্রকারে দেখাইবে? সুতরাং ঐক্য নাই বলা ভ্রম মাত্র। ঐক্য দেখাইবার নহে, বলা উচিত। উচিত, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন।

✓ সিবিল্ কোর্ট আমীন্।

যাহাদের ভূমি-সম্পত্তি আছে, যাঁহারা আইন আদালতের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাই জানেন যে, সিবিল কোর্ট আমীনদের হস্তে সময়ে সময়ে কিরূপ গুরুভার অর্পিত হইয়া থাকে। আবার বৃহৎ নদীতটের যে সকল সম্পত্তি লইয়া বর্ষে বর্ষে শত শত বিবাদ হইতেছে, সেই সমুদয় সম্পত্তিগত স্বত্বের মীমাংসা এই আমীনেরাই করিয়া থাকেন, বলিলে যে, অত্যুক্তি হয় না, ইহাও কাহারও অবিদিত নাই। এমত অবস্থায় এই সকল আমীনের কার্য্য, যে, সন্দেহ বিবর্জ্জিত হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু ফলিতার্থ কি তাহাই হইয়া থাকে? পূর্ব্বে আমীনের তদন্ত, আদালতে বিজ্ঞাপিত হইলে বিচারকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই তদন্তের প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রকারান্তরে অর্থী প্রত্যর্থীকে সংবাদ দিতেন। এক্ষণে হাইকোর্ট, বিচারক দিগের তদ্রূপ কার্য্য দোষাবহ বিবেচনা করিয়া, পূর্ব্ববৎ ছিদ্রানুসন্ধান নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তথাপি প্রায় সর্ব্বত্রই সকল মোকদ্দমাতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমীনের তদন্ত যে পক্ষের প্রতিকূল ভাবাবলম্বন করে, সেপক্ষ বিচারালয়ে তৎপ্রতি অবাধে আপত্তি করিয়া থাকে। এবং এই আপত্তি পত্র মধ্যে পক্ষপাত ও সময়ে সময়ে উৎকোচ গ্রহণের অপরাধ পর্য্যন্ত আমীনের প্রতি আরোপিত করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কখনও কখনও বিচারকেরাও আমীনের কার্য্য পক্ষপাত দূষিত বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, যে আমীনদের দ্বারা এক্ষণে যে ভাবে কার্য্য হইতেছে, তাহা সাধারণের সন্তোষ জনক নহে।

আমাদের কথায় কেহ কর্ণপাত করুন বা না করুন, আমাদিগকে বলিতেই হইবে, যে, যাহা সাধারণের হিতার্থ প্রবর্ত্তিত হইয়াও লোকের অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতিবিধান গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমরা সেই প্রতিকারের একবিধ উপায়ের অদ্য প্রস্তাব করিতেছি।

আমীনদের হস্তে যে রূপ কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আমীনেরা সে তদনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন, আমাদের এরূপ বিশ্বাস নাই। ইহারা কার্য্যক্ষম হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের শিক্ষা, সদ্গুণ এবং পারিশ্রমিক সমুদয়ই অযথাযোগ্য, ইহাই আমাদের বলিবার অভিপ্রায়।

আজি কালি শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নাই। সুতরাং অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত কোন ব্যক্তি শত সহস্র টাকা মূল্যের সম্পত্তি রামের নয়, শ্যামের; একথা চূড়ান্ত করিয়া কেন বলিতে পাইবে, ইহা আমরা বুঝিতে পারিনা। আবার আমীনের তদন্ত জন্য যে ব্যয় পড়ে, তাহা মোকদ্দমার ব্যয় বলিয়া পরাজিত পক্ষের বহনীয় হয়, একথা মনে করিলে গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে অর্থের অনাটন বলিয়া আপত্তিও করিতে পারেন না। তদ্ভিন্ন যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ অল্পদিন মাত্র কর্ম্ম করিয়া অনেক আমীন সহসা বিপুল অর্থশালী হইয়া উঠে, একথার এক কণাও যদি সত্য হয়, তবে ব্যয় বাহুল্য হইলেও এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সত্বর মনোযোগ বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমাদের বিবেচনায় মুন্সেফদের দ্বারা আমীনের কার্য্য করাইলে সকলের সন্তোষ সাধন করা যাইতে পারে। নব্য শ্রেণীর মুন্সেফগণের অন্য যে কোনও অপরাধ থাকুক, উৎকোচ গ্রহণ বা ইচ্ছা পূর্ব্বক পক্ষপাত করার দোষ, কেহই তাঁহাদিগকে দিতে পারিবেন না। এখনকার যেরূপ নিয়ম সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণও জরিপ ও মানচিত্র প্রস্তুত করিতে শিখিবেন। যাঁহারা পূর্ব্বতন ছাত্র, গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় জানিলে তাঁহারাও সহজেই এই কার্য্য অভ্যস্ত করিয়া লইতে পারেন। তাহা হইলে মুন্সেফগণকে আমীনের কার্য্যে নিযুক্ত করিলে কার্য্যেরও কোন অসুবিধা হইবে না ইহা নিশ্চিত। প্রত্যেক জেলায় এইরূপ দুই এক জন অতিরিক্ত মুন্সেফ রাখিলেই সকল দিকে সুবিধা হইতে পারে। যে সময়ে তদন্তের কার্য্য থাকে, তখন ইঁহারা তদন্ত করেন, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে ইঁহারা আবশ্যক মত জেলার অধিক কর্ম্ম পীড়িত মুন্সেফ দিগকে বিচার সমাধা বিষয়েও সাহায্য করিতে পারেন। এরূপ করিলে সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহারও আবশ্যকতা দূরীকৃত হয়। এবং মফস্বলের অবস্থা বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া এই সকল মুন্সেফ সমধিক বিজ্ঞতা লাভ এবং উত্তরোত্তর পদ বৃদ্ধি ক্রমে অধিকতর বিবেচনার সহিত কার্য্যে করিতে পারেন। আমাদের এই প্রস্তাব কার্য্য পরিণত হইলে বিশেষ মঙ্গলের হেতু হইবে, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস।

✓ দানসামগ্রীর আশ্চর্য্য মোকদ্দমা।

আমাদের দেশে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিবার মূলধন পাইলাম বলিয়া অনেক মাতা পিতা নিশ্চিন্ত হয়েন। পুত্র একপেশে হইলে রূপা, দুপেশে হইলে সোণা, তিন পেশে হইলে মণিমুক্তা, এই রূপ বাজার দর লইয়া ঘটক মহাশয় বিবাহের নিমিত্ত মাতা পিতার তোষামোদ করেন। কিছুতেই তাঁহাদের মন উঠে না। চতুষ্পদ পুত্রের একটি অষ্টপদ পুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া দিব, তাহাতেও পুত্রের শোভা হইবে না বলিয়া, মাতা সন্তুষ্ট নন। আজি কালি আবার বালক গণেরও তাদৃশ ভাব দেখা যায়। বয়ঃপ্রাপ্তা সুন্দরী বালিকা সালঙ্কৃতা বিবাহ করিবে ও তাহার সঙ্গে নগদ ২০ সহস্র টাকা, না হয় একখানি তালুক, কন্যাকর্ত্তা সম্প্রদান করিবেন; ইহা অনেকেই ইচ্ছা করেন এবং তাদৃশ কথাও শুনা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইষ্টিকবচ কণ্ঠে ধারণ করিলেন,

কিন্তু ভরণ পোষণ আহরণের নিমিত্ত লালায়িত। বৎসর চারি উমেদারীতেই অতিবাহিত হইল। অন্যদেশে এমন অবস্থায় লোকে কখনই বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। আর ইচ্ছা থাকিলেই কি হইবে, কন্যাকর্ত্তা এমন পাত্রে কখনই কন্যা সম্প্রদান করে না। আমাদের দেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পাত্র নিজের আহারীয় সংগ্রহ করিতে পারেন না, অথচ বিবাহ করিতে হইবে, আবার বিবাহ করিতে হইবে কোথা? যেখানে দান সামগ্রীর ঘটা।

এইরূপে এখন বিবাহ ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রবান্ লোকেই এই ব্যবসায়ে লাভ করে, কন্যাবান্ ব্যক্তি ক্ষতি ভোগ করেন। বিবাহোপলক্ষে লাভ করিবার আশা এত প্রবল হইয়াছে, যে কোন প্রকারে ইহার নিবারণ না করিলেই নয়। ইহাতে সমাজে বিস্তর অমঙ্গল ঘটিতেছে। এই লাভাশা পরিপূর্ণ না হইলে পরিবারিক শান্তি কতদূর বিনষ্ট হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, কলিকাতা প্রধান বিচারালয়ে ২০শে মাঘ যে একটী লোমহর্ষণ মোকদ্দামা হইয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

কলিকাতা সুর্ত্তিবাগান নিবাসী গোষ্ঠবিহারী মল্লিক সাড়েচারি বৎসর হইল মধুসূদন সেনের পৌত্রী পূর্ণসুন্দরীকে বিবাহ করেন। গোষ্ঠবাবু বিবাহকালে পিত্তল কাঁসার তৈজস পাত্র ও ভরি দশ স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হন। পরে কন্যার মাতুলপুত্রীর বিবাহের সময় বর রূপার দানসামগ্রী ও ১০০ ভরি স্বর্ণের অলঙ্কার পায় দেখিয়া, গোষ্ঠবাবু পূর্ণসুন্দরীকে কহেন, দেখ, তোমার মাতুল পুত্রীর বিবাহে রূপার বাসন ও ১০০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার দেওয়া হইল, কিন্তু তোমার বিবাহের সময় সেরূপ কিছুই হয় নাই, অতএব তোমার পিতার নিকট হইতে এক সহস্র টাকা চাহিয়া লইও। কিছুদিন পরে পূর্ণসুন্দরী পিতৃভবনে গমন করেন। সেই সময়ে স্বামী তাঁহাকে কহিয়া দেন, এইবার সেই টাকা নিশ্চয় আনিও। পূর্ণসুন্দরী তাঁহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া পিতৃভবনে আসিয়া পিতাকে এই বিষয় জ্ঞাত করেন। তাঁহার পিতার অবস্থা তাদৃশ উন্নত নহে; এই হেতু পূর্ণসুন্দরী পিতার নিকট সহস্র মুদ্রা পাইলেন না। পরে শ্বশুরবাটী ফিরিয়া আসিয়া 'পিতা দরিদ্রতানিবন্ধন অর্থপ্রদানে অসমর্থ', পূর্ণসুন্দরী এই কথা বলিলে, গোষ্ঠবাবু সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। অর্থপিশাচ প্রতিনিয়ত অর্থ যাচ্ঞা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ণসুন্দরীর গর্ভ সঞ্চার হইল। নরাপসদ গোষ্ঠবিহারী এই গর্ভাবির্ভাব হইতেই অনিষ্ট সাধনের উপায় স্থির করিল। শ্বশ্রু, ননদিনী, ও দেবরগণও পূর্ণসুন্দরীকে বিস্তর ক্লেশ দিতে লাগিল। এমন কি, পূর্ণসুন্দরী উদর পূরিয়া আহার, রাত্রিপাত করিবার শয্যা,—পাইত না। দুষ্টেরা এত যন্ত্রণা দিয়াও সন্তুষ্ট নহে। ৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে মে তারিখে গোষ্ঠ বাবু একখানি একরার প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে লেখা এই, পূর্ণসুন্দরী কুলটা, তাহার গর্ভে জারজ সন্তান জন্মিয়াছে, সুতরাং গোষ্ঠ বাবু ও পূর্ণসুন্দরীর মধ্যে সদ্ভাব থাকিতে পারে না, অতএব পরস্পরের মত যে, উহাদের মধ্যে পতিপত্নীভাব রহিত হয়, এবং একের অধিকার কিম্বা দায় অনাতরকে আবদ্ধ না করে। এই দলিলে পূর্ণসুন্দরীর বলপূর্ব্বক স্বাক্ষর লওয়া হয়, এবং নানা প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া, এমন কি বাস্তবিক জ্বলদঙ্গার তাহার মুখোপরি ধরিয়া, আটর্ণির সমক্ষে একরারের সর্ত্তে স্বীকার করান হয়। এই কার্য্য সমাধা হইলে পর, সমুদায় অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়া গোষ্ঠ পূর্ণসুন্দরীকে এক বস্ত্রে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেয়। পূর্ণসুন্দরী পিতৃভবনে আশ্রয় লইলেন, এবং এক্ষণে রাজদ্বারে দণ্ডায়মান। করুণ হৃদয় সুদক্ষ বিচারপতি ফিয়ার সাহেব সুবিচার করিয়াছেন। উক্ত দলিল অগ্রাহ্য, বাতিল ও নামঞ্জুর করিয়াছেন। পূর্ণসুন্দরীর অলঙ্কারগুলি প্রত্যর্পণ করিতে গোষ্ঠকে আদেশ করিয়াছেন, এবং পূর্ণসুন্দরীর ভরণপোষণ গোষ্ঠকে করিতে হইবে।

এইরূপ ব্যাপার অভূতপূর্ব্ব। এরূপ অর্থপিশাচ পৃথিবীতে অতি বিরল। এরূপ মনুষ্যাকার পশুর সংখ্যা কম বলিয়াই এখনও বঙ্গদেশ রসাতলে যায় নাই। সাক্ষী সমক্ষে, আটর্ণির নিকট, লেখা পড়া করিয়া, নির্দ্দোষী স্ত্রীকে কুলটা বলিয়া পরিচয় দেওয়া সামান্য নৃশংসের কার্য্য নহে।

বাবু তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এবং রাধানাথ দত্ত মহাশয়কে ফিয়ার সাহেব নিজের মন্তব্যে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়াছেন। আমরা স্পষ্ট বলি, ইহারা বঙ্গালির কুলকলঙ্ক। ধর্ম্ম দূরে থাকুক, সভ্যতার অনুরোধে, সামাজিকতার অনুরোধে, তাঁহাদের এবিষয়ে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। আর আটর্ণি দ্বয় কি বলিয়া এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন, বলিতে পারি না। তাহারা যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের উচিত স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং মূর্খদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। তাহা করা দূরে থাকুক, ইহারা চক্ষুলজ্জায় পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

বরকর্ত্তাগণ দেখুন, দানসামগ্রীর প্রলোভন বাঙ্গালি বণিক্‌কে নরকের কোন অধস্তলে লইয়া গেল?

বাঙ্গালির অদৃষ্ট।

আমরা ইংরাজদিগের অধীন; তাঁহারা পৃথিবীর এক প্রান্তে বাস করেন, আমরা পৃথিবীর অপর প্রান্তে বাস করি; তাঁহাদের সভ্যতার এক ভাব, আমাদের সভ্যতার আর একভাব; তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ, আমরা কৃষ্ণাঙ্গ; তাঁহারা বিপুল অর্থশালী, আমরা দারিদ্র্য প্রপীড়িত; তবে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের মিলন কিরূপে সম্ভবে? কে কবে দুঃখী এবং ধনীর মিল দেখিয়াছেন? যদি ব্যক্তিগত কেহ কখন দেখিয়া থাকেন, জাতিগত নিশ্চয়ই কেহ কখন দেখিতে পান নাই। ইংরাজেরা বঙ্গবাসী-

দিগের মিলন চাহেন না, কেবল তাঁহাদের কথায় আমাদের শিরোনতি চাহেন। তাঁহারা বলেন 'তোমরা অদ্য পর্য্যন্ত রাজ্যশাসনে উপযুক্ত হও নাই, কিয়ৎকাল আমাদিগের নিকট শিক্ষা করিয়া লও, অবশেষে দেখিবে তোমরা পৃথিবীর মধ্যে কেমন একটি প্রধান জাতি হইয়া দাঁড়াইবে।' এই বলিয়া তাহাঁরা রাজ্যশাসনের ভার তাঁহাদের নিজ হস্তে রাখিয়াছেন—জজ, মাজিষ্ট্রেট, কমিসনর, লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর জেনেরল সকলেই ইংরাজ।

কিন্তু রাজ্যশাসন করিতে হইলে প্রজার দুঃখে দুঃখী হইতে হয়। দুঃখে দুঃখী হইতে কে পারে?

"যত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার মত।
বুঝে না বুঝিবে, শুনে না শুনিবে,
জানাইব আমি, যাতনা যত।
চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদনা বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?"

কিরূপে ইংরাজ! ফিটঙ্গে চড়িয়া, সোফায় শুইয়া, বিলাতের অমন ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, কিরূপে তুমি নিরন্ন, কাঙ্গালি, বাঙ্গালিদিগের দুঃখ বুঝিবে! সকলেই বলেন, টেম্পল সাহেব বড় দয়ালু; আমাদের ব্যথায় ব্যথিত। তিনি সহস্র প্রকারে আমাদের দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তিনি ক্যাম্বেল সাহেবের সমুদয় ভ্রমপ্রমাদ সংশোধিত করিবার ইচ্ছা পদে পদে দেখাইতেছেন। বাস্তবিকও তাঁহার কোন কোন মিনিট পড়িলে বোধ হয়, তিনি বাঙ্গালার জন্য কাঁদিতেছেন,—তাঁহার কোমল হৃদয় বাঙ্গালার মুখপানে তাকাইয়া গলিয়া গিয়াছে; তাহার সাক্ষী সে দিবস তিনি চোর এবং দস্যুর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া বোধ হয় অশ্রুপাত করিতে করিতে লিখিয়াছিলেন যে, যে জেলার যত চুরি এবং ডাকাইতি হইবে, তজ্জন্য সে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব দায়ী হইবেন। এই মিনিট যতদূর ফলুক না ফলুক, টেম্পল সাহেব যে, ইহাতে তাঁহার দয়ালুতার প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তিনি যতদূর দয়ার্দ্রচিত্ত হউন না কেন, প্রকৃত বঙ্গের অভাব তিনি বুঝিয়াও বুঝেন নাই। যদি বুঝিয়াছেন, তবে আর "বিজ্ঞান বিদ্যার" পত্তন হইবার এত বিলম্ব হইতেছে কেন? আমাদের উদরে চারিটী অন্ন দিবার উপায় করিতে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখাইলেন, রায় লক্ষ্মীপত সিং বাহাদুরের ৪০,০০০ টাকা বহরমপুর বি, এ, ক্লাস করিবার জন্য না দিয়া, তদ্দ্বারা কলিকাতায় একটি কল এবং কারিকরী শিখাইবার কালেজ স্থাপন জন্য "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ফণ্ড" প্রস্তুত করিলেন। সে কালেজ কি প্রকৃতই স্থাপিত হইবে না! কেবল কথায় ফুরাইয়া যাইবে? যদি হয়, সে কলিকাতায় হইল। বাস্তবিক যাহাকে দেশ বলি অর্থাৎ, মফস্বল, সে মফস্বলের দুর্দশা কি তাহাতে অপনীত হইবে? আমরা বলি লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এখন যে, পাশবোদ্যান লইয়া ব্যস্ত, যাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের এত টাকা যাইতেছে এবং যাহার জন্য বঙ্গবাসীদিগের নিকট হইতে এত টাকা সংগৃহীত হইতেছে ও হইবে, আবার কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের চিত্রশালা নির্ম্মাণ জন্য গবর্ণমেণ্টের যে টাকা যাইতেছে এবং যাইবে, এতৎসমুদয় টাকা দ্বারা কি প্রত্যেক জেলায় কৃষি বিদ্যা এবং কল কারিকরী শিখাইবার জন্য এক একটি বিদ্যালয় হইত না? প্রত্যেক জেলায় না হউক, বঙ্গদেশের প্রত্যেক বিভাগে এক একটি হইতে পারিত না কি? আজ কি আমাদের পশু দেখিবার সময়? আজ কি আমাদের ছবি দেখিবার সময়? বাঙ্গালি পশুবিদ্যা এবং চিত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইবে? আজ তেমন বিদ্বান্ হইবার আমাদের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে কৃষি এবং কারবার দ্বারা দগ্ধোদর পোষণ বিদ্যা শিখিয়া লই; শেষে ইংরাজ! তোমাদের মত পশুবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, এ বিদ্যা, ও বিদ্যা শিখিব। টেম্পল সাহেব তিনিত সাহেব, অন্যদেশী—তাঁহাকে কি দোষ দিব! আমরা আপনারাই আপনাদের অভাব বুঝিয়া কার্য্য করিলাম না। ডাক্তার সরকার তাঁহার বিজ্ঞান সভার জন্য কি না করিলেন? তাঁহার সভায় পদার্থ বিদ্যা ভূতত্ত্ববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা হইবে, এবং সেই সকল বিদ্যায় বঙ্গবাসীগণ বিচক্ষণ হইবে। মহেন্দ্র বাবুর হৃদয় মহৎ, তিনি প্রকৃত হিতৈষণার বলে বলীয়ান্; দেশের হিতসম্পাদনে তাঁহার একাগ্র মন; কিন্তু তাঁহার আশা ফলিবার অনেক বাকি আছে; পূর্ব্বে আমাদের জীবনোপায়ের পন্থা দেখাইয়া লউন। তৎসঙ্গে সঙ্গে যতটুকু পারি পদার্থবিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ, বিজ্ঞ হইব!

এতদ্ব্যতীতও দেশের এমনি দুরদৃষ্ট যে, অনেক ভদ্রবংশ সম্ভূত বঙ্গবাসী কৃষি বিদ্যা এবং কল কারিকরী শিক্ষা দ্বারা মানের লাঘব হয় মনে করেন। কিন্তু লেপ্টলেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই সকল বিষয়ে বিদ্বানদিগকে সম্ভ্রমসূচক বড় বড় উপাধি প্রদান করিলেই সেই কাকভীতি নিবারিত হইবে। যে দিবস বঙ্গবাসী বিদ্বান হইয়াও কৃষি এবং কারবার করিতে অপমান বোধ না করিবেন, সে দিবস কি সুখের দিবস হইবে। সে দিবস এ দেশের মৃত দেহে প্রকৃত জীবন সঞ্চার হইবে।

প্রত্যেক জেলাস্কুলে কৃষি এবং কল কারিকরী শিখিবার জন্য একটী কার্য্যবিভাগ খুলিলে আমাদের উন্নতি হওয়ার সম্ভব। সেই বিভাগে নির্ম্মিত বস্তু প্রভৃতি বিক্রয় করিলে অনেক ব্যয় পোষাইতে পারে, ক্রমে লাভও হইতে পারে। একই গৃহে পূর্ব্বাহ্নে ছাত্রবৃন্দ লেখা পড়া শিখিতে পারে, এবং অপরাহ্নে কৃষি এবং কল প্রভৃতি শিখিতে পারে। ইহাতে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যেরও বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।

পদ্য সমালোচন।

১। মানসরঞ্জিণী। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাচরণ সেন-প্রযত্নে প্রকাশিত। কলিকাতা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মধ্যস্থ যন্ত্রে শ্রী অদ্বৈতচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

২। রত্নাবতী পতিব্রতা উপাখ্যান। বেনারস নিবাসিনী শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী প্রণীত ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা গুপ্ত প্রেস ২৪ নং মীরজাফর্স লেন।

৩। কমলকলিকা। কাব্য। শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

৪। নীতিশিক্ষা। শ্রীঈশানচন্দ্র রায় প্রণীত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে, শ্রীগোপালচন্দ্র দাসের দ্বারা মুদ্রিত। ১৫নং কলেজ ইস্কোয়ার।

মানসরঞ্জিনী লেখক ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিবেন। তাঁহার লেখা সুপরিপক্ব না হইলেও মানসরঞ্জিনী মানসরঞ্জন পটিয়সী বটে।

সূতিকা আগারে সুপ্ত প্রসব প্রসূতী,
সৌদামিনী ক্রোড়ে ফুল্ল কুসুম মিলন,
সম্মুখে জ্বলন্ত বহ্নি মূর্ত্তিমান্ স্থিত,
লিখে বিধি ছয় দিনে নিয়তি লিখন।
নিয়তি লিখন লিখে;—জানে না জগত,
জানে না নিদ্রিত শিশু,—জানে না জননী,—
জানে না সুষুপ্তা ধাত্রী,—সাক্ষী হুতাশন;
লিপিশেষে সুপ্ত শিশু কান্দিল অমনি।
নৈশ সুশীতল মন্দ বায়ুর মিলনে
সুধু নড়িতেছে পাতা শর শর শরে;
থাকি থাকি নিশাচর উলূক কখন
শান্তি ভাঙ্গে যামিনীর, কঠোর কুস্বরে।
জাগ্রত কুলায় পাখী কখন কখন
করিতেছে চট্ চট্ পক্ষ বিধূনন;
জ্বলিছে আকাশে তারা, সুধাংশু-বিহীন,
নীল চন্দ্রাতপে যেন মণির মিলন॥
অথবা বিধির লিপি, দূর অপনেয়,
মানুষ ললাটে, তাই দেখিবার ছলে,
খুলিয়া গগন দ্বার সুর বিলাসিনী,
দেখিতেছে সোৎসুকে, থাকি দলে দলে।

বেনারস নিবাসিনী দ্বিতীয়া ভুবনমোহিনী রত্নাবতী পতিব্রতা উপন্যাস লিখিয়াছেন আর পূর্ব্বপরিচিত নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল বাঙ্গালী কামিনীর লেখা বলিয়া আমরা এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিব না। কেন না বাঙ্গালা পূর্ব্ব সপ্তাহের সমালোচিতা ভুবনমোহিনীকে আমাদের প্রদান করিয়াছেন। আর সকল কামিনীকেই বা পদ্য লিখিতে বলিব কেন? পুস্তকখানি আমাদের সাধারণীর ভুবনমোহিনীকে দেওয়া হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। বারাণসীর ভুবনমোহিনী যদি প্রথমা গ্রন্থকর্ত্রীর অনুকরণ করেন, তাহাও তাহার বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয়। এখনকার বাঙ্গালার দিগ্‌গজগণ কাহাকে অনুকরণ করিতে হইবে, তাহাও স্থির করিতে পারেন না।

কমলকলিকা লেখক ছন্দোময় প্রবন্ধ লিখন পটু। পুস্তকখানিতে অনেক হিতকথা আছে, বালকেরা এই গ্রন্থ হইতে অনেক শিখিতে পারিবে।

তম-ময় নিশা ঢাকি দশ দিশা
আবরিয়াছিল ভারত যবে।
গুরু-জনগণে, আনন্দিত মনে
করেছিল সেবা, তখনো সবে॥
এরূপ আলোর চেয়ে, তমো ভাল ছিল
এবে বজ্র অগ্নি প্রায়, সব পোড়াইল॥"

আমরা বলি সব পোড়াইলে ক্ষতি ছিল না, কেবল কপাল পোড়াইয়াছে, তাহাতেই এত দুঃখ।

ঈশান বাবুর নীতিশিক্ষা স্কুলের বালকগণের পাঠোপযোগী। রচনা মন্দ নহে, কবিতাও মন্দ নহে। স্কুলের বালকগণের উপকার দর্শিবে।

মফস্বলের বিচারক ও সাধারণের মত।

(প্রাপ্ত)

অনেকেই অবগত আছেন যে, মহকুমার বা চৌকীর স্বেচ্ছাচারী বিচারকেরা সাধারণের অহিতকর এমন অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন, যাহা অন্য উপায় রহিত বিবেচনায় সকলে সহ্য করিয়া আসিতেছে। সহ্য করিতেছে বলিয়া যে, মনের কষ্ট হয় না, এমত নহে। সেই কষ্ট নিবারণের জন্য উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপাতের আবশ্যক। দৃষ্টি হইলেই শাসন হইবে। কিন্তু তাহা সংঘটন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। জেলার অন্যান্য হাকিমের প্রতি জজ দৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহার উপর দৃষ্টি করিবে কে? হাইকোর্টের দ্বারা সম্ভবে না। আবার মহকুমা বা চৌকীর প্রতি দৃষ্টি করিবে কে? জেলার মাজিষ্ট্রেট বা জজ যদি দুই এক বৎসরান্তে আসিয়া এক দিন উপস্থিত হইলেন—তিনি বহি দেখিলেন, আদালত ঘর দেখিলেন, হাকিমের সঙ্গে ২।৪টি ইংরেজি কথা হইল, চলিয়া গেলেন; তাহাতেও সম্যগ্‌দৃষ্টি হইল না। কোনখানে কাহার প্রভুত্ব থাকিলে. তাহার উপর যদি দৃষ্টি করার বা উপদেশ দেওয়ার লোক না থাকে, তাহা হইলে প্রভুত্ব হেতু অন্যায় ইচ্ছা যে প্রবল হইবে, ইহা স্বাভাবিক, তবে স্থানবিশেষে ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। যাঁহারা মফস্বলে বাস করেন, তাঁহারা ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টের আইন আছে, সরকুলার আছে সত্য,—মফস্বলে যে তাহা সকল খাটে, তাহা সকলে বিশ্বাস করেন না। মনে করুন, আইনে ফৌজদারী কোন কোন বিশেষ মোকদ্দমার সময় ব্যতীত সকল

সময় কাছারীতে সকলে অবাধে প্রবেশ করার অধিকার আছে, কিন্তু ফৌজদারীর কথা দূরে থাকুক, অনেক মুন্সেফী চৌকীতেও লোকের প্রবেশ নিষেধ হইয়া থাকে। শুনিয়াছি হাকিমদের ডায়রিবহি থাকে, অনেকে তাহাতে সময় ন্যূনাধিকরূপে লিখিয়া থাকেন। তাহা কি উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষ জানেন? এই সকল দোষ কি উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের উচিত দৃষ্টির অভাবেই হইতেছে না? অবস্থানুসারে কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা তদ্দৃষ্টি হওয়ার আশাও করা যাইতে পারে না, তবে কি ইহার উপায় নাই? আমরা বলি যেমন মিউনিসিপাল কমিশনর স্থানীয় লোকেরা নির্ব্বাচন করে, সেইরূপ স্থানীয় লোকেদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ নিয়োগের মতামত প্রকাশের কতক ভার থাকিলে সকল বিষয়ে মঙ্গল হইতে পারে। যেখানেই মহকুমা বা চৌকী আছে, সেইখানেই উকীল মোক্তার আছে। তাহারা সকলে একবাক্য সেইরূপ দোষ রহিত বলিলে সেই বিচারককে স্থায়ী করিবেন; আবার যখন তাহার অন্যায়াচরণ হইবে, তখন সকলে একত্র হইয়া প্রস্তাব করিলে, তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিলে, কোন দোষ ঘটে না। সাধারণের কোন প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না।

সংবাদ।

আমাদের যুবরাজের কাশ্মীর রাজ্যে জম্বুনামক নগরে গমনকালে কাশ্মীররাজ তাহার সম্মানের জন্য ১১৩ জন বন্দীকে কারামুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট কাপ্তেন বার্ণবি নামক সাহেবকে মধ্য আসিয়ায় রুসীয় দুর্গ পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। সেণ্ট পিটর্সবর্গ হইতে রুসিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাতে আপত্তি করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও সেই জন্য বার্ণবি সাহেবকে প্রত্যাগমন করিতে সংবাদ করিয়াছেন। রুসিয়া গবর্ণমেণ্টের আপত্তির কারণ কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই।

কলিকাতার ট্রেডস এসোসিয়েসন সভা মিউনিসিপাল বিলের বিপক্ষে এইরূপ এক দরখাস্ত করিয়াছেন, যে, এই বিল সমুদয় পরিবর্ত্তিত করিয়া যাহাতে কমিশনর গণের স্বাধীনতা থাকে এবং তাঁহাদিগের চতুর্থাংশ মাত্র গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয় এরূপ বিধান হউক।

কৃষ্ণনগর কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ লব সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বহুদিবস হইতে কাশরোগে ক্লেশ পাইতে ছিলেন। এতাদৃশ ভয়াবহ পীড়া থাকিলেও ইহার চমৎকার অধ্যবসায় ছিল। পীড়ার আধিক্যের সময় ইনি উপদেশ গুলি কাগজে লিখিয়া ছাত্রদিগকে অর্পণ করিতেন। হুগলি কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ থোয়েটস সাহেব বিলাত গমন করিলে ইনি দুই বৎসর কাল তাঁহার পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় দেশীয় বিদ্বান মণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া হুগলি কালেজে সভা করিতেন। এই সভায় পঠিত গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৃত রামদুলাল দের জীবনী ও কৈলাশ চন্দ্র বসু কৃত রাম গোপাল ঘোষের জীবনী দুই খানি পুস্তক হইয়াছে। লব সাহেব নিজে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দর্শনসার ও কোমত দর্শনের মর্ম্ম অতি সুন্দর সুপাঠ্য। ইনি একজন কোমত মতাবলম্বী ছিলেন।

ফরষ্টর সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি আমাদের ভাবী গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন সাহেবকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। লোকে তেলা মাথাতেই তেল দেয়।

লর্ড লিটন এদেশে আসিবার নিমিত্ত ১লা মার্চ্চে বিলাত হইতে যাত্রা করিয়াছেন। ৭ই এপ্রেল বোম্বাই ও ১২ই এপ্রেল কলিকাতায় আসিবেন। বিবি লিটন আলাহাবাদ হইতে একেবারে সিমলায় গমন করিবেন। লিটন সাহেব ৭।৮ দিবস কলিকাতায় থাকিয়া তদনুবর্ত্তী হইবেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বকিংহাম কলিকাতা দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। হাইকোর্ট, বারাকপুর মণিরামপুরের জলের কল ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজ দর্শন করিয়াছেন। গত শুক্রবারে মান্দ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন।

হাউস অব্ কমন্স মহা সভায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট একটি পাণ্ডুলেখ্য অর্পণ করিয়াছেন। মাঞ্চেষ্টার আনীত দ্রব্যে শুল্কই ইহার প্রধান কারণ।

লর্ড লিটনের ভারতবর্ষের নিমিত্ত যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মাঞ্চেষ্টারবাসীগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলিয়াছেন, "লর্ড স্যালিসবরির সহিত তাহার একমত। সময়ক্রমে এ শুল্ক রহিত হইবে।"

ইণ্ডিয়ান মিরার লিখিয়াছেন, "কলেজ স্কোয়ারের মৃত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের বাটীতে একটি স্ত্রীলোক আলু বিক্রয় করিতেছিল, পাহারাওয়ালা আসিয়া তাহাকে নিবারণ করায়, বাটীর একটি যুবক আসিয়া তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, দুই এক কথায় বচসা হইল। ক্রমশঃ পাহারাওয়ালার সহিত হাতাহাতি হইয়া এরূপ হইল যে, যুবকটির মস্তক ফাটিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল। পাহারাওয়ালা অপ্রস্তুত না হইয়া দৌড়িয়া থানায় গমন করিয়া ১২জনকে সঙ্গে লইয়া আসিল। ইহারা সকলে বলপূর্ব্বক বাটী প্রবেশ করিয়া বাটীর সকল পুরুষগণকে যাহাকে পাইল আক্রমণ করিল ও প্রহার করিতে করিতে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় টানিয়া লইয়া গেল। বাটীর স্ত্রীলোকদিগের চীৎকারধ্বনি আমাদের আফিস পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছিল। কলিকাতার মধ্যে ঘোষাল পরিবার অতি সম্ভ্রান্ত। ইহাদিগের অপমানে কলিকাতার সমস্ত পরিবারের অপমান বোধ হইবে। পুলিস এরূপ করিলে, ভদ্রলোকের মান সম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হইবে।

হগ সাহেব কি ইহার অনুসন্ধান করিয়া যথার্থ দোষীকে শাস্তি দিবেন না ?"

"গত মঙ্গলবারে মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আলু বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার উপর অত্যাচার করিয়া পুলিস অন্যায় করিয়াছেন। পাহারাওলার কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিলেন যে, পুলিসকে বলপূর্ব্বক বাটীতে লইয়া গিয়া ঘোষালগণ অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।" একজন এম, এ, বি, এল, ও হাইকোর্টের উকীল নিযুক্তি পাইয়াছেন, অপর দুই জনের অর্থদণ্ড হইয়াছে।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষের "চিকিৎসা-দর্পণ" (একত্র), অগ্রহায়ণের "বিনোদিনী" ও মাঘের "বঙ্গমহিলা" পাইয়াছি।

মাসিক নয়, পাক্ষিক নয়, ত্রৈমাসিক নয়, আমরা একখানি "খামখেয়ালী পত্রিকা" প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকার নাম "বাঁদরামী"। ভিতরে যাই থাকুক, লেখক অন্ততঃ নামটীতে সত্য কথা বলিয়াছেন। এখনকার কালে অনেকে লেখেন 'বাঁদরামী', নাম দেন 'গঞ্জন গণ্ড গদ্য"। তার চেয়ে এ ভাল।

গত সোমবার রাত্রিতে পার্লেমেণ্টের হাউস অব্ লর্ডস মহাসভায় পিরাক যুদ্ধের কথা উঠে। লর্ড ষ্টানলি ইংরাজদিগের অন্যায় অত্যাচারের অনেক নিন্দাবাদ করিয়া বলেন, যে, ইংরাজদিগের এবিষয়ে হস্তার্পণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। লর্ড কারনারবন ইংরাজদিগের পক্ষে নির্দ্দোষিতা দেখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, কোন নিষ্ঠুরাচরণ করা হয় নাই। অবশেষে এতৎসম্বন্ধীয় কাগজ পত্র দেখিবার কথা হইল। কিন্তু তাহাতে সকলের মত হইল না।

মধ্য আসিয়ার সমুদয় খোকাও রুসিয়া রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

আমাদের এই বাঙ্গালা প্রদেশের জজ আদালতের মতজ্ঞজন, প্রধান কেরাণী এবং সহকারী কেরাণীগণ স্বীয় স্বীয় পদের বেতন বৃদ্ধি জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সমীপে আবেদন করিতেছেন। তাহার একখণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অভাগা মতর্জ্জমগণ ঘরে বাহিরে খাটিয়া মরে একটু সামান্য ত্রুটি হইলে কর্ম্মচ্যুত হয়। নদীয়ার মতর্জ্জম বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন একটি শব্দের যথার্থ অর্থ না করায় কর্ম্মচ্যুত হয়েন। এদিকে শাসন এইরূপ, কিন্তু কোন দিকে কোনরূপ আশা নাই। ১৮৫৩ সালে সদর দেওয়ানী আদালত আশা দেন, যে, মফস্বলের মতর্জ্জমগণ কালে মুন্সেফ হইতে পারিবে। তাহার পর কত জজ ইহাঁদিগের বেতন বৃদ্ধি জন্য কতবার লিখিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের শুভদৃষ্টি হয় নাই। অথচ হাইকোর্টের সহকারী অনুবাদকগণ ১২০ হইতে ২০০ টাকা বেতন পাইতেছেন।

জজ আদালতের ক্লার্কগণ আজি এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে বেতন পাইত এখনও সেই বেতন পাইতেছে অথচ তাহাদের পরিশ্রম ও কার্য্য তিন গুণ বাড়িয়াছে, আর দ্রব্য সামগ্রী কিরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। আবার সহকারী ক্লার্কগণ একজন মোহরের বেতনও পান না। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা সেরাস্তার কর্ম্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়াছেন, ক্লার্কগণের দিকে একবার চাহিয়া দেখেন নাই। এই সকল উল্লেখ করিয়া ইহারা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন, আমরা ভরসা করি সর রিচার্ড একবার কৃপাবলোকন করিবেন।

হুগলী কলেজের সহকারী অধ্যাপক রেঃ লালবিহারী দে শিক্ষাবিভাগের চতুর্থ শ্রেণীতে (একষ্টিং) উন্নত হইলেন।

বাবু কানাইলাল দে বাহাদুর পদত্যাগ করাতে বাবু তারাপ্রসন্ন রায় গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত কিমীয় পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

বাবু মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মৈমনসিং জেলায় ইসলাগঞ্জের এঃ মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

বড়ালের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার খুলনায় বদলি হইলেন।

মৈমনসিংয়ের সদর মুন্সেফ বাবু শ্যামচাঁদ রায় উক্ত জেলায় বদলি হইলেন।

জামালপুরের মুন্সেফ বাবু সর্ব্বেশ্বর মজুমদার সদর ষ্টেশনে বদলি হইলেন।

বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় যশোহরের দ্বিতীয় মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

সেমারির নিকটস্থ বোহারস্কুলের সম্পাদক জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ সেরাজদ্দিন আহাম্মদ শ্রীযুক্ত ওয়েলস্ রাজকুমারের শুভাগমন স্মরণার্থ, একটি মুসলমান ও একটী হিন্দু ছাত্রের এণ্ট্রান্স, পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাসের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেছেন। আবার সম্প্রতি ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর এটকিন্সন সাহেবের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তে, সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় করণার্থ, তিনি দুই জাতীয় দুইটী ছাত্রকে ঐ পরিমাণে বিদ্যাভ্যাসের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আরও অঙ্গীকার করিয়াছেন, যে, এই চারিটি বৃত্তি যাবজ্জীবন দিবেন অর্থাৎ এ চারিটি ছাত্র এণ্ট্রান্স, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে অপর চারিটির পাঠাভ্যাসের ভার লইবেন, এইরূপ ক্রমাগত দিবেন।

যুবরাজের কল্যাণে চুয়াডাঙ্গার বারোয়ারি পূজার বড় ধুম। জমীদারগণ দুশ একশ টাকা করিয়া চাঁদা দিতেছেন। মহাগণ্ডগোল পড়িয়াছে। আমাদের কোন বিদেশীয় বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, যে, তাঁহার দেশে একটি রাজভক্তি সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা রায় বাহাদুরগণের স্থান হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। তাহাতে দশ পনর হাজার শুক পক্ষী ক্রয় করিবেন, ও সেইগুলিকে ক্রমাগত "জয় যুবরাজের জয়' জয় যুবরাজের জয় "এই বুলি পড়াইবেন। সেগুলি সুশিক্ষিত হইল, সিলেক্ট কমিটির পরামর্শ লইয়া দেশের স্থানে স্থানে ছাড়িয়া দিবেন, সে গুলি অনবরত বলিবে "জয় যুবরাজের জয়" "জয় যুবরাজের জয়"। এরূপ করিলে দেশের মধ্যে কস্মিন্ কালে আর রাজদ্রোহিতা থাকিবে না।

মফস্বল।

জোয়ানপুর।

৩০শে তারিখে মছলীসহরে ২৫ বৎসর বয়স্ক এক যুবা পুরুষ ইন্দারাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুনা গেল, তাহার মৃগীরোগ ছিল। ৩১শে তারিখে একটি পঞ্চম বর্ষীয় বালক খেলিতে খেলিতে ক্ষেত্রস্থিত এক কূপে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কূয়াটির মুখ জমীর সমান অর্থাৎ বাঁধান কি ঘেরা নহে। যদিচ সরকার বাহাদুরের আইন আছে যে, কূয়ার অধিকারীরা কূয়া বাঁধাইয়া অথবা বাঁশ কি অন্য কাষ্ঠ দিয়া ঘেরিয়া রাখিবে; তথাচ এ প্রকার খোলা পাতকূয়া অনেক স্থানে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। লোকালয়স্থিত পাতকূয়া এপ্রকার অবস্থায় রাখিলে বিপদ ঘটিতে পারে। এ বৎসর এ জেলাতে অনেকগুলি কূয়ায় ডুবিয়া মরিয়াছে।

৩রা ফেব্রুয়ারি। পঞ্জাসরীফের মেলা বা সা পঞ্জার মেলা। জোয়ানপুর সহরের পূর্ব্বপ্রান্তভাগে মুসলমানদের একটি অর্চ্চনা স্থান আছে। তৈমুর সা বাদশাহের সময়ে এক ফকীর মকা হইতে মহম্মদের জামাতা হজরৎআলীর পঞ্জা অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গুলি বিশিষ্ট করতল (হজরৎ আলী এক পাথরের উপর ভর দেওয়াতে তাঁহার করতল ঐ পাথরে বসিয়া গিয়া দাগ পড়িয়া যায়, সেই পাথরের পঞ্জা) আনয়ন করিয়া উপর উক্ত স্থানে স্থাপন করেন। প্রতি বৎসর মহরম মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে বড় সমারোহ ও ভক্তিপূর্ব্বক সহরস্থ ও দূরাদূরের গ্রামবাসী অনেক মুসলমান কলত্রপুত্র সহিত বাজনাবাদ্য লইয়া ও শূন্য পদে আসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মানুসারে তথায় নমাজ পড়েন ও শিরণী চড়ান। অনেক হিন্দুও আসিয়া শিরণী চড়াইয়া থাকেন। প্রজারা আন্তরিকই হউক, বা বাহ্যিকই হউক, সর্ব্ব সময়েই রাজাকে ভক্তি দেখাইয়া থাকে, সেই ভক্তির প্রসাদে কেহ কেহ রাজার অর্চ্চিত দেবতাকেও ভক্তি করিয়া থাকেন। এখন ইংরাজ রাজ্যে প্রজারা ইংরাজদিগকে যথোচিত ভক্তি করিতেছেন ও কেহ কেহ তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের মত গ্রহণ করিয়া যীশুখ্রীষ্টকেও ভজিতেছেন। যবন রাজার অধিকার সময়ে, হিন্দু প্রজারা মুসলমান রাজাকেও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন এবং কেহ কেহ কোরাণের মত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের দেবতার প্রতিও ভক্তিভাব প্রকাশ করিতেন। এখন আর সে রাজা নাই, আর সে রাজভক্তিও নাই; কিন্তু দেখিতেছি, সেই রাজধর্ম্ম সম্পর্কীয় ভক্তিরশ্মি অদ্যাপি অনেক হিন্দুর মন হইতে অন্তর্হিত

হয় নাই। তাহাতেই তাঁহারা মুসলমানের দেবতা পিরপয়গম্বরকে মানিয়া আসিতেছেন।

এবৎসর সাপল্লার মেলা বড় সমারোহ পূর্ব্বক হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১০।১২ হাজার লোকের জনতা হইয়াছিল, উপযুক্ত পুলিসদলও রক্ষণাবেক্ষণার্থ নিযুক্ত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যখন ভয়ানক শব্দে বাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইল, তখন একখান গাড়ীর দুইটা বৃহৎ বলদ ক্ষিপ্ত হইয়া গাড়ী লইয়া এমত দ্রুত বেগে দৌড়িয়া যায়, যে, তাহাতে তিন জন লোক অতি কঠিনরূপে আহত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি স্ত্রী পূর্ণযৌবনা ও সপ্তমমাস গর্ভবতী ছিল। শুনা গেল যে, স্ত্রীলোকটি বেদনায় কাতর হইয়া তৎপর দিবস প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

বর্দ্ধমান—রায়না।

বিগত ১৬ ই মাঘ কলিকাতা হাই কোর্টের চীফ্ জষ্টিশ বর্দ্ধমানের নিকট রাইপুর গ্রামে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। আমাদের বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা বাহাদুর, জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও অন্যান্য সিবীলিয়ানিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া, জষ্টিশ সাহেবের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সাহেব বাহাদুর দুই একটা ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র, ভল্লুক এবং কতক গুলা পাখী শিকার করিয়াছেন। এই কয়েক ঘণ্টায় একটু যত্ন করিয়া বিচারপতিদের অন্যায় কার্য্য-গুলির বিষয় তদন্ত করিলে কি কিছু ক্ষতি হইত ?

বর্দ্ধমানের জয়েণ্ট মাজীষ্ট্রেট সরাসরি (?) বিচার করিয়া রায়না থানার অন্তর্গত দুই ব্যক্তিকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ও ১০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। এইরূপ আর কয়েকটী বিচারেও আসামীগণ শ্রীঘর দর্শন করিয়াছে। কিন্তু সকলেই জজের আপীলে খালাস; সরাসরি বিচার ভাল, না মন্দ ?

সেদিন সাদিপুর গ্রামে বাবু জয় গোপাল বসু (মুন্সেফ) মহাশয়ের পুত্রের যত্নে নবীন তপস্বিনী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয় মন্দ হয় নাই; কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, পল্লীগ্রামের এই থিয়েটরেও মাদক দ্রব্য সেবিত হইয়াছে। সেদিন বর্দ্ধমানে বরদানন্দ বাবুর থিয়েটর মেঘনাদ বধ নাটক অভিনয় করিয়াছে। অভিনয় উৎকৃষ্ট না হউক, মন্দ হয় নাই।

রায়না থানার অন্তর্গত উচিতপুর গ্রামের গবর্ণমেণ্ট গির্জ্জার মাঠে, সেদিন সন্ধ্যার সময় কয়েক জন দস্যু ৩ জন পথিককে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু, পথিকদের চীৎকারে পশ্চাতে অনেক লোক দৌড়িয়া আসায়, দস্যুরা কিছুই করিতে পারে নাই। কেবল একজন পথিকের পদতলে লাঠীর আঘাত লাগিয়াছিল। পুলীসের এদিকে দৃষ্টি রাখা খুব কর্ত্তব্য।

গত বারের পত্রিকায় ইদিলপুরের ডাকাইতগণের বিষয় যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব তদন্ত হইয়া গত পরশ দিবস ৮ জন ডাকাইত সোণামুখী এলাকায় ধৃত হইয়াছে।

ঢাকার বিশেষ সংবাদ দাতার পত্র।

আজ কাল ঢাকা নবাব আবদুলগণির নানাবিধ নবাবীতে নৃত্য করিতেছে। ৪।৫ দিন হইল কলিকাতা হইতে নবাব সাহেবের জন্য ৭ জন বল্লমধারী অশ্বারোহী দেহ রক্ষক আসিয়াছে। যে দিন নবাব ঐ নূতন পার্শ্বচরগণ লইয়া রাজপথে প্রথম বাহির হইলেন, সে দিন দেখি কিনা, তাঁহার বাড়ি হইতে বাবুবাজার পর্য্যন্ত পথের দুই পার্শ্বে সহস্র সহস্র লোক দাঁড়াইয়া আছে, এবং কে আগে থাকে, কে পিছনে পড়িয়া যায়, এই দুর্ভাবনায় লোকের মধ্যে বিষম কোলাহল হইতেছে। কিছুকাল পরেই নবাব বাহির হইলেন, বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন; আবারও বাহির হইবেন, বাহির হইয়া চলিয়া যাইবেন।

নবাব আবদুলগণি নিতান্ত ভদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার বাড়িতে তাঁহা অপেক্ষা কেহই অধিকতর বিনীত নহে। ইনি ইংরেজীও কিছু কিছু জানেন। বয়ঃক্রম ষাটের অধিক হইয়াছে, কিন্তু দেখিতে তত দেখায় না। তিনি বড় সৌখীন লোক; সংগীতপ্রিয়, সুরসিক এবং সদানন্দ স্বভাব। তাঁহার পিতা আলিমিয়া সাহেব দুখানি হাত আর দুখানি পা লইয়া ঢাকায় আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন; আর সেই বাণিজ্যে এই সোণা ফলিল।

আমি এক সময়ে আপনাকে পূর্ব্ব বাঙ্গালার সমস্ত ভূস্বামীবর্গের ইতিবৃত্ত উপহার দিব বলিয়া ইচ্ছা আছে। কিন্তু সে দূরের কথা। আপাততঃ নিকটের এক কথা এই জানাইয়া রাখিতেছি যে, এ প্রদেশের ধনী সন্তানেরা রাজদ্বারে উপাসনা করিয়া উপাধি পাওয়ার জন্য যত ব্যগ্র, দেশের উপকার করিবার জন্য কেহই সেইরূপ ব্যগ্র নহেন। তবে যে ক্ষেত্রে টাকা ছড়াইলে ইংরেজরূপী ভারত দেবতার চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য সকলেই সমান অগ্রসর। আমি ইহার উদাহরণ এবং নিদর্শন পরে দিব।

ঢাকা কালেজের পুরাতন ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে মনোনীত হইবায় পূর্ব্ব বঙ্গনিবাসী সকলেই নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ আনন্দও একবারে নিরানন্দের সম্পর্ক শূন্য নহে। কেহ বলিতেছে, রামশঙ্কর বাবু ডেপুটি কলেক্টর, গবর্ণমেণ্টের লবণে তাঁহার শরীর, সুতরাং তিনি গবর্ণমেণ্টের ক্রীতদাস; এই পদে তাঁহাকে না লইয়া বাবু কালীমোহন দাস, কি মনোমোহন বাবুকে নিলেই দেশের অধিকতর উপকার হইত। কেহ বলিতেছে, রামশঙ্কর বাবু বাগ্মী নহেন; সদসি বাক্‌পটুতা একটি অপরিহার্য্য গুণ। উহা না হইলেই চলে না। অতএব রামশঙ্কর বাবুর এনিয়োগ তাঁহারও যশের হইবে না, লোকেরও মঙ্গলের হইবে না। পণ্ডিত বলিতেছেন, "অপেক্ষা কর"; 'দুইটি অধিবেশন গেল' মাত্র পশ্চাতে কি হয় তাহা একবার দেখ আমরাও বলি, তথাস্তু।

এই জেলার রোডশেষ কমিটি যশোলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল পথকরই আদায় করিতেছেন, কিন্তু লোকের যাতায়াত সুবিধার জন্য কোনরূপ ভাল পথই আজ পর্য্যন্ত করিয়া দেন নাই।' তালতলার খাল কাটান হবে বলিয়া এই পাঁচ বৎসর যাবৎ চীৎকার হইতেছে। শ্রীনগরের খালের জন্যও ঐরূপ আন্দোলন যাইতেছে। ইহা লইয়া কত বা সভা হইল, কত বা বক্তৃতা হইল, আরও কতই কি হইল, কিন্তু ফল কি হইয়াছে? কিছুই না। বিক্রমপুর এত বড় একটা স্থান, আর সেই স্থানে যাতায়াতের জন্য একটা খাল নাই, একটি পথ নাই! বিক্রমপুরবাসী বাবুজিদিগকেও ধিক্ এবং ঢাকার রোডশেষ কমিটিকেও ধিক্। বিক্রমপুরের যে সকল মহাত্মা রসনা কণ্ডূয়নের চরিতার্থতার জন্য বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনে কি লীগে বাক্‌পটুতা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া একলক্ষটি গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিলে অপরাধ কি?

এখানকার ব্রাহ্মসমাজে একটি লাইবেল মোকদ্দমার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং সেই উপলক্ষে উপাসক-মণ্ডলীর মধ্যে ভয়ানক উৎসাহের তরঙ্গ উঠিয়াছে। ব্রাহ্মেরা পরমার্থ পরায়ণ, পরমযোগী,—সংসারবিদ্বেষী, নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ; অথচ মামলা মোকদ্দমার বেলায় বিলক্ষণ রসিক। যাহারা বিষ্ঠা চন্দনকে এক জ্ঞান করিতে চান, এক গণ্ডে আঘাত পাইলে আর এক গণ্ড ফিরাইয়া দেওয়ার—উপদেশ দেন, তাঁহাদের আবার এ লীলা কেন? হা ধর্ম্ম! তোমায় ভূগোলসূত্রের মত কণ্ঠস্থ করিতে পারিলাম না। যাহারা তোমায় কণ্ঠস্থ করিতে না পারিয়া শুধু অন্তঃস্থ রাখিতেই যত্ন করে, তাহাদিগের মানব জীবন বৃথা।

ঢাকা—জয়দেবপুর।

গত সপ্তাহে কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়, চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র উমাচরণ দাসকে ১২, টাকা, ঢাকা কলেজের ছাত্র নিশিকুমার ঘোষকে ১৫, টাকা, বর্দ্ধমান ভাঙ্গামোড়া স্কুলের সাহায্যার্থ ১৫, টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির ভাবের অনুকরণে জয়দেবপুরে একটি প্রাণয়োচ্ছ্বাস যাত্রা প্রস্তুত হইয়াছে। গান গুলিতে ভাবের মাধুর্য্য আছে সত্য, কিন্তু অশ্লীলতার স্রোতের বেগ অসহ্য।

জয়দেবপুরের অভিনেতৃগণ বীরবালা অভিনয় কালে পুরুবিক্রম প্রভৃতি হইতে বীরবাক্যাবলী আহরণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের এই অবৈধ কার্য্যেই প্রতিবাদ করিয়াছি। গ্রন্থকারের সম্বন্ধে কিছু বলা অস্মাদের উদ্দেশ্য নহে।

ভারতসন্তানের প্রতি।

(হিন্দুমেলা উপলক্ষে)

—

...রে আনন্দ ধরেনা অন্তরে,
...গনা হ'তে নাচিছে হৃদয়;
...কে রব উঠিছে সঘনে
"জয় জয় হিন্দুমেলার জয়!"
...রতবাসী বহু দিন হ'তে
স্বাধীনতা ধন হয়েছে হারা,
...তে চড়িতে নাহিক শকতি
...দেহ নিগড়ে আবদ্ধ যারা,
...য়েছে যারা সে পূর্ব্ব গরিমা
নাহিক যাদের সুখের আশ,
...টী প্রহারে প্রায় ম্রিয়মাণ
...নাসিকায় মাত্র বহিছে শ্বাস!
...যাহারা স্ব-জাতি গৌরব
কলঙ্ক পসরা মাথায় বয়,
...প্রাঘাতে— রক্তের কালিমা,
...শিরে, বক্ষে, ভালে সর্ব্বাঙ্গ ময়;
...ভেদী ব্রিটীশ হুঙ্কারে
...হৃদি, বক্ষ যার সঘনে কাঁপে,
...দুঃখ থাকয়ে মরমে
...টিতে পারে না যে—বীর-দাপে;
...য় সে কথা জাগি স্মৃতি পটে
...বেল বাড়ায় দারুণ দুখ,
...ল দিন— ছয় শত বর্ষ
...দেখেনি যাহারা সুখের মুখ;
...র্ব তেজ পূর্ব্ব অনুরাগ
'পরবশতায়' নির্ব্বাণ প্রায়,
...শরীর সকলি অবশ
...প্রাণ কেবল রহিছে তায়;—
হিন্দু-চির- বিষাদ আঁধার—
...হৃদয়ে জ্বালিতে উৎসাহানল,
...বিধুরা ভারত মাতার
...তনে মুছাতে নয়ন জল;
...বন্ধনে বাঁধিতে সবারে
...তে দেশ হিতে যতনবান্,
...দাজ- কঙ্কাল মাঝারে
...হীন জীবন করিতে দান;

..."মেলার" শুভ অনুষ্ঠান
...খুলিছে ভারত উন্নতি দ্বার,
...তাই জুড়াইল আঁখি
...অন্তরে আনন্দ ধরে না আর।

—

...রে যতেক ভারত সন্তান,
...যবন— দীন, ধনবান্;
...এক ঠাই আজি শুভ দিনে,
...অতুল্য একতা বন্ধনে,
...হৃদয় যতন সহিত—
...সকলে আয় রে ত্বরিত;
...রে সময় যায় রে ব'য়ে।

চির পরাধীনা ভারত মাতার,
ঘুচাতে দারুণ অসাড়তা ভার,
সাজ রঙ্গ রসে, বীর অলঙ্কারে,
ভেরীর আ(ও)য়াজে জাগারে সবারে;
রবে অলসের জাগুক হৃদয়,
বীরেরও অন্তরে লাগুক্ বিস্ময়,
কেন রে রহিছ অলস হ'য়ে।

—

"কোথা ভারতের হিতৈষী তনয়,
শুভ ব্রতে ব্রতী হও এ সময়,
মনের উল্লাসে 'জাতীয় মেলায়'
এস শীঘ্র এস, যে আছ যথায়,
আপনাপন দলবল ল'য়ে।

"স্বাধীন মানসে অগ্রসর হও,
একতার বল সবারে দেখাও,
একই উদ্দেশ্য করিতে সাধন,
একান্তে সকলে করহ যতন
কেহই থেকোনা নিশ্চিন্ত হ'য়ে।

"বৃটন, রুসীয়, মোগল পাঠান
আদি যত জাতি আছে বিদ্যমান,
কোন জাতি নহে 'আর্য্যের' সমান
সেই আর্য্য বল বীর্য্য দেখাও।

"কোথা হে নির্ভীক বীর পলয়ান?
দেখাতে বিক্রম হও আগুয়ান্?
কোথা শিল্পকর, কোথা হে ভাস্কর?
কোথা সূত্রধর, কোথা চিত্রকর?
তান-মান লয় বিশুদ্ধ গায়ক?
কোথা যন্ত্রীবর সুযন্ত্র বাদক?
সাহিত্য-বিজ্ঞান তত্ত্ব কুতূহলী
কোথা কৃতবিদ্য পণ্ডিত মণ্ডলী?
স্বদেশ বৎসল হিতৈষীগণ?

"এস শীঘ্র এস, না করি প্রতীক্ষা,
দেখাও সকলে নিজ নিজ শিক্ষা;
দ্বিগুণ উৎসাহে আনন্দিত মনে,
কর পরাজয় প্রতিযোগী গণে,
নৈপুণ্য প্রকাশি দর্শক মণ্ডলে,
জয় পুরস্কার লও কুতূহলে,
হও দেশ হিতে উন্নতমন।

এস ভারতের হিতৈষী তনয়,
শুভ ব্রতে ব্রতী হও এ সময়"—
বলিয়া সঘনে বাজিল ভেরী,
চারি দিক পূরি হ'লো প্রতিধ্বনি
মহা কোলাহল—স্তবধ করি।

—

উঠ উঠ সবে ভারত সন্তান,
আর কেন জেগে ঘুমায়ে রও,
ত্যজি অভিমান অসার অলস
সাধিতে স্বকার্য্য প্রবৃত্ত হও;
ছিল যে ভারত গৌরবের খনি
বীর প্রসবিনী বীরের জননী,
জগতে পূজিতা খ্যাতি আদরিণী
নাহি সে ভারতে, সুখের স্থান,
গিয়াছে সে সব, কি বলিব আর
ভারতের নাহি সে পূর্ব্ব আকার
সোণার ভারত এবে ছারখার!
অবশ শরীর কণ্ঠস্থ প্রাণ।

বৃথা অভিমান অনর্থ গরব,
কিছার জীবন বিষয় বিভব,
ত্যজিয়া ঔদাস্য ত্যজিয়া অলস,
কর রে মানস লভিবারে যশ
কেহই তোরা থাকিস্‌নে স্থির।

সুখ জন্ম ভূমি ভারতবরষে,
জাগারে আবার মনের হরিষে,
আর্য্যবংশ কীর্ত্তি, আর্য্যের গরিমা,
দেখা রে আবার পূরব মহিমা
বালুকা বিলীন কাল নদীর।

ছিল যেই জাতি জগত পূজিত,
ধনে, মানে, গুণে সর্ব্ব সমাদৃত,
শাস্ত্রে শস্ত্রে যার না ছিল দোসর,
সমরে অটল, নির্ভীক অন্তর,
লভিতে যাহারা সুযশ রতন,
অবাধে জীবন দিত বিসর্জ্জন,
যাদের বীরত্ব, যাদের গৌরব,
অনন্ত কীরতি, অতুল্য বিভব,
ঘুষিত জগত ব্রহ্মাণ্ড ময়।

কে বলিবে তোরা সেই বংশধর?
'তাঁদেরই রুধিরে জনম তোদের'
তবে কি হারারে শৌর্য্য বীর্য্য বল,
পর পদ পূজা করিয়া কেবল?
সবার ঘৃণিত কেহ না আদরে,
হৃদি ছিন্ন ভিন্ন কঠোর প্রহারে!
উঠিতে বসিতে নাহিক আরাম?
দুঃখ কষ্ট ক্লেশ চির পরিণাম!!!
—বংশধর তোরা তাঁদের নয়।

মেহরোগের মহৌষধ।

মূল্য ডাকমাসুল সমেত ॥৵০ আনা। স্বর্ণে... মাদুলি করিয়া ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে... সর্ব্বপ্রকার মেহ আরোগ্য হইবে।

শ্রীহরিচরণ বিশ্বা...
হুগলি-বুধোদয় য...

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, চুঁচুড়া ২...
,, ,, উমাচরণ ভট্টাচার্য্য, আথুআড়া ৬।...
,, বাবু রাসবিহারী বসু, রামপুর হাট ১...
,, ,, নিতাই চাঁদ দত্ত, চৌমাথা ৩...
,, ,, ভগবতী চরণ ঘোষ, ধানওয়ার ৩।...
,, ,, রাধিকা মোহন মিত্র, জোনপুর ৩...
,, ,, প্রসন্ন কুমার মিত্র, শোনপুর ৬...
,, ,, হরলাল দত্ত, ডাক্তার ফরাসীডাঙ্গা ৩...
,, ,, যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়, হুগলি ৪...
,, ,, দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, পাণ্ডুয়া
,, ,, রাম চরণ বিশ্বাস, দিনাজপুর ৬...

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ।৷০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩,
ডাকমাসুল ... ।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০
ডাকমাসুল ... ৵০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা ।৵০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য। মূল্য ... ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

RIJU BRITTI
: A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।
অর্থাৎ
প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের
অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত,

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ।৷০ আট আনা।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির
আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।
মূল্য ১, টাকা, ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

It displays great erudition.
Monier Williams.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিটপাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৸০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

শ্রীহরিমোহন সুর, বি, এ, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ইহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ... ৬৷৷০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ... ৩৷৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ... ২ মাসিক ... ।৷০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৵০
ডাকমাসুল লাগিবে না।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের অন্ত হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

১ ভাগ } চুঁচুড়া—৩০ শে ফাল্গুন। রবিবার সন ১২৮২সাল। ইং ১২ই মার্চ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। { ২০ সংখ্যা

আমাদের বিজ্ঞাপন।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও এখন হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ—আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব। গ্রাহক ব্যতীত অপর সকলের স্থানে রীতিমত মূল্য লওয়া যাইবে।

কল্পতরু।

(উপন্যাস)

মূল্য ১, এক টাকা, ডাক মাসুল ৵০ দুই আনা। কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের বিজ্ঞাপন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম তিন মাসের অর্থাৎ ১২৮২সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের সংগ্রহ একত্র প্রকাশিত হইল। ইহার পরের আরও তিন চারি মাসের ফর্ম্মা মুদ্রিত আছে।

অনেক গ্রাহকের স্থানে অদ্যাপি প্রথম বৎসরের সম্পূর্ণ বা কিছু বাকি আছে। যাঁহাদের কাছে এইরূপ পাওনা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, তাহা সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন; এবং প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় বৎসর গ্রহণ করিতে যদি ইচ্ছা হয়, তবে দ্বিতীয় বৎসরের অন্ততঃ ছয় মাসের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

যাঁহারা গত বৎসরের মূল্য চুকাইয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগের সমীপে দ্বিতীয় বৎসরের এই তিন সংখ্যা প্রেরিত হইল, ভরসা করি তাঁহারা গত বৎসরের মত অচিরাৎ অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা নিঃশেষিত হইয়াছে; নূতন গ্রাহকগণকে আমরা সেই খণ্ড পুনর্ম্মুদ্রিত হইলেই পাঠাইয়া দিব।

এই তিন সংখ্যায় নিম্নলিখিত কাব্য সকলের অংশ প্রকাশিত হইল।

১। চণ্ডীদাস (সমাপ্ত) শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি হইতে।

২। গোবিন্দদাস (একান্নপদ, গৌরচন্দ্রিকা, বাল্য, কৈশোর-লীলা ইত্যাদি), শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক হইতে।

৩। রামেশ্বর (সত্যনারায়ণ), শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসুর সংগৃহীত কয়েকখানি পুঁথি হইতে।

৪। মুকুন্দরাম। (চণ্ডী), শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুঁথি, অপর একখানি জীর্ণ পুস্তক এবং বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে।

চুঁচুড়া শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

মেহরোগের মহৌষধ।

মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৷৷০ আনা। স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার মেহ আরোগ্য হইবে।

শ্রীহরিচরণ বিশ্বাস
হুগলি বুধোদয় যন্ত্র।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়া, সেয়ারশোল ... ১৩,
„ বাবু রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোহর ... ৫,
„ „ যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবসাগর ৬৷৷০
„ „ বৈকুণ্ঠ নাথ পাল, চুঁচুড়া ... ৩,
„ „ রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘুঁটেবাজার ৫,
„ „ হরিনাথ দত্ত, যশোহর ... ৬৷৷০
„ „ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, আরা ১৷৷৵০
মসম্মৎ ফরজন্নেসা চৌধুরাণী, লাকসাম ... ৬৷৷০

স্বাবলম্বন।

আমরা ইংরাজ রাজত্বে সুখদুঃখ বিমিশ্রিত, শান্তিতে বিরাজ করিতেছি। ইহার নিমিত্ত আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত। এ অধীনতা কিছু কষ্টকর এবং ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সুখকর বটে, কিন্তু আর এক প্রকার অধীনতা আছে, তাহা অতি ভীষণ। আমাদের দেশ দিন দিন সেই অধীনতার কবলে পতিত হইতেছে। নয়ন বিস্ফারিত করিয়া আমরা দেখি না।

আহার, ইংরাজরাজ সংগ্রহ করিয়া দিবে। আচ্ছাদন—মানচেষ্টর আছে। ইতস্ততঃ গমনাগমন—কেন? লণ্ডন-নগরীর কার্য্যকুশল ব্যক্তিগণ বিনা সম্বলে এদেশে আসিয়া কোম্পানী নাম ধারণ পূর্ব্বক এদেশীয়গণকে মুগ্ধ করিবে, এবং এদেশীয়গণের নিকট মূলধন লইয়া এদেশ রেল-রাস্তায় পরিপূর্ণ করিয়া বাষ্পীয় শকট চালাইবে। সচ্ছন্দতা ও বাবুগিরীর ভাবনা কি? ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও চীন যোগাইতে সযত্ন আছে। এই রূপে দিন দিন আমরা গ্রাসাচ্ছাদন সুখ-সচ্ছন্দে পরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি। প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। কি করি, কেমন করিয়া জ্বালি? কেন, ব্রায়ান্টস্ ম্যাচ? অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি কি অকালবৃষ্টি হইল, শস্য উৎপন্ন কিম্বা রক্ষিত হয় না, দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত হাহাকার উঠিল, সকলেই হস্ত উঠাইলেন; নয়ন জলে বক্ষঃ ভাসাইলেন, করযোড়ে রাজার নিকট দাঁড়াইলেন, করুণস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, খাল খনন ইত্যাদিতে—কোন রূপে জলকষ্ট নিবারণ করিয়া দেও। ইহার প্রতিধ্বনি "প্রতিধ্বনি"তে উঠিল, ক্রন্দন সকল সংবাদপত্রকেই আক্রমণ করিলে, ক্রন্দন সাধারণ দেখিয়া, সাধারণীও দুই এক অশ্রুবিন্দু পাত করিল। কাঁদিলে গবর্ণমেণ্ট প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে, শুদ্ধ এ ভরসায় সাধারণী কাঁদিল না। সাধারণীর দুঃখ অতি গভীর। প্রলয় কাল ভারতের সন্নিকট, ভাবিয়া সাধারণী কাঁদিল!! ভারত সকল বিষয়ে অন্যদেশের অধীন, ভাবিয়া সাধারণী দুই এক অশ্রুবিন্দু ফেলিল। দুঃখ হৃদয়ের অন্তস্তল ক্ষালন করিল, ভয়ে কণ্ঠ ছাড়িয়া দিল না, দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া সাধারণী ক্ষান্ত হইল।

ইংরাজ রাজ শ্বেতকায় পুরুষের পক্ষপাতী, ইংরাজ রাজ সভ্যতার অনুরোধে লোভ দেখাইয়া আমাদের আশাপূরণে বিরত, ইত্যাদিতে অধীনতার তীব্রভাব আমরা অনুভব করি কিন্তু আমরা পূর্ব্বে যে অধীনতার উল্লেখ করিলাম, তাহার শৃঙ্খলচ্ছেদ করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই না। এই অধীনতা, এই পরাপেক্ষা দূর করিয়া আপনার উপর নির্ভর করাই, সাধারণীতে স্বাবলম্বন নামে অভিহিত হইয়াছে। স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অতি বিরল। এই স্বাবলম্বনের দুই এক স্ফুলিঙ্গ অনুভব করিয়া আনন্দ ভরে লেখনী পাঠকগণকে আনন্দিত করিতে চলিল।

রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর দুইটি সৎকার্য্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

ভাবী ভূপতির ভারতাগমন চিরস্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত বিগত ডিসেম্বর মাসে ইনি রাজকুমার ছাত্রবৃত্তি নামে বাৎসরিক ১৫০০০ টাকা কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি দানে স্বীকৃত হন, বিজ্ঞান রসিকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, কলিকাতায় কার্য্যকরী বিজ্ঞানোৎকর্ষবিধান করিবার নিমিত্ত যে বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার কথা আন্দোলিত হইতেছে, রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ সেই ১৫০০০ টাকা বাৎসরিক দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ হইয়া ভগবানগোলা পর্য্যন্ত একটি রেল রাস্তা নির্ম্মিত হইলে ব্যবসার বিশেষ সুবিধা ঘটে। নিজব্যয়ে উক্তরূপ রেলরাস্তা নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত কিছু দিন হইল রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর লেঃ গবর্ণরের আদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গত সংখ্যা কলিকাতা গেজেটে এই নিমিত্ত তিনি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধারণী সাধারণের হইয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে ধন্যবাদ করিল। আর দেশীয় ধনীগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যেন রায় ধনপৎসিংহ বাহাদুরের ন্যায় স্বাবলম্বন প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত প্রকৃত দেশহিতকর কার্য্যে সংগৃহীত অর্থের কিছু কিছু ব্যবহার করেন।

ব্রিটিশ্ সিংহ।

ব্রিটিশ্ সিংহের আর সে বিক্রম নাই। এ কথা আমরা আজ নূতন বলিতেছি, এমন নহে। টাইম্স্, ইংলিশম্যান প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর সংবাদ পত্র সকল ইহা বহুদিন পূর্ব্বে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। যেদিন তুরক বিভাগ মন্ত্রণায় রুষিয়া, জর্ম্মানি, অষ্ট্রীয়া,—ত্রিপ্রতাপ ইংলণ্ডকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন না, আর ইংলণ্ড সাহস করিয়া সেই মন্ত্রণা মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন না, সেই দিন এই বাক্যের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যেদিন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া চুপে চুপে মহামন্ত্রী কৌশলে খিদাইবের নিকট হইতে সুয়েজ খালের সেয়ার ক্রয় করেন, সেই দিন আমরা জানিয়াছি যে, ব্রিটিস সিংহের সিংহত্বের হ্রাস হইয়াছে। সম্প্রতি দুই একটি ব্রিটিশ্ সিংহ অনন্যগতি ভারতবাসীদিগের সহিত যেরূপ অনুদার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, সিংহের ঔদার্য্যেরও কিছু হ্রাস হইয়াছে। মহারাজ সিন্ধিয়া ও হুলকারে অন্নপ্রাশনের নিমিত্ত এক দিন দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সামান্য ঘটনা লইয়া ইংরাজ কি তুমুলকাণ্ডই করিয়া তুলিলেন ডেলিনিউস্ ধূয়া ধরিলেন, বরদা কাণ্ড নিষ্পত্তি করণ সময়ে লর্ড নর্থব্রুক দেশীয় রাজগণকে আহ্বান পূর্ব্বক,

তাহাদিগকে বিচারাসনে উপবেশন করিতে দিয়া ভাল করেন নাই। সেই দিন হইতে তাহারা আপনাদিগের পদ গৌরব বুঝিতে পারিল, এবং একত্র সমাবেশ হইয়া গুরুতর বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে শিখিল। লণ্ডন টাইম্স্ বজ্রনাদে নাদিয়া উঠিলেন, ভারতবাসীগণ ইংরাজ প্রচারিত ইতিহাসাদি পাঠ করিয়া এক্ষণে স্পষ্ট জানিতে পারিয়াছে, যে, একতাভাব নিবন্ধনই তাহাদের স্বাধীনতা বল, যা বল, সমস্ত গিয়াছে; অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুই জন দেশীয় রাজা যে একত্র মিলিয়া গোপনে কোন বিষয় পরামর্শ করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, তৎপরে আমরা অনেক কষ্টে ব্রিটিস সিংহকে বুঝাইয়া দিলাম যে, তাঁহার ভয়ের কোন কারণ নাই। একতা ভারতের রীতি নহে, একতা ভারতে যে, কোন কালে বহুদিন ধরিয়া ছিল, এরূপ বোধ হয় না এবং এখনও যে হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। ব্রিটিস সিংহ বোধ হয়, সেই সময় একবার মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক স্মরণ করিয়া দেখিলেন; দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যাহা হউক, আমরা এস্থলে এই বলিতে চাই, যে জাতি প্রতাপে অদ্বিতীয় সিংহ মূর্ত্তি চিত্রিত, তাঁহাদের সামান্য তৃণ পতনে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মাইলে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই পরিহাসাস্পদ হইতে হয়।

সম্প্রতি জন কত ওয়াহাবী ভয়ে ব্রিটিস সিংহ কিরূপ ভীত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। কলিকাতা নিবাসী এক জন অশীতিবর্ষ-বয়স্ক মুসলমানকে ওয়াহাবী-চক্রের মূল চক্রী স্থির করিয়া, তাঁহারা তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া অনায়াসে তাহাকে কঠোর কারাবাসে প্রেরণ করিলেন। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের মধ্যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কেবল কতকগুলি পত্র পাইয়াছিলেন। সেই পত্র সকলে এমন কিছু লেখা ছিল না, যাহা সাধারণে আমীরখাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করিতে পারিতেন। কিন্তু সিংহের বিবেচনায় স্থির হইল, যে, সে সকল পত্র রূপক ঘটিত ভাষায় লিখিত; সুতরাং সিংহ সে সকলের আপন মনোমত অর্থ করিয়া লইলেন এবং সঙ্কোচশূন্য মনে হাসিতে হাসিতে বার্দ্ধক্যগ্রস্ত নিঃসহায় এক ব্যক্তির সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাহাকে কঠিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন; একবার ভাবিলেন না যে, যে ব্যক্তি কাল মরিবে, যাহার এক কন্যা ভিন্ন ত্রিসংসারে আর কেহ নাই, সে কি আশা ভরসায় অদ্বিতীয় পরাক্রম অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্রিটিস সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইবে? ব্রিটিস সিংহ আমীরখাঁকে কারা প্রেরণ করিয়া মনে মনে আপন কৌশল ও চাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণে এরূপ চতুরালি বুঝিতে পারে না।

সে দিন নিজামকে লইয়া কি বৃষোৎসর্গ ব্যাপার হইয়া গেল, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। যুবরাজ ভারতাগমন করিলে নিজামকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করা হয়। হায়দ্রাবাদের নিজাম নাবালগ এবং অসুস্থতা নিবন্ধন অত্যন্ত দুর্ব্বলশরীর। এই জন্য তাঁহার প্রধান সচিব সর সালার জঙ্গ বিনয় পূর্ব্বক ব্রিটিস সিংহ সমীপে নিবেদন করেন যে, নিজাম পীড়াবশতঃ পথশ্রম সহ্য করণে অক্ষম; অতএব তাঁহাকে এই নিমন্ত্রণ রক্ষাকার্য্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ব্রিটিস সিংহ নিবেদন পত্র পাইবা মাত্র, বিকট হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন; হায়দ্রবাদে রাজভক্তি শূন্যতার আঘ্রাণ পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্যর সেলার জঙ্গের নিকট একখানি কড়া চিঠি প্রেরিত হইল। স্যর সেলার জঙ্গ ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সেই দণ্ডে নিজামের চিকিৎসকগণের স্বাক্ষরিত এই মর্ম্মের একখানি পত্র, সিংহ সমীপে লিখিলেন যে, বহুদূর যাতায়াতে পাছে নিজামের অসুস্থ শরীর আরও অসুস্থ হয়, সেই জন্য তিনি নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়াছেন; অন্য কোন কারণে নহে। সিংহের নিমন্ত্রণে কোন একটি মূষিক আইল কি না, এ যে সিংহ পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া অনুসন্ধান করেন, তাঁহার সিংহত্ব সম্বন্ধে অনায়াসেই মনে সন্দেহ উদয় হইতে পারে।

যুবরাজকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া বাহাদুর জগদানন্দ সমাজে যে বাহবা লইয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। কলিকাতাস্থ ন্যাসানেল থিয়েটর কোম্পানি সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আপনাদের রঙ্গভূমিতে একটি প্রহসন অভিনয় করেন। জগদানন্দ বাবু সহজেই তাহাতে রাগান্বিত হন, এবং যাহাতে সেই প্রহসনের পুনরভিনয় না হয়, তজ্জন্য সরকার বাহাদুরকে জানান। সরকার বাহাদুর তৎক্ষণাৎ কায়মনোবাক্যে জগদানন্দের সাহায্যার্থ সুসজ্জিত হইলেন। অতিরিক্ত ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মের এক আদেশ প্রচারিত হইল যে, যে রঙ্গভূমিতে অশ্লীল বা কোন ব্যক্তির গ্লানি সূচক কোন অভিনয় অভিনীত হইবে, অথবা যে রঙ্গভূমি অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় অভিনেতৃগণের চরিত্র কোন কলুষিত হইবার সম্ভাবনা, সে রঙ্গভূমির অভিনয় গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেই বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। তৎপরেই যে রাত্রে প্রাগুক্ত রঙ্গভূমিতে উল্লিখিত প্রহসন অভিনয় হইতেছিল, সেই রাত্রে পুলিস গিয়া অভিনয় বন্ধ করিতে চেষ্টা পায়; কিন্তু যে কারণেই হউক বন্ধ করিতে পারেন নাই। সেই পর্য্যন্ত ঐ রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ উপেন্দ্র বাবু সরকার বাহাদুরের বিষ নয়নে পড়েন। উপেন্দ্র বাবু মস্তকোপরি তীক্ষ্ণধার খড়্গ দোদুল্যমান না জানিয়া, যেমন অভিনয় কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন, সেইরূপ করিতে থাকেন। পরে হঠাৎ এক রাত্রে পুলিস আসিয়া তাঁহাকে এবং অভিনয়লিপ্ত আর কএক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের এক এক মাস কয়েদ হইয়া গিয়াছে। অপরাধ এই যে, "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" নাটক যাহা ন্যাসানেল রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল, তাহা অশ্লীল। কিরূপে গবর্ণমেণ্ট উক্ত নাটকের অশ্লীলতা প্রমাণ করিলেন, তাহা আমরা এখনও পর্য্যন্ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, এই সমস্ত কাণ্ডের ভিতরে যে কোনও গূঢ় কথা আছে,

এবং গবর্ণমেণ্ট বিশেষ যত্ন করিয়াও যে তাহা গোপন রাখিতে পারিতেছেন না, ইহা সকলেই স্পষ্ট জানিতে-ছেন। আমরা যে সমস্ত গুণগ্রামের সমষ্টিকে সিংহত্ব অভিধান প্রদান করিয়া থাকি, তন্মধ্যে মাহাত্ম্য ও সরলতা যে সর্ব্বপ্রধান, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ব্রিটীস সিংহের এই কার্য্যে এতদুভয়েরই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে; সেই জন্য বলিতেছি,ইহা সিংহোচিত হয় নাই।

রেলওয়ে পুলিস।

পুলিস, লোকমাত্রেরই হেয় হইয়া উঠিয়াছে। হেয় হইবার বিশেষ কারণও আছে; পুলিসের নিয়মাবলী সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু যাহারা সেই নিয়মমত কার্য্য করিয়া নগরের শান্তি রক্ষা করিবে, সেই পুলিস কর্ম্মচারী-গণের অনবধানতা ও অত্যাচারের দোষে সর্ব্বত্র বিষময় ফল ফলিতেছে। ষষ্ঠাঙ্গুলি পরিমাণ থালাকাটা পাইল, অমনি পুলিস কর্ম্মচারী ক্ষেপিয়া উঠিল, আপন অবস্থাগত সমুদয় বিষয় ভুলিয়া গেল এবং গমনে ঊর্দ্ধদৃষ্টি অভ্যাস করিতে লাগিল। দিল্লির সম্রাট হইতে যেন বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর ফার্মান পাইল। বংশ-মর্য্যাদা, বিদ্যামর্য্যাদা ও পদমর্য্যাদা, তাহার নিকট কিছুই নহে। রাজভক্তি দ্বারা পুলিসের রক্ত, মাংস, অস্থি, চর্ম্ম, এবং শিরা ও পেশী নির্ম্মিত। তাহা না হইলে শ্বেতাঙ্গগণের এবং পূর্ব্বপুরুষ শ্বেতাঙ্গ ছিল বলিয়া যাঁহারা গৌরব করেন, তাঁহাদের পুলিস এত অনুগত কেন? তাহা না হইলে, বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রসিদ্ধ সদস্য মৃত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের বাটী প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব অত্যাচার করিতে পুলিস সাহস করিবে কেন? আর, তাহা না হইলে বাদ্যদ্বারা বাঙ্গালীর প্রসাদলাভে যাহার উপজীবিকা কোট পেণ্টালুনধারী যদুর ভাই চুনাগলির সেই ডিক্রুজ স্কোয়ারের পুলিসের নিকট এত সমাদর কেন? আবার এই সব অত্যাচারের বিপক্ষে রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিলে, বিচারালয়ে পুলিস সহজেই নিষ্কৃতি পায় কেন? ইহার কারণ আমরা জানি ও বুঝি, সকলেই জানেন ও বুঝেন, গবর্ণমেণ্টও জানেন ও বুঝেন। সুতরাং সেই কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। যে প্রকৃত নিদ্রিত তাহার ঘুম সহজেই ভাঙ্গে, কিন্তু যে জাগিয়া ঘুমাইতেছে তাহার ঘুম ভাঙ্গিবে কে?

কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু কথা গুলি তুলিয়া রাখিবার নয়; বিশেষ রেলওয়ে পুলিসের বন্দোবস্ত এখন অতীব কষ্টকর হইয়াছে।

হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেসনে টিকিট লইবার অগ্রে পুলি-সের অত্যাচার অসহ্য। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীগণের এই স্থলে কষ্টের পরিসীমা নাই। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই নির্ব্বোধ, অগ্রে গিয়া নিরাপদ স্থানে উপবেশন করিব, এই ইচ্ছা ইহাদের হৃদয়ে বলবতী। এই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া ইহারা অগ্রে টিকিট লইব বলিয়া গমনে চাঞ্চল্য দেখায়। এই চাঞ্চল্য নিবারণ করিবার নিমিত্ত রেলওয়ে কোম্পানী অতি কঠোর শাসন প্রয়োগ করিয়া-ছেন। দ্বারদেশে পুলিস দণ্ডায়মান করিয়া দেওয়াতে দুঃশ্রোতব্য কাণ্ড সকল ঘটে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, পুলিস এই সব লোককে মুষ্ট্যাদি আঘাত করিতে ত্রুটি করে না। এরূপ সজোর ধাক্কা মারে, যে ইহারা ধরাতলে লুণ্ঠিত বিলুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করে। প্রবেশের আদেশ দিল, টিকিট ঘরের দ্বার খুলিয়া দিল, অমনি লোকে সেইদিকে ধাইল, কয়েক জন প্রবেশ করিল, অমনি পূর্ব্বে কিছু না বলিয়া পুলিস কর্ম্মচারী উক্তদ্বার দ্বারা এমনি পেষণ করিল, যে দুই এক জন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারাইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। গাড়ী এখনি ছাড়িবে কি পরে ছাড়িবে; গরিব বেচারারা ঘড়ীতে সময় দেখিতে জানে না, কেমন করিয়া স্থির করিবে। সুতরাং প্রতিক্ষণ তাহাদের এই আশঙ্কা পাছে তাহারা গাড়ীতে না উঠিতে পারে। কোন এঞ্জিন ফোঁস্ করিল, অমনি ইহারা স্থির করিল, গাড়ী যাইতেছে, অমনি ইহারা উন্মত্তভাবে টিকিটঘরে প্রবেশার্থী হইল, অমনি পুলিস কর্ম্মচারীও মুষ্ট্যাদি আঘাতে কর কণ্ডুয়ন নিবৃত্ত করিল। এই সব দেখিয়া দারিদ্র ভদ্রলোক মেষশাবকের ন্যায় দূরে দণ্ডায়মান থাকেন এবং পুলিস কর্ম্মচারীর অনু-গ্রহের অবসর প্রতীক্ষা করিয়া বাক্যব্যয় করেন না পরে সময় বিশেষে গাড়ীতে উঠিবার সময় পান না। ইহাও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর, কারণ জ্ঞানের একবিন্দু তাঁহার ভিতর থাকাতে, টিকিট ঘরের দ্বারদেশে দুই এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফেলিয়া গমনকরা অপেক্ষা শীঘ্র গমনের আশা তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন। ইহাতে ক্ষতি হইলেও, তিনি স্বীকার করিতে পারেন।

এইরূপ অত্যাচার কল্য হইয়াছে, অদ্য হইতেছে এবং কল্য হইবে। ইহা আপনি দেখিয়াছেন, আমি দেখা-য়াছি এবং অন্যান্য সকলেই দেখিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাস্য এই, এবিষয়ের আন্দোলন কোথা? সকলেই এই অত্যা-চার প্রত্যক্ষ করেন, অথচ তদ্বিষয়ে কেহই বাক্যব্যয় করেন না কেন? ইহার কারণ অতি গূঢ়তম। ইংরাজ শাসনের এই একশত বর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী একটি অতুল শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। রাজার অত্যাচার, উৎপীড়ন ও উপদ্রব এবং রাজকর্ম্মচারীগণ দ্বারা রাজনিয়মের অন্যথা-চারণ অবাধে, বিনাবাক্যস্ফূরণে, মস্তক পাতিয়া সহ্য করিতে বাঙ্গালী শিক্ষা করিয়াছে। স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ সহবাসে বাঙ্গালী এই অমূল্য জ্ঞাননিধি লাভ করিয়াছে!!

শুনিয়াছি রেলওয়ে পুলিসের সর্ব্বাধ্যক্ষ রচফোর্ড সাহেব পুলিসের বিভীষণ। শুনিয়াছি তাঁহার শিরার রাক্ষসের শোণিত প্রবাহিত হয় না, শুনিয়াছি দেবভক্তি থাকায় তাঁহার হৃদয় দয়ার খনি। তিনিও কি অধঃস্থ রাক্ষসগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত এই রেলওয়ে শকটা-রোহণার্থীগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া কোন উপায় বিধান করিবেন না?

হিন্দু ও খৃষ্টীয়ান।

১। দয়া।

পাদরি সাহেবেরা পথে ঘাটে মুসা লিখিত দশ আজ্ঞা প্রচার করিয়া বেড়ান। মনে করেন, এদেশে সে সকল তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত, মনে করেন ধর্ম্ম নীতির এই কয়টি তত্ত্ব বাইবলে আছে জানিতে পারিলে, হিন্দু বাইবলের মহিমা বুঝিবে; যে গ্রন্থে এরূপ উপদেশ পাওয়া যায়, তাহার ভক্ত হইবে। এ বিশ্বাস কত দূর সফল হইতেছে, সকলেই অবগত আছেন। বস্তুতঃ বাইবল ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সংস্কার করিতে সক্ষম কি না,সে বিষয়ে অনেকের গুরুতর সন্দেহ।

বহু কাল হইতে ইউরোপ খৃষ্টিয়ান, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষ হিন্দু। খৃষ্টধর্ম্মে ইউরোপীয়দিগের চরিত্র কিরূপ দাঁড়াইল, হিন্দুধর্ম্মেই বা ভারতবাসী দিগের কিরূপ, এক-বার পরীক্ষা করা মন্দ নহে। আমরা এ প্রস্তাবে দয়া সম্বন্ধে গুটি দুই তিন কথা বলিব।

হিন্দুদিগের আতিথেয়তা চির-প্রসিদ্ধ। অপরিচিত ব্যক্তি বাড়ী আসিলে অন্ন পানাদি দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করা, আমরা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম মনে করি। বিশুদ্ধ হিন্দু চরিত্র যদি এত কালের পরও কোথাও বর্ত্তমান থাকে, সে দেশের অভ্যন্তর ভাগে—রাজধানীর অনেক দূরে। সেই অভ্যন্তর ভাগে অতিথি ভক্তি এখনও দেদীপ্য মান। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। দুর্ব্বাসা কুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি অতিথি"। অতিথি পরিচর্য্যায় নিযুক্তা ঋষিকন্যা চিন্তা মগ্ন ছিলেন, অতিথির কথা শুনিতে পাইলেন না, উত্তর দিলেন না। দুর্ব্বাসা অতিথির এ অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না; ক্রোধে অভিসম্পাত প্রয়োগ করিলেন। অতিথির এত দর্প! এত মান!

এই মানের কারণ হিন্দুদিগের দয়া। পথিক অপরি-চিত স্থানে উপস্থিত, সঙ্গী নাই, সম্বল নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই; সম্পূর্ণ নিরুপায়। হিন্দুর কোমল হৃদয় ইহা সহ্য করিতে পারিল না। তিনি পথিককে দয়ার পাত্র মনে করিলেন। কেবল তাহাই নহে, পথিককে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে পূজা করিলেন, শাস্ত্রে বলে, অতিথি সেবা পরম ধর্ম্ম।

ইউরোপীয় খৃষ্টীয়ানেরা বোধ হয় এবিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত তুলনার যোগ্য নহেন।

হিন্দুর দয়ার দ্বিতীয় উদাহরণ তাঁহাদিগের নাটক রচনার নিয়ম বিশেষ। রঙ্গ ভূমিতে নায়ক নায়িকার মৃত্যু কি চিরবিচ্ছেদ হিন্দুরা অভিনয় করিতেন না। চির দুঃখের কল্পনাও তাঁহাদিগের কোমল হৃদয়ে সহ্য হইত না। সংসার সুখ দুঃখ ময়। জীবনে কখনও সুখ কখনও বা দুঃখের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তিমে সকলেরই সুখ ঘটে না, হিন্দুরা তত্ত্ব অবগত ছিলেন না এরূপ নহে। কিন্তু তাঁহারা কোমল প্রকৃতি, তাঁহারা ভাবিলেন সংসারে দুঃখ থাকে থাকুক, আমরা আর দুঃখের কল্পনা করিয়া স্বাভাবিক দুঃখ বৃদ্ধি করিব না। ইউরোপীয়েরা এবিষয়ে অন্যরূপ ভাবেন। তাঁহাদিগের রঙ্গ ভূমিতে হত্যা-কাণ্ডের আধিক্য সকলেই অবগত আছেন। আমরা বলিতেছি না, এ সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যবহারই ভাল, ইউ-রোপীয়দিগের মন্দ। তবে কাহাদিগের হৃদয় অধিকতর কোমল সহজেই লক্ষীকৃত হইতেছে।

যে চির দুঃখ হিন্দুরা কল্পনাতেও স্থান দিতে পারিলেন না, খৃষ্টমণ্ডলী তুমি আমি সকলের জন্যই তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সকলেই অনন্ত নরক যন্ত্রণা সহ্য করিবে, স্বর্গ গুটিকত প্যানটালুন পরা,হ্যাট মাতায় গৌরাঙ্গের জন্য। ইতর জন্তুর প্রতি হিন্দুরা কিরূপ ব্যবহার করেন? খৃষ্টীয়ানরাই বা কি রূপ? হিন্দুদিগের মত "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো পশ্যতি স পণ্ডিতঃ" হিন্দুদিগের ব্যবহার ও জৈন ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝা যাইবে। এই উভয় ধর্ম্মই হিন্দু ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন; এই উভয় ধর্ম্মেই প্রাণী হত্যা মহাপাপ। জৈনেরা এ বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেন। তাঁহাদিগের হাতে এক এক খানি সম্মার্জ্জনী থাকে। যে স্থানে বসিতে হইবে, অগ্রে তাহা পরিষ্কার করিয়া লন, পাছে কোন কীট পতঙ্গের প্রাণ নাশ হয়।

ইউরোপে ধর্ম্মের নামে যে সকল দারুণ কাণ্ড হইয়া-গিয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়। স্পেনের ইনকুই-জিশন, ফ্রান্সের "বার্থ লিউমের" হত্যা, ইংলণ্ডের শোণিত প্রিয়া মেরীর রাজত্ব, অগ্নিময় অক্ষরে ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষে এরূপ কিছু দেখা যায় কি?

কানপুরের হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করিয়া সাহেবেরা আমা-দিগকে নির্দ্দয় বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু একজন সত্য-প্রিয় ইংরাজ লণ্ডন এগজামিনার নামক সুবিখ্যাত পত্রে স্বীকার করিয়াছেন যে, জামাইকার বিদ্রোহের সময় ইংরেজেরা তাহার অধিক নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিয়াছেন।

তবে সিবাষ্টপোল যুদ্ধের সময় যে সকল খৃষ্টীয়ান কন্যা আহতদিগের শুশ্রূষা করিবার জন্য দেশ ত্যাগ করিয়া সমুদ্র পার হন, তাঁহাদিগের দয়া আমরা চির কাল স্মরণ রাখিব। বস্তুতঃ মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতি সর্ব্বত্র সমান। শিক্ষা ভেদে ধর্ম্ম ভেদে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। তবে ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলি, হিন্দুরা খৃষ্টীয়ান অপেক্ষা নির্দ্দয় নহেন। বাই-বেল পড়িয়া হিন্দু অধিক দয়া শিক্ষা করিতে পারিবে না।

মাঞ্চেষ্টর।

ইংরেজেরা যে সমস্ত গুণে এতদূর সভ্য পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে, যে, যত্ন, অধ্যবসায় ও স্থির প্রতিজ্ঞা ইহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ইংরেজেরা যে কার্য্য করেন, তাহাতেই এই সকল গুণের প্রতিভা দেখিতে পাওয়া যায়। মানচেষ্টারের বণিকগণের এই সকল গুণে উহাদের এতদূর উন্নতি। শুদ্ধ এই সকল গুণে মাঞ্চেষ্টারের

বণিকগণ এত সন্ত্রান্ত ও ধনবান হইয়াছেন। এক্ষণে ইঁহাদিগের বিক্রমে লর্ড ও মার্কুইস ভয়ে কম্পিত কলেবর হইতেছেন। আমরা ক্ষুদ্র মানব আমাদিগের ত কথাই নাই। আমরা তাঁহাদিগের যত্ন, অধ্যবসায় ও স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিতেছি ও অবাক হইতেছি। ইংরাজ চীনদেশে অহিফেণ ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলেন, ক্রমে ঐ দেশের লোকের এরূপ মত্ততা জন্মাইয়া দিয়াছেন, যে, উহাদের তাহা আর না হইলে চলে না। এক দিন আহার করিতে না দাও কোন ক্লেশ হইবে না, কিন্তু এক মৌতাত অহিফেণ বন্ধ হইলে জীবন ধারণ সুকঠিন। মাঞ্চেষ্টার আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ করিয়াছেন। আমাদের বিধবাদিগের মানচেষ্টারের থান ব্যতীত পরিধেয় নাই। প্রথম প্রথম শাদা থান মাত্র। পরে এদেশ হইতে আমাদের পরিধেয় কাপড়ের নমুনা লইয়া নিজ দেশে সেইমত কাপড় প্রস্তুত করিয়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া আমাদিগকে এরূপ অভ্যস্ত করিয়া দিয়াছেন যে, আমাদের আর না হইলে চলেনা। প্রথম প্রথম সামান্য প্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ক্রমে শান্তিপুরে ও ঢাকাই পাড় প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে সুলভ মূল্যে সেই সকল বিক্রয় করিতেছেন। আমরা স্বচ্ছন্দে ক্রয় ও ব্যবহার করিতেছি। আমাদের কি? স্বল্প মূল্য হইলেই হইল। মানচেষ্টারের বণিক আমাদিগের স্বভাব বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা জানেন যে, আমাদের ঐক্য নাই, অধ্যবসায় নাই ও স্থির প্রতিজ্ঞা নাই, অকুতোভয়ে আমাদিগকে এইরূপ উপাদেয়ের প্রতি মত্ততা জন্মাইয়াছেন। এক্ষণে চীনীয়দিগের যেরূপ অহিফেণ দ্বারা মত্ততা, আমাদিগেরও সেইরূপ মানচেষ্টার বস্ত্রে হইয়াছে। কেমন একে একে, ক্রমে ক্রমে আমরা চতুর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ মানচেষ্টারের কৌশলে অভিভূত হইয়া গিয়াছি ও নিজ দেশস্থ তন্তুবায় দিগের যে সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছি তদ্বিষয়ে অনায়াসে জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। আমরা মানচেষ্টারের বণিকদিগের যত্ন অধ্যবসায় ও স্থির প্রতিজ্ঞায় মোহিত হইয়া ধন্য ধন্য বলিতেছি।

আমাদিগের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি একজন বিদেশীয় ইংরাজ আমাদিগের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। শুদ্ধ তাহাতেই নিশ্চিন্ত হয়েন নাই, যাহাতে দেশের কলে দেশীয় কাপড় প্রস্তুত হয় তজ্জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদিগের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া মানচেষ্টার বণিকগণের বিষনয়নে পড়িয়াছেন। মানচেষ্টার আনীত কাপড়ে শুল্ক বিধান করিয়া দেওয়াতে বণিকগণ দেখিলেন মত্ততা জনিত নিদ্রা হইতে ভারতবর্ষ বুঝি জাগরিত হইল। অমনি নিজ নিজ অব্যর্থ আগ্নেয় অস্ত্র বাহির করিলেন। যত্ন, অধ্যবসায় ও স্থির প্রতিজ্ঞার কার্য্য করিয়া বসিলেন। ক্রমশ তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তিনি তাঁহার সহকারী সরলুইস মালেটকে লর্ড নর্থব্রুকের নিকট শুল্ক রহিত করিবার জন্য পাঠাইলেন। সরলুইস ম্যালেট সাহেব এদেশে আসিয়াই পীড়িত হইয়া কোন কার্য্য সম্পন্ন না করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিলেন। ওদিকে লর্ড লিটন সাহেবের নিকট এক দল মানচেষ্টার বণিক গমন করিয়া শুল্ক রহিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন ও যতক্ষণ না তাঁহার নিকট হইতে এসম্বন্ধে ভরসা সূচক সংবাদ পাইলেন, ততক্ষণ প্রত্যাগমন করেন নাই। তিনিও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, এবিষয়ে লর্ড স্যালিসবরির সহিত তাঁহার একমত। কিন্তু মানচেষ্টার বণিকগণ তাহাতেও নিশ্চিন্ত নহেন। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা উচিত। এক্ষণে লর্ড স্যালিসবরির লিপি যে সংবাদ পত্রগণ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে মানচেষ্টারের বণিকগণের যে অদ্ভুত ক্ষমতা তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। শুদ্ধ তাঁহাদিগের যত্ন অধ্যবসায় ও স্থির প্রতিজ্ঞাই এই সকল ঘটনার মূল। এক্ষণে পার্লেমেণ্টের বিচারে কি হয় দেখা যাউক। এইবার বুঝা যাইবে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসন কর্ত্তা কে? মানচেষ্টার অথবা আমাদিগের গবর্ণ জেনেরল?

সমালোচন।

১। বিধবা বঙ্গবালা নাটক। শ্রীবিহারীলাল মিত্র প্রণীত। কলিকাতা বেণ্টিক প্রেস। শ্রীমহেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

ইছাপুর নিবাসী রাজবল্লভ বসুর দ্বিজেন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্র নাথ নামে দুই পুত্র ও কুসুমকুমারী নামে এক কন্যা ছিল। কন্যাটি দশ বৎসর বয়সের সময় বিধবা হয়। ব্রজেন্দ্রের হেমচন্দ্র নামে এক জন শিক্ষক ছিল। হেমচন্দ্র, পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়া স্ত্রৈণ হইলে, গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। পিতাও এক কন্যা লইয়া বারাণসীতে গমন করেন, সেখানে গিয়া উদাসীন হন, এবং হেমচন্দ্রকে নানা বিপদ হইতে আকস্মিক উপস্থিত হইয়া উদ্ধার করেন। এদিকে, রসময় নামে রাজবল্লভের এক পারিষদ ছিল, সে কুসুমকে পূর্ব্বাবধি বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কুসুম হেমের প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেমের সহিত কুসুমের পরিণয় দিবার সঙ্কল্প করেন। রসময় ইহাতে আপনার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে বিষম ব্যাঘাত দর্শন করিয়া, প্রেমদাসী নামে একজন নাপিতিনীকে মধ্যস্থ করিয়া হেমকে বিষ প্রদান করে, কিন্তু হেম তাহার পিতা ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ সেবনে বীতব্যাধি হন। রসময় চেষ্টা বিফল দেখিয়া, অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া কুসুমকে হরণ করে এবং হেমকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর প্রযত্নে কুসুম মুক্তিলাভ করে, এবং প্রেমদাসী নাপিতিনী ও রসময় ভট্টাচার্য্য বিচারালয়ে নীত হয়। এদিকে রাজবল্লভ সপরিবারে হেমচন্দ্রকে লইয়া কাশীধামে উপনীত হইলেন। বিচারে

নাপিতিনীর ও রসময়ের দশ দশবৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইল। কাশীতে প্রকাশ পাইল যে, সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী রাজীবলোচন মিত্র, হেমচন্দ্রের পিতা। সেখানে, বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে, ইহা বিদ্যাসাগর প্রমাণ করিয়াছেন জানিয়া, কুসুমের সহিত হেমের বিবাহ হইল, এবং ব্রজেন্দ্রের সহিত কামিনীর,—হেমচন্দ্রের ভগিনীর—বিবাহ হইল।

আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, যে, উপন্যাসটি কৌশলময় ও রচনাচাতুর্য্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিব যে, তিনি যাহা "নাটক" আখ্যা দিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা "নাটক' নহে,—নবেল। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, গ্রন্থকার নবেল লিখিতে চেষ্টা করিলে সমধিক কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। তিনি রচনা চতুর, রসাবতারণার বিশেষ ক্ষমতা আছে; নবেল লিখিতে চেষ্টা করুন।

এই গেল। বিধবা বিবাহ।

২। সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র ডিপুটি কলেক্টর মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা সুলভ-যন্ত্র। শ্রীঈশানচন্দ্র শীল প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।

ফুলিয়ার মুখটি বিষ্ণুঠাকুরের বংশোদ্ভব, শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৪টি বিবাহ করেন। তাঁহার বহু বিবাহে বাল্যাবধি বিদ্বেষ ছিল, এই জন্য তিনি তাঁহার অভিভাবকের পীড়াপীড়ীতে এই অল্প সংখ্যক বিবাহ করেন। কিন্তু এই অপরাধে তাঁহার অভিভাবক তাঁহাকে পৃথগন্ন করিয়া দেন। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় আপনার জীবন নির্ব্বাহের নিমিত্ত অতি সামান্য কর্ম্ম মাত্রই অবলম্বন করিয়া কত বিঘ্ন, বিপদ, বাত্যা সহ্য করিয়া বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। এ চেষ্টা তাঁহার নূতন প্রকারের,—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী মিশনরির ন্যায় নহে, অজ্ঞাতসারে উদ্ধত শোণিত ব্রিকর্ম্মার যুবকের ন্যায় নহে—একজন হিন্দু ধর্ম্মে অচল বিশ্বাস দেব দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চেষ্টা। সে চেষ্টা এইরূপ;

"ভঙ্গকুলীনদিগের মেল ও পর্য্যায় নানা অনিষ্টকর বিবেচনায় আমরা বংশজগণ এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভঙ্গকুলীন মহাশয়েরা মেল পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া পূর্ব্বরূপ সর্ব্বদ্বারিকতা নিয়মে আদান প্রদান করিলে আমরা তাঁহাদিগের কুলের হানি জ্ঞান করিব না: কারণ অদ্যাপিও আমরা কৌলীন্য গ্রন্থে স্পষ্ট দেখিতেছি যে, ইহা দেবীবরের কৃত। ইহা নানা অধর্ম্মকর আধুনিক প্রথা, সুতরাং ইহা ত্যাগ করিলে কুলীনদিগের বল্লালী মর্য্যাদার হানি কোন মতেই হয় না। অতএব আমরা ইহাতে যারপর নাই সন্তোষের সহিত সম্মত আছি। আর যাঁহারা এই নিয়মে আদান প্রদান করিবেন, তৎসন্তানদিগের নিকট আমরা চিরপ্রসিদ্ধ প্রথামতে গণ, পণ, দিয়া কন্যা প্রদান করিব। এবং এই নিয়মে কুলীন মহাশয়েরা যদি আদান প্রদান সময়ে আমাদিগকে আহ্বান করেন, তবে আমরা পরমানন্দের সহিত কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিব।"

উপরের লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে তিনি বিক্রমপুরের সমুদয় বংশজদিগের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন।

একজন বিষ্ণুঠাকুরের বংশোদ্ভব ফুলিয়ার মুখটির এরূপ চেষ্টা আপাততঃ শুনিতে কিছু কৌতুকের। আমাদের ইচ্ছা তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার ইচ্ছার চরম ফল দর্শন করেন। তিনি এবং তাঁহার মত লোক আমাদের গৌরবের স্থল। তিনি অশেষ গুণের আকর। আমরা এস্থলে তাঁহার একটি গান উদ্ধৃত করিলাম। ভরসা করি, দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন ও তাঁহার সৎকার্য্যে সহায়তা করিবেন।

রামপ্রসাদী সুর তাল খএরা।

(আহা) গেলরে ভারত রসাতলে। কিছু বিচার নাইকো হিন্দুর দলে। অনিয়মের বাধ্য হয়ে সকল স্বেচ্ছাচারে চলে, (এ পাপ) সমাজের কেউ কর্ত্তা নাইকো সাধ্য কি, কেউ কারে বলে।

জমিদার ধনিগণ আছে দুষ্ট লোকের করতলে। (দেখ) শ্রেষ্ঠ লোকের অন্ন কষ্ট, মতির হার বানরের গলে।

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য কতই আছে মোদের দলে, (তারা) সমাজের অগ্রগণ্য কতই কু-কায তলে তলে।

রাসবিহারী কয় মাটী ফাট, আমি যাব তোমার তলে, (তখন) ধরণী কয় কিরূপ ফাটি, গলিত তোমার নয়ন জলে।

এই গেল। বহুবিবাহ।

৩। ব্যায়াম শিক্ষক দ্বিতীয় ভাগ। হুগলী কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা কর প্রেস।

এরূপ গ্রন্থ প্রচার সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা আমরা প্রথম ভাগ সমালোচনকালে বলিয়াছি। এখানি দ্বিতীয় ভাগ। এখানিতে সমান্তরাল বারের উপর একান্ন প্রকার ব্যায়াম নির্দ্দেশিত আছে। আমরা ভরসা করি, যাঁহারা প্রথম ভাগখানি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দ্বিতীয় ভাগখানি পাঠ করিবেন। শ্যামাচরণ বাবুকে ধন্যবাদ। তাঁহার মত বাঙ্গালী আমরা চাই।

৪। সুখ-বোধ অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত প্রচলিত সাধু ভাষার ব্যাকরণ। শ্রীশ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। ময়মনসিংহ ভারত-মিহির যন্ত্রে শ্রীযদুনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ব্যাকরণখানি যথার্থই সুখবোধ হইয়াছে। ভাষা সম্বন্ধে একটুকুও না বুঝিয়া বালকেরা যে "ই, ঈ ভিন্ন

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই, ঈ স্থানে য হয়। যথা;—যদি + অপি + একশত টাকা = যদ্যপ্যেকশত টাকা" বলিয়া অনর্থক শুক পক্ষীর ন্যায় মুখস্থ করে,—তাহা মিথ্যা নহে। এ ব্যাকরণখানি পাঠে বালকগণের কিছু উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু ভগবচ্চন্দ্র বিশারদের ব্যাকরণের নাম 'সুখ-বোধ।' এক নামে দুইখানি ব্যাকরণ হওয়া উচিত নহে।

(প্রাপ্ত।)

সপ্তাহের ছয় দিবস নানা স্থান হইতে কুসুম চয়ন করিয়া সাজি সাজাইয়া সহচর সম্পাদক প্রতি সোমবার পাঠকগণকে উপহার প্রদান করেন। প্রাতঃ সমীরণ সেবন করিয়া, পুষ্পঘ্রাণে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিয়া, সম্পাদক মহাশয় পুষ্পাবচয়নে আনন্দ অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু পাঠকগণ উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু অসন্তুষ্ট হইবার কারণ আছে। দুই এক পাঠকের এই সহচরের প্রতি আদর কমিয়াছে। ফুলগুলি তুলিলাম, বোঁটাগুলি ছিঁড়িলাম, কেন ছিঁড়িলাম,—পাঠকাঙ্গে বাজিবে বলে, এইরূপ করিয়া সাজি সাজাইয়া কুসুমগুলি উপহার দিলে, পাঠক আমোদভোগ করে। কিন্তু তাহা না করিয়া সহচর সম্পাদক মহাশয় বাগ্বাজার সহযোগীকে বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত বোঁটাগুলি না ছিঁড়িয়াই, কণ্টকগুলি না দূর করিয়া কুসুমে সাজি সাজান। ইহার করকমলস্পর্শে প্রত্যেক কুসুমে বিদ্বেষ কীট প্রবেশ করে। হইতে ইহার হৃদয়ের তাপ দূর হয় বটে, কিন্তু এই কুসুমে কীট পাঠককে সতত সন্তপ্ত করে।

কি কুক্ষণেই অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক অচিরোদিত ইণ্ডিয়ান লীগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাঁধিয়াছেন। বেশ বুঝা যায় তাহাতেই ইণ্ডিয়ান লীগের উপর সহচরের কোপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ইণ্ডিয়ান লীগের সম্পাদক বলিয়া সহচর বিদ্বেষ বশতঃ ভ্রমপ্রমাদ পরিপূর্ণ নানা কথা কহেন। ইণ্ডিয়ান লীগ প্রয়োজনীয় নহে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন সমাজের যথেষ্ট উপকার করিবেন। অনেকেই এই কথা বলেন। যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা ভয়ানক ভ্রমে পতিত আছেন। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন জমীদার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সকল কথা কহেন, অন্য সম্প্রদায়ের দুঃখে কর্ণপাত করেন না। এ কথা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই বঙ্গদেশে কয়জন জমীদার? ইহাদের পক্ষে কথা কহিলেই কি রাজদ্বারে সমস্ত প্রজার দুঃখ জ্ঞাপন হইল? সহস্র সহস্র প্রজার ইষ্টানিষ্ট ভাবিলাম না, কেবল দ্বাদশ জমীদারের মঙ্গলের নিমিত্ত নূতন আইনের পাণ্ডুলিপির বিপক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় গিয়া দাঁড়াইলাম, ইহা ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দ্বারা দেশের কি বাস্তবিক শুভ সংসাধিত হইতে পারে? অপর সমস্ত প্রজার পক্ষ হইয়া রাজদ্বারে কথা কহে, এরূপ সভা কি আমাদের সমাজে প্রার্থনীয় নহে? ইণ্ডিয়ান লীগ যে, এই প্রার্থনীয় সভার সমুদয় উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, এ কথা আমরা বলি না, কিন্তু ইণ্ডিয়ান লীগ অচিরপ্রসূত শিশু, এই কেবল পাদচারণ শিক্ষা করিতেছে, এ সময় পশ্চাতে বেত্রাঘাত করিলে, দ্রুত গমন করা দূরে থাকুক, ধরাতলে পড়িবে, আর উঠিবে না। এই সময় আদর, যত্ন চাই, লালন পালন চাই, তবে ইণ্ডিয়ান লীগ সবল অটল হইবে। এক্ষণে ইণ্ডিয়ান লীগের দুই এক ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু সে ভ্রম বালসুলভ-চাপল্যদোষে সহজেই মার্জ্জনীয়। এই দোষের নিমিত্ত রাগান্ধ হইয়া অপোগণ্ড শিশু ইণ্ডিয়ান লীগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। বরং তিরস্কারাদি করিয়া যাহাতে ইণ্ডিয়ান লীগ ন্যায়পথে ধাবমান হয়, সকল করুণহৃদয় বঙ্গবাসীর তাহাই করা কর্ত্তব্য।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের পক্ষ সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এইরূপ সভার দ্বারা রাজনীতিরই চর্চ্চা হওয়া কর্ত্তব্য? ইণ্ডিয়ান লীগের মধ্যে কয় জন রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব সকল জানেন। সত্য রাজনীতি এইরূপ সভার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সত্য ইণ্ডিয়ান লীগের মধ্যে অল্প সদস্যই রাজনীতির কূটতর্ক সকল জানেন, কিন্তু শ্রমজীবী লোকের অন্নকষ্ট, দুঃখ ও যন্ত্রণা কি রাজনীতি অপেক্ষা প্রথম আলোচ্য নহে। বঙ্গদেশের অবস্থা অতি শোচনীয়। অন্নকষ্ট সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ, মধ্যবৃত্ত এবং সমাজের মূলস্বরূপ কৃষকগণকে প্রপীড়িত করিতেছে, এসময় রাজনীতি ভাগীরথী গর্ভে নিক্ষেপ কর, যাহাতে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়, এমন কোন উপায় বিধান কর। ইণ্ডিয়ান লীগ তাহাই করিতে উদ্যত। শত্রুগণ যাহাই বলেন বলুন, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি নিজ তেজ দেখাইবেই দেখাইবে। ইণ্ডিয়ান লীগ সমাজের কোন অভাব দূর করিবেই করিবে।

সংবাদ।

হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ পাল এম, এ, প্রেসিডেন্সী কালেজে সহকারী অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

হাবড়া জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা গোবিন্দ দাস হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন।

মেঃ জ্যাক্সন প্রেসিডেন্সী কালেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ায় একটিং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় তাঁহার পূর্ব্ব পদে (কলিকাতার ডেঃ ইন্সপেক্টর) প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। চণ্ডী বাবু স্বীয় কার্য্যে ফিরিয়া আসায় আমাদের হুগলির ডেঃ ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ বসু পুনরায় হুগলিতে ফিরিয়া আসিবেন।

আমাদের হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণ এডুকেশন কমিটির মেম্বরগণ দত্ত টাকায় মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড, বৈদ্যনাথ পাহাড় প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছেন। স্কুলের

ছাত্রদিগের এপ্রকার ভ্রমণ করা আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পর্ব্বতাদি দর্শনে ছাত্রগণের অভিজ্ঞতা জন্মে। আমাদের সুদক্ষ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সর উইলিয়েম জেম্‌স্ হর্শেল বারোনেট মহোদয়ের ঐকান্তিকী চেষ্টায় এই কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনরের পার্শনাল এসিষ্টাণ্ট বাবু হরিচৈতন্য ঘোষ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীনে সাতক্ষীরা ষ্টেটের মেনেজার নিযুক্ত হইলেন।

ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কলেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনরের পার্শনাল এসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

মেঃ জে, আর, হেলেট ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের ছোট আদালতের একটিং জজ নিযুক্ত হইলেন। ইনি সব্ জজ ও ছোট আদালতের জজদিগের প্রথম শ্রেণীতে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। অচিহ্নিত বিচারকগণের পদে সিবিলিয়ানগণের দখলি স্বত্ব জন্মিল না কি?

দিনাজপুরের একটিং জজ মেঃ ডবলু, ই, ওয়ার্ড ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত হইলেন।

সীতামারির জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেঃ এইচ্ মোস্‌লি মালদহের একটিং মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। ইহাতে কুইন সাহেবের মালদহে মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ রহিত হইল।

নিম্নলিখিত ডেঃ মাজিষ্ট্রেটগণের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পদোন্নতি হইল।

মেঃ এচ, বি, বিমস্, কক্সবাজার এবং বাবু শ্রীনাথ ভদ্র; দিনাজপুর।

মেঃ চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহাবাদ ও বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য দিনাজপুর, পাকা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইলেন;

মেঃ এ, সি, জ্যাক্‌সন, ২৩শে ফেব্রুয়ারি হইতে শিক্ষা বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

এক টাকার বিনিময়ে বিলাতে ১ শিলিং ৮ পেন্স পাওয়া যাইবে। গেজেট হইয়াছে।

বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার, বাবু দেবেন্দ্রলাল সোমের বিদায়কালে আমতার একটিং মুন্সেফ হইলেন।

বারুইপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমাচন্দ্র পাল এবং হুগলি কালেজের প্রিন্সিপাল মে, আর থোয়েটস্ উভয়েই সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে থানা ভগবানপুর এবং খেদগিরি লইয়া কাজলাগড়ে একটি রেজিষ্টারীর সব্ ডিষ্ট্রীক্ট খুলিল।

হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্ম মোহন মল্লিক, ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভায় ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভায় মফস্বল মিউনিসিপাল বিল লইয়া মহা তর্ক বিতর্ক হয়। অনরেবল বাবু কৃষ্ণদাস পাল বলেন, যে সকল বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য আছে, সেই সকল বিদ্যালয়ে কোন মিউনিসিপালিটী সাহায্য করিতে পারিবেন না; আইন মধ্যে এরূপ কিছু বিধান থাকা আবশ্যক। এ বিধানের পক্ষে ছয় জন সভ্য ছিলেন, অপর ছয় জন ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন। বিরুদ্ধবাদীর মধ্যে লেঃ গবর্ণর থাকায় বিধানটী আইন মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল না। তাহা না হউক কিন্তু নূতন সভ্য অনারেবল মৌলবী মির মহম্মদ আলী বিরুদ্ধ-বাদী হইলেন কেন?

সুদক্ষ বিচারপতি ফিয়ার সাহেব তিন মাসের ছুটি লইতেছেন। বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিনিধি হইবেন। কলিকাতা বিচারাসনে বাঙ্গালী বারিষ্টারের এই প্রথম উপবেশন। সুসমাচার।

আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বাবু নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক এবং পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

মেডিকেল কালেজের দ্বারদেশে সোমবারে একটি বালক দেখিলাম। তাহার বাহু নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

জামালপুরে হিন্দু লিটরারী ইনষ্টিটিউট নামে একটি সভা ১ লা মার্চ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে তত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ের কর্ম্মচারীগণ মাসিক কিছু কিছু দিয়া সংবাদপত্র ও পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করিবেন। এই সব পত্র বা পুস্তক সভ্যগণ অধ্যয়ন করিতে পাইবেন। বাবু লালবিহারী গুপ্ত এবং দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য ইহাতে বিস্তর যত্ন ও আনুকূল্য করিয়া জামালপুরবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান।

২১শে ফাল্গুন শুক্রবার বহরমপুর অঞ্চলে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আরম্ভ হইয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল। এরূপ ভয়ানক শিলা ২০।২৫ বৎসর দেখা যায় নাই। একটি শিলার ভগ্নাংশ ওজনে ।/১০ ছটাক হইবে। এই শিলাবৃষ্টিতে শস্যের বিশেষ হানি হইবে, আম্র এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

২০শে ফাল্গুন চুঁচুড়া, ফরাসীডাঙ্গা ও হুগলীতে সন্ধ্যার সময় ও রাত্রিকালে দুই তিন পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ২০শে ফাল্গুন বিবাহের দিন ছিল। এই বৃষ্টিতে অনেকের বিবাহে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল।

বহু দিবসাবধি 'সহচর' পত্রে এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে যে, যাঁহারা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষা প্রদান করিবেন, তাঁহাদের নিমিত্ত কলিকাতা ইয়ুনিবর্সিটির সেনেট সভা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মল্লিনাথের টীকা সমেত রঘুবংশের প্রথম আট সর্গের আর ভট্টিকাব্যের প্রথম ছয় সর্গের বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক একটি সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে। কিন্তু আমরা জানি যে, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যাঁহারা উক্ত পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগকে কুমার সম্ভব ও উত্তরচরিতে পরীক্ষা দিতে হইবে। সকল বিদ্যালয়েই শেষোক্ত পুস্তকদ্বয়ের পাঠনা হইতেছে। সহচর কেন এরূপ ভ্রম

প্রমাদ সপ্তাহে সপ্তাহে সাধারণের গোচর করিতেছেন বলিতে পারি না। বিশেষ যখন সেনেটের নামে ধুয়া আছে।

ডাকাইতি। সবডিবিজন রানাঘাটের ও ষ্টেশন জাগুলির অধীন সুবর্ণপুর গ্রামে বিগত ২২ শে ফাল্গুন শনিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দে নায়েক স্বর্ণবণিকের বাটীতে ডাকাইতি হইয়াছে। ডাকাইতেরা নগদ ও দ্রব্যাদিতে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে এবং রাজকুমার ও তাহার মাতাকে বিলক্ষণ আঘাত করিয়া গিয়াছে। স্থানীয় পুলিস ও সব ডিবিজনের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বামন দাস ঘোষ তদারক করিতেছেন। এইক্ষণ কিছু সন্ধান হয় নাই।

গত শেসনে দিনাজপুরে একই প্রকারের দুইটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। দুই স্থলেই রাত্রিকালে একটা একটা চোরকে প্রাণে মারা হইয়াছিল। আসামীরা খালাস পাইয়াছে।

অম্বিকা কালনায় বর্দ্ধমানের মহারাজার, ১০৮ শিব মন্দির, ৺লালজী, গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ সেবা, সিদ্ধেশ্বরীর ঘোড়া বাঙ্গালা, সমাজ বাড়ী প্রভৃতি নানাবিধ কীর্ত্তি ও অনুষ্ঠান আছে। বাবু গৌরসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কে একজন এই সকলের তত্ত্বাবধায়ক। কালনার কর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত। সেপাহিরা কেহ ৩৶০, কেহ ৪, কেহ ৪৷৷০ টাকা বেতন পায়। তাহারা বলে পূরা মাহিয়ানা তাহারা গৌর বাবুর আমলে কখন চক্ষে দেখে নাই। মাসে এক টাকা দেড় টাকা জরিমানা দেয়, আর ভগবানকে ডাকে। আমরা একবার মহারাজার কর্ণে দুঃখের কথা তুলিবার চেষ্টা করিলাম।

পৌষের বান্ধব পাইয়াছি। দুঃখ সঙ্গিনী সমালোচনে সম্পাদক বলিয়াছেন, যে, "বলি, এদেশে বীরবালা, ব্রজবালা, কুলবালা, আঁচল ও আধ ঘোমটার কথা কিছু দিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেই কি ভাল হয় না? বঙ্গে এসব অনেক হইয়া গিয়াছে; এখন নূতন রস চাই, কবি কল্পনার ক্রীড়ার জন্য নূতন ক্ষেত্র চাই। বর্ত্তমান সময়ের একজন ক্ষণজন্মা ভারতভূত্য বঙ্গীয় কাব্য কলাপ সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু দিন হইল লিখিয়াছিলেন, যে আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারে অন্যবিধ কবিতা যথেষ্ট আছে, এখন শিবজি-কবিতা আবশ্যক। ভারতীয় ভারতীর প্রথম অভাব,—উদ্দীপনা; দ্বিতীয় অভাব,—উদ্দীপনা; এবং তৃতীয় অভাব,—উদ্দীপনা।" বহুদিন হইল আমরা সৌখীন কাব্য সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, যে আর বাসন্তী কবিতায় প্রয়োজন নাই। এখন কবিতায় গ্রীষ্ম বর্ষা চাই। ভারতেও বসন্ত চাই না। শেষ পৃষ্ঠায় পাঠক একটি পদ্য দেখিবেন।

অগ্রহায়ণের জ্ঞানাঙ্কুর সপ্রতিবিম্ব দেখা দিয়াছে। ইহার 'পৃষ্ঠপোষক' লেখকগণের তালিকা দেখিলে, মনে কত কথাই উঠে। বঙ্গদর্শনের প্রতি প্রতিবিম্বের পূর্ব্ব ভাব একবার প্রকাশ্য রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(প্রেরিত)

বিগত ২৩শে ফাল্গুনের সাধারণী পাঠে অবগতি হইল যে, ঢাকা জয়দেবপুরের দানশীল মহাত্মা শ্রীযুক্ত কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় আমাদের ভাঙ্গামোড়া স্কুলের সাহায্যার্থ ১৫ টাকা দান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। পত্র প্রেরক যদি এ বিষয়ের তথ্য অবগত করেন, তবে অনুগৃহীত হই। কুমার বাহাদুরের দানে আমাদিগের সকলে বিশেষ উপকৃত হইলাম।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত
ভাঙ্গামোড়া স্কুল। হেড মাষ্টার।

মফস্বল।

ঢাকার বিশেষ সংবাদ দাতার পত্র।

চন্দ্রকুমার মজুমদারের বিখ্যাত জাল মোকদ্দমা আজ দাওয়ার বিচারে নিষ্পন্ন হইল। জুরিরা এবারও উহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং জজ সাহেব দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড দিয়াছেন। মোকদ্দার নিষ্পত্তির সময়ে সহরের লোক একবারে কাছারিতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, সকলেই সুবিচার হইল বলিয়া পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিল। এই চন্দ্রকুমার একজন কুলীন বৈদ্য, সুসভ্য, সুচতুর এবং অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। ইহার চাউনি এবং চলন দেখিলেই ইহাকে একজন বলিয়া বোধ হয়। ইংরেজিতেও ইহার প্রবেশ আছে এবং অনেক পদস্থ ইংরেজিওয়ালার সহিত প্রণয়, পরিচয় এবং পান ভোজনের ইয়ারকি আছে। এ ঢাকায় আসিয়া আপনাকে রাজনগরের রাজ বংশীয় বাবুদিগের আমমোক্তার বলিয়া জাহির করে। এবং বাজীকরের মত ভেল্কী খেলাইয়া দুই তিন মাসের মধ্যেই ৫৭। ৬০ হাজার টাকা ঋণ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্রকুমারের যাহাতে দণ্ড না হয়, এবিষয়ে অনেক লোক প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। অনেকে ইঁহার পাগ নিরপরাধী রাজা বেচারাদিগের স্কন্ধে ফেলাইতেও সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ন্যায়ের রাজদণ্ড বজ্র হইতে ভয়ঙ্কর। মনুষ্যের সর্ব্ব প্রকার শাস্তি উহার নিকট পরাভব হয়।

বাবু আনন্দ মোহন বসু বারিষ্টার রাজাদের পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এবার অর্থ ও সুখ্যাতি উভয়ই প্রচুর মাত্রায় প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জেরা সওয়ালে বড় একটা প্রতিষ্ঠা পান নাই। কিন্তু বক্তৃতায় তাঁহার অত্যন্ত যশ হইয়াছে।

অনেক ভদ্র লোক এই মোকদ্দামায় সাক্ষ্য (?) দিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই বড় লোক!

কয়েক দিবস ধরিয়া ঢাকায় যেমন বক্তৃতা হইতেছে, তেমনই বৃষ্টি হইতেছে, বক্তৃতার ধারা শীঘ্রই হয় ত থামিয়া যাইবে। বৃষ্টি ধারাও যদি এরূপ নিবৃত্ত হয়, তবে আর আমাদের উপায় নাই। ঢাকায় মিয়ুনিসিপালিটী সাহেবদের যাতায়াতের পথ ভিন্ন, অন্য কোন রাজপথে জলসেক করেন, এমন কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাই না।

বসন্ত! ভারত কি রে ছাড়িবি না আর?

উজ্জ্বল নক্ষত্র কোলে, চারু নীল নভস্তলে
চারু সাজে সাজি সুখে চারু শশধর,
বিস্তারি কৌমুদী জাল ভুবন করিয়া আলো
কুমুদীর সঙ্গে যবে খেলে, ঋতুবর!
করি গুন্ গুন্ রব উড়ে যবে অলি সব
মুকুলে মুকুলে নব; যবে সরোজিনী
সরসি-হৃদয়ে ভাসি মধুর মধুর হাসি
ভুলায় ভুবন জন—ভুলায় মেদিনী;
ভুলায় অমর-নরে যবে মৃদু কুহুস্বরে
নব পল্লবিত কুঞ্জে বসি পিকবর;
আনন্দ প্রবাহ যবে উছলে আনন্দে ভবে;
আনন্দে উজ্জ্বল যবে বিশ্ব চরাচর;
যবে ভাগিরথী কোলে মলয় মন্দ হিল্লোলে
তালে তালে তরুরাজি নাচে ঘন ঘন;
তখন অসুখে ভাস!— এ অদ্ভুত পরিহাস!
দ্বাদশ তপনে বিশ্ব তিমিরে ডুবায়,
একথা প্রত্যয়, বল, কে করে কোথায়?
যা বল, বসন্ত, তুমি আকাশ-পাতাল তুমি
তোমার মিলনে সত্য নিত্য হাসিময়;
কিন্তু, হে বসন্ত, বল, হাসি নাহি যেই স্থল
কিরূপে হাসাবে তায়? কিরূপে হৃদয়
আনন্দে ভাসাবে তার?—অথবা বসন্ত আর
হাসি হাসি দিবা নিশি তুমি ও পুলকে
ভুলালে এ আর্য্য-সুতে বিষম কুহকে,
তাই বলি যাও চলি ওহে মধুমাস,
ভারতে ছাড়িয়া কর অন্য দেশে বাস।
তব বিষময় হাসি, নাহি আমি ভাল বাসি;
যারা ভাল বাসে যাও তাদের ভবনে;
তব নৃত্য, তব গীত, যারে লাগে সুললিত
তোষগে-তাহারে, ছাড়ি ভারতে এক্ষণে॥
প্রলয় পবন কোলে খেলিয়া সুখ-হিল্লোলে
নিদাঘ আসুক বলে অনল আকারে;
জল স্থল চরাচর পোড়াক্ সে বৈশ্বানর
পোড়াক্ ভারত ভূমি—পোড়াক্ হুঙ্কারে;
ক্ষুদ্র মতি হীনবল যত আর্য্য-সুতদল
ভস্মীভূত হোক সেই প্রবল পাবনে।
আলস্য শৃঙ্খল হতে হোক মুক্ত; এই মতে
হাসিও না, মধুমাস, মিনতি চরণে।
বসন্ত! ও হাসি, আর না তোমে জীবনে!
শুন বলি, পিকবর, ছাড় তব কুহুস্বর;
ছাড়, হে ভ্রমর, তব গুঞ্জন্ মধুর;
শুন হে বিহঙ্গরাজি আর হেন সাজে সাজি
করিও না উড়ি উড়ি ভারতে বিধুর॥
ত্যজ সাজ অভিনব শুকাও হে তরু সব;
শুকাও কুসুম চয়—শুকাও সকলে,
ভারতে আসিতে দাও নিদাঘ প্রবলে।
পুচ্ছ গুচ্ছ ভস্মকরি ভারতেরে পরিহরি
হে ময়ূর! যাও উড়ি নাচিও না আর;
শুকাও হে সরোবর—হও ভস্ম শশধর;
ছাড় হে নক্ষত্র পুঞ্জ গগণ-বিহার;
আলোকে করো না আর ভারতে আঁধার?
আবার যদ্যপি পুনঃ পায় আর্য্য নিজগুণ
ভৈরব কোদণ্ড ধরি মারিয়া টঙ্কার
অযুত জীমূতমন্দ্রে করিতে বিদার;—
উৎসাহ-সাগরে ভাসি সংহারি আলস্য রাশি
রবি-তেজে রবি-ছবি-ধরি পুনর্ব্বার,
রতন- আসনে বসি শোভিবে ভারত, শশী,
সেই কালে তারাদলে সঙ্গেতে করিয়া
উঠিও অম্বরে পুনঃহাসিয়া হাসিয়া।
উঠিও আবার রবি প্রকাশি ও চারু ছবি—
উঠিও আকাশে আসি—এবে অস্তাচলে
কর ত্বরা আরোহণ, হোক্ বিশ্ব-নিমগন
অনন্ত তামস-কূপে;—প্রকাশিয়া বলে
কিংবা ওহে অংশুমালী হুতাশন রাশি ঢালি,
কর দগ্ধ আর্য্য সুত নীচ রিপুদলে।
আবার ময়ূখজালে—আবার বীরত্ব মালে
মণ্ডিত করহ আর্য্য সন্তান সকলে।
কর ওহে প্রভাকর দান তব খর কর
নির্জ্জীব এজীব সবে;—কতকাল বল
এরূপে রহিবে তারা নিদ্রিত সকল?
বল দেব কত আর এরূপে আলস্য ভার
বহিবে মস্তকে?—কতকাল এইরূপে
রবে আর্য্য পুত্রদলে জড়তার জড়জালে?
কতকাল রবে মগ্ন ঘোর অন্ধকূপে?

বসন্ত! ভারতে কি রে ছাড়িবি না আর?

ভারত! নিদ্রিত তবে রবে অনিবার?
নিবিড় জলদ সঙ্গে এস বর্ষা এস রঙ্গে
গভীর গর্জ্জন ভরে বিদার বিমান?
জাগুক্ নিদ্রিত যত ভারত-সন্তান!
ঘোর ঘন ভীম শব্দ করি চরাচর স্তব্ধ
দ্রুত পদে ইরম্মদ করুক প্রয়াণ॥
হোক্ বৃষ্টি অহরহ; পবন কালের সহ
বিধাবিত হোক্ বলে সপ্তাড়ি ভুবনে।
ভীমমহীরুহ পূর্ণ অভ্রভেদী গিরি চূর্ণ
হোক সে হিমাদ্রি আদি ভীষণ গর্জ্জনে॥
হাসিয়া বিকটহাসি জলদে জলদে ভাসি
ঘন ঘন সৌদামিনী ছুটুক গগণে।
ঘোর নাদে তার সঙ্গে বাজুক দুন্দুভি রঙ্গে
বাজুক সংগ্রাম ভেরী গম্ভীরনিস্বনে॥
আকাশ পাতাল ব্যোম, শনি শুক্র সূর্য্য সোম
কাঁপুক ভুবন ত্রয়; ভেদিয়া আকাশ,—
পাতাল সাগর নদী, শূন্য মার্গ গিরি-আদি—
ঘোর রাবে, ব্যাপি বিশ্ব, জানাক বারতা—
"ত্যজি নিদ্রা উঠিল রে ভারত নন্দন"
শূন্য ভরে প্রতিধ্বনি বাজুক আবার
"ত্যজি নিদ্রা উঠিল রে ভারত-নন্দন"
দিগন্ত-ভবনে পশি উঠুক বাজিয়া
"ত্যজি নিদ্রা উঠিল রে ভারত-নন্দন"।
শিঞ্জিনী-হুঙ্কারে রাবে, অবনী-গগন ছাবে
ঘোর সিংহধ্বনি স্বর্গ করিবে কম্পিত;—
হিল্লোলে হিল্লোলে হেলি তরঙ্গে তরঙ্গে মেলি
অতল জলধি জল হবে উচ্ছলিত।
ত্যজি রঙ্গ পরিহাস কৌতুক-বিলাস-রাস
বর্ম্ম চর্ম্মে আবরিত করি কলেবর,
শিরোপরি শিরস্ত্রাণ করে ধরি ধনুর্ব্বাণ—
অসি চর্ম্ম গদা ভল্ল অস্ত্র ভয়ঙ্কর,
উঠিয়া শয়ন হতে আপানার বলে
ঘন হান হান রবে নাচিবে ভারত যবে—
উৎসাহ সাহস সহ এই কর্ম্মস্থলে—
সেই-নৃত্য সেই-গীত, বসন্ত হে সুললিত;
ভাসিবে শুনিয়া প্রাণ আনন্দের জলে।
পার ত তুমিও রঙ্গে এস অনুচর সঙ্গে
মনের আনন্দে সবে নাচিব কৌতুকে।
রুদ্রতালে, ধ্রুবপদে, বম্ বম্ মুখে॥

শ্রীহঃ—

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	৩৲
ডাকমাসুল ...	।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য	১॥০
ডাকমাসুল ...	৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল, কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ১।০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

RIJU BRITTI
OR A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।

অর্থাৎ

প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের

অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত,

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৴০ আনা।

It displays great erudition.

Monier Williams.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন। যাঁহারা মনিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন! আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

শ্রীহরিমোহন সুর, বি, এ, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী, পে. একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী, ৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৬॥০	অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...	৩।০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	২৲	মাসিক ...	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...		...	৶০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 93.

সাধারণী।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—৭ ই চৈত্র। রবিবার সন ১২৮২সাল। ইং ১৯ শে মার্চ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। { ২১ সংখ্যা

আমাদের বিজ্ঞাপন।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া সম্বাদপত্র সকল স্বীয় স্বীয় নিয়মের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আমরাও এখন হইতে নিয়ম করিলাম, যে,—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের পারিবারিক কোন সংবাদ অর্থাৎ যে কোন গ্রাহক গ্রাহিকার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওনের শুভসমাচার, নিজের বা পুত্র কন্যা ভগিনীর বিবাহের সংবাদ, নিজের বা কন্যা ভগিনীর পরিচয় দিয়া সৎপাত্রে পরিণয় আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞাপন এবং কোন গ্রাহকের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুজনের মৃত্যু-সংবাদ—আমরা সাধারণীতে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিব। গ্রাহক ব্যতীত অপর সকলের স্থানে রীতিমত মূল্য লওয়া যাইবে।

কল্পতরু।

(উপন্যাস)

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাক মাসুল ৵০ দুই আনা। কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের বিজ্ঞাপন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম তিন মাসের অর্থাৎ১২৮২সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের সংগ্রহ একত্র প্রকাশিত হইল। ইহার পরের আরও তিন চারি মাসের ফর্ম্মা মুদ্রিত আছে।

অনেক গ্রাহকের স্থানে অদ্যাপি প্রথম বৎসরের সম্পূর্ণ বা কিছু বাকি আছে। যাঁহাদের কাছে এইরূপ পাওনা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, তাহা সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন; এবং প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় বৎসর গ্রহণ করিতে যদি ইচ্ছা হয়, তবে দ্বিতীয় বৎসরের অন্ততঃ ছয় মাসের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

যাঁহারা গত বৎসরের মূল্য চুকাইয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগের সমীপে দ্বিতীয় বৎসরের এই তিন সংখ্যা প্রেরিত হইল, ভরসা করি তাঁহারা গত বৎসরের মত অচিরাৎ অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা নিঃশেষিত হইয়াছে; নূতন গ্রাহকগণকে আমরা সেই খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হইলেই পাঠাইয়া দিব।

এই তিন সংখ্যায় নিম্নলিখিত কাব্য সকলের অংশ প্রকাশিত হইল।

১। চণ্ডীদাস (সমাপ্ত) শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি হইতে।

২। গোবিন্দদাস (একান্নপদ, গৌরচন্দ্রিকা, বাল্য, কৈশোর-লীলা ইত্যাদি), শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক হইতে।

৩। রামেশ্বর (সত্যনারায়ণ), শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসুর সংগৃহীত কয়েকখানি পুঁথি হইতে।

৪। মুকুন্দরাম। (চণ্ডী), শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুঁথি, অপর একখানি জীর্ণ পুস্তক এবং বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

চুঁচুড়া

মেহরোগের মহৌষধ।

মূল্য ডাকমাসুল সমেত ॥৵০ আনা। স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার মেহ আরোগ্য হইবে।

শ্রীহরিচরণ বিশ্বাস

হুগলি বুধোদয় যন্ত্র।

বিজ্ঞাপন।

৺ দুর্গাদাস কর প্রণীত মেটিরিয়া মেডিকা পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা, ডাকমাসুল ॥০ আনা। কেবল আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বাঙ্গালা ডাক্তারী পুস্তকও আমার নিকট পাওয়া যায়। আবশ্যক হইলে লিষ্ট প্রেরিত হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দু হোষ্টেল লালবাজার
কলিকাতা।

এক দিকে গ্রেট ন্যাশনাল রঙ্গভূমির পরিচালক ও অধ্যক্ষ দুই জনের বিরুদ্ধেই অশ্লীলতা প্রচারের জন্য মোকদ্দামার বিচার, অন্য দিকে সেই গ্রেট ন্যাশনাল রঙ্গভূমিতে ডাবেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক ভৌতিক অভিনয় প্রদর্শন—দুই দিকের এই দুই হুজুগে কলিকাতা মাতিয়া উঠিয়াছে। এখন দিন দুই চারি বৃদ্ধ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা, বা অপোগণ্ড ইণ্ডিয়ান লীগ বিশ্রাম করুন।

সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের অশ্লীলতা অভিনয় করার মোকদ্দামার মোশন বিগত বৃহস্পতিবার জজ ফিয়র ও মার্কবির কাছে শুনানি হইয়াছিল। হাইকোর্ট লোকে লোকারণ্য। যুবক ও মধ্যবিত্তের ভাগই অধিক; বড় লোক বা বর্ষীয়ানে সংসারের ভাল মন্দে বড় একটা থাকিতে চান না, অথবা তাঁহাদের বাল-স্বভাব-সুলভ চাপল্য নাই। যাহাই হউক এইরূপ মধ্যবিত্ত যুবকে হাইকোর্ট পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু হলহলা হয় নাই। সকলে নিঃস্তব্ধে কাণ পাতিয়া কথাগুলি শুনিতেছিল। বলিদানের পূর্ব্বে তান্ত্রিক ভবনেও সেরূপ তুষ্ণীম্ভাব কখন বিরাজ করে না; এমনই একমনে আগ্রহাতিশয় সহকারে সকলে শুনিতেছিল। ফিয়র সাহেব এক দিন বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতাকালে সজাতি নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া, রাগভরে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, আমরা দুঃখ করিয়াছিলাম, কিন্তু গত বৃহস্পতিবারে সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, যে, বাস্তবিক ফিয়র সাহেব বাঙ্গালির দুঃখে দুঃখ বোধ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন। মোকদ্দামার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সে দিন হয় নাই। আগামী কল্য সোমবারে রায়প্রকাশ হইবে। সুতরাং এবিষয়ে ভাল মন্দ কোন কথা আমরা বলিব না। তবে সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক অশ্লীল বলিয়া যদি কাহার কোনরূপ দণ্ড হয়, তাহা হইলে সেটি যে একটি আক্ষেপের কথা হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে প্রস্তুত আছি। মোকদ্দামার সূচনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার রহিল।

দ্বিতীয় হুজুগ বিলাতী অথবা মার্কিন ভূত। এই মার্কিনভূত সভ্যদেশ প্রসিদ্ধ, এবার ভারতে দিগ্বিজয় করিতে আসিয়াছেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরে গত শুক্রবারে ডাবেন পোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় ভৌতিক প্রদর্শন করিয়াছিলেন; আমরা উপস্থিত ছিলাম। আমরা যাহা দেখিলাম, পূর্ব্ব সপ্তাহে অমৃতবাজার তাহা দেশ প্রচার করিয়াছেন, পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। একটি কথা বলা আবশ্যক, আমরা এই পিশাচসিদ্ধগণের অতি নিকটে ছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে একজন হইয়া অভিনয় পট্টে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট ছিলাম, কিন্তু আমাদের বা দর্শকবৃন্দের মধ্যে কাহারও মনে একবিন্দু ভয় সঞ্চার হয় নাই। সুতরাং 'ভৌতিক' ব্যাপার বলিয়া কেহ বিশ্বাস করেন নাই। বানেক সাহেবের বা অপর বাজীকরের ভেল্কী দেখিয়া লোকে যেমন অতি সামান্য বিস্ময়ে আমোদিত হয়, তেমনই সকলে করতালি দিতেছিল, হাস্য করিতেছিল, মহা গণ্ডগোল করিতেছিল; সে গোল থামাইয়া রাখা ভার। আমরা বাল্যসংস্কার বশতঃ যে ভাবকে ভূতের ভয় বলি, জন প্রাণীর মনে সে ভাবের সঞ্চার হয় নাই!

ডাবেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের এবং প্রোফেসর ফে সাহেবের সমস্ত কৌশল সমস্ত ভেল্কী, মনুষ্য শরীরের একটী ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কোন কোন ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে অভ্যাস করিয়া আপনার শরীরের কোন কোন অবয়ব ইচ্ছামত আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে পারে। শরীরের অবয়ব বিশেষের ইচ্ছামত না হউক, অবস্থামত, যে আকুঞ্চন প্রসারণ হইয়া থাকে, ইহা মনুষ্য মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেটী স্বাভাবিক, ও সকলেরই হইয়া থাকে। কেহ কেহ বাল্যকাল হইতে কঠোর অভ্যাস করিয়া হস্ত পদাদি এইরূপ, দীর্ঘে না হউক, প্রস্থ পরিমাণে ইচ্ছা মত কমাইতে ও বাড়াইতে পারে না।

আমরা দুই তিন জন বাঙ্গালিকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। আর এক

জন ব্রাহ্মণ। সে ব্যক্তি ডাবেনপোর্টদিগের মত আপনাকে পিশাচসিদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিত, এবং এইরূপ 'ভূতব্যবসা' করিত। তাহাকে সচরাচর সকলে 'পাথর গেলা বামুন' বলিয়া জানেন। তুমি আমি যে পাথরখানির চতুর্থাংশ মাত্র গলাধঃকরণ করিতে পারি না, ব্রাহ্মণ অনায়াসে তাহা কণ্ঠস্থ করিত ও আবার উদ্গীরণ করিত। সেই ব্রাহ্মণ স্বীয় শরীর আকুঞ্চন প্রসারণ করিতে পারিত। ডাবেন পোর্টদিগেরমত তাহার হস্ত পদাদি দৃঢ় বদ্ধ করিয়া কোন নিভৃতস্থলে একাকী রাখুন, কিঞ্চিৎ পরেই দেখিবেন, ব্রাহ্মণ সমুদায় রজ্জুপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে। ডাবেন পোর্টগণ সেইরূপ মুক্ত হইতে পারেন এবং মুক্ত থাকিলে, আবদ্ধ হইতে পারেন। সকলের সাক্ষাতে পারেন না, তাঁহাদিগের নিভৃত কাষ্ঠমধ্যে যথা-উপবিষ্ট হইয়া পারেন। তাই বলিয়া সে কাষ্ঠ প্রকোষ্ঠে কোনরূপ কৌশল নাই, তাহাতে লুক্কায়িত কোন পদার্থ নাই। আমরা প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহা দেখিয়াছি। যে হস্ত প্রকোষ্ঠের ছিদ্র হইতে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, তাহা, হয় তাঁহাদেরই হস্ত, অথবা রবরের একটি ভাল দস্তানা ভিতরে ফুৎকার দিয়া স্ফীত করিয়া নাড়িয়া থাকেন মাত্র।

অন্ধকারে যন্ত্র সকল ঊর্দ্ধে আপনা আপনি উঠিতে থাকে না, কেবল বোধ হয় কোন ব্যক্তি বেহালা প্রভৃতির দণ্ডাগ্র ধরিয়া অতি দ্রুত সঞ্চালন করিতেছে। ক্বচিৎ দুই জনেও সেইরূপ করেন। যদি পাঠকের অবকাশ এবং স্পৃহা হয়, আমরা বাজীকরগণের প্রত্যেক কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচন করিতে প্রস্তুত আছি।

অভাগা ভারতবাসী 'কুবিশ্বাসে' একবার অধঃপাতে গিয়াছে। এখন যদি আবার কেহ আমাদিগকে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ ভুলাইতে চেষ্টা করেন, আমরা তাঁহাকে শত্রু বোধ করি; এবং তদ্বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে মন করি।

কপাল মন্দ।

শ্রীযুক্ত আনন্দরাম বড়ুয়া সি, এস কে দশজনে বড় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। যেরূপ ভাব গতি, হয় ত তাঁহাকে সত্বরেই পদত্যাগ করিতে হয়। দিনাজপুরে আসিবার পূর্ব্বে মেঃ বড়ুয়া মৈমনসিংহে ছিলেন। সেখানে কতকগুলা চিঠি লেখালেখি হইয়া তিনি দিনাজপুরে বদলি হইয়া আসেন। গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট এবং কমিশনরকে মেঃ বড়ুয়ার কার্য্য সম্বন্ধে ছয় মাসান্তে রিপোর্ট করিতে লেখেন। বড়ুয়া বাবু এখানে আসিলে কিছু পরেই একজন পুলিশ-কথিত বদমায়েসকে কুকার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহের জামিন লওয়া উচিত নয়, বিবেচনায় ছাড়িয়া দেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহার সন্ধান রাখেন, এবং বড়ুয়া বাবুকে সেই মোকদ্দামা পুনর্ব্বিচার করিতে বলেন। মেঃ বড়ুয়া দেখাইয়া দেন যে এরূপ আদেশ দিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের নাই। তাহাতে মাজিষ্ট্রেট বলেন, যে, বড়ুয়া বাবু অবশ ও অবাধ্য এবং ঐ মোকদ্দামা তাঁহাকে পুনর্ব্বিচার করিতেই হইবে। বড়ুয়া উত্তর দিলেন, সরকার বাহাদুরের তিরস্কার বা সিবিল সর্ব্বিশের পুরস্কার তাঁহাকে বিবেক বিক্রয় করাইতে পারিবে না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উত্তর দিলেন না। এই অধ্যায় প্রকাশ্যত এইখানেই সমাপ্ত হইল।

কিছু দিন পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মফস্বলে যাইবার উদ্যোগ করেন। তিনি যাইবার পূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে, মেঃ বড়ুয়াকে জেলার ভার না দিয়া তাঁহার জুনিয়ার একজন ইংরাজকে সাহেব ভারার্পণ করিবেন। মেঃ বড়ুয়া কিছু অধৈর্য্য। সাহেব এ সম্বন্ধে পাকাপাকি কিছু না করিতেই সাহেবকে এক পত্র লেখেন যে, আমি শুনিলাম আপনি অমুককে চার্জ দিবেন, ইহা অন্যায় ও অনিয়ম। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে নরম গরম উত্তর দিলেন; বলিলেন, যে, বড়ুয়ার এরূপ চিঠি লেখা বড় অন্যায়,—এবং কার্য্যভার কাহাকেও না দিয়া আমি নিজ হস্তে রাখিব, তবে বড়ুয়া এই এই কার্য্য করিবেন, আর সাহেব এই এই কাজ করিবেন। মেঃ বড়ুয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন।

কিছু দিন পরে মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোল্লিখিত আদেশ মত রিপোর্ট লিখিলেন যে, বড়ুয়া বড় অবাধ্য ও উদ্ধত, অত্যন্ত কড়া চিঠি লিখেন, বড় ব্যস্তবাগীশ। কিন্তু ক্রমে শোধ রাইতেছেন। সেই রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাঠাইবার পূর্ব্বেই বড়ুয়া জানিতে পারেন। তখন মেঃ বড়ুয়া সাহেবকে অনুরোধ করিলেন যে, এই সঙ্গে সমস্ত চিঠি পত্র যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই চিঠির উপর লিখিলেন, যে, এত কাগজ পত্র পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মেঃ বড়ুয়াকে বিভিন্ন পত্রে উত্তর দিলেন না। মেঃ বড়ুয়া তখন কুক্ষণে খোদ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কাছে সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার সে পত্র ফেরৎ আসিয়াছে। সরকার

হইতে বড়ুয়া বাবু তিরস্কৃত হইয়াছেন। সেক্রেটরি বলিয়াছেন যে সরকারকে এরূপে পত্র লেখা বড়ুয়ার অত্যন্ত অপরাধ। বড়ুয়ার পদোন্নতি চিরদিনের জন্য বন্ধ করা হইয়াছে। তাহার পর বড়ুয়া বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া ছুটির প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উত্তর আসিতে বিলম্ব হওয়াতে মাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার ছুটির কি হুকুম হইল, জানিবার জন্য তিনি কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করেন, তিনি (বড়ুয়া) তাহর খরচ দিবেন। এই অনুরোধ সম্বলিত পত্রখানি কাছারীর কেরাণীর দ্বারা লেখান হইয়াছিল, সাহেব উত্তর দিয়াছেন যে, ছুটির জন্য কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিবার প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু বড়ুয়ার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন যে, ছুটি চাওয়া যখন নিজের কর্ম্ম, তখন সে কর্ম্মের জন্য আফিসের কেরাণীকে কেন খাটান হইয়াছে? অভাগা আসাম সন্তান ক্রমেই ম্রিয়মান হইয়াছেন। এখন নাকি তিনি পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমাদের কপাল মন্দ।

লর্ড নর্থব্রুক চিরস্মরণীয়।

কয়েকটি বিষয়ে জন্য লর্ড নর্থব্রুক আমাদের চিরস্মরণীয় থাকিবেন। আভাগা গুহকুমারকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কারাগারে স্থাপন ভারতবাসীর অন্তরে আঘাত করিবে, তখন নর্থব্রুকের রুদ্রমূর্ত্তি মনে উদিত করিবে। আবার বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণের কথা মনে হইলেই, লর্ড নর্থব্রুকের কোমল হস্ত এবং সৌম্যমূর্ত্তি,সকলের চিত্তপটে চিত্রিত হইবে। প্রতিমুহূর্ত্তে যখন পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়িবে, তখনই লর্ড নর্থব্রুকের আত্মসমর্পণে, তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তি সেই বীর মূর্ত্তি আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইবে। আবার যখন রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয় দেখিব, তখনও ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিব, লর্ড নর্থব্রুকের সংহার মূর্ত্তি মনে পড়িবে। এইরূপে আহার, আচ্ছাদনে, শয়নে স্বপনে, সুখে সচ্ছন্দে, লর্ড নর্থব্রুকের বিবিধমূর্ত্তি আমাদের মানসপটে উজ্জ্বলবরণে সতত চিত্রিত রহিবে!

বোধ হয়, এবার রাজভক্ত ভারতবাসীর আর অর্থশ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। আর ক্লাইব, হার্ডিঞ্জ, লরেন্স ও মেওয়োর ন্যায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে না। আর মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ভারতবর্ষে আসিয়া মূর্ত্তির আচ্ছাদন উদ্ঘাটিত করিতে হইবে না। চর্ম্মচক্ষু গ্রাহ্য এই সব মূর্ত্তি লইয়া কি হইবে? লর্ড নর্থব্রুকের নানাবর্ণের মূর্ত্তি সর্ব্বস্থানে সকলের মনে সকল সময়ে আবির্ভূত থাকিবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমাদের পরপুরুষেরাও লর্ড নর্থব্রুককে সতত স্মরণ করিবে। লর্ড নর্থব্রুককে স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত ভারতবাসীগণকে ত অর্থব্যয়রূপ অনর্থ ভোগ করিতে হইল না, ইহাই লর্ড নর্থব্রুককে ভারতবাসী মাত্রের চিরস্মণীয় করিবে।

আবার নাকি লর্ড নর্থব্রুক যে কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনেরালের কার্য্য করিলেন, সে কয় বর্ষের বেতনের এক পয়সাও লইবেন না। টাকা সামান্য নহে, প্রায় দশ লক্ষ হইবে। এরূপ নিস্বার্থভাবে প্রজাগণের এবং কর্ত্তৃপক্ষগণের মন রাখিয়া কার্য্য করা ভারতবর্ষে ইংরাজরাজ্যে হয় নাই। এই বিপুল অর্থ পরিত্যাগই লর্ড নর্থব্রুককে চিরস্মরণীয় করিবে। ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃগণের তালিকা মধ্যে ইহার মত আর কাহাকে দেখিনা। লর্ড নর্থব্রুক ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিবেন না, তিনি উক্ত টাকায় ভারতবর্ষে একটী হাঁসপাতাল কিম্বা কলেজ স্থাপন করিবেন। এই অভূতপূর্ব্ব বদান্যতাই লর্ড নর্থব্রুককে চিরস্মরণীয় করিবে। আমরা এই হরিহর মূর্ত্তি, পালন-নাশন মূর্ত্তি, ধবল তামস মূর্ত্তি, এই স্বত্ব তমোভাব, চিরদিন ধ্যান করিব।

রাজা ও রাজমন্ত্রী।

অতি পুরাকাল হইতে দেখা যাইতেছে যে সকল দেশে সকল রাজাই মন্ত্রী লইয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। রাজার রাজ শাসন ও প্রজা পালন কার্য্য; মন্ত্রিগণ পরামর্শ দাতা। মন্ত্রিগণের পরামর্শ ব্যতীত রাজা কোন গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন না। সুতরাং রাজ মন্ত্রীগণের বিলক্ষণ বহুদর্শী হওয়া আবশ্যক। কোন্ নিয়ম প্রচারে কি ফল, কোন নিয়মে প্রজাবর্গ সুখে থাকে ও কোন নিয়মেই বা তাহাদের ক্লেশাধিক্য হয়, প্রথম ত মন্ত্রীগণকে সে বিষয়ের পরীক্ষা করিতে হয় পরে রাজার কর্ণগোচর করিতে হয়। আবার মন্ত্রীগণকেও অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের মত স্থির করিতে হয়। প্রজার দুঃখ, প্রজার ক্লেশ, প্রজার অভাব, সচিবের নিজের দুঃখ, নিজের ক্লেশ ও নিজের অভাব বলিয়া বোধ করা কর্ত্তব্য; নতুবা তিনি কখনই প্রজার প্রয়োজন রাজাকে সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিতে বা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন না। রাজার অথবা রাজ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য—প্রজাবর্গের অভাব মোচন। সুখানুসন্ধান বিষয়ে রাজার বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা কর্ত্তব্য যে মন্ত্রিবর্গ যথার্থ প্রজার সুখে সুখী ও প্রজার দুঃখে দুঃখী হইতে পারেন কি না? এরূপ হইতে গেলে প্রজার সহিত সখ্য বিশেষ আবশ্যক। প্রজা ও মন্ত্রী সমজাতি হইলে এভাবের বিশেষ সহায়তা করে। সজাতি সজাতির মনের ভাব ও গতি যে রূপ জানিতে ও বুঝিতে পারেন বিজাতি হইলে কখনই সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। তবে অধুনাতন সভ্য ইউরোপীয় জাতিবর্গ নিজের অনুসন্ধিৎসা ও সত্যপ্রিয়তার উপর নির্ভর করিয়া জানেন না অথবা বুঝিয়াও বুঝেননা যে, বিজেতা বিজাতীয়, বিজিতের সজাতির মত সমদুঃখ অনুভব করিতে অথবা প্রকাশ করিতে কখনই সমর্থ হইতে পারেন না। তুমি

সভ্য বিলাতী বিজেতা আমরা অর্দ্ধ সভ্য বিজিত,—তোমরা আমাদের অন্তরের ক্রন্দন কি বুঝিবে? কিসে আমাদিগকে দমন করিয়া রাখিবে তাহা উত্তম বুঝ,—সন্দেহ নাই। কিন্তু কিসে আমরা সুখী হইব, তাহা তোমরা আমাদের কথা না শুনিয়া, কিসে আমাদের অপেক্ষা অধিক বুঝিবে?

আমরা ভারতবাসী,—ইংরেজ আমদিগের রাজা। ইংরেজ আমাদিগকে অনেকবার স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীগণের সুখের চেষ্টাই ভারত শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের পরামর্শ কতদূর গ্রহণ করা হইয়া থাকে; ইংরেজ রাজা, ইংরেজই মন্ত্রী। ইংরেজ গবর্ণরগণ ইংরেজ মেম্বর অথবা সেক্রেটরিগণের—সেক্রেটরিগণ, ইংরেজ সিবিলিয়ণ গণের—পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের জন্য সহস্র মঙ্গল চেষ্টা করুন,কিন্তুসময় সময় যে অভাবনীয় কার্য্য করিয়া ফেলেন তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। এদিকে দেশীয় দুএক জন ব্যক্তিবে গবর্ণর জেনেরেলের অথবা লেফটনাণ্ট গবর্ণরের সভার সচিব পদাভিষিক্ত আছেন,তাঁহারা নামমাত্র মন্ত্রী। কেহবা হয়ত কিছুই বুঝেন না অথবা যদ্যপি দক্ষ ও উপযুক্ত লোক হন, হয়ত তাঁহাদের কথা ততদূর গ্রাহ্য হয় না। আমাদের দেশে এক্ষণে যেরূপ উন্নতির অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে দুএক জন কেন, অনেক গুলি লোক মন্ত্রিপদাভিষিক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের যদি প্রজার মনোভাব জানিবার ও তদীয় অভাব মোচনের বাসনা থাকে, তবে দেশীয় লোকের অধিক পরিমাণে পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা সংবাদ পত্র মন্ত্রণা কার্য্যের কিরূপ সহায়তা করিয়া থাকেন, অথবা করা সম্ভব তাহা যাঁহারা বুঝেন তাঁহারাই অনুভব করিতে সমর্থ। দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্র ভ্রম পূর্ণ হউক, বিবেচক লোক তাহা হইতেই প্রয়োজনীয় সার সংগ্রহ করিতে পারেন। পূর্ব্বে ভাল হউক মন্দ হউক এই সকল সংবাদ পত্রের সার রাজভাষায় অনুবাদিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হইত। এক্ষণে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র লইয়া সরকার বাহাদুর কি করেন, তাহা আমরা জানিতে পারিনা। সুতরাং আমাদের পরামর্শের কিরূপ ফল ফলিতেছে, তাহার আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারি না। তাহাতেই আমরা আবার বলি, যে ব্যবস্থাসভায় দেশীয় লোকের সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

দেশীয় বস্ত্র।

বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন,যে, ঢাকা নগরীতে কয়েকজন উন্নত যুবা "বিলাতীয় বস্ত্র যত পারি অল্প ব্যবহার করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করণান্তর একটি সভা স্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের দেশে বস্ত্রের নিমিত্ত দিনদিন যেরূপ মাঞ্চেষ্টরের গলগ্রহ হইয়া পড়িতেছে, দেশের তন্তুবয়ন দিন দিন যেরূপ লোপ পাইতেছে, এমন সময়, এরূপ প্রতিজ্ঞা অতি প্রশংসনীয়। অন্ততঃ দুই একজনও যদি এই প্রতিজ্ঞামত কার্য্য করিতে পারেন,তাহাহইলে দেশের অনেক শুভগ্রহ। এই দুই এক জনের দেখা দেখি প্রথমতঃ ইহাদের বন্ধু বান্ধব, তৎপরে তাঁহাদের বন্ধু বান্ধব এইরূপে অনেকেই বিলাতীয় বস্ত্র পরিধান পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলেই দেশীয় তন্তুবায়গণ জাগরিত হইবে; তাহাদের অবস্থা ভাল হইবে, দেশও উন্নত হইবে। প্রথমতঃ বিলাতীয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক লাগিবে বটে, কিন্তু বস্ত্রের স্থায়িত্ব বিবেচনা করিতে গেলে, যে কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য লাগিবে, তাহা অধিক বলিয়া বোধ হইবে না। বিলাতীয় বস্ত্র দেশীয়ের ন্যায় সুন্দর ও শক্ত নহে, কিন্তু সুলভ। সুলভ বলিয়াই সকলেই আগ্রহের সহিত ক্রয় করে। যাহাতে দেশীয় কাপড় সুলভ হয়, তদ্বিষয়ে এই সভার যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসীডাঙ্গা, সিমলা, চন্দ্রকোণা, পাবনা ইত্যাদি অনেক স্থলে দেশীয় বস্ত্র সুন্দর সুন্দর পাওয়া যায়, কিন্তু কিছু মহার্ঘ। এই সকল স্থানে তন্তুবায়দিগকে উৎসাহ দিলে বস্ত্র সকল কিঞ্চিৎ সুলভ হইতে পারে।

ঢাকাস্থ আমাদের এক জনবিজ্ঞ সহযোগী বলেন, তন্তুবায়গণ এক্ষণে যেরূপ বিদ্যাশিক্ষায় যত্ন দেখাইতেছে, তাহাতে কেবল দেশীয় বস্ত্রের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। আমাদের বিবেচনার সহযোগীর এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। স্বীকার করি, তন্তুবায়গণ লেখা পড়া শিখিতেছে, কিন্তু লেখা পড়া শিখিলেই যে, তন্তুকার্য্য ছাড়িবে, এ কোন কথা? জানি, লেখা পড়া শিখিলেই লোকে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদার্থী হয়, কিন্তু এক্ষণে যেরূপ কাল পড়িয়াছে, গবর্ণমেণ্টের প্রসাদলাভেরআশা আর কাহারও হৃদয়ে অধিক স্থান পায় না, সুতরাং এক্ষণে লেখা পড়া শিখিলে তন্তুবায়গণ তন্তুকার্য্যের বরং উন্নতি সাধন করিবে। মনে করুন, শিক্ষিত তন্তুবায়গণ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিল, তাহাদের স্থানে কি অন্য জাতীয় লোক পাওয়া যাইবে না? তন্তুবায়ের পুত্র তন্তুকার্য্য করিবে, সূত্রধর পুত্র সূত্রধরের কার্য্য করিবে, কৃষকপুত্র কৃষিকার্য্য করিবে, জাতিগত ব্যবসায় এই একচেটিয়া ভাব বঙ্গদেশ হইতে দূর হইতেছে। এক্ষণে সূত্রধারের পুত্র কৃষিকার্য্য, এবং তন্তুবায়পুত্র চিত্রকার্য্য করিতে লজ্জা বোধ করে না। যদিও এরূপ পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্র দেখা যায় না, কিন্তু সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, এরূপ পরিবর্ত্তনের দিন অতি সন্নিকট বলিয়া বোধ হয়। অতএব সুবিজ্ঞ সহযোগীর আশঙ্কা অমূলক, তিনি স্বচ্ছন্দে দেশীয় বস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে পারেন। এবং কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইলেও স্বীকার করা কর্ত্তব্য। দেখ, ইংরেজ তোতামিস্ত্রীর নিকট জুতা কিনিল না, ওয়াটের বাড়ী কিনিল। জুতা সেই, তথাপি ইংরাজ

অধিক মূল্য দিয়া ওয়াটের বাড়ী কিনিল, দেশীয় দোকানে যাইল না। ইহার কি অর্থ নাই, অবশ্য আছে। কারণটি অতি নিগূঢ়। ইংরাজ হৃদয় জাতীয়ভাব পরিপূর্ণ। ইংরাজ স্বজাতির উপকারের নিমিত্ত স্বার্থ হানি করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহাতেই ইংরাজ ওয়াটের বাড়ী জুতা কিনিল। দশ সহস্র ক্রোশ দূরে আসিয়া কিঞ্চিৎ লাভ করিবার নিমিত্ত ওয়াট ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে, ইংরাজ স্বজাতির আশা ভঙ্গ করে না, স্বজাতির নিমিত্ত ইংরাজ কিঞ্চিদধিক মূল্যে দ্রব্যাদি কিনিতে পারেন।

এই স্বজাতীয়ত্ব হইতে ইংরাজের উন্নতি। এক শত বর্ষের অধিক আমরা ইংরাজের সহবাস করিতেছি, ইংরাজের দোষগুলি সমুদায় গ্রহণ করিলাম, গুণ একটিও পাইলাম না। তাহা না হইলে, আমরা বঙ্গের ঘোড়া প্রতি আনা দুই চারি অধিক দিতে কুণ্ঠিত হই কেন? আমাদের মনে ভ্রমেও এমন দেবতুল্য ভাব উঠে না, যে, যাহা অধিক মূল্য দিব, তাহা স্বদেশীয়েরাই উপভোগ করিবে, স্বদেশীয় লোক উপভোগ করিলেই আমার ভোগ করা হইল। যত দিন না এইরূপ উদারভাব আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তত দিন উন্নতি হইবে না।

ঢাকার সভ্যগণের নিকট আমাদের নিবেদন এই, তাঁহারা শুদ্ধ তন্তুবায়গণকে উৎসাহ দিয়া যেন ক্ষান্ত না থাকেন। শুদ্ধ তন্তুবায়গণ দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া মাঞ্চেষ্টারের সমকক্ষ হইতে পারা যায় না, যাহাতে দেশের মধ্যে বস্ত্রের কল স্থাপিত হয়, কায়মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টা করুন। এরূপ মহদ্ব্যাপার বহু ব্যয় সাধ্য, শীঘ্র হইবার নহে, কিন্তু যেন চেষ্টা থাকে। আমরা দেশীয় সকলকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন ইহাদিগকে সাহায্য করিতে ত্রুটি না করেন। নবসভার সভ্যগণ সকলের ধন্যবাদের পাত্র। আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহাদের শুভকামনা সফল হউক।

অবিশ্বাস।

হগ, হিউম, হিগিন্‌বটম্, হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ আমাদিগকে অবিশ্বাস করিতেছেন, তামস মেকলে সাহেব অবিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা মত সমস্ত ইংরেজ জাতি আমাদিগকে অবিশ্বাস করেন। এইরূপে ভারতশত্রুগণ আমাদের জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া, বিস্তর ক্ষতি করিতেছেন; রাজা প্রজা সম্বন্ধে ইহা হইতে বিস্তর অনিষ্ট উদ্ভূত হইতেছে। কিন্তু ইহা অপরিহার্য্য, আক্ষেপ করিবার বটে, কিন্তু কোনমতেই এড়াইতে পারা যায় না। আমরা ক্ষুদ্র জিহ্বায়, ক্ষুদ্র স্বরে, অল্প চীৎকার করিয়া, প্রতিবাদ করিলে, কিছুই হইবে না, ইংরাজগণ আমাদিগকে আর বিশ্বাস করিতে পারেন না, আমরা শপথ করিয়া,—ছেলের মাথায় হাত দিয়া,—বলিলেও ইংরেজ মেকলে সাহেবের কথা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং ইহার জন্য আক্রোশ করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু ভারতবাসী হইয়া ভারতবাসীকে, বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে, কেশবচন্দ্র উপেন্দ্রচন্দ্রকে অবিশ্বাস করিলে, সহ্য হয় না। কোথায় সকলে মিলিয়া, পরস্পরের দোষ ভুলিয়া, ভাই ভাই একত্র হইয়া দাবদগ্ধ বনমাঝে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া কোনরূপে সুখে দুখে কালাতিপাত করিব, না, আমরা পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস করিয়া, জানিয়া শুনিয়া দাবানলাভিমুখে ধাবমান হইতেছি। ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়!

পৃথিবী মধ্যে যাঁহারা ঋষি বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের উপদেশে শ্রবণ করিয়াছি, যে, জন্মভূমি মায়া মনুষ্যকে অন্ধ করিয়া ফেলে, মনুষ্যের বিবেক কাড়িয়া লয়। এই মায়াবশে মনুষ্য মাত্রেই জন্মভূমির দোষ গুণ বিচার করিতে পারে না, জন্মভূমির তুল্য সুন্দর ভূমি কুত্রাপি নাই, এই পক্ষপাতিত্ব স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। এই জন্মভূমির মায়ার সঙ্গে সঙ্গে সজাতি মায়া অপনা হইতে উৎপন্ন হয়। সজাতি ধন্য মান্য অদ্বিতীয়, সজাতি এক হইয়া বিক্রমে সহস্র হউক ইহা মনুষ্যমাত্রেরই আশা। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সজাতি মায়া নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সজাতি মায়া নাই বলিয়াই ত আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি না। তাহা না হইলে ইণ্ডিয়ান মিরর, গ্রেট ন্যাসনেল রঙ্গভূমির অভিনেতৃগণের দুরবস্থায় এত আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন কেন? তাহা না হইলে, সমাজের মুখপাত হইয়া মিরর এমন সময়ে গবর্ণমেণ্টকে কেন এত ধন্যবাদ দিবেন? যাহা শুনিয়া মনুষ্যমাত্রেরই শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে, ধন্য বাঙ্গালী। সেই কথা শুনিয়াঅবিচলিত চিত্তে আহ্লাদ করিতেছ! জানিলাম তুমি মনুষ্যত্ব হারাইয়াছ, তোমাকে অসাড় বলিলে লোকে আবার রাগ করেন, জানিলাম তুমি অসাড়, আসার; নীচ, তোমার উন্নতি হইবার এখনও অনেক দিন বিলম্ব আছে।

শিক্ষাবিভাগে মহামারী।

এই এক বৎসর মধ্যে শিক্ষাবিভাগ অনেক অমূল্য নিধি হারাইল! অতুল গণিতশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক বিবি সাহেব অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সকলের ভক্তিভাজন পরম দেশহিতৈষী সাহিত্যাধ্যাপক বাবু প্যারীচরণ সরকার ভারত মাতার বক্ষে আর একটি শেল বিদ্ধ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। বিজ্ঞানরসিক শিষ্যপ্রিয় উইলসন সাহেব নিঃশব্দে কালকবলে নিহিত হইলেন। শিক্ষাবিভাগের চূড়াবলম্বী সৌম্যমূর্ত্তি আট কিন্সন সাহেব অনেককে শোকাকুল করিয়া সংসার লীলা সম্বরণ করিলেন। আবার দিন কয়েক গত হইল, সর্ব্ববিদ্যা পারদর্শী ভারতহিতরত বাগ্দেবীর বরপুত্র লব সাহেব ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন! এইরূপে এক বৎসর মধ্যে শিক্ষাবিভাগ হইতে এতগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। নূতন একজন অধ্যাপক

বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন, শুনিয়াছি তিনি ভারতে পদার্পণ করিয়াই গৃতাসু হইয়াছেন। আবার শুনিতেছি কি এই আশঙ্কায় টনি এবং সটক্লিফ সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত অবসর লইতেছেন। এই মহামারী সকলকেই ভীত করিয়াছে। ভারতের পোড়া অদৃষ্ট, ভারতের সঙ্গে যিনিই ঘনিষ্ঠতা করিবেন, তাঁহারই অদৃষ্ট পুড়িবে।

চুঁচুড়া কালেজের অধ্যক্ষ থোয়েটস্ সাহেবও মহামারীর কোপে পড়িয়াছেন। ইহার বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ শরীর দেখিয়া কেহই পীড়া আশঙ্কা করেন নাই। দিন কয়েক ধরিয়া ইনি বহুমূত্র রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। ইহার শরীরের রক্তমাংস নাই, দিন দিন কৃশ হইতেছেন। চিকিৎসকেরা কিছুই করিতে পারিতেছেন না। শুনিতে পাওয়া যায়, ইনি শীঘ্রই বিলাত গমন করিবেন। শৃঙ্খলামত অধ্যক্ষের কার্য্য ইহার মত কেহ করিতে পারিবেন না। ইনি আর এক্ষণে অধ্যাপনা করেন না, বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী কালেজ বিভাগে গণিত পড়াইতেছেন। শুনিলাম ২৩শে মার্চ পর্য্যন্ত এইরূপ বন্দোবস্ত চলিবে, তৎপরে পরিবর্ত্তন হইবে। দুঃখের বিষয়, যেমন যার তেমন আর হয় না।

যাঁহারা সাহেব হইয়া, শ্বেতচর্ম্ম ধারণ করিয়া, উচ্চ পদস্থ হইয়া, বাঙ্গালিকে ভালবাসেন আমরা তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। শিক্ষাবিভাগ পণ্ডিত মণ্ডলী, শিক্ষা বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীরা প্রায়ই সজ্জন, সেই শিক্ষা বিভাগে মহামারী দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই ভীত হইয়াছি।

কন্যাবিক্রয়।

যেরূপ পুত্রবান্ লোকের পক্ষে কোন কোন স্থলে বিবাহ কার্য্য ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ অনেক স্থলে কন্যা সন্তান একটী প্রধান মূলধনের উপায় স্বরূপ হইয়াছে। সকলেই নিত্যই দেখিতেছেন, কতশত ব্রাহ্মণকে অসীম পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইতেছে। পণোপযুক্ত অর্থাভাবে অনেকের বিবাহ হইতেছে না। ৪০০, টাকা ভিন্ন কন্যা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ঐ পণ ব্যতীত অলঙ্কারাদির নিমিত্ত আর ৩০০ টাকা আবশ্যক। এত টাকা সংগ্রহ করা লোকের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। বিবাহের টাকার নিমিত্ত অনেক লোককে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়, আর ঐ ঋণভারে সমস্ত জীবন অতিশয় ক্লেশে অতিবাহিত হয়। হয়ত কাহাকেও ঐ ঋণ দায়ে শ্রীধর দর্শন করিতে হয়। যদি কেহ বলেন, এরূপ স্থলে বিবাহ করা অনুপযুক্ত, কিন্তু তাঁহার বিবেচনা করা আবশ্যক যে, কথাটি বলা অপেক্ষা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। প্রায় সমস্ত মানবের মনে সংসারাশ্রমের সুখ ভোগ লালসা সতত জাগরূক থাকে।

তিলি জাতির মধ্যে যাহারা শেঠ, কুণ্ডু বা দে পদবী ধারী তাহাদেরই কেবল বিবাহ মঙ্গলের বিষয় দেখা যায়, কিন্তু উক্ত জাতির মধ্যে যাহারা মৌলিক তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহ আশা পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিবাহের পণ ৮০০ টাকার ন্যূন দেখা যায় না। পণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়ের নিমিত্ত ৪০০ টাকা আবশ্যক। যদিও ঐ জাতি মধ্যে ব্যবসায়োপজীবিকা অনেকেরই, তথাচ বিবাহার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে অপারগ, এরূপ সকল গ্রামেই আছে। কোন একটি পরিবারে যদি চারিটি ভ্রাতা থাকে, ও এক খানি দোকানের উপার্জ্জনে তাহাদের ভরণ পোষণ হয়, তবে হয়ত কাহারও বিবাহ হইল না কিম্বা অগ্রজের বিবাহে মূলধন শেষ হওয়াতে জীবন ধারণের ক্লেশের সীমা রহিল না।

এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে বিবাহের পণের অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে যে বিবিধ প্রকার অপরিহার্য্য ক্ষতি হইতেছে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। এই ক্ষতি পরিহারের নানাবিধ উপায় হইতে পারে। প্রথমত কোন এক জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের কৃতবিদ্য দলে কোন এক স্থানে সমবেত হইয়া বিবাহের সম্ভব মত পণ নির্দ্ধারিত করেন এবং এই বিধি করেন যে, নির্দ্দিষ্ট পণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পণ চাহিলে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত পণ প্রথা স্থগিত করা কিম্বা পণ লইয়া তাহা সমস্ত বা তাহার কিয়দংশ বরপাত্রকে ব্যবসায়াদি কার্য্যার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া প্রত্যর্পণ করা। এই বিষয়ে সকল সংবাদপত্র এক সময়ে পরামর্শ প্রদান করিলে সমাজের কথঞ্চিৎ চৈতন্য হইতে পারে? এইরূপ কোন কোন সামাজিক প্রস্তাবের জন্য দিনস্থির করিয়া প্রস্তাব লেখা ভাল বলিয়া বোধ হয়। এবং যিনি কর্ত্তব্য বোধ করেন তিনি অবশ্যই কিছু না কিছু লিখিবেন, সকলে এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়াও কর্ত্তব্য।

জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী।

ইংরাজ কোম্পানী-প্রিয় এবং এই কোম্পানী প্রথার দ্বারা বিস্তর উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল ব্যাপার এক ব্যক্তির মূলধনে এবং বুদ্ধিতে সাধ্য নহে, কোম্পানী অনায়াসে সেই সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে। যে দেশ অতি দরিদ্র অথবা যেখানকার ধন কয়েকটি ধনীর হস্তে না থাকিয়া অনেকের নিকট ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে দেশে কোম্পানী দ্বারা প্রভূত উপকার হইতে পারে।

আমাদের দেশ দিন দিন দরিদ্র হইতে চলিল, এ সময় বিদেশের সহিত বাণিজ্যাদি না করিলে ইহার অভ্যুদয় হইবে না। কিন্তু দেশীয় একজন ব্যক্তির এমন বিপুল মূলধন নাই (থাকিলেও প্রবৃত্তি একেবারে নাই) যে, তিনি সমুদয় ব্যয় স্বীকার করিয়া অন্য দেশীয় শতলক্ষপতি কোম্পানীর সমকক্ষ হইয়া বাণিজ্য কার্য্যে লাভ করিতে পারেন। সুতরাং এক সহস্র দেশীয় লোক একত্র হইয়া প্রত্যেকে কিছু কিছু মূলধন দিয়া জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী স্থাপন করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে মূল ধনের অভাব থাকিবে না চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের ব্যবসা ও বাণিজ্য পক্ষে দুরবস্থা

পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে, মূল ধন নাই এবং ধনীদিগের বাণিজ্য স্পৃহা নাই বলিয়াই, ভারতবর্ষের বাণিজ্য দিন দিন লোপ পাইতেছে। এমন কি কৃষকেরা মূল ধন পায় না বলিয়াই কৃষিকার্য্যের অবস্থা মন্দ হইতেছে। কোম্পানী স্থাপিত হইলে এই সকল অসুবিধা দূর হইবে।

একতা, একতা, করিয়া প্রত্যহ যে হাহাকার করি, কোম্পানী স্থাপিত হইলে সেই একতা আমাদের করতল ন্যস্ত হইবে। কোম্পানীতে অনেকের স্বার্থ একীভূত হইবে, এবং তাহারই নাম একতা। দেখ ভারতবর্ষে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল, ম্যানঞ্চেষ্টারের ব্যবসাদার সকলে ক্ষেপিয়া উঠিল, সকলে একত্র হইয়া এই দেশীয় ব্যবসা উৎসন্ন করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় দেখিতে লাগিল, এবং অবশেষে ভারতবর্ষে আমদানি মালের উপর যে শুল্ক ছিল, তাহা রহিত করিল। এই শুল্ক রহিত কোথা হইতে হইল? ম্যাঞ্চেষ্টারের একতা হইতে। একতা কোথা হইতে জন্মিল? প্রত্যেকের স্বার্থহানি হয় বলিয়া। আমাদের দেশীয়েরা কোম্পানী স্থাপিত করিলে, দেশ ধনশালী হইবে, এবং সর্ব্বত্র একতা বিরাজ করিবে।

কলিকাতার রেজিষ্ট্রার বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানী দিগের ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের যে বিজ্ঞাপনী দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া গেল যে, বঙ্গদেশে এক শত বত্রিশটী জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী আছে। ইহাদের সর্ব্বসমেত মূলধন ৭২২,৩৫,০০০ টাকা। ইহা ব্যতীত বিদ্যা, বিজ্ঞান, এবং দাতব্য বিষয়ক ১২ টী সমাজ আছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১৯ টি কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, ইহাদের মূলধন ৫৭,১৬,৫০০, টাকা। এই টাকার মধ্যে ২৩,২৬,০০০ টাকা এক মাত্র চা—ব্যবসায়ে বদ্ধ আছে। চারিটি কোম্পানী গতবৎসর তাহাদের মূলধন ২,৫২,৫০০ টাকা বর্দ্ধিত করিয়াছে। ইহার মধ্যে চা-কোম্পানীরা ১,৮০,০০০ টাকা বাড়াইয়াছে। ২৫,০৫০০০ টাকা মূলধনের ৯ টি কোম্পানী গত বৎসর তাহাদের ব্যবসা গুটাইয়া লইয়াছে। ইহা ব্যতীত ও ওয়েষ্টান কাফি কোম্পানী এবং নাশনাল থিয়েটর কোম্পানির লোপ পাইয়াছে।

এই বিজ্ঞাপনী দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, যে, চা-ব্যবসায়ে দেশের এত টাকা বদ্ধ রহিয়াছে। এদেশে অন্যান্য কত ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য থাকাতেও কেবল চার ব্যবসা এত অধিক হইবার কোন কারণ দেখি না। এক কারণ যে সাহেবেরা ঐদিকে ঝুঁকিয়াছেন; আর সাহেবেরা ঝুঁকিয়াছেন, কেন না তাহারা উষাপানের জন্য চির দিন চীনের গলগ্রহ থাকিতে চান না। ৭৩ টি কোম্পানী কেবল চা-ব্যবসা করিয়া থাকে।

প্রতাপ বাবু অতি যত্নে যে বিজ্ঞাপনীটী প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা পাঠ করিয়া সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিবেন। তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু একটি বিষয়ে বিজ্ঞাপনীটি আমাদের নিকট অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। দেশীয়গণ কোন্ কোন্ কোম্পানী স্থাপিত করিল, অথবা কয়টি কোম্পানী দেশীয়গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইল, প্রতাপবাবু এবিষয়ের ছন্দাংশও সংবাদ দেন নাই। এই বিবরণ না থাকাতে দেশের ভাল মন্দ, কিছুই জানিতে পারা গেল না।

যুবরাজপঞ্জী।

৭ই মার্চ্চ। যুবরাজ এলাহাবাদ হইতে রাত্রি ৭॥ টার সময় খান্দোয়ায় পৌঁছেন। বিশ্রামের পর নগর ভ্রমণ করেন। খান্দোয়া ষ্টেশন উত্তম রূপে আলোকিত ও সুসজ্জিত হইয়াছিল।

১০ মার্চ্চ। যুবরাজ ইন্দোরে উপস্থিত হন। জেনেরেল ডালি তাঁহাকে চোরাল চৌকি ষ্টেশনে আদরের সহিত গ্রহণ করেন। মহারাজ হোলকার তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ ৫ মাইল অগ্রসর হইয়াছিলেন। অন্যান্য রাজা দিগের ন্যায় ইনি ধূমধাম করেন নাই। কিন্তু যুবরাজের প্রতি তাঁহার ও তদীয় প্রজাবর্গের আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। যুবরাজ অপরাহ্নে ধার, দেওয়ার, রাটলাম ও জৌরার রাজা দিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবং নগরের ভিতর দিয়া লালবাগে যাইয়া দরবার করেন। দরবারের পর রেসিডেন্সীতে আগমন করেন। তথায় মহা সমারোহে ভোজ ও নৃত্যাদি হয়।

১১ই মার্চ্চ। যুবরাজ জব্বলপুর ষ্টেশনে একবার নামিয়া কমিশনরের আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক বোম্বায়ে B. B. & C. I. রেলওয়ের চর্চ্চগেট ষ্টেশনে উপস্থিত হন। সেখানে বোম্বাইয়ের গবর্ণর, ও সৈন্যাধ্যক্ষ দলেবলে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন।

১৩ই মার্চ্চ। বোম্বাইয়ের মিউনিসিপাল সমাজ যুবরাজকে বিদায় অভিনন্দন দেন। যুবরাজ তদুত্তরে বলেন যে "এই সুবিস্তীর্ণ ভারত দেখিতে পাওয়ায় আমি অবশ্য কৃতজ্ঞতা বোধ করিব। আমি সকল স্থানেই যেপ্রকার সম্মান, সমাদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং ভারতবর্ষীয়দিগকে আমি যেরূপ ধৈর্য্যশালী, পরিশ্রমী এবং রাজভক্ত দেখিয়াছি, তাহাতে আমার প্রীতির পরিমাণ হইতেছে না। এখানে আসিয়া আমার মনে যেরূপ ভাব অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আমি কস্মিন্‌কালেও ভুলিব না।" অপরাহ্ণ ৪টার সময় যুবরাজ স্বদেশে শুভ যাত্রা করিলেন, তখন সমুদায় মানোয়ার হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল।

ইতি যুবরাজ-পঞ্জী সমাপ্ত।

সংবাদ।

বিগত ২৯ শে ফাল্গুন বেলা ১০ ঘটিকার সময় দ্বারবাসিনী ও নিকটস্থ কএকটি পল্লীতে শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল। করকাগুলি প্রায় কপোতডিম্ব পরিমিত। ঐ দিবসে সন্ধ্যার সময়ও অতিশয় ঝড় বৃষ্টি হয়, একজন গ্রাম্য

কৈবর্ত্তের ঐ রাত্রে বিবাহ স্থির ছিল; সে বৃষ্টি হেতু শিবিকা অভাবে পদ ব্রজে বিবাহ করিতে গমন করে। বর পদ ব্রজে আগমন করিয়াছে শ্রবণ করিয়া কন্যার পিতা পণাতিরিক্ত কয়েকটি মুদ্রা গ্রহণ করে। অর্থলোভীর অর্থোপায়ের উপলক্ষের অভাব নাই।

এই শুক্রবারের পূর্ব্ব শুক্রবার বেলা তিনটার সময় বারুইপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল পরলোক গমন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর ইনি বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হয়েন। তাহার পর এবার পদদেশে ক্ষত হইয়াছিল। এই রোগেই তিনি মরিয়াছেন। মহিমবাবু ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে মুহুরী, তৎপরে পেশকার, সেরেস্তাদার এবং পরিশেষে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া অতি সুখ্যাতির সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। সাতিশয় দুঃখের বিষয় প্যারীবাবুর ন্যায় ইঁহার বৃদ্ধা জননী এখনও জীবিতাআছেন। মহিমবাবু চারিটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

গত রবিবার চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালের কার্য্য সুন্দর হইয়াছিল। বাবু শম্ভুনাথ গড়গড়ীর সরল ভক্তি পরিপূর্ণ বক্তৃতা এবং সুলতানগাছা বিদ্যালয়ের শিক্ষক নন্দবাবু এবং চুঁচুড়া নিবাসী মতিবাবুর ভক্তির সঙ্গীত সকলেরই হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল। পরে সমাজ ভাঙ্গিলে দরিদ্রগণকে এক একখানি বস্ত্র ও কিছু কিছু মিষ্টান্ন প্রদান করা হইয়াছিল। রাত্রে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বেচারাম বাবু আসিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণমনোহর নহে।

২৯শে ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যার সময় ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তৎকালে ঘোষপাড়ার মেলা হইতে একখানি নৌকা আসিতেছিল। নৌকা লোকে পরিপূর্ণ। প্রবল বাত্যায় তুফান হওয়াতে ফরাসিডাঙ্গার সম্মুখে নৌকা ডুবিয়া যায়। ফরাসি গবর্ণমেণ্ট অতি যত্নে নৌকাখানি নদী হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে চৌদ্দজন আরোহী মৃত এবং তিন জনের কিঞ্চিৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে দেখা গিয়াছিল। ফরাসিশ পুলিস অতি যত্নে এই তিন জনের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ফরাসিডাঙ্গাবাসী ডাক্তার রাজচন্দ্র দত্ত, বাবু কেদার নাথ নিয়োগী ও বাবু পার্ব্বতী চরণ ঘোষ ইত্যাদি লোকে বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া ইহাদিগের বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ তিনটি লোক এইরূপ যত্নে জীবিত হইল। পরদিন একটী বাবু আসিয়া কহিলেন, যে নৌকা মগ্ন হইবার সময় তিনি নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া নদীতে পড়িয়াছিলেন এবং সাঁতার দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছেন। পুলিস আদেশ দিলেন যে, শবগুলিকে পুঁতিয়া ফেলা হয়। এরূপ আচার হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া ডাক্তার রাজচন্দ্র দত্ত উক্ত চৌদ্দটী মৃত দেহ দাহ করিবার সমুদয় ব্যয় নিজে দিতে স্বীকার করিলেন। শবগুলির একত্র দাহ হইল। জীবিত গণের প্রমুখাৎ শুনা গেল যে, নৌকাতে প্রায় ৩০ জন আরোহী ছিল, অবশিষ্ট আরোহী এবং নাবিকদিগের এপর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

হুগলীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মিড্‌লটন সাহেব শ্রীরামপুর সবডিবিজনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীরামপুরের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট গড্‌ফ্রে সাহেব হুগলী সদর ষ্টেশনে বদলি হইলেন।

সাতক্ষীরার সব্ ডেপুটি কলেক্টর বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ যশোহরের একটিং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন।

বাবু মন্মথকুমার বসু সাতক্ষীরার একটিং সব ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

বীরভূমের সব ডেপুটি কলেক্টর বাবু বিনোদবিহারী সরকার এক মাস ছুটি পাইলেন।

সিরাজগঞ্জের সব ডেপুটি কলেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর জেলার একটিং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

বাগেরহাটের ডেঃ মাঃ বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী দ্বারভাঙ্গার বদলি হইলেন।

দ্বারভাঙ্গার ডেঃ মাঃ বাবু রামচরণ বসু বাগেরহাটে বদলি হইলেন।

আদেশ ছিল যেদিন হপ্‌কিন্স সাহেব ছুটি লইবেন, সেই দিন হইতে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্থানে পশ্চিম বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য করিবেন। সুতরাং ১৭ই মার্চ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন বাবু একটিং ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

লব সাহেবের মৃত্যুতে পাটনা কালেজের অধ্যক্ষ মেক্রিণ্ডেল সাহেব শিক্ষাবিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নত হইলেন।

লেথব্রিজ, গারেট এবং ইউব্যাঙ্ক সাহেব স্বস্ব পদে পাকা হইলেন।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার মুন্সেফ বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য উক্ত জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার দ্বিতীয় মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

ছোট লাট সাহেব ১৮৭৪।৭৫ সালের রোডশেষ সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ৭২।৭৩ শালে ১৬টী জেলাতে, পর বৎসর ২টী জেলাতে এবং ৭৪।৭৫ শালে বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, ময়মনসিংহ ও মাদ্রাবিপুর উপবিভাগে রোডশেষের কার্য্য সমাধা হয়। এবং আরও ১৮টী জেলার কার্য্য আরম্ভ হয়। দারজিলিং, কোচবিহার, চট্টগ্রাম পাহাড়, সাঁওতাল পরগণা ও সিংহভূম এই কয়টি জেলাতে রোডশেষের কার্য্য আরম্ভ

হয় নাই। এ বৎসর কার্য্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গোলমাল হয় নাই। জমীদারেরা সহজে আপন আপনদের দিয়াছেন। জরীমানা করিয়া পীড়াপীড়ি করিতে হয় নাই। কিন্তু ত্রিপুরাতে ১৬৩২ টাকা জরিমানা করিতে হইয়াছিল। বাঁকুড়ায় কেবলমাত্র ১ জনের ও ময়মনসিংহে ৩৭০ টাকা জরিমানা হয়। এই বৎসরে ১১টি ত্রিপুরা হইতে ও ১টি বীরভূম হইতে মোটে ১২টি মাত্র মোকদ্দামা ১৮ও১৯ ধারা মতে কমিশনরের নিকট আপীল হইয়াছে।

হুগলি ভুঁটেবাজার নিবাসী বাবু অক্ষয় কুমার মল্লিকের ৮ বৎসরের ১টি পুত্র গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হইয়াছে।

১৮৭৫।৭৬ শালে হুগলি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের গুরু বিভাগে ৪৮ জন গুরু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ২৪ জন প্রথম বিভাগে ও ২৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে।

উত্তর পশ্চিম—জোয়ানপুর।

১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিস গেজেট পাঠ করিয়া অবগত হওয়া গেল যে, যে সকল পুলিস কর্ম্মচারী ও চৌকিদার যুবরাজের আগমনোপলক্ষে বারাণসীতে ও আগরাতে নিযুক্ত ছিল, এই প্রদেশের পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সাহেব তাহাদের সদ্ব্যবহার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের গোচর করাতে তিনি তাহাদের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পুরস্কার মঞ্জুর করিয়াছেন।

যাহারা বারাণসীতে ও আগরাতে নিযুক্ত ছিল, তাহারা এইরূপ পুরস্কার পাইবে।

ইন্‌স্পেক্টর	৩০ টাকা
সব্ ইন্‌স্পেক্টর	১০ ,,
হেড্ কনেষ্টেবল	৪ ,,
অশ্বারূঢ় কনেষ্টেবল	২ ,,
পদাতিক ঐ	২ ,,
গ্রাম্য চৌকিদার	২ ,,

যাহারা কেবল বারাণসীতে ছিল, তাহারা উপর উক্ত পুরস্কারের অর্দ্ধেক পাইবে।

ইন্‌স্পেক্টর জে, স্পেক্ সাহেব যুবরাজের শিবির রক্ষার্থ পুলিসদলের অধ্যক্ষ হইয়া, বারাণসীতে ও আগরায় ছিলেন। ছোট লাট সাহেব তাঁহাকে এক মাসের বেতন তুল্য ১৫০ টাকা পারিতোষিক দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারি সাহাগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে একজন আগরওয়ালা বণিক কুবুদ্ধিক্রমে ষ্টেশনস্থিত তুলার বস্তা হইতে এক ছটাকের কম তুলা খুটিয়া লইয়াছিল। এই অপরাধে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ২৫ বেত্রাঘাত আজ্ঞা দিয়াছেন। লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

প্রয়াগে একটি অদ্ভুত চুরি হইয়া গিয়াছে। শিয়ালকোট নিবাসী আগা মহম্মদ বক্‌স নামে এক জন শাল বিক্রেতা প্রয়াগে শাল বিক্রয় করিতে যায়। সেখানে ভৈরবপ্রসাদ নামে একটি ভদ্র লোকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। ৫।৬ দিবস পরস্পর একত্র থাকিয়া ইহারা অতিশয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। পরে এক দিবস ভৈরবপ্রসাদ আগা সাহেবের নিকট হইতে ৪ যোড়া শাল ক্রয় করিল। মূল্য ৪০০ শত টাকা আগা সাহেবও চাহিল না, ভৈরবপ্রসাদও দিল না। পরে ১০০ টাকা মূল্যের আর ১ যোড়া চাহিলে, আগা সাহেব ৫ যোড়ার মূল্য চাহে। ইহাতে ভৈরবপ্রসাদ ১০০০ এক হাজার টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া কহে, অবশিষ্ট ৫০০ শত টাকা দেও। আগা সাহেব টাকা দিতে না পারায়, নোট ভাঙ্গাইতে ভৈরবপ্রসাদ ব্যাঙ্কে গমন করিতে চাহিল। আগা সাহেবের ১০০ টাকার খুচরা নোট ছিল, তিনি ঐ সকল দিয়া একখানি নোট আনিতে ভৈরবপ্রসাদের হস্তে দিলেন। ভৈরবপ্রসাদ শাল ও ১০০ টাকা নোট লইয়া যে যাইল, আর ফিরিল না। পরে শেষের শাল যোড়াটি আরা ডাকঘরে পার্শেল আটক হইয়াছে।

১৭ই ফেব্রুয়ারি গোবিন্দপুর গ্রামে এক জন বরযাত্রী উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বীরভূম—পাঁচতোপী।

পাঁচতোপী এবং তৎসন্নিকটস্থ কয়েক গ্রাম ফতেসিংহাধিপতিদিগের জমীদারী ছিল, এই সকল হইতে ৩৫০০ টাকা আদায় হইত। ৪।৫ বৎসর হইল, পাঁচতোপী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক ৭০০০টাকায় এই সম্পত্তির পত্তনি লইয়াছেন। এই কয়েক বৎসর দুর্ভিক্ষে গ্রাম সকল প্রপীড়িত, তাহাতে আবার দ্বিগুণ হারে খাজানা আদায়; গ্রামবাসীগণের ক্লেশের সীমা পরিসীমা নাই। এই বৎসর কিছু শস্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কৃষকেরাই খাইবে, না, বিক্রয় করিয়া পত্তনী দারের খাজানা দিবে। এদিকে পত্তনীদার খাজানা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার অধীন একশত গোপ, গ্রাম সকল উচ্ছিন্ন করিল। কৃষকগণ পত্তনীদারের কর্ম্মচারীগণকে বিস্তর উৎকোচ প্রদান করিয়া শস্য কাটিতে পাইয়াছে। অনেকের শস্য পত্তনীদার কাটিয়া লইয়া গিয়াছেন। জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট প্রজার মা বাপ, তাঁহারা কি এ সব চক্ষু চাহিয়া দেখিবেন না?

নদীয়া—যমুনা।

আমরাও লিখিলাম, অন্যান্য সংবাদপত্রেও লিখিল, এবং যমুনা নদীতীরস্থ প্রজাবৃন্দ অনেকবার আবেদন করিল, যমুনানদী প্রশস্ত করিয়া কাটাইয়া দেও। যমুনা নদী প্রশস্ত হইলে, তীরস্থ প্রজাবর্গের আর জলকষ্ট হইবে না, কৃষকগণ ইহার জল লইয়া কৃষিকার্য্য করিতে পারিবে, এক্ষণে কলিকাতা প্রদক্ষিণ করিয়া, সুন্দরবনে যাইতে হয়, যমুনা নদী কাটাইলে, অত্যল্প সময় মধ্যে সুন্দরবনে যাতায়াত করিতে পাওয়া যায়, এবং গবর্ণমেণ্টেরও টোল ইত্যাদিতে বিস্তর আয় হইতে পারে। এইরূপ নানা যুক্তি প্রদর্শিত হইল। 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'। শুনিয়া আমরা বসিয়া পড়িলাম, গবর্ণমেণ্ট যমুনা নদীর গর্ভস্থিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী কি না, জমীদারেরা উক্ত ভূমি কর্ষণ করিতে উদ্যত কি না, ইত্যাদি সংবাদ জমীদারদিগের নিকট হইতে চাহিয়াছেন। কোথায় আশা ছিল, যমুনা নদী কাটা হইলে, দেশের নষ্টপ্রায় বাণিজ্য সজীব হইবে, এখন দেখিতেছি সে আশা দুরাশা। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা,—দোহাই গবর্ণমেণ্ট, প্রজাকে এত ক্লেশ দিও না,—যমুনা কাটিতে আজ্ঞা দেও,—তোমাদের খ্রীষ্টধর্ম্মের দোহাই—প্রজাদিগকে জলকষ্টে মারিও না।

বর্দ্ধমান—বলগনা।

বর্দ্ধমান জেলায় যে নয়টী স্থানে প্রাইমরী পরীক্ষা গৃহীত হয়, তন্মধ্যে কাল্না সব ডিবিজনের অধীন বলগনা গ্রাম একটি স্থান। এখানে বর্ত্তমান বর্ষে সুযোগ্য সব্ ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন ভট্টাচার্য্য পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। ইহার কার্য্য গুণে ও ঔদার্য্য-ব্যবহারে এখানকার তাবল্লোকেই পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। প্রায় এক শত পরীক্ষার্থী ছাত্র উপস্থিত হয়, এবং ছাত্রদিগের সমভিব্যাহারে বিংশত্যধিক শিক্ষক আইসেন। সব্ ইনস্পেক্টর মহাশয়ের কার্য্য-কারিতা গুণে পরীক্ষা বিষয়ে কিছুমাত্র অন্যায়াচরণ ঘটিতে পায় নাই। প্রথম দিবসের পূর্ব্বাহ্নে কিছু গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা দর্শনে সব্ ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়, সদসৎ সমস্ত শিক্ষককেই পরীক্ষা স্থলে যাইতে নিষেধ করিলেন। কেবল মিডেল ক্লাশ ইংরাজী স্কুলের শ্রীযুক্ত মাষ্টর ও পণ্ডিত মহাশয়দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমস্ত কার্য্য সমাধা করেন; মৌখিক পরীক্ষা স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক ইহার এই কয়েক দিবসের কার্য্য; এবং অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ সকল লোকের সহিত সমান ব্যবহার দর্শনে আমাদের এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইনি শিক্ষাবিভাগের এক জন উপযুক্ত, বিচক্ষণ, বহুদর্শী মনুষ্য; শিক্ষাবিভাগে এইরূপ লোকেরই বিশেষ প্রয়োজন।

পরীক্ষার পূর্ব্ব দিবসে যখন নানা স্থান হইতে এক এক জন শিক্ষক সমভিব্যাহারে অল্প বয়স্ক ৫।৭টী করিয়া বালক সন্ধ্যার প্রাক্কালে চারিদিক্ দিয়া গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন; সেই সময় তাঁহাদের আকারাদি দর্শন করিয়া, গ্রামের জমীদার মহাশয়, আদেশ করিলেন যে, "গ্রাম মধ্যে যে সকল শিক্ষক ও ছাত্রগণ উপস্থিত হইবেন, আমার নিজ সরকার হইতে ব্যয় করিয়া উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করত ভোজনেচ্ছু শিক্ষক ও ছাত্রবর্গকে যথারীতি আহারাদি করাইবে; ইহাতে যেন কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়।

প্রায় এক শত ছাত্র, বিংশতাধিক শিক্ষক ও তৎসমভিব্যাহারী লোক সমুদায়ে প্রায় দেড় শত জন হইবে। ইহার মধ্যে জন কয়েক শিক্ষক ও বিজাতীয় ছাত্র ব্যতীত প্রায় সকলেই পাক ক্রিয়ার ক্লেশানুভব না করিয়া আহ্লাদ সহকারে কয়দিন ভোজনাদি করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান—ভাঙ্গামোড়া।

অদ্য ৫।৭ দিবস হইল জাহানাবাদ থানার এলাকাধীন পুড় আউট পোষ্টের অতি নিকটে রামদাস দের বাটীতে সিঁদ হইয়া গিয়াছে। যারা ঘরে সিঁদ, তাই থাল, ঘটি ও রাঁধুনীর ২।১ খান সোনার গহনা বই আর কিছু চুরি করে নাই।

বিগত ২০ শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার এখানে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি কালে বৈকুণ্ঠপুরের মাঠে রবি খন্দ রক্ষার জন্য তিন জন কুটীর মধ্যে শয়ন করিয়াছিল, বজ্রাঘাতে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

জাহানাবাদ সবডিবিজানের অন্তর্গত গোঘাট গ্রামে শ্রীরাম কর্ম্মকার নামক ব্যক্তি আধুলি, সিকি, প্রস্তুত করিতেছে। সিকি আধুলি অবিকল গঠন, সহজে জানা যায় না। উহাতে অর্দ্ধেক রূপা ও অর্দ্ধেক দস্তা মিশ্রিত থাকে। এব্যক্তি অনেক দিন হইতে এই ব্যবসা করিতেছে। তাহার ৮।১০ জন পাইকার আছে। তাহারা মুরশিদাবাদ, বহরমপুর, আজিমগঞ্জ নামক স্থানে মহাজন দিগকে বিক্রয় করিয়া আইসে।

তারকেশ্বরে হালি মহান্তের আবার অত্যাচারে কথা গুলি কেন?

হুগলি—দ্বারবাসিনী।

ছোট লাট সাহেব বাহাদুরের মিনিটের অভিমত অনুসারেই বোধ হয়, হুগলি পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারীগণ ধনেখালী দ্বারবাসিনী প্রভৃতি পল্লীতে বসন্ত পঞ্চমীর পূর্ব্ব কৃষ্ণ পক্ষে সশিবির উপস্থিত ছিলেন। দ্বারবাসিনীতে ইন্‌স্পেক্টর ক্লিফটন্ সাহেব আগমন করেন। কএক দিবস সমারোহের সহিত রোদগস্ত করা হয়। কিন্তু গত কৃষ্ণ পক্ষে কি কারণ কাহারও আগমন হইল না, তাহা বুঝিলাম না। যদি দৌরাত্ম্য নিবারণ রোদগস্তের উদ্দেশ্য হয়, তাহা কি একবারের অসিত পক্ষেতে সাধিত হইল? কি এসকল পল্লীতে দৌরাত্ম্য হইবার সম্ভাবনা নাই, এই স্থির হইয়াছে?

কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, দ্বারবাসিনীর নিকটস্থ গ্রামে দুর্ভিক্ষবর্ষে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে ও একটি মাঠে বল-পূর্ব্বক লুঠ হইয়াছিল। শেষোক্ত দুর্বৃত্তেরা ধৃত হয় নাই। আর যদি পুলিসের কর্ম্মচারীগণ বিশেষ কার্য্যবশত এদিকে আসিতে পারেন নাই, তবে ভবিষ্যতে তাঁহাদের মধ্যে মধ্যে আগমন আবশ্যক, তাহা হইলে যদি কোন স্থানে দুষ্ট লোক থাকে, তথাচ দৌরাত্ম্য হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ।৷০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ পুস্তক আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩
ডাকমাসুল ... ।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০
ডাকমাসুল ... ৵০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

পলাশির যুদ্ধ।

নূতন মহাকাব্য মূল্য ... ... ১৲০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে, মুজাপুর ষ্ট্রীট্ নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

RIJU BRITTI
OR A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA.
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।

অর্থাৎ

প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের

অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত,

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির
আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

মূল্য ১, টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

It displays great erudition.
Monier Williams.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিটপাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৸০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

শ্রীহরিমোহন সুর, বি, এ, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি খোবাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী, ৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ... ৬৷৷০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ... ৩৲০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ... ২৲ মাসিক ... ৷৷০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৵০
ডাকমাসুল লাগিবে না।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৪ ভাগ } চুঁচুড়া—১৪ ই চৈত্র। রবিবার সন ১২৮২সাল। ইং ২৬ শে মার্চ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। { ২২ সংখ্যা

কল্পতরু।

(উপন্যাস)

মূল্য ১ এক টাকা, ডাক মাসুল ৵০ দুই আনা। কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের বিজ্ঞাপন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম তিন মাসের অর্থাৎ১২৮২সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের সংগ্রহ একত্র প্রকাশিত হইল। ইহার পরের আরও তিন চারি মাসের ফর্ম্মা মুদ্রিত আছে।

অনেক গ্রাহকের স্থানে অদ্যাপি প্রথম বৎসরের সম্পূর্ণ বা কিছু বাকি আছে। যাঁহাদের কাছে এইরূপ পাওনা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, তাহা সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন; এবং প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় বৎসর গ্রহণ করিতে যদি ইচ্ছা হয়, তবে দ্বিতীয় বৎসরের অন্ততঃ ছয় মাসের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

যাঁহারা গত বৎসরের মূল্য চুকাইয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগের সমীপে দ্বিতীয় বৎসরের এই তিন সংখ্যা প্রেরিত হইল, ভরসা করি তাঁহারা গত বৎসরের মত অচিরাৎ অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা নিঃশেষিত হইয়াছে; নূতন গ্রাহকগণকে আমরা সেই খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হইলেই পাঠাইয়া দিব।

এই তিন সংখ্যায় নিম্নলিখিত কাব্য সকলের অংশ প্রকাশিত হইল।

১। চণ্ডীদাস (সমাপ্ত) শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি হইতে।

২। গোবিন্দদাস (একান্নপদ, গৌরচন্দ্রিকা, বাল্য, কৈশোর-লীলা ইত্যাদি), শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক হইতে।

৩। রামেশ্বর (সত্যনারায়ণ), শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসুর সংগৃহীত কয়েকখানি পুঁথি হইতে।

৪। মুকুন্দরাম। (চণ্ডী), শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুঁথি, অপর একখানি জীর্ণ পুস্তক এবং বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে।

চুঁচুড়া শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

মেহরোগের মহৌষধ।

মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৷৷০ আনা। স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার মেহ আরোগ্য হইবে।

শ্রীহরিচরণ বিশ্বাস
হুগলি বুধোদয় যন্ত্র।

বিজ্ঞাপন।

৺ দুর্গাদাস কর প্রণীত মেটিরিয়া মেডিকা পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা, ডাকমাসুল ৷৷০ আনা। কেবল আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বাঙ্গালা ডাক্তারী পুস্তকও আমার নিকট পাওয়া যায়। আবশ্যক হইলে লিষ্ট প্রেরিত হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দু হোষ্টেল লালবাজার
কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণদাসের সম্যক তত্ত্বাধীন

দাস এণ্ড কোম্পানীর

বিজ্ঞান যন্ত্র।

সকল প্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সুচারুরূপে, স্বল্প মূল্যে ও ইচ্ছানুরূপ নিয়মিত সময়ে সম্পন্ন হয়।

সাময়িক পত্রাদির কার্য্যাধ্যক্ষতা অথবা কলিকাতায় এজেন্সির ভার আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

সাময়িক পত্রাদি বিজ্ঞান যন্ত্রে মুদ্রিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু সময়ে সময়ে রচনা প্রবন্ধাদিদ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৩৩ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন। শ্রীদেবকীনন্দন সেন।
প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর
কলিকাতা। যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতার পোলিস্ একই সময়ে দুইটি অতীব গর্হিত কার্য্য করিয়া বসেন। পোলিস্ এখন আপনা আপনি সাধারণের বিষনয়নে পড়িয়াছে, তাহাতে কলিকাতার বক্ষঃ স্থলে পোলিসের তথাবিধ অত্যাচার দেখিয়া লোকে একেবারে হতাশ হইয়াছিল। লোকে যে এরূপ হতাশ হইবে তাহার কারণ ও জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; কে জানিত, যে, বিদায় কালে গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুর দেশীয় রঙ্গভূমির এরূপ আক্রোশ প্রকাশ করিবেন? যেমন গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের আদেশ প্রচার হইল, অমনই সপ্তাহ মধ্যে সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটক অশ্লীল বলিয়া গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটরের ডাইরেক্টর বাবু উপেন্দ্র নাথ দাস ও অধ্যক্ষ বাবু অমৃতলাল বসুর বিরুদ্ধে পোলিস্ অভিযোগ আনিল; সাক্ষীর মধ্যে প্রায় সকলেই বলিল, যে ঐ গ্রন্থে অশ্লীলতা কিছুই নাই, কিন্তু সেকথা শুনে কে? পোলিস্ মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "যে না, এ গ্রন্থ আমার মতে অশ্লীল আসামীগণের দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য।" বাবুদিগের প্রতি এক মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ হইল। তখন গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের ন্যস্ততার কথা সাধারণের স্মরণ হইল, সকলেই বলিল, এ মোকদ্দামা খোদ সরকার বাহাদুর চালাইতেছেন, ইহাতে যে সাজা হইবে, তাহাতে আর কথা কি? এমন কি আসামীগণের আটর্নিদিগের মধ্যে একজন পরামর্শ দিয়াছিলেন, যে "এমোকদ্দামার হাইকোর্টে আপীল করা বৃথা।' কিন্তু হাইকোর্ট আপনাদিগের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন, লোকে যে হাইকোর্টকে ভক্তি করে, তাহার যথার্থই মূল আছে, একথা এবার সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গত সোমবারে জষ্টিস্ কিয়ার ও মার্কবি মহোদয়দ্বয় সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকে কিছুই অশ্লীল নাই এবং অভিনয় কালে কোন রূপ অশ্লীলতা প্রদর্শিত হয় নাই, এইরূপ স্থির করিয়া বাবু উপেন্দ্র নাথ দাস ও বাবু অমৃত লাল বসুকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি দান করিয়াছেন। তবে যে পোলিস্ বিনা কারণে দুই জন ভদ্র লোকের নামে গ্লানিজনক অভিযোগ করিল, তবে যে মাজিষ্ট্রেট্ কোন প্রমাণ না পাইয়াও অবাধে দুইজন সম্ভ্রান্ত লোককে কারাবাসের নিঃক্ষেপ করিতে ছিলেন—এ সকল কথার মীমাংসা করিতে আমাদের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন কানুনের সৃষ্টি হয় নাই। কখন কোন হাকিম সে বিষয়ের খেয়াল করেন কি না সন্দেহ। নাই করুন, সুবিচারেই সাধারণে সন্তুষ্ট; তাহারা পোলিসের উপর প্রতিহিংসা করিতে চাহে না।

কিন্তু পোলিসের দ্বিতীয় অত্যাচারের কথা সকলেই স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। বেঙ্গল কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সদস্য মৃত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল সরকারের একজন প্রিয় কর্ম্মচারী, এবং স্বয়ং তেজস্বী ও যশস্বী পুরুষ ছিলেন; কলিকাতার ঘোষালেরা সম্ভ্রান্ত ও সদ্বংশ। বিশেষ এই ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের পুত্র শরৎ বাবু নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, এবং হাইকোর্টের উকীল। শরীরে সামর্থ্য আছে, বয়সে যুবা। এমন ব্যক্তির উপর দিবা দ্বিপ্রহরের সময় কলিকাতার পোলিস অকারণে যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। লোকে নিস্তব্ধ হইয়া কাণ পাতিয়া আছে। বাঙ্গালির ভগবানই আশ্রয়। বাঙ্গালি সেই ভগবানকেই ডাকিতেছে, কেন না এখন ক্রমেই বুঝিতেছে, ধন, মান, বিদ্যাবুদ্ধি, যাহাই বল, ব্রিটীশের দুর্দ্দান্ত পোলিসের কাছে, কিছু কিছুই নহে। এদিকে আমাদিগের মফস্বলের অনেক স্থানের লোক এখন ক্রমেই বুঝিতেছে যে, ব্রিটিশ শাসনে ধন, প্রাণ, যে সুরক্ষিত, সেটি বর্গি মারহাট্টার অত্যাচারে সময়ের কথা স্মরণ রাখিলে বটে; নতুবা সেকথার অর্থ নাই। স্থানে স্থানে একমাস মধ্যে দশ বার স্থানে সিঁদ চুরি হইলেও পোলিস কিছু করিতে পারে না, এবং শাসনকর্ত্তৃগণ তাহার কোন সমাচার লন না; আমরা মফস্বলের লোক অনেক কথা ক্রমেই বুঝিতেছি। এবার কলিকাতার লোক পোলিসের অত্যাচারের কথা দেখিল, আর বুঝিল, যে আমাদের

ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নাই। বুঝিল, যে বাঙ্গালি অসাড়, কথা কহিতে জানে, কিন্তু নড়িতে জানে না; যখন শরচ্চন্দ্রকে সদর রাস্তা দিয়া দুরবস্থা করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, তখন কত সহস্র বাঙ্গালি তাঁহাকে দেখিয়াছিল—কিন্তু ভীরু বাঙ্গালি, অসাড় বাঙ্গালি—কি করিবে? কিছুই করে নাই।

গত সোমবারে শরৎ বাবুর পক্ষে কৌন্সলি পোলিসের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে সেশন উত্থাপন করেন, সেশন মঞ্জুর হয় নাই, এখন শুনা যাইতেছে, যে সর রিচার্ড টেম্পল নাকি এই মোকদ্দামার কাগজ পত্র তলব করিয়াছেন। যদি সর রিচার্ড বাস্তবিক এ বিষয়ের সত্যানুসন্ধান করিতে চান, আমরা তাঁহাকে পরামর্শ দি, তিনি আমূলত সাক্ষীর জোবান বন্দি গ্রহণ করিয়া এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হউন। দেখিবেন, যে একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের উপর নিরর্থক কি ভীষণ অত্যাচার সাধিত হইয়াছে। এইরূপে একটি শুনিতে সামান্য ঘটনা হইতে বৃটিশ রাজ্যের বিষম অনিষ্ট পাত হইতেছে। দিন দিন লোকের অভক্তি হইতেছে। গৌরবে বৃটিশ; বৃটিশের সেই অপূর্ব্ব গৌরব যদি এইরূপ দুই চারিজন উদ্ধত কর্ম্মচারীর নৃশংসতা ও হঠকারিতায় নষ্ট হয়, তাহা কি সামান্য দুঃখের কথা? আমরা ভরসা করি, সর্ রিচার্ড ইহার আশু প্রতীকার করিবেন।

মৃত মহাত্মা থোয়েট্স্ সাহেব।

কুক্ষণে আমরা গত সপ্তাহের সাধারণীতে শিক্ষা বিভাগের মহামারী প্রবন্ধ মধ্যে হুগলী কালেজের প্রিন্সিপাল থোয়েট্স্ সাহেবের নাম সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম। প্রায় দুই তিন সপ্তাহ এই মহোদয়ের জীবন সম্বন্ধে আমরা সংশয়াপন্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু সেই বীরপুরুষকে এত শীঘ্র যে শমন স্বীয় ভবনে গ্রহণ করিবেন, এ কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। বিগত মঙ্গলবার রাত্রিতে থোয়েটস্ সাহেব মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমরা তদীয় ছাত্র, আমাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু কেবল আমরা বলিয়া নয়, এতন্নগরবাসী সমস্ত লোক তদীয় বিয়োগ শোকে একেবারে অভিভূত হইয়াছে। বিগত ত্রিংশৎ বৎসর থোয়েটস্ সাহেব এতন্নগরীর এক জন বাস্তু দেবতারূপে পরিগণিত ছিলেন; জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর আসিয়াছেন, দুই দিন বা দশ দিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালি হাকিমগণ সেই বাত্যাতাড়িত সুগন্ধ বা দুর্গন্ধবৎ চলাচল করিয়াছেন, থোয়েটস্ সাহেব আমাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই কাল একাদিক্রমে এক ভাবে বিরাজিত ছিলেন। অশীতিপরা বর্ষীয়সী রমণী হইতে, দশম বর্ষীয় বালকগণ, থোয়েটস্ সাহেবকে জানিত, চিনিত, ভয় করিত, ভক্তি করিত। এই বাস্তু দেবতা অকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, নগর বিষণ্ণভাব ধারণ করিয়াছে। চুঁচুড়ায় এমন পাপিষ্ঠ ভদ্র সন্তান নাই, যে, আজি কালি ভাগীরথী পথে নৌযানে কালেজ ভবনের পূর্ব্ব দিক্ আসিবার সময়, সেই শূন্য, অন্ধকারাবৃত শোকসদ্ম সন্দর্শন করিয়া এক বিন্দু অশ্রুপাত না করে! বাঙ্গালি যে হৃদয় ভরিয়া কাঁদিতে জানে, সেই বাঙ্গালির ভরসা।

থোয়েটস্ প্রকৃত সিংহরাশির লোক ছিলেন। সতেজ, সাহসী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, উদার, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, কোপনস্বভাব, ক্ষিপ্রহস্ত, কার্য্যক্ষম—বীর। এক একটি বিদ্যালয় এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, এখানকার এই ক্ষুদ্র রাজ্যে তিনি বীরপ্রতাপে এই ত্রিংশৎ বৎসর একাধিপত্য করিয়াছেন। কিসে ছাত্রগণ সবল সতেজ থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিবে, এই তাঁহার চিরদিন অনুধ্যান ছিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে এতন্নগরবাসী সাধারণ লোক কিরূপে সুখে সচ্ছন্দে বাস করিবে, তাহা তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন; এই নগরীর উপরি তাঁহার স্বীয় জন্মভূমির মায়া বসিয়াছিল; তিনি তাঁহার জীবনের গৌরবের কাল এই নগরীতে যাপন করিয়াছিলেন, এবং এই নগরীর একজন কমিশনর রূপে ইহার ভাল মন্দের ভাবনা করিতেন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতাবশতঃ কেবল ছাত্র বলিয়া নয়, সাধারণে তাঁহাকে ভালবাসিত, তিনি সকলকেই ভাল বাসিতেন।

থোয়েটস্ সাহেব এখানে বিএ ক্লাস স্থাপনা করেন। নিজে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া, মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রগণের জন্য ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করেন। ছাত্রগণের ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য স্বয়ং বিশেষ পরিশ্রম করিতেন, এতদ্দেশে যাহাতে উদ্ভিদ্বিদ্যার প্রচার হয়, তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ প্রয়াস ছিল, সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন বলিয়া হুগলী কলেজ পুস্তকাগারের যে সুখ্যাতি তাহাও থোয়েটস্ সাহেব হইতে। আরও অনেক সাহেব বাঙ্গালির কাছে, আমরা ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, শিক্ষা গুরু বলিয়া থোয়েটস সাহেবকে যত ভক্তি করিতাম, এত ভক্তি আর কাহাকেও করি নাই। নহিলে এই অশুভ সমাচার শুনিয়া অবধি মন এমন অবসাদগ্রস্ত কেন? লিখিতে লিখিতে আর লিখিতে পারি না কেন? অথচ এই প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি না কেন?

মেঃ থোয়েটস সৌভাগ্যশালী সাহেব ছিলেন; ধন জন, পরিজন, মান সম্ভ্রম, যশঃ কীর্ত্তির জন্য বলি না, এ সকল ত সাহেবদের থাকিবেই; থোয়েটস সাহেবের

বিশেষ সৌভাগ্য, এই যে, তিনি প্রাণ খুলিয়া বাঙ্গালিকে ভালবাসিতে পারিতেন, আর প্রাণ খুলিয়া বাঙ্গালি তাঁহাকে ভালবাসিত। পোড়া সংসারে এমন যে সোণার সামগ্রী ভালবাসা, তাহারও আবার প্রকার ভেদ আছে, ইতর বিশেষ আছে। আরও অনেক না হউক, কতকগুলি সাহেব ত বাঙ্গালিকে ভালবাসেন, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে, যেন, সেই ভালবাসার মধ্যে কেমন একখানা বিজয়ী-বিজিতভাব মাখান থাকে। অমুক সাহেব যাদবকে বড় ভালবাসেন, বলিলে প্রায়ই বুঝায়, যে সেই সাহেব তাঁহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, থোয়েটস সাহেবের হৃদয়ে সেরূপে অর্দ্ধ অনুকম্পার, অর্দ্ধ ঘৃণার ভালবাসা ছিল না, তিনি সাধারণ ছাত্রবর্গকে সজাতীয়ের মত বোধ করিয়া হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন; বলুন দেখি, কয়জন সদাশয় সাহেবের এরূপ সহৃদয়তা আছে? তাহাতেই বলি থোয়েটস সাহেব সাহেবদিগের মধ্যে অসাধারণ সৌভাগ্যশালী, তিনি অনুকম্পা না করিয়া ভালবাসিতে পারিতেন, ঘৃণা না করিয়া দয়া করিতে জানিতেন, জয়ী-জিতভাব বিস্মৃত হইয়া বাঙ্গালি মধ্যে বিচরণ করিতে পারিতেন। তিনি প্রকৃত সিংহরাশির লোক ছিলেন; সহজেই কোপনস্বভাব—কিন্তু তিনি "নীগর" বলিয়া গালি না দিয়া বাঙ্গালিকে ভর্ৎসনা করিতে পারিতেন; আর ধর্ম্মযাজকগণ ভজনামন্দিরের উচ্চ বেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া নীগরগণের নিন্দা করেন,—তাহাতেই বলি থোয়েটস সাহেব বিশেষ সৌভাগ্যশালী সাহেব ছিলেন।

যুবরাজের পত্র।

১৩ ই মার্চ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার সময় যুবরাজ বোম্বাই হইতে লর্ড নর্থব্রুক সাহেবকে পশ্চাল্লিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছেন;

প্রিয়বর লর্ড নর্থব্রুক

এই সুবিখ্যাত অনন্যসামান্য দেশে যে রূপ অপরূপ আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত, আমি ভ্রমণ করিয়াছি, আপনি এই বিপুল রাজ্যে বৃটনেশ্বরীর প্রতিনিধি, আপনার নিকট তাহা উল্লেখ না করিয়া, আমি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে পারি না।

মহারাণীর এই দূরস্থ রাজ্যাংশের প্রজাগণের সহিত বিশেষ রূপে পরিচিত হইবার এবং যে সমুদয় পদার্থ দর্শন করিবার লালসা পৃথিবীর প্রান্তদেশ হইতে ভ্রমণকারীগণকে আকর্ষণ করে, সেই সকল প্রত্যক্ষ করিবার আশা, আপনি জানেন, অনেক দিন হইতে আমার মনে জাগরূক ছিল। আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম তদ্দ্বারা আমার আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইয়াছে। যাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম তাহাদ্বারা মন পরিপূর্ণ করিয়া আমি স্বদেশে চলিলাম। নিশ্চিত বলিতে পারি যে, যে জ্ঞান আমি লাভ করিয়াছি, তাহা আমার পক্ষে মহামূল্য, এবং ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যৎ জ্ঞান সৌধের দৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ হইল।

দেশীয় রাজগণের এবং আপামর সাধারণ লোকের সম্বর্দ্ধনায় আমি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। এই যত্ন দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে, মহারাণী এবং ইংরাজ সিংহাসনের উপর, ভারতবাসীর অতিশয় ভক্তি আছে, ভরসা করি, এই ভক্তি বর্ষে বর্ষে আরও অচলা হয়। আমার একান্ত বাসনা যে, ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রজা দিন দিন যেন ইংরাজ রাজ্যের উপকারিতা বুঝিতে পারে, এবং উপলব্ধি করিতে পারে যে, মহারাণী এবং ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করিতে সতত উৎসুক।

আমি অনেকবার দেশীয় সৈন্য দেখিলাম, গুণের পক্ষপাতী হইয়া আমরা যে, তাহাদের জন্য অহঙ্কার করিতে পারি, এবিশ্বাস আমি দূর করিতে পারি না। দিল্লিনগরে বিখ্যাতনামা সেনাপতি সকলের এবং নিয়ম চালিত সৈন্যগণের যে পরিদর্শন হইয়াছিল, সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য আমি সহজে ভুলিব না।

সিবিল সর্বিশের কার্য্যকারিতা বিষয়ে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। সিবিল্ কর্ম্মচারীরা যে যত্নে এবং পরিশ্রমে স্বস্ব কষ্টকর কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা দ্বারাই দেশের উন্নতি হইতেছে এবং সর্ব্বত্র সন্তোষ বিরাজ করিতেছে।

আপনার এবং অন্যান্যের সাহায্যে আমি সচ্ছন্দে এই বৃহৎ দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, ইহার নিমিত্ত আপনাকে ও তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া পত্র শেষ করিতে পারি না। আপনি এবং অন্যান্য অনেকে আমার যে সৎকার করিয়াছেন সেই আতিথ্য আমি কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল স্মরণ করিব।

সমালোচন।

১। জাতীয় সঙ্গীত। প্রথম ভাগ। স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত মালা। যে ব্যক্তি এগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, তাঁহাকে বিজ্ঞ বা বিচক্ষণ বলিয়া বোধ হইল না। সংগীতের প্রচার পুস্তক দ্বারা হয় না। সংগ্রহকার ক্ষুদ্র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যে, "যদি এই গ্রন্থ দ্বারা অন্ততঃ এক ব্যক্তিরও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত হয়, তাহা হইলে তিনি কৃতার্থ হইবেন"। উত্তম কথা—আর যদি এইরূপ গীতপুঞ্জ প্রচার করার জন্য কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে, তবে তাহার দায়ী হইবেন কে? একে আমাদের কপাল চিরদিনই মন্দ, তাহাতে এখন সময় পড়িয়াছে অতি মন্দ, এখন একটুকু চারি দিক্ দেখিয়া কার্য্য করিলেই ভাল হয়।

যদি কোন জাতীয় সংগীত আর্য্যাবর্ত্তবাসীর মরমে পশিয়া থাকে, সে ওয়াজিদালির শোক সংগীত;—

নিমক হারাম মে মুলক ডুবায়া
হজরৎ যাতে লণ্ডন কো—ভালা
অন্দর মে বেগম রোয়ে
গল্লি গলি রোয়ে পাথরিয়া॥

এ শোকের গান, জাতীয় সংগীত সংগ্রহে নাই।

আর এই বাঙ্গালার এই নৈরাশ্য সাগরে একটি মাত্র আশার গান আছে। যদি বাঙ্গালার কোন একটি গানের বহুল প্রচার থাকে ত সেই গানটী, যেখানে যাবেন বাঙ্গালীর মুখে শুনিবেন;—

চির দিন কখন সমান না যায়।
কভু বনে বনে, রাখালেরি সনে,
কভু বা রাজত্ব পায়॥

বাঙ্গালি এই মহা মন্ত্র জপ করিয়া এখনও জীবিত আছে। সজাতি বিজাতির তাড়ন সহ্য করিয়া, এই মত জ্বরজ্বালা ভোগ করিয়া, হা অন্ন, হা জল, করিয়া বাঙ্গালী কাষ্ঠপ্রাণী পড়িয়া আছে,

চিরদিন কখন সমান না যায়।

যাহাই হউক, ইহাতে কতকগুলি সুন্দর সঙ্গীত আছে; সেগুলির প্রচার হইলে জাতীয় ভাবের কিয়ৎ পরিমাণ স্ফূর্ত্তি হইবে।

২। মহারাষ্ট্র কলঙ্ক। আরঙ্গজীবের "সাময়িক" প্রকৃত ঘটনাময় দৃশ্য কাব্য। শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা ২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥/০ আনা। গ্রন্থকার গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কথা লিখিয়াছেন—লিখিয়াছেন;—

"জনৈক বন্ধু আমার বীরবালা গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথা ছিল, "নির্ব্বোধ! রুচির দিকে চাহিয়া এখন নাটক লিখিতে হয়, এখনকার রুচি, নায়ককে ডন্‌কুইক্‌সটের মত সাজাইয়া এবং নায়িকাকে হারমণিয়ম বাজাইতে বাজাইতে গান করাইয়া পাঠকের এবং গ্রন্থ অভিনয় কালে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখবর্ত্তী করা; দুই একটি জজ মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নায়ক দ্বারা বা কোন উপায়ে জুতা, লাঠি, পিস্তল, মারা কিম্বা প্রাণে বধ করা, একটি বাঙ্গালী বালিকা কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক গোরা সৈনিকের প্রতি বন্দুক বা পিস্তল ছোড়া, এ সকল তোমার বীরবালাতে কিছুই নাই, গতিকেই ইহা মিষ্ট লাগিলেও দুর্গন্ধযুক্ত; আর এক কথা, মাথামুণ্ড তোমার ইতিহাসের প্রতি এত রোখ্ কেন? কল্পনাসূত্রে কি একটি আজগবি গল্প গাঁথিতে পার না? তাহা হইলে তোমার বহি অপেক্ষাকৃত সমাদৃত হইত, আর তাহা হইলে আমিই উহার সহস্র খণ্ড বিক্রয় করিয়া দিতে পারিতাম, অতএব ভবিষ্যতে আমার কথা রক্ষা করিও।" প্রিয় পাঠক! আমি তাহারই প্রত্যুত্তর স্বরূপ এই গ্রন্থখানি লিখিলাম। বন্ধুবর ইহাতেই বুঝিলেন যে, আমি তাঁহার কথা কতদূর রক্ষা করিলাম।

বন্ধু বুঝিবেন, কিন্তু আমরা কোন মতেই বুঝিব না, যে কোন একখানি বিশেষ গ্রন্থের উপরি এইরূপ বিষ কটাক্ষক্ষেপ করিয়া গ্রন্থকার সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। একজন লব্ধনামা নাটককার আর একজন নাটককারের গ্রন্থের এইরূপে সমালোচন করিলে আবার অচিরকালমধ্যে বঙ্গসাহিত্য উপবন কলহ ভাণ্ডার হইবে। সুতরাং আমরা উমেশ বাবুর এই একটি কথায় ক্ষুব্ধ হইলাম।

উমেশ বাবুর স্বদেশানুরাগ সর্ব্বত্র জাজ্জ্বল্যমান, এই গ্রন্থেও জাজ্জ্বল্যমান। তাঁহার নির্ম্মলার চরিত্র, অতি বিচিত্র। কখন পতি-বন্ধন-দর্শন কাতরা নির্ম্মলা উগ্রচণ্ডী মূর্ত্তিতে, মুক্তকেশে, অসি হস্তে যবনদলনে ভীষণা; আবার কখন বা প্রেমপাগলিনী নির্ম্মলা তটিনীর তীরে দাঁড়াইয়া, একটি একটি ফুল ভাসাইয়া প্রেমময়ী ও ফিলিয়ার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করেন, আর বলেন,—

চল কল্লোলিনী! কল কল কলে,
ধর মম মালা, পর মম গলে,
* * * *
দাঁড়াও দাঁড়াও সখি লও দুটী ফুল,
কাণেতে পরিবি যদি কুসুমেরি দুল,
* * * *
অটল সুখেতে থেক অম্বুরাশি কোলে।

উমেশ বাবু প্রচলিত ব্রহ্ম সঙ্গীতগুলির যে রূপ দশা করিয়াছেন. তাহাতে দুঃখ হয়।

অগ্রহায়ণ ও পৌষের আর্য্যদর্শনের ম্যাটসিনি ও নব্য ইটালি প্রবন্ধে নব্য বাঙ্গালি অনেক শিক্ষা করিতে পারেন। কবিত্ব ও কাব্য সমালোচনা মধ্যে আমরা নাটকের ভাষা সম্বন্ধে সাধারণীর মতের পোষকতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

পৌষের জ্ঞানাঙ্কুরের পৃষ্ঠে সেইরূপ লেখকচ্ছটা আছে; কিন্তু নূতন লেখক কেহ বোধ হয় রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন নাই; নেপথ্যে বিরাজ করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের অভিনয় দর্শনাভিলাষী হইয়া রহিলাম। পৌষের অণুবীক্ষণ কলিকাতার কলের জল অপেক্ষা গঙ্গার জল ভাল বলিয়াছেন, এবং ভাঁটি বা ঘেঁটু গাছের গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

মাঘের চিকিৎসাতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই পত্রের শুভানুধ্যায়ী।

ফাল্গুনের বঙ্গমহিলা খুল্লনাকে শ্রীমন্তের দুয়ো স্ত্রী বলিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল ছিল।

ফাল্গুনের একাকিনী পাওয়া গিয়াছে। এবারকার একাকিনীর ভাষা আমাদিগকে সুন্দর লাগিয়াছে। কিন্তু গল্পের ভাবভঙ্গী সমস্তই রেনল্ডের মত। বঙ্গ সাহিত্যে এইরূপ রুচির প্রচলন করা কখনই ভাল নহে।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তির পুস্তক।

(প্রাপ্ত।)

১৮৭৬ অব্দের বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নিমিত্ত পুস্তক নির্ব্বাচনে এডুকেশন সভার অভিজ্ঞতা প্রকাশ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে উক্ত পরীক্ষার ছাত্রবর্গের বয়ঃক্রম ও ধারণা শক্তির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, পরীক্ষক মহাশয়েরা কেবল নিজ নিজ বিদ্যার পরিচয় প্রদানার্থ দুরূহ প্রশ্ন দিতেন, কিন্তু গত দুই বৎসরের পরীক্ষায় সেরূপ না হইয়া, ছাত্রগণের

প্রকৃত অবস্থানুরূপ প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছিল; সেইরূপ এ বর্ষের পুস্তক নির্ব্বাচনে বালকবৃন্দের স্মৃতি বুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি থাকায়, শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষে আনন্দের বিষয় হইয়াছে, ইহা ধন্যবাদ সহ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মানব কৃত কার্য্যমাত্রেই ভাল ও মন্দ ফল মিশ্রিত থাকে, এই হেতুই উল্লিখিত নির্ব্বাচনে কোন কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে ভ্রান্তি লক্ষিত হয়, ইহা বোধ হয় মধ্যশ্রেণীর ইংরাজি ও বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

ইতিহাস—প্রথমত লেথব্রিজ সাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাস ও জগতের ইতিহাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, বস্তুত পরীক্ষার্থীদিগের অদৃষ্টে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক এক্ষণে কৃতবিদ্যগণের আনুকূল্যে তাহারা ঐ বিপদ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আর একটি ক্লেশে পতিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনখানি গ্রন্থে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুষ্পাবৃত্তসার, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ভারতবর্ষের ইতিহাস; এ বর্ষের ইতিহাসের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক। এ পর্য্যন্ত কোন বর্ষে পাঠকবর্গের তিনপ্রকার ইতিহাসে পরীক্ষা প্রদান করিতে হয় নাই। ইহার মধ্যে এক খানি কিম্বা দুইখানি পুস্তক নির্দ্দিষ্ট থাকিলেই সুকুমার মতি বালকগণের পক্ষে যথেষ্ট হইত। এক বর্ষ মধ্যে চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের উল্লিখিত তিনখানি পুস্তকে জ্ঞানলাভ করা সম্পূর্ণরূপ অসম্ভব। এ বর্ষের নিমিত্ত পুস্তকগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বোধ হয়, আর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক আগামী বর্ষে তিনখানি পুস্তকের অন্তত একখানি পরিত্যক্ত করা হইলে সুখের বিষয় হইবে, এবং এ বর্ষে পরীক্ষকগণ ইতিহাসে সরল সরল প্রশ্ন প্রদান করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞান—ডাক্তার যদু বাবুর উদ্ভিদ বিচার, কানাই বাবুর রসায়ন, এবং অক্ষয় বাবুর পদার্থ-বিদ্যা, বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক। এই তিন খানির মধ্যে পরীক্ষার্থীকে দুই খানি পড়িতে হইবে। যদু বাবু নিজ পুস্তকের বিজ্ঞাপনস্থলে বলিয়াছেন, "যে উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপনা এবং পাঠনা উভয়ই অত্যন্ত কঠিন।" কিন্তু তাঁহার গ্রন্থখানি উদ্ভিদ বিদ্যার অর্দ্ধাংশের অত্যাবশ্যকীয় সজ্ঞাপূর্ণ এবং সর্ব্বজন সুলভ দেশীয় উদাহরণে পরিপূরিত। গ্রন্থমধ্যে বাগাড়ম্বর বিশিষ্ট তর্ক চাতুর্য্য দৃষ্ট হয় না। ইত্যাদি কারণে পুস্তকখানি ছাত্রদিগের পক্ষে উপযুক্ত বলা যাইতে পারে, তথাপি হুগলী জেলার সর্ব্ব প্রধান বঙ্গবিদ্যালয়ে অর্থাৎ হুগলী নর্ম্মালের অন্তর্গত আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে শ্রুত হওয়া যায়, ডাক্তার যদু বাবু স্বয়ং উদ্ভিদবিচারের শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তবে সামান্য বিদ্যালয়ে কি ফল আশা করা যাইতে পারে? কানাই বাবুর রসায়ন গ্রন্থখানির আকার দর্শনেই ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই মনে ভর জন্মিতে পারে, এবং মূল্যও ৪টাকার ন্যূন নয়, মফস্বলের ছাত্রে অধিক মূল্যবান্ পুস্তক ক্রয় করিতে প্রায়ই অক্ষম। রসায়ন শিক্ষার নিমিত্ত বিবিধ যন্ত্রের আবশ্যক হয়, তাহা সামান্য সামান্য সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে কখনই ক্রয় করিবার অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে না। যন্ত্রাভাবে শিক্ষাপ্রদানও উপযুক্তরূপ হইবে না। পরীক্ষার্থীরা রসায়নে অনভিজ্ঞ থাকায় পরীক্ষায় বিফলচেষ্ট হইবে। যন্ত্রাভাবে জরিপ শিক্ষায় কয়েক বর্ষে আশানুরূপ ফল না ফলায়, উহার শিক্ষা পরিত্যক্ত হইল, রসায়নেরও কালসহকারে সেই রূপ হইতে পারে। কানাই বাবুর গ্রন্থ মেডিকাল কালেজের উপযুক্ত, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য, কিন্তু মাইনর কিম্বা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এবিষয়ে পরীক্ষকগণের দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য।

সংবাদ।

হাজারিবাগ অঞ্চলে একটি বিধবা বিবাহের উদ্যোগ হইতেছিল। প্রাচীন দলের চেষ্টায় তাহা সম্পন্ন হইল না। একজন পত্রপ্রেরক তাহাতে নব্যদলকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন, যে ইহাতে তাঁহাদের লজ্জা কি?

আজি এক সপ্তাহ হইল, কলিকাতার বিখ্যাত ধনী বাবু হীরালাল শীলের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি স্বীয় প্রসিদ্ধ পিতার ন্যায় দরিদ্রের প্রতি মুক্তহস্ত ছিলেন। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি প্রত্যহ সহস্র সহস্র দীন দরিদ্রকে অন্নদান করিতেন। তবে তাঁহার দান শীলতার দুন্দুভিধ্বনি ছিল না, সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উপাধি প্রদান করেন নাই; নাই করুন, যতদিন শীলদিগের কালেজ থাকিবে, ততদিন শীলবংশের কীর্ত্তি দশ মুখে ঘোষিত হইবে।

১২ই চৈত্র বেলা আড়াইটার সময় বৈদ্যবাটীর নূতন হাটে রসিকলাল কল্যার ধান্যের আড়তে দৈবাৎ অগ্নি লাগিয়া (প্রবল বাতাস থাকাতে) খড়ুয়া ঘর প্রায় ৭।৮শত ও পাকা ঘর ১৫।১৬টা ভয়ানকরূপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল ঘরে ধান্য, চাউল, কলাই, আলু, নিশ্রি প্রভৃতি ৪।৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য ভস্মসাৎ হইয়াছে। দুই জন বালক আহত, ও ২।৩টা গোরু এবং ৪।৫টা ছাগল ভস্মীভূত হইয়াছে। অগ্নি প্রজ্বলনের প্রকৃত কারণ নিরূপিত হয় নাই। আরও বেলা সাড়ে বারটার সময় বৈদ্যবাটী বেলওয়ে ষ্টেসনের রেলওয়ে পুলিসের বাঙ্গালা ঘর একখানা ট্রেণের অগ্নি লাগিয়া দগ্ধ হইয়াছে। এইরূপ নূতন ও পুরাতন বৈদ্যবাটীর হাট বাজার প্রায় ২।৪ বৎসর অন্তর অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, স্বত্বভোগী মহাশয়গণের কর্ত্তব্য যে, হাটের মাঝে দুইটি কলকল রাখিয়া দেন।

বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মাইনর ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় পশ্চাল্লিখিত ছাত্রগণ বৃত্তি পাইয়াছে।

(বীরভূম জেলা।)

ছাত্রের নাম	কোন স্কুল হইতে	কোথা পড়িবে	কবৎসর ছাত্র বৃত্তি পাইবে।
মাইনর।			
মধুসূদন দাস	লাভপুর মধ্য শ্রেণী বিদ্যালয়	বীরভূম জেলা স্কুল	২ বৎসর
ছাত্র বৃত্তি			
যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	সিউড়ী বঙ্গ বিদ্যালয়	বীরভূম জেলা স্কুল	৪ বৎসর
প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য্য	ঐ	ঐ	ঐ
হরিদাস চৌধুরী	উকড়ো বঙ্গবিদ্যালয়	ঐ	ঐ

(হুগলী এবং হাবড়া।)

মাইনর।			
হেমচন্দ্র দাস	দেবানন্দপুর ইংরাজী বিদ্যালয়	হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	২ বৎসর
দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য	পাউনান	চুঁচুড়া ফ্রিচার্চ্চ	ঐ
উপেন্দ্র নাথ সিংহ	গড় ভবানিপুর	মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসন	ঐ
ছাত্রবৃত্তি।			
যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ	কোন্নগর বঙ্গ বিদ্যালয়	কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী স্কুল	৪ বৎসর
অবিনাশচন্দ্র দেব	ঐ	ঐ	ঐ
ভুবনমোহন দাঁ	রিষড়া বঙ্গবিদ্যালয়	ঐ	ঐ
প্যারিচরণ ঘোষ	হুগলী মডেল	হুগলী কলিজিয়েট স্কুল	ঐ
মতিলাল মণ্ডল	পানপুর	আমতা ইংরাজী স্কুল	ঐ
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	ভাণ্ডারদ	সংস্কৃত কলেজ	ঐ

(বর্দ্ধমান)

মাইনর।			
রামবিষ্ণু ভট্টাচার্য্য	মহাতা	বর্দ্ধমানের রাজার স্কুল	২ বৎসর
গোলকনাথ চন্দ্র	গুস্করা	ঐ	ঐ
বিপিন বিহারী বসু	কোতলপুর	কুচিয়াকোল ইংরাজী স্কুল	ঐ
কেশবচন্দ্র রায়	বাগনাপাড়া	কাল্না নিসন স্কুল	ঐ
তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য	সাতগাছিয়া	মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশন	ঐ
কিশোর মোহন খাঁ	সোনামুখী	কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল	ঐ
জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	আকড়া	বর্দ্ধমান মহারাজার স্কুল	ঐ
ছাত্রবৃত্তি।			
অবিনাশচন্দ্র সেন	টানাদিঘী	কুচিয়াকোল ইংরাজী স্কুল	৪ বৎসর
অখিলচন্দ্র হাজরা	ঐ	ঐ	ঐ
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	গলসী মডেল	বর্দ্ধমানের রাজার স্কুল	ঐ
রাজেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ধল্যাপুর	ঐ	ঐ
বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবাটী	কাটোয়া ইংরাজী স্কুল	ঐ

(মেদিনীপুর)

মাইনর।			
পূর্ণচন্দ্র সরকার	দাঁতন	মেদিনীপুর হাই স্কুল	২ বৎসর
রাজেন্দ্রনাথ বসু	পাঁশকুড়	ঐ	ঐ
দেবেন্দ্রনাথ দত্ত	দাঁতন	ঐ	ঐ
বিপিনবিহারী সিংহ	মহিষাদল	তমলুক ইংরাজী স্কুল	ঐ
উপেন্দ্র নাথ কুণ্ডাবি	ঘাটাল	মেডিকেল কালেজ	ঐ
ছাত্রবৃত্তি।			
প্রসন্নকুমার সামন্ত	মেদিনীপুর হার্ডিঞ্জ	মেদিনীপুর হাইস্কুল	৪ বৎসর
আশুতোষ মিত্র	ডুলিয়া মডেল	হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুল	ঐ
প্রমদাচরণ মিত্র	ঐ	ঐ	ঐ
অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মেদিনীপুর হার্ডিঞ্জ	মেদিনীপুর হাইস্কুল	ঐ
ঈশানচন্দ্র মল্লিক	পিঙ্গলা	ঐ	ঐ
গোবিন্দচন্দ্র মঙ্গল	জাড়া	ঐ	ঐ
বামাপদ চন্দ্র	ক্যালোমেল জে. পার্থ সাহেবের স্কুল	তমলুক ইংরাজী স্কুল	ঐ

মহারাণীর নূতন উপাধি বিষয়ে হাবড়া হিতকরী লিখিয়াছেন ;—"আমাদের ইহাতে কোন সুখ দুঃখ নাই, কেবল প্রথম প্রথম আমাদের হীনাবস্থার কথা স্মরণ পথে উদিত হইবে, ও দিন কতক ভারতবর্ষের পূর্ব্বাবস্থা আমাদের যন্ত্রণা দিবে। তত্রাপি ভারতবর্ষের রাজা এই স্বর্গভূমির যোগ্য নাম গ্রহণ করিয়াছেন, এই স্বর্গ ভূমি তাঁহার চক্ষের উপর স্পষ্ট থাকিবে, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। মহারাণীর উপাধি শ্রেণীতে ভারতবর্ষের উল্লেখ নাই, ইহাতে বোধ হয় যেন, ভারতবর্ষের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ব রাজ্যের জন্য ভিন্ন নাম থাকিলে, আমাদের এক রকম অস্তিত্ব থাকার স্পষ্ট চিহ্ন থাকিবে। হাউস অব কমন্স সভার লো সাহেব বিশেষ আপত্তি করিয়াছেন।" আর গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবের গুরুতর আপত্তির কথা আমাদের সহযোগিনী বোধ হয় শুনেন নাই।

স্থানীয় পত্রিকা বলিয়াছেন ;—সম্প্রতি হাবড়ায় অত্যন্ত চোরের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, শুনিলাম গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ইট ফেলিয়াছিল, তাহাতে গোলমাল করায় পাহারাওয়ালা উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে প্রহার দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এবং অপর বাটীতেও ঐরূপ উপদ্রব শুনা যাইতেছে। আমরা ভরসা করি, মাঃ রাইলি সাহেব ওবিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

হাবড়া হিতকরীর কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন ;—৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার হইতে দিবসত্রয় বারাণী পূজা উপলক্ষে এই ভাগলপুরে অত্যন্ত ধুমধাম হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বৎসরেই এই সময়ে এই উৎসবটিতে বিস্তর ব্যয় হইয়া থাকে। ভাগলপুরে ৪।৫ ক্রোশ ব্যবধানাবস্থিত পল্লী সমূহ হইতে ঔৎসুক্য সহকারে দলে দলে লোক আসিয়া দর্শনাদি করিয়া থাকে। মুঙ্গের, জামালপুরাদি রেলওয়ে সুগমনোপযোগী স্থান সমূহ হইতেও অনেকগুলি ভদ্র বাঙ্গালী আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবস (শুক্রবার) ষোলযাত্রা উপলক্ষে অপর সাধারণ সকল বাঙ্গালীই পরস্পরে পরস্পরের বাটীতে গমনাগমন ও পরস্পরের গাত্রে আবীর প্রদান করত পরম পরিতোষের সহিত স্বীয় স্বীয় সখ্যভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। যদিও আধুনিক কোন কোন কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকগণের সমক্ষে ঈদৃশ সমারোহ তাদৃশ প্রীতিকর নহে, কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক অনেকগুলি বাঙ্গালী একত্র হইয়া কোন সমারোহে সংমিলিত হইলেই মাদৃশজনগণের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। চতুর্থ দিবসে দরিদ্রদিগকে অকাতরে অন্ন দান করা হইয়াছিল এবং তজ্জন্য আমরা বারাণীর কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে অশেষ ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না।

বহুদিন হইল, আমরা যে কথা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে হিন্দুহিতৈষিণী তাহাই বলিতেছেন ; যদি লীগ লইয়া দলাদলির সৃষ্টি হয়, তবে আমাদের বিবেচনায় তাহাতে দেশের মঙ্গল প্রত্যাশাই অধিক। যেহেতু প্রতিযোগ্যবৃত্তি থাকিলে সহজে লোকের কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠে। এবং দেশের উপকারিতার ভিন্ন ভিন্ন পথ আবিষ্কৃত হয়। যত সভ্য দেশে প্রবেশ কর, দেখিবে দলাদলি দ্বারা সেই দেশের ভূয়সী উন্নতি সাধিত হইতেছে। এক ইংলণ্ডের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহার সমূহ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মহারাণীর নূতন উপাধি সম্বন্ধে হিন্দুহিতৈষিণী লিখিয়াছেন; 'মহারাণী "বৃটনেশ্বরী" নামেই পৃথিবীতে পরিচিতা ছিলেন, কোন দেশ বা জাতি এতাবৎ কাল "ভারতেশ্বরী" বলিয়া মহারাণীকে আখ্যাতা করিত না। এতদিনে মহারাণীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণে আমাদের অভিমান প্রজ্বলিত হইল। কি কারণে মহারাণী, এতদিন পরে ভারতেশ্বরী নামে আখ্যাতা হইতে ইচ্ছা করিলেন, তাহা লইয়া নানা কল্পনার সৃষ্টি হইতেছে। ডিউক অব এডিনবরার পত্নী রুসীয় সম্রাটের কন্যার অভিমান লইয়াই নাকি মহারাণীর "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ আবশ্যক হইয়াছে।' আসল কথা গ্লাডষ্টোন্ সাহেব প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

হিন্দুহিতৈষিণী লিখিয়াছেন; সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ এক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, রেবেনিউ এজেণ্টের মুনসেফিতে যাইয়া ১৮৬৯ সনের ৮ আইনের বিধান মতে প্লীড্ করিতে পারিবেন, সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলদের যে উক্ত ক্ষমতা সঙ্কোচিত করা হইল, তাহার সন্দেহ নাই। অথচ দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলদের মধ্যে এমত উপযুক্ত ও ক্ষমতাবান্ লোক আছেন, যে, তাঁহাদিগকে বিচারাধিকার প্রদান করিলেও ত্রুটি হয় না। বরং বিশেষণধারী কোন কোন বিচারব্যাত্র অপেক্ষা তাঁহারা বিশেষ কার্য্যক্ষম। এখন শ্রেণীর উকিলদের বিচারক পদে উন্নত হইবার পথ রহিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলদের নিমিত্ত তদ্রূপ ক্রমোন্নতির কোন পথ পরিষ্কৃত নাই। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলদের মধ্য হইতে যোগ্যতর লোক পরীক্ষা দ্বারা নির্ব্বাচিত করিয়া সময়ে তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর ওকালতীর ক্ষমতা প্রদান করিলে ভাল হয়।

উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছেন; নাটকাভিনয়ের স্বাধীনতা লোপ হইয়া; পত্রিকার স্বাধীন মুখ আবার অবরুদ্ধ হইলে, রাজার কঠোর শাসনে নীরোগীর ঔষধ সেবনের ন্যায় আমাদিগকে সহিষ্ণুতা মানিতে হইবে। শাসন কর্ত্তৃগণের অত্যাচার, পালক প্রহারিত গ্রাম্য পশুর ন্যায় সহ্য করিতে হইবে। আমাদের এখনও ভরসা হয় না, ন্যায়পর ইংলিস গবর্ণমেণ্ট, এইরূপ বিভীষিকা দ্বারা ভারতবর্ষবাসীদিগকে ভীষিত রাখিবার নিমিত্ত স্থনীতির অপহার করিবেন।

ব্রেজিলে এক প্রকার আশ্চর্য্য বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। উহা যখন অধিক বড় না হয়, উহার উপরিভাগ মনুষ্যের খাদ্য হইয়া থাকে। উহাতে মদ, ভিনিগর ও চিনি জন্মায় এবং এক প্রকার আঠা নির্গত হয়, তাহার আস্বাদ সাগুদানার ন্যায়। উক্ত বৃক্ষে কাঠের বাদ্যযন্ত্র জলের নল ও পম্প নির্ম্মিত হয়। উহার ডাঁটায় ও পাতায় বোতলের

ছিপির কর্ম্ম হইতে পারে। শিকড় শালসা পেরিলার ন্যায় উপকারী। উহার ফল অতি সুস্বাদু এবং বিচিকে কাফির ন্যায় লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। উহাতে টুপি মাদুর ঝুড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণ হয় এবং উহার পাতায় মোম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হুলকারের নূতন লৌহময় দরবারগৃহ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। এই আশ্চর্য্য গৃহের দৈর্ঘ্য ৭৬ হাত, প্রস্থ ৩২ হাত। ইহার সম্মুখে গৃহের সমান দীর্ঘ বারিন্দা আছে। তাহার বিস্তার সাড়ে ছয় হাত। কয়েকটি খিলানের উপর ইহার ছাদ রক্ষিত হইয়াছে। এক একটি খিলানের ব্যাস প্রায় ১৯ হাত। ইহার উচ্চতা ভিতরে ২৫ হাত বাহিরে প্রায় ২৭ হাত। প্রস্থ বেদিকা সমূহের উপর দণ্ডায়মান স্তম্ভ শ্রেণীর উপর লৌহময় খিলান গুলি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বিস্ময়কর গৃহটি প্রস্তুত করিতে চারিমাস মাত্র লাগিয়াছে।

একজন ইটালীদেশীয় লোক কাষ্ঠকে প্রস্তরবৎ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাতে কাষ্ঠ জলে ও অগ্নিতে নষ্ট হইবে না। ইহাতে ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর অন্য সকল দেশ অপেক্ষা এখানে শীঘ্র কাষ্ঠাদি নষ্ট হইয়া যায়।

এদেশের বাইজীরা গান গাইয়া অনেক সময় বিস্তর টাকা লুটিয়া লয়, অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু ইউরোপীয় গায়িকারা ইহাদের অপেক্ষাও অর্থ শোষক। কারলোট্টা পাট্টি নামক ইউরোপে একজন গায়িকা আছেন। কয়েক ব্যক্তি ইহাকে কলিকাতায় আনিবার চেষ্টা করেন এবং এই নিমিত্ত তাঁহাকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার হন, কিন্তু কারলোট্টি ইহাতেও সম্মত হন নাই, তিনি আরও বেশী টাকা চান।

সহচর লিখিয়াছেন,—

ভারতবর্ষে কতক গুলি জাতি আছে ; ইহারা স্বভাবত পুরুষানুক্রমে চোর। ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটী আইন প্রচলিত হইয়াছে। এই আইনটী যখন হয়, তখন আমরা ইহা বঙ্গদেশের বেদিয়াগণের প্রতি প্রচলিত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমরা আহ্লাদিত হইলাম এসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা একটী আইন করিতেছেন। যে জমীদারের মধ্যে বেদিয়াগণ যাইবে, তত্রত্য জমীদার উপস্থিত না থাকিলে, নায়েব সে বিষয়ে পুলিসকে সংবাদ দিতে বাধ্য হইবেন। রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ আপত্তি করিয়া বলেন, যে সকল জমীদার জমীদারীতে থাকেন না, তাঁহাদিগের প্রতি এই কর্ত্তব্য নিক্ষেপ করা অন্যায়। আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে, এই আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়াছে। জমীদার না থাকেন, নায়েব থাকেন ত? আর জমীদারেরা কলিকাতায় বসিয়া কি করেন? তাঁহাদিগের একটি প্রধান দোষ, অপর একটি কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটির কারণ হইতে পারে না। রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ ভাবেন, তাঁহার ন্যায় যাবতীয় জমীদারেরা স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন। তাহা হইলে আক্ষেপের কারণ থাকিত না। কিন্তু কোন কোন স্থলে বেদিয়াগণের প্রধান রক্ষক গ্রামের জমীদার ও চৌকীদার। বেদিয়াগণ "বাণিজ্য" করিয়া প্রত্যাগমন করিলেই চৌকীদারের স্ত্রী নূতন সাটি পরিধান করে। নায়েবের বাটীতেও কিঞ্চিৎ ধুমধাম হয়। এটি নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

ঐ পত্র বলিতেছেন ;—প্রিন্স অব ওয়েলস্, জগদানন্দ বাবুর বাটীতে গমন করিলে, অনতিপরেই উক্ত জঘন্য সংবাদ পত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি গালিপূর্ণ প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। ঐ সঙ্গে সঙ্গে এসম্বন্ধে একটি কবিতাও প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে তাহা বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত বলিয়া জনরব হয়। আমরা যথার্থ সূত্র হইতে অবগত হইলাম, হেম বাবুর লেখনী হইতে এমন জঘন্য লেখা বাহির হয় নাই। এই সম্ভ্রম বাড়াইবার কর্ত্তা কোন্ মহামতি? হায়রে চটক!" আমরা বলি Save usfrom our freinds.

১৫ই মার্চ বুধবার বেলা দশ ঘটিকার সময় কলিকাতায় লর্ড বিশপ মিলমান উদরাময়ে রাউলপিণ্ডিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমরা যদিও খ্রীষ্টীয়ান নহি, তথাপি মৃত বিশপ এত ভদ্র ও এত ধার্ম্মিক ছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু নিবন্ধন আমাদের সহিত সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার এত ক্ষমতা চমৎকার ছিল যে, এদেশে আসিয়া তিনি তিন মাসের মধ্যে হিন্দুস্থানী শিখিয়া তাহাতে বক্তৃতা করিতে সমর্থ হন। বিশপ মিলমান এতদ্দেশীয়দিগের পরম বন্ধু ছিলেন। বিদ্রোহের পর এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজ কয়েক বৎসর আর মিশ্রিত হইতেন না। মিলমান সর্ব্বপ্রথমে নিজ বাটীতে সকল জাতীয় লোককে নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করেন। এই দৃষ্টান্ত ক্রমশঃ সংক্রামক হয়। ইহার ফলস্বরূপ পুনর্ব্বার এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের মিলন ও বন্ধুভাব দেখা যাইতেছে।

ভারত মিহির লিখিয়াছেন ;—

ময়মনসিংহে মদ্যপান ক্রমে বাড়িতেছে। শিক্ষিত এবং সভ্য বাঙ্গালি ভদ্রলোকগণ সময়ে দারুণ বীভৎস ব্যাপার প্রদর্শন করেন। সুরাপায়ীগণ স্মরণ রাখিবেন, ভদ্রনীতি অতিক্রম করিলে আমাদিগকে তাঁহাদের নাম এবং গুণ কীর্ত্তি গাইতে হইবে। এক এক দিন যে সমুদয় কদর্য্য ঘটনা হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমাদের হৃষ্ট চক্রের অদ্ভুত জুতার গল্প মনে পড়ে।

ভারতমিহিরে চট্টগ্রাম হইতে একজন চাকর সাহেবদিগের অত্যাচারের বিবরণ এইরূপ লিখিয়াছেন।

ফটিক ছার থানার অন্তর্গত ফেন্নুয়া নামক স্থানে বুল অক ব্রাদার্স এবং কোম্পানির একটি খুব বড় বাগিচা আছে। ঐ বাগিচার নিকট একটী জলা আছে। কিন্তু এই জলাটী বাগিচার এলাকার সীমার বহির্ভূত। এদেশে

বৃষ্টি কিছু কম হইলে, এই সমুদায় জলার মধ্যে সুদৃঢ় বাঁধ দিয়া থাকে। তাহাতেই সমুদায় জল আবদ্ধ হয় এবং উহার উভয় পার্শ্বে অনেক দূর ব্যাপিয়া জল-প্লাবনের ন্যায় হয়। উহাতে ভূমি উর্ব্বরা হইলে নানা প্রকার শস্য বপন করিয়া থাকে। এই বৎসর ও ঐ জলাতে নিকট বর্ত্তী গ্রামস্থ লোকেরা বাঁধ দিয়াছিল। একদা ঐ বাগিচার ওবেসষ্টর সাহেব অকারণে আদেশ করিলেন, ঐ জলার বাঁধ কাটিয়া দেও। ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা কাটিয়া দিতে অস্বীকৃত হইল। তাহারা বলিল আমাদের অনেক টাকা খরচ হইয়াছে। এখন যদি উহা খুলিয়া দেই, আমাদের এই সমুদায় শস্য বিনষ্ট হইবে। আর আমরা এইরূপে প্রত্যেক বৎসর দিয়া থাকি। বাগিচা ও নূতন নয়, বাঁধ ও নূতন নয়, অতএব আমরা খুলিয়া দিতে পারিনা। বিশেষত কোন আদালতে হুকুম হয় নাই। ইহাতে সাহেব অত্যন্ত রাগ করিয়া স্বয়ং কয় জন কুলি এবং কয়টী বন্দুক লইয়া বাঁধ কাটিতে আসেন। গ্রামস্থ লোকেরা বাঁধের উপর আসিয়া দাঁড়ায় এবং প্রাণান্তেও কাটীতে দিবেনা, বলিতে লাগিল। সাহেব বাহাদুর নিজ এবং নিজ লোকের হস্তস্থিত বন্দুক গুলি ফায়ার করিলেন এবং বাঁধের উপরস্থিত ৮ জন লোক ভূমিতে পড়িয়া গেল। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ডাক্তর খানাতে আনিল। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে তাহারা সকলেই এক প্রকার আরোগ্য হইয়াছে। গত কল্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রট সাহেব এই মোকদ্দমার বিচারে ঐ সাহেবের কেবল মাত্র ৫০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। মোকদ্দমার আগা গোড়া কমিসনার সাহেব জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত ছিলেন। ইহার কারণ কি? তিনি আবার কমিসনার এবং জিলার জজ।

রাজসাহী ও কুচবিহার বিভাগের কমিশনরের একটিং পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ২৪ পরগণার বারুইপুর বিভাগের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের ভার পাইয়াছেন।

বাবু মহিমচন্দ্র পালের মৃত্যুতে সাতক্ষীরার ভারপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় ষষ্ঠ হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন। এবং দিনাজপুরের একটিং ডেঃ মাঃ বাবু হরিমোহন চন্দ্র সপ্তম হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন।

কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ মেদিনীপুর জেলার একটিং ডেঃ মাঃ নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ, প্রেসিডেন্সী কালেজের এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বগুড়ার মুন্সেফ বাবু শ্যামচাঁদ ধর, বি, এল, পীড়িত বলিয়া ২ মাস অবসর লইয়াছেন।

বাবু জানকীনাথ দত্ত বি, এল, বগুড়ার একটিং মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

মৈমনসিংহের অন্তর্গত আটিয়ার মুন্সেফ বাবু মথুরানাথ ঘোষ চট্টগ্রাম জেলায় রঙ্গনীয়াতে বদলী হইলেন।

ফটিকচারীর মুন্সেফ বাবু অনন্তরাম ঘোষ আটিয়াতে বদলী হইলেন।

রঙ্গনীয়ার মুন্সেফ্ বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায় ফটিকচারীতে বদলী হইলেন।

দেওয়ানী আদালতের নিমিত্ত হাইকোর্ট ছুটির যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া, অনেক জজ সাহেব দায়রার কাছারী বন্ধ রাখেন। ইহা জানিতে পারিয়া হাইকোর্ট কড়া হুকুম দিয়াছেন যে, যে দিন ট্রেজারী খোলা থাকিবে, সে দিবস দায়রার আদালত বন্ধ না থাকে, এবং বিশেষ বিশেষ হিন্দুপর্ব্বদিন ব্যতীত দায়রা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না করিয়া আদালত ফৌজদারীর ছুটির দিনেও বন্ধ করিবে না।

বর্দ্ধমান বিভাগের ১৮টি জুনিয়র স্কলার্শিপ; হুগলী ও হাবড়ায় ৬টি, নিজ বর্দ্ধমানে ৫টি, মেদিনীপুরে ৩টি, বাঁকুড়ায় ২টি এবং বীরভূমিতে ২টি প্রদত্ত হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কলার্শিপগুলি সমস্ত বিভাগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালকগণকে দিলে ভাল হইত না?

ভাগলপুর বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩টী জুনিয়ার স্কলার্শিপ সমস্ত বিভাগের প্রথম তিন বালককে প্রদত্ত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর ৮টি চারি জেলায় ২টি করিয়া প্রদত্ত হইবে।

পাটনা বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬টী জুনিয়র স্কলার্শিপ সমস্ত বিভাগের প্রথম ছয় বালককে দেওয়া হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর ১২টী, পাটনায় ২টী, গয়ায় ২টি, সাহাবাদে ২টী, মোজঃফরপুরে ৩টী এবং সারণে ৩টী প্রদত্ত হইবে।

মফস্বল।

ঢাকার বিশেষ সংবাদ দাতার পত্র।

অল্প দিন হইল, বম্বের এক দল পারসী অভিনায়ক ঢাকায় আসিয়া হিন্দি ভাষায় কতকগুলি নাটক ও প্রহসনের অভিনয় করিতেছে। ইহাদিগের মত নিপুণ নট কখনও এদেশে আসে নাই। গীত বাদ্যে ইহারা, গন্ধর্ব্ব জাতীয় এবং প্রকৃত রঙ্গলীলায়ও নিতান্ত দক্ষ। কিন্তু বড় দুঃখের কথা এই, ইহারা আজ পর্য্যন্তও শ্বেতাঙ্গ ভারতীর শিষ্টাচার—বিধি অবগত হয় নাই। ইহাদিগের নীল পৈরী, লাল পৈরী ও সবুজ পৈরী প্রভৃতি স্বর্গবিদ্যাধরীরা প্রিয়জনের কণ্ঠে বাহু ফেলাইয়া নানাবিধ প্রিয় কথা বলে,—এবং বলিব কি,—এমন "অশ্লীল" ভাবে নায়কের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যে, দেখিলেই শরীর ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। সম্প্রতি নবাব আবদুল গণির প্রমোদবাটিকায় ইহাদিগের অভিনয় হইতেছে। সেখানে সহরের ভদ্রলোকদিগের এখন পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ হয় নাই।

ঢাকা কালেজের প্রিন্সিপাল কোন মতেই সাধারণের মতে মত দিয়া কালেজে ৫ ঘণ্টা পড়ান স্বীকার করিবেন না। এখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এনিমিত্ত তাঁহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত। সিবিলিয়ান্ত ত সিবিলিয়ানই;—তার পরে আবার কালেজের মাষ্টারেরাও যদি সিবিল সিবিল খেলেন, তবে কোথা যাই বলুন।

নৈমিষারণ্যে শচী।

...কেন পুত্র ভীমবাহু, ভাবনা পীড়িত?
...আশঙ্কা কেন? এ বৃথা সংশয়
...আজ? কেনরে জন্মিলি ইন্দ্রাণীর
...আসি পুত্র বেশ ধরি? জানিতাম,
...গিনী আজ শচী পুত্র পৌত্র হীন!—
...প্রবোধ মনে এ কথা স্মরিয়া!
...নির্ব্বাই অনলে কিসে এ যাতনা?
...এ চিত্তের নিবিবে কি আর?
...কি আর, যত দিন দৈত্য কুল
...নাহি হবে?— হায় সখি চপলারে,
...নন্দন বন, এ বৃথা রচিলে?—
...রচিলে সখি! জ্বলিছে স্বজনি,
...অন্তর আত্মা নিরন্তর যার,
...সুধাংশু, বল, তোষে কিলো তারে?
...কি কোকিল, সখি, সে কুজন রবে—
...কি তাহার চিত্ত হারায়ে বল্লভে
...বয়সে, ভাসিতেছে যে রূপসী
...নয়ন-জলে—জন্ম অভাগিনী!
...বিষের জ্বালা নিবে কি সলিলে?
...পূজিলে লাগে"!—এ বৃথা চপলা
...তব আজ—বাড়ালে যাতনা।
...বিন্দু নীর ধারা বলিতে বলিতে
...গলিল নেত্রে! আকুল আনন্দ
...বিরহে আজ!

সম্ভাষি আবার

...বারি নয়ন-বারি সখীরে কহিলা,—
...মিনি! বল হায়, কত কাল আর
...ভ্রমিতে হবে কাননে কাননে,
...সদা অশেষ যাতনা? কত কাল,
...অপসরা, সখি, মস্তকে বহিব
...গৌরব ভুলি? রহিলা নীরবে
...অনন্য মনে। আবার কহিলা
...ভুলিয়া দেবী আপনার দুঃখ
...ভারত পানে আবার কহিলা

বিদরে হৃদয়,

...বিধির বিধি বারেক ভাবিলে!
...মায়ের দশা—ভাবিলে পূর্ব্বের
...এ ভারতের—ভাবিলে এখন
...কুলাঙ্গার কাপুরুষ ভাব!

হায় সখি!

...স্যন্দন-যোগে বিমানে খেলিয়া
...সঙ্গেতে রঙ্গে হায়রে বিধাতঃ
...ত্রিদিব রবি সে বাসব আজ—
...সে দেবতা সব? আসিতাম পূর্ব্বে,
...ভারতে, আহা! ভারত বাসীরা
...সচ্ছন্দে যবে, স্বাধীনতা-সুখ,
...প্রবাহ যবে হায়রে চপলা,
...দ্বারে দ্বারে, কত বে তখন
...আনন্দ ভোগ করিতাম শুনি
...উচ্চারণ দেবর্ষির মুখে;

ঋষিবধূ ঋষিকন্যা দেবার্চ্চনা দেখি—
দেখি সে পরম শোভা নৈমিষ বনের!
হায়রে কোথায় এবে সে তাপ সকল
সদা পুণ্য ব্রত রত! ভাবিতাম সুখে—
ভারত আনন্দ ধাম ভবের ভিতরে।
চপলারে, বিপরীত হেরি সব আজ।
নাহি সে আনন্দ আজ আনন্দ আলয়ে!
ঘোরতম তমোরাশি করেছে আচ্ছন্ন
আজি এ ভারতে! পূর্ণিমার পূর্ণশশী
রাহুর কবলে! বিদলিত হস্তী পদে
পদ্মের মৃণাল! স্বজনিরে, মরুভূমি
আজি এ ভারত চির বসন্ত নিবাস,
ভারত-রোদনে আজ জগত আকুল!
আকুল ভারত ভূমি দৈত্যের পীড়নে।
হেন অত্যাচার সদা সহিবেন কত!
হায় মা! বাড়ে যে মর্ম্মে মরম বেদনা
ভাবিলে তোমার দশা! কি সুখে ছিলে মা,
রাজ রাজেশ্বরী তুমি, বীর প্রসবিনী,
যখন তোমার বীর সন্তান মণ্ডলী
শাসিলা সমরে বিশ্ব ভীম ভুজ তেজে।
কি দশা এখন তব!

ভাবি মা যখন,

বিরলে বসিয়া দুষ্ট দানব দৌরাত্ম্য,
অনন্ত পাবক রাশি জ্বলে মা অন্তরে
বিষম দাবাগ্নি বেশে। সে অনল সনে
দেখি মা জ্বলিতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড!
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড শত উদিত অম্বরে—
প্লাবিত পৃথিবী কাল পাবক প্লাবনে!
কি করি আবার মাতঃ, নিবাই হুতাশে,
অসহায় অনুপায়!

আবার যখন

ভাবি মা একান্তে তব দুঃখের কাহিনী,
নিবিড় মেঘাড়ম্বরে আবরে অম্বরে
ডুবায়ে মহীরে ঘোর তিমির অর্ণবে!
নাসারন্ধ্রে বাহিরায় বৈশ্বানর রাশি
রাগিয়া সবেগে? ভয়, লজ্জা, কুল, মান,
পলায় তরাসে! উত্তেজিত চিত্ত অতি;
তেয়াগি রমণী-ব্রত, বাসনা আকর্ষি
করাল কৃপাণে যাই ছুটিয়া আহবে
দুরন্ত দানব-বংশ করিতে নির্ম্মূল—
করিতে উদ্ধার স্বর্গ—করিতে উদ্ধার
জননি! পূর্ব্বের তব গৌরব বিমল!
কি ভয়?—ভাবি মা মনে আপনা আপনি,
কি ভয়, কেন না আমি প্রবেশি সংগ্রামে?
বিরলে এখনো কেন সখীর সঙ্গেতে?
কি কাজ লজ্জায়?—চাহি দেবেন্দ্র বদনে?
ক্ষিপ্ত কেশরিণী যথা হুঙ্কারি বিক্রমে
পড়ে লম্ফে মেষপাল মাঝে, আস্ফালিয়া
অসিবর কেন না তেমনি (প্রচণ্ডা চামুণ্ডা
যথা সে পূর্ব্বের রণে বিষম উৎসাহে—
নিস্তারিলা নিস্তারিণী দলিত অমরে
বিনাশি দানবে) পাড়ি মুণ্ড খণ্ড খণ্ড
করিয়া কৃপাণাঘাতে!

বাজালে ভৈরবে

ভৈরব সংগ্রাম ভেরী, গম্ভীর আরবে
পূরিবে ব্রহ্মাণ্ড যবে, ছুটিবে দিগন্তে,
বিদারি বিশ্বের বক্ষ, হিল্লোলে হিল্লোলে
ধ্বনিয়া পর্ব্বতে, বৃক্ষে, শূন্যেতে, সাগরে
সে রব, রবে এ ভবে—রবে এ ভারতে
নিশ্চিন্ত তখন কেহ?—থাকিবে নিদ্রিত
আর্য্যপুত্র ভুলিয়া আপনা? কিম্বা হায়
পারিবে থাকিতে? জ্বলিবে না চিত্ত ভূমি
উদিবে না মনে কোন্ বংশোদ্ভব সবে?
অসম্ভব এ আশঙ্কা! অবশ্য সাজিবে।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সমর ভূষণে
উদ্ধারিতে স্বাধীনতা! অবশ্য উঠিবে
ভৈরবে ভারত-জয়ঃ নিনাদ হিল্লোল!
অলসে নিদ্রিত দেশ ভাবি অনুপায়;
সুযোগ সংযোগে সবে অবশ্য জাগিবে
গুপ্ত যথা বহ্নিরাশি ভস্মরাশি মাঝে;
আবরিত প্রভাকর অথবা জলদে;
কিংবা অগ্নিগিরি যথা বিক্রমে সময়ে
উগরি পাবক রাশি শান্তমূর্ত্তি ধরে;
তেমতি ভারত আজি ঘুমায় অঘোরে
সময়ে ধরিবে পুনঃ মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
বিচিত্র গরিমা ভরে ভাতিল সুন্দর
বদন ললাট গাত্র কপোল নয়ন
নীরবিলা এত বলি যখন ইন্দ্রানী।
নীরবিলা মহা দেবী ত্যজিয়া নিশ্বাস
ঘোর মনোদুঃখে আহা!

এমন সময়ে

উঠিল তুমুল ঝড় প্রলয়ে যেমতি—
কড় কড়ে গরজিল দম্ভোলি অম্বরে—
অনন্ত আকাশ দেশ—অনন্ত অনন্তে
প্লাবিত হইল অকস্মাৎ, অকস্মাৎ—
গরজি তরজি সিন্ধু উঠিল উচ্ছলি—
পূরিল সকল বন দাবাগ্নি আবেগে—
কোদণ্ড টঙ্কার ঘন শুনিলা বিমানে
শুনিলা শংখের নাদ—অমর অসুরে
আবার আরব্ধ রণ—নিস্তব্ধ ভুবন—
টল টল ধরাতল কাঁপিল সঘনে—
গ্রাসিল আসিয়া রাহু ভাস্বর ভাস্করে
মধ্যাহ্ন সময়ে! জয় জয় জয় জয়
উঠিল নিনাদ জোরে গগন প্রদেশে!—
চাহিলা শূন্যেতে শচী—

শ্রীহঃ—

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	... ...	৩৲
ডাকমাসুল	...	।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য	... ...	১॥০
ডাকমাসুল	...	৵০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

RIJU BRITTI
OR A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।
অর্থাৎ
প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের
অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত,

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ॥০ আট আনা।
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু	যজ্ঞেশ্বর হালদার, ছোট চাঁদঘর	১॥০
„ „	রামগোপাল বিদ্যান্ত, লক্ষ্ণৌ	৬॥০
„ „	চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আলা	৮১০
„ „	রাসবিহারী ঘোষ, কলিকাতা	৪৲
„ „	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, মতিহারী	৫৲
„ „	দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী, পুবাইল ঢাকা	৭॥০
„ „	বৈকুণ্ঠ নাথ দে, বালেশ্বর	১৫৲
„ „	উমাকান্ত মুখোপাধ্যায়, বুলন্দসহর	৫॥০
„ „	বলদেব পালিত, কলিকাতা	১৩৲
„ „	বেনিমাধব মিত্র, কষ্টম হউস	৫৲

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির
আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।
মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

It displays great erudition.
Monier Williams.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীত পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যান পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৮০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

শ্রীহরিমোহন সুর, বি, এ, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৬॥০	অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...	৩৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	২৲	মাসিক ...	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...		...	৵০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

কলিকাতা।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—২১ শে চৈত্র। রবিবার সন ১২৮২সাল। ইং ২রা এপ্রেল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। { ২৩ সংখ্যা।

কল্পতরু।

(উপন্যাস)

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা। কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের বিজ্ঞাপন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম তিন মাসের অর্থাৎ১২৮২সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের সংগ্রহ একত্র প্রকাশিত হইল। ইহার পরের আরও তিন চারি মাসের ফর্ম্মা মুদ্রিত আছে।

অনেক গ্রাহকের স্থানে অদ্যাপি প্রথম বৎসরের সম্পূর্ণ বা কিছু বাকি আছে। যাঁহাদের কাছে এইরূপ পাওনা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, তাহা সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন ; এবং প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় বৎসর গ্রহণ করিতে যদি ইচ্ছা হয়, তবে দ্বিতীয় বৎসরের অন্ততঃ ছয় মাসের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

যাঁহারা গত বৎসরের মূল্য চুকাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের সমীপে দ্বিতীয় বৎসরের এই তিন সংখ্যা প্রেরিত হইল, ভরসা করি তাঁহারা গত বৎসরের মত অচিরাৎ অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা নিঃশেষিত হইয়াছে ; নূতন গ্রাহকগণকে আমরা সেই খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হইলেই পাঠাইয়া দিব।

এই তিন সংখ্যায় নিম্নলিখিত কাব্য সকলের অংশ প্রকাশিত হইল।

১। চণ্ডীদাস (সমাপ্ত) শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি হইতে।

২। গোবিন্দদাস (একান্নপদ, গৌরচন্দ্রিকা, বাল্য, কৈশোর-লীলা ইত্যাদি), শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক হইতে।

৩। রামেশ্বর (সত্যনারায়ণ), শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসুর সংগৃহীত কয়েকখানি পুঁথি হইতে।

৪। মুকুন্দরাম। (চণ্ডী), শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুঁথি, অপর একখানি জীর্ণ পুস্তক এবং বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে।

চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

মেহরোগের মহৌষধ।

মূল্য ডাকমাসুল সমেত ॥৵০ আনা। স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার মেহ আরোগ্য হইবে।

শ্রীহরিচরণ বিশ্বাস

হুগলি বুধোদয় যন্ত্র।

বিজ্ঞাপন।

৺ দুর্গাদাস কর প্রণীত মেটিরিয়া মেডিকা পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা, ডাকমাসুল ॥/০ আনা। কেবল আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বাঙ্গালা ডাক্তারী পুস্তকও আমার নিকট পাওয়া যায়। আবশ্যক হইলে লিষ্ট প্রেরিত হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দু হোষ্টেল লালবাজার
কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণদাসের সম্যক্ তত্ত্বাধীন
দাস এণ্ড কোম্পানীর
বিজ্ঞান যন্ত্র।

সকল প্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সুচারুরূপে, স্বল্প মূল্যে ও ইচ্ছানুরূপ নিয়মিত সময়ে সম্পন্ন হয়।

সাময়িক পত্রাদির কার্য্যাধ্যক্ষতা অথবা কলিকাতার এজেন্সির ভার আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

সাময়িক পত্রাদি বিজ্ঞান যন্ত্রে মুদ্রিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু সময়ে সময়ে রচনা প্রবন্ধাদিদ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৩৩নং ভবানীচরণ দত্তের লেন। শ্রীদৈবকীনন্দন সেন।
প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর
কলিকাতা। যন্ত্রাধ্যক্ষ।

সামান্য গৃহস্থ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যে যদি প্রতিবেশী কোন বালক আসিয়া, গোপালকে কোন কুপরামর্শ প্রদান করিল বা গোপালের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিল, গোপালের ঠাকুর দাদা তৎক্ষণাৎ রাগান্ধ হইয়া সেই প্রতিবেশী বালককে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন, এবং অত্যাচারী বালকের বাপের কাছে বলিয়া দিয়া হয়ত তাহাকে প্রহারিত করিলেন; আবার সেই ঠাকুর দাদাই দেখিবেন, গোপালকে ঘোষেদের ফুল বাগানের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে বসাইয়া দিয়া, ঘোষজা মহাশয়কে অন্যমনস্ক করণাভিপ্রায়ে তাঁহার দাওয়ায় বসিয়া মধু বিশ্বাসের মদ খাওয়ার গল্প করিতেছেন, যদি গোপালকে কেহ দেখিল, ত অমনি বলিলেন, "ও গোপাল নহে, তাহাকে আমি এই মাত্র স্কুলে যাইতে দেখিয়া আসিতেছি।" এইরূপে গোপাল ভদ্রচোর হইতে লাগিল, আর ঠাকুর দাদা ক্রমাগত প্রশ্রয় প্রদান করিতে লাগিলেন। অনেকেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন, যে আপনার লোকে, কখন কৃতাপরাধে প্রশ্রয় দিয়া, কখন বা সামান্য লাভের জন্য কুকার্য্যে ইঙ্গিত করিয়া, আপনার লোকে বালকের যেমন ইহকাল পরকাল নষ্ট করেন, অপর লোকে প্রতিবেশীতে কখনই তত করে না। সামান্য গৃহস্থে যেরূপ, অতি বড় সমাজেও সেইরূপ।

কোন একটি জাতি আপনার অনিষ্ট আপনি যত করে, অপর কোন জাতি তত করে না—একথা সকল স্থলে সত্য হউক বা না হউক, আমরা এই হিন্দু জাতি আমরা আপনাদের অনিষ্ট আপনারা যত করিয়াছি বা করিতেছি, মুসলমান বা ইংরেজ তত করিতে পারেন নাই ও এখনও করিতেছেন না। মুসলমান আসিবার পূর্ব্বেই আমরা ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিতে আপনার মুণ্ড আপনি কাটিয়া ফেলিয়াছিলাম, এখনও ইংরেজের শাসন সময়ে আমরা আপনাদের রক্ত আপনারা পান করিতেছি। তবে গোপালের ঠাকুর দাদার মত, পরে যে আমাদের অনিষ্ট করে, তাহা আমারা দেখিতে পাই; 'রাজ নীতির' নাম করিয়া তাহার প্রতিবাদ করি, সেই সকল কার্য্যের বিরুদ্ধে আসোসিয়েশন, লীগ, দরখাস্ত, মেমোরিয়াল, মীটিং প্রভৃতি কতশত উপায় অবলম্বন করি; কিন্তু আমরা আপনাদের সমাজের কত অপকার প্রতিনিয়ত যে করিতেছি, তাহার বিন্দু মাত্রও দেখিতে পাই না, সেই সকল দেখিবার কখন চেষ্টাও করিনা, বরং কেহ বলিতে আসিলে, সে সকল কথা রাজনীতি সম্পর্ক শূন্য বলিয়া উপহাস করি ও তাচ্ছিল্য করি।

সকলেই রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত, সমাজের ভালমন্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলা কেহ কর্ত্তব্য বোধ করেন না। সত্য বটে বিদেশীয় রাজা আমাদের সমাজের অনেক বিষয়ে হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়াছেন, কিন্তু এখনও এমন অনেক গুলি বিষয় আছে, সে গুলিতে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন; অথচ সেই সকল বিষয়ে আমরা নিয়তই আপনাদের ক্ষতি আপনারা করিতেছি। দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালকগণের লালন পালন ও শিক্ষার ভার আমাদের আপনাদের হস্তে আছে; অথচ সে বিষয়ে আমাদের কিছু মাত্র মনোযোগ নাই। দশবৎসর বয়স্ক একটি বাঙ্গালি বালক এবং দশ বৎসর বয়সের একটি ইউরোপীয় বালকের তুলনা করিয়া দেখুন, দেখিবেন বালকদিগের শারীরিক ও মানসিক গঠনে আমরা কিরূপ অমনোযোগী। এইরূপ সকল বিষয়েই, আহার আচ্ছাদন বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ না হই প্রায় স্বাধীন; অথচ আমাদের আহার কেবল "পেটের দায়ে," আর যিনি বড় বিজ্ঞ তাঁহার জিহ্বার দায়ে। মনের কথা দূরে থাকুক, আহারের সহিত শরীরের ভাল মন্দের যে বিশেষ সংস্রব আছে, একথা লোকে জানিলেও, কখন সেইরূপ কার্য্য করেন না। সর্ব্বদাই দেখিবেন যিনি উদরাময়ে পীড়িত, তিনি অনবরত সরষে সেবনে আপনার রোগের বৃদ্ধি করিতেছেন, আবার যাঁহার শরীরে বিশেষ পুষ্টির প্রয়োজন, তাঁহার গুরুজনেরা পুরাতন দাউদখানি তণ্ডুলের জন্য মহাগণ্ডগোল করিয়া বেড়াইতেছেন। আবার

আচ্ছাদনও আমাদের হইয়াছে 'পরের দায়ে।' সাহেবেরা ছেলে বেলা হইতে বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকেন, আমরাও অপোগণ্ড শিশু গুলিকে পর্য্যন্ত ফ্লানেল জড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি; শরীর ত্বকের দুইটি কার্য্য। শরীর অভ্যন্তরের উত্তাপ আটকাইয়া রাখা, আর বহির্বায়ুর উত্তাপ আকর্ষণ করিয়া শরীর মধ্যে লইয়া যাওয়া, যেমন মনুষ্য কোন কর্ম্মে অভ্যস্ত না হইলে সে কর্ম্ম সুচারু রূপে করিতে পারেনা, সেইরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কোনরূপ কার্য্যে অভ্যস্ত না হইলে সেই কার্য্য করিতে পারেনা। যাহার ত্বক্ চিরদিন আচ্ছাদিত রহিল, তাহার ত্বক্ কখন উত্তাপ রক্ষা বা উত্তাপ আকর্ষণ করিতে শিখিল না। তাহার গাত্রের চর্ম্ম ক্রমেই অস্বাভাবিক হইবে। অথচ আমরা দেশ শুদ্ধ লোক কেবল এক বিজাতীয় সভ্যতার দায়ে সেইরূপ করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

হিন্দু বিবাহ হিন্দুর হস্তেই আছে। অথচ কোথাও দেখিবেন, বিবাহ অর্থে-বাণিজ্য বিশেষ; কোথাও দেখিবেন, বিবাহ অর্থে পুত্তল ক্রীড়া; কোথাও দাসীক্রয়; কোথাও কন্যাদান; কোথাও বা বলিদান। বিবাহে ধনক্ষয়, বিবাহে আয়ুক্ষয়, বিবাহে বলক্ষয়; আর বংশবৃদ্ধি—কিনা দাস বৃদ্ধি বা উমেদার বৃদ্ধি। অথচ বিবাহ কেবল হিন্দু সমাজ বলিয়া নয়, সকল সমাজেরই ভিত্তি ভূমি। এ সকল বিষয়ে কেহ কখন চিন্তা করেন না, কেহ চিন্তা করিয়া কোন কথা কহিলে তাহা চিন্তাচাঞ্চল্য (বা sentimentalisim) বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। এরূপ রোগের কি কোন প্রতীকার হইবে না? আমরা ইংরেজের নিকট শিখিয়াছি যে, সভা না করিলে কোন কাজ হয় না, ভাল, শুদ্ধ সমাজের ভাল মন্দ বিচার করিবার আর কেবল সমাজের উপকারের জন্য,—একটি সভা করিলে হয় না? চিন্তাশীল উত্তর দান করিলে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইবে।

আইনের সৃষ্টি।

কাম্বেল সাহেব যখন বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন, তখন বলিয়াছি যে, কলিকাতা গেজেটের সহিত দ্রুতগমন করিতে আমরা অসমর্থ। অদ্য আবার আমাদের দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতেছি। গত সপ্তাহে যে, কলিকাতা গেজেট বাহির হইয়াছে, তাহাতে এত গুলি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, যে, সেগুলির সারাংশ প্রকাশ করা এবং সম্যক্ সমালোচন করা, দুই এক সপ্তাহের কার্য্য নহে। যাহাই হউক, এই আইন গুলি দ্বারা আইনের যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহাই বলিব।

হিন্দু পরিবারের মধ্যে বিষয় বিভাগ নিয়তই ঘটিবে। দায়ভাগ মতে সকল পুত্রই পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। পূর্ব্বে যেমন বিষয় বিভাগে অল্প বেতনভোগী আমীনের একাধিপত্য ছিল, এই পাণ্ডুলিপিতে তাহার লোপ হইয়াছে। এক্ষণে আমীনগণ কোন এক ভূমি খণ্ডের কেবল নক্সা প্রস্তুত এবং খাজানা স্থির করিবেন। বিষয়ের এই অংশ, এই সরিকান পাইবে, অন্যাংশ অন্য সরিকান পাইবে, ইহার নিষ্পত্তি এক্ষণ হইতে আমীন করিতে পাইবেন না। ডেপুটী কালেক্টরকে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। উৎকোচ প্রিয় আমীন দ্বারা পূর্ব্বে অনেক অন্যায় উৎপন্ন হইত, উচ্চবেতন ভোগী সত্যপ্রিয় ন্যায় পর ডেপুটী কালেক্টরগণ হইতে এরূপ অন্যায় আশঙ্কা করা যাইতে পারে না।

মালিকেরাই বিষয় বিভাগ প্রার্থনা করিতে পারিবে। বিষয়ে যাঁহাদের কেবল জীবন স্বত্ব, তাঁহারা সেই বিষয় প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

বিষয় গুলি পাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়, এই আশঙ্কায় নিয়ম হইয়াছে, যে, বিষয় এমন অংশে বিভক্ত হইবে না, যে অংশের বাৎসরিক খাজানা ২০ টাকা এবং আয় ২০০ টাকার ন্যূন।

লোকে আপনাপন বিষয় বিভাগ করিয়া লইলে, পরে বিবাদ ঘটিলেও ইহাদের আবেদনে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিতেন না, এক্ষণে এই নিয়ম হইল যে, সকল অংশীদার আবেদন করিলে, গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বকার বিভাগ না মঞ্জুর করিয়া নূতন বিভাগ করিবেন।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, কোন বিষয় বিভাগের আবেদন হইলেই প্রত্যেক অংশীদার স্ব স্ব অংশের খাজানা ইত্যাদির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী। এক্ষণ হইতে এই নিয়ম রহিত হইল, বাটোয়ারা শেষ না হইলে গবর্ণমেণ্ট কাহার সহিত বিভিন্ন হিসাব খুলিবেন না। খাজানা ইত্যাদির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সমস্ত সম্পত্তিকে দায়ী করিবেন।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, বিষয় বিভাগ হইতেছে, এমন সময় যদি কোন ব্যক্তি সরিকান বলিয়া উপস্থিত হইত, কিম্বা উক্ত বিভাগের কোন আপত্তি করিত, তাহা হইলে বিভাগ তৎক্ষণাৎ রহিত হইত। এক্ষণে তাহা হইবে না, কালেক্টর ভাল বিবেচনা করিলে, আবেদনকারীর কথা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবেন, অথবা বিবেচনা মতে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিবার নিমিত্ত আবেদনকারীকে চারি মাস সময় দিবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে

আবেদনকারী যদি আপনার স্বত্ব প্রমাণ করেন বা করিতে পারেন ত ভাল, না করিলে বা না পারিলে, চারিমাস পরে বিভাগ হইবে।

এক সরিকানের ভূমিতে অন্য সরিকানের বাটী পড়িলে বাটেয়োরা পক্ষে অনেক অসন্তোষকর ঘটনা ঘটিত। সে সমুদয় দূর করিবার নিমিত্ত নিয়ম হইল যে, যাহার বাটী, তিনি ভূম্যধিকারীকে একটি চিরস্থায়ী নির্দ্দিষ্ট খাজানা প্রদান করিলেই সমুদয় গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

পূজাবাটী, শবদাহ স্থান ও কবর ভূমি ইচ্ছা না করিলে বিভক্ত হইবে না। দেবোত্তর সম্পত্তি কোন ক্রমেই বিভাগ হইবে না।

পাবনা, ত্রিহুত প্রভৃতি অঞ্চলে জমিদার ও প্রজায় যে তুলস্থূল বিবাদ হইতেছিল, তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় আইনের একটি পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজ রাজ্য শাসনের দোষ যে, এরূপ বিবাদ ঘটিতে পায়। এই কলঙ্ক অপনয়ন করিবার নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষ সযত্ন হইয়াছেন। কিন্তু এই আইন দ্বারা বিবাদের মূল কারণ নিরাকৃত হইতেছে না। কার্য্যত ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ আইন রহিতেছে, কেবল এই পরিবর্ত্তন হইতেছে যে, দেওয়ানী আদালতের পরিবর্ত্তে কালেক্টরগণ এই সকল বিবাদ নিষ্পত্তি বিষয়ে সরাসরি মত ভার প্রাপ্ত হইতেছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে কালেক্টরগণ এইরূপ বিবাদের তথ্যানুসন্ধান করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। আইনের কূট প্রশ্ন না থাকিলে কালেক্টরেরাই নিষ্পত্তি করিবেন। উক্ত প্রশ্ন সকল উঠিলে কালেক্টরেরা মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। কালেক্টরের নিষ্পত্তি হইতে কমিশনর ও বোর্ড অব রেভিনিউতে আপীল হইতে পারিবে। ইহাই লিপির সারাংশ। ইহা দ্বারা এইরূপ গুরুতর বিবাদ সকল ভবিষ্যতে যে হইবে না, আশা করা যাইতে পারে না। এই আইন দ্বারা এই হইবে যে, উক্ত বিবাদ ঘটিলে অতিশীঘ্র একরূপ নিষ্পত্তি হইবে, দেওয়ানী আদালতের লম্বা চওড়া নিয়ম পদ্ধতি দ্বারা বিচারে অনেক সময় ক্ষয় হয়। আইন দ্বারা সেই অসুবিধা দূরীভূত হইবে মাত্র। কিন্তু জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ—খাজানার হ্রাস ও বৃদ্ধি লইয়া,—এই খাজানার হ্রাস ও বৃদ্ধির যতদিন না মূল সূত্র সকল প্রাঞ্জল রূপে নিবদ্ধ হইতেছে, ততদিন এইরূপ বিবাদ মূলে আর হইবে না, এরূপ আশা করা যায় না।

কারাগারের কিরূপ নিয়ম হওয়া কর্ত্তব্য, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিনা। কারাগারে কয়েদীদিগকে বিশেষ কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, কষ্ট অল্প কি অধিক হওয়া উচিত, আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিনা। কিন্তু ইহা বেশ বুঝিতে পারি যে, অন্নসংস্থান হয় না বলিয়াই, অনেকে অপরাধ করিয়া কারাগারে গমন করে। বেশ বুঝিতে পারি, হঠাৎ রোষ ভরে কিম্বা অজ্ঞানান্ধতা বশতই লোকে অপরাধ করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। অনেকেরই বিশ্বাস যে, ভালরূপ উপদেশ ও শিক্ষা পাইলে, অনেকেই কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করে। অপরাধের নিমিত্ত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া কয়েদীরা উপদেশাদি পাইলে ভবিষ্যতে আর পাপপঙ্কে পতিত হইবে না। যাঁহারা এইরূপ আশা করেন, তাঁহাদের আশা এতদিনে পরিপূর্ণ হইবার পন্থা হইতেছে। বঙ্গদেশে রিফর্ম্মেটরীস্কুল নামে বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, সেখানে বাল্যসুলভচাপল্যদোষে যে সকল বালক কিম্বা যুবা অপরাধ করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহারা এই সকল বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষা করিবে।

আমরা বিবেচনা করি যে, কার্য্যকর পরিশ্রমে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সময়ক্ষেপ করিতে অভ্যাস করা, সাংসারিক সকল নীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাহাতে বাল অপরাধীগণ সেই শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়, অর্থাৎ যেরূপ হইলে তাহারা হাসিতে হাসিতে কার্য্য করিতে পারে, এইরূপ শিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অতীব কর্ত্তব্য। আমরা ভরসা করি, সরকারবাহাদুর তৎপক্ষে মনোযোগী হইবেন।

✓ দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণের প্রার্থনা।

১৮৭৬ সালের ৪ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় রেবিনিউ এজেণ্ট বা কালেক্টরির মোক্তারগণ এখন হইতে দেওয়ানি আদালতে মুন্সেফিতে খাজানার মোকদ্দামার মোক্তারি ও বক্তৃতা করিতে পারিবেন। মোক্তারগণ বহুকাল হইতে যে আশা হৃদয়ে স্থান দান করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে যে বিষয়ে মধ্যে মধ্যে ফুটিয়া বলিতেন, এখন যাহা নীরবে হৃদয়ে বহন করিতেছিলেন মাত্র, এতদিনে তাঁহাদের সেই আশা সফল হইল। এজন্য মোক্তারগণ গবর্ণমেণ্টকে অজস্র ধন্যবাদ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্টের প্রসন্নতা কাণামেঘের বৃষ্টি। একজনকে হাসাইতেছেন, আর একজনকে কাঁদাইতেছেন। ৪ আইন দ্বারা মোক্তার গণের উন্নতি সাধন হইল, কিন্তু তাহাতে নিম্ন শ্রেণীর উকীল গণকে যে ক্ষতি গ্রস্ত করা হইল, একথা সরকার বাহাদুর হয়ত বুঝিয়াও বুঝেন না, আর না হয় একবারে খেয়ালই করেন নাই, যাহা হউক ক্ষতি গ্রস্ত উকীলগণ নিশ্চিন্ত নাই। তাঁহারা লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের সমীপে আবেদন করিয়াছেন, সেই দরখাস্তের মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। যাঁহাদের কথা প্রথমে তাঁহাদের মুখ হইতে শুনুন।

১। নূতন আইনের দ্বারা রেবিনিউ এজেণ্টগণের অবস্থার উন্নতি দেখিয়া দরখাস্তকারীগণ অতীব আনন্দিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিজের বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ কিছুই বিবেচনা করেন নাই বলিয়া, তাঁহারা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন।

২। উচ্চ শ্রেণীর উকীলগণ যে যে বিষয়ে পরীক্ষা দেন, দরখাস্তকারীগণও অবিকল সেই সেই বিষয়ে ঠিক সেই পরীক্ষা দেয়। কেবল নম্বরে কিছু কম বেশী, এই মাত্র

ভেদ। বোধ হয় কিছু দিন ওকালতি করিলে সেই প্রভেদ জন্য কোনরূপ নিকৃষ্টতা কিছু মাত্র থাকে না।

৩। ১৮৫৯ সালে ১০ আইনের বলে দরখাস্তকারীগণ সর্ব্ব প্রকার রেবিনিউ আদালতে ওকালতি করিতে পারিত। ১৮৬৯ সালের ৮ আইন দ্বারা সেই ক্ষমতার কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্বতা সাধন হইয়াছে; এখন প্রার্থনা, যে, তাহারা আবার সেই ক্ষমতা পায়, অর্থাৎ সব জজের বা জজের আদালতে সরেজও বা আপীলে খাজানার মোকদ্দামার ওকালতি করিতে পারে। তাহাদের ভরসা যে, অচিরাৎ ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে একটি বিল প্রকটিত হইবে।

এই প্রার্থনাটি অতীব সঙ্গত। ১৮৬৯ সালে কোন ভ্রম ক্রমে উকীল গণকে কোন কোন মোকদ্দামায় আদালতের সাহায্য করিতে নিবারিত করা হয়, সেই ভ্রম গবর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র সংশোধন করেন ততই ভাল।

সমালোচন।

বালক শিক্ষার্থ তিন খানি "সরল পাঠ," প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ, আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার প্রথম ভাগের শেষে নূতন প্রভাত বর্ণনের পরিবর্ত্তে সেই সুপরিচিত "পাখীসব করে রব" দিলেই ভাল হইত। চট্টগ্রাম হইতে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত আর আসাম হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত,—সকল স্থানের শিশু গুলি সকালে উঠিয়া একটি কবিতা পড়িতেছে, দেখিতে ইচ্ছা হয় না? ৩য় ভাগে যেরূপ নারিকেল বৃক্ষের কথা আছে, সেইরূপ আর দুই চারিটি পাঠ থাকিলে আর ও ভাল হইত।

ভাদ্রের সমদর্শী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় বিশেষের সমদর্শিত্ব ভাব আমরা এই সাময়িক পত্র হইতে উপলব্ধি করিয়া বিশেষ পুলকিত হইলাম।

আশ্বিনের বামাবোধিনীতে "রাজার ক্ষমতা কে দিল" এই নামে একটি সুন্দর সরল রাজনৈতিক প্রবন্ধ আছে। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয় যে, বামাবোধিনীর সাধারণ পাঠিকাগণ এইরূপ বিষয়ে চিন্তা করিতে এখন ও প্রস্তুত হয়েন নাই, সুতরাং এ প্রবন্ধটি অন্যত্র প্রকাশিত হইলে কি ভাল হইত না?

বঙ্গদর্শনের নবকবি বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় নীতি কুসুমাঞ্জলির প্রথম অঞ্জলি পৌষের বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিয়া, এবং সেই নীতি কুসুমাঞ্জলি মধ্যে পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুল রচিত কবিতা কলাপ অনুবাদিত হইবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া, আমাদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছেন। বলিতে হইবেনা, যে, আমরা বঙ্গদর্শন হৃদয়ের সহিত ভাল বাসি। সেই বঙ্গদর্শনে যখন পড়িলাম যে, অনাথিনী ভারতমাতা যুবরাজকে প্রাণনাথ পতিযোগ্য সম্ভাষণ করিতেছেন, আর বিপণি বিলাসিনীবৎ—দূর হউক, সে কথায় আর কাজ নাই—যখন রঙ্গলাল বাবুর দেশহিতৈষিতার সেই পরিচয় আমরা পাঠ করিলাম, তখন আমাদের হৃদয়তন্ত্রী ছিন্নস্বরে ঝঙ্কার দিল; বঙ্গদর্শনে সেই দিন হইতেই লেখকের নাম দিয়া কেন প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে, তাহাও বুঝিলাম। আর বুঝিলাম যে, আমাদের কপাল নিতান্ত মন্দ, নহিলে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ নীরব থাকিবেন, আর পুরাতন রঙ্গরস বঙ্গদর্শনে উদ্‌গীরিত হইবে কেন? এবার এই নীতি কুসুমাঞ্জলির ভূমিকা দেখিয়া আমরা সত্য সত্যই ভীত হইয়াছি! তাহাতেই সেই দুই মাসের শোক আবার উথলিয়া উঠিল।

অভাগা বঙ্গবাসীর রুচি এবং অভাগা বঙ্গদর্শনের গরজ এই দুয়ে একত্র হইয়া আমাদের বঙ্কিম বাবুকে ক্রমেই নিম্ন দিকে টানিতেছে। নবেল না লিখিলে বঙ্গবাসী বঙ্গদর্শন পড়িবে না, কি করেন, বঙ্গদর্শন সম্পাদক ক্রমেই নবেল লিখিতেছেন। হয় ত তিনি তাঁহার অসাধারণ সৃষ্টি চাতুর্য্যবলে, এই কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষভাগে অভাবনীয় ঘটনাপাত করিয়া, এমনি অন্তর্ব্বেদ যোজনা করিবেন, যে আমরা পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া ফেলিব, আর ভাল মন্দ সকল কথা ভুলিয়া যাইব; কিন্তু তাই বলিয়া, তিনি আমাদিগকে বিন্দুবিমোহিত করিতে পারেন বলিয়াই, যে, তিনি সাহিত্য সংসারে স্বীয় পদোচিত কার্য্য করিতেছেন, একথা আমরা কখন বলিব না। দুই চারি বৎসর অন্তর একখানি 'কপালকুণ্ডলা' বা 'মৃণালিনী' বা 'বিষ-বৃক্ষ' রূপ প্রচুর পুষ্টিকর অথচ সুস্বাদু ভোজ্য যেন পাই, সেই আমাদের পক্ষে ভাল,—আমরা মাসে মাসে এ লজেঞ্জেস চাই না। আমরা ভরসা করি সাধারণীর এই মতে সাধারণে অনুমোদন করিবেন।

ময়মনসিংহ হইতে ফাল্গুন মাসের বাঙ্গালি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। 'বাঙ্গালীর শ্রী' সম্বন্ধে বাঙ্গালি উপসংহার কালে লিখিয়াছেন, যে, "শ্রীর আর একটি বিশেষ কার্য্যকারিতা এই যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উপক্রমণিকায় লিখিত আছে, বাগ্দেবীর অভিসম্পাতে কলির শেষভাগে অনেক কিম্পুরুষ বঙ্গের ধনী ও জমীদারবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। দুষ্টা সরস্বতীর সঙ্গে তাঁহাদিগের চিরবিবাদ থাকিবে, লক্ষ্মী সপত্নীর অবমাননায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া গিয়াছেন, বাছা সকল, আমার প্রসাদে তোমরা চিরসুখে থাকিবে, কখন সরস্বতীর আরাধনা করিতে হইবে না। নাম দস্তখত করিতে হইলে 'শ্রীসহি' করিও তবেই লোকে অনায়াসে চিনিতে পারিবে।"

মার্চ মাসের বেঙ্গল মাগাজিনে স্বপ্নপ্রয়াণের সমালোচনা আছে; সমালোচক এই গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে, এই গ্রন্থে সুন্দর ভাব কলাপ পরিপাটী ও সুললিত ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে (are expressed in choice and harmonious language)। অথচ অনেকেই বলিয়াছেন, যে ভাষার লালিত্য নির্ব্বাচনে বা মধুরতার প্রতি গ্রন্থকারের দৃষ্টি নাই বলিলেই হয়। যাঁহারা সমালোচন ফ্যাশন মাত্র মনে করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্যকার্য্য বোধে সমালোচনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের লেখনী হইতে এরূপ অন্যায় সমালোচন নিঃসৃত হওয়া নিতান্ত দুঃখের কথা।

সংবাদ।

কোন সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে আগড়পাড়া নিবাসী বাবু হারাধন মুখোপাধ্যায় বিসূচিকা রোগের নিম্নলিখিত নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। পত্রপ্রেরক বলেন,৫০০ রোগী এই ঔষধে আরোগ্যলাভ করিয়াছে এবং কুইনাইন যেমন জ্বরের, ইহাও তেমনি ভেদের অব্যর্থ ঔষধ।

এদেশে যাহাকে "চড়চড়ে (অপমার্গ) বলে, উহা শ্বেত ও লোহিত, (শুপাং আর আপাং) বর্ণভেদে দুই জাতি। তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ (শুপাং) চড়চড়ের একটি গাছের সমুদয় শিকড় উঠাইয়া একটি গোলমরিচ সংযোগে জল দিয়া বাঁটিয়া খাওয়াইলে রোগী ব্যক্তি ব্যাধি হইতে মুক্তি পায়। এক দাস্ত বা দুই দাস্ত ভেদ হইয়াছে, এমন সময় রোগীকে ঐ ঔষধ খাওয়াইতে হয়। পরিমাণ বয়সের তারতম্য অনুসারে গাছের ছোট বড় বাছিয়া লইতে হয়। সমুদয় শিকড় একবারে বাঁটিয়া সমান ভাগে এক দণ্ড অন্তর তিনবারে খাওয়াইতে হয়। ঔষধ সেবন মাত্রেই ভেদ বমন এককালে ইহাতে বন্দ হইয়া যায়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উদরস্ফীত ইত্যাদি রোগীর অন্য কোন উপসর্গ ঘটে না। ক্ষণকাল পরে প্রস্রাব হইতে দেখা যায়।

এ বৎসর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্ট ও বি, এ, পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইংরাজি।—রেবরেণ্ড এস, ডাইসন। ই লেথব্রিজ সাহেব;
গ্রীক এবং লাটিন।—রেবরেণ্ড জে, হেক্টার, জর্জ বেলেট সাহেব।
আরবি এবং পার্সী।—এচ্ ব্লকম্যান সাহেব।
সংস্কৃত।—রেবরেণ্ড কে এম্ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন,
ইতিহাস।—রেবরেণ্ড ডবলিউ সি ফাইক ডবলিউ টি ওয়েব সাহেব।

অঙ্ক এবং পদার্থ দর্শন।

জে ইলিয়েট সাহেব। ডবলিউ গ্রিফিথ সাহেব।

মনস্তত্ব ও নীতি বিজ্ঞান।

রেবরেণ্ড আর জর্ডন। আর পেরি সাহেব।
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।—জে উইলসন সাহেব।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন—

ইংরাজী।—রেবরেণ্ড সি জর্ডান; এফ, জে রো সাহেব এম, আর, হোয়াইট; রেবরেণ্ড জন্সন
গ্রীক এবং লাটিন।—জে হেক্টার ও জর্জ বেলেট।

বাঙ্গালা ও সংস্কৃত।

বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়।
বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক। নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দি এবং উড়িয়া।—রেবরেণ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়।
আরবি, পারসী এবং উর্দ্দূ।—এইচ, ব্লকম্যান সাহেব।
ইতিহাস ও ভূগোল।—রেবরেণ্ড সি, ব্যানম্যানি; জে, ক্রস সাহেব। জে উইলসন সাহেব; জে, কে, রজস।
অঙ্ক।—এ, মৌয়াট সাহেব; ই, ডি, আরকিবল্ড রেবরেণ্ড জি, এইচ, রাউস সাহেব।

বাবু দূর্গাচরণ সেন, বি, এল, জেলা বাখরগঞ্জের অধীন বরিশালের একটীং প্রথম মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

বাবু মহেন্দ্র নাথ বসু, বি, এল, ঢাকা জেলার অধীন মুন্সীগঞ্জের একটীং দ্বিতীয় মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

বাবু যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল, গোয়ালন্দের একটীং মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগণার সবর্ডিনেট জজ বাবু মহেন্দ্র নাথ বসু নদীয়া জেলার একটীং সবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত হইলেন।

ঝিনাদার মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণার একটীং সবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত হইলেন।

সিয়ালদহের মুন্সেফ বাবু জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় আলিপুরে বদলী হইলেন এবং আলিপুরের প্রথম মুন্সেফবাবু দ্বারকানাথ মিত্র সিয়ালদহে বদলী হইলেন। কোণ কোণাচি খেলা কেন?

ভাগলপুরের সদর মুন্সেফ বাবু গোপীনাথ মৈত্র্য মতিহারীতে বদলী হইলেন।

বাবু লাল গোপাল সেন ভাগলপুরের একটীং সদর মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

বর্দ্ধমান জেলায় দুটী সবরেজিষ্ট্রী আফিস খোলা হইল। গোঘাটে বাবু ঈশানচন্দ্র কুমার এবং খণ্ডঘোষে বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ সিংহ সবরেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে মৃত মহাত্মা থোয়েটস্ সাহেবের স্মরণার্থ হুগলী কালেজ হলে একটী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, চাঁদা সংগৃহীত হইয়া থোয়েটস্ স্কলার্শিপ নামে একটি ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সেই সময়ে নিম্নলিখিত মত চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন;—

সর উইলিয়ম হার্শেল সাহেব ২২০ টাকা বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র মণ্ডল ১০০, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১০০, (চিঠির দ্বারা) বীরনারায়ণ সেন ১০০, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০, ঈশানচন্দ্র মিত্র ৫০, মৌলবি আসাফুদ্দিন ৫০, ডাক্তার টনসন ৫০, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৩০, আশুতোষ ঘোষ ২৫, মেঃ প্রমথনাথ মিত্র ২০, বাবু গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় ২০, নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২০, মৌলবী আবদুল খায়ের ২০, বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ২০, ডাক্তার যাদবচন্দ্র বসু ২০, বাবু হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ১৬, সৈয়দ আবদুল রুফ ১০, বাবু কিশোরীলাল হালদার ১০, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ১০, নিমাইচাঁদ শীল ১০, ঈশ্বরচন্দ্র দাস ১০, সূর্য্যকুমার ধর ১০, নন্দলাল দে ৫, প্যারীলাল দত্ত ৫, মৌলবী তানিজুদ্দিন ৫, আবদুল কাদের ৫, বাবু ভবানীচরণ ধর ৫, রাজকুমার রায় ৫।

সোমপ্রকাশ বলিয়াছেন;—ভবানীপুরে তিনটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে। একটি কাঁসারিপাড়ায়, দ্বিতীয়টি চক্রবেড়ে ও তৃতীয়টি চড়কডাঙ্গায়। কাঁসারিপাড়ার বিদ্যালয়টি স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক। কিন্তু চক্রবেড় ও চড়কডাঙ্গার স্কুল পরস্পর এত সন্নিহিত যে, এই দুইটি বিদ্যালয় স্বতন্ত্র রাখিবার প্রয়োজন আমরা দেখিতে পাই না। এ বৎসর আবার চক্রবেড় বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল উৎকৃষ্ট না হওয়াতে স্কুল কমিটি স্থির করিয়াছেন, চক্রবেড়ে স্কুলে যে সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহা কি ভাগ করিয়া দুই স্কুলে দিবেন। এ বন্দোবস্তে অনিষ্ট ভিন্ন উপকারের সম্ভাবনা নাই। চক্রবেড় স্কুলের সাহায্য কমিয়া গেলে, পণ্ডিতদিগের বেতনও কমিয়া যাইবে, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় মনোযোগের সহিত কার্য্য করিবেন না। আবার বালকদিগের কর্তৃপক্ষের ধারণা হইবে, যে চক্রবেড় স্কুল কার্য্যেরই নহে। আমাদের মতে দুইটি স্কুল একত্র করিয়া মধ্যস্থলে স্থাপন করিলে ভাল হয়। উভয় বিদ্যালয়ের গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপাল সাহায্য এই সম্মিলিত স্কুলে প্রদান করিলে, যথার্থ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার দত্তের প্রশংসা করিয়া পরে সোমপ্রকাশ বলিতেছেন,—এ বিষয়ে আমরা বঙ্গদর্শনের শ্রদ্ধেয় সম্পাদকের মতাবলম্বী হইতে পারিলাম না। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গবাসিদের এই উভয় মহাত্মার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমরা জিজ্ঞাসা করি,—বঙ্গদর্শন সম্পাদক বঙ্গদর্শনের কোথায় বলিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাবু অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার কোন উপকার করেন নাই; সোমপ্রকাশ আমাদের এই প্রশ্নের সদুত্তর করিলে, আমরা পরিতুষ্ট হইব।

বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রের রুচি পরিবর্ত্তন কল্পে সোমপ্রকাশ আত্মগুণ গরিমা প্রকাশ ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া, লেখনীচালনা করিয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের বিবেচনায় এডুকেশন গেজেট প্রথম স্থানীয় এবং সোমপ্রকাশ দ্বিতীয় স্থানীয়। সেইরূপ লিখিলেই, সত্যের সহিত বিনয় রক্ষা হইতে পারিত।

সোমপ্রকাশ বলিয়াছেন;—তিনটি কারণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি, হইয়া থাকে; প্রথম গবর্ণমেণ্টের সুশাসন, বাণিজ্য বৃদ্ধি, রেলওয়ে খাল প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা, দ্বিতীয় জমীদারের অর্থব্যয়ে, তৃতীয়, প্রজার পরিশ্রমে ও যত্নে। ন্যায়ত বিচার করিতে গেলে, যাহার ব্যয়ে উন্নতি, তাহারই লাভের অংশী হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান আইনানুসারে জমিদারই তাহার অধিকাংশের অংশী হইয়া থাকেন। জমিদারেরা লাভবান হন, তাঁহাদের ধনবৃদ্ধি হয়, তাহাতে আমাদের ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষের কারণ কিছু মাত্র নাই; কিন্তু এরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকাতে দেশের অনেক অনিষ্ট হয় বলিয়াই, আমরা এরূপ নিয়মের বিরোধী। যদি সকল জমিদার স্ব স্ব ভূমি ও প্রজাদিগের উন্নতির জন্য বাস্তবিক চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ ক্ষোভের কারণ থাকিত না।

সম্মিলনী লিখিয়াছেন,—প্রত্যেক বিষয়ে তৃতীয়াংশ নম্বর রাখিতে না পারিলে, মাইনর পরীক্ষায় কাহাকেও উত্তীর্ণ করা হইবে না। তাহাতে এই নিয়ম এণ্ট্রান্স পরীক্ষার নিয়মের সহিত এক হইয়া যায়, তবে আর প্রবেশিকা ও মাইনরে কি প্রভেদ থাকে? তবে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া ইংরাজি সম্বন্ধেই কোন নিয়ম করিলে ভাল হইত।

সম্মিলনী একটি প্রস্তাব করিয়াছেন,—আমাদের দেশে আজ কাল বিস্তর ডাক্তারখানা আছে। তাহাতে একমাত্র ইউরোপীয় ঔষধ অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করা হইয়া থাকে, আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি যে, কোন কোন হস্পিটালে ২।১ ওয়ার্ড কোন কোন দেশীয় সুযোগ্য চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা বৈদ্য শাস্ত্রানুসারে করিয়া দেখা যাউক, তাহাতে কিরূপ ফল দর্শে। আমরা সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের মুখ-প্রেক্ষী; গবর্ণমেণ্ট যদি এই উপায়ে দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীর উপকারিতা পরীক্ষা করেন, তদ্দ্বারা দেশের একটি প্রকৃত উপকার সংসাধিত হইবেক। ইহাতে ব্যয় অধিক পড়িবেক না, অথচ অল্প ব্যয়ে দেশীয় ঔষধ বা বিদেশীয় ঔষধ এ দেশীয় লোকের উপযোগী, এই গুরুতর প্রশ্নটীর সহজেই মীমাংসা হইতে পারিবেক। আর দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকেও অনুরোধ করি যে, তাঁহাদের অনেকের নিজের ডাক্তারখানা আছে, সেখানে যেমন এক এক জন ডাক্তার রাখিয়াছেন, সেইরূপ এক এক জন দেশীয় বৈদ্যশাস্ত্র ব্যবসায়ীকে রাখিয়া তাঁহারাও এবিষয় অবাধে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, আমাদের খুব ভরসা আছে যে, এই প্রণালী অবলম্বন করিলে দেশীয় চিকিৎসার বিস্তর উন্নতি হইবেক ও অল্প ব্যয়ে দেশের বিশিষ্ট উপকার করা হইবেক। উপসংহার কালে আমরা পাথুরিয়াঘাটাস্থ নেটিব হাস্পাতালের অধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ইহাতে অধিক ব্যয় হইবার আশঙ্কা নাই।

যশোর ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু সীতানাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পদে বাবু জীবনকৃষ্ণ বসু নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাপ্তাহিক সমাচার বলেন,—অধিক প্রভুত্ব খাটাইতে গেলেই অপ্রস্তুত হইতে হয়। মারকুইস অব সালিসবরি বাহাদুর অকারণে লর্ড নর্থব্রুককে তিরস্কার করিয়াছিলেন, এখন নিজে তিরস্কৃত হইতেছেন। সগুণ নির্গুণ হইয়াও লর্ড নর্থব্রুক গৌরবের সহিত ভারতবর্ষ হইতে চলিলেন, কিন্তু মাঞ্চেষ্টরের প্রিয় বন্ধু অগৌরবের পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন! ১৩ই মার্চ্চ রজনীতে পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভায় লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন, বাণিজ্য শুল্কের আইন সম্বন্ধে লর্ড সালিসবরি অন্যায় করিয়া লর্ড নর্থব্রুককে শক্ত কথা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল, ষ্টেট সেক্রেটরির মত না লইয়া টারিফ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, এই তাঁহার দোষ।

কিন্তু সে ক্ষমতা গবর্ণর জেনেরলদিগের চির দিন আছে। লর্ড হালিফক্স বলেন, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ও হুজুর কৌন্সিলের ক্ষমতা হ্রাস করা অপেক্ষা বৃদ্ধি করা সৎপরামর্শ। মারকুইস অব সালিসবরি ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের রাজনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। ডিউক অব আর্‌গাইল, লর্ড লরেন্স; আরল্‌ গ্রে, আরল্‌ গ্রাণবিলি, ডিউক অব রিচমণ্ড, লর্ড গর্ডন এবং আরল অব কারনারবন, সকলেই লর্ড সালিসবরিকে নিন্দা করিয়া লর্ড নর্থব্রুকের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

চা-কর দর্পণ নামে একখানি নাটক মুদ্রিত হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নাট্যাভিনয় দমনের আইন করিবার হেতুবাদ মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চা ক্ষেত্রে যে সকল কাণ্ড হয়, তাহার সন্ধান কে লন? চট্টগ্রাম হইতে এক ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান মিররে লিখিয়াছেন, ফেন্থুয়া নামক চা বাগীচার অধ্যক্ষ এ, এল, ওয়েব্‌ষ্টার সাহেবের নামে ফটিকচরি থানার লোকেরা এই বলিয়া নালীশ করেন যে, ওয়েব্‌ষ্টার সাহেব কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার উদ্দেশে সাঙ্ঘাতিক আঘাত করিয়াছিলেন। ঘটনা এই যে, নিকটস্থ কয়েকজন কৃষক আপনাদিগের চাষ রক্ষা করিবার উদ্দেশে, বাগীচার নিকটের একটী জলপথ বন্ধ করিয়াছিল, ওয়েবষ্টার সাহেব আপন দলবল লইয়া সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতে যান! কৃষকেরা আপত্তি করিয়া বলে, বিচারালয়ের হুকুম না পাইলে তাহারা বাঁধ ভাঙ্গিতে দিবে না। চা-কর সাহেব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ৮ জন কৃষককে তৎক্ষণাৎ গুলি করিলেন, তাহাদিগকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তথায় তাহারা ডাক্তর অন্নদাচরণ কাস্তগিরির সুচিকিৎসায় প্রাণে বাঁচিয়াছে। জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ব্যাড্‌কক সাহেব বিচার করিয়া চা-কর ওয়েবষ্টারের ৫০০ টাকা এবং তাঁহার তিনজন কুলীর ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। এখন এই ঘটনা কতদূর সত্য, মান্যবর হব হাউস অথবা ব্যবস্থাপক সভার অন্য কোন মেম্বর কি তাহার অনুসন্ধানের অনুরোধ করিতে পারেন না?

সহচর লিখিয়াছেন;—জমীদারেরা যেমন একবার ব্যয় করিয়া জমীদারি ক্রয় করিতেছেন, সেই প্রকার কর পাইতেছেন। অধিক প্রত্যাশা করেন; তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূমির উৎকর্ষ সাধন করুন। তাঁহারা কিছু করিবেন না, অথচ বর্দ্ধিত কর লইবেন, এতদপেক্ষা অসঙ্গত প্রার্থনা কি আর হইতে পারে? ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, মূল ধনের প্রয়োজন, পরিশ্রমের ত কথাই নাই। সেই মূলধন ও পরিশ্রম প্রজার ফসল অধিক হইলেই ভষ্টিরামেরা আছেন। প্রজারা যে সর্ব্বত্র প্রতিবন্ধকতা করিতেছে, এই অস্বভাবিক নিয়ম তাহার কারণ। যিনি আয় বৃদ্ধির আশা রাখেন, তিনি মূলধন বিনিযোজিত ও পরিশ্রম করুন। যে স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা না হইবে, তথায় জমীদার বর্দ্ধিত কর পাইবেন না। গবর্ণমেণ্ট এই নিয়মটী করুন দেখি; কর বৃদ্ধি ঘটিত গোলযোগ এক কালে নিবারিত হইবে। জমীদারেরা আর রাজধানীতে আমোদ না করিয়া স্বীয় স্বীয় জমীদারিতে বাস করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিতে শিক্ষা করিবেন। সকল প্রকার লাভজনক কর্য্যেরই এই নিয়ম। পরিশ্রম কর, আয় বৃদ্ধি হইবে; না কর, লাভের ভাগী হইবে না।

মিসিস ফিয়রের বিলাত গমন উপলক্ষে কলিকাতার কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত মহিলা ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ সমবেত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন; সেই সময়ে নিম্নলিখিত গীতটি তাঁহারা গাইয়াছিলেন।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

জানাব কেমন করে, আজ যে ভাব অন্তরে
হইতেছে একে একে তব স্নেহ প্রীতি স্ম'রে।
ছাড়িয়া চলিলে তুমি, হতভাগ্য বঙ্গভূমি,
বঙ্গনারী—খাটিয়াছ যাহাদের হিত তরে।
তুমি ত স্বদেশে যাবে, স্নেহপাত্র সব পাবে,
আমরা ক্ষতির ভাগী, কেমনে গো দিব ছেড়ে।
দূরতার মধ্যগত, ভূধর সাগর কত,
কত দেশ, মহাদেশ, নদ নদী রবে পড়ে;
যদিও না পাই দেখা, চিত্তপটে রবে লেখা,
তব মূর্ত্তি, গাঁথা রবে হৃদয়ের স্তরে স্তরে।

আগামী ৭ই এপ্রেল শুক্রবার বেলা ৫॥০ ঘটীকার সময় চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইবে, তদুপলক্ষে মান্যবর বিচারপতি ফিয়ার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, এবং মাননীয়া শ্রীমতী ফিয়ার মহোদয় পারিতোষিক বিতরণ করিবেন; উক্ত কার্য্য শেষে মাননীয়া শ্রীমতী ফিয়ার মহোদয়কে বিদ্যালয়ের বালিকাগন একটী অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবে।

ডাক মাসুল।

(প্রাপ্ত)

ইংরাজ রাজ্যে বাস করিয়া আমরা নানাবিধ সুখ সচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছি। বাষ্পীয় যন্ত্রাদির বলে আমরা কত প্রকার দুঃসাধ্য কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতেছি। বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথে আরোহণ করিয়া দেশ দেশান্তরে অনায়াসে অল্প সময় মধ্যে গমনাগমন করিতে পারিতেছি। তাড়িত কৌশলে শত শত ক্রোশ দূরে মূহুর্ত্ত মধ্যে সম্বাদ প্রেরিত হইতেছে। ডাকযোগে সামান্য ব্যয়ে সমাচারাদি সমস্ত ভারত রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত প্রেরিত হইতেছে। কোন কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের সময়ে এপ্রদেশে ডাকের সৃষ্টি হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সর্ব্ব সাধারণ লোকে উহার উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিত না। পরে ইংরাজ শাসন কালে অর্ণবপোত ও বাষ্পীয় রথের আগমন সহ ডাকের কার্য্যকরিতা শত গুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। ডাকের মাসুল ক্রমশঃ ন্যূন হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণে উহার উপকার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, এবং বৃটিশ শাসনের প্রশংসা শত সহস্র মুখে ব্যক্ত করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ডাক সম্বন্ধীয় বিধি সকলের মধ্যে মধ্যে সংস্কার ও পরিবর্ত্তন সহকারে ভারত বাসীদিগের সুখ ও সুবিধা বর্দ্ধিত হইতেছে। এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে ডাকের নিম্ন শ্রেণীস্থ ভৃত্য কর্ত্তৃক যে সকল বিশৃঙ্খলা উৎপাদিত হইত, তাহা বৃটিশসিংহ শাসনের প্রতাপে অপসৃত হইতেছে।

আপাততঃ ইউরোপে ও আমেরিকায় পত্রাদি প্রেরণ সম্বন্ধে নূতন বিধির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং ডাক মাসুল ন্যূন করা হইয়াছে। কিন্তু কএক বৎসরাবধি বঙ্গবাসীরা দুই একটী অসুবিধা ভোগ করিতেছে। দশ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের সম্বাদ পত্রাদি অর্দ্ধ আনা মাসুলে ভারত রাজ্যের সর্ব্বস্থানে প্রেরিত হইতেছে, ইহার তুল্য সুখের বিষয়

আর কি আছে। কিন্তু উল্লিখিত বিধির উপকার সম্বাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরাই কেবল ভোগ করিতেছেন, কি কারণ অন্যান্য সকল লোকে উক্ত উপকার ভোগে বঞ্চিত আছে বলা যায় না। বৃটিশ শাসনে ভদ্রাভদ্র জন সমূহ একই বিধির উপকার বা ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে. কিন্তু এই স্থলে তাহার অন্যথা হওয়াতে দুঃখের বিষয় হইয়াছে; এই হেতু সর্ব্ব সাধারণ লোকে যাহাতে অর্দ্ধ আনা মাসুলে বুক পোষ্টে দশ তোলা পর্য্যন্ত সম্বাদ পত্রাদি প্রেরণ করিতে বিধিবদ্ধ আদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রার্থনীয়।

মফস্বল।

দ্বারবাসিনী।

বিগত ২২ শে মার্চ সন্ধ্যার প্রাক্কালে দ্বারবাসিনীর আউট পোষ্টের সম্মুখস্থ গোমস্তার কাছারী গৃহ হইতে একটি বাক্স চুরি যায়। বাক্স মধ্যে ৩০টী টাকা ও হিসাবের কাগজ ছিল। চৌর্য্যের অনুসন্ধান হইতেছে।

গত ২৭শে মার্চ প্রাতে দ্বারবাসিনীর সমীপবর্ত্তী শাটীথান পল্লীতে জনৈক মুসলমানের স্ত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

সুবর্ণপুর।

বিগত ২২শে ফাল্গুন সুবর্ণপুরের রাজকুমার দের বাটীতে ডাকাইতি হইয়াছিল, তাহা সাধারণীতে পূর্ব্বে লিখিয়াছি। এযাবৎ স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারীগণ ঐ ডাকাইতির কিছুমাত্র করিতে পারিতেছেন না, এই ব্যাপার দৃষ্টে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। কারণ জ্যোৎস্না রাত্রে ডাকাইতেরা ডাকাইতি করিয়া লইয়া গেল, তাহার কিছুমাত্র প্রতিবিধান হইল না, এখন হইতে দিবাভাগে লইয়া গেলে, কে প্রতিবন্ধকতা করে? বিশেষ দেশস্থ লোকের ঘরে অস্ত্রাদি নাই, যে তাহাতে নিজ নিজ সম্পত্তি নিজে নিজে রক্ষা করিবেক। অস্ত্রের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসন, অস্ত্র রাখা বন্ধ হইয়াছে। এক্ষণে ডাকাইতেরা এই সাহসে সাহসী হইয়া সুবর্ণপুরের পশ্চিমে ২ ক্রোশ অন্তরে জেলা ২৪ পরগণা ও সবডিবিজন বারাসাত ষ্টেসন নৈহাটির অধীন মাজিপাড়া গ্রামের মধুসূদন কৈবর্ত্তর বাটীতে বিগত ১২ই চৈত্র শুক্রবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় ডাকাইতি করিয়াছে। ডাকাইতেরা গৃহস্বামী ও তাহার গুরুদেবকে বিলক্ষণ আঘাত করিয়া ৮।৯ শত টাকার দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে। এ ডাকাইতেরও কোন সন্ধান এতাবৎ হয় নাই। আমরা এদেশস্থ যাবৎ প্রজা সশঙ্কিত হইয়া বাস করিতেছি, কারণ যখন প্রায় এক পক্ষের মধ্যে নিকট নিকট দুইটি ডাকাইতি হইল, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান ও দোষী ধৃত হইল না, তখন কি প্রকারে বাসকরা হয়, বিশেষ সুবর্ণপুরের ডাকাইতি জ্যোৎস্না রাত্রে হইয়াছে। অতএব আমরা সানুনয়ে মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয় ও পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনেরাল মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, এক জন উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে এই উভয় ডাকাইতির ডাকাইতগণকে ধৃতকরণ জন্য অচিরাৎ এস্থানে প্রেরণ করেন। কারণ যত কাল বিলম্ব হইতেছে বোধ হয় দুষ্টগণ ততই সতর্ক হইতেছে ও অপহৃত দ্রব্যাদির রূপান্তর ও স্থানান্তর করিতেছে।

শিলং।

দিন কয়েক হইল, এখানে একটি অতীব কৌতুকাবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এখানকার কোন একটি আফিসে একটি বাঙ্গালি-বাবু প্রায় দুই বৎসর যাবৎ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রমী ও কার্য্যদক্ষ দেখিয়া উপরওয়ালা-সাহেবেরা তাঁহারপ্রতি কোন মতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি মাসিক যে বেতন পাইতেন, তাহাতে তাঁহার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার হইত না। সম্প্রতি উক্ত আফিসে একটি কর্ম্ম খালি হয়, এবং উহার বেতন, তাঁহার বেতন অপেক্ষা অধিক, এবং তাঁহারই উহাতে প্রধান দাওয়া জানিয়া বাবুটী উহা পাইবার প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য-ক্রমে, একজন নবাগত "কোটহ্যাট-ধারী ট্যাশ"-মহোদয়ও উহার নিমিত্ত উপস্থিত হন। উপরওয়ালা মহোদয়েরা "কোটহ্যাটের" অবমাননা করা অন্যায় বিবেচনা করিয়াই হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, 'নিগারের' প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, 'ট্যাশ'-সাহেবকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। বাবুজী ভগ্নোৎসাহে নিতান্ত ম্রিয়মান হইয়া ধীরে ধীরে গৃহে গমন করেন। এবং পর দিবস একটী 'কোট-পেণ্টুলন' পরিধান করিয়া পুনর্ব্বার একখানি দরখাস্ত হস্তে একেবারে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হন। দুঃখের মধ্যে, তিনি অনেক অন্বেষণ করিয়াও একটি 'হ্যাট' না পাওয়াতে অগত্যা একটি "বাঙ্গালি গোছের" টুপি মাথায় দিয়া যান! কিন্তু বলা বাহুল্য, সে বারও তাঁহার প্রার্থনা নিস্ফল হইল!

আজ কাল এখানে অত্যন্ত অগ্নিভয় হইয়াছে, কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় ৫।৭ খানি গৃহ একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, এবং বিস্তর টাকার দ্রব্যও নষ্ট হয়। এই সময় এখানে অহোরাত্র ভয়ানক বাতাস বহিতে থাকে, তাহাতে অগ্নি লাগিলে আর কোন মতে নিস্তার নাই।

পূর্ব্বের ন্যায় এখানে আর সেরূপ ভয়ঙ্কর শীত নাই। শীতঋতু ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছেন। আজ কাল যেরূপ রৌদ্রের তেজ, তাহাতে বোধ হয়, শিলংএর অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্ত্তন হইবে। এখানে বরাবর দুটি ঋতু প্রবল ছিল, শীত ও বর্ষা। কিন্তু আজ কাল দেখা যাইতেছে, যে, গ্রীষ্মও ক্রমে ক্রমে আসিয়া আপন আধিপত্য সংস্থাপনের চেষ্টা দেখিতেছেন।

প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি কিছুকাল নওগাঁ প্রদেশের নায়েব জেল দারোগা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, সম্প্রতি এই ব্যক্তি সিলেট জেলে বদলি হয়। এবং তথায় যাইয়া প্রকাশ পায় যে, ইহার উহা প্রকৃত নাম নহে। উহার নাম "সলেমন;" এব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। (কিন্তু নওগাঁয় ব্রাহ্মণ বলিয়া এ আত্ম পরিচয় দিয়াছিল।) কি উদ্দেশে যে এ প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখে, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। পরে সিলেটের ডেপুটি কমিসনার সাহেব এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, তাহাকে তলব করেন। এবং কি নিমিত্ত তাহার যথার্থ পরিচয় গোপন রাখিয়াছিল, যত দিন না তাহার সন্তোষ-জনক উত্তর দিবে, ততদিন তাহাকে 'সসপেণ্ড' করেন। এই আজ্ঞা প্রচার হইবার দিন রাত্রেই ঐ ব্যক্তি পলাতক হইয়াছে। অদ্যাপি তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রেরিত।

"ভারত উচ্ছ্বাস ও আর্য্যদর্শন"

মহাশয়!

গত সংখ্যক "আর্য্যদর্শনে" যে যৌবরাজিক কবিতামালা সমালোচিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, আপনি দেখিয়া থাকিবেন। "ভারত-উচ্ছ্বাস" সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, "এখানি অবকাশরঞ্জিনী ও পলাশি যুদ্ধের রচয়িতার সম্পূর্ণ অযোগ্য। নবীন বাবুর অমৃত নিঃস্যন্দিনী লেখনী হইতে যে, এরূপ অসার কবিতা গ্রন্থপ্রসূত হইবে, তাহা আমরা কখনও মনে ভাবি নাই। বোধ হয়, রাজকর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তি এ উপলক্ষে সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই।" বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন, কারণ কবিতাটি আগা গোড়া রাজতোষামোদে পরিপূর্ণ !!

আবার—"এ অবস্থায় তাঁহার এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া নবীন যশঃ কলঙ্কিত করা উচিত ছিল না।" পাঠকবর্গ দেখিয়া থাকিবেন যে, "অমৃতবাজার পত্রিকা" "সাধারণী" এবং "বান্ধব" প্রভৃতি যাঁহারা এই কবিতার সমালোচন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ঠিক এই মত !!

শুধু ইহা নহে, "উপসংহারকালে নবীন বাবুর নিকট নিম্নলিখিত শ্লোকের অর্থ জানিতে ইচ্ছা করিয়া" তিনি নবীন বাবুর মূর্খতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন;—

"সিপাহি বিদ্রোহে, ভারত কলঙ্ক
প্রক্ষালিল যারা শোণিত ধারায়"

যখন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এম, এ, ইহার অর্থ বুঝেন নাই, তখন ইহার অর্থ নাই বলিতে হইবে। অর্থ জিজ্ঞাসা করা, তাঁহার সৌজন্যতা বহি নহে। নবীন বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও এইরূপ উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহার একরূপ অর্থ বুঝিয়াছি, এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বুঝাইব।

১ম। ইহা সত্য কি না যে, তাঁহার এবং নবীন বাবুর মধ্যে পলাশির যুদ্ধের প্রণয়ন, বিক্রয়, এবং বিক্রয়ের হিসাব লইয়া ঘোরতর অসৌজন্যতার বিষয় হইয়াছে?

২য়। ইহা সত্য কি না যে, এই কারণে "ভারত উচ্ছ্বাস" তাঁহার যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল না বলিয়া, তিনি নবীন বাবুর প্রতি যথেষ্ট বক্রোক্তি করিয়াছিলেন।

৩য়। ইহা সত্য কি না যে, "পলাশির যুদ্ধ" অন্য বিক্রেতার হস্তে অর্পণ করিবার অনুরোধ সত্বেও তিনি দীর্ঘকাল যাবত সে অনুরোধ প্রতিপালন করিতেছেন না।

৪র্থ। ইহা সত্য কি না যে, উক্ত ঘটনার পূর্ব্বে "ভারত-উচ্ছ্বাস" তাঁহার হস্তে সমালোচনের জন্য অর্পিত হইয়াছিল।

বোধ হয় উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ তিনি কেন বুঝিতে পারেন নাই, তাহা এখন বুঝিতে পারিবেন। তিনি না পারুন, অন্ততঃ পাঠক মহাশয়েরা পারিবেন। উপরোক্ত ঘটনা সম্বলিত সমুদায় পত্র নবীন বাবু আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যদি তৎসম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করেন, তবে আমি সমুদয় ঘটনা আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিব। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার বিশেষ সম্মান বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা; এবং আমরা ভরসা করি, তিনি বলপূর্ব্বক আমাদিগকে এইরূপ লজ্জাকর কার্য্যে টানিয়া ফেলিবেন না।

আমি তাঁহার সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে আইসি নাই। "ভারত উচ্ছ্বাস" এখন বহুল পরিমাণে পঠিত ও সমালোচিত হইয়াছে; আমার প্রতিবাদ দ্বারা তাঁহার কোন বিশেষ উপকার, কি অপকার, হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ইহাকে দ্বিতীয় স্থান দিয়া তিনি আপনার প্রতিবাদ আপনিই করিয়াছেন। তিনি জানেন যে, দ্বিতীয় স্থানের নীচে ইহার সন্নিবেশ করিলে তিনি উপহাসাস্পদ হইতেন। সাহিত্যসমাজে নবীন বাবুর স্থান এখন এত অস্থির নহে যে, তাহা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এক কথায় টলিয়া যাইবে। আমি কেবল এই বলিতে আসিয়াছি যে, অর্দ্ধ বৎসরের পর যৌবরাজিক কবিতাকলাপের সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না (তবে কি না ইহাতে তিনি বলিতে পারেন যে, ইহা তাঁহার পৌষ মাসের "আর্য্যদর্শন"!) বিশেষতঃ উল্লিখিত ঘটনা সকল তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত থাকিতে "ভারত-উচ্ছ্বাস" খানি সম্বন্ধে কোনরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উচিত ছিল কি না, আমরা "তাঁহার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি"।

শ্রী কঃ—

পুঃ। কোন একজন বিখ্যাত সম্পাদকের পত্র হইতে আমি এই কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম "বিগত সংখ্যক আর্য্যদর্শন বোধ হয় পড়িয়াছেন, এবং তাহাতে "ভারত উচ্ছ্বাসের সমালোচনাও হয় ত দেখিয়াছেন। যিনি সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহার রসানুভাবিনী শক্তিকে আমি শত হস্ত ব্যবধান হইতে অভিবাদন করি। আর্য্য-দর্শনের লেখায় আমার কিরূপ দুঃখ, ক্রোধ ও বিরক্তি (I had almost said ঘৃণা) বোধ হইয়াছে—ইত্যাদি।'

উৎসাহ বিজয়।

হতাশ হইয়া তুফান হেরিয়া
অগাধ সাগরে তরণী রাখিয়া
হারায়ে বিবেক দিও না ছাড়িয়া
অহে ভীত মাঝি তরীর হাল।
সাহস উৎসাহে বাঁধিয়া হৃদয়,
ঠেলিয়া বিক্রমে তরঙ্গ নিচয়
পার পাড়ি মাঝি নাহি কর ভয়—
অভয় অন্তরে তুলিয়া পাল॥

নহিলে তোদের যাবত জীবন"
দুঃখে হবে করিতে রোদন—
হইবে এ ভার করিতে বহন—
হইবে থাকিতে অবশ প্রায়।
শুনে হাসি পায় কেমনে বলিলে?
সতত কাঁদিব কেমনে জানিলে?
পড়িয়া শুনিয়া কি শিক্ষা শিখিলে!
কি জ্ঞান পাইলে বল না হায়?

না হয় যাহাতে এ ভার বহিতে
ত্যজিয়া আলস্য সময় থাকিতে
কর আয়োজন সবে এক চিতে
যাবে রে যন্ত্রণা মন্ত্রণা বলে।
জাতি জাতি জাতি জাতি অভিমান
ঐশ্বর্য্য বিভব ত্যজ কুল-মান—
হয়ে এক জাতি হয়ে এক প্রাণ
ঢাল না রে অঙ্গে উৎসাহ জলে!

একতা একতা একতার ফল
জান না কি আর্য্য সন্তান সকল?
এক হও সবে; সাধিতে মঙ্গল
বাসনা যদ্যপি আছে রে মনে।
একই প্রতিজ্ঞা একই কামনা—
এক পণ মন একই সাধনা
হয় সবে স্থির, কি আছে ভাবনা
যাইবে যাতনা বেদন সনে॥

চরমে চরমে শরীর আঁটিয়া
সাহস বিক্রমে ধৈরয ধরিয়া
জাগরে সকলে মিলিয়া মিলিয়া
উচ্চ রবে আজ একই তানে।
দুন্দুভি দামামা ভেরী সুগম্ভীর
বাজারে গম্ভীরে করিয়া অধীর
ধরণী গগন ভূধর শরীর
ছাড়ি সিংহ নাদ প্রফুল্লি প্রাণে॥

গাও সবে ভাই নাচিয়া নাচিয়া
সকল কৌতুক রহস্য ত্যজিয়া
ধূলা রাশি অঙ্গে আনন্দে মাখিয়া
বিক্রমে তুলিয়া বিজয় রব।
পাহাড় পর্ব্বত কন্দর কানন
পাতাল অবনী সমুদ্র গগন
প্রমাতি শূন্যেতে করুক গমন
সে রব ভারবে ভুবন সব॥

আর রে কাঁদিতে যাহাতে না হয়
কর আয়োজন ভাই সমুদায়!
যাতনা প্রাণে আর নাহি সয়!
কত রে সেবিব জড়তা জালে?
দেশের দুর্দ্দশা, কত বল আর
অসীম আলস্য ঘোর অত্যাচার
জীবিত থাকিয়া দেখি অনিবার!
কত রে ভাসিব নয়ন জলে?

৮। কেন কর ভয় বারেক দেখ না
ঘুচে কিনা ঘুচে এ ভব যন্ত্রণা;
পূরে কি না পূরে মনের বাসনা;
দেখই না কেন বারেক তাই?
এখনো বসিয়া!—এখনো অলস!
এখনো নিদ্রায় শরীর অবশ!
ধিক্ তোমাদের ধিক্ এ পৌরুষ!
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোদের ভাই!

৯। বল দেখি কিবা ভাবিয়াছ মনে?
চিরজীবী হবে? অথবা শমনে
ডরাও এখনো? রমণী রতনে
অথবা অক্ষম ত্যজিয়া যেতে?—
বেশ বেশ ভাই বুঝিয়াছ ভাল!
এই মত সব রবে চিরকাল?
চির রবে এই সুরূপ রসাল!
এর ফল ভাই হবে হে পেতে॥
পড়ুক প্রণয় পড়ুক অনলে,
ভস্মীভূত হ'ক রমণী সকলে!
পুড়ুক সৌন্দর্য্য বসুধা মণ্ডলে
যা আছে সুন্দর পুড়িয়া যাক্॥
নিরমল রূপ চাহি না দেখিতে;
সুধাংশু বদন চাই না আঁকিতে;
কাম ধনু ভুরু চাই না তুলিতে;—
তিল ফুল দূরে পড়িয়া থাক্॥

১০। নীল সরোজিনী চাই না কাজল;
দ্বিরদ-দশন মুকুতার ফল;
চাই না কাঞ্চন কোরক কমল;
চাই না মৃণাল চাই না অলি।
চাই না কেশরী রক্ত শতদল;
কুঞ্চিত কুন্তল জলদ সজল;
চাই না মাথাতে রজত তরল;
গজমতি হার, চম্পক কলি॥

১১। ফণী জিনি বেণী, কোকিল কূজন;
চাই না কমলে ভ্রমর গুঞ্জন;
চাই না রসন বসন ভূষণ;
ঢোলক তবলা বীণার ভার।
চাই না চাহনি ভুবন ভুলনি;
গজেন্দ্র গামিনী চাই না রমণী;
মধুর হাসিনী মধুর ভাষিণী,—
চাই না এ সব চাই না আর॥

১২। প্রবল অনল পুলকে গলায়ে,
কাল ভুজঙ্গিনী গরলে মিলায়ে,
তুলি ধরি দিব যতনে মাথায়ে,
কঠিন পাষাণে রমণী আঁকি।
বসাব বদনে প্রখর তপনে;
দাবাগ্নি জ্বালাব যুগল নয়নে;
হাসাইব অট্ট অধরে সঘনে;
রাখিব শরীর বরমে ঢাকি॥

১৩। দশনে দশনে সতত দংশিবে,
হুঙ্কারে কামিনী সতত হাঁকিবে,
করতলে কাল কৃপাণ ভাতিবে,
কাঁপাবে মেদিনী চরণ ভরে।
মুক্তকেশী হয়ে মুক্তকেশী প্রায়;
সতত উন্মত্ত—ভ্রমিবে ধরায়
নাচিয়া নাচিয়া প্রলয় প্রভায়
স্থাবর জঙ্গমে কাঁপায়ে ডরে॥

১৪। মাতোয়ালা রণে মাতঙ্গিনী প্রায়;
তৃণবৎ জ্ঞান করিবে সবায়—
তৃণবৎ জ্ঞান করিবে ধরায়—
তৃণবৎ সবে পোড়াবে বলে।
তেজ বীর্য্য অঙ্গে জ্বলিবে ভীষণ,
পরশে জাগিবে চেতনা চেতন;
তপন তাপনে পুড়িবে তখন,—
শুষিবে কটাক্ষে বারিধি জলে॥

১৫। কর, যদি পার, ভারত সন্তান,
এহেন রমণী গুণের নিধান—
তাঁহার সঙ্গেতে প্রণয়-বিধান-
বাসনা যদ্যপি সুখেতে রবে।
ত্যজিয়া এ ভব কুসুম শয়নে,
রমণীর সনে উৎসাহ ভূষণে
সাজ সবে সাজ আনন্দিত মনে
ভুবন ভরিয়া দামামা রবে॥

১৬। দেখিব তখন কাঁদি কি আমরা!
দেখিব তখন কাঁদে কি অমরা!
দেখিব তখন—সাজ সবে ত্বরা—
কে কাঁদে বিষাদে ভুবন মাঝে!
ভারত সাজিলে ভারত মাতিলে,
কেবা রবে স্থির বল না অখিলে?
মোহ বশে আজ সকলি ভুলিলে?
সকলি ডুবালে বিফল কাজে॥

১৭। ধিক্ ভাই ধিক্ কি কব অধিক;
কাটিছে জীবন সহস্র বৃশ্চিক;
অনন্ত এ জ্বালা নহেক ক্ষণিক।—
এক হয়ে জ্বালা নিবাও সবে।
কি লিখিব আর কাঁদেরে হৃদয়!—
জানত সকলে জান সমুদয়—
কাঁদিয়া সাধি হে করিয়া বিনয়
তোল হে ভারত-উৎসাহ রবে?

১৮। একবার ভাই মিলিয়া সবে
তোল হে "ভারত উৎসাহ রবে"?
উৎসাহ সাহসে ভাসায়ে প্রাণে,
চীৎকারে গাও হে একই তানে;—
"জাগিল আজিকে ভারতবাসী"
নাশিয়া বিক্রমে আলস্য রাশি।
তা হলে তোদের যাবৎ জীবন"—
কহিনু নিশ্চয় জানিবে সবে,
কভু না এমনে অহে ভ্রাতৃগণ
"চোখের জলেতে ভাসিতে হবে"।

আরা।

শ্রীঃ—

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা।

শিক্ষানবিশের পদ্য

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩,
ডাকমাসুল ... ।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ... ... ১॥০
ডাকমাসুল ... ৵০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা ।০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

RIJU BRITTI
OR A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA.
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।
অর্থাৎ
প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের
অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত,
ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

ADVERTISEMENT.

A Guide to the study of Physical Geography for students preparing for the Entrance Examination Price. 4 as or including postage 5 annas. To be had of the undersigned.

Harinath Sen
Teacher Baraset School.

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির
আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।
মূল্য ১, টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

It displays great erudition.
Monier Williams.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিটপাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই ভুল সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৵৸০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

শ্রীহরিমোহন সুর, বি, এ, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ... ৩৷৷০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ... ৩০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ... ২, মাসিক ... ৸৹
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ... ... ৵৹
ডাকমাসুল লাগিবে না।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 38.

সাধারণী।

৫ ভাগ } চুঁচুড়া—২৮ শে চৈত্র। রবিবার সন ১২৮২সাল। ইং ৯ই এপ্রেল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ। { ২৪ সংখ্যা।

কল্পতরু।

(উপন্যাস)

মূল্য ১, এক টাকা, ডাক মাসুল ৵০ দুই আনা। কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের বিজ্ঞাপন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম তিন মাসের অর্থাৎ১২৮২সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের সংগ্রহ একত্র প্রকাশিত হইল। ইহার পরের আরও তিন চারি মাসের ফর্ম্মা মুদ্রিত আছে।

অনেক গ্রাহকের স্থানে অদ্যাপি প্রথম বৎসরের সম্পূর্ণ বা কিছু বাকি আছে। যাঁহাদের কাছে এইরূপ পাওনা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, তাহা সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন; এবং প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় বৎসর গ্রহণ করিতে যদি ইচ্ছা হয়, তবে দ্বিতীয় বৎসরের অন্ততঃ ছয় মাসের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

যাঁহারা গত বৎসরের মূল্য চুকাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের সমীপে দ্বিতীয় বৎসরের এই তিন সংখ্যা প্রেরিত হইল, ভরসা করি তাঁহারা গত বৎসরের মত অচিরাৎ অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন।

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা নিঃশেষিত হইয়াছে; নূতন গ্রাহকগণকে আমরা সেই খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হইলেই পাঠাইয়া দিব।

এই তিন সংখ্যায় নিম্নলিখিত কাব্য সকলের অংশ প্রকাশিত হইল।

১। চণ্ডীদাস (সমাপ্ত) শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি হইতে।

২। গোবিন্দদাস (একান্নপদ, গৌরচন্দ্রিকা, বাল্য, কৈশোর-লীলা ইত্যাদি), শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্রের সংগৃহীত পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক হইতে।

৩। রামেশ্বর (সত্যনারায়ণ), শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসুর সংগৃহীত কয়েকখানি পুঁথি হইতে।

৪। মুকুন্দরাম। (চণ্ডী), শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুঁথি, ও পর একখানি জীর্ণ পুস্তক এবং বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে।

চুঁচুড়া শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

মেহরোগের মহৌষধ।

মূল্য ডাকমাসুল সমেত ॥৵০ আনা। স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার মেহ আরোগ্য হইবে।

শ্রীহরিচরণ বিশ্বাস
হুগলি বুধোদয় যন্ত্র।

বিজ্ঞাপন।

৺ দুর্গাদাস কর প্রণীত মেটিরিয়া মেডিকা পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা, ডাকমাসুল ॥০ আনা। কেবল আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বাঙ্গালা ডাক্তারী পুস্তকও আমার নিকট পাওয়া যায়। আবশ্যক হইলে লিষ্ট প্রেরিত হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দু হোষ্টেল লালবাজার
কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণদাসের সম্যক্ তত্ত্বাধীন
দাস এণ্ড কোম্পানীর
বিজ্ঞান যন্ত্র।

সকল প্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সুচারুরূপে, স্বল্প মূল্যে ও ইচ্ছানুরূপ নিয়মিত সময়ে সম্পন্ন হয়।

সাময়িক পত্রাদির কার্য্যাধ্যক্ষতা অথবা কলিকাতার এজেন্সির ভার আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

সাময়িক পত্রাদি বিজ্ঞান যন্ত্রে মুদ্রিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু সময়ে সময়ে রচনা প্রবন্ধাদিদ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৩৩নং ভবানীচরণ দত্তের লেন।
প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর শ্রীদেবকীনন্দন সেন।
কলিকাতা। যন্ত্রাধ্যক্ষ।

✓ মফস্বল মিউনিসিপালিটি।

কলিকাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিয়াছি, যে আমাদের দশায় কি আছে। কলিকাতায় বিদ্যা বুদ্ধির অভাব নাই, ধন মানের সীমা নাই, তোষামোদ বা আহ্লাদ সহকারে রাজ পদ সেবা কলিকাতার অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের অঙ্গের আভরণ, অথচ সেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পূর্ণ বিশ্বাসে ভর করিয়া কলিকাতার অধিবাসীদিগকে আত্ম-শাসনের অধিকার প্রদান করিলেন না; আর কি আমাদিগের বুঝিতে বাকি থাকে, যে, আমাদের মফস্বলবাসীদিগের অদৃষ্টে কি আছে।

একে রাজার ভাব এইরূপ, রাজধানীর অধিবাসীকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস নাই, তাহাতে মফস্বলের লোক নিতান্ত নির্জ্জীব। প্রাণান্তে কোন বিষয়ে কোন কথাটি কহিতে চাহেননা; ভয় করেন পাছে সাহেবেরা কিছু মনে করেন। মিউনিসিপালিটি মধ্যে বাস করিয়া কোথায় কে না শুনিয়াছেন, যে মিউনিসিপালিটি মধ্যে কর নির্দ্ধারণের, করাদায়ের নানাবিধ অত্যাচার আছে, প্রায় সর্ব্বত্রই শ্বেতপল্লী ও কৃষ্ণপল্লী মধ্যে বন্দোবস্তের ইতর বিশেষ আছে, আর অনেক স্থলেই অত্যাচারে সংগৃহীত টাকার যথেচ্চাচারে অপব্যয় আছে। এইরূপ কথা আমরা আমাদের জ্ঞানোদয় কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু সাধারণ অধিবাসীরা কোথাও যে একত্র হইয়া এতদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, এমন কথা আমরা কখন শুনি নাই, দরখাস্ত করা পৃথিবীর মধ্যে একটি অতিবড় পৌরুষের কথা বলিয়া আমরা মনে করিনা, অথবা রাজনীতি শিক্ষার চূড়ান্ত পরীক্ষা বলিয়াও বোধ হয় না, কিন্তু এরূপ সাধারণের মর্ম্মপীড়া যদি মধ্যে মধ্যে দরখাস্ত দ্বারা রাজ গোচর হয় তাহাতে আমাদের আহ্লাদ হয়। কিন্তু দরখাস্ত করা দূরে থাকুক, সকল অত্যাচারের কথা সম্বাদ পত্রেও প্রকাশ পায় না, লোকে প্রায়ই নীরবে সকল সহ্য করে, আর যখন বলে, তখন তোমার আমার কাছে গল্প করে মাত্র; এই সকল অত্যাচারের আশু যে কোন প্রতীকার হইতে পারে, সাধারণ লোকের তাহাতে বিশ্বাস নাই।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কথঞ্চিৎ হতাশ হইতে হয়; একটি মাত্র ভরসার কথা আছে; একবার বাঙ্গালার চারি পাঁচ জেলার লোক এক সময়ে অভ্যুত্থান করিয়াছিল; প্রজা কর্ত্তৃক সেই নীলকর দমন আমাদের ইতিহাসের একমাত্র ভরসা। তখন যদি হইয়াছিল, তবে আবার হইবে না কেন? কিন্তু এটি বুঝিতে হইবে, যে তখন আপনা হইতে হয় নাই, প্রজাকে একত্র করিতে হইয়াছিল, এখন দশজনে চেষ্টা করিলে অবশ্য হইবে।

সকল স্থানেই মিউনিসিপালিটিতে এরূপ গণ্ডগোল আছে; এবং সাধারণ লোকে এত অত্যাচার মনে করিয়াছে, যে জনকয়েক লোকে একটু চেষ্টা করিলেই ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে।

কোন একটি মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে সাধারণে যে কিছু বলে না, তাহার অন্যবিধ কারণও আছে। নগরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা প্রায়ই মিউনিসিপালিটির মেম্বর, জেলার কর্ত্তা মাজিষ্ট্রেট্ সভাপতি, আর প্রায় সকল সাহেবই মেম্বর, সুতরাং এরূপ অসাধারণ গুণবল সমষ্টির বিরুদ্ধে সাধারণে কোন কথাই বলিতে সাহস করে না, আর মফস্বলে অনেক স্থানে বলিতেও উকীলেরা, না বলিতেও উকীলেরা, কিন্তু এখন প্রায়ই সর্ব্বত্র উকীলগণ মিউনিসিপাল মেম্বর হইয়াছেন; সম্প্রতি বর্দ্ধমানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, সকল বিভাগেই এক এক জন উকীল প্রধান প্রতিনিধি হইয়াছেন। এইরূপে জালে জড়িত হইয়া ক্রমে উকীলদিগের মুখ বন্দ হইতেছে। তবে আর কথা কহে কে?

এখন কলিকাতা হইতে চারি পাঁচ জন কৃতবিদ্য ও উৎসাহ পূর্ণ লোক মফস্বলে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, আর ক্রমে সকল কথা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তবেই মফস্বলের নিস্তার আছে। তাঁহাদিগকে বিশেষ কিছু করিতে হইবে না; কেবল কোন একটি সভার নাম করিয়া মফস্বলে যাওয়া এবং এইরূপ প্রকাশ করা যে, "মফস্বলে মিউনিসিপালিটি মধ্যে নানা অত্যাচারের কথা আমরা শুনিয়াছি, তাহার সত্য মিথ্য জানিতে কোন একটি সভা বিশেষ ইচ্ছুক হইয়াছেন, যে কেহ কোন অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে, আমাদিগের নিকট আসিয়া প্রকাশ কর। সভার বিজ্ঞাপন বিবরণাদি সমস্তই বাঙ্গালায় হওয়া উচিত। এইরূপ উদ্দেশে একটি মূল সভা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, বা এখন যে সভাগুলি আছে, তাহার কোন একটি এইরূপ কার্য্য ভার গ্রহণ করিলে, সত্য সত্যই দেশের অনেকটা উপকার করা হয়। নতুবা নগরবাসী অধিকাংশ লোকই যে নগর সমাজের বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা চিরদিন বুকে পুরিয়া রাখিবে, আর মিনিসিপালিটির দোষ সরকার বাহাদুরের শিরে অর্পণ করিবে, এরূপ ভাব না রাজার পক্ষেই ভাল, না প্রজার পক্ষেই ভাল।

ইহার একটি প্রতিবিধান করা শীঘ্র অবশ্য কর্ত্তব্য। আর এই সময় উপস্থিত। নূতন মফস্বল মিউনিসিপাল আইন লইয়া এখন সংবাদ পত্র মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, দেশের লোক সেই সকল কথা পড়িতেছে, এই সময়ে চেষ্টা করিলে সেই উদ্যম সফল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

বারশ বিরাশী সালের উইল ও উপদেশ পত্র।

লিখিতং শ্রীবারশ বিরাশী বর্ষ, ব্রাদার বারশ একাশী বর্ষ সাং জগৎপুর, কিশমৎ চরাচর, পরগণে বিশ্বমণ্ডল, কস্য উইল পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।—

যেহেতুক আমার বয়স হইয়াছে এবং পূর্ব্ব গণনানুসারে আমার কাল সন্নিকট, আমার অধিকার সমস্তের এক রূপ বন্দোবস্ত করা নিতান্ত আবশ্যক; এবং যে হেতুক আমাদিগের সাল বংশের পরম্পরা প্রথানুসারে বয়সানুক্রমে অনুজগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়, এবং তুমি শ্রীমান্ তিরাশী সাল আমার জ্যেষ্ঠ অনুজ সুতরাং আমার পরে আমার অভিপ্রায় অনুসারে ও পূর্ব্ব প্রথামত এই লাট জগৎপুরের আমার অধিকার সমস্তের সর্ব্বাধিকারী হইলে। তুমি আমার মরণান্তে অনুজানুজ ক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে থাক।

২। আমি আমার রাজত্বকালে যে সকল বিষয়ে যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি, তোমার সুবিধা জন্য ও উপকারার্থ সেই সকল বিষয়ে তোমার কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া দিলাম; ভরসা করি তুমি সেইরূপ কার্য্য করিয়া আমার উপদেশ প্রতিপালন করিবে।

৩। লাট জগৎপুরের অন্যান্য ভাগের কথা সেই সেই স্থানের উপযুক্ত আফিশে রেজষ্টরি করিয়া দিলাম; এই ভারত রাজ্যের কথা সাধারণী সম্পাদককে বিশ্বাসী বোধে তাঁহার পত্রিকায় রেজষ্টরি করাইলাম, তুমি তাহার নকল লইয়া সেই মত কার্য্য করিবে।

৪। ইংরেজের রাণীর মত, সত্তরঞ্চের রাজার মত, আমাদের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, অথচ লোকে বলিতে ছাড়িবেনা বারশ বিরাশী সাল মলহররাও গুহকুমারকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক আমার অগ্রজ এ কর্ম্মের স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া যান। যাহাই হউক, ভাই, তুমি যদি পার ইহার কোনরূপ প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করিবে। আমি আমার পুরাতন কর্ম্মচারীকে ভারত হইতে লইয়া চলিলাম, তুমি তোমার মনোমত কর্ম্মচারী লর্ড লীটন্‌কে লইয়া ভারতরাজ্যে আসিলে, নূতন কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার কোনরূপ প্রতিবিধান করিও।

৫। আমার দুঃখের কথা তোমায় বলিলাম, সুখের কথাও তোমায় বলি। আমি আমার বৃদ্ধ বয়সে আমার ইংলণ্ডের যুবরাজকে ক্রোড়ে করিয়া এই ভারতে ভ্রমণ করিয়াছি। নানা দেশ দেখাইয়াছি, নানা লোক দেখাইয়াছি। এখন, তোমার কর্ত্তব্য, তুমি ভারতের সকল কথা চুপেচুপে তাঁহার কাণে কাণে বলিবে। ভারত সম্পর্কে যুবরাজ হৃদয়ে নিশ্চয়ই সৎপ্রবৃত্তি সমস্ত চালিত হইয়াছে। যাহাতে সেই সকল প্রবৃত্তির পরিচালনায় স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা তুমি করিবে ও অনুজানুজ ক্রমে সকলকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়া ও উইল করিয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

✓ সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল।

সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যে এদেশের উন্নতি প্রায় সর্ব্বাতোভাবে নির্ভর করে। কলিকাতার ও প্রধান প্রধান উপনগরে যে সকল গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত স্কুল ও কলেজ আছে, তাহাতে ধনাঢ্য ও জমীদারদিগের সন্তানগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মধ্যশ্রেণী অবস্থার লোকে ব্যয়বাহুল্য স্বীকার করিয়া,আপন আপন সন্তানকে প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে প্রায়ই অক্ষম। বিশেষত পল্লীগ্রামবাসীদিগের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ভিন্ন গতি নাই। এদেশে মধ্যশ্রেণীস্থ লোকের অবস্থার দিন দিন অবনতি হইতেছে, কিন্তু উহাদিগের উন্নতিতে দেশের উন্নতি নির্ভর করে ও উহাদের উন্নতি কেবল সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে। সুতরাং সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়কে দেশের উন্নতিমূলস্বরূপ বিবেচনা করিয়া, উহার ঔৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সতত দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

এক্ষণে যে প্রণালীতে উল্লিখিত বিদ্যালয় সমূহের কার্য্য পরিচালিত হয়, তাহা সর্ব্বাতোভাবে উপকারী বলিয়া বোধ হয় না।

স্কুল সম্পাদক—বিদ্যালয়ের সম্পাদক বা ম্যানেজরগণের প্রকৃতি কিরূপ, শিক্ষকগণ অবগত আছেন এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণও জ্ঞাত আছেন। কোন কোন বিদ্যালয়ে ভদ্রপ্রকৃতির সম্পাদক ও ম্যানেজর আছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, কিন্তু অনেক স্থলে অন্যরূপ সম্পাদক অনেকেই দেখিয়াছেন। উল্লিখিত মহাশয়গণের হস্তে শিক্ষকের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ভার থাকায় তাঁহারা শিক্ষকের নানারূপ অবমাননা করেন, এবং বেতন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপ বন্দোবস্ত করেন। কোন স্থলে, শুনা যায়, তাঁহারা দত্ত বেতন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিকের রসিদ লইয়া থাকেন, কোথায় বিদ্যালয়ের উপকারার্থ বেতনের কিয়দংশ দাতব্য চাঁদার উপলক্ষ করিয়া গ্রহণ করেন, অপর স্থলে দাতব্য চাঁদা কম আদায় হইল, এ হেতু শিক্ষককে বেতনের কিঞ্চিদংশ বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ লইতে হইল। যদি কোন স্কুলে প্রতিজ্ঞাত পূর্ণ বেতন দেওয়া হয়, হয়ত তথায় দুই তিন মাসের বেতন বাকি থাকিয়া আসিতেছে। এইরূপ অনিয়মিত কার্য্য ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের শ্রুতিগোচর হয় না, কারণ যাঁহারা উক্ত প্রকার ন্যূন বেতন গ্রহণ করেন, তাঁহারা কখনই তাহা প্রকাশ করেন না। উক্তরূপ বিশৃঙ্খলা জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্কুলে ও অন্যান্য ধর্ম্মজ্ঞান সম্পন্ন সম্পাদক মহাশয়দিগের স্কুলে পরিদৃষ্ট হয় না।

শিক্ষক—যে সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্ব্বাচন ডেপুটি ইনস্পেক্টর বা এডুকেশন কমিটি কিম্বা সুযোগ্য সম্পাদক কর্ত্তৃক সাধিত হয়, তথায় অবশ্যই উপযুক্ত শিক্ষক দৃষ্ট হয়। কিন্তু অনেক স্থলে সম্পাদকগণ মনোমত শিক্ষক নির্ব্বাচন করেন ও তাঁহার বেতন সম্বন্ধে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রূপ দ্বিবিধ বন্দোবস্ত করেন। এই রূপ সম্পাদকের হস্তে যদি দৈব দোষে ধর্ম্মজ্ঞান উপযুক্ত শিক্ষক পতিত হইলেন, তবে তাঁহার আর দুর্গতির সীমা থাকিল না। তাঁহাকে পদে পদে অবমানিত ও তিরস্কৃত হইতে হইল। স্কুল কমিটির মেম্বরগণের তর্জ্জন গর্জ্জন সহ্য করিতে হইল। বিবিধ পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া কার্য্য করিতে হইল। কর্ত্তাদিগের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত অথবা কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনের ঔচিত্য হেতুই হউক, শিক্ষককে যত্ন সহকারে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিতে হয়, কিন্তু আশাকৃত ফল না ফলিলেই তাঁহার বিপদ যদি

পরীক্ষার ফল ভাল না হয়, বিদ্যালয়ের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল; দুর্ভাগা শিক্ষকেরও কপাল ভাঙ্গিল, সাহায্যের হার ন্যূন হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের বেতন কমিল। উপযুক্ত ধর্ম্মভীত শিক্ষক ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন, হয়ত পদত্যাগ করিলেন, নতুবা ন্যূন বেতনেই কার্য্য করিতে লাগিলেন, কারণ পদত্যাগ করিলে পরিবার বর্গের ভরণপোষণ হয় না। কার্য্য ত্যাগান্তর অন্য কার্য্যে প্রবেশ করিবার অভ্যন্তর সময় ক্লেশে অতিবাহিত হইবে ও কার্য্যান্তর প্রবেশ করা সুকঠিন বিষয়, ইত্যাদি কারণে অনেকেই পদত্যাগ করিতে অক্ষম হইয়া বিবিধরূপ কষ্ট সহ্য করেন। শিক্ষকতা কার্য্যের অনুগামিনী স্বরূপ কাশ, যক্ষ্মা, রক্তোৎকাশ, রক্তবমন, উদরাময়, শিরঃপীড়া প্রভৃতি কএকটী অনিবার্য্য কঠিন পীড়া আছে। এই চরম ফল লাভার্থ অর্থাৎ অকালে কালগ্রাসে পতিত হওনার্থ অথবা চিররুগ্ন হইবার নিমিত্ত শিক্ষককে উল্লিখিত ক্লেশ স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে হয়। এই হেতু সুবিজ্ঞ শিক্ষক একবার সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সুখ সম্ভোগ করিয়াই সদত স্থানান্তরিত হইবার চেষ্টা করেন। সুতরাং সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহ শিক্ষকের অশ্রদ্ধার পদার্থ হইয়াছে। যে অধ্যাপনার উপর দেশের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে, সেই অধ্যাপকের বিবিধ প্রকার ক্লেশ দর্শনে সহৃদয় মহোদয়গণ অশ্রুপাত করিতেছেন।

প্রতিবিধান—সদয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত নিয়মগুলি বা তদনুরূপ নিয়ম প্রচলিত করিলে, সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। ইন্‌স্পেকটর ও ডেপুটি ইন্‌স্পেকটরের হস্তে শিক্ষকের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ভার থাকে। সম্পাদক কর্ত্তৃক দাতব্য চাঁদা আদায় হইয়া মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে কালেক্টরীতে প্রদত্ত হয়। প্রধান শিক্ষক মাসিক বিল করিয়া সহকারী শিক্ষকের বেতন প্রদান ও অন্যান্য ব্যয় নিষ্পন্ন করেন। এবং শিক্ষকের যোগ্যতা অনুসারে মধ্যে মধ্যে পদোন্নতি করা হয়, এই কার্য্যের নিমিত্ত কেবল পরীক্ষার ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অবিচার হয়, কারণ এরূপ অনেক পল্লী আছে, যথায় কৃতবিদ্য পরিশ্রমী শিক্ষক নানা কারণে (যথা অভিভাবকের অযত্ন, নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের সন্তান, মেলেরিয়া আক্রান্ত প্রদেশ) কখনই ভাল ফল দেখাইতে পারেন না, এ অবস্থায় ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরগণের মত লইয়া কার্য্য করিলে অবিচার হইতে পারে না, কারণ তাঁহারা শিক্ষকগণের বিদ্যাবুদ্ধি প্রকৃতরূপ অবগত হইতে পারেন। অতএব সানুনয় নিবেদন এই, গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকগণের রোদনে কর্ণপাত করেন। এবং কৃতবিদ্য যুবকদলকে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করি, যে, যত দিন সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল সম্বন্ধে সুপ্রথা প্রচলিত না হয়, তাঁহারা যেন কেবল চিররুগ্ন হইবার নিমিত্ত সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যে প্রবেশ না করেন।

আইন সৃষ্টি।

দেখা গিয়াছে বঙ্গদেশের যে প্রদেশে নিয়মিত জল হইয়াছে, সেইখানেই শস্য কিছু অধিক জন্মিয়াছে। এতদিন অযাচিত উপস্থিত বৃষ্টি ধারা নিয়মিত সময়ে পতিত হইয়া শস্য বৃদ্ধি করিত। এই উর্ব্বরা ভূমি এবং অযাচিত উপস্থিত বৃষ্টিই বঙ্গদেশের লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মী। ইহাতেই বঙ্গদেশের লোকে জীবিকা আহরণের নিমিত্ত লালায়িত নহে। ইহাতেই তাহারা আলস্য প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই দিগ্দিগন্ত হইতে নানা জাতি আসিয়া বঙ্গদেশ জয় এবং তথায় উপনিবেশ করিতেছে। অনায়াস লভ্য শস্য পাইয়া হিন্দু সন্তান পরিশ্রম বিমুখ হইয়াছিল, এখন ইন্দ্রের কোপে ইহাদের নিস্তার নাই, ইহারা করতলন্যস্ত কপোলে অশ্রুবর্ষণে গণ্ডদেশ ভাসাইতেছে। কিন্তু কলির দেবতা ইংরাজ ইন্দ্রের উপর ইন্দ্রত্ব দেখাইল, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র খাল খনন করিবার প্রস্তাব করিল এবং বৃষ্টির উপর শস্যোৎপত্তির নির্ভরতা ঘুচাইল। কলিকাতা গেজেটে এক খণ্ড আইন পাস হইল।

নদী, উৎস, হ্রদ, তড়াগ, হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল দ্বারা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র মাঠ এবং অন্যান্য স্থলে জল শিক্ত হইবে। যেখানেই জলের আবশ্যক দেখিবেন, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সেই খানেই এইরূপ খাল প্রস্তুত করণে আদেশ দিবেন। এই বিভাগের কর্ম্মচারী ভাল বিবেচনা করিলে, এই সকল খাল হইতে ক্ষুদ্র খাল গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে লইয়া যাইতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে আপনার ব্যয়ে কোন খাল হইতে এরূপ নূতন খাল প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন। ইহাতে খালের অধ্যক্ষ বিধিমতে সাহায্য করিবেন। বঙ্গবাসীর এতাদৃশ মূলধন নাই; এবং মূলধন থাকিলেও এতাদৃশ উৎসাহ ও প্রবৃত্তি নাই যে, এককালীন বৃহৎ বৃহৎ খাল খনন করিয়া দেশ ব্যাপ্ত করে। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আশ্বাস দিয়া বৃহৎ বৃহৎ খাল নির্ম্মাণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে আশা করিতে পারা যায় যে, বঙ্গবাসী এক্ষণে স্বাবলম্বন প্রথা ধরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল স্বস্ব ব্যয়ে প্রস্তুত করিবে। এইরূপ উৎসাহ দানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ধন্যবাদের পাত্র। খালের কার্য্যের বন্দোবস্তে প্রজার যে ক্ষতি হইবে, গবর্ণমেণ্ট স্বীয় স্কন্ধে সেই ক্ষতি পূরণের যেরূপ ভার লইয়াছেন, তাহা আমরা অন্য কোন আইনে দেখি নাই। জল প্রদান বন্ধ হইলে, প্রদেয় জলের পরিমাণ কমিলে কিম্বা জল শস্যাদির হানিজনক হইলে, বিশেষ কারণ ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট প্রজার ক্ষতি পূরণ করিবেন। পানীয় জলের অভাব হইলে, খালের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলেই, তৎক্ষণাৎ বিশেষ বন্দোবস্ত হইবে। ইংরেজের আইন দুরন্ত।

ক্ষুদ্র মূষিক শীকার করিয়া আহার করিবার অগ্রে বিড়াল সেটীকে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত ক্ষণেক ছাড়িয়া দেয়, ইংরাজ তদ্রূপ আমাদিগকে শীকার করিয়াছেন,

আমরা তাঁহার ক্রীড়ার দ্রব্য হইয়াছি, কত খেলা খেলিতেছি; কেন খেলিতেছি, ইংরাজ আমোদ পাইবেন বলে। স্বাধীনতার খেলা খেলিতেছিলাম, অনেক দিন এক খেলা প্রভুর ভাল লাগিবে কেন? ভোগ্যবস্তুর প্রকার ভেদই আমোদের মূল, নাটকাভিনয় স্বাধীনতার খেলা বন্ধ করিলেন। আমরা মানুষ, ইংরাজ দেবতা, সুতরাং এস্থলে থাবা মারিয়া খেলা বন্ধ হইতে পারে না, অন্য প্রকারে বন্ধ করিতে হইবে। ইণ্ডিয়া গেজেটের অসাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হইল, অমনি সেই খেলা বন্ধ হইল, এবং যাহারা সেই ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইল না, নন্দী, ভৃঙ্গী প্রভুর পার্শ্বচরেরা তাহাদিগকে প্রভু সন্নিধানে লইয়া গেল। এক্ষণে হুকুম কড়া হইল এবং সকলের বিদিতার্থ পশ্চাল্লিখিত মর্ম্মে কলিকাতা গেজেট শোভা করিল।

যে সকল নাটক কিম্বা প্রহসন পরের নিন্দা সূচক, দুর্নামকীর্ত্তক, রাজবিদ্রোহোদ্দীপক, অশ্লীল, কিম্বা যাহাতে সাধারণের রুচি কলুষিত করে, গবর্ণমেণ্ট সে নাটক কিম্বা প্রহসন অভিনয় করিতে দিবেন না। কোন নাটকাভিনয় রহিত করিতে হইলে, গবর্ণমেণ্ট, অভিনেতৃগণ এবং রঙ্গভূম্যধিকারীকে, বিজ্ঞাপন দিবেন, এবং দর্শকগণ যাহাতে উক্ত অভিনয় দর্শন করিতে না আইসে, তাহার নিমিত্ত রঙ্গভূমি প্রভৃতি সাধারণ স্থলে বিজ্ঞাপন স্থাপিত হইবে। এই বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও যদি কেহ উক্ত নাটকাভিনয় করে কিম্বা দেখে, অভিনয় করিবার স্থান প্রদান কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সাহায্য করে, তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কারাবাস, কিম্বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়ই হইবে।

নাটক ভাল হউক, মন্দ হউক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ভাল বিবেচনা হইলে প্রদেশ বিশেষে নাটক মাত্রেরই অভিনয় হইবে না। গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি ক্রমে তথা নাটকাভিনয় হইতে পারিবে।

উৎসব ক্ষেত্রে নাটকাভিনয় গবর্ণমেণ্টে ভাল বিবেচনা করিলে বন্ধ করিতে পারিবেন, তবে যে নাটক কিম্বা প্রহসন অভিনীত হইবে, মুদ্রিত কিম্বা হস্তলিখিত, তাহার এক খণ্ড অভিনয়ের তিন দিবস পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের মনোমত হইলে অভিনয়ের আদেশ দিবেন।

আইনের এত আঁটাআঁটী দেখিয়া সহজে কি সকলে অনুভব করিতেছেন না যে, ভারতের গলদেশে আর এক পাশ অর্পিত হইল, ইচ্ছা হইলে ফাঁশ টানিয়া ইংরাজ ভারতকে নাচাইবেন। শ্মশানদেশে মাতৃ দেহ দাহের অগ্নির ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া অপোগণ্ড শিশু সকল করতালি দিয়া নাচিতেছে, সে মত্ততা ইংরাজ ভঙ্গ করিল। নৃত্যগীত তামাসা, যাত্রা, পাঁচালী, নাটকাভিনয়ের সময় ভারতে উপস্থিত হয় নাই, এমন সময় এরূপ আমোদ আহ্লাদ, মত্ততার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এই বিভোর অবস্থা হইতে যিনি ভারতকে জাগরিত করিলেন, তিনি ভারতের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহার নিকট আমরা অধিক আশা করিতে পারি, এবং মুখবন্ধ মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। যিনি দেশের হিত এইরূপে সাধিত করিতে পারেন, ঈশ্বর তাঁহাকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

সমালোচন।

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত। এই নামে এক খানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ কৃষ্ণনগরের বাবু কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রকটন করিয়াছেন। ইহাতে নদীয়ার বা কৃষ্ণনগর রাজবংশের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা অদ্য গ্রন্থ হইতে ভূরি পরিমাণে বিবরণ উদ্ধার করিয়া দিলাম। ইতিহাস ভাগের নমুনা আগামীতে প্রদর্শন করা যাইবে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধিকার কালে তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, পূর্ব্ব সীমা ধুলিয়াপুর ও পশ্চিম সীমা ভাগীরথী ছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুবেজপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা অধিকৃত হইয়াছিল। এই রাজ্যের পরিমাণ ফল ৩৮৫০ বর্গক্রোশ। ইহা সুইজারলণ্ড রাজ্য অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ বৃহৎ।

এই জমীদারীর অন্তর্ব্বর্ত্তী ৪৯ পরগণা এবং ৩৫ কিস্‌মৎ (পরগণার কিয়দংশ) ছিল। পরগণার নাম, নদীয়া, উখ্‌ড়া, পাঁচনওর, মানপুর, মূলগড় বাগোয়ান, মহৎপুর, রায়পুর, সুলতানপুর, সুলতান বেদারপুর, উলা, সাহাপুর, ফতেপুর, লেপা, মারুপদহ, উমরপুর, গড়ু ইটবি, রায়সা, জাফরপুর, ভালুকা, সগুণা, মাটিয়ারি, এঙ্গুরিয়া, কাশিমপুর, গয়াশপুর, আলানিয়া, মহিষপুর, ইস্‌লামপুর, খাড়িজুড়ি, মামুদপুর, কলারোয়া, এসমহিলপুর, শান্তিপুর, রাজপুর, নাটাগড়ি, আমিরনগর, মণ্ডগুা, আলমপুর, কুশরানি, চারঘাট, খাজরা, হলদহ, ইন্দ্রখালি খালিশপুর, ভাৎসিংহপুর, বেলগাঁও, আষাড়শেনী, বুড়ল, খানপুর, এবং কিস্‌মতের নাম, হালিসহর, হাজরাখালি, পাইকান, মানপুর, কলিকাতা, আমিরাবাদ, আমিরপুর, খোশদহ, আনারপুর, বালিয়া, পাইকহাটি, বালান্দা, কাথুলিয়া, মাইহাটি, জামিরা, পারধুলিয়াপুর, মুর্ব্বই, নমক ও মোন, ধুলিয়াপুর, কুবাজপুর, জয়পুর, ভালুকা বাগমারি, হোসেনপুর, হিলকি, তালা, কাটশালি, শোভনালি, পলাসি, বেহারোল, সহনন্দ, ভাবসিংহপুর, হাট আলমপুর, সিলেমপুর, আকদহ।

এই ৮৪ পরগণা ও কিস্‌মতের মোট রাজস্ব ৬৫০৮০৬৩৭৮টাকা অবধারিত ছিল, তদতিরিক্ত পেশকশ বলিয়া ২৫০০০ টাকা দিতে হইত।

পূর্ব্বকালে এই অধিকারের মধ্যে শস্যক্ষেত্রের কর গড়পড়তায় প্রতি বিঘায় দুই আনা ছিল। বাস্তু বাগানের ভূমির কর গড়ে প্রতি বিঘায় দুই টাকার অধিক ছিল না। নিষ্কর ভূমির খাজানা আরও অল্প ছিল।

এই রাজাদিগের জমীদারীর চতুর্থাংশ ভূমি নিষ্কর ছিল। রাজারা আপনাদের কুটুম্ব, প্রধান বা প্রিয় ভৃত্য,

এবং শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মণকে অধিক ভূমি নিষ্করূপে দান করিতেন।

এই জমীদারীর মধ্যে আরও দুই প্রকারে কতক ভূমি নিষ্কর হইয়াছে। প্রথম প্রকার,—যে সকল শূদ্র জাতীয় ব্যক্তি রাজসংসারে নিযুক্ত থাকিত, তাহাদের মধ্যে কোন কোন ভৃত্যকে, নগদ বেতনের পরিবর্ত্তে, ভূমি দেওয়া হইত। এইরূপ ভূমির নাম চাকরাণ। চাকরাণ দুই প্রকার, খুঁটি ও বেখুঁটি। খুঁটি চাকরাণ সকর ও বেখুঁটি চাকরাণ নিষ্কর। যে সকল ভৃত্য সকর চাকরাণ পাইত, তাহারা ঐ ভূমির যৎকিঞ্চিৎ কর দিত, এবং যে ভৃত্যগণ নিষ্কর চাকরাণ পাইত, তাহারা নিষ্কর ভোগ করিত।

রাজবাটীতে জনশ্রুতি আছে, যে যবন রাজত্বকালে নবদ্বীপের রাজারা আপন অধিকার মধ্যে, সর্ব্বপ্রকার অপরাধের বিচার করিতেন। রাজা, প্রতিদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বিচারাসনে বসিয়া, সর্ব্বসাধারণের আবেদন শুনিতেন ও তাহার বিচার করিতেন। স্বত্বাসত্বের বিচার প্রথমে তাঁহার দেওয়ান করিতেন, কিন্তু তাহার চূড়ান্ত আদেশ রাজা দিতেন। অপরাধের বিচারের ভার তাঁহার ফৌজদারের প্রতি অর্পিত ছিল। এই উভয় কর্ম্মচারীর কৃত বিচারের আপীল রাজসন্নিধানে হইত। রাজা অবিচার করিলে তাহার আপীল নবাবের নিকট হইতে পারিত। কিন্তু রাজার বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করা বড় দুঃসাহসের কর্ম্ম ছিল।

অর্থ ও শারীরিক উভয়বিধ দণ্ড প্রচলিত ছিল। সুশাসনাভাবে জমীদারী মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, রাজা বা তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরা নবাব কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে, হুগলির ফৌজদারের প্রেরিত রাজস্ব পলাশী গ্রামে অপহৃত হওয়াতে, রাজার দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র নবাবের আদেশানুসারে নিহত হন।

এই জমীদারী নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ, এই চারি সমাজে বিভক্ত ছিল। জমীদারিস্থ ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি সমস্ত বর্ণ এই চারি সমাজভুক্ত ছিলেন।

উত্তর প্রদেশ অগ্রদ্বীপ সমাজ, মধ্য প্রদেশ নবদ্বীপ সমাজ, দক্ষিণ প্রদেশ চক্রদ্বীপ সমাজ, এবং পূর্ব্ব প্রদেশ কুশদ্বীপ সমাজের অন্তর্গত ছিল। চক্রদ্বীপ ও কুশদ্বীপ ইদানীং চাকদহ ও কুশদহ নামে খ্যাত আছে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রায়ই শাক্ত ও অত্যল্পাংশ বৈষ্ণব, এবং শূদ্রবর্ণের অধিকাংশ বৈষ্ণব ও কিয়দংশ শাক্ত ছিল। রাজারা শাক্ত, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ইহাঁরা পুরাণোক্ত বিবিধ অবতারের ধাতু প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত বিস্তর ভূমি দান করিয়াছেন। কালী কৃষ্ণ উভয়েরই প্রতি ইহাঁদের নির্ব্বিশেষ ভক্তি ছিল। ইহাঁরা কেবল চৈতন্যোপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ করিতেন।

রাজ্ঞী রাজবধূ ও রাজকন্যারা কার্পাস বা কৌষের শাটী পরিতেন; কিন্তু প্রায় সমস্ত শুভকর্ম্মোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাগরা এবং ওড়না পরিধান করিতেন। ইহাঁরা শীতকালে বিবিধ বহুমূল্য কৌষেয় ও রাঙ্কব বস্ত্র অঙ্গে দিতেন এবং চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন।

পূর্ব্বে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কামালপুর, কুমারহট্ট, শান্তিপুর, উলা, বহিরগাছি, বিল্বপুষ্করিণী, বিল্বগ্রাম প্রভৃতি কয়েক স্থানে অনেক টোল চতুষ্পাঠী ছিল। বিদ্যার্থীগণ নানা প্রদেশ হইতে ঐ সকল স্থানে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। এতদ্ব্যতীত অনেক গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টোল ছিল।

নবদ্বীপের রাজারা এ প্রদেশে সংস্কৃত ভাষার উন্নতি সাধনে বহুতর যত্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গ ভাষার উন্নতি সাধনে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন নাই। রাজারা কেন, ভাগীরথীর পূর্ব্বপারস্থ প্রায় কোন ব্যক্তির দ্বারাই মাতৃ ভাষার উন্নতি সাধন হয় নাই। ইহার যে কিছু উন্নতি লক্ষিত হইতেছে—তাহা ভাগীরথীর পশ্চিমপারস্থ অধিবাসীদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। আদি কবি বিদ্যাপতি, প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চণ্ডীকাব্য রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস, শিবসঙ্কীর্ত্তন রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ অন্নদামঙ্গল রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি সকল কবিগণই ভাগীরথীর পশ্চিম পার বাসী। ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে কেবল চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, রামায়ণ কাব্য রচয়িতা কৃত্তিবাস, এবং বিদ্যাসুন্দর, কালী ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন প্রাদুর্ভূত হন।

কিন্তু এই তিন জন কবি মধ্যেও প্রাচীন কবি বৃন্দাবন দাসের পিতার বাসস্থান ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ছিল। নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দুহিতা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বঙ্গ ভাষায় গদ্য লিখিবার যে বিশুদ্ধ প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও পর পারবর্ত্তী প্রদেশ বিশেষের মহোদয়গণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ইহার সূত্রপাত করেন, পরে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়রা ইহার বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা করিয়া তুলেন। ঐ প্রদেশবাসীরাই চণ্ডীর গান, যাত্রা, কীর্ত্তন, গাছ রামায়ণ, প্রভৃতির আদর্শ প্রদর্শন করেন। অঙ্ক বিদ্যার জ্যোতিও ঐ পার হইতে এই পারে বিকীর্ণ হয়। কারণ এ প্রদেশের যে সকল পাঠশালা ছিল, তাহার গুরুমহাশয়েরা প্রায়ই পশ্চিম পারবাসী ছিলেন।

ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে এই রাজাদিগের জমীদারী মধ্যে সিদ্ধি ও গাঁজা ব্যতীত আর কোন মাদক দ্রব্য প্রায়ই ব্যবহার ছিল না। সিদ্ধি ভক্ষণে কোন অনিষ্ট বা নিন্দা ছিল না, এ নিমিত্ত ভদ্র সমাজস্থ অনেক লোকে

ইহারই অনুরাগী ছিলেন। ত্বরিতানন্দ প্রায় ছোট লোকের মধ্যেই ব্যবহৃত হইত। ভদ্র লোকের মধ্যে যিনি ইহাতে আসক্ত হইতেন, তিনি অতিশয় নিন্দাস্পদ হইতেন। মদ্যপায়ী ব্যক্তি সমাজ মধ্যে কোন রূপেই স্বপদস্থ থাকিতে পারিত না। সুতরাং প্রায় কেহই ইহাতে অনুরক্ত হইতে সাহসী হইত না।

এই রাজাদিগের জমীদারী মধ্যে অতীব খাদ্য সুখ ছিল। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে এ প্রদেশ মধ্যে সামান্য তণ্ডুলের মন ৸০ আনা, কলাই, ছোলা, ও অড়হরের মণ ॥০ আনা, মুগের মণ ১ টাকা, তৈলের মণ ৫ টাকা, ঘৃতের মণ ১০ টাকা, মটর পেঁশারি ও মুসুরির মণ ।৵০ আনা ছিল।

রাজারা আপনাদিগের সন্তানদিগকে সংস্কৃত বিদ্যা উত্তমরূপে শিখাইবার বিশেষ যত্ন পাইতেন।

ইহাঁরা নিজাধিকার মধ্যে সংগীত শাস্ত্রের উন্নতি সাধনার্থ, দিল্লী হইতে সুপ্রসিদ্ধ সংগীত-বিদ্যা বিশারদগণকে আনাইয়া, আপনার ও অপর ব্যক্তিদিগের সন্তানগণকে, এই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াইতেন। এই কারণে যে পর্য্যন্ত এই রাজাদিগের ঐশ্বর্য্য ছিল, সে পর্য্যন্ত এ প্রদেশস্থ অনেক ব্যক্তি সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রোশন চৌকি, দম্পবাঁশী, এবং নওবৎ এই তিন প্রকার মনোহর বাদ্য অতি পূর্ব্বে এ প্রদেশে প্রচলিত ছিল না। এই রাজারাই পশ্চিমাঞ্চল হইতে সুনিপুণ বাদক আনাইয়া, এ প্রদেশীয় লোককে ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ান। ইংরাজী বাদ্য, (ব্যাণ্ড) পূর্ব্বে এ দেশস্থ লোকের মধ্যে কেবল কলিকাতার নিকটস্থ স্থানবাসী ফিরিঙ্গীরা জানিত। বহু ব্যয় সমর্থ না হইলে, দূরবর্ত্তী লোকেরা তাহাদিগকে আনিতে পারিতেন না। এই বংশাভব রাজা গিরীশচন্দ্র, কলিকাতার এক দল ইংরেজ বাদ্যকর কৃষ্ণনগরে আনিয়া, চর্ম্মকার জাতীয় কয়েক জনকে তাহাদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়ান।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ রাজা রুদ্র, ঢাকা হইতে আলালদস্ত নামক এক জন প্রসিদ্ধ স্থপতিকে আনাইয়া, কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর চক ও নওবৎখানা ইত্যাদি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান; এবং তাহাকে এখানে রাখিয়া অত্রত্য গাঁড়ার জাতীয় অনেক ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা স্থপতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ান। এই জাতির মধ্যে এরূপ সুনিপুণ স্থপতি সকল হয়, যে তাহারা কৃষ্ণনগরের রাজভবনে যে বৃহৎ ও শোভান্বিত পূজার দালান ও শিবনিবাসের যে তিন দেব মন্দির নির্ম্মাণ করে, তাহার কল কৌশল অদ্যাপি দেখিলে দর্শকগণ প্রীত ও চমৎকৃত হন।

কৃষ্ণনগরের যে কুম্ভকার জাতি ইদানীং নানাবিধ মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া লণ্ডন ও প্যারিস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নগরের এগজিবিশনে প্রেরণ করিয়া, প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার লাভ করিতেছে, এবং প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রশংসাজন হইতেছে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই রাজাদিগের দ্বারা উৎসাহ প্রাপ্ত হওয়াতেই, ইহারা এক্ষণে এতাধিক কৃতকর্ম্মা হইয়াছে।

অধুনাতন নবদ্বীপ কয়েক শতাব্দী সামান্য গ্রামের মধ্যে পরিগণিত থাকে। পরে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জনৈক যোগী আসিয়া এক দেবীর ঘট স্থাপন করিলেন। যোগী সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই নিমিত্ত নানা স্থানের জনগণ আসিয়া ঐ মহাপুরুষকে দর্শন ও ঐ দেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর এইরূপে ক্রমে ক্রমে এ স্থান এক প্রকার তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়া উঠিল। পরে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ঐ গ্রাম বাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামা একজন অদ্বিতীয় অধ্যাপক, নবদ্বীপের সন্নিহিত বিদ্যানগর গ্রামে, এক চতুষ্পাঠী করেন। তাঁহার প্রধান ছাত্র চৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য হরিদাস সার্ব্বভৌম, এবং শ্রীপাদ গোস্বামী। ইহাঁদের মধ্যে চৈতন্য, রঘুনাথ, এবং রঘুনন্দন সুপ্রসিদ্ধ।

যবনাধিকার কালে নবদ্বীপ নদীয়া পরগণা বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। নবদ্বীপ হইতে নদীয়া নামের উৎপত্তি হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার এই পরগণা প্রাপ্ত হন। কাশীনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি ইহার পূর্ব্ব জমীদার ছিলেন। ইহার রাজস্ব তৎকালে ৩১৪৯।৶ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই পরগণার অন্তর্গত অনেক গ্রাম ইদানীং অন্য অন্য পরগণা ভুক্ত হইয়াছে। ক্ষিতীশ বংশাবলি-চরিতে বর্ণিত আছে যে, প্রথমে ভবানন্দের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজা রামকৃষ্ণ, নবদ্বীপাধিপতি উপাধি ধারণ করেন। অনুমান হয় যে, এই রাজাদিগের অধিকার মধ্যে নবদ্বীপ সর্ব্ব প্রধান ও সুপ্রসিদ্ধ স্থান হেতুক, তিনি ও তাঁহার পর পুরুষেরা ইহার অধিপতি বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়াছেন, এবং ক্রমশঃ ঐ নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

বজেট।

অনেক দিন হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করিতেছিলেন, কেবল গত দুই বৎসর সেই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন মাত্র। লর্ড নর্থব্রুক এজন্য অনেকের স্থানে সাধুবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। হয় ত এই জন্যই গত কল্য টাউন হলের সভার বিবেচনায় তিনি একটি সুবর্ণ প্রতিমূর্ত্তি পাইবার উপযুক্ত। এমন স্থান আছে, যেখানে কেবল মাত্র বাঁচিয়া থাকাই পৌরুষের কথা, আর এমন রাজ্যও আছে, যেখানে আয় অপেক্ষা ব্যয় অল্প হইলেই, পাটোয়ারির চূড়ান্ত হইল। কিন্তু সে আক্ষেপের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সুচারু রাজস্বপরিচালন বোধ হয় আরও এক শত বৎসর মধ্যে ভারতের অদৃষ্টে ঘটিবে না। তবে এ দুই বৎসর মন্দের ভাল বলিতে হইবে। কিন্তু একটি কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকা যায় না, যদি ১৭ কোটি টাকা ভারতের তহবিল জমা, তবে আবশ্যক হইলে সুদ দিয়া টাকা ঋণ করা হয় কেন? এ কথার কি কোন সদুত্তর নাই?

সন ১২৮৩ সালের বজেট।

আয়।

(সিবিল)	
ভূমির কর	২১,৩৬,১০,০০০
দেশীয় রাজাদিগের নিকট হইতে	
করাদি আদায়	৭০,০০,০০০,
বন বিভাগ	৬০,০০,০০০,
আবকারি	২,৫১,৫০,০০০,
বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল	২,৬২,০০,০০০,
লবণ	৬,৩০,০০,০০০,
অহিফেণ	৮,২০,০০,০০০,
ইষ্টাম্প	২,৮৩,৭০,০০০,
টাকশাল	১২,৪০,০০০,
পোষ্ট আপিস	৭৭,৮০,০০০,
টেলিগ্রাফ	২৯,০০,০০০,
আইন ও আদালত	৩১,৬০,০০০,
সামুদ্রিক	১৯,৮০,০০০,
সুদ	৫০,৮০,০০০,
নানাবিধ বৃত্তি হইতে	৫৯,৪০,০০০,
লণ্ডনের সহিত বিনিময়ে লাভ	৩৪,৭০,০০০,
বিবিধ	২৫,৯০,০০০,
	৪৮,৫৭,৭০,০০০,
সৈন্য	৮৭,৮০,০০০,
পাবলিক ওয়ার্ক (নিয়মিত)	৮,৩০,০০০,
খাল	৫২,৭০,০০০,
ষ্টেট রেলওয়ে	৪১,৫০,০০০,
মোট	৫০,৪৮,০০,০০০,

ব্যয়।

(সিবিল)	
নানাবিধ টাকার সুদ	৬০৫,০০,০০০,
ভূমির কর	২,৪৭,৩০,০০০,
বন বিভাগ	৪১,৭০,০০০,
আবকারি	৮,৭০,০০০,
কষ্টম বা মাসুল	১৯,৯০,০০০,
নিমকি	৫২,৬০,০০০,
অহিফেণ	২,২০,০০,০০০,
ইষ্টাম্প	১০,৩০,০০০,
টাকশাল	৯,৪০,০০০,
পোষ্ট আপিস	৮৪,৩০,০০০,
টেলিগ্রাফ	৪৮,৮০,০০০,
শাসন কার্য্য	১,৫৯,৫০,০০০,
অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ	২৮,৭০,০০০,
আইন এবং আদালত	২,৩৬,৭০,০০০,
সামুদ্রিক	৫৭,৬০,০০০.
ধর্ম্ম যাজন	১৬,২০,০০০,
চিকিৎসা	১৮,৪০,০০০,
পলিটিকেল এজেন্সি	৩৪,৯০,০০০,
সন্ধি আদির নিয়মানুসারে এতদ্দেশীয় রাজা প্রভৃতিকে দেয়	১,৬১,৬০,০০০,
সিবিল ফর্লো এবং অনুপস্থিতির বেতন	২২,৩০,০০০,
পেন্সন	১,৭৯,৬০,০০,
লণ্ডনের সহিত বিনিময়ে ক্ষতি	২,৩৩,২০,০০০,
বিবিধ	৭,৮০,০০০,
প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টদিগকে দেয়	৫,০৬,৭০,০০০,
মোট	৩০,১৭,৫০,০০০,
সৈন্য	১৫,৯৭,৯০,০০০,
পাবলিক ওয়ার্ক (নিয়মিত)	২,৫৩,২০,০৭০,
ষ্টেট রেলওয়ে	২৯,৭০,০০০,
গ্যারাণ্টিড রেলওয়ে সমূহের তত্ত্বাবধানাদির ব্যয়	৯,৩০,০০০,
ঐ রেলওয়ে প্রভৃতির জামিনে সুদ	১,২৬,০০,০০০,
	৫০,৩৩,৬০,০০০
পাবলিক ওয়ার্ক (অতিরিক্ত)	৩,৭১,৯০,০০০,
সমুদায়ে মোট	৫৪,০৯,৫০,০০০,

সংবাদ।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২য় এম, বি। ১ম বিভাগ।

রাধারমণ ঘোষ।

২য় বিভাগ।

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১ম এম, বি। ১ম বিভাগ।

ক্ষীরোদচন্দ্র সাধুখাঁ, অমরচাঁদ মুখোপাধ্যায়, দুর্গা দাস গুপ্ত এবং সৈয়েদ হোসেন।

২য় বিভাগ।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, রাজেন্দ্রলাল দে, বিপিনবিহারী মৈত্র, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং কানাইলাল শীল।

২য় এল, এম, এস।

কেদারনাথ বসু, নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র নাথ দে, কানাইলাল মল্লিক, অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার পাইন, অখিলনাথ পাল এবং বনমালী পাল।

১ম এল, এম, এস।

আমদার আলি খাঁ, অবিনাশচন্দ্র, বাণেশ্বর, ব্রজেন্দ্র নাথ, মাধবচন্দ্র ও সূর্য্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; আদ্যনাথ, অন্নদাচরণ, কিশোরী মোহন, মহেন্দ্র মোহন, সুরতলাল, ও উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ; অক্ষয়কুমার ভাহুড়ী ; বেণী মাধব, দুর্গানাথ ও শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী; অন্নদাপ্রসাদ, ব্রজ নাথ দণ্ডীরাজ ও প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়; চন্দ্রনাথ চৌধুরী; অন্নদা প্রসাদ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, মহেন্দ্রনাথ, শ্রীনারায়ণ ও উমেশচন্দ্র দাস। গোষ্ঠ বিহারী, মন্মথনাথ,

মতিলাল, নীলমাধব দত্ত ; ডব্লিউ, এচ, ডেভিডসন ; ফজলার রহমান ; মহেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; হেরম্বচন্দ্র, কামাখ্যানাথ, কাশীনাথ, উমেশচন্দ্র ঘোষ ; গুরুচরণ দাস, প্যারীশঙ্কর, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত ; অমৃতলাল, নগেন্দ্রনাথ কর ; চন্দ্রনাথ কর্ম্মকার ; শশিভূষণ কুমার ; দুর্গাদাস লাহিড়ী ; বরদাপ্রসাদ, গোপালচন্দ্র, কৈলাসনাথ মিত্র ; অবিনাশচন্দ্র, চিন্তামণি, হেরম্বনাথ, খেলারাম, নৃপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; হীরালাল নান ; শীতলচন্দ্র পাল ; ক্ষীরোদচন্দ্র পালিত ; গঙ্গাধর, জগচ্চন্দ্র, মন্মথনাথ, রাজকুমার রায় ; হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ; গোপীবল্লভ, কুঞ্জবিহারী সাহা ; অচ্যুতানন্দ, হরিচরণ, হেমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সেন ; শশিভূষণ শ্রীমানী।

এই সপ্তাহে আমরা বহরমপুর হইতে দুইখানি অভিনব সম্বাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানির নাম "মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি" আর একখানি "প্রতিকার।" দুঃখের বিষয় এই যে, একেবারে দুই খানির শুভদর্শন লাভ করিয়া আমরা "পরমাহ্লাদিত' হইতে পারিলাম না। মনে কিছু সন্দেহ হইতেছে ; 'প্রতিনিধি' ও 'প্রতিকার' প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ হইতেছে। মুর্শিদাবাদ বা বহরমপুরে, এই দুইখানি শুদ্ধ গণনা করিলে বোধ হয় ১২ খানি সম্বাদ পত্র জন্ম গ্রহণ করিল ; আমরা ভরসা করি, এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্রজগণ অপেক্ষা চিরজীবী হইবেন এবং কখন কোনরূপ গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য দৃঢ় ব্রতে পালন করিবেন।

'বাঁদরামীর' দ্বিতীয় সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। জাতীয় সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রকাশ্য বানরেরা বলিতেছেন ;—ভাল "জাতীয় ধর্ম্মই যদি ন্যাশনালিটি হয়, তাহলে বাঙ্গালিদের আর ন্যাশনাল করিবার দরকার কি ? তাদের ন্যাশনালিটি দ্বেষ হিংসা—দ্বেষ হিংসা প্রচুর আছে। তাদের ন্যাশনালিটি রাত্রের অন্ধকারে ঘরের বাহিরে যাইতে হইলে গৃহিণীর আঁচল ধরে যাওয়া, ভাল তা তাদের সকলের ই আছে। জুত লাথি ঝাঁটা খাওয়া (যা আর কার নাই) কেন, তাও বেশ অভ্যাস আছে। স্বজাতির সাহায্য না করা—তারও অভাব নেই ; * * * * ভাল করিতে না পারি মন্দ করা ইত্যাদি যে একটা জাতি সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ ন্যাশনালিটি আছে, সে কটা সবই বাঙ্গালিরা আদরের সহিত পালন কচ্চে,—তবে আর ন্যাশনাল করিবার দরকার কি ?" অনেক সময়ে বানরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

কলিকাতা বাগবাজার জ্ঞান দীপিকা পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ একটি প্রশ্ন করিয়াছেন "কোন্ কোন্ পুস্তক আপন অধিকারে রাখিলে বা সাধারণকে পাঠ করিতে দিলে কোন প্রকার অশ্লীলতা প্রচার করা হইবে না ?" তিনি বলেন, যে এখন যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে হয় ত একদিন পোলিস আসিয়া বলিবে, যে "এই পুস্তক তুমি সাধারণকে পাঠ করিতে দাও, তুমি দোষী"। এরূপ করা কলিকাতার পোলিশের পক্ষে বিচিত্র নয় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। পুস্তক মাত্রেই রেজেষ্টরি করা, বিশেষ গেজেটে সেগুলির একরূপ সমালোচন প্রকাশিত হইয়া থাকে, সুতরাং হঠাৎ গবর্ণমেণ্ট কাহাকেও কোন রেজেষ্টরি করা পুস্তকের প্রচারের দাবী করিতে পারেন না। তবে অত্যাচারের কথা স্বতন্ত্র তাহাতে যুক্তিই বা কি ? আর পরামর্শই বা কি ?

সংপ্রতি আরা হইতে পিরু নামক ডাকঘরে যে ডাক যাইতেছিল, কতক গুলি ডাকাইত তাহা মারিয়া লইয়াছে। অনেক অনুসন্ধান হইতেছে, কিন্তু আজিও চোরেরা ধৃত হয় নাই।

একটি স্ত্রীবিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। যুবতী রমণীগণের অধ্যাপনাই তথাকার উদ্দেশ্য। সেই বিদ্যালয়ে ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চবিদ্যা, সূচি ও চিত্রকার্য্য এবং সংগীতের শিক্ষা দেওয়া হইবে। এক্ষণে কলিকাতার বাটী বাটী বিবিরা আসিয়া শিক্ষা দিয়া যায়, উহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি সুকুমারমতি অঙ্গনাগণের মন আকৃষ্ট হয়, এবং সময় বিশেষে অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ খণ্ড ধর্ম্মের প্রবণতা থাকিবে না। এক জন ইংরেজ কর্ত্রীর অধীনে এই বিদ্যালয় রক্ষিত হইবে। এই বিদ্যালয় স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের কার্য্য করিবে। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা দেশের উন্নতিপক্ষে প্রয়োজনীয়, সাধারণীর মত এই, কিন্তু যে যে উপকরণে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে, সে সকল সাধারণীর অভিমত নহে। কিরূপ শিক্ষাকে এই যুবতীগণকে শিক্ষাপ্রদান করিবেন, এই বিজ্ঞাপনে তাহার কোন উল্লেখ দেখিলাম না।

বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষের পরিবর্ত্তে ডেঃ মাঃ বাবু রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণার বারুইপুর মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ঢাকায় বদলী হইলেন।

পুরীর একটীং ডেঃ মাঃ বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীরামপুরে বদলী হইলেন।

মৃত থোয়েটস্ সাহেবের স্থলে রাজশাহী সার্কেলের স্কুল ইন্স্পেক্টর সি, বি, ক্লার্ক সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে উন্নত হইলেন।

তমলুকের মুন্সেফ বাবু প্রেমচাঁদ পাল দিনাজপুর জেলার পত্নীতলায় বদলী হইলেন।

পত্নীতলার মুন্সেফ বাবু রাজচন্দ্র সান্যাল মেদিনীপুর জেলার তমলুকে বদলী হইলেন।

বাবু ঘনশ্যাম গুপ্ত, সারণ জেলার মতিহারী মহকুমার একটীং মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

বিগত ১৬ই চৈত্র মঙ্গলবার আমার বিশেষ আত্মীয় নীরদকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমাশয় ও জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া কাল কবলে পতিত হইয়াছেন।

শ্রীনরেশ্বর মুখোপাধ্যায়
সারশা; [illegible]

মফস্বল।

বর্দ্ধমান।

বিগত ১৫ই চৈত্র সোমবার এবং ১৭ই চৈত্র বুধবার রজনীদ্বয়ে বর্দ্ধমানাধিপতির আলয়ে মসনবী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে; রঙ্গস্থলে এখানকার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ স্বয়ংও প্রথম দিবস উপস্থিত ছিলেন। নাট্যশালাটি উত্তম রূপে সজ্জিত হইয়াছিল, চিত্রপটগুলিও পারিপাট্যের সহিত চিত্রিত। নাটকটি মহারাজ কর্ত্তৃক মসনবী নামক পারসী পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু পুস্তকটির যে কিছু সৌন্দর্য্য আছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে অপারগ হইলাম, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যাহা কিছু আছে, তাহা পারসী পুস্তকটির প্রকৃত মর্ম্ম ব্যতীত কিছুই নহে। এতাদৃশ পুস্তক সমূহ যদ্যপি নাটক শ্রেণি মধ্যে গণনীয় হয়, তাহা হইলে যে উত্তম উত্তম নাটক মাত্রেরই অবমাননা করা হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের মতে মহারাজ যদ্যপি অপরাপর উত্তম উত্তম নাটক সমূহ স্বীয় রঙ্গালয়ে অভিনীত করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে যে উত্তম হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। নাটকটির অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্ক গুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র; এবং সকল সময়ে অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্ক নিয়মিত রূপে বিভক্ত না হওয়াতে ঐক্যতান বাদন অধিকক্ষণ হওয়ায় শ্রুতি বিদারক হইয়াছিল। অভিনেতৃ ও অভিনেত্রী গণের মধ্যে অনেকেই, যেরূপ ছাত্রেরা স্বীয় পাঠ-অভ্যাস করিয়া গুরুর নিকট অভ্যস্ত পাঠ বলেন, ইহাদেরও অভিনয় ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল।

যখন বেনুজির (Hero) জনৈক পরী কর্ত্তৃক অপহৃত হন, তখন দাসী দিগের নবাবের, এবং বেগমের ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বেগমের স্বর অত্যন্ত কর্কশ হইয়াছিল। বেনুজিরের অভিনয় নিতান্ত জঘন্য হইয়াছিল। মহারাজ যে নবরঙ্গের সভা দ্বারা কি নিমিত্ত এতাদৃশ অভিনয় কার্য্য করাইতেছেন তাহা বলিতে পারিনা। বর্দ্ধমান এমিটিয়ার থিয়েটারের অভিনয় কার্য্য যে, ইহা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। এই ঐক্যতান বাদনকে ঐক্যতান বাদন না বলিয়া অনৈক্য তান বাদন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রুত হইয়াছিলাম যে, এবার মহারাজ নিজে টিকিট বিলি করিবেন; সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, এবার কোন প্রকারে অভদ্র লোক সকল প্রবেশ করিতে পারিবেনা; কিন্তু রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, বাজারের সামান্য সামান্য লোকদিগের দ্বারা অনেক আসন পূরিত হইয়াছে। শুনিলাম ইহারা মহারাজের জমাদার প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তা দিগের সাহায্যেই প্রবেশ করিয়াছিল। উহারা কি পয়সা লইয়া উহাদিগকে প্রবেশ করায়? কিন্তু আর একটি কার্য্য দর্শনে আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। ভদ্র সমাজে বারবনিতাদিগকে উপবেশনানুমতি প্রদান করা কত দূর যুক্তি সিদ্ধ হইয়াছে; তাহা বলিতে পারিনা। শুনিলাম ইহারা রাজা দ্বারা প্রবেশানুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু যদ্যপি তাহাদিগকে অভিনয় দেখাইবার মহারাজের বাসনা হইয়াছিল, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে অনায়াসে অন্যত্র স্থান দান করিতে পারিতেন; কিম্বা তাহাদিগের নিমিত্ত অতিরিক্ত রাত্রি (Special night) করিলেই পারিতেন, কিন্তু এই গর্হিত কার্য্য কিরূপে তাঁহার সদ্বিবেচনার অনুমোদন লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; ভরসা করি, অন্যান্যবারে এরূপ হইবে না। নাট্যশালাধ্যক্ষের (Stage manager) কার্য্য সুসম্পন্ন হয় নাই। কিন্তু সজ্জা কার্য্য পারিপাট্যের সহিত হইয়াছিল। ভরসা করি, বারান্তরে সমস্ত কার্য্যই সুসম্পাদিত হইবে।

শুনিতেছি বর্দ্ধমানাধিপতি আগামী বর্ষে রাণীসাগরের এবং তৎপর বর্ষে শ্যামসাগরের পঙ্কোদ্ধার করিবেন, ইহাতে যে সাধারণের বিশেষ মঙ্গল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু 'জনুক যুক্তি না হয়।"

মঙ্গলকোর্টের সব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বিশ্বাস স্বীয় বাসনা মতে কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন; শুনিতেছি ইনি না কি কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন। অস্মদ্দেশস্থ যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ মাত্রও সঙ্গতি আছে, তাঁহাদেরও ঐপথ অনুসরণ করা উচিত। চাকুরী অপেক্ষা ব্যবসা যে শতাংশ শ্রেষ্ঠ; তাহার সন্দেহ নাই।

বিগত ১৬ই চৈত্র মঙ্গলবারে এখানে শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, শিলাগুলিও নিতান্ত ছোট হয় নাই, কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ অতি কম হইয়াছিল।

প্রেরিত।

কেঁড়েল শিষ্যের পত্রোত্তর।

প্রথমে লিখিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান লেখকগণ—এক্ষণে আবার লিখিতেছি, বঙ্গীয় লেখকগণ স্বয়ং এক কলম লিখিতে পারেন না ও পারেন নাই—অথবা কদাচিৎ কেহ সফল হইয়াছেন। ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, বরাবর বলিব। তবে আমার অপরাধের মধ্যে আমি লিখিয়াছিলাম, ব্রিটিশ ভাণ্ডার হইতে বঙ্গ অপহরণ না করিলে, কাহারও এক কলম লিখিবার সাধ্য নাই। হাঁ, ইহাতে বাবু মশাই আমাকে দোষীতে পারেন। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ তলয়ে বুঝিতে পারিতেন, আমি অন্যায় বলি নাই। চুরি আর অনুবাদ তাঁহাদিগের প্রধান উপকরণ। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্গবাসীগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লেখক আপনার বুদ্ধি হইতে কোন বিষয় (অর্থাৎ কাব্য নাটক বা নবেল) লিখিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন; চোকে অঙ্গুল দিয়া না বুঝাইয়া দিলে ভায়া বোঝেন না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, স্বাধীন ভাব, স্বাধীন চিন্তা, আমাদের দেশের কজন লেখকের আছে? এ কথায় বাবুর রাগ হইতে পারে, হয় ত তিনি বলিয়া বসিবেন—মুখের কথা বলিলেই হল—কাহারও নাই? তবে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, ভারতের বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, বাঙ্গলা মহাভারত, রামায়ণ, কাদম্বরী, র‍্যাসলাস, সদ্ভাব শতক, চারুপাঠ, মদনমোহনের বাসবদত্তা, বিদ্যাসাগরের সবগুলি —আর কত লিখিব—এ গুলিন কি? বাঙ্গলা নাটক গুলিন ত (Whole sale) (প্রায়) ইংরাজির অনুবাদ বা ভাবসংগ্রহ। ভায়া লিখিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, বেতাল পঞ্চবিংশতি, নন্দকুমার রায়ের শকুন্তলা—মনোমোহন বাবুর রামাভিষেক ইত্যাদি গ্রন্থ কি ব্রিটিশ ভাণ্ডার হইতে চুরি করা হইয়াছে? বাবু মহাশয়ের বিবেচনায় এগুলি কি তাঁহাদের অসাধারণ, অলৌকিক, অনির্ব্বচনীয়, আশ্চর্য্য অদ্ভুত কবিত্বশক্তি সম্ভূতা? এই জন্যই তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিতে বাধিত হই। কারণ কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলে, তিনি বালকের ন্যায় এত লিখিয়া কাগজ পুরাইতেন না। হাঁ এ সব গ্রন্থ ব্রিটিশ ভাণ্ডার হইতে চুরি নহে সত্য, কিন্তু সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মনোমোহন বাবু অপরের ফুল বাগান হইতে "ফুলগুলি তুলিয়া, বোঁটাগুলি ছিঁড়িয়া" সাজি সাজাইতে জানেন; কিন্তু সেক্ষপীয়রের ন্যায় স্বয়ং ফুলবাগান সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার পুস্তকে [নূতন কিছুই নাই—সতী নাটকে শান্তিরাম রামচন্দ্র ত্রেতাযুগ জন্মেন—বোধ হয় তখন মুসলমানের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু মনোমোহন বাবু জোর করিয়া, রামাভিষেকে "চাচা" বলাইয়াছেন—আর "এই এক নূতন।!"

এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তি কাহার ছিল, বা কাহার আছে—বিদ্যাপতি "পুঁটি মাছের ঝাঁক") হিন্দুস্থানী কবি। ত্রিহুত জেলার অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গা নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়—তিনি বঙ্গীয় কবি নহেন। চণ্ডীদাস বঙ্গীয় কবি বটেন; কিন্তু বাঙ্গালার প্রথম ও প্রধান কবি শ্রীকবিকঙ্কণ—মুকুন্দরাম। বঙ্কিম বাবুর "বৃহৎ রোহিৎ মৎস্য"। তিনি ঘোর অন্ধকার মরুভূমিতে পতিত হন; কিন্তু আপনার অসাধারণ বুদ্ধি বিদ্যা ও অলৌকিক কবিত্বশক্তি প্রভাবে সেই মরুভূমিতে বসন্তের সৃজন ও শশধরের বিমল কিরণমালায় ভুবন অলঙ্কৃত ও উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। পরে রামপ্রসাদ—তিনি কেবল তাঁহার সুমধুর পদাবলী-তেই এই উচ্চ সিংহাসন পাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র—রামপ্রসাদ ভারত হইতে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ভারতে স্বাধীন ভাব নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রামপ্রসাদের চিত্তক্ষেত্র স্বাধীনভাবে পরিপূর্ণ; রামপ্রসাদ স্বর্গে ভ্রমণ করিতেন—ভারত এই অসার পৃথিবীতেই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ভারত মালিনীর রূপ ভালবাসিতেন, রামপ্রসাদ দনুজদলনী নগেন্দ্র-নন্দিনী মুক্তকেশী চামুণ্ডার চণ্ডমূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইতেন।

২য়। বিদ্যাসাগর হইতে বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি পূর্ব্বেও বলিয়াছি—এখনও বলিব। ভাষা কাহার সৃষ্টি কে বলিতে পারে? তবে আদৌ যাহাকে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা বলি, তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপক্ষে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক জন প্রধান লেখক বলিয়া আমি তাঁহাকে মান্য করি না—তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি, বিবেচনা, বিচারশক্তি ও দেশহিতৈষিতার জন্য এত মান্য করিয়া থাকি।

৩য়। যখন বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রস্তাব বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শন হইতে বহির্গত হইল, তখন কাহাকে দোষিব? বলি চুরির বামাল যেদোর ঘর হইতে বাহির হইল, গ্রেপ্তার কাহাকে করিব?

৪র্থ। কোথায় একটু আধটু ভাবের ঐক্য হইলে, বলিতাম না। পরে পরে সব কবিতারভাব আপনা হইতে আসে না, অবশ্য যাহা হইতে চুরি, তাহা সম্মুখে রাখিয়া না লিখিলে, তেমন হয় না। পদ্মিনীর রূপ বর্ণন।

"কোন্ মূঢ় চিত্রকরে পদ্ম দেহ চিত্র করে
চিত্রিলে কি বাড়ে তার শোভা।" ইত্যাদি

আর

"To gild refined gold, to paint the lily,
To throw a perfume on the violet
Is wasteful and rediculous indeed". &c

এই সকল কবিতার বিশেষ কি? তেমনি সুরের

Cupid once on a bed of rose" &c.

আর রাজকৃষ্ণ রায়ের— "মধুমক্ষিকা দংশনের "একদা মদন করিয়া চয়ন" (is this?) মধ্যে কিছুই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

"সম্ভব হইবে ধ্বংস শারদ চন্দ্রমা।
অসম্ভব হবে ধ্বংস শেঠের গরিমা॥"

এ প্রতিজ্ঞার অর্থ নাই—ইহাতে এই বুঝায় শেঠের গরিমা উজ্জ্বল কিন্তু ক্ষণিক (Transient and doubtful) —শারদচন্দ্রমার শোভা ক্ষণিক ও doubtful শারদ-চন্দ্রের শোভা নাই তা কি ধ্বংস হবে?

বিধাতা বিধির বিধি হবে সচঞ্চল।
অতল জলধি-জল হবে মরুস্থল॥
সম্ভব হইবে সব— সম্ভব বিষম
দাবাগ্নি গ্রাসিবে রোষে সুধাংশু মণ্ডল।
অসম্ভব ক্ষত্রি গর্ব্ব হেরিবে চরম।
অসম্ভব হবে ধ্বংস ভারত বিক্রম॥"

এরূপ লিখিলে কি হইত?

পরে উপসংহারকালে কেবল মাইকেল, হেম, দীন বন্ধু ও কবিকঙ্কণ "These four are the four if I mistake. not." এ কথায় কেহ মনে করিবেন না যে, বঙ্কিম বাবুর অসীম ক্ষমতার অবমাননা করিতেছি। আমি শুধু মাত্র কবিদিগের বিষয় লিখিলাম। ইতি।

শ্রীউচিতবক্তা।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

সমাজসমালোচন।

মূল্য ॥০ আনা॥

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩
ডাকমাস্থল ... ... ।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ... ... ১॥০
ডাকমাস্থল ৶০

প্রতি খণ্ডের মূল্য প্রত্যেক ফর্ম্মা /০ হিসাবে।

এই কাব্যসংগ্রহ যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট অগ্রিম মূল্য সমেত পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,
কদমতলা, চুঁচুড়া।

RIJU BRITTI
OR A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।
অর্থাৎ
প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের
অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত,

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

ADVERTISEMENT.

A Guide to the study of Physical Geography for students preparing for the Entrance Examination Price. 4 as or including postage 5 annas. To be had of the undersigned.

Harinath Sen
Teacher Baraset School.

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কানাইপুর ৬॥০
" " মুকুন্দ লাল বর্ম্মণ, সৈদাবাদ বহরমপুর ৬॥০
" " কালীকুমার বসু, চট্টগ্রাম ... ৬॥০
" " প্রাণ নাথ মৈত্র, দিনাজপুর ৬॥০
রায় সূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাহাদুর পূর্ণিয়া ৫,
শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ চন্দ্র মণ্ডল, বালেশ্বর ৬।৶০
" " শ্রীনাথ রায়, ভাগ্যকুল, ঢাকা ৬॥০

পাণিনি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির
আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব।
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।
মূল্য ১, টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

It displays great erudition.

Monier Williams.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যান পাঠাইবেন। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা হুগলি ট্রেজরিতে বরাত দিবেন। অন্যথা আমাদের বিস্তর অসুবিধা হয়।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রাপ্তির দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৶০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যাহাদের সাধারণী পাইতে বিলম্ব হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়কটী সাধারণী আফিসে পাঠাইবেন। আমরা পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব।

শ্রীহরিমোহন সুর, বি, এ, কার্য্যাধ্যক্ষ

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে, একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী,
৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইঁহারা কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ... ৬॥০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ... ৩॥০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ... ২, মাসিক ... ৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৶০

ডাকমাস্থল লাগিবে না।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।